কালীঘাট-কালিকা-গ্রন্থমালা।

ক্রমিক সংখ্যা ২।

সনৎসুজাতীয়টীকা-
পরিশিষ্টম্

কালীঘট্টস্থিত-শ্রীশ্রীকালিকামহাদেবীসেবাভৃৎ-কুলোদ্ভব-

শ্রীগুরুপদশর্ম্মহালদারপ্রণীতম্।

কলিকাতানগর্য্যাং কালীঘট্টীয়হালদারপাড়াখ্যবর্ত্মস্থ-

সপ্তচত্বারিংশৎসংখ্যকভবনাৎ, এম্ এ, বি এল্ বিরুদবতা

শ্রীভারতীবিকাশশর্ম্মহালদারেণ

প্রকাশিতম্।

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ।

কলিকাতানগৰ্য্যাং শিবনারায়ণদাসলেনস্থ-
নবসংখ্যকসদ্মস্থিত-'নিউ-আর্য্যমিশন'যন্ত্রালয়ে
শ্রীপ্রসন্নকুমারপালেন মুদ্রিতম্।
১৮৫১—৫৩ শকাব্দাঃ।

সঙ্কেত-সন্ধান।

প্রথম খণ্ডস্থিত পৃষ্ঠাঙ্কের উদ্দেশে সংখ্যামাত্র লিখিত হইয়াছে। কিন্তু 'প'কারের পর যে যে সংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টভাগের পৃষ্ঠাঙ্ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা ব্যতীত 'উ'কারের দ্বারা উপনিষৎ এবং 'প্র'র দ্বারা প্রকরণ বোদ্ধব্য।
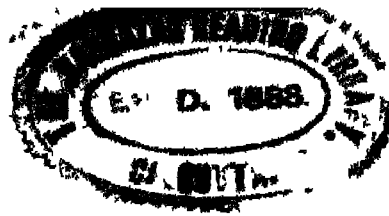
পরিশিষ্ট (ক)।

কালিকাদিস্থিত কতিপয় শব্দের পৃষ্ঠাঙ্ক, নির্দ্দিষ্ট বা অপ্রচলিত অর্থ, বিবরণ, মন্তব্য-প্রকাশ ও বর্ণানুক্রম সূচী।

অংশাংশিসম্বন্ধপ্রতিপাদিকা শ্রুতি—২৭৪, ২৭৯। যে শ্রুতি জীবকে অংশ এবং ব্রহ্মকে অংশী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যেমন—যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেতস্মা দাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি। আবার যেমন—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ ইত্যাদি। এই জাতীয় শ্রুতি অধিকারি-বিশেষের জন্য অর্থাৎ ভেদাভেদবাদীর জন্যই আম্নাত হইয়াছে, কারণ অদ্বৈতদৃষ্টিতে অখণ্ড একরস ব্রহ্মের অংশকল্পনা হইতে পারে না। অতএব মনোবুদ্ধি প্রভৃতি জীবোপাধির সহিত অখণ্ড একরস ব্রহ্মের তুল্যসম্বন্ধ হওয়ায় অদ্বৈতবাদীর নিকট বুদ্ধিগত বা মনোগত সুখদুঃখাদি সমানভাবে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহাতে ভোগব্যতিকর দোষের সম্ভাবনা নাই, কারণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম ও জীবরূপ সোপাধি ব্রহ্মের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের ন্যায় বুঝিতে হইবে।

এই জাতীয় শ্রুতিসিদ্ধান্তকে চরম বলা যায় না, কারণ ইহাকে চরম বলিলে অভেদশ্রুতিসমূহ পরমার্থদৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। এই জন্য অভেদপ্রতিপাদিকা শ্রুতি ভেদপ্রতিপাদিকা বা ভেদাভেদ-প্রতিপাদিকা শ্রুতি অপেক্ষা বলীয়সী। সেই জন্য বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—অংশাংশিত্বেঽপি

নৈব স্যাৎ পূর্ব্বোক্তাদেব কারণাৎ। ক্ষণভঙ্গে চ ভাবানাং প্রত্যভিজ্ঞাদ্যসংভবঃ॥ ৬৬১।

অকৃতাভ্যাগম দোষ—২৮। কর্ম্ম অনুষ্ঠিত না হইলেও যদি তাহার ফলভোগ হয় তাহা হইলে উহাকে অকৃতাভ্যাগম দোষ বলে। সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি হইলে পরমেশ্বরে এ দোষ আরোপিত হইতে পারে না, নচেৎ জীবের প্রথম নিষ্কারণ ফলভোগের জন্য কে প্রষ্টব্য হইবে? কৃতনাশের সহিত বা কৃতপ্রণাশের সহিত ইহার পাবিভাষিক দ্বন্দ্বতা আছে।

অক্ষপাদ—১৫,৭৩। অক্ষং দর্শনশক্তিঃ পাদে যস্য অর্থাৎ চরণে যাঁহার দর্শনশক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তিনিই অক্ষপাদ। গোতম বা গৌতম ইহাব নামান্তর। বেদব্যাস ন্যায়সূত্রের নিন্দা কবিয়াছিলেন বলিয়া গৌতম তাঁহাব মুখদর্শন করিতেন না। পরে অনেক সান্ত্বনার পব তিনি চরণে দর্শনশক্তির প্রকাশ করিয়া ব্যাসেব মুখাবলোকন কবেন। এই জন্য তাঁহাকে অক্ষপাদ বলা হয়। অক্ষপাদদর্শনে কোথাও কোথাও বেদবাদ অপেক্ষা যুক্তিবাদ বলবান্। সেই জন্য পরাশব-উপপুরাণে অভিহিত হইয়াছে—অক্ষপাদপ্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্য-যোগয়োঃ। ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈর্নৃভিঃ॥ জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন। শ্রুত্যা বেদার্থ-বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥

অক্ষর—১১৩, ২২১, ২৭৮। কূটস্থ চৈতন্য। বহু উপনিষদে ও গীতার অনেক স্থলে অক্ষর-শব্দ পবম ব্রহ্মের পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অক্ষরবিকার—১৮১, ১৮২।

অগোষ্পদ—৭৬-৭৭।

অগ্নি—১৬৬। মন্তব্য-প্রকাশ—অগ্নি সপ্তবিংশতি প্রকার। ব্রহ্মণোহঙ্গাৎ ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

অগ্নি-জিহ্বা—১৬৬। কালী-শব্দ দ্রষ্টব্য।

অগ্নিষ্বাত্ত—২৬৮। অগ্নিষ্বাত্ত নামক সপ্তসংখ্যক পিতৃবিশেষ। ইহারা মরীচির পুত্র। অগ্নিষ্বাত্ত ইহাদের নামান্তর। চাতুর্ম্মাস্য-গত পিতৃযজ্ঞব্রাহ্মণে অভিহিত হইয়াছে—"যে বা অযজ্বানো গৃহমেধিন স্তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তা ইতি"। মাধবাচার্য্য ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, মনুষ্যজন্মে অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ না করিয়া কেবল স্মার্ত্তকর্ম্মে রত ছিলেন বলিয়া ইহারা মরণান্তে অগ্নিষ্বাত্ত-রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, জীবদ্দশায় শ্রৌতাগ্নি সেবা না করিলেও মরণান্তে উত্তরপুরুষ কর্ত্তৃক প্রদত্ত আহুতি যাঁহারা অগ্নি হইতে গ্রহণ করেন তাঁহারাই অগ্নিষ্বাত্ত বা অগ্নিষ্বাত্ত। অগ্নিষ্বাত্ত-শব্দের নাম-নিরুক্তির দ্বারা ভাষ্যকারের অভিপ্রায় সমর্থিত হইয়াছে। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরের মার্কণ্ডেয়-বজ্রসংবাদে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—পিতৃণাং তু গণাঃ সপ্ত নামত স্তন্নিবোধ মে। ত্রয়োঽমূর্ত্তিমতা-শ্চৈষাং চত্বারশ্চ সমূর্ত্তয়ঃ॥ সভাস্থবা বর্হিষদোঽগ্নিষ্বাত্তা স্তথৈবচ। ত্রয়োঽমূর্ত্তিমতা শ্চৈতে চত্বারস্ত সমূর্ত্তয়ঃ॥ ক্রব্যাদা শ্চোপহূতাশ্চ আজ্যপাশ্চ সুকালিনঃ। মূর্ত্তিমন্তঃ পিতৃগণা শ্চত্বার স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ১৬৮। ২-৪।

অগ্নিহোত্র—২১৩, ২১৬। অগ্নিহোত্র দ্বিবিধ—মাসসাধ্য ও যাবজ্জীবনসাধ্য। বিবাহের পর বিহিত মন্ত্রের দ্বারা অগ্নিস্থাপন পূর্ব্বক এই হোম করিতে হয়। যাবজ্জীবনসাধ্য হোমের রক্ষিত অগ্নির দ্বারা অন্তিমে সাগ্নিক ব্রাহ্মণের দাহকার্য্য হইয়া থাকে। ইহার বিশেষ বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মন্তব্য প্রকাশ। বৈশ্বানরবিদ্যার দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। চিত্ত শুদ্ধ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানে পুরুষ সর্ব্বাত্মক হইয়া থাকেন। এইজন্য ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চম প্রপাঠকে আম্নাত হইয়াছে—যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে। এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নি-হোত্র মুপাসতে॥

স্বপ্নজাগ্রৎসম্বন্ধে উক্তি আছে—জাগ্রেঽপি জাগরে জন্তোঃ স্বপ্নদৃষ্টার্থভাসনম্। প্রত্যক্ষমিব সংস্কারাৎ স্বপ্নজাগ্রত্তদুচ্যতে॥

সুষুপ্তিসম্বন্ধে বুঝিতে হইবে—ষড়বস্থাপরিত্যাগে সুষুপ্তিঃ সপ্তমী মতা। অর্থাৎ উক্ত ছয়টী অবস্থা না থাকিলে যে অবস্থা হয় তাহাই সুষুপ্তি। ইহাও অজ্ঞানের ফলবিশেষ, নচেৎ জীব নিদ্রায় ব্রহ্মসম্পন্ন হইয়াও পুনরায় সংস্কারবশতঃ আপন আপন ভূমিকায় প্রত্যাবর্তন করিত না।

বীজজাগ্রদাদির বিবরণ মহোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে এবং যোগবাশিষ্ঠেও বর্ণিত হইয়াছে।

অণুচৈতন্য—২৭৪, ২৮০।

অণুভাষ্য—২৭৪, ২৭৯। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে বল্লভাচার্য্যকৃত বেদান্তভাষ্য।

অতিদেশ—৩৭৪। আপন বিষয় অতিক্রম করিয়া একটী ধর্ম্মকে অন্যত্র আরোপ করার নাম অতিদেশ। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্ম্মসংহতেঃ। অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তি রতিদেশঃ স উচ্যতে॥ অর্থাৎ কোন একস্থানের প্রণীত ধর্ম্মকার্য্যের অন্যত্র প্রাপ্তি হইলে তাহাকে অতিদেশ বলিতে হইবে। এই অতিদেশ পাঁচ প্রকার—(১) শাস্ত্রাতিদেশ, (২) কার্য্যাতিদেশ, (৩) নিমিত্তাতিদেশ, (৪) সংজ্ঞাতিদেশ ও (৫) রূপাতিদেশ।

অতিবাদী—২২৭, ২৩১। যে সকলকে অতিক্রম করিয়া আপন মতের প্রবর্ত্তনা করে তাহাকে অতিবাদী বলে। অতিবাদ অশিষ্টতার পরিচয়। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—"বিজানন্ বিদ্বান্ ভবতি নাতিবাদী" এবং "অতিবাদাং স্ত্যজেৎ তর্কান্, পক্ষং কংচন নাশ্রয়েৎ"। মনু বলিয়াছেন "অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন"।

অত্যন্তবিস্মৃতি—৪৬।

অত্যাগাদিদোষ—২৬৩।

ইহাকে 'দোয়াব' বলা যায়। পশ্চিমে ইহার নাম অন্তর্বেদ শাস্ত্রীয় ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—যদ্দাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করেঽপি চ। প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে গঙ্গাযমুনয়োস্তীরে তীর্থে বাঽমরকণ্টকে। নর্মদায়াং গয়াতীরে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে॥ বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে ভৃগুতুঙ্গে মহালয়ে সপ্তারণ্যেঽসিকূপে চ যত্তদক্ষয়মুচ্যতে॥ ১৪। ১০৩৪

 মন্তব্যপ্রকাশ—সাক্ষাৎ জ্ঞান ব্যতীত মুক্তি নাই। বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য বলিয়াছেন—ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥

 অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সদৃশ, যেমন—ভৃত্য-ব্রাহ্মণ, আচার্য্যব্রাহ্মণ ইত্যাদি। অসাধুকর্ম্ম অবলম্বন করিলেও ব্রাহ্মণকে অব্রাহ্মণ বলে। শাস্ত্র ইহাদিগকে ছয়ভাগে বিভাগ করিয়াছেন—

(১) প্রভুপজীবী অর্থাৎ যাহারা প্রভুর বেতনভোগী,

(২) যাহারা বাণিজ্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে,

(৩) বহুযাজক অর্থাৎ যাহারা বহুযজমানের কার্য্য করে,

(৪) গ্রামযাজক অর্থাৎ যাহারা গ্রামেই যাজকতা অবলম্বন করে,

(৫) যাহারা কার্য্যবিশেষের জন্য গ্রামে বা নগরে বরণ প্রাপ্ত হয়,

(৬) যাহারা সন্ধ্যাবন্দনাদি পরিত্যাগ করিয়াছে।

এই সমস্ত পণ্ডিত ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করিয়া ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—সমমব্রাহ্মণে দানম্। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিকেও অব্রাহ্মণ বলা যায়।

অভাব—১০৬-৭। মন্তব্য-প্রকাশ। অভাব দ্বিবিধ—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। অভাব বলিবার পূর্ব্বে প্রতিযোগী ও অনুযোগী এই দুইটী শব্দের পারিভাষিক অর্থ বলা আবশ্যক। যাহার অভাব তাহাকে প্রতিযোগী বলে। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—যস্যাভাবো বিবক্ষ্যতে স প্রতিযোগী। সুতরাং যে বস্তুর অভাব বলিতে ইচ্ছা হয় তাহা অভাবের প্রতিযোগী, যেমন—ঘট ঘটাভাবের প্রতিযোগী। এইরূপে অনিত্যবস্তু-মাত্রই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া সিদ্ধ হয়। আর যাহাতে অভাব থাকে তাহাকে অভাবের অনুযোগী বলে। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে আধেয়ের নাম প্রতিযোগী এবং অধিকরণের নাম অনুযোগী।

পূর্ব্বোক্ত সংসর্গাভাব তিন প্রকার হইতে পারে—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। অভাব যখন নিজের প্রতিযোগীকে জন্মায় তখন তাহার নাম প্রাগভাব। যেমন দুইখানি কপাল (ঘটের দুইখানি অর্দ্ধভাগ বা খাপুড়া) দেখিলেই বুঝা যায় যে উহাদের সংযোগে ঘট হইবে। এই কপাল দুইখানিই প্রাগভাবের অনুযোগী। অতএব ঘট জন্মাইলেই প্রাগভাবের নাশ হইবে ইহা স্বীকার করিলেও প্রাগভাবের উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ বলা যায় না।

যে অভাবের উৎপত্তি হয় কিন্তু নাশ হয় না, তাহাকে ধ্বংসাভাব বলে। যেমন—দণ্ডাঘাতেন ঘটো ধ্বস্তঃ অর্থাৎ দণ্ডাঘাতে ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বে ঘটের অভাব ছিল না কিন্তু দণ্ডাঘাতে উহার অভাব হইয়াছে এবং আর কখন ঐ অভাবের অভাব ঘটিতে পারে না। এরূপ

অবস্থায় ধ্বংসাভাবকেও প্রাগভাবের ন্যায় অনিত্যই বলিতে হইবে।

সংসর্গাভাব নিত্য হইলেই তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে যেমন—ইহ ঘটো নাস্তি অর্থাৎ এখানে ঘট নাই, এরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে যে সংযোগসম্বন্ধে এখানে ঘটের অত্যন্তাভাব হইয়াছে। আবার প্রতিযোগিতা ও অভাব এই দুইটীর নিরূপ্য নিরূপক সম্বন্ধ আছে বলিয়া অত্যন্তাভাবকে প্রতিযোগী-ঘটের নিরূপকও বলিতে হইবে।

যে অভাবের জন্য পরস্পরের ভেদ বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে অন্যোন্যাভাব বলে। অন্যোন্যাভাবের অপর নাম ভেদ। যেমন—ইহা ঘট নহে বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা ঘট না হইলেও পট বা ঐরূপ অন্য কোন দ্রব্যবিশেষ। অতএব ইহার দ্বারা ঘট ও পটের বা অন্য কোন দ্রব্যবিশেষের ভিন্নতাই বোধগম্য হইতেছে।

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টী বৈশেষিকদর্শনে পদার্থরূপে স্বীকৃত হওয়ায় কণাদকে প্রাচীনেরা ষট্‌পদার্থবাদী বলিতেন, কিন্তু অধিকরণ-সিদ্ধান্তবলে অভাবকেও পদার্থ বলিতে পারা যায়। একথা প্রথমত ব্যোমশিবাচার্য্যের সপ্তপদার্থীতে সন্নিবিষ্ট হয়। পরে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ উহা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে অভাবকে লইয়া পদার্থের সপ্তত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অভিনিবেশ—১৭, ৫৯।

অভিমন্তব্যের অভাবে মনোলয়—৪৪।

অভিমান—২২২। অহংকারকে অভিমান বলে। সেই জন্য সাংখ্যশাস্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—অভিমানোঽহংকারঃ।

অভ্যবহরণ—১৫১। অর্থাৎ ভোজন। যেমন—'দুঃখাভ্যবহরণরূপো দুঃখভোগঃ' অর্থাৎ দুঃখভোজনরূপ দুঃখভোগ।

অভ্যাশ—৪৯। অর্থাৎ পুনঃ-পুনরাবৃত্তি।

অভ্যাস—২৪৭, ২৫২, ২৯৯, ৩০২। অর্থাৎ স্থিতিনৈশ্চল্য। ইহা যোগশাস্ত্রের পারিভাষিক অর্থ। সাধারণতঃ পুনঃপুনরাবৃত্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অমনীভাব—৫৬।

অমার্গ—৮৫।

অমিত্র—১০৬-৭।

অমৃতত্ব—১৩, ২৫৮। যে অবস্থায় ষড়্‌ভাবের অধীনতা থাকে না; অর্থাৎ মোক্ষাবস্থা।

অম্লজান—৪০৭। অর্থাৎ বায়বীয় উপাদানবিশেষ।

অর্থবাদ—২৩, ১৭০, ২৯৯—৩০৩। মন্তব্যপ্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্র বলিয়াছেন—স্তুতির্নিন্দা পরকৃতিঃ পুরাকল্প ইত্যর্থবাদঃ।

অবাকী—১৭০, ১৭৩। অর্থাৎ পরমাত্মা। অভাববোধ না হইলে বাক্য বলিবার প্রবৃত্তি হয় না। পরমেশ্বরের কোন অভাব-বোধ নাই, সেইজন্য বেদ তাঁহাকে অবাকী বলিয়াছেন।

অবিদ্যা—৭, ২৯, ৭৬, ৭৭, ১০৬, ২২২, ৩৭৭। মন্তব্যপ্রকাশ। মায়া ও অবিদ্যা প্রায় একই পদার্থ। তবে বিশেষ এই যে পরমেশ্বরগত মায়া পরমেশ্বরে থাকিয়াও তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, আর জীবগত মায়া জীবকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। এই জীবগত মায়ার নাম অবিদ্যা। সর্পে বিষ আছে তথাপি সর্প তাহাতে উপহত নহে, কিন্তু উহা অন্য প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে লুপ্তচৈতন্য করে। একই বিষ স্থলবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপাদন করিতেছে। মায়াও সেইরূপ। একই মায়া ঈশ্বরে স্বরূবাহিনী হইলেও জীবে বিপরিণত হইয়া অবিদ্যানামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পঞ্চদশীর তত্ত্ব-বিবেকে মায়ার অন্যান্য সাধারণ বিষয় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

অবিদ্যা তিন প্রকার—কারণাবিদ্যা, কার্য্যাবিদ্যা ও বিক্ষেপিকাবিদ্যা। তন্মধ্যে পরমেশ্বরগত অবিদ্যা অর্থাৎ মায়ার নাম কারণাবিদ্যা, জীবগত অবিদ্যার নাম কার্য্যাবিদ্যা এবং প্রাতিভাসিক সৃষ্টির উপাদানভূত অবিদ্যার নাম বিক্ষেপিকা-বিদ্যা। মনোলয় হইলে অবিদ্যার এই ত্রিবিধ অবস্থাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য বিবেকচূড়ামণিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা মনোঽবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ। তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে॥ গুরুকৃপায় অবিদ্যা অতিক্রম করিতে না পারিলে মুক্ত হওয়া যায় না। সেই জন্য প্রশ্নোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাক মবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি।

অবিভাগে বিভাগ ব্যবস্থা—২৭১।

অবিশিষ্ট—৪৫। যাহা হইতে বিকৃতি বা তত্ত্বান্তর উৎপন্ন হয় তাহাই অবিশিষ্ট। যেমন—সমষ্ট্যহংকার হইতে ব্যষ্ট্যহংকার উৎপন্ন হয় বলিয়া সমষ্ট্যহংকাব অবিশিষ্ট। আবার ব্যষ্ট্যহংকার হইতে ইন্দ্রিয়বর্গের উৎপত্তি হয় বলিয়া ব্যষ্ট্যহংকারও এস্থলে অবিশিষ্ট, কারণ উহা ইন্দ্রিয়বর্গের প্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়বর্গ উহার বিকৃতি বা তত্ত্বান্তর। কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গ হইতে কোন নূতন তত্ত্বের উদয় হয় না বলিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে অবিশিষ্ট না বলিয়া বিশিষ্টই বলিতে হইবে।

অশ্মকুট্ট—১৪৭।

অশ্ব—১৬৪। বেদে অশ্বশব্দ আলোকের সাতটী মৌলিকবর্ণের অর্থে প্রসিদ্ধ।

অশ্বপতি কেকয়—১৯, ১৪৫, ৩২১। কেকয়-শব্দ দ্রষ্টব্য।

অষ্টাঙ্গযোগ—৩০০। মন্তব্যপ্রকাশ। গোরক্ষসংহিতায় গোরক্ষনাথ বলিয়াছেন—আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।

ভিক্ষং বাপি হত্বা পাপৈ ন' লিপ্যতে ॥ ২য় উল্লাস। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা। অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ ॥

আকৃষ্টিশক্তি—৩৯০। মন্তব্যপ্রকাশ। পৃথিবীর আকর্ষণশক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে এই শব্দটীর ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ গোলাধ্যায়-শব্দে দ্রষ্টব্য।

আগম—৩, ৪০৫। বেদাদিশাস্ত্রকে আগম বলে। তন্ত্রশাস্ত্রের যে অংশে লীলামাধুর্য্য দেখাইবার জন্য ভগবতী প্রশ্নকর্ত্রী এবং ভগবান্ উত্তরদাতা হইয়াছেন, তাহারও নাম আগম। আম্নাত হইয়াছে—আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতং চ গিরিজাশ্রুতৌ। মতং চ বাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতঃ ॥ অন্যান্য বিষয়ের জন্য তন্ত্র-শব্দ দ্রষ্টব্য।

আচার্য্য—৩৪২, ৩৪৭, ৫৩৮, ৫৭৯। মন্তব্যপ্রকাশ। ভগবান্ মনু ও পৌরাণিকগণ আচার্য্যসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ৫৮২ পৃষ্ঠার কালিকায় দ্রষ্টব্য। নিরুক্তকার বলেন—"কস্মাদাচার্য্যঃ? আচারং গ্রাহয়ত্যাচিনোত্যর্থান্ আচিনোতি বুদ্ধিমিতি বা"। স্মৃতিকার দক্ষ বলিয়াছেন—অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ বেদমধ্যাপয়েচ্চ যঃ। সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥ আমরা গৌড়পাদাদিকে যে ভাবে আচার্য্য বলিয়া থাকি, তাহার লক্ষণ এইরূপ—আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থ মাচারে স্থাপয়ত্যপি। স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্যস্তেন চোচ্যতে ॥

আজানদেব—৩৬১, ৩৬৩। সৃষ্টিকাল হইতে যাঁহারা দেবত্ব পাইয়াছেন তাঁহাদিগকে আজানদেব বলে। কর্ম্মদেব-শব্দও দ্রষ্টব্য।

আজানসিদ্ধ—১৯। অর্থাৎ সৃষ্টিকাল হইতে যাহা সিদ্ধ।

আততায়িবধে দণ্ড নাই কিন্তু পাপ আছে—২২৭, ২৩৪-২৩৮, ইত্যাদি। মন্তব্যপ্রকাশ। কে কে আততায়ী তাহা বশিষ্ঠসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

* গৌপবনশ্রুতি এইরূপ বলেন—নিত্যো মনোঽনাদিত্বাৎ। ন হ্যমনা পুমাং স্তিষ্ঠতি।

† 'ব' পরিশিষ্টে শিবসঙ্কল্পমন্ত্র দ্রষ্টব্য।

আত্মা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে, কারণ চিত্তকে শান্তসংকল্পের দ্বারা শুদ্ধ করাই শিবসংকল্পমন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য। সুতরাং যাঁহারা মনকে আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন তাঁহাদিগকে আস্তিক দর্শনকারগণ চার্ব্বাকসম্প্রদায়ের মধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন। এই জন্য বেদান্তসারে অভিহিত হইয়াছে—"ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ 'অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়' ইত্যাদিশ্রুতে র্মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাদহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাগ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি"।

মনকে আত্মা বলিলে যে সকল দোষের সম্ভাব হয় তাহা শঙ্করাচার্য্য প্রণীত অজ্ঞানবোধিনীর সার নিষ্কাশনপূর্ব্বক নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(ক) দর্শনশ্রবণাদি ব্যবহারিক জ্ঞান চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়জন্য হইলে সুখদুঃখাদি জ্ঞানও কোন না কোন ইন্দ্রিয়জন্যই হইবে। কতকগুলি বৃত্তি ইন্দ্রিয়মূলক আর কতকগুলি বৃত্তি ইন্দ্রিয়মূলক নহে, এরূপ বিরুদ্ধকল্পনার সঙ্গতিবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং সুখদুঃখাদিজ্ঞানকে মনোজন্য বলিলে যাহার দ্বারা মনে উহার স্মরণ-জ্ঞান হয়, তাহাকেই আত্মা বলিতে হইবে। অতএব মন কখন আত্মা হইতে পারে না।

(খ) কর্ণের দ্বারা শব্দ উপলব্ধ হয় কিন্তু চক্ষুঃর দ্বারা হয় না। এই জন্য চক্ষুঃসত্বেও চক্ষুর্ভিন্ন শ্রবণেন্দ্রিয় স্বীকৃত হইয়াছে। নিদ্রাবস্থায় যখন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নিমীলিত থাকে তখন আমরা কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বপ্নদর্শন করিয়া থাকি? সুতরাং মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার না করিলে স্বাপ্নিকসৃষ্টি আধারশূন্য হইয়া পড়ে। চিত্রে আমরা পর্ব্বত দেখিয়া থাকি এবং চিত্রের পর্ব্বত অলীক হইলেও পর্ব্বতচিত্র আধারশূন্য নহে, কারণ পটই উহার আধার বা ভিত্তি। সেইরূপে স্বাপ্নিকসৃষ্টি দশান্তরে মিথ্যা হইলেও উহা কখন নিরাধার হইতে পারে না। এই প্রকার বস্তুগতি স্বীকার করিলে মনকেই

উহার আধাররূপ অন্তরিন্দ্রিয় বলিতে হইবে। মন যদি অন্তরিন্দ্রিয় হয়, তাহা হইলে বাহ্যেন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্তরিন্দ্রিয়ও কখন আত্মা হইতে পারে না।

(গ) মন যদি আত্মা হয়, তবে আত্মার মতিসাধন কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? সমস্ত রূপরসাদি ইন্দ্রিয়কার্য্য যখন করণ-সাপেক্ষ তখন সুখদুঃখাদির উপলব্ধি ও স্মৃতিব্যাপার যে করণ-নিরপেক্ষ তাহাব প্রমাণ কোথায় ? এভাবে দেখিলেও মনকে কখন আত্মা বলা যাইতে পারে না।

(ঘ) ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিলেও সর্ব্ব-প্রকার ইন্দ্রিয়কার্য্যের এককর্ত্তৃত্ব উপলব্ধ হয়। অর্থাৎ দর্শন-কার্য্যের কর্ত্তা ও শ্রবণকার্য্যের কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন নহে। অতএব যে মনন-কর্ত্তা সেই যখন দর্শনাদি ইন্দ্রিয়কার্য্যের কর্ত্তা, তখন মন কিরূপে আত্মা হইতে পারে ?

এই সমস্ত কারণবশতঃ মনআদি পদার্থকে আত্মা না বলিয়া চিন্ময় ব্রহ্মকেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা বলা হয়, কারণ উহা অনুভব-সিদ্ধ। সেই জন্য নির্ব্বাণপ্রকরণের পূর্ব্বভাগস্থিত অষ্টচত্বারিংশ সর্গে যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন—"কেবলানুভবপ্রাপ্যং চিদ্রূপং শুদ্ধমাত্মনঃ। ন দেহো নেন্দ্রিয়প্রাণৌ ন চিত্তং ন চ বাসনা। ন জীবো নাপি চ স্পন্দো ন সংবিত্তি র্ন বৈ জগৎ। ন সন্নাসন্ন-মধ্যং চ শূন্যাশূন্যং ন চৈব হি"। আত্মাব্যতিরিক্ত অন্য কোন বস্তুর সদ্ভাব নাই বলিয়া বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থে আচার্য্য বলিয়া-ছেন—স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ। স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ অন্তঃস্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ং চ, স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ। স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ॥

আধ্বর্য্যব কার্য্য—২২। যে সকল যজ্ঞকর্ম্ম যজুর্ম্মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয় তাহাদিগকে আধ্বর্য্যব কার্য্য বলে। বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হৌত্রং তথৈব চ। ঔদ্‌গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥

আনন্দমীমাংসা—২৬৮। তৈং উ. ২।৭।১ দ্রষ্টব্য।

আপীড়ন—৩৯০। পৃথিবী যেমন সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ সকল বস্তুই সকল বস্তুকে ও পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে। বিশ্বগোলকের জড়পদার্থসমূহ যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে তাহাই বলিবার জন্য আপীড়ন-শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

সিদ্ধান্তশিরোমণির 'আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ' ইত্যাদি বচন হইতে বুঝা যায় যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি ও জড়-পদার্থের উপর জড়পদার্থমাত্রেরই আপীড়নশক্তি ভাস্করাচার্য্যের নিকট কখন অবিদিত ছিল না।

আপেক্ষিক জ্ঞান—'ক' পরিশিষ্টে গৌড়পাদ-শব্দের বিবরণ দ্রষ্টব্য। আপেক্ষিক জ্ঞান অর্থাৎ সংবৃতি। যেমন মাণ্ডুক্যকারিকায় আম্নাত হইয়াছে—সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ। সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ॥ (অলাতশান্তি প্রং ৫৭)।

আপ্তবাক্য—পরিশিষ্ট। চরকসংহিতায় পতঞ্জলিবচন ও তর্কসংগ্রহাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত আপ্ত ইত্যভিধীয়তে॥ ৩।৫।১৫।

আমিত্বচিন্তা—৩০৯। মন্তব্য প্রকাশ। বেদান্তোপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞ গুরুর উপদেশ অনুসারে ইহা আচরিত হয়। সেইজন্য লীলা-

দেবীকে সরস্বতী বলিয়াছেন—অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ম্। অত্র প্রমাণং বেদান্তা গুরবোঽনুভবস্তথা॥ (যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রঃ ২১।৩৫)। আমিত্বচিন্তা ফলবতী হইলে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি নাই, লয়ও নাই। কারণ, উহা আত্মার উপাধিনির্ম্মুক্ততা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেইজন্য যোগবাশিষ্ঠ পুনরায় বলিয়াছেন—ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ন চ বীজং ন চাঙ্কুরঃ। ন স্থূলং ন চ বা সূক্ষ্মং নাজাতং জাতমেব চ॥ (উৎপত্তি প্রঃ ৮১।১৮)।

আমি ব্যবসায়াত্মক বলিয়া আমার অনুভবশক্তি আছে—৩৮১।

আলোকচিত্র সাক্ষাৎ-জ্ঞানের কারণ নহে—১৫৯।

আবরণশক্তি—৭৭, ৩৩৭। মন্তব্যপ্রকাশ। মায়ার ন্যায় অবিদ্যারও দুইটী শক্তি আছে। একটী আবরণ-শক্তি, অন্যটী বিক্ষেপ-শক্তি। আবরণ-শক্তির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ আচ্ছন্ন থাকে, আর বিক্ষেপ-শক্তির দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া মিথ্যা-জ্ঞানে উপনীত হয়। আবরণ-শক্তি যেরূপে নিবৃত্ত হয় তৎসম্বন্ধে আচার্য্য বিবেকচূড়ামণিতে বলিয়াছেন—আবরণস্য নিবৃত্তি র্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থ-দর্শনতঃ। মিথ্যাজ্ঞানবিনাশ স্তদ্বিক্ষেপ-জনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ॥ এ সম্বন্ধে পঞ্চপাদিকা, সংক্ষেপশারীরক, ও বিবরণোপন্যাসাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

আবাপগতপাপ ও আবাপগমন—১১২, ২২৬-৭। একে অন্যের মিলনকে আবাপগমন বলে। যেমন—অমুক জাতির সহিত অমুক জাতির আবাপগমন হইয়াছে। ১।১।১ জৈমিনিসূত্র ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

আবৃত্তচক্ষুঃ—৬২। মন্তব্য-প্রকাশ। এস্থলে 'চক্ষুঃ' শব্দ উপলক্ষণ-মাত্র। ইহার দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়-কার্য্য সংগৃহীত হইয়াছে।

আশীর্যোনিত্ব—৫৪। শুভপ্রার্থনার কারণমূলত্বকে আশীর্যোনিত্ব বলে। শুভপ্রার্থনা যেমন—সুখসাধনে আমি যেন বঞ্চিত না হই, ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবে এই স্বতঃপ্রবৃত্তি নিত্য বলিয়া আশীর্যোনিত্বকে অনাদি বলা হয়।

লিঙ্গবিশেষ। উক্ত হইয়াছে—উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽ-পূর্ব্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

উপচার—২৮৮। অর্থাৎ পাঞ্চরাত্রিকসম্মত উপাসনার অঙ্গবিশেষ।

উপচিকীর্ষা—৪। অর্থাৎ উপকারেচ্ছা।

উপদ্রব—১৩২। অর্থাৎ ব্যাধিস্ত্যানাদি যোগদর্শনোক্ত অন্তরায়।

উপযাচিতক—২২৬। অর্থাৎ অভীষ্ট ফল লাভ করিবার জন্য দেবতার নিকট যাহা 'মানৎ' করা যায়।

উপরতি—২১৫। রূপরসাদি বিষয়ে অনাসক্তির নাম উপরতি। সেইজন্য অপরোক্ষানুভূতিগ্রন্থে আচার্য্য বলিয়াছেন—বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতি র্হি সা। ইহার সীমাসম্বন্ধে তিনি বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন—বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্। স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতিঃ ফলম্॥

উপলম্ভ—২১। অর্থাৎ উপলব্ধি।

উপশান্ত—২৭৬, ১৮২। অর্থাৎ উপশমবিষয়ে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত।

উপষ্টম্ভ—৭৫। মন্তব্যপ্রকাশ। যদিও সাধারণতঃ এই শব্দের দ্বারা পতন-প্রতিরোধ বুঝাইয়া থাকে, তথাপি কেহ কেহ বলেন যে বৈয়াসিকী গাথায় ইহার দ্বারা মাতৃভুক্ত অন্নাদির রসকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইহা অবশ্য আভিধানিক অর্থ নহে, কিন্তু মাতৃভুক্ত অন্নাদির যে অংশ রসাদিতে পরিণত হয় তাহাও যে স্বাভাবিক পতনপ্রতিরোধের ফল-বিশেষ ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য লক্ষণা স্বীকার করিয়া উহাকে উপষ্টম্ভ বলা দোষাবহ নহে। যদি এরূপ অর্থ কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে উপষ্টম্ভকে পতনপ্রতিরোধার্থক বলিলেও ক্ষতি নাই। কারণ ভ্রূণের নির্গম রোধ করাও জরায়ুর নৈসর্গিক প্রবৃত্তি।

উপসংহার—২৯৯, ৩০১। বাক্য-সন্দর্ভের তাৎপর্য্য নির্ণয়ার্থ লিঙ্গ-বিশেষ। দীধিতিও শব্দটীকে নিশ্চয়ার্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

উপসংহৃতকরণ—৬৭। অর্থাৎ প্রবিলাপিত হইয়াছে করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার।

উপসেচন—১৭। জলসেচনের দ্বারা মৃদুকরার নাম উপসেচন। এইজন্য বেদ ঔপচারিক ভাবে এই শব্দটী 'টাক্‌নার' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। কঠোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় বল্লীর শেষে শব্দটী প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা—মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।

উপাদান—১৫১, ২৫৮। গ্রহণ। পঞ্চরাত্রোক্ত উপাসনাঙ্গ। সমবায়িকারণ।

উপাদান-কারণ—১০২। অর্থাৎ সমবায়িকারণ। যেমন—ঘটের উপাদান-কারণ কপালদ্বয়।

উপাধি—২৯, ৯৮, ৩৬৬। ক্রিয়া-কাল-জন্মমাত্রই উপাধি। চিৎসুখী (২) দ্রষ্টব্য। মন্তব্যপ্রকাশ—উপাধির ভেদ-হেতু বস্তু বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সেই জন্য সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়াছেন—উপাধি র্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্।

উপাশ্রয়—২৫৫। অর্থাৎ যাহা আশ্রয়স্থানীয়।

উপাসনা বা উপাস্তি—১০৮, ৩১৫, ৩৭৬। সমান-প্রত্যয়-প্রবাহকরণ। মন্তব্যপ্রকাশ। প্রথম ভূমিকাস্থিত অভেদবাদিগণের উপাসনা-প্রকার নির্ণয় করিয়া বেদ বলিয়াছেন—ত্বং বা অহমস্মি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে।

উভয়ভ্রষ্টযোগীর পরিণাম—২৮৯।

উল্ব—৫০। উল্ব অর্থাৎ জরায়ু। মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা সংজ্ঞাবাচক শব্দ। সুতরাং উৎকটার্থে বিশেষণবাচক 'উল্বণ'শব্দ 'উল্ব'শব্দ হইতে বিভিন্ন। 'উল্বণ'শব্দের শিষ্টপ্রয়োগ এইরূপ—যৎকৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্। সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা॥ (বিবেকচূড়ামণি)।

ঊর্দ্ধস্রোতা—৩৩। অর্থাৎ ঊর্দ্ধগতিসম্পন্ন বা উন্নতিশীল।

হেতোরভাবতঃ॥ সুতরাং মহর্ষি বাদরায়ণের সামঞ্জস্য প্রায় এই মতেরই পুনরাবৃত্তি।

ঔদ্‌গাত্রকার্য্য—২২। উদ্‌গাতার কার্য্যকে ঔদ্‌গাত্রকার্য্য বলে। উহা সামগানের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়। সুতরাং উহা যজ্ঞের একটী অঙ্গবিশেষ।

ঔপনিষদ মহাবাক্য—৫১৫। মন্তব্যপ্রকাশ। মহাবাক্য চারিটী —(১) ঋগ্বেদীয় "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম", (২) যজুর্ব্বেদীয় "অহং ব্রহ্মাস্মি", (৩) সামবেদীয় "তত্ত্বমসি" এবং (৪) অথর্ব্ববেদীয় "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই বাক্যগুলি ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যাদিতে আচরিত হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে ঔপনিষদ মহাবাক্য বলে। এ বিষয়ের জন্য পঞ্চদশীর পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ঔপনিষদাদ্বৈতত্ত্বসাক্ষাৎ—৩৮৫। মন্তব্যপ্রকাশ। অপ্পয়দীক্ষিত-বিরচিত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিষয়টী যথা-সম্ভব আচরিত হইয়াছে। কিন্তু অনুশীলন ব্যতীত কেবল গ্রন্থ-পরিচয়ের দ্বারা ইহা আয়ত্ত হয় না।

কণ্টকোপানৎ—১১০। মন্তব্যপ্রকাশ। অর্থাৎ কাঁটা এবং চর্ম্ম-পাদুকা। একটী ভেদ করিতে পারে, আর অন্যটী ভেতৃত্ব নিবারণ করিতে পারে। উদাহরণের এই অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সমস্ত পদটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কনীনিকা—১৬০। অর্থাৎ চক্ষুর তারা।

কন্দুক—৯০, ৯২। অর্থাৎ ডাঙ্গুলি বা গেণ্ডুক।

কপিল—২৮। মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুভাগবত বলেন—মাতা দেবহূতীকে বুঝাইবার জন্য বিষ্ণু-অবতার কপিলমুনি সাংখ্য-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছিলেন। উক্তি আছে—কপিলেন মুকুন্দেন দেবহূতী প্রবোধিতা। সর্ব্বতত্ত্ববিবেকেন তৎসাংখ্য-মভিধীয়তে॥

পরমর্ষি কপিল কর্দ্দমমুনির পুত্র। স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা

দেবহূতী ইহার মাতা। 'তত্ত্বসমাম্নায়' ইহার আদিবিদ্বান্ নামের সার্থকতা দেখাইয়াছে। উপনিষদেও কপিলের নাম সুপরিচিত।

কপূয়চরণ—৪৯। কপূয় অর্থাৎ কুৎসিত এবং চরণ অর্থাৎ আচরণ যাহার। দুষ্কৃতিমান্।

করকা—২৭৬। অর্থাৎ শিলা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—মেঘোপল বা বর্ষোপল।

করালী—১৬৬। অর্থাৎ অগ্নির জিহ্বা-বিশেষ।

কর্ত্তা—২৫১। মন্তব্যপ্রকাশ। পেটিচন্দ্রের টীকাকার গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তাকে পঞ্চবিধ বলিয়া এই প্রমাণটী উদ্ধার করিয়াছেন—ক্রিয়ামুখ্যো ভবেৎ কর্ত্তা হেতুকর্ত্তা প্রযোজকঃ। অনুমন্তা গ্রহীতা চ কর্ত্তা পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥

কর্ম্ম—২২, ২৫, ৫৭-৫৯। মন্তব্যপ্রকাশ। কর্ম্ম দ্বিবিধ—অর্থকর্ম্ম এবং গুণকর্ম্ম। যাহাতে অপূর্ব্বতা সাধিত হয় তাহা অর্থকর্ম্ম, যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ। আর যাহাতে বস্তুর সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে তাহাকে গুণকর্ম্ম বলে।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে অর্থকর্ম্ম তিন প্রকার হইতে পারে। সন্ধ্যাবন্দনাদির নাম নিত্যকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তাদির নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম, আর যে কর্ম্ম কামনাপূর্ব্বক আচরিত হয় তাহাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। কাম্যকর্ম্মের উদাহরণ—পুত্রেষ্টি-যাগ, কারীরিযাগ ইত্যাদি। পূর্ব্বকালে প্রথমটী পুত্রকামনায় এবং দ্বিতীয়টী বৃষ্টি-কামনায় অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া উহাদিগকে কাম্যকর্ম্মই বলিতে হইবে। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—যৎকিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্। ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥

দৃষ্টিভেদে আবার কর্ম্মকে তিন প্রকারও বলা যাইতে পারে। যেমন—ঐহিকফলক, আমুষ্মিকফলক এবং ঐহিকামুষ্মিকফলক। প্রথমটী ইহকালে ফলপ্রদ, দ্বিতীয়টী পরলোকে ফলপ্রদ, আর তৃতীয়টী উভয় লোকেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। আবার লঘু

আশ্বলায়ন স্মৃতিতে এবং শঙ্খ স্মৃতির প্রথমাধ্যায়ে কর্ম্ম ছয় প্রকার বলিয়া স্মৃত হইয়াছে—যজনং যাজনং চৈব বেদস্যাধ্যয়নং চ হি। অধ্যাপনং তথা দানং প্রতিগ্রহমিহোচ্যতে॥ এতানি ব্রাহ্মণঃ কুর্য্যাৎ ষট্‌কর্ম্মাণি দিনে দিনে।

যোগদর্শন যেরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের বিভাগ করিয়াছেন, তাহা ৫৫ পৃষ্ঠার কালিকায় বা ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। কর্ম্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের কালিকা বা কালিকাভাস দ্রষ্টব্য। বেদান্তমতে কর্ম্ম কেবল চিত্তশুদ্ধির হেতু। একটী আভাণক আছে—কর্ম্মণ চিত্ত-শুদ্ধিঃ স্যাৎ তয়া তীব্রা মুমুক্ষুতা। ততো বিবেকাদ্‌ মুক্তি স্যাৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যং কথং ভবেৎ॥

কর্ম্ম ও জন্ম—৫৭-৫৮। মন্তব্যপ্রকাশ। জন্ম একটী বন্ধন এবং কর্ম্ম তাহার হেতু। সেই জন্য মোক্ষধর্ম্মে ও শুকানুশাসনে পঠিত হইয়াছে—কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥ তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক তার পর কর্ম্ম স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া পড়িবে। সেইজন্য বশি বলিয়াছেন—ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্‌ যোগী কর্ম্মভি স্তজ্যতে হ্যসৌ।

কর্ম্মদেব—৩৬১, ৩৬৩। মন্তব্যপ্রকাশ। দেবগণ দ্বিবিধ—আজান দেব ও কর্ম্মদেব। যাঁহারা সৃষ্টি হইতে দেবত্ব পাইয়াছে তাঁহারা আজানদেব, আর যাঁহারা সৃষ্টির পরে কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব পাইয়াছেন তাঁহারা কর্ম্মদেব। সুতরাং আদিত্য আজান দেব কিন্তু অষ্টবসু কর্ম্মদেব।

আদিত্য আজানদেব বলিয়া তিনি যে কোন কর্ম্ম করে নাই এরূপও নহে, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—পূর্ব্বকল্পে আদিত্য পুরুষমেধযাজী ছিলেন বলিয়া এই কল্পে তিনি আজানসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্মের দ্বারা যাঁহারা এই কল্পে দেবত্ব পাইয়াছেন তাঁহারা আজানদেব, এবং এই কল্পে

কামজদোষ—২২৩।

কামত্যাগ—২০৭।

কারকব্যাপৃতি—২৫। মন্তব্যপ্রকাশ। কর্ত্রাদিকারক ব্যাপারকে কারকব্যাপৃতি বলে। অদ্বৈতজ্ঞানে কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়াদির সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া বার্ত্তিককার সুরেশ্বর আচার্য্য বলিয়াছেন—কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে। শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতি স্তথা॥ কাকোলূকনিশেবায়ং সংসারোঽজ্ঞাত্মবেদিনঃ। যা নিশা সর্ব্বভূতানামিত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ॥ (সম্বন্ধবার্ত্তিক ১৬৬)।

কারণ—১০২, ১০৪, ২৭৩। মন্তব্যপ্রকাশ। কারণসম্বন্ধে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—কার্য্যং সকারণং কাদাচিৎকত্বাৎ। ইহাতে কার্য্যের সকারণত্ব অর্থাৎ কার্য্যের কারণাস্তিত্ব প্রমাণিত হইলেও বলিতে হইবে যে অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হওয়া আবশ্যক। যেমন সকল কালেই ও সকল স্থানেই অম্লজান এবং উদজনের মিলনে জল হয় বলিয়া উহারা জলের কারণ; কিন্তু যদি উহাদের মিলনে কখন জল হইত এবং কখন দুধ হইত, তাহা হইলে এইরূপ অন্যথাসিদ্ধির জন্য অম্লজান ও উদজন কখন জলের কারণ হইতে পারিত না।

নৈয়ায়িকেরা কারণের বিশ্লেষণ করিয়া বলেন—কারণং ত্রিবিধং সমবায়ি, অসমবায়ি নিমিত্তং চ। সমবায়ি-কারণং যথা—পটানাং তন্তবঃ, অসমবায়ি-কারণং যথা—বস্ত্রাণাং তন্তু-সংযোগঃ, নিমিত্ত কারণং যথা—পটানাং তন্তুবায়ঃ। অতএব পটরূপে কার্য্যটী যখন তন্তুতে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া অবধারিত হয়, তখন উহার তন্তুরূপ কারণকে সমবায়ি-কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ কার্য্য যদি সমবায়িকারণযুক্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হয় তাহা হইলে ঐ কারণটী অসমবায়ি-কারণ হইবে। আর দুইটী কারণ হইতে যাহা বিভিন্ন অথচ কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাই নিমিত্তকারণ বলিয়া গৃহীত হয়।

সাংখ্যশাস্ত্র ন্যায়দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া কারণকে সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুইভাগ করিয়াছেন। যাহা ব্যবহিত বা অব্যবহিতভাবে সকল কার্য্যের কারণ তাহা সাধারণ এবং যাহা অব্যবহিতভাবে একটী কার্য্যের কারণ তাহা অসাধারণ। অতএব ঈশ্বর-ইচ্ছা, কাল, অদৃষ্ট, উদ্যোগ এবং প্রাগভাব এই কয়টী সাধারণ কারণ, আর বটবীজ হইতে বটবৃক্ষই হয়, আম্রবৃক্ষ হয় না বলিয়া বটবৃক্ষের প্রতি বটবীজ একটী অসাধারণ কারণ। যোগশাস্ত্র আবার অসাধারণ কারণকে নয়প্রকার বিভাগ করিয়া বলেন—উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তি-বিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ। বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্॥ (যোগভাষ্য ২।২৮)। অর্থাৎ উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি, বিকার, প্রত্যয় (জ্ঞান), আপ্তি (প্রাপ্তি), বিয়োগ (বিচ্ছেদ) অন্যত্ব ও ধৃতি (ধারণা) এই নয়টী কারণ বলিয়া অভিহিত হয়। কার্য্যভেদে অসাধারণ কারণের বিভিন্নতা দেখিয়া যোগশাস্ত্র সাধারণভাবে উত্তমপুরুষকে নিমিত্তকারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যোগাচার্য্যাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্ত যে বেদবিরুদ্ধ তাহা কখন বলিতে পারা যায় না, কারণ অধিকারি-বিশেষের জন্য ভগবতী শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন—এষ হ্যেবসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে, এষ হ্যেবা-সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।

বেদান্তমতে কারণ দ্বিবিধ—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত-কারণ এবং মৃত্তিকা উহার উপাদান-কারণ। কিন্তু ব্রহ্ম সৃষ্টিব্যাপারে উভয়বিধ কারণই হইয়াছেন। ঊর্ণনাভ তন্তুবিষয়ে যেমন নিজেই উপাদান-কারণ ও নিমিত্ত-কারণ, পরমব্রহ্মও সৃষ্টিব্যাপারে ঠিক্ তদ্রূপ। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত। স্মৃতিও এইরূপ অধিকারীর জন্য প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন—ঊর্ণনাভাদ্ যথা তন্তুর্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ। নিত্যপ্রবুদ্ধাৎ পুরুষাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতি স্তথা॥

অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে ব্যবহারিক দশায় কারণ-বিভাগ যেরূপেই হউক না কেন, পারমার্থিক দশায় ব্রহ্মই একমাত্র কারণ। সুতরাং কার্য্যকারণের ভেদ মায়ার বিলাস ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই জন্য মাণ্ডূক্যকারিকায় আম্নাত হইয়াছে—কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে। জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথং চ তৎ॥ (অলাতশান্তিপ্রং—১১)।

কারণব্রহ্ম ও কার্য্যব্রহ্ম—৯৬, ১০০, ৩৯৩, ৩৯৫। মন্তব্য-প্রকাশ। 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি' এই জাতীয় শ্রৌত প্রমাণ হইতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ মনে করেন যে, ব্রহ্মের দুইটী অবস্থা—একটী একপাদজনিত কার্য্যাবস্থা এবং অন্যটী ত্রিপাদস্থিত কারণাবস্থা। তন্মধ্যে চেতনাচেতনবিশিষ্ট বস্তুর শরীররূপে তাঁহার অবস্থিতির নাম কার্য্যাবস্থা, কার্য্যব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ; এবং প্রতিলোমক্রমে ঐ সকল বস্তুর সাম্যভাবপ্রাপ্তিই তাঁহার কারণাবস্থা। এই জন্য উশনাঃ বলিয়াছেন—গুণসাম্যে স্থিতং তত্ত্বং কেবলং স্থিতি কথ্যতে। কেবলাদেতদ্ভূতং জগৎ সদসদাত্মকম্॥ এসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদীরা যাহা বলেন, তাহা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

কারিকা—২৮৩-২৮৫। মন্তব্য-প্রকাশ। কারিকা অর্থাৎ গৌড়পাদপ্রণীত মাণ্ডূক্য-কারিকা। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত—আগম-প্রকরণ, বৈতথ্য-প্রকরণ, অদ্বৈত-প্রকরণ এবং অলাতশান্তি-প্রকরণ। আগমপ্রকরণে শাস্ত্রের অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, বৈতথ্যপ্রকরণে জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে এবং অদ্বৈতপ্রকরণে ও অলাতশান্তিপ্রকরণে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপিত হইবার পর দ্বৈতপ্রতীতির ভ্রান্তিময়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

ঋষিদিগের নিকট অদ্বৈততত্ত্ব একটী সাধনার সম্পত্তি ছিল। ভগবান্ গৌড়পাদ কারিকায় ২১৫টী শ্লোকের দ্বারা উহার বিবৃতি করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতমত ব্যক্ত করিয়া আমাদের নিকট যেরূপ সম্মানভাজন হইয়াছেন, ভগবান্

গৌড়পাদও মাণ্ডুক্য-কারিকা লিখিয়া শঙ্করাচার্য্যের নিকট সেইরূপ বা ততোঽধিক সম্মানভাজন হইয়া ছিলেন। কারণ, কারিকার শ্লোকগুলিকে তিনি শ্রৌতপ্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ সৌভাগ্যযোগ গৌড়পাদের পরবর্ত্তী অন্য কোন আচার্য্যের পক্ষে সংঘটিত হয় নাই। গৌড়পাদ শঙ্করের পরমগুরু ছিলেন বলিয়াই যে ঐরূপ সম্মান পাইয়াছেন তাহা নহে, কারণ কারিকার অনেক শ্লোকে যে সকল ঐশোন্মেষ আছে তাহার সম্যগ্ উপলব্ধি করিলে গৌড়পাদকে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপায় নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী প্রথিতনামা টীকাকারগণও মাণ্ডুক্য-কারিকাকে শ্রুতির অংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়-পাদের বিশেষ-বিবরণ গৌড়পাদ-শব্দে দ্রষ্টব্য।

কালত্রয়াবাধ্য সত্য—২৮৩। অর্থাৎ যে সত্য তিন কালে বাধিত হয় না। ইহার দ্বারা পরমেশ্বরকেই লক্ষ্য করা হয়। বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরের মার্কণ্ডেয়-বজ্র সংবাদে স্মৃত হইয়াছে—কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ কালস্যাবয়বাশ্চ যে। কালচক্রং জগচ্চক্রং ত্বমেকঃ পুরুষোত্তমঃ॥

কালী—১৬৬। মন্ত্রব্যপ্রকাশ। সাধারণতঃ আদ্যাশক্তিকে বুঝাইলেও এস্থলে অগ্নির সাতটী জিহ্বার মধ্যে একটী জিহ্বাবিশেষকে বুঝাইয়াছে। অগ্নি-জিহ্বার বিষয়ে মুণ্ডক বলিয়াছেন—কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত-জিহ্বাঃ॥ তন্ত্রশাস্ত্রও হিরণ্যাদি অগ্নির সপ্তজিহ্বা স্বীকার করিয়াছেন। হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বা, যথা—হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, সুকৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তা। বৃহদ্ধোমে ইহাদের পূজাও বিহিত হইয়াছে। হিরণ্যা গগনা রক্তা কৃষ্ণাকৃষ্ণা সুপ্রভামতা। বহুরূপাতিরক্তা চ সাত্ত্বিক্যো ভোগ-কর্ম্মসু॥ প্রমাণটী প্রাণতোষিণীতে দ্রষ্টব্য হইবে। শারদাতিলকের

টীকাকার রাঘব ভট্ট এবিষয়ের অনেক প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। শারদাতিলকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

কাবষেয়—৩৭, ১০৬। অর্থাৎ যজুর্ব্বেদীয় ঋষিবিশেষ। শতপথ-ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—কাবষেয়াস্ত, কাবষেয়ঃ। (১০।৬।৫।৯)।

কাসারসূর্য্য—৩৯৯। অর্থাৎ সবোবরে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য।

কিঙ্করীকৃতমনাঃ—৭৩, ৭৪। অর্থাৎ যিনি মনকে কিঙ্করের ন্যায় আয়ত্ত করিয়াছেন।

কুটীচক—১২৫, ১৪০। মন্তব্য-প্রকাশ। ইহারা সন্ন্যাসিবিশেষ। কুটীচর ইহাদের নামান্তর। এ সম্বন্ধে আরুণিকোপনিষদ্, ভিক্ষুকোপনিষদ্, নারদপরিব্রাজকোপনিষদ্ ও সূতসংহিতার জ্ঞানযোগ-খণ্ড দ্রষ্টব্য। কুটীচক সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষা করিয়া নিজের গৃহে বা বন্ধুগৃহে বাস করিতে পারেন। ইহারা শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত। "চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তে কুটীচকবহূদকৌ। হংসঃ পরমহংসশ্চ যোঽত্র পশ্চাৎ স উত্তমঃ"॥—এই জাতীয় মহাভারতের ও লঘুবিষ্ণুস্মৃতির শ্লোক দেখিয়া বুঝা যায় যে কুটীচকের অবস্থা সন্ন্যাসের প্রথম সোপান।

কুলালচক্র—১৬২। অর্থাৎ কুম্ভকারের চাক্।

কুল্লূক—১২৯। মন্তব্যপ্রকাশ। মানব-সংহিতার টীকাকার। কুল্লূকের পরিচয় এই শ্লোকটীতে পাওয়া যায়—গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যো বরেন্দ্র্যাং কুলে শ্রীমদ্‌ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ। কাশ্যামুত্তরবাহিজহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈস্তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী। ইহার টীকার নাম মন্বর্থমুক্তাবলী।

কুশূল—২২৬, ২২৭। অর্থাৎ কুশূল বা ধান্যের গোলা।

কূটস্থ—৯৩, ২৯৯, ৪০০। মন্তব্যপ্রকাশ। কূটবৎ অয়োঘনবৎ তিষ্ঠতীতি কূটস্থো নিশ্চলো নির্ব্বিকারশ্চ। অয়োঘনশব্দে সাধারণতঃ লৌহমুদ্গরকে বুঝায়। কিন্তু কামারের 'নেই' ব

'নাই'কেও অয়োঘন বলা যায়। 'নেই' বা 'নাই' অর্থাৎ যাহার উপর তপ্ত লোহ রাখিয়া কামার মুদ্‌গরের দ্বারা আঘাত করে।

তপ্তলোহের হ্রাস, বৃদ্ধি বা গতি আছে, কিন্তু অয়োঘন বা 'নেই' এর ঐরূপ কিছুই নাই। এইজন্য অয়োঘনের অপর পর্য্যায় কূটের সহিত পরমাত্মার তুলনা দিয়া কূটস্থশব্দটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কোন কোন বৈদান্তিক বলেন—কূটো মায়া তত্র তিষ্ঠতীতি কূটস্থঃ পরমাত্মা। একপ ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে, তবে মনে হয় যে আধার-আধেয় সম্বন্ধহেতু ইহাতে অদ্বৈত-ভঙ্গের সম্ভাবনা আছে। এইজন্য পঞ্চদশীতে অভিহিত হইয়াছে—কূটবন্নির্বি-কারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিটীই পঞ্চদশীর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ—১৯২। মন্তব্যপ্রকাশ। কৃচ্ছ্র অর্থাৎ কষ্টসাধ্য। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ ও কৃচ্ছ্রসান্তপনাদির বিবরণ মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ও প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে। 'খ' পরিশিষ্টে বিধিনোক্তেন মার্গেণ ইত্যাদি শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

কৃতক—১৩৯। অর্থাৎ জন্মকার্য্য বা কৃত্রিম।

কৃতনাশ বা কৃতপ্রণাশ—২৮, ৫০। মন্তব্যপ্রকাশ। কৃতকর্ম্মের ফলভোগ যথাযথ না হইলে উহাকে কৃতনাশ বলে, আর ঐ কর্ম্মের আত্যন্তিক নাশ হইলে উহাকে কৃতপ্রণাশ বলে। প্রতিকল্পে যদি জীবের নূতন ভোগ আরব্ধ হয় তাহা হইলে পরমেশ্বরে কৃতনাশ বা কৃতপ্রণাশ দোষের সংশ্লেষ আসিয়া পড়ে। অথচ পরমেশ্বরে কোনরূপ দোষগন্ধের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। এইজন্য শাস্ত্র সৃষ্টিপ্রবাহকে অনাদি কল্পনা করিয়া পরমেশ্বরকে সর্ব্বতোভাবে দোষগন্ধশূন্য করিয়াছেন। অকৃতা-ভ্যাগম-দোষের সহিত ইহার পারিভাষিক ভ্রমতা আছে।

কৃতহিংসা—৩৩৩। অর্থাৎ যে হিংসা হিংসক স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছে।

কৃপণ—২১০-২১১, ২৪১। মন্তব্যপ্রকাশ। কৃপণ অর্থাৎ অনাত্মবিৎ। যে ব্যক্তি স্বল্পমাত্র বিত্ত ত্যাগ করিতে না পারিয়া দানধর্ম্মাদিজনিত উৎকৃষ্ট সুখে বঞ্চিত হয় তাহাকে কৃপণ বলে। সেইরূপ যে ব্যক্তি মনুষ্যজন্ম লাভপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ সংসার সুখ ত্যাগ করিতে না পারিয়া পরমার্থসুখে বঞ্চিত হয় তাহাকেও শাস্ত্র কৃপণ বলিয়া থাকেন। বেদ বলিয়াছেন—যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অর্থাৎ হে গার্গি! পরমাত্মাকে সম্যগ্‌রূপে না জানিয়া যে ইহলোক ত্যাগ করে সেই কৃপণ। বেদ উভয়কেই কৃপণ বলিয়াছেন, কারণ তাহারা স্বল্পক্ষতি স্বীকার না করিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণকর্ম্ম—৫৭, ৫৯, ১৬৯। যাহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ তাহাকে কৃষ্ণকর্ম্ম বলে।

কৃষ্ণমণ্ডল—১৬০। অর্থাৎ চক্ষুঃর তারকামণ্ডল।

কৃষ্ণশুক্ল—৫৫, ৫৮, ৫৯। যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইয়াও সামান্য পাপ ও বেশী পুণ্য উৎপাদন করে তাহাকে কৃষ্ণশুক্ল কর্ম্ম বলে।

কৢপ্ত—৩১৬। অবধারিত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ। যেমন কৢপ্ত শ্রুতি।

কেকয়—১৯, ১৪৫। মন্তব্যপ্রকাশ। পূর্ব্বে কাশ্মীরকে কেকয় বলা হইত। কেহ কেহ মনে করেন যে পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাসা নদীর পশ্চিমস্থ পর্ব্বতময় দেশই কেকয়। রাজর্ষি জনকের ন্যায় কেকয়ের রাজা অশ্বপতি একজন ব্রহ্মবিৎ কবি ছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম যুধাজিত এবং কন্যার নাম কেকয়ী। এই কেকয়ী দশরথের মধ্যম পত্নী এবং ভরতের মাতা। উপনিষদের অনেকস্থলে কেকয়রাজ অশ্বপতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্‌ব্যতীত রামায়ণও ইঁহাকে ভরতের

সিংহ এবং যুধাজিৎকে ভরতের মাতুল বলিয়া পরিচয়
দিয়াছেন।

কৈবল্য—২৬২, ৩০০, ৩৬০ ৩৬৬। মন্তব্যপ্রকাশ। ঔপাধিক সুখদুঃখাদি হইতে নির্ম্মুক্ত আত্মার অবস্থাকে কৈবল্য বলে ইহাই বেদান্তের স্বারাজ্য। শ্রুতি বলেন—কথমেনং রাগাদি-ভিরিতস্ততঃ সমাকৃষ্যমাণং বিষয়াভিষক্তং মোক্ষয়িত্বা পরমপদে পরমাত্মনি পূর্ণানন্দে স্বারাজ্যে মোক্ষাখ্যে স্থাপয়িষ্যামি।

ক্রমমুক্তি—৮৩, ৮৪। মন্তব্যপ্রকাশ। যেমন—কোন লিঙ্গশরীর ভোগবিশেষের জন্য মনুষ্যজন্ম পাইয়াছে এবং তাহার পর অন্য-রূপ ভোগের নিমিত্ত দেবত্ব পাইয়া স্বোৎকর্ষের দ্বারা মুক্ত হইল। ইহাই ক্রমমুক্তি। 'তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ' এই বেদান্ত সূত্রের দ্বারা ক্রমমুক্তি সমর্থিত হইয়াছে। পুরাণেও স্মৃত হইয়াছে—ব্রহ্মণা কৃতসৎকারো বহুকালং নৃপাত্মজ। ততো বিষ্ণুপুরং গত্বা পুনঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ভগবতীকে স্তব করিবার সময় দেবগণও বলিয়াছেন—স্বর্গং প্রযাতি চ ততো ভবতী প্রসাদাল্লোকত্রয়েঽপি ফলদা ননু দেবি তেন। কর্ম্ম ও মুক্তি সম্বন্ধে অভিহিত হইয়াছে—কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ তয়া তীব্রা মুমুক্ষুতা। ততো বিবেকাদ্ মুক্তিঃ স্যাৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যং কথং ভবেৎ॥ ক্রমমুক্তি সম্বন্ধে আচার্য্য যাহা বলিয়াছেন তাহা ১।৩।১৩ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

ক্রিয়াযোগ—৩৫০। মন্তব্যপ্রকাশ। যোগের নিমিত্ত যাহা আচরিত হয় তাহাই ক্রিয়াযোগ। সুতরাং বিবেকখ্যাতির হেতু যেমন যোগ, যোগেরও হেতু সেইরূপ ক্রিয়াযোগ। সেইজন্য কথিত হইয়াছে—ক্রিয়াযোগস্য যোগস্য পরমং তস্য সাধনম্।

ভগবান্ পতঞ্জলির মতে তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি এই তিনটীর অনুষ্ঠানকে ক্রিয়াযোগ বলে। অভিপ্রায় এই যে, হৃদ্‌গত ভক্তি সহকারে

কোন প্রথিতনামা টীকাকার বলিয়াছেন—সত্ত্বপুরুষয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ রজস্তমসোঃ অন্যত্বেন মিথো ভিন্নত্বেন খ্যাতিং জ্ঞানমাত্রগম্য ; প্রকৃতিপুরুষয়োর্বিবেকাগ্রহণাৎ সংসারঃ, বিবেকগ্রহণাৎ মুক্তিরিতি সাংখ্যাঃ। অথ তাং খ্যাতিমপি নিরোধেন নিবর্ত্তয়িতুং বাঞ্ছন্তি। বৃত্তিরূপাং তাং নিবর্ত্ত্য স্বয়ম্প্রকাশতয়ৈব স্থাতুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ। প্রকৃত্যাবুপরতায়াং পুরুষস্বরূপেণাবস্থানং মুক্তিরিতি সাংখ্যসিদ্ধান্তঃ।

ব্যাখ্যাটী কবির অভিপ্রেত কি না তাহা চিন্তনীয়, কারণ 'সত্ত্ব'শব্দ প্রকৃতির পর্য্যায় নহে। সর্ব্ব-দর্শন-সংগ্রহস্থিত অক্ষপাদদর্শনের নৈয়ায়িক পক্ষ যদি টীকাকারের আকর হয়, তাহা হইলেও আমাদের বিকল্প তিরোহিত নহে। ('ব' পরিশিষ্টে মৈত্র্যাদি শ্লোকের মন্তব্য প্রকাশ দ্রষ্টব্য)।

কবিবর মাঘ যোগাদিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট সত্ত্বপ্রধান বুদ্ধি অর্থে 'সত্ত্ব'শব্দ গৃহীত হইয়াছে। বিভূতিপাদের ৪৯ ও ৫ সূত্রের যোগভাষ্যে ইহাই ব্যাসদেবের উপদেশ। যতক্ষণ বুদ্ধি-সত্ত্ব বিষয়াকারে পরিণত হইয়া পুরুষে উপচরিত হয়, ততক্ষণই সত্ত্বপুরুষের অন্যতাখ্যাতি বুঝিতে হইবে। বুদ্ধিসত্ত্ব যে পুরুষে উপচরিত বা প্রতিবিম্বিত হয় তদ্বিষয়ে স্মৃতিশাস্ত্র ও বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ ॥ অর্থাৎ তটস্থিত বৃক্ষসমূহ যেমন সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বিশাল পুরুষচৈতন্যরূপ দর্পণে সমস্ত বস্তু-দৃষ্টি অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয় পরিণাম প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। যোগভাষ্যেও দেখা যায় যে, পুরুষ বুদ্ধির প্রতিসংবেদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব বুদ্ধি পুরুষের ন্যায় শুদ্ধ ও স্বচ্ছ হইলে তাহাদের অন্যত্বখ্যাতি থাকিবে না অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরে প্রতিবিম্বিত হইবে না। এই অন্যত্বখ্যাতি বা পরস্পরের অধ্যাস নিবৃত্ত

হইলে কর্ম্মসংস্কারের ক্ষয়হেতু ও রাগসংস্কারের উপশমহেতু পুরুষ কেবলজ্ঞানী হইয়া বিরাজ করেন। সেইজন্য পতঞ্জলি "সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বংচ" এই সূত্র বলিয়া পুনরায় বলিলেন—'সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্য মিতি'। এ সমস্ত সূত্র যোগভাষ্যে যেমনভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কবিবর মাঘ ঠিক্ তাহার অনুস্মরণ করিয়াই শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, কিন্তু টীকাকার ভিন্ন ভিন্ন যোগভূমিকার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং গুণসাম্যরূপা প্রকৃতির অর্থে 'সত্ত্ব'শব্দ গ্রহণ করিয়া আমাদের মনে বিচিকিৎসার উদয় করাইয়াছেন।

গঙ্গায়াং ঘোষঃ—৩০৩। জহল্লক্ষণার উদাহরণ। এবিষয়ে বেদান্তসার দ্রষ্টব্য।

গণিতাগম—৯৬। অর্থাৎ বীজগণিত নামক অঙ্কশাস্ত্র। গোলাধ্যায়ে অভিহিত হইয়াছে—দ্বিবিধ-গণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ গণিত দুইপ্রকার—পাটীগণিত ও বীজগণিত। এসম্বন্ধে আর্য্যভট্টের আর্য্যসিদ্ধান্ত ও বীজগণিতাদি গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

গন্ধতন্মাত্র ও গন্ধধর্ম্ম—১৫৫।

গলিতাখিলদ্বৈতভানে—১৭৬। অর্থাৎ সমস্ত দ্বৈতপ্রতীতি বিগলিত হইলে।

গবাময়ন সত্র—২১৩, ২১৬। মন্তব্য-প্রকাশ। দশমাস বা দ্বাদশমাস সাধ্য যাগবিশেষ। বিপুল সমৃদ্ধিলাভই ইহার ফল। তাণ্ড্যব্রাহ্মণের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে গবাময়ন সত্রের বিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ইহার ফলশ্রুতিও আছে।

গায়ত্র—১৪৫। অর্থাৎ গায়ত্রীতৎপর ব্রহ্মচারিবিশেষ।

গুণ—২৫১, ২৬১। মন্তব্য-প্রকাশ। ন্যায়বৈশেষিকের মতে গুণ চব্বিশ্‌টী—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব,

সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন এই সতেরটী সূত্রোক্ত এবং গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ এই সাতটী ভাষ্যোক্ত। বেদান্ত বলেন যে ঐ সকল গুণ দ্রব্য হইতে পৃথক্ হইতে পারে না, কারণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর ভেদ সম্ভবপর নহে।

সাংখ্যোক্ত গুণ তিন প্রকার—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। তন্মধ্যে সুখপ্রকাশাদি ধর্ম্ম সত্ত্বগুণে, দুঃখোপষ্টম্ভাদি ধর্ম্ম রজোগুণে এবং মোহগুরুত্বাদি ধর্ম্ম তমোগুণে প্রবল হইয়া থাকে। উক্ত সত্ত্বাদি তিনটী গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও কার্য্যোৎপাদনে তাহারা সকলেই সামঞ্জস্য সহকারে মিলিত হয়। বস্ত্রে আগুন লাগিলে বস্ত্র তখনই পুড়িয়া যায় এবং অল্পমাত্র আগুনে বেশী তৈল দিলে আগুন নিবিয়া যায়, সুতরাং উহাতে ব্যবহারোপযোগী কোন কার্য্যই হয় না। কিন্তু প্রদীপের স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে আগুন সমস্ত বস্তুর প্রকাশক হইয়াছে, বস্ত্র হইতে প্রস্তুত বর্ত্তি (সলিতা) অগ্নিকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছে এবং বস্ত্রাত্মক বর্ত্তি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র দগ্ধ না হয়, তজ্জন্য তৈল প্রতিবন্ধক হইয়াও উভয়কার্য্যের পোষকতা করিতেছে। ইহারা যেরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও আলোকাদি কার্য্যোৎপাদনে পরস্পরের সহায়তা করে, গুণত্রয়সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ অগ্নির ন্যায় সমস্ত বস্তুর উদ্ভাসক হইয়াছে, রজোগুণ বস্ত্রাত্মক বর্ত্তির ন্যায় সত্ত্বগুণকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছে এবং তমোগুণ তৈলের ন্যায় প্রতিবন্ধক হইয়াও উভয়কার্য্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করিতেছে। এই কার্য্যত্রয় জড়াজড়াত্মক সমস্ত পদার্থেই বর্ত্তমান, কারণ ঐ তিনটী কার্য্য ব্যতীত জগৎপ্রবাহ অসম্ভব হইয়া পড়ে। জড়েও সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান, কারণ অনুভাবীর অনুভাবিতার ন্যায় অনুভাব্যমানের অনুভাব্যমানতাও সত্ত্বগুণের পরিচায়ক। আপেক্ষিক জ্ঞানে জগৎ প্রতিষ্ঠিত এবং গুণকার্য্যের ন্যায়

কোন সাধারণ ব্যাপার স্বীকার না করিলে কর্ত্তা ও কর্ম্মের কোন অপেক্ষাই থাকে না। সুতরাং সত্ত্বগুণের নিমিত্ত আমি যেমন জড় পদার্থের অনুমন্তা বা গ্রহীতা হইয়াছি, জড় পদার্থও সত্ত্বগুণের নিমিত্তই আমার নিকট অনুমত বা গৃহীত হইতেছে। তবে পার্থক্য এই যে, সত্ত্বগুণের আধিক্যহেতু আমি ব্যবসায়াত্মক বা জড়ের অনুমন্তা ও গ্রহীতৃপদার্থ, আর সত্ত্বগুণের অল্পতাহেতু জড়সমূহ ব্যবসেয়াত্মক বা আমার অনুমত ও গৃহীতপদার্থ।

সাংখ্যাচার্য্যেরা মনে করেন যে রজ্জুসংহতি যেমন পশুবন্ধের কারণ হয়, সত্ত্বাদিভাবও সেইরূপ জীবের বন্ধনকারণ হইয়া থাকে। এই জন্য আদিবিদ্বান্ পরমর্ষি কপিল উহাদিগকে 'গুণ' বলিয়াছেন। গুণ-শব্দের অর্থও রজ্জু। সুতরাং গুণবিমুক্তি না হইলে পুরুষের কৈবল্য কখনই হইতে পারে না।

গুণবিমুক্তি—২৬১। মন্তব্য-প্রকাশ। যোগের সাতটী ভূমিকা। তন্মধ্যে চারিটী পুরুষপ্রযত্নসাপেক্ষ, আর তিন্‌টী পুরুষপ্রযত্ন-নিরপেক্ষ। যে তিনটী পুরুষের প্রযত্ননিরপেক্ষ তাহার মধ্যে প্রথমটী চিত্তবিমুক্তি, দ্বিতীয়টী গুণবিমুক্তি এবং তৃতীয়টী কৈবল্য। অতএব কৈবল্যের অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থাই গুণবিমুক্তি

গুণবৈতৃষ্ণ্য—২৫১, ২৬১, ২৬২।

গুরু—৪, ৩৩২-৩৪০। মন্তব্য-প্রকাশ। অদ্বয়তারকোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—আচার্য্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ। যোগজ্ঞো যোগনিষ্ঠশ্চ সদা যোগাত্মকঃ শুচিঃ। গুরুভক্তিসমাযুক্তঃ পুরুষজ্ঞো বিশেষতঃ। এবংলক্ষণসম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ তারপর পুনরায় আম্নাত হইয়াছে—গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্। গুরুরেব পরা কাষ্ঠা গুরুরেব পরং ধনম্॥

যোগশিখোপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে—গুরু র্ব্রহ্মা গুরু র্বিষ্ণু র্গুরু র্দেবঃ সদাচ্যুতঃ। ন গুরোরধিকঃ কশ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ গন্ধর্ব্বতন্ত্রও বলিয়াছেন—গুরু র্ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু

রেব মহেশ্বরঃ। গুরুরেব পরং জ্ঞানং গুরুরেব পরং তপ
(৫ পটল)। মিতাক্ষরা বলেন—স গুরু র্যঃ ক্রিয়াঃ কৃ
বেদমস্মৈ প্রযচ্ছতি। (১।৩৪)।

গৃহস্থ—১৪৭। মন্তব্য-প্রকাশ। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ন
যিনি গৃহে বাস করেন তাঁহাকে গৃহস্থ বলে। কিন্তু গৃ
থাকিলেই যে বানপ্রস্থাদি ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় না—তাহা ন
এবং বানপ্রস্থাদি ধর্ম্ম কেবল অবলম্বন করিলেই যে গার্হস্থ্য
পরিত্যক্ত হয়—তাহাও নহে। কারণ শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই।
অনাসক্ত হইয়া গৃহে থাকিলেও বানপ্রস্থ হয় এবং বানপ্র
লইয়া গৃহের জন্য উদ্বিগ্ন হইলেও গৃহস্থই হয়। বোধসা
উক্ত হইয়াছে—চৌরা স্ত্যজন্তি গেহং স্বং ভয়েনৈব ন বোধত
জারা স্ত্যজন্তি গেহং স্বং কামেনৈব ন বোধতঃ॥ ক্রুদ্ধা স্ত্যজ
গেহং স্বং প্রতিবাদিবিবোধতঃ। কদ্ধা স্ত্যজন্তি গেহং
বোধেনৈব ন বোধতঃ॥ নিঃসঙ্গতাসুখং প্রাপ্তাঃ কয়াচিদ্ বো
লীলযা। গৃহং ত্যজন্তি মুনযো গৃহস্থা বা বনেস্থিতাঃ॥

গোতম বা গৌতম—১৬১। মন্তব্যপ্রকাশ। প্রাচীন আন্বীক্ষি
বিদ্যার মতগুলি সংগ্রহ করিয়া মহর্ষি গোতম বা গৌত
ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করেন। 'মতগুলি সংগ্রহ করিয়া' বলিব
অভিপ্রায় এই যে দার্শনিক সত্যগুলি অনাদিকাল হইতে
বর্ত্তমান আছে, কেহই তাহা প্রণয়ন করেন নাই। সেইজন্য
অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি বলিয়াছেন-
'গোতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্রস্মারকত্বমেব শ্রূয়তে, ন তু বুদ্ধি-
পূর্ব্বককর্ত্তৃত্বম্। তদুক্তম্—ব্রহ্মাদ্যা ঋষিপর্য্যন্তাঃ স্মারকা ন
তু কারকা ইতি'। অক্ষপাদ গোতমের নামান্তর। কেহ কেহ
বলেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা গৌতমই ন্যায়দর্শনের সূত্রকার।

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায়
দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥—এই জাতীয় শ্রুতিপ্রমাণ হেতু জ্ঞান
দুঃখোচ্ছেদের পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া ন্যায়দর্শন বৈশেষিক অপেক্ষা

অধিক বিস্তৃতভাবে পদার্থের তত্ত্বনিরূপণ করিবার জন্ত প্রমাণাদি ষোলটী বিষয় জ্ঞাতব্যরূপে স্থির করিয়াছেন। এই নিমিত্ত গৌতমকে ষোড়শপদার্থবাদী বলা হয়।

বেদের অদ্বৈত-তত্ত্ব রক্ষা করাই ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। সেইজন্য মহর্ষি গৌতম বলেন—'তত্ত্বাধ্যবসায়-সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখা-বরণবৎ' অর্থাৎ অঙ্কুরকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন কণ্টক-শাখাদির বেষ্টন দেওয়া হয়, সেইরূপ তত্ত্বনির্ণয়কে রক্ষা করিবার নিমিত্তই জল্প ও বিতণ্ডা ব্যবহার করিতে হয়। এই তত্ত্বনির্ণয় আপাততঃ যাহাই হউক না কেন, চরমে যে উহা শ্রুতিগত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্যও ন্যায়দর্শনেব তৎপবতা দেখা যায়। "বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধি স্তন্ত্বপকর্ষেণ পটসদ্ভাবানুপলব্ধিবৎ তদনুপলব্ধিঃ" এই সূত্রই তাহাব প্রমাণ। দৃষ্টিবিশেষে সূত্রটীর অর্থ এইরূপ হইবে—বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিলে পদার্থসমূহের সত্যতা উপলব্ধ হয় না; পটের তন্ত্রসমূহ বিভিন্ন হইলে পট বলিয়া উহা যেমন অনুভূত হয় না, সেইরূপ পদার্থের গুণবিশ্লেষণ করিলে উহা আর পদার্থ বলিয়া উপলব্ধ হয় না। অন্য দৃষ্টি অবলম্বন করিলে সূত্রের যেরূপ অর্থই হউক না কেন, আমরা বলিব যে সূত্রকার ইহার দ্বারা পদার্থের অনিত্যমূলকতা দেখাইয়াই তৎপ্রতি আমাদের বৈরাগ্য উৎপাদন করাইতেছেন। 'স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণপ্রমেয়াভিমানঃ' এই সূত্রটীও আমাদের মত সমর্থন করে।

কণাদদর্শন অপেক্ষা গৌতম-দর্শন অদ্বৈতবাদেব সমধিক উপকারক বলিয়া মনে হয়। কারণ ন্যায়সূত্রকার পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক সত্তা স্বীকাবপূর্ব্বক পরমার্থ-বিষয়ের তাৎপর্য্য অবধারণ করিয়া বলেন—মিথ্যোপলব্ধিবিনাশ

স্তত্ত্বজ্ঞানাৎ স্বপ্নবিষয়াভিমানবিনাশবৎ প্রতিবোধে। অর্থাৎ জাগরণে স্বাপ্নিক সৃষ্টি যেমন গলিত হয়, তত্ত্বজ্ঞানেও সেইরূপ প্রপঞ্চবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান গলিত হইয়া যায়।

বৈশেষিক ও ন্যায় উভয়শাস্ত্রই পদার্থতত্ত্ব বুঝাইয়া আত্মার দেহাতিরিক্ততা দেখাইয়াছেন, কিন্তু আত্মা যে এক এবং নির্গুণ তদ্বিষয়ে উভয়ই শিষ্যের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া তাহার পূর্ব্ব-সঞ্চিত সাধারণ বিশ্বাস অখণ্ড রাখিয়া থাকেন। কারণ প্রথমাধি-কারী আত্মস্বরূপের একপাদ পরিপাক করিতে না পারিলে অন্য পাদের অধিকার কখন পাইতে পারে না। এই জন্য পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং সুখদুঃখাদ্যনু-বাদতো দেহাদিমাত্রবিবেকেনাত্মা প্রথমভূমিকায়ামনুমাপিতঃ। অর্থাৎ ন্যায়বৈশেষিক সুখদুঃখাদির অনুবাদ করিয়া দেহাদির বিষয় বুঝাইয়া দিলে আত্মা প্রথম ভূমিকায় অনুমাপিত হইয়া থাকেন।

পাছে ন্যায়শাস্ত্র উপনিষদে পরিণত হয়, এই জন্য গৌতম আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব দেখাইয়া গৌণভাবে মোক্ষের নির্ব্বিষয়ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, কারণ আত্মা বা মোক্ষের স্বরূপনির্ণয়ে ন্যায়শাস্ত্রের কোন তাৎপর্য্য থাকা যুক্তিযুক্ত নহে। অতএব যাহাতে ক্রমানুরোধিনী সাধনার মর্য্যাদা লঙ্ঘন না করিয়া প্রথমাধিকারী শিষ্যের ঔৎসুক্য নিবারণ করিতে পারা যায়, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াই মহর্ষি বেদান্তাদি দর্শন হইতে ন্যায়শাস্ত্রের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং প্রবল যুক্তি বাদের দ্বারা বেদবাহ্যদর্শনের বুদ্ধিবাদ খণ্ডন করিবার জন্য মোক্ষের নির্ব্বিষয়ত্ব স্বীকার করিলেও বেদবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কখন মুখ্যভাবে সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষির অভিপ্রেত হইতে পারে না।

এরূপ বস্তুগতি সত্ত্বেও নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক বলিয়াছেন —"মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্। গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ" ॥ অর্থাৎ মোক্ষাবস্থায়

প্রস্তরাদির ন্যায় জীবের অবস্থান বলিয়া যিনি শাস্ত্রোপদেশ দিয়াছেন তাঁহাকে তোমরা গোতম বলিয়া জান, আর গোতম-শব্দের অর্থও যেরূপ তাঁহাকে তোমরা সেইরূপই বুঝিবে। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাকের এইরূপ কথায় আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, তবে কল্পনার ছলেও আস্তিকশিরোমণি শ্রীহর্ষ যে চার্ব্বাককে দিয়া ইহা বলাইতে পারেন তাহাই পরিতাপের বিষয়।

গোলাধ্যায়—৩৯০। ভাস্করাচার্য্যপ্রণীত সিদ্ধান্তশিরোমণির শেষখণ্ড। মন্তব্যপ্রকাশ। ভাস্করাচার্য্য জগতের একজন শ্রেষ্ঠ গাণিতিক। সিদ্ধান্তশিরোমণিই তাহার প্রমাণ। সম্প্রতি পশ্চিম-জগৎ যে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব ও পদার্থগত আপীড়নতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য তাহার বহুপূর্ব্বে সিদ্ধান্তশিরোমণি লিখিবার সময়ে ঐ সকল তত্ত্বের সত্যতা অনুভব করিয়াছিলেন। আতাফলের ঊর্দ্ধগমন না হইয়া অধোগমন হইল কেন, ইহার দ্বারা যেমন পশ্চিমজগতে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়, পূর্ব্বজগতেও সেইরূপ ধনুর্নিঃসৃত বাণ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পুনরায় অধোমুখে ভূপতিত হয় কেন তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া ভাস্করাচার্য্যও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব ও সমগ্র জড়পদার্থের আপীড়ন-তত্ত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সিদ্ধান্তশিরোমণির 'আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ' ইত্যাদি শ্লোকই ইহার প্রমাণ দিতেছে। ভাস্করাচার্য্য ভূকক্ষের পরিমাণাদি নির্ণয় করিয়াছিলেন, সুতরাং অণ্ডবৃত্তের বর্গফল গণনা করিতে পারিতেন দেখিয়া বুঝা যায় যে পশ্চিমজগতের শ্রেষ্ঠ গাণিতিক অপেক্ষা তিনি কোন অংশে ন্যূন ছিলেন না।

গোবিন্দভট্ট—২২৯। মনুসংহিতার একজন টীকাকার।

গোবিন্দ—৮২০। গৌড়পাদের শিষ্য ও শঙ্করাচার্য্যের গুরু। যোগসম্পত্তির অধিকারহেতু ইনি গোবিন্দ যোগীন্দ্র বলিয়া পরিচিত। শঙ্করাচার্য্য নর্ম্মদাতীরে ইহাকে

প্রথমে দেখিয়াই বলিয়াছিলেন যে পূর্বাকালে আপনি অনন্তদেব ছিলেন, তারপর আপনি পতঞ্জলি হইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং এক্ষণে আপনি গোবিন্দ যোগীন্দ্রের রূপ ধারণ করিয়া আমাকে দর্শন দিয়াছেন। এইরূপ স্তুতিবাক্যের দ্বারা শঙ্করাচার্য্য ইঁহাকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গৌড়পাদ—৩১, ৬২, ৬৫, ৯৫, ৯৭, ১০৩, ২৮০, ২·৫, ইত্যাদি। মন্তব্যপ্রকাশ। গৌড়পাদ আচার্য্য যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদের গুরু এবং শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু। ইঁহার মাণ্ডূক্য কারিকা কেবল ভারতবাসীর কেন সমগ্র মানবজাতির কীর্ত্তিস্তম্ভ। মাণ্ডূক্য-কারিকার সবিশেষ বিবরণ 'কারিকা' শব্দে দ্রষ্টব্য।

মাণ্ডূক্য-কারিকায় গৌড়পাদের প্রাতিভজ্ঞান দেখিয়া কেহ কেহ ইঁহাকে ছায়াশুকের পুত্র বলিয়া থাকেন। তবে ইহা প্রসিদ্ধিমাত্র। দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সূত বলিয়াছেন—পিতৄণাং সুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী। শুকশ্চকার পত্নীং তাং যোগমার্গস্থিতোঽপি হি॥ স তস্যাং জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুর এব হি। কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতং তথা॥ সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গৌরপ্রভব নামে শুকদেবের একজন পুত্র ছিলেন। গৌরপ্রভবকে কেহ কেহ সংক্ষিপ্তভাবে গৌর বলিয়াছেন। 'ডলয়োরলয়োশ্চ, বাঙ্ময়ো বহুলম্' এইরূপ নিয়মানুসারে গৌরকে গৌড় বলা যায় বলিয়া মনে হয় যে দেবীভাগবতের উক্ত শ্লোক হইতেই ঐরূপ প্রসিদ্ধি আসিয়াছে। কিন্তু গৌড়পাদই যে শুকদেবের পুত্র—গৌর, তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ বা বলবতী যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।

যেরূপ ভাবে উপস্থাপিত করিলে অদ্বৈতবাদ তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারে, তাহার পথ-প্রদর্শক গৌড়পাদ আচার্য্যকেই বলিতে হইবে। কারিকায় গৌড়পাদ যে সকল কথা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহাই বিশদ-রূপে সকলের উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন।

গুরুপরম্পরা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়পাদ একজন বঙ্গদেশীয় সন্ন্যাসী। তিনি যে গৌড়বাসী ছিলেন, তাহা শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যই স্বীকার করিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির চতুর্থাধ্যায়ে অদ্বৈতবিষয় বর্ণন করিয়া তিনি বলিয়াছেন—'এবং গৌড়ৈ র্দ্রাবিড়ৈ র্নঃ পূর্ব্বৈ রয়মর্থঃ প্রভাষিতঃ। অজ্ঞানমাত্রোপাধিঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বরঃ' ॥ অর্থাৎ ঈশ্বর পরমাত্মা হইলেও তিনি যে অহংকারাদি অজ্ঞানোপাধির দ্রষ্টা, তাহা আমাদের পূর্ব্বে গৌড় ও দ্রাবিড় কর্ত্তৃক সম্যগ্রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এই শ্লোক সম্বন্ধে চন্দ্রিকা নামক টীকায় চিৎসুখাচার্য্যের গুরু জ্ঞানোত্তম আচার্য্য বলিয়াছেন—"গৌড় কর্ত্তৃক অর্থাৎ গৌড়পাদ আচার্য্য কর্ত্তৃক এবং দ্রাবিড় কর্ত্তৃক অর্থাৎ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক। 'কেরল' দেশের দ্রাবিড়ত্ব প্রসিদ্ধি আছে বলিয়া উহা পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্তর্গত"। কোন্ কোন্ পাঁচটী স্থানকে পঞ্চদ্রাবিড় বলা হইত তদ্বিষয়ে স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন—কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ। আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ ॥ 'কেরল'দেশ 'কেরল'দেশের নামান্তর। 'কেরল' অর্থাৎ বর্ত্তমান মালবার দেশ। সুতরাং টীকাকারের অভিপ্রায় এই যে, শঙ্করাচার্য্য 'কেরল' দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া এবং 'কেরল' দেশ পঞ্চদ্রাবিড়ের অন্তর্গত বলিয়া উপচারবশতঃ শঙ্করাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত শ্লোকে দ্রাবিড়দেশের উল্লেখ হইয়াছে। টীকাকারের সমীক্ষণ অবশ্যই যুক্তিপূর্ণ; কারণ একটী দেশের নামোল্লেখ করিয়া তদ্দেশীয় কোন প্রসিদ্ধ লোককে নির্দ্দেশ করা কখন আচারবিরুদ্ধ বা প্রথাগর্হিত নহে, যেমন—ইহা কৈলাস কর্ত্তৃক সমর্থিত বলিলে বুঝিতে হইবে যে দেবাদিদেব মহাদেবই ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

গৌড়সম্বন্ধে টীকাকার ঐরূপ কোন কথাই বলেন নাই কেন, তাহা জানা যায় না। বোধ হয় গুরুপরম্পরার প্রসিদ্ধি অনু-

সারে গৌড়পাদকে বঙ্গবাসী বলিতে অনিচ্ছুক হইয়া গৌড়-শব্দের কোন ব্যাখ্যাই করেন নাই। যাহাই হউক, ঐ স্থলের রিক্তপূরণার্থে আমরা বলিব—গৌড় কর্তৃক অর্থাৎ বঙ্গদেশ কর্ত্তৃক। বঙ্গদেশেরও গৌড়ত্বপ্রসিদ্ধি আছে। সেইজন্য শক্তি-সঙ্গম তন্ত্র বলিয়াছেন—বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে। গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥ যদিও কবিকঙ্কণপ্রণেতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মর্য্যাদাবোধে বঙ্গদেশকে গৌড় হইতে পৃথক্ ভাবিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এস্থলে অভিব্যাপ্তির অর্থ গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশকে গৌড়ের অন্তর্গতই বলিতে হইবে। রাঢ়দেশ যে বঙ্গদেশের অন্তর্গত তাহা চির-পরিচিত। আর দার্শনিক কবি কৃষ্ণমিশ্র রাঢ়দেশকে গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দ্বিতীয় অঙ্কে লিখিয়াছেন—গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ততো ভূরিশ্রেষ্ঠিকো নামধাম পরমং তত্রোত্তমা নঃ পিতা। অর্থাৎ অনুপমা রাঢ়াপুরী অনুপম গৌড়দেশের অন্তর্গত ইত্যাদি। সুতরাং বঙ্গদেশ গৌড়-দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়াই উপচারবশতঃ বঙ্গবাসী গৌড়পাদকে লক্ষ্য করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্যও গৌড়দেশের উল্লেখ করিয়াছেন।

দেশিক গুরুসম্প্রদায় বলেন যে গৌড়পাদ আচার্য্য একজন পরম যোগদীক্ষাভিষিক্ত শাক্ত বেদান্তী ছিলেন। কথাটীর সত্যতা প্রতিপাদন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও এস্থলে উহার সম্যগ্ আলোচনা সম্ভবপর নহে। তবে সপ্তশতীর উপর তাঁহার চিদ্‌বিলাসানন্দ টীকা আছে বলিয়া মনে হয় যে তিনি বেদান্তী হইয়াও একজন সিদ্ধমনোরথ গুপ্তাবধূত ছিলেন। আর তিনি যে যোগদীক্ষাভিষিক্ত ছিলেন তাহা মাণ্ডূক্য-কারিকার এই শ্লোকটী হৃদয়ঙ্গম করিলেই বুঝা যাইতে পারে—লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥ অর্থাৎ নিদ্রাবিষয়ক লয় আসিলে চিত্তকে জাগাইতে হইবে এবং সংস্কারগত বিক্ষেপ

আসিলে পুনরায় উহাকে শান্ত করিতে হইবে; এইরূপ অবস্থাপন্নচিত্তকে কষায়যুক্ত অর্থাৎ মলোপেত বলিয়া জানিবে। আর যখন চিত্ত সমতাপ্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যখন চিত্তে কোনরূপ স্পন্দনাদি ক্রিয়া থাকিবে না, তখন উহাকে আর কোনরূপে চালনা করিবে না অর্থাৎ নিরোধের প্রযত্ন শিথিল করিয়া দিবে।

যোগ বিভূতি না পাইলে যোগভূমিকার ঐরূপ বর্ণনা করিতে কেহই সমর্থ নহেন। তিনি যে কেবল যোগের বিভূতি পাইয়াছিলেন তাহাও নহে। আচার্য্য সনৎকুমার যেমন দেবর্ষি নারদকে অন্ধকারের পার দেখাইয়াছিলেন, * আদ্যাশক্তিও যে সেইরূপ গৌড়পাদ আচার্য্যকে তমসাচ্ছন্ন সংসারের পরপারস্থিত ব্রহ্মানন্দের অনুভব করাইযাছিলেন তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া মাণ্ডূক্যকারিকার এই শ্লোকটী পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—ন নিরোধো ন চোৎপত্তি ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মানন্দে অবস্থান (পরমার্থতা) বলিয়া অনুভূত হয় তাহা নিরোধ নহে, কারণ নিরোধের সময় আবিদ্যক প্রতীতির সংস্কার বর্ত্তমান থাকে। উহা উৎপত্তি নহে অর্থাৎ এইবার আমার ধর্ম্মমেঘ-সমাধি উদিত হইতেছে এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি নহে। উহা বন্ধ নহে, কারণ বন্ধমাত্রেই আপেক্ষিক জ্ঞান বিরাজ করে এবং চরম ব্রহ্মজ্ঞানে আপেক্ষিকতা কখনই থাকিতে পারে না। আমি যদি পৃথিবীতে বদ্ধ হই, পৃথিবী যদি সৌরজগতে গ্রথিত থাকেন এবং সৌরজগৎ যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশস্থানীয় হন, তাহা হইলে এই সমস্ত জ্ঞান কি আপেক্ষিক নহে? ব্রহ্মানন্দে অবস্থিত হইলে সাধকের আপেক্ষিক জ্ঞান সম্ভবপর নহে, কারণ চরম ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য-উপাসকের সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। উহা মুমুক্ষুর অবস্থা নহে, কারণ দুঃখসংস্কার না থাকিলে জিহাসার

* ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে আম্নাত হইয়াছে—তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।

প্রবৃত্তিই হইতে পারে না এবং চরম ব্রহ্মজ্ঞানে কে কোথায় কিসের জন্য কাহাকে ত্যাগ করিবে? উহা জীবন্মুক্তিও নহে, কারণ ব্যবহারিক দশায় জীবন্মুক্তের দ্বৈতভান অত্যন্ত বিগলিত নহে।

ঘটাকাশ—৯৯। মন্তব্যপ্রকাশ। ঘটাকাশ অর্থাৎ ঘটমধ্যস্থিত আকাশ। ভিতর বাহিরে একই আকাশ কেবল ঘটরূপ উপাধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতীযমান হয়। জ্ঞানও তদ্রূপ। কারণ উহা আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী হইলেও মনোবুদ্ধিশরীরাদির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীযমান হয়। সেই জন্য ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। অজ্ঞানই জীবের উপাধি।

ঘটীযন্ত্র—৪৯। অর্থাৎ কূপ হইতে জল উঠাইবার যন্ত্রবিশেষ। পশ্চিমদেশে ইহাকে 'লাট্টা' বলে।

ঘোর-সন্ন্যাসী—১২২। মন্তব্যপ্রকাশ। শাম্ভবী বিদ্যার মতে যে ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও গুপ্তাবধূত হন, তাঁহাকে ঘোরসন্ন্যাসী বলে। পৌরাণিক মতে উদাসীনের নাম ঘোর সন্ন্যাসী। গরুড়পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে উদাসীনের লক্ষণ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে—উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ। কুটুম্ব ভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ॥ ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকম্। একাকী বিচরেদ্ যস্তু স উদাসীন উচ্যতে॥

চক্রবাল—১৫৮। কোন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া দৃষ্টি-সঞ্চারণ করিলে যে স্থলে ভূমি ও আকাশ মিলিত হইয়া মণ্ডলাকারের ন্যায় প্রতীয়মান হয় তাহার অর্থাৎ সেই মণ্ডলাকৃতির নাম চক্রবাল।

চতুর্ব্বেদ—১৮১-১৮৩। ঋগাদিচারিটীবেদ। ২৭৩। মীমাংসক বা পাঞ্চরাত্রিকগণ। চারিটি বেদসম্বন্ধে ১৮১-১৮৩ পৃষ্ঠায় কালিকাভাস দ্রষ্টব্য।

চলাভাস—১০৩। মন্তব্য-প্রকাশ। যাহা সক্রিয়ের ন্যায় প্রতিভাত হয় তাহাকে চলাভাস বলে। যেমন—সূর্য্যের অস্তগমন চলাভাস, কারণ প্রকৃতপক্ষে সূর্য্য অচল হইয়াও সচলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। শব্দটী ভগবান্ গৌড়পাদ অলাতশান্তিপ্রকরণের ৪৫ শ্লোকে ব্যবহার করিয়াছেন।

চাতুর্ম্মাস্য—৮২, ২১৩, ২১৬। চারিমাস সাধ্য ব্রতবিশেষ। আষাঢ মাসের শুক্লা দ্বাদশী বা পূর্ণিমাতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সমাপন করিতে হয়। বরাহ-পুরাণে এই ব্রতের সবিশেষ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

চার্ব্বাক—৯, ৩৯০। মন্তব্য-প্রকাশ। পদ্মপুরাণের মতে দেবগুরু বৃহস্পতি বলদৃপ্ত অসুরগণকে হীনবীর্য্য করিবার জন্য চার্ব্বাকরূপে বেদবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলেন যে দেবগণের অনুরোধে দৈত্যগণকে হীনবীর্য্য করিবার জন্য গোলোকপতি নারায়ণ আপন দেহ হইতে মায়ামোহের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে চার্ব্বাকরূপে প্রেরণ করেন।

বার্হস্পত্য চার্ব্বাকের নামান্তর। সেই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইনি বৃহস্পতির শিষ্য। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে যে বৃহস্পতি একদা গায়ত্রী দেবীর মস্তকে আঘাত করেন। ইনি কোন্ বৃহস্পতি তাহা কিন্তু উহাতে স্পষ্টীকৃত নহে। সম্ভবতঃ বার্হস্পত্যসূত্রের সূত্রকার। বার্হস্পত্য সূত্রে অভিহিত হইয়াছে—চৈতন্যবিশিষ্টকায়ঃ পুরুষঃ। সূত্র-কারের অভিপ্রায় এই যে পৃথিবী প্রভৃতি চারিটী ভূত দেহাকারে

মিলিত হইলেই আত্মার বিকাশ হয়। সুতরাং আত্মা দেহাতিরিক্ত পদার্থ নহে।

অযোধ্যাকাণ্ডে রামের প্রতি জাবালির যে সমস্ত উপদেশ দেখা যায় তাহা চার্ব্বাকমত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে কতকগুলি চার্ব্বাকমত সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যাহারাই বেদমূলক সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যান করেন তাহাদিগকেও হিন্দুগণ চার্ব্বাকসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া থাকেন। যেমন বেদান্তসারে অভিহিত হইয়াছে—"ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময় ইত্যাদিশ্রুতের্ম্মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাদহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি"। অর্থাৎ 'প্রাণ অপেক্ষা অন্য অন্তরাত্মা মনোময়' এইরূপ বেদোক্ত আপাততঃ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়া যাঁহারা আপনাকে সঙ্কল্পবান্ ও বিকল্পবান্ নিশ্চয়পূর্ব্বক মনকেই আত্মা বলেন তাঁহারাও চার্ব্বাকসম্প্রদায়ের অন্তর্গত।

চার্ব্বাকদর্শন—৯। মন্তব্যপ্রকাশ। লোক ঐহিক সুখের নিমিত্ত ব্যস্ত এবং চার্ব্বাক তাহাদিগকে সমর্থন করিবেন বলিয়া সর্ব্বতোভাবে উদ্যোগী। এইজন্য চার্ব্বাকদর্শনের নাম লোকায়তদর্শন।

চার্ব্বাকদর্শনে দেহাতিরিক্ত আত্মা স্বীকৃত নহে। এই দর্শনকার বলেন যে 'আমি স্থূল, আমি কৃশ' ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে যখন আত্মাই স্থূলাদিরূপে অনুভূত হইয়া থাকে এবং স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম যখন সচেতন ভৌতিক দেহেই পরিলক্ষিত হয়, তখন আত্মা দেহাতিরিক্ত কিরূপে হইতে পারে? এই কথার প্রতিবাদ করিবার জন্য বৃহদারণ্যকোপনিষদের 'অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্ (৩।৮।৮) ইত্যাদি শ্রৌত প্রমাণ অবলম্বন করিয়া অপরোক্ষানুভূতিগ্রন্থে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথা। এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥

চার্ব্বাকের মতবাদ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে সংগৃহীত হইয়াছে। ১৩০ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে নাস্তিক্য-শব্দও দ্রষ্টব্য।

চিৎ—২৫৩, ২৯৭। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞান বা জ্ঞপ্তি। শুক্লযজুর্ব্বেদেও এই শব্দটীর প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—চিদসি মনাংসি ধীরসি (৪।১৯)। এই মন্ত্রাংশের মহীধর ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

বেদান্ত নির্ব্বিকল্পজ্ঞানকেই চিৎ বলেন। ইহা সকল বস্তুর অবভাসক। সেইজন্য যোগবাশিষ্ঠের উপশমপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে—চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ। চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকা শ্চিদিতি সংগ্রহঃ॥ (২৬।১১) ইহার অনুরূপ আরও একটী শ্লোক যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে—চিদিহাস্মীতি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ। চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি ভাবয়েৎ॥ 'খ' পরিশিষ্টে এই শ্লোকটী দ্রষ্টব্য।

চিৎসদানন্দ—৯৬। মন্তব্যপ্রকাশ। চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানময়তা, সৎ অর্থাৎ নিত্যতা এবং আনন্দ অর্থাৎ আনন্দময়তা, এই তিনটি গুণ পরমব্রহ্মে সতত বর্ত্তমান বলিযা তাঁহাকেই চিৎসদানন্দ বা সচ্চিদানন্দ বলা হয়। 'অস্তিভাতি' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চিত্তবৃত্তিনিরোধ—৩। মন্তব্যপ্রকাশ। চিত্তের ক্ষিপ্তাদি ভূমিকা জয় করিয়া প্রমাণাদি মানসিক ধর্ম্মের উপশান্তি হইলে তাহার নাম চিত্তবৃত্তিনিরোধ। ইহাই যোগদর্শনের অভিপ্রায় বৈদান্তিকেরা যেভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করেন তাহা ভগবান শঙ্করাচার্য্য বিবেকচূড়ামণিতে বিবৃত করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্‌নিরোধোঽপরিগ্রহঃ। নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥ একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দ্দমশ্চেতসঃ, সংরোধে কারণং শমেন বিলয়ং যায়াদহং বাসনা। তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন, স্তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্য্যঃ প্রযত্নাদ্ মুনে॥

চিত্তবিমুক্তি—১৩৮, ২৬০-১। ইহা যোগের পঞ্চমী ভূমিকা।

সিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ, যাবদ্যুক্তোপপন্নঃ (অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধঃ) ইতি নৈয়ায়িকাঃ"।

চৈতন্যদেব অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী—২৭৪, ২৮০। মন্তব্যপ্রকাশ। শ্রীরূপগোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুই ইহার প্রমাণ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত গোবিন্দভাষ্যের উপাদান-গ্রন্থ। ইহাও ভেদাভেদবাদের অবান্তর।

চৈতন্যমাত্রসার—৩৭৬।

ছন্দঃ—২৯৪, ৩৪৯।

ছন্দঃপুরুষ—২৭৩, ২৭৭।

ছায়াসূর্য্য—১৫৮-১৫৯। মন্তব্যপ্রকাশ। অন্তরীক্ষমণ্ডলের বায়বীয় পদার্থাদির ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বহেতু সূর্য্যকে আমরা একটী মায়া-কল্পিতস্থানে দর্শন করিয়া থাকি। এ বিষয় ১৫৮-১৫৯ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে বিবৃত হইয়াছে। অপসূর্য্যের ন্যায় ছায়াসূর্য্যও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের একটী ভ্রান্তি বিলাসমাত্র। সূর্য্য প্রকৃত স্থান হইতে অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হইলে তাহাকে ছায়াসূর্য্য বলে, আর যখন বিম্বস্থানীয় সূর্য্য হইতে আকাশপটে অন্য একটী সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হয়, তখন তাহাকে অপসূর্য্য বলে। যে কারণে ইন্দ্রধনু দেখা যায় সেই জাতীয় কারণ-বিশেষের জন্য অপসূর্য্যও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট তারিখে বেলা ৮টার সময় ইংলণ্ডে এবং ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টুবর তারিখে বেলা ১১টার সময় রটল্যাণ্ডে তত্রত্য লোকেরা আকাশে দুইটী সূর্য্য দেখিয়া ছিল। সেইজন্য পাশ্চাত্যজগতের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের নিকট অপসূর্য্যের কথা অবিদিত নহে।

জগৎ শিবশক্তিময়—৪০৮। মন্তব্যপ্রকাশ। একথায় অদ্বৈতভঙ্গের আশঙ্কা নাই, কারণ উচ্চাধিকারীর নিকট শিব হইতে শক্তি পৃথক্ নহেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন—সর্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।

বিষয়ে কোন প্রবৃত্তি থাকে না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলে শাস্ত্র তাহাকে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য বলিয়া বর্ণন করেন।

জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যহেতু যিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করেন তাঁহাকে জ্ঞানসন্ন্যাসী বলে। সন্ন্যাসোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—শাস্ত্রজ্ঞানাৎ পাপপুণ্যলোকানুভবশ্রবণাৎ প্রপঞ্চোপরতো দেহবাসনাং শাস্ত্রবাসনাং লোকবাসনাং ত্যক্ত্বা বমনান্নমিব সর্ব্বং হেয়ং মত্বা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো যঃ সংন্যসতি স এব জ্ঞানসন্ন্যাসী। সুতরাং তত্ত্বচিন্তাই সন্ন্যাসের কারণ। আর শাস্ত্রাদিচিন্তা অপেক্ষা তত্ত্বচিন্তা যে গরীয়সী তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বেদ বলিযাছেন—উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্। অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থচিন্তাধমাধমা॥ (মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২১)। তত্ত্বচিন্তায অভ্যস্ত হইলে জ্ঞানসন্ন্যাসী ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবাব চেষ্টা করেন। কারণ, অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিলে সকল দুঃখেরই অবসান হয়।

উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—অনুভূতিং বিনা মূঢ়ো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে। প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ॥ (মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২২)।

সূত-সংহিতাতেও স্মৃত হইয়াছে—যস্মিন্ দেহে দৃঢ়ং জ্ঞানমপরোক্ষং বিজায়তে। তদ্দেহপাতপর্য্যন্তমেব সংসারদর্শনম্॥ (৩।৭।৭৬)।

যোগবাশিষ্ঠাদি শাস্ত্রের সাব গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসামুখ্যবৈরাগ্য সম্বন্ধে বিদ্বদ্‌বর্য্য নরহরি যাহা বলিয়াছেন তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল—কামধেনুর্গৃহে যেষাং নিবাসো নন্দনে বনে। কশ্যপাদ্যাস্তপস্যন্তি জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ॥ মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্তং সচ্ছাস্ত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ। যদি ন ব্রহ্মবিশ্রান্তিস্তদস্মাভিঃ কিমর্জ্জিতম্॥ ইত্যেবং ব্যবসায়েন হ্যাকাশফলপাতবৎ। জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীরা জিজ্ঞাসামুখ্যতা তু সা॥

বিরোচনঃ কার্ত্তবীর্য্যো বলিঃ শ্রীরাঘবাদয়ঃ। বিরক্তা রাজলীলায়াং তে হি তত্র নিদর্শনম্॥

জিহাসা—২০৩। মন্তব্যপ্রকাশ। ভোজনের ইচ্ছা হইলে যেমন বুভুক্ষা বলে, সেইরূপ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হইলে তাহাকে জিহাসা বলে। ত্যাগ করিবার ইচ্ছা অর্থাৎ সংসারদুঃখ ত্যাগ করিবার ইচ্ছা। বুভুক্ষার সময় ভোজন না করিলে যেমন পিত্তাদিদোষে শরীরের অনিষ্ট হয়, জিহাসার সময় সংন্যাস গ্রহণ না করিলে সেইরূপ প্রত্যবায়জনিত দোষ স্বীকার করিতে হয়। সেইজন্য মৈত্রেয়্যুপনিষৎ বলিয়াছেন—'যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্ব্বেষু বস্তুষু। তদৈব সংন্যসেদ্ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ'॥ (২।১৯)।

সংসারদুঃখে প্রপীড়িত হইয়া যিনি দুঃখ ত্যাগ করিবার জন্য সংসারে বিরক্ত হন, তাঁহার বৈরাগ্যের নাম জিহাসামুখ্য-বৈরাগ্য। এইরূপ বিরক্ত ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহাকে বৈরাগ্যসন্ন্যাসী বলে। ইহাদের সম্বন্ধে বেদ বলিয়াছেন—'দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বৈতৃষ্ণ্যমেত্য প্রাক্ পুণ্যকর্ম্মবিশেষাৎ সংন্যস্তঃ স বৈরাগ্যসন্ন্যাসী'। দুঃখপ্রহাণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মোক্ষ লাভ হয় না বলিয়া মৈত্রেয়্যুপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—'দ্রব্যার্থমন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা। সংন্যসেদুভয়ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্তুমর্হতি'॥ (২।২০)।

শাস্ত্রার্থ সংগ্রহ করিয়া জিহাসামুখ্য-বৈরাগ্য সম্বন্ধে বোধসার-প্রণেতা বলিয়াছেন—রাজ্যভ্রষ্টা দীর্ঘরোগাঃ পরাধীনা হৃতশ্রিয়ঃ। যে বিরক্তা স্তপস্যন্তি জিহাসামুখ্যমেব তৎ॥ আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ। যে জীবা মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসা-মুখ্যতা তু সা॥ তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি। বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্য মেব তৎ॥

জীবন্মুক্ত—২১৯। মন্তব্যপ্রকাশ। জীবন্মুক্তের অবস্থা নির্ণয় করিয়া

ন্যায়শাস্ত্র বলিয়াছেন—অবধারিতাত্মতত্ত্বস্য নৈরন্তর্য্যাভ্যাসা-পহৃতমিথ্যাজ্ঞানস্য প্রারব্ধং কর্ম্মোপভুঞ্জানস্য জীবতঃ সত এব জায়মান শ্চরমদুঃখধ্বংসঃ। সুতরাং যিনি অজ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক সুখদুঃখাদির অতীত হইয়াছেন অথচ যাঁহার দেহপাত হয় নাই, তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলে। সাংখ্যদ্বয় বলেন প্রকৃতিপুরুষের বিবেক গৃহীত হইলেই দেহপাত পর্য্যন্ত পুরুষ জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রকৃতি জড় ও পরিণামশীল এবং আমি চৈতন্যস্বরূপ অপরিণামী আত্মা, এইরূপ দৃঢ়জ্ঞানই জীবন্মুক্তের লক্ষণ। তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে—জীবন্মুক্তা-বুপায়স্তু কুলমার্গো হি নাপরঃ। অর্থাৎ কুলজ্ঞানই জীবন্মুক্তির উপায়। কুলসম্বন্ধে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্‌কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥ অর্থাৎ জীবাদি নয়টী বস্তুর নাম কুল। সুতরাং কুলবিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবন্মুক্তির উপায়—ইহাই তন্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাতে শাস্ত্রচিন্তা বিলীন হয় বলিয়া কুলার্ণব বলিয়াছেন—যথা হস্তিপদে লীনং সর্ব্বপ্রাণিপদং ভবেৎ। দর্শনানি চ সর্ব্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে॥ (২ উল্লাস)। অতএব কৌলগণের ইহা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শ্রুতি জীবন্মুক্তের সম্বন্ধে এইরূপ লক্ষণ স্থির করিয়াছেন—সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোঽ-প্রাণ ইব ইত্যাদি। অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিয়কার্য্যে উপহত না হইয়া ব্যবহারিক দ্বৈতের ভিতর দিয়া অদ্বৈত দর্শন করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত। এই জন্য বেদান্তসারে সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেন—"জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাঽখণ্ডব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞান-বাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে অজ্ঞানতৎকার্য্য-সঞ্চিতকর্ম্মসংশয়বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে

চাস্ত কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥—ইত্যাদি শ্রুতেঃ”। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নাশ করিয়া অখণ্ডব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের নিবৃত্তিহেতু সংসারবন্ধরহিত পুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা হয়। বেদান্তের অন্যত্রও অভিহিত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্ত পুরুষের আত্মা লোকান্তর গমন করিয়া পরমব্রহ্মে লীন হয় এবং কৈবল্যসুখে বর্ত্তমান থাকে। বরাহোপনিষদেও জীবন্মুক্তের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। অন্ন-পূর্ণোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—ভ্রষ্টবীজোপমা যেষাং পুনর্জ্জনন বর্জ্জিতা। বাসনা রসনাহীনা জীবন্মুক্তা হি তে স্মৃতাঃ॥ (৪।৫২)। যোগবাশিষ্ঠে স্মৃত হইয়াছে—ভৃষ্টবীজোপমা যেষাং পুনর্জ্জনন-বর্জ্জিতা। বাসনা রসনিহীনা জীবন্মুক্তা হি তে স্মৃতাঃ॥ (উপশমপ্রং ৯১।৪৬)।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জীবন্মুক্তের লক্ষণসম্বন্ধে এইরূপ বলেন —“যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ। প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ বর্ত্তমানেঽপি দেহেঽস্মিং শ্ছায়াবদনুবর্ত্তিনি। অহন্তামমতাভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্। ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে। সর্ব্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ ইষ্টানিষ্টার্থসংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি। উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্॥ সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জ্জনৈঃ। সমভাবো ভবেদ্ যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ”। (বিবেক-চূড়ামণি)।

জীবন্মুক্ত সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় বিদ্যারণ্যমুনিপ্রণীত জীবন্মুক্তি-বিবেকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। জীবন্মুক্ত পুরুষ চিত্তকে সকল অবস্থায় কিরূপে সমাধিপ্রবণ রাখেন, তাহা ভারতীতীর্থপ্রণীত দৃগ্-দৃশ্যবিবেক পাঠ করিলে যথাসম্ভব বুঝিতে পারা যাইবে।

জীবভেদ—২৭২, ২৭৭। অর্থাৎ জীব ও জীবের ভেদ।

জীবাত্মা—১৩, ২৭৯। জীবাত্মা অর্থাৎ আত্মার জৈবভাব। মন্তব্য-

প্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্র বলেন যিনি সুখদুঃখাদি অনুভব করেন তিনিই জীবাত্মা। অতএব নৈয়ায়িকগণের মতে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব জীবাত্মার ধর্ম্ম। এই জন্য ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—বুদ্ধ্যাদি ষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যু শ্চতুর্দ্দশ॥ অর্থাৎ বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্য-সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম—এই চৌদ্দটী পদার্থ গুণরূপে আত্মায় বর্ত্তমান আছে। বুদ্ধি-শব্দের দ্বারা স্মৃতি ও অনুভূতির সন্ধান হইয়াছে। অনুভূতি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। উক্ত হইয়াছে—অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতি শ্চতুর্ব্বিধা। প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতি স্তথোপমিতিশব্দজে॥ অতএব আত্মায় সর্ব্বসমেত উনিশটী গুণের আরোপ হইল। সুতবাং ন্যায়শাস্ত্রের মতে জীবের আত্মা একটী গুণ-পদার্থ।

সাংখ্যবেদান্ত ইহা স্বীকার না কবিয়া সুখদুঃখাদিকে বুদ্ধির ধর্ম্ম বলেন। এই সকল দর্শনের মতে বুদ্ধিই সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং আত্মা বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত হইয়া 'আমি সুখী,আমি দুঃখী' এইরূপ অনুভব করিলেও উহা স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় ভ্রমমাত্র। সেইজন্য সাংখ্যভাষ্যে ইহার প্রমাণমূলক এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—বন্ধো মোক্ষঃ সুখং দুঃখং মোহাপত্তিশ্চ মায়য়া। স্বপ্নে যথাত্মনঃ খ্যাতিঃ সংস্মৃতি র্ন তু বাস্তবী॥ ভগবান্‌ও গীতায় বলিয়াছেন—প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাঽহমিতি মন্যতে॥

আচার্য্য জীবাত্মার উপাধি লইয়া বলিয়াছেন—বিজ্ঞান কোষোঽয়মতিপ্রকাশঃ প্রকৃষ্ট-সান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ। অতো ভবত্যেব উপাধিরস্য যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ॥

জীবেশ্বরভেদ—২৭২, ২৭৭। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের ভেদ।

জৈগীষব্য—১২৭। আবট্যের শিষ্য। ইনি একজন সিদ্ধ মুনি।

জৈমিনি—৪। পূর্ব্বমীমাংসার সূত্রকার। ইনি মহর্ষি ব্যাসের এক-

জন বেদপারগ শিষ্য। ইঁহার নামে বজ্রভয় থাকে না বলি
প্রসিদ্ধি আছে। আহ্নিকতত্ত্বে উহার প্রমাণমূলক একটী শ্লো
উদ্ধৃত হইয়াছে—জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ ইত্যাদি।

জাতি—১২৬, ১২৭। ইন্দ্রিয়ার্থে জাতি-শব্দ রূঢ়। উক্ত হইয়াে
—ক্রোধমানাদয়োঽনিত্যা বিষযাশ্চেন্দ্রিয়াণি চ। জাতয়
সমাখ্যাতা দেহিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

জ্ঞান—৩, ২১৬, ২২৮, ২৭৪, ২৮৫, ৩০০, ৩৮০, ৩৮২। মস্তব
প্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্র বলেন—প্রমা ও অপ্রমাভেদে জ্ঞান দ্বিবিধ
এই জন্য ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—অপ্রমা চ প্রমা চেতি
জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে। প্রমা বলিলে বুঝিতে হইবে—শুদ
স্যাদ্ভ্রমভিন্নন্তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা। অতএব অপ্রমা বলিলে
ভ্রমকেই বুঝায়। সুতরাং সংশয় ও নিশ্চয় ভেদে জ্ঞান দু
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। 'উহা বৃক্ষকাণ্ড, কিংবা মনুষ্য'—এইরূ
জ্ঞানই সংশয়াত্মক। 'আর উহা বৃক্ষকাণ্ড নহে, কিন্তু মনুষ্য'—
এইরূপ জ্ঞানই নিশ্চয়াত্মক। জ্ঞান আবার দৃষ্টার্থ ও অদৃষ্টার্থ
ভেদে দুইপ্রকার হইতে পারে। যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ তাহ
দৃষ্টার্থক, যেমন—'শ্যাম যজ্ঞ করিতেছে'। আর যাহার অর্থ দৃ
নহে তাহাই অদৃষ্টার্থক, যেমন—'যজ্ঞ করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়'
সুতরাং আগমপ্রমাণের অন্তর্ভুক্ত বিধিবাক্যাদিকে অদৃষ্টার্থব
জ্ঞান বলিতে হইবে। জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে ন্যায়
দর্শন বলেন—আত্মা মনসা যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়
বিষয়েণ, তস্মাদধ্যক্ষমিত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে।

সাংখ্যশাস্ত্র বলেন—যুগপচ্চতুষ্টয়স্য বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য
নির্দ্দিষ্টা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহংকারের
অভিমান এবং বুদ্ধির অধ্যবসায় এই চারিটী বৃত্তি-কার্য্য যুগপৎ
প্রতীয়মান হইলেও উহাদিগের মধ্যে একটী ক্রম আছে। কারণ
বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই ইন্দ্রিয় আলোচনা-
পূর্ব্বক উহা মনকে সমর্পণ করে, মন সঙ্কল্প করিয়া উহা

অহংকারের নিকট উপস্থিত করে, অহংকার অভিমানপূর্ব্বক উহা বুদ্ধিকে প্রদান করে এবং শেষে বুদ্ধি অধ্যবসায় করিয়া অর্থাৎ সেই সেই বিষয়াকারে পরিণত হইয়া আত্মায় প্রতিবিম্বিত হয়। এইরূপ প্রতিবিম্বপাতে আত্মার বিষয়-জ্ঞান হইয়া থাকে।

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন যে, অখণ্ড একরস ব্রহ্ম ব্যতীত জ্ঞান অন্য কোনরূপ পদার্থ নহে। যদিও গোজ্ঞান হইতে মহিষজ্ঞান বিভিন্ন, তথাপি উপাধির ভিন্নত্বহেতু জ্ঞানের ভিন্নত্ব উপলব্ধ হইতেছে এইরূপই বুঝিতে হইবে। একজনের মুখ দর্পণে প্রতি-বিম্বিত হইলে যেরূপ দেখায়, উহা জলে প্রতিবিম্বিত হইলে সেরূপ দেখায় না। কারণ মুখ এক হইলেও উপাধির ভিন্নতা আছে। এস্থলেও গোমহিষের নামরূপাত্মক উপাধি বিভিন্ন বলিয়া জ্ঞানের বিভিন্নতা প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ জ্ঞানে নৈসর্গিক ভিন্নতা সম্ভবপর নহে। পরন্তু এখানে গো দেখিয়াছিলাম কাল এখানে মহিষ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আমি এখানে কোনটীই দেখিতে পাইতেছি না। যে জ্ঞান আমায় গো দেখাইয়াছে, সেই জ্ঞানই আমায় মহিষ দেখাইয়াছে। কারণ গোমহিষরূপ উপাধির ইতর বিশেষ আছে। যে জ্ঞান আমায় গোমহিষ দেখাইযাছে, সেই জ্ঞানই আমায় উহাদের অভাব দেখাইতেছে। কারণ গোমহিষরূপ উপাধি ভাবাভাবের অতীত নহে। গোজ্ঞান, মহিষজ্ঞান ও তাহাদের অভাবজ্ঞান যদি ভিন্ন ভিন্ন হইত, তাহা হইলে ঐ তিনটীর অববোধ কখন স্বতোলব্ধ হইত না। এইরূপে বৈদান্তিকেরা জ্ঞানের ঐক্য-সাধক প্রমাণের উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

পরমার্থ দশায় এক জ্ঞানময়ী মহতী শক্তি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত থাকিলেও ব্যবহারদশায় জ্ঞানের যে অবস্থা দৃষ্ট হয় তাহার নাম সংবৃত্তি। সংবৃত্তি প্রধানতঃ দুইটী প্রক্রিয়ার দ্বারা সংসাধিত হয়—একটী নৈসর্গিক ইন্দ্রিয়সংস্কারের দ্বারা এবং অন্যটী মানসিক অভ্যুত্থানের দ্বারা। নৈসর্গিক ইন্দ্রিয়সংস্কার উৎপন্ন

হইবার পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়প্রক্রিয়াগুলি আশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট হই আমাদের অভ্যন্তরে একপ্রকার ভাবের উদয় করাইয়া থাকে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য আবদ্ধ হইলেই জীব সন্নিকৃষ্ট পদার্থের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। এই পদার্থোপলব্ধি অধ্যাসের পূর্ব্ববৃত্ত, কারণ ইহা বিষয়ান্তরের অনুমাপক জীবের এই স্বতঃসংস্কার আধ্যাসিক জ্ঞানের প্রথম অবস্থা। আ ইন্দ্রিয়বোধ পরিস্ফুট হইলে ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত বিষয় যখ মনোমধ্যে প্রতিমূর্ত্তিরূপে কল্পিত হয়, তখন উহার নাম মানসিক অনুধ্যান। এই মানসিক অনুধ্যানে স্মৃতিশক্তির কার্য্যকারিত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনুভূত বিষয় ব্যতীত বিষয়ান্তরের চিন্তা সাধারণতঃ সম্ভবপর নহে বলিয়া মানসিক অনুধ্যানকে জ্ঞানের দ্বিতীয় অবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহাই প্রকৃত অধ্যাস, কারণ স্মৃতিরূপ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসকে অধ্যাস বলা হয়। এইরূপ অবিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের সমবায়হেতু যে অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই আমাদের অন্যান্য প্রকার উপমান ও অনুমানাদি জ্ঞান আরব্ধ হইয়া থাকে। ইহাই জ্ঞানের তৃতীয় অবস্থা। সুতরাং যে জ্ঞানে অভিজ্ঞতা নাই, যে জ্ঞানে মানসিক অনুধ্যান নাই এবং যে জ্ঞানে অধ্যাসমূলক স্বতঃসংস্কার নাই তাহাই অপরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া বেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য অলাতশান্তিপ্রকরণে আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ। সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ॥ এই শ্লোকের দ্বারা জ্ঞানের উক্ত প্রথম অবস্থা নির্ণয় করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার অপলাপ করিবার অভিপ্রায়ে পুনরায় বলিলেন—যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ। পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ॥ (সংবৃতিশব্দও দেখুন)।

জ্ঞানপ্রধান যোগোপসর্জ্জন ও যোগপ্রধান জ্ঞানোপসর্জ্জন ব্রহ্মবিদ্যা —উপক্রমণিকা, ৩, ৩৩০, ৩৩১, ৩৮০, ৩৮৬, ৩৮৭।

জ্ঞানমূর্ত্তি—৩। জ্ঞান হইয়াছে মূর্ত্তি যাঁহার। মন্তব্য-প্রকাশ। একমাত্র জ্ঞানময়ী মহতী শক্তি যখন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, তখন বিশিষ্টভাবে জ্ঞানকে তাঁহার মূর্ত্তি বলিবার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। এস্থলে লক্ষণাবশতঃ জ্ঞান-শব্দের দ্বারা জ্ঞানভূমিকাই গৃহীত হইয়াছে। অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জ্ঞানের যে সাতটী শ্রুতিস্মৃতিপ্রোক্ত ভূমিকা আছে, তদ্‌গত ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানই ভগবতীব মূর্ত্তি—এইরূপ বুঝিতে হইবে।

মহোপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে এবং বরাহোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ে আম্নাত হইয়াছে—জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছা স্যাৎ প্রথমা সমুদাহৃতা। বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসী॥ সত্ত্বাপত্তি শ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনা ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা॥ অর্থাৎ প্রথম-জ্ঞানভূমিকার নাম শুভেচ্ছা, দ্বিতীয়াব নাম বিচারণা, তৃতীয়ার নাম তনুমানসী, চতুর্থীর নাম সত্ত্বাপত্তি, পঞ্চমীর নাম অসংসক্তি, ষষ্ঠীব নাম পদার্থাভাবনা এবং সপ্তমীর নাম তুর্য্যগা। (যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তিপ্রকরণ—১১৮শ সর্গও দ্রষ্টব্য)। মুমুক্ষা, সমক্ষা, পরীক্ষা, পরোক্ষকা, অপরোক্ষকা, মহাদীক্ষা ও পবাকক্ষা—ঐ সাতটী ভূমিকার নামান্তর। উহা-দের সম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে—প্রথমা হ্যধিকারাখ্যা দ্বিতীয়া শ্রবণাত্মিকা। তৃতীয়া মননপ্রায়া নিদিধ্যাসশ্চতুর্থিকা। সাক্ষাৎ-কারঃ পঞ্চমী স্যাৎ ষষ্ঠী পরিণতিঃ স্মৃতা। সপ্তমী তু পরাকাষ্ঠা সৈব তুর্য্যমিতীরিতা॥ আবাব কোন্ ভূমিকায় কিরূপ জ্ঞানের অনুশীলন হয় তদ্বিষয়ে বৈদান্তিকেরা মনে করেন—প্রথমায়াং তু বিদ্যার্থী দ্বিতীয়ায়াং পদার্থবিৎ। নিঃসংশয়স্তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং পণ্ডিতো ভবেৎ॥ প্রাপ্তানুভূতিঃ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যামানন্দঘূর্ণিতঃ। সপ্তমী সহজা তুর্য্যা তুর্য্যাতীতমতঃপবম্॥

জিহাসামুখ্য বৈবাগ্যবশতঃ অজ্ঞানমূলক সংসারবন্ধন পরি-ত্যাগ করিবার জন্য যে প্রবৃত্তি হয়, তাহার নাম শুভেচ্ছা।

ইহাই জ্ঞানের প্রথম-ভূমিকা। এই ভূমিকান্বিত জ্ঞান ব্যতীত সংসারমুক্তির শুভ বাসনা হয় না বলিয়া এ সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি বলিয়াছেন—স্থিতঃ 'কং মূঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যেহহ শাস্ত্রসজ্জনৈঃ। বৈরাগ্যপূর্ব্বমিচ্ছেতি শুভেচ্ছেত্যুচ্যতে বুধৈঃ (বরাহোপনিষৎ ৪।৩ এবং যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রং ১১৮।৮) ঈশ্বরে অচলা ভক্তি হইলে অন্যবিষয়ে স্বভাবতঃ বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং বৈরাগ্যের পরিণামই মুমুক্ষা। সেইজন্য ইহাকে মুমুক্ষাখ্যভূমিকা এবং ইহার জ্ঞানকে মুমুক্ষাখ্য জ্ঞান বলা হয়। অতএব বৈরাগ্য প্রথমভূমিকার পূর্ব্ববৃত্ত এবং ভক্তি বৈরাগ্যের পূর্ব্ববৃত্ত। ভক্তিসম্বন্ধে অভিহিত হইয়াছে—নিষ্কামা বা সকামা বা ভক্তি বিষ্ণোঃ শিবস্য বা। সপ্রেমহৃদয়ে জাতা মুমুক্ষা কারণং হি তৎ॥ ভক্তি সকাম হইলেও ক্ষতি নাই কারণ ভক্তিমাত্রই অল্পবিস্তরভাবে চিত্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া থাকে। বাশিষ্ঠরামায়ণের কর্কটী বা দাশূরই তাহার উদাহরণ ভক্তি হইলে মুমুক্ষা আসে এবং মুমুক্ষা আসিলে আবার ভক্তি প্রগাঢ় হয় বলিয়া শ্লোকের চতুর্থ পাদটী উক্ত হইয়াছে।

সত্যাবধারণের ইচ্ছা বলবতী হইলে জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য-বশতঃ প্রথম-ভূমিকায় ব্রহ্ম জানিবার প্রবৃত্তি হয় বলিয়া ইহাকে কেহ কেহ জিজ্ঞাসাখ্যভূমিকা বলেন। ব্রহ্ম জানিতে হইলে মুমুক্ষুর বা জিজ্ঞাসুর অধিকার নির্ণয় করা আবশ্যক, সেই জন্য ইহাকে অধিকারাখ্য ভূমিকাও বলা হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাহিততা এবং শ্রদ্ধা—এই ছয়টীর দ্বারা অধিকার নির্ণীত হয় বলিয়া জিজ্ঞাসুও এই ভূমিকায় সাধ্যানুসারে শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, সমাহিত এবং শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকেন। শ্রদ্ধা অর্থাৎ শাস্ত্রে ও গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস।

যে অবস্থায় নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক আরব্ধ হয়, তাহার নাম সমক্ষা বা বিচারণা। ইহাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বিতীয়া ভূমিকা। এসম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি বলিয়াছেন—শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্ক-বৈরাগ্য-

ভ্যাসপূর্ব্বকম্। সদ্বিচারপ্রবৃত্তির্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা॥ (বরাহোপনিষৎ ৪।৪, মহোপনিষৎ ৫।২৮ এবং যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রকরণ ১১৮।৯)। এই অবস্থায় শাস্ত্র হইতে এবং গুরুমুখ হইতে জিজ্ঞাসু শ্রবণ করেন যে, জগৎকারণ ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু এবং তদ্ব্যতীত অন্য সকল পদার্থই মিথ্যা। সেই জন্য এই ভূমিকাকে শ্রবণাত্মিকা বলা হয়। শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান্ শ্রোতা কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ইহাকে বিচারাখ্যভূমিকা এবং এই ভূমিকার জ্ঞানকে বিচারাখ্য জ্ঞান বলা হইয়া থাকে। বিচারের লক্ষণ বিষয়ে বৈদান্তিকেরা মনে করেন—নিত্যানিত্য-বিবেকেন নিত্যবস্তুনি বস্তুতা। অনিত্যে তুচ্ছতাবুদ্ধিস্তদ্-বিচারস্য লক্ষণম্॥ এবমভ্যাসযোগেন বিদুষাং মনসা সহ। জায়তে ব্রহ্মবাদো যঃ সা তু প্রৌঢ়বিচারণা॥

বিচারের পর যখন অনিত্যবস্তুতে অনুরাগ ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন সেই অবস্থার নাম তনুমানসী। এই তৃতীয়-ভূমিকার সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি বলিয়াছেন—বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামি-ন্দ্রিয়ার্থেষু রক্ততা। যত্র সা তনুতামেতি প্রোচ্যতে তনুমানসী॥ (বরাহোপনিষৎ ৪।৫, মহোপনিষৎ ৫।২৯ যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রং ১১৮।১০)। এই অবস্থায় বিচারিত বস্তুর মননকার্য্য হয় বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে মননপ্রায়া বলেন। বিষয়ানুরাগের শিথিলতাহেতু এবং মনন কার্য্যের দৃঢ়তাহেতু জিজ্ঞাসুর নিকট এই ভূমিকায় অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ভূমিকাদ্বিতীয়াভ্যাসাৎ তৃতীয়া তনু-মানসা। মননপ্রায়পর্য্যায়া ভবেত্তল্লক্ষণং শৃণু॥ সান্ধকারগৃহস্থস্য পর্য্যালোচনয়া চিরম্। সূক্ষ্মার্থো ভাসতে যদ্বৎ তৃতীয়ায়াং তথা মুনে॥ অর্থাৎ আলো হইতে অন্ধকারগৃহে আসিবার কিছুক্ষণ পরে যেমন গৃহস্থিত বস্তুর দর্শন পাওয়া যায়, সেইরূপ দ্বিতীয়-ভূমিকা হইতে তৃতীয়-ভূমিকায় আসিবার কিছুকাল পরেই

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তুর উপলব্ধি হইয়া থাকে। আর পরীক্ষা ব্যতীত মনন নিঃসংশয় হয় না বলিয়া এই ভূমিকাকে পরীক্ষাখ্য ভূমিকা এবং ইহার জ্ঞানকে পরীক্ষাখ্য জ্ঞান বলা হয়।

তৃতীয়-ভূমিকা আয়ত্তীভূত হইলে চিত্ত অনিত্য বাহ্যবিষয়ে অনুরক্ত না হইয়া সত্ত্বগুণে উদ্‌ভাসিত হয়। ইহাই সত্ত্বাপত্তি নামক চতুর্থ-ভূমিকা। সত্ত্বাপন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রুতিস্মৃতি বলিয়াছেন—ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থ-বিরতের্বশাৎ। সত্ত্বাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্ত্বাপত্তিরুদাহৃতা॥ (বরাহোপনিষৎ ৪।৬, মহোপনিষৎ ৫।৩০, এবং যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রং ১১৮।১১)। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হইলে সচ্চিদানন্দের আভাসহেতু এই ভূমিকায় ব্রহ্ম প্রাপ্তির ধারণা বদ্ধমূল হয় বলিয়া ইহাকে পরোক্ষকা বলে। পরোক্ষকায় শ্রবণমনন শিথিল হইয়া পড়ে, কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ নিদিধ্যাসন অবলম্বন করিয়া থাকেন। জ্ঞানের এই ভূমিকা সম্বন্ধে বৈদান্তিকেরা বলেন—বেদান্তা সম্যগভ্যস্তা অথো ধ্যেয়ো মহেশ্বরঃ। প্রাপ্তাতিসৌরভে ভৃঙ্গে রসপানং গুণাধিকম্॥

সত্ত্বাপত্তি দৃঢ় হইলে চিত্ত যখন বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়কর্ত্তৃক সংস্পৃষ্ট না হয়, তখন সেই পঞ্চমী অবস্থার নাম অসংসক্তি। শ্রুতিস্মৃতি বলিয়াছেন—দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলা তু যা। রূঢ়সত্ত্বচমৎকারা প্রোক্তাঽসংসক্তিনামিকা॥ (বরাহো-পনিষৎ ৪।৭, মহোপনিষৎ ৫।৩১ এবং যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রং—১১৮।১২)। ইন্দ্রিয়প্রণালীর সহায়তা ব্যতীত এই অবস্থায় তত্ত্ববিষয়ক অনুভূতি সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম অপরোক্ষকা। আমরা জাগ্রদবস্থা হইতে নিদ্রাবস্থায় উপনীত হইবার সময় যেমনভাবে শিথিল হইয়া পড়ি, সত্ত্বাপন্নও পূর্ব্বাবস্থা হইতে অসংসক্তিতে আসিবার সময় সেইরূপে শিথিল হইয়া পড়েন। আমরা যেমন নিদ্রা ও জাগরণের সন্ধিস্থান হইতে নিদ্রার স্বরূপ কতকটা অনুভব

করি, অসংসক্তও সেইরূপ এই দশায় ব্রহ্ম ও সংসারের সন্ধি-স্থান হইতে ব্রহ্মের কতকটা আভাস উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই পঞ্চমী জ্ঞানভূমিকার সম্বন্ধে বৈদান্তিকেরা মনে করেন—সাহপবোক্ষা নৈব নিশা শৃণু তস্যাস্তু লক্ষণম্ঃ প্রথমঃ স্বচমৎকারঃ স্বরূপানন্দলক্ষণঃ॥ ব্রহ্মত্বসংস্মৃতিঃ সৈব সৈব জীবত্ববিস্মৃতিঃ। তদেবাজ্ঞানমরণমমৃতত্বং তদেব হি॥ এই দশা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া অসংসক্ত ব্রহ্মবিদ্বর ব্রহ্মানুভবের সুখ অনুস্মরণ করিয়া নিন্দা বা প্রশংসায় কখন বিচলিত হন না। সেই জন্য তাঁহারা বলেন —অবিগীতে ন তুষ্যেত্তু বিগীতে ন বিষীদতি। বিস্মরত্যখিলং কার্য্যং রমতে স্বাত্মনাত্মনি॥ এমন কি তিনি ব্যবহারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তাহাতে আসক্ত হন না। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—যোগী ক্রীড়তি নিদ্রাতি হসত্যপি বদত্যপি। বহির্মুখৈরপি জনৈঃ পিশাচৈরিব শঙ্করঃ॥ বহিঃপকং যথা মাংসং পূর্ব্ববৎ স্থিতমস্থিষু। সংসক্তমপ্যসংসক্তং স্বশরীরে তথা মুনে॥

পূর্ব্ববর্ণিত পঞ্চম-ভূমিকায় দৃঢ় হইলে ব্রাহ্মীবৃত্তির আধিক্য-বশতঃ ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ স্বতঃ ব্যুত্থিত হন না বলিয়া সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাইবার ন্যায় কেহ চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে পুনরায় ব্যবহার দশায় আনিয়া থাকে। ইহাই পদার্থাভাবনা নামক ষষ্ঠী ভূমিকা। ইহার সম্বন্ধে শ্রুতিস্মৃতি বলিয়াছেন—ভূমিকা-পঞ্চমাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশম্। আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ॥ পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রত্যয়েনাববোধনম্। পদার্থাভাবনা নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা॥ (বরাহোপনিষৎ ৭।৮-৯, মহোপনিষৎ ৫।৩২-৩৩, যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রঃ ১১৮।১৩-১৭)। গাঢ়নিদ্রায় সুপ্তব্যক্তি যেমন সৎসম্পন্ন হয়, এই অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ পদার্থের ভাবনা পরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্ম-বিষয়ে তন্ময় হন বলিয়া ইহার নাম পদার্থাভাবনা। এই মহতী অবস্থায় দীক্ষিত হইবার পর ব্যুত্থিত হইলেও ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্

চিদানন্দে আপ্লুত হইয়া থাকেন। ইহাদের প্রশংসার্থে উক্ত হইয়াছে—তৎসর্ব্বমমৃতং তস্য যৎ খাদতি পিবত্যপি। যত্র তিষ্ঠতি সা কাশী স জপো যৎ প্রজল্পতি॥ সঞ্চারস্তীর্থসঞ্চারঃ সমাধিঃ শয়নং মুনেঃ। যং পশ্যতি স বিশ্বেশঃ শৃণোত্যুপনিষচ্চ সা॥ সংপ্রাপ্তে পরমানন্দে ন শোচতি গতং বয়ঃ। ভূতং ভবদ্‌-ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বমানন্দতাং গতম্॥

পূর্ব্ববর্ণিত ভূমিকায় পুরুষ দৃঢ় হইলে যখন পরপ্রযত্নেও ধ্যানীর ব্যুত্থান না হয়, তখন তাঁহার সেই অবস্থাকে তুর্য্যগা বলে। সেই জন্য শ্রুতিস্মৃতিও বলিয়াছেন—ষড্‌ভূমিকাচিরা-ভ্যাসাদ্ ভেদস্যানুপলম্ভনাৎ। যৎস্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ॥ (বরাহোপনিষৎ ৭।১০, মহোপনিষৎ ৫।৩৪, যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রং ১১৮।১৭)। এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠের অদ্বয়ানন্দ একমাত্র আলম্বন হয় বলিয়া ইহার নাম সহজা। শ্রুতিও এই অবস্থা বুঝাইবার জন্য বলিয়াছেন—অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে। অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে॥ (বরাহোপনিষৎ ৪।১৮)। পৌরাণিকেরা ইহাকে আনন্দের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি বলেন। সেই জন্য ইহার নাম পরাকাষ্ঠা।

শাস্ত্র এই অবস্থাকে তুর্য্যগা বলিয়া থাকেন। কারণ জ্ঞানের যে সাতটী ভূমিকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রথম তিনটী ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ব্ববৃত্ত হইলে শেষোক্ত কয়েকটীর মধ্যে চতুর্থ-ভূমিকাটীই তুর্য্যগা হইতেছে। যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন জীবন্মুক্তের এই অবস্থা। দেহপাত হইলে তিনি তুর্য্যাতীত হইবেন। সেই জন্য শ্রুতিস্মৃতিও বলিয়াছেন—এষা হি জীবন্মুক্তেষু তুর্য্যাবস্থেতি বিদ্যতে। বিদেহমুক্তিবিষয়ং তুর্য্যাতীতমতঃপরম্॥ (মহোপনিষৎ ৫।৩৫, যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রং ১১৮।১৬)।

জ্ঞানাত্মা—৪৭। অর্থাৎ বিশেষাহংকার, যেমন—তদ্‌যচ্ছেদ্ জ্ঞান আত্মনি।

জ্যোতিষ—৩৪৯। জ্যোতির্ব্বিদ্যা। মন্তব্য-প্রকাশ। জ্যোতিষ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত—সংহিতা, তন্ত্র ও হোরা। যাহাতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার নাম সংহিতাস্কন্ধ, যাহাতে গণিত দ্বারা গ্রহগণের গতিবিধি নিরূপিত হইয়াছে তাহার নাম তন্ত্রস্কন্ধ, আর যাহাতে অঙ্গনির্ণয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার নাম হোরাস্কন্ধ।

গণিতশাস্ত্র আবার দুই ভাগে বিভক্ত—ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্তগণিত অর্থাৎ পাটীগণিত এবং অব্যক্তগণিত অর্থাৎ বীজগণিত। এই জন্য ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন—দ্বিবিধগণিত মুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তম্।

জ্যোতিষ্টোম—১১৫, ১৯২, ২১৩। স্বনামখ্যাত যজ্ঞবিশেষ। মন্তব্য-প্রকাশ। ইহাতে জ্যোতির্গণের স্তুতি আছে। জ্যোতির্গণ স্তুত হইলে যজমানের স্বর্গাদি শুভপ্রাপ্তি হয়। সেই জন্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—জ্যোতিষ্টোমে স্বর্গকামো বিবাহে পুত্রকামবান্। ইহার অন্যান্য বিবরণ শতপথে, আশ্বলায়ন ও কাত্যায়ন প্রণীত শ্রৌত সূত্রে এবং আপস্তম্বপ্রণীত যজ্ঞপরিভাষা-সূত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

যৌগিক পদার্থ—১৬১।

তত্ত্ব—২৭৪। মন্তব্য-প্রকাশ। পঞ্চব্রহ্মোপনিষদের মতে তত্ত্ব পাঁচ প্রকার—সদ্যোজাত, অঘোর, বামদেব, তৎপুরুষ ও ঈশান। পঞ্চব্রহ্মোপনিষদের মতে তত্ত্বলিপ্সু ঈশানে সম্পন্ন হইতে পারিলেই মুক্ত হইয়া থাকেন। আম্নাত হইয়াছে—পঞ্চধা বর্ত্তমানং তং ব্রহ্মকার্য্যমিতি স্মৃতম্। ব্রহ্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ঈশানং প্রতিপদ্যতে॥ সুতরাং উক্ত পাঁচটী তত্ত্বকে ব্রহ্মের পাঁচটী সংস্থান বলিয়া এই সম্প্রদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

ভেদবাদিগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে (১)

জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ, (২) জড় ও পরমেশ্বরের ভেদ (৩) জীব ও জীবের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ, (৫) জড় ও জড়ের ভেদ—এই পাঁচটী ভেদতত্ত্ব অধিগত হইলেই মুক্তি হয়। পাঁচটী ভেদতত্ত্ব লইয়া আম্নাত হইয়াছে—জীবেশ্বর-ভিদা চৈব জড়েশ্বর-ভিদা তথা। জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীব-ভিদা তথা॥ মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ। সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুযাৎ॥

মীমাংসকগণের কোন কোন সম্প্রদায় মনে করেন যে, চারিটী পুরুষ তত্ত্ব বুঝিলেই দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হইয়া থাকে। শরীরপুরুষ, ছন্দঃপুরুষ, বেদপুরুষ ও মহাপুরুষ—এই চারিটী পুরুষতত্ত্বই তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। ইহার বিস্তৃত বিবরণ ২৭৭ হইতে ২৭৮ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে অথবা ২৭৩ পৃষ্ঠার কালিকায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পঞ্চরাত্রের মতে ব্যূহ অর্থাৎ তত্ত্ব চারি প্রকার—অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব। পাঞ্চরাত্রিকেরা বলেন—এই চারিটী ব্যূহ বা তত্ত্বের ভেদ আছে, কিন্তু জীব মুক্ত হইলে আর কোন ভেদ থাকে না। নারদপঞ্চরাত্রেও স্মৃত হইয়াছে—আমুক্তে র্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ। মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতো রভাবতঃ॥

বৈষ্ণব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ তিনটী ভেদতত্ত্ব স্বীকার করেন—ঈশ্বর, জীব ও জড়। তাঁহারা বলেন—ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ॥ এ সম্বন্ধে রামানুজ আচার্য্যের শ্রীভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য।

শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—পতি, পশু ও পাশ এই তিনটী তত্ত্বই জীবের জ্ঞাতব্য। পতি অর্থাৎ শিব, পশু অর্থাৎ জীব এবং পাশ অর্থাৎ পশুর সামর্থ্যপ্রতিবন্ধক শক্তিবিশেষ। সিদ্ধগুরুগণের সুভাষিত আছে—ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্‌গুরুঃ। সূত্রেণৈকেন সংক্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ পুনঃ॥

যে সমস্ত সম্প্রদায়ের কথা বলা হইল, তাঁহারা প্রায়ই ভেদাভেদবাদী। ভেদাভেদ লইয়া উক্ত হইয়াছে—কার্য্যাত্মনা হি নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা। হেমাত্মনা যথাভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥ কিন্তু ভেদবাদী আনন্দ তীর্থ অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে পৈঙ্গীশ্রুতি, ভাল্লবেয় শ্রুতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ অবলম্বন করিয়া স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। সেইজন্য তত্ত্ববিবেকে তিনি বলিয়াছেন—স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে। স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু র্নির্দ্দোষোঽখিল-সদ্গুণঃ॥ তত্ত্বসংখ্যানেও উক্ত হইয়াছে—স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু র্ভাবাভাবৌ দ্বিধেতরৎ।

সাংখ্যশাস্ত্র পুরুষ হইতে পঞ্চমহাভূত পর্য্যন্ত পঁচিশটী তত্ত্বের সঙ্কলন করিলেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ এবং প্রকৃতি এই দুইটীকেই সাংখ্যশাস্ত্রের চরমতত্ত্ব বলিতে হইবে। কারণ, যখন সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব, অহংকার-তত্ত্ব হইতে ইন্দ্রিয়তত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্রতত্ত্ব হইতে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব তত্ত্বান্তরে বিবিক্ত বা প্রপঞ্চিত হইয়া পুনরায় প্রতিসর্গে বা প্রলয়কালে পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে, পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় অহংকারে, অহংকার মহত্তত্ত্বে এবং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতিতে সংসৃষ্ট বা পর্য্যবসিত হয়; তখন পুরুষ ও প্রকৃতি ব্যতীত অন্য কোনটীকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে পরেশনিষ্ঠ ভগবান্ পতঞ্জলি সাংখ্যতত্ত্বের অতি-রিক্ত উত্তমপুরুষের সত্তা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া যোগশাস্ত্রে তত্ত্বত্রয় অভ্যুপগত হইয়াছে।

আমি ও আমা ব্যতিরিক্ত পদার্থ—এই দুইটী তত্ত্ব ব্যবহারিক-দশায় অনুভূত হইলেও যাঁহারা দুইটীর পৃথক্‌সত্তা অস্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে অদ্বৈতবাদী বলে। দুইটী তত্ত্বের প্রতিবাদ করিয়া ইঁহারা একটী তত্ত্ব প্রতিপাদন করেন বলিয়া ইঁহাদিগকে একব্রহ্মবাদী বা অভেদবাদীও বলা হয়। দুইটী বা ততোধিক

তত্ত্ব স্বীকার করিলে একটীর অভাবে অন্যতত্ত্বের আত্যন্তিক নাশ হয় বলিয়া এবং অভেদপ্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ-দৃষ্টিতে ব্যর্থ হয় বলিয়া অদ্বৈত-তত্ত্বই যে সকল তত্ত্বের শিরোমণি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা কিছু আছে তাহাই ব্রহ্ম। কারণ, ব্রহ্মব্যতিরিক্ত কোন পদার্থই থাকিতে পারে না। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিলেই পরমেশ্বরের অখণ্ডত্ব ও অনন্তত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে। কিন্তু তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইলে সৃষ্টিপ্রপঞ্চের উদয় হয় বলিয়া তাঁহার অখণ্ডত্বের বা অনন্তত্বের কোন হানি হয় না। পাঁচটী অঙ্গুলির অভ্যন্তর দিয়া উহাদের অন্তরালস্থ মহাকাশকে খণ্ড খণ্ড দেখাইলেও প্রকৃতপক্ষে উহা যেমন কখন খণ্ডিত হয় না, সেইরূপ সর্গকালে ব্রহ্মকে মায়াবচ্ছিন্ন দেখাইলেও বস্তুতঃ তিনি কখন তদ্রূপ পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না।

অশেষবিশেষের প্রত্যনীকস্বরূপ একমাত্র চিন্ময় ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই—এই অদ্বৈত-তত্ত্ব সকল তত্ত্বের সার। যাঁহারা সাম্প্রদায়িকমতের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার খণ্ডনে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিব—'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্। বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্‌ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে'॥ সূত্রভাষ্যাদি কণ্ঠস্থ করিলে এই তত্ত্ব অধিগত হয় না। অপরোক্ষানুভবে ইহার উপলব্ধি করা শ্রেয়োঽভিলাষী বৈদান্তিকের কিংবা ব্রাহ্মণমাত্রেরই কর্ত্তব্য। সেই জন্য মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন—ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ। তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

বৌদ্ধদিগের বেদবাহ্য শূন্যতত্ত্ব পারমার্থিক বলিয়া গণ্য নহে। কারণ অনুভবকর্ত্তা যে তত্ত্বের সাক্ষী হন, সে তত্ত্বকে সর্ব্বশূন্য বলা যায় না; এবং যে তত্ত্বের কোন অনুভবকর্ত্তা না থাকেন, সে তত্ত্ব প্রমাণের অভাববশতঃ কখনই প্রমাণরূপে সাধিত হইতে পারে না।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—৩২০। অর্থাৎ তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা।

তত্ত্বজ্ঞান—২৫, ৮৬, ২৭৭, ৩৫০, ইত্যাদি। মনুষ্যপ্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্রের মতে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের জ্ঞানকেই তত্ত্বজ্ঞান বলে। প্রমাণাদি অর্থাৎ (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি, এবং (১৬) নিগ্রহস্থান। অভিপ্রায় এই যে, ইহাদিগের স্বরূপ জানিতে পারিলেই প্রবৃত্তির সফলতাহেতু নিবৃত্তির উদয় হয় এবং নিবৃত্তির উদয় হইলে নিঃশ্রেয়স বা অপবর্গ অধিগত হইয়া থাকে।

সাংখ্যদর্শন বলেন—পুরুষপ্রকৃতির ভেদজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। যতদিন না এই ভেদজ্ঞান জন্মিবে, ততদিন জীবের ভোগ অনিবার্য্য। তবে কোন না কোন সময়ে প্রকৃতি এই জ্ঞান পুরুষে উৎপাদন করাইবেন এবং পুরুষের এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রকৃতি ভোগদানে স্বতঃ নিবৃত্ত হইবেন।

ভাগবতধর্ম্মের মতে ভক্তিই তত্ত্বজ্ঞান। নারদপঞ্চরাত্রে অভিহিত হইয়াছে—পরমাত্মা হরিঃ স্বামী মতোঽহং তস্য কিঙ্করঃ। কৈঙ্কর্য্যমখিলা বৃত্তিরিত্যেব জ্ঞানসংগ্রহঃ॥ ভক্তাচার্য্যগণ বলেন যে, গীতায় কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ভক্তির আধিক্য নির্ণীত হইয়াছে বলিয়া ভক্তিকেই তত্ত্বজ্ঞান বলিতে হইবে। এ ভক্তি অবশ্য অহৈতুকী ভক্তি। কেন ইহাকে অহৈতুকী বলা হয়, তাহার কারণ নিরূপণ করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও বিষ্ণুভাগবত বলিয়াছেন—সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ অভিপ্রায় এই যে সালোক্যাদি মুক্তি প্রদান করিতে চাহিলেও ভক্তগণ উহা ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে গ্রহণ করেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের ভক্তিকে অহৈতুকী বলা হয়। সাত্বতাচার্য্য শাণ্ডিল্য "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" এই

সূত্রে যে ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাও অহৈতুকী। (ভক্তিশব্দ দেখুন)। ভক্তিশাস্ত্র বলেন—যোগিগণ সমাধিতে যাহা অনুভব করেন অথবা বৈদান্তিকেরা অপরোক্ষজ্ঞানে যেরূপ অবস্থাপন্ন হন, ভক্তাচার্য্যদিগেব তাহাই সাধারণ পরিণাম। এইজন্য উক্ত হইয়াছে—অপবোক্ষানুভূতি র্যা বেদান্তেষু নিরূপিতা। প্রেমলক্ষণভক্তেস্তু পরিণামঃ স এব হি॥ ইহাতে ব্রহ্মবাদীরা বলেন যে, 'দাসোঽহং' বলিয়া ভক্তিমার্গে উপনীত হইবার পর ভক্তিব আধিক্যবশতঃ যখন 'দা' শব্দের বিস্মৃতি হইয়া 'সোঽহং' শব্দ অবশিষ্ট থাকে, তখনই ভক্তাচার্য্যদিগের বৈদান্তিক পরিণাম সংঘটিত হয়।

অপরোক্ষজ্ঞানে দ্বৈতভানের নিবৃত্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের উদয় হইলে তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে। ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। জীব অবিদ্যাবশে বস্তুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না এবং বস্তুস্বরূপ উপলব্ধ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানেরও উদয় হয় না। আমরা যাহা কিছু দেখি তাহাই ব্রহ্ম, কিন্তু অবিদ্যার জন্য আমবা তাঁহাব স্বরূপ না জানিয়া ইহা ঘট, ইহা পট বা ইহা মঠ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি।

তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যে বা আপন আপন ইষ্টমন্ত্রে জ্ঞান দৃঢ় হইলে অবিদ্যার লোপ হয়। আমি ইন্দ্রিয়াদির আলম্বন কিন্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞান সর্পরজ্জুর ন্যায় বা মরুমরীচিকার ন্যায় ভ্রান্তিজালের বিলাসমাত্র—এইরূপ জ্ঞান অবিচাল্য হইলেই অবিদ্যার নাশ হইয়া থাকে।

তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তিকামীর একমাত্র উপায়। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান না হইলে কখনই মুক্তিলাভ হয় না। বেদান্ত এই তত্ত্বজ্ঞানকে ব্রহ্মাত্মাধিগম বা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান বলিয়া থাকেন।

তত্ত্বমসি—১০৬, ২৯৮, ৩০১-৩১০ ৩১৩-৩১৭। মন্তব্যপ্রকাশ। (খ) পরিশিষ্টে তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য দ্রষ্টব্য। ইহার লক্ষণ দ্বিতীয় অধ্যায়স্থিত ৪২ শ্লোকের কালিকাভাসে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

শ্রুতিবিহিত অহংগ্রহাদি উপায়ের দ্বারাই ইহা অধিগত হয়। অহংগ্রহের প্রকারতা দেখাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—'ত্বং বা অহমসি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে'।

তৎপদবাচ্য—১৪৬। মন্তব্যপ্রকাশ। তৎপদের অর্থ নির্ণয় করিয়া পঞ্চদশী বলিয়াছেন—একমেবাদ্বিতীয়ং সন্নামরূপবিবর্জ্জিতম্। সৃষ্টেঃ পুরাঽধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥ (মহাবাক্য-বিবেক ৫)।

তৎপুরুষ—২৭৭। শিবের পূর্ব্বদিক্স্থিতমুখ।

তদ্ভাবন দ্বিবিধ হইয়া থাকে ২৪৯, ২৫৮। ব্রহ্মভাবনাত্মক উপাসনা তিন প্রকার—অঙ্গাঙ্গবদ্ধ, প্রতীক এবং অহংগ্রহ। তন্মধ্যে যাগাদি কর্ম্মাঙ্গভূত ব্রহ্মভাবনার নাম অঙ্গাঙ্গবদ্ধ এবং ব্রহ্মভিন্ন অন্য পদার্থে ব্রহ্মভাবনার নাম প্রতীক। আর শেষোক্ত অহংগ্রহ অর্থাৎ আত্মচিন্তা উপাস্তিকারীর দ্বারা যে যে রূপে অনুষ্ঠিত হয় তাহা গ্রন্থের ঐ ঐ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তদ্যুক্—৩৩৪, ৩৩৫। তদ্বিশিষ্ট।

তন্ত্র—৯৫। পরস্পর অভিসংবদ্ধ অর্থবিষয়ের উপদেশরাশিকে তন্ত্র বলা হয়। যেমন, আশ্বলায়নের শ্রৌতসূত্রে লিখিত হই-য়াছে—দর্শ-পৌর্ণ মাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যাম স্তন্ত্রস্য তত্রাম্নাত-ত্বাৎ। (১।১।৩)। বেদান্তিমতে যাহা বিবক্ষিত অর্থের জ্ঞাপক তাহাই তন্ত্র।

শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রবিশেষকেও তন্ত্র বলে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—আগম, যামল ও তন্ত্র। আগমের লক্ষণ লইয়া বারাহী তন্ত্র বলিয়াছেন—সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্। সাধনং চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥ ষট্‌কর্ম্মসাধনং চৈব ধ্যানযোগ শ্চতুর্ব্বিধঃ। সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্ত মাগমং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥ অর্থাৎ সৃষ্টি, প্রলয়, দেবপূজা, সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্ম এবং চতুর্ব্বিধ ধ্যান—এই সাতটী যাহাতে বর্ণিত হয় তাহাকে আগম বলে।

যামলের লক্ষণ এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে—সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্। ক্রমঃ সূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদ স্তথৈব চ॥ যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্॥ অর্থাৎ সৃষ্টিকথা, জ্যোতিষকথা, নিত্যকর্ম্ম, ক্রম, সূত্র, বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং যুগধর্ম্ম—এই আটটী বিষয় যে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে যামল বলে।

তন্ত্রের লক্ষণও এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে—সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ। দেবতানাং চ সংস্থানং তীর্থানাং চৈব বর্ণনম্॥ ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে যাহাতে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্ত্রনির্ণয়, দেবসংস্থান তীর্থবর্ণনা প্রভৃতি বিষয় আচরিত হইয়াছে তাহাকে তন্ত্র বলে।

তপঃ—২৫২, ২৬৭, ২৭০। মন্তব্যপ্রকাশ। গীতার মতে তপঃ তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। দেবপূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই কয়টী কায়িক তপঃ। প্রিয়, হিত, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য এবং স্বাধ্যায়—এই কয়েকটী বাচিক তপঃ। মনঃপ্রসাদ, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ এবং ভাবশুদ্ধি—এই কয়টী মানসিক তপঃ।

দৃষ্টিভেদে আবার তপঃ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার হইতে পারে। নিষ্কাম কর্ম্মের নাম সাত্ত্বিক তপঃ, দম্ভপূর্ব্বক যে সকল সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম রাজসিক তপঃ, আর পরের অনিষ্ট করিবার জন্য যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম তামসিক তপঃ।

যোগভাষ্যে মহর্ষি ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, যাহাতে শরীরের উদ্বেগ না হয় এরূপভাবেই তপঃ আচরণ করা কর্ত্তব্য। স্মৃতিকার ভগবান্ মরীচি বলেন যে, যাহার দ্বারা জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন হয় তাহাকেই তপঃ বলে। আহারের সহিত তপঃ সংশ্লিষ্ট বলিয়া আহারসংযমও তপোবিশেষ। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—হিতমিত মেধ্যাশনং তপঃ।

তপস্যা—১১৫, ২৬৭। মন্তব্যপ্রকাশ। তপোবিষয়ে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা তপস্যাশব্দেও প্রযুক্ত হইবে। বোধসার তপস্যাকে চারিভাগে বিভাগ করিয়া যেরূপ বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল —

কৃত্বা কপটভাবেন দম্ভলোভপরায়ণৈঃ।
হট্টে নগরমধ্যে বা সা তপস্যাঽধমা স্মৃতা॥

অর্থাৎ হাটে বা নগরে লোভাদিবশতঃ কপটভাবে যে তপস্যা আচরিত হয় তাহা অধম তপস্যা বলিয়া গণ্য।

বেদশাস্ত্রোক্তবিধিনা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুনা।
যা কৃতা কামনাপূর্ব্বং সা তপস্যা তু মধ্যমা॥

অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ব্যক্তি কামনা করিয়া যে তপস্যা আচরণ করেন তাহাকে মধ্যম তপস্যা বলে।

মনসো নিগ্রহার্থায় পরমার্থ-পরায়ণা।
অকামা তত্ত্বজিজ্ঞাসোঃ সা তপস্যোত্তমা মতা॥

অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য মনের নিগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্বজিজ্ঞাসু নিষ্কামভাবে যে তপস্যা আচরণ করেন তাহাই উত্তম তপস্যা।

আগতে স্বাগতং কুর্য্যাদ্ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ।
যথা প্রাপ্তং সহেৎ সর্ব্বং সা তপস্যোত্তমোত্তমা॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সুখদুঃখাদির সংযোগবিয়োগে বিচলিত না হইয়া যথালাভসন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার তপস্যা উত্তম হইতেও উত্তম।

তপোমল দ্বাদশবিধ—২০৭।

তপোলোক—৩২৩, ৩২৪। মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে তপোলোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তমঃ—১১। অবিদ্যার নাম তমঃ। এ সম্বন্ধে ১।৯ যোগসূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য। গুণবিশেষের নামও তমঃ। উহা গুণশব্দে দ্রষ্টব্য।

তমোনিকায়—৩৩। তমঃ হইয়াছে নিকায় অর্থাৎ আশ্রয় যাহার।

তাত্ত্বিকী সিদ্ধি—২২৩, ২২৪। মোক্ষোপযোগিনী সিদ্ধি।

তাদাত্ম্য জ্ঞান—২০৩। অভেদজ্ঞান।

তান্ত্রিকী সংজ্ঞা—২০৬। অর্থাৎ পারিভাষিক নাম।

তাপপরামৃত—৪০১। মন্তব্যপ্রকাশ। অন্তর্যাগের পঞ্চম আহুতির মন্ত্রবর্ণে দুঃখসংস্কার ও সুখসংস্কার উভয়ই ঘৃতরূপে কল্পিত হইয়াছে। দেবভাবাপন্ন শাক্তগণ ঐরূপ কল্পিত ঘৃতকে তাপপরামৃত বলিয়া ব্রহ্মাগ্নিতে উহার আহুতি প্রদান করেন। সুখদুঃখ উভয়ই পারমেশ্বরী মায়া, সুতরাং যাঁহা হইতে ঐ দুইটার উদ্ভব হইয়াছে তাঁহার উদ্দেশে উহার 'স্বাহাকার' জীবনের কৃতকৃত্যতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইভাবে প্রণোদিত হইয়া বোধসারপ্রণেতা পূজার যেরূপ কল্পনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

সর্ব্বেষ্টানিষ্টভাবানামিষ্টত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নীরাগদ্বেষতা চিত্তে যা সৈব শিবপূজনম্॥
পীড়ৈব পরমা পূজা যথা চরণ-পীড়নম্।
দুঃখমেব পরা পূজা রুক্ষমুদ্বর্ত্তনং যথা॥
খেদ এব পরা পূজা খেদে চিতি মনোলয়ঃ।
ভয়ং হি পরমা পূজা 'ভীষাস্মাদি'তি চ শ্রুতেঃ॥
রোগা এব পরা পূজা রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ।
আরোগ্যং পরমা পূজা নৈরোগ্যং মুক্তিসাধনম্॥
সৎসঙ্গঃ পরমা পূজা সৎসঙ্গো মোক্ষসাধনম্।
অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে॥
স্তুতিরেব পরা পূজা স্তুতো দেবঃ প্রসীদতি।
নিন্দৈব পরমা পূজা সুহৃদাং গালয়ো যথা॥
ভোজনং পরমা পূজা দেবনৈবেদ্যরূপতঃ।
অভোজনং পরা পূজা হ্যুপবাসপ্রিয়ো হরিঃ॥
দীর্ঘায়ুঃ পরমা পূজা যোগিনো দীর্ঘজীবিনঃ।
স্বল্পায়ুঃ পরমা পূজা সদ্যোঽস্মাদ্বিমুচ্যতে॥
মরণং পরমা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপিণী।

শোকো হি পরমা পূজা শোকো বৈরাগ্যসাধনম্॥
লাভ এব পরা পূজা লাভঃ সন্তোষ-কারণম্।
হানিরেব পরা পূজা তস্মাদেব বিমুচ্যতে॥
ধনং হি পরমা পূজা ধনং ধর্ম্মস্য সাধনম্।
নির্ধনত্বং পরা পূজা ব্রহ্মপ্রাপ্তমকিঞ্চনৈঃ॥

তার—২২৩, ২৩১। অধ্যয়ন-বিষয়ক সাংখ্যোক্ত সিদ্ধিবিশেষ।

তারতার—২২৩, ২৩১। মননবিষয়ক সাংখ্যোক্ত সিদ্ধিবিশেষ।

তির্য্যক্‌শিরস্ক—২৬১। বিপরীতমস্তক অর্থাৎ জলে ছায়া পড়িলে যেমন দেখায়।

তীর্থ—পরিশিষ্ট ৭৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। ঋষিজুষ্ট দেবাদিপ্রধান স্থানের নাম তীর্থ। যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার নিকট তীর্থের সেইরূপ উপযোগিতা আছে। কর্ম্মীর পক্ষে আজীবন তীর্থসেবা অপরিহার্য্য। এমন কি যাঁহারা যোগমার্গের বা জ্ঞানমার্গের পথিক, তাঁহাদের পক্ষেও চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত তীর্থসেবা আবশ্যক। তবে চিত্তশুদ্ধি হইবার পর তীর্থপর্য্যটন যোগাদিসাধিত ক্রমোন্নতির অন্তরায়। সেই জন্য মৈত্রেয়্যুপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্। অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্ত্যধমাধমা॥ (২।২১)। ইহাতে মন্ত্রচিন্তা ও তীর্থভ্রমণ বিগীত বা নিন্দিত হয় নাই। ক্রমমুক্তি স্বীকার করিলে তীর্থভ্রমণ অপেক্ষা মন্ত্রচিন্তা সাধ্বী, মন্ত্রচিন্তা অপেক্ষা শাস্ত্র-চিন্তা সাধীয়সী এবং শাস্ত্রচিন্তা অপেক্ষা তত্ত্বচিন্তা সাধিষ্ঠা—এই কথা বলিবার জন্যই শ্লোকটী অভিপ্রেত হইয়াছে। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রেও আম্নাত হইয়াছে—ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ। (৪৮)। যোগীদের তীর্থপর্য্যটন নিবারণ করিবার অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটন করিয়া ঐ শ্লোকের অব্যবহিত পরেই ভগবান্ ভূতনাথ পুনরায় বলিলেন—আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে? (৪৯)।

শাস্ত্রের এইরূপ আশয় গ্রহণ করিয়া তীর্থসম্বন্ধে বোধসার-প্রণেতা যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

ইদং তীর্থমিদং তীর্থমিতস্তীর্থমতঃ পরম্।
ইতো দূরতরং তীর্থং ময়া দৃষ্টং ন তু ত্বয়া॥
তব তীর্থফলং স্বল্পং মম তীর্থফলং মহৎ।
ইতি ভ্রমন্তি যে তীর্থং তে ভ্রান্তা ন তু তৈর্থিকাঃ॥
তীর্থে পাপক্ষয়ঃ স্নানৈ স্তীর্থং সাধুসমাগমঃ।
তীর্থে বৈরাগ্য-চর্চ্চা স্যাত্তীর্থমীশ্বর-পূজনম্॥
তীর্থং শীতোষ্ণসহনং তীর্থং নিঃসঙ্গচারিতা।
ইতি জানন্তি যে তীর্থং তীর্থতত্ত্ববিদো হি তে॥

তুষ্টি—২৪৭। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত উদ্ধর্ষের নাম তুষ্টি।

তৃষ্ণা—২২২। ভোগলিপ্সা। মন্তব্যপ্রকাশ। লোভ হইতে তৃষ্ণার উৎপত্তি। ইহাই দুঃখজনক সংসারের কারণ। সেইজন্য লোকেও বলিয়া থাকে—লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাম্। তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥ প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারা ইহা নিবৃত্ত হয় বলিয়া কারিকার অদ্বৈতপ্রকরণে আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নি-বর্ত্তয়েৎ। অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি॥ (৪৩)॥

তৈত্তিরীয়—১৮০, ২৬৮। মন্তব্য-প্রকাশ। তিত্তিরিপ্রোক্ত কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদশাখাধ্যায়ী বা তৎসম্বন্ধীয়। এ বিষয়ে একটী আখ্যান আছে যে, বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া শিষ্যগণকে তাহার প্রতিবিধান করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে যাজ্ঞবল্ক্য অসম্মত হওয়ায় তিনি তাঁহাকে শিষ্যত্ব ত্যাগ করিতে বলেন। গুরুর এইরূপ আদেশ শুনিয়া যাজ্ঞবল্ক্য তদুপদিষ্ট বাক্যরাশি বমন করিতে আরম্ভ করিলে বৈশম্পায়নের অন্যান্য শিষ্যবর্গ তিত্তিরিপক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া উহা ভোজন করিয়াছিলেন। এই সকল শিষ্যবর্গ ও তাঁহাদের বংশধরেরা তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তৌর্য্যত্রিক—২২৩। গীত, বাদ্য ও নৃত্ত বা নৃত্য। মন্তব্য-প্রকাশ। নৃত্ত ও নৃত্যের পার্থক্য এইরূপ—ভবেদ্ ভাবাশ্রয়ং নৃত্যং নৃত্তং তাললয়াশ্রিতম্। নৃত্য আবার দ্বিবিধ—তাণ্ডব ও লাস্য। পুরুষ-নৃত্যের নাম তাণ্ডব এবং স্ত্রীনৃত্যের নাম লাস্য। এ সম্বন্ধে ভরতমুনিপ্রণীত নাট্যশাস্ত্র এবং শুভঙ্কর প্রণীত সঙ্গীতদামোদরাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তৌর্য্যত্রিক একটী কামজ দোষ। সেই জন্য ভগবান্ মনু ইহাকে অষ্টাদশ ব্যসনের মধ্যে গণনা করিয়া বলিয়াছেন—মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ। তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ॥ (মানবসংহিতা ৭।৪৭)।

ত্রিকাণ্ডমণ্ডন—১৯৮। ভাস্কর মিশ্র সোমযাজিপ্রণীত গ্রন্থবিশেষ। মন্তব্যপ্রকাশ। গ্রন্থকারকে কেহ কেহ ভাস্কর ভট্টমিশ্রও বলিয়া থাকেন। ইনি একজন প্রসিদ্ধ সূত্রনিবন্ধকার।

ত্রিপৃষ্ঠকাচ—১৬৩। যে কাচের তিনদিকেই 'পল' আছে। ইহার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি গমন করিলে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

ত্রিবেদী—২৭৬, ২৭৮। বেদত্রয়-পাঠী ব্রাহ্মণ।

ত্রোটক—২১৪, ২১৭, ২৮০। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য।

ত্যাগ—২৪৩-২৪৫।

দক্ষ—৮৭। স্মৃতিকার মুনিবিশেষ।

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র—১৭৬, ২৮১। দক্ষিণা অর্থাৎ অনুকূল হইয়াছে মূর্ত্তি যাঁহার অর্থাৎ পরমেষ্ঠিগুরু শিবের মূর্ত্তি, তদ্বিষয়ক স্তোত্র। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার রচয়িতা।

দত্তানুতাপী—১৬৫। যে ব্যক্তি দান করিয়া অনুতাপ করে।

দধিক্রা—১৬৫। দধদশ্বং ধারয়ন্ ক্রামতীতি দধিক্রা। অশ্বকে ধারণ পূর্ব্বক গমন করে বলিয়া দধিক্রা-শব্দে অশ্বকে বুঝায়। অশ্বমেধ-যজ্ঞের একটী প্রসিদ্ধমন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ। (যজুর্ব্বেদ ২৩।৩২এবং তাণ্ড্যব্রাহ্মণ১।৬।১৭)।

দন্তোদূখলিক—১৪৫, ১৪৭। বানপ্রস্থে যাঁহারা উদূখল (উখ্‌লি ব্যবহার না করিয়া দন্তের দ্বারা সেই কার্য্য যথা-শক্তি সাধন করিয়া ব্রতপালন করেন, তাঁহাদিগকে দন্তোদূখলি বা দন্তোলূখলিক বলে। বানপ্রস্থে কেহ কেহ অগ্নিপ শস্যাদি দ্রব্য ভোজন করেন, কেহ কেহ কালপক্ক ফলা ভোজন করেন, আর কেহ কেহ বা পিষ্টতণ্ডুলাদির দ্বারা জীব যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কিন্তু দন্তোদূখলিকগণে নিয়ম এই যে, অন্ন বা পিষ্টতণ্ডুল ব্যবহার করা দূরে থাকুক তাঁহারা দন্তব্যতীত উদূখলেও ধান্য নিস্তুষ করেন না। *

ইহাদের সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—অগ্নিপক্কাশনো বা স্যাৎ কালপক্ক-ভুগেব বা। অশ্মকুট্টো ভবেদ্বাপি দন্তোলূখলি কোঽপি বা॥ (৬। ১৭)। মেধাতিথি ইহার ভাষ্যে বলিয়াছে যে, দন্তোলূখলিকেরা দন্তের দ্বারা তুষাদি অপনয়ন পূর্ব্ব বন্ধ তণ্ডুলাদি ভোজন করিয়া থাকেন।

দম—৮৬, ১৬৪, ২১৫, ২২২, ২২৯, ২৪১। মন্তব্য-প্রকাশ বহিরিন্দ্রিয়ের সংযমকে দম বলে। আচার্য্য বলিয়াছেন— নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে। 'দম' শব্দে আক্ষরিক বৈপরীত্য হইলে আর্থিক বৈপরীত্য কিরূপ হয় তাহা দেখাইবার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১ হইতে ২৩ শ্লোক পঠিত হইয়াছে। দমগুণের বিপরীত 'মদদোষ'—ইহাই শ্লোক গুলির তাৎপর্য্য।

দয়া—২৮৮। মন্তব্য-প্রকাশ। পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসারে উক্ত হইয়াছে—যস্মাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে। ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥ দয়াসম্বন্ধে দেবীভাগবত বলিয়াছেন—অহিংসা পরমো ধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ। দয়া

---

* ধান্য, ধান্য, শস্য ও তণ্ডুলের প্রভেদ এইরূপ—শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে। নিস্তুষ স্তণ্ডুলঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধমন্নমুদাহৃতম্।

সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতঃ। যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা॥

যিনি বিশিষ্টদয়ার অনুশীলন করেন তাঁহাকে দয়াবীর বলে, যেমন—জীমূতবাহন। রাজা জীমূতবাহন দয়াবশতঃ কোন ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি হইয়া গরুড়কে আপন শরীর ভোজ্যরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। গরুড়ের ভোজনকালে শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও রাজা কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। সেই জন্য গরুড় ভোজনে বিরত হইয়া আগ্রহসহকারে তাঁহার প্রতি বদ্ধাবলোকন হইলে তিনি গরুড়কে বলিয়াছিলেন—শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্তমদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি। তৃপ্তিং ন পশ্যামি তবাপি তাবৎ কিং ভক্ষণাৎ ত্বং বিরতো গরুত্মন্॥ (সোমদেব ভট্টপ্রণীত কথাসরিৎসাগর)।

দর্শনশাস্ত্রসমূহ ভগবদঙ্গ—৩২১। অর্থাৎ ন্যায়দ্বয়, সাংখ্যদ্বয় ও মীমাংসাদ্বয় ভগবানের অঙ্গস্থানীয়।

মন্তব্যপ্রকাশ। কুলার্ণবতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—ষড়্দর্শনানি মেঽঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিঃ করৌ শিরঃ। তেষু ভেদস্তু যঃ কুর্য্যাদ্ মমাঙ্গং ছেদয়েত্তু সঃ॥ (২য় উল্লাস)।

ন্যায়দ্বয়, সাংখ্যদ্বয় ও মীমাংসাদ্বয়—এই ভূমিকাত্রিতয়ে আত্মা অনুমাপিত হইলে পুরুষ ব্রহ্মসম্পন্ন হয়। "আদৌ কালী ততস্তারা সুন্দরী তদনন্তরম্"—এই ত্রিপাদ সাধনার নিয়মানুসারে শাক্তগণ যেমন প্রথমে কালী, তারপর তারা এবং তারপর ত্রিপুরা সুন্দরীর উপাসনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন, আত্মানুসন্ধিৎসুও সেইরূপ প্রথমে ন্যায় তারপর সাংখ্য এবং তারপর মীমাংসা পড়িয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়া থাকেন। কারণ ন্যায়সঙ্গত প্রথমভূমিকায় আত্মার দেহাতিরিক্তত্ব, সাংখ্যসঙ্গত দ্বিতীয়ভূমিকায় আত্মার নির্গুণত্ব, এবং উত্তর মীমাংসাগত তৃতীয়ভূমিকায় আত্মার স্বরূপত্ব উপলব্ধ হইয়া থাকে। ইহার কোনরূপ ব্যত্যয় হইলে শাস্ত্রের বিরোধ হয় বলিয়া

ভগবান্ রূপকচ্ছলে দর্শনগুলিকে আপন অঙ্গ বলিয়াছেন। করচরণাদি অঙ্গ হইলেও তাহারা যেমন মস্তিষ্কের পোষকতায় কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সাংখ্যন্যায়াদিশাস্ত্র দর্শন হইলেও তাহার সেইরূপ শিরঃস্থানীয় বেদহৃদয় বেদান্তের তাৎপর্য্য রক্ষ করিয়া থাকে।

বেদবাহ্যদর্শন আত্মদর্শনের উপযোগী নহে বলিয়া ভগবান তাহাদের কোন উল্লেখ করেন নাই। দর্শনের হেতু নির্ণয় করিয়া বৃহদারণ্যকভাষ্যের বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিযাছেন —শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ। মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥ ১০৮৩।

দর্শপূর্ণমাস—২১৩, ৩১৬। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা সাধ্য যাগবিশেষ। শতপথব্রাহ্মণে (১১।২।৪।৮) ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। দর্শ অর্থাৎ অমাবস্যা। চন্দ্র ও সূর্য্যের সঙ্গম-কাল বলিয়া ইহার নাম দর্শ। উক্ত হইয়াছে—একত্রস্থৌ চন্দ্রসূর্য্যৌ দর্শনাদ্ দর্শ উচ্যতে। অর্থাৎ সমরাশিতে চন্দ্রসূর্য্যের দর্শন হয় বলিয়া অমাবস্যাকে দর্শ বলে। অমাবস্যা ও অমাবাস্যা উভয়ই একার্থবোধক শব্দ।

পূর্ণমাস অর্থাৎ পূর্ণিমা। চন্দ্রমাস পূর্ণ হয় বলিয়া ইহার নাম পূর্ণমাস বা পূর্ণিমা। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পূর্ণিমা দ্বিবিধ—রাকা ও অনুমতি। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে চতুর্দ্দশীযুক্ত পূর্ণিমায় চন্দ্রের উদয় হইলে তাহাকে অনুমতি বলে। ইহা দেবগণের ও পিতৃগণের বিশেষ অনুমত বলিয়া ইহার নাম অনুমতি। আর সূর্য্যাস্ত হইলে যদি পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাকা বলে। সকলের রঞ্জনকারিণী বলিয়া এই পূর্ণিমার নাম রাকা। এই সমস্ত কারণে কবি অমরসিংহ বলিয়াছেন—কলাহীনে সানুমতিঃ পূর্ণে রাকা নিশাকরে।

দশতী—২৮৪। দশশতী-শব্দ নিপাতনে দশতী হইয়াছে। ২৮৪ পৃষ্ঠার কালিকা দ্রষ্টব্য।

দান—২১৪, ২১৭, ২১৮, ২২৩, ২৮৮। মন্তব্যপ্রকাশ। স্মৃতিকার দেবল ঋষি বলিয়াছেন—দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধা দেয়ং চ ধর্ম্মযুক্। দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড়্ বিদুঃ॥ অর্থাৎ দাতা, প্রতিগ্রহীতা, শ্রদ্ধা, ধর্ম্মার্জ্জিত দেয় বস্তু, দেশ ও কাল—এই ছয়টীকে পণ্ডিতেরা দানের অঙ্গ বলিয়া জানেন। দানের অঙ্গবিষয়ক যে সকল নিয়ম শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা স্থূলতঃ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দাতা পাত্রবিচার করিয়া দান করিবেন। স্মৃতি বলেন —সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্ বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনম্। সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিনশ্যতি॥ পাত্রাপাত্র বিচার করিতে হইলে 'ধর্ম্মশাস্ত্ররথারূঢা বেদখড়্গাধরা দ্বিজাঃ' এবং 'দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনং তু দৈবতম্' ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকেই উৎকৃষ্ট পাত্র বলিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের আদেশ, কারণ ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই পরমা শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। সেই জন্য স্মৃতি বলেন— যদ্ভুঙ্‌ক্তে বেদবিদ্ বিপ্রঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ। দাতুঃ ফলমসঙ্খ্যাতং প্রতিজন্ম তদক্ষয়ম্॥ মানবসংহিতাতেও পরামৃষ্ট হইয়াছে—সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে। প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥ এই বেদপারগ ব্রাহ্মণ যে দানের উৎকৃষ্ট পাত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি কতকগুলি বেদমন্ত্র কণ্ঠে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে বেদপারগ বলা যায় না। তবে যিনি বেদহৃদয় বেদান্তের রহস্য বুঝিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে বেদের একমাত্র তাৎপর্য্য দেখিয়াছেন, তিনিই বেদপারগ। স্মৃতিও বেদপারগের নিরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন—মীমাংসতে চ যো বেদান্ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সবিস্তরৈঃ। ইতিহাস-পুরাণানি স ভবেদ্ বেদপারগঃ॥ আবার আচারহীন বেদগর্হিত ব্রাহ্মণও দানের পাত্র নহে। ইহা বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন— নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে। দীয়মানং রুদত্যন্নং

ভয়াৎ বৈ দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ঊষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডেষু গোদুহম্। হুতং ভস্মনি হব্যং চ মূর্খে দানমশাশ্বতম্ ॥

বিধিপূর্ব্বক দান না করিলে সেই দানকে আনৃশংস বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিধিসঙ্গত দাতার সংখ্যাও অত্যন্ত বিরল। সেই জন্য স্মৃতি বলিয়াছেন -শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ। বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভবতি বা ন বা॥ আবার যিনি প্রতিগ্রহীতাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞাসহকারে দান করেন, তাঁহাকেও দাতা বলা যায় না। কারণ স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন —ন রণে বিজয়াচ্ছূরোঽধ্যয়নান্ন তু পণ্ডিতঃ। ন বক্তা বাক্‌পটুত্বেন ন দাতা চার্থদানতঃ॥ ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে শূরো ধর্ম্মং চরতি পণ্ডিতঃ। হিতপ্রিয়োক্তিভি র্বক্তা দাতা সম্মানদানতঃ॥

দাতার সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছেন—অন্তর্জ্জানুকরং কৃত্বা সকুশং তু তিলোদকম্। ফলাংশমভিসন্ধায় প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ॥ স্মৃত্যন্তরেও অভিহিত হইয়াছে—নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রাঙ্মুখো দেবকীর্ত্তনাৎ। উদঙ্মুখায় বিপ্রায় দত্বান্তে স্বস্তি বাচয়েৎ॥ এ বিষয়ে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন—নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সম্প্রদদ ইতি॥ বরাহপুরাণে দাতার সম্বন্ধে অন্যান্য নিয়ম এইরূপ ভাবে স্মৃত হইয়াছে—সুস্নাতঃ সম্যগাচান্তঃ কৃতসন্ধ্যাদিকক্রিয়ঃ। কামক্রোধবিহীনশ্চ পাষণ্ডস্পর্শবর্জ্জিত.॥ জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী পাত্রং দাতা চ শস্যতে।

দাতা ও প্রতিগ্রহীতার সম্বন্ধেও মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন— বিধিহীনে তথাঽপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্। ন কেবলং হি তদ্দানং শেষমপাস্য নশ্যতি॥ এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণও বলিয়াছেন—শুচিঃ পবিত্রপাণিশ্চ গৃহ্নীয়াদুত্তরামুখঃ। অভীষ্টদেবতাং ধ্যায়ন্ মনসা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ কৃতোত্তরীয়কো নিত্যমন্তর্জ্জানুকরস্তথা। দাতুরিষ্টমভিধ্যায়ন্ প্রতিগৃহ্যা-দলোলুপঃ॥ আদিপুরাণে আবার উক্ত হইয়াছে—

ওঁকারমুচ্চরন্ প্রাজ্ঞো প্রবিশং শত্ক‌ুমোদনম্। গৃহ্নীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্ত্তয়েৎ॥ জাতুকর্ণ্যও বলিয়াছেন—ওঁকারেণ দত্তাৎ প্রতিগৃহ্নীয়াচ্চ। সমীপস্থ সৎপাত্র পরিত্যাগ করিয়া দূরস্থ পাত্র অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে সমীপস্থ পাত্রের অবমাননা করা হয়। সেইজন্য শাতাতপ বলিয়াছেন—সন্নিকৃষ্টমধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ। ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যাসপ্তমং কুলম্॥(৪।৩৬)। তবে যোগ্য-পাত্র দূরে থাকিলে নিকটস্থিত অযোগ্য পাত্রের পরিবর্ত্তে দূর হইতে ঐ যোগ্যপাত্রকেই আহ্বানপূর্ব্বক দান করিতে হয়। সেই জন্য বশিষ্ঠসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চৈব বহুশ্রুতঃ। বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ॥ স্থূল কথা এই যে, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যা ও তপস্যার প্রভাবে দাতাকে পতন হইতে উদ্ধার করিতে পারেন তাঁহাকেই পাত্র নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরও পাত্রের এইরূপ নামনিরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন—পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রচক্ষতে। সুতরাং যিনি ত্রাণ করিতে পারেন তিনিই পাত্র। বশিষ্ঠসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—যে শান্তদান্তাঃ শ্রুতিপূর্ণকর্ণা জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধান্নিবৃত্তাঃ। প্রতিগ্রহে সঙ্কুচিতাগ্রহস্তা স্তে ব্রাহ্মণা স্তারয়িতুং সমর্থাঃ॥ দানসম্বন্ধে আরও ব্যবস্থাপিত হইযাছে যে, যাহা যাহার ব্যবহারোপযোগী তাহা তাহাকে দান করিলে বিশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া অপাত্রে দান করিলে কোন ফল হয় না। সেইজন্য দক্ষ বলিয়াছেন—ধূর্ত্তে বন্দিনি মল্লে চ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে। চাটচারণচৌরেষু দত্তং ভবতি নিস্ফলম্॥

শ্রদ্ধা একটী প্রয়োজনীয় দানাঙ্গ। কারণ শ্রদ্ধা ব্যতীত দান-ধর্ম্মাদি কোনকার্য্যই সফল হয় না। সেই জন্য তৈত্তিরীয়োপ-নিষদের শিক্ষাবল্লীতে আম্নাত হইয়াছে—শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। গীতাতেও ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

অশ্রদ্ধয়াহুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং তু যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ (১৭।২৮)। সুতরাং শাস্ত্রসঙ্গত দানে শ্রদ্ধাই কৃতার্থতার প্রমাণ। শ্রদ্ধা অর্থাৎ সত্ত্বময়ী শ্রদ্ধা।

দেয় বস্তু ধর্ম্মযুক্ অর্থাৎ ধর্ম্মযুক্ত হইবে। অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়ার্জ্জিতবস্তুর বিনিয়োগই প্রশংসনীয়। সেই জন্য দেবল বলিয়াছেন—অপরাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনম্। অল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে ॥ কিরূপ ধনের আগম ন্যায়সঙ্গত ও পবিশুদ্ধ, তাহা রত্নাকরের এই শ্লোক হইতে উপলব্ধ হইবে—শ্রুতশৌর্য্যতপোবিদ্যা শিষ্য-যাজ্যান্বয়াগতম্। ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ॥

দানের স্থান-সম্বন্ধে স্মৃতি বলিযাছেন—যজ্ঞো দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধং চ সুবপূজনম্। গঙ্গায়াং চ কৃতং সর্ব্বং কোটি-কোটিগুণং ভবেৎ ॥ যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করে তথা। প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে ॥ এই জাতীয় প্রমাণহেতু গঙ্গাতীরে বা তীর্থাদিতে দান করিলে দাতা বিশেষ পুণ্যফল অর্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু—"তীর্থে ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ। নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু ন প্রমত্তো ভবেন্নরঃ" ॥—মহাভারতাদির এই জাতীয় নিষেধ হেতু প্রতিগ্রহীতা ঐরূপস্থানে প্রতিগ্রহস্বীকার করিলে পাতিত্য দোষে লিপ্ত হইয়া থাকেন। তবে—"শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনদ্বয়ম্। তত্রদানং চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ" ॥—লিঙ্গপুরাণাদির এই জাতীয় প্রমাণবলে শালগ্রাম-শিলার সম্মুখে দান করিয়া পূর্ব্বোক্তপ্রকার পুণ্যফল লাভ করা যায়। পদ্মপুরাণও বলিয়াছেন—'শিবস্য বিষ্ণোরগ্নেশ্চ সন্নিধৌ দত্তমক্ষয়ম্'। এতদ্ব্যতীত আরও বলা যাইতে পারে যে, দাতা যদি পাত্রের অভাব অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাসম্ভব দান করেন, তাহা হইলে দাতা অবশ্যই অনন্ত পুণ্যফলে যোজিত হইয়া থাকেন। এরূপ দানের প্রশংসা

কখন অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতিও বলিয়াছেন—'গঙ্গা যজ্ঞীয়তে দানং তদনন্তফলং স্মৃতম্। সহস্রগুণমাহুয় যাচিতে তু তদৰ্দ্ধকম্'।

"রাত্রৌ দানং ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি কেনচিৎ। হরন্তি রাক্ষসা যস্মাৎ তস্মাদ্দাতুর্ভয়াবহম্॥ বিশেষতো নিশীথে তু ন শুভং কর্ম্ম শর্ম্মণে। অতো বিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো দানাদিষু মহানিশাম্" ॥— স্কন্দপুরাণাদির এই জাতীয় প্রমাণ অনুসারে রাত্রিকালের দান প্রশস্ত নহে। ইহাই সামান্য বিধি, তবে দান নৈমিত্তিক হইলে উহাব অপবাদ আছে। সেইজন্য বৃদ্ধ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন —গ্রহণোদ্বাহসংক্রান্তি যাত্রাদিপ্রসবেষু চ। দানং নৈমিত্তকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি তদিষ্যতে॥ আবার পার্ব্বণকালে বা গ্রহণ-কালে দান প্রশস্ত হইলেও উহাতে প্রতিগ্রহীতার পাতিত্যদোষ অবশ্যম্ভাবী। 'নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু ন প্রমত্তো ভবেন্নরঃ'— মহাভারতাদির এই জাতীয় বচনই তাহার প্রমাণ। সেইজন্য অনেক দাতা প্রশস্তদেশে বা প্রশস্তকালে সৎপাত্রের উদ্দেশে দেয়বস্তু দান কবিয়া দেশান্তবে বা কালান্তরে উহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। তবে যিনি আবার নিষ্কামভাবে সুপাত্রকে দান করেন, তাঁহাব দান দেশগত বা কালগত দান অপেক্ষা অনেক প্রশংসনীয়। ইহাই বিমলদান। বিমলদানসম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণ বলিয়াছেন—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে। চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্॥ যদীশ্বরপ্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে। চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥ যিনি এইরূপ দান করেন, তাঁহাকেই দানবীর বলে। দানবীরের উদাহরণাদি সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগরে প্রদত্ত হইয়াছে। (দয়া-শব্দ দেখুন)।

দিগ্‌ভ্রম—৩১০। দিঙ্‌মোহ। মন্তব্য প্রকাশ। সূর্য্যোদয়াদি না দেখিলে ইহা সম্পূর্ণভাবে অপসারিত হয় না। সেই জন্য সাংখ্য-দর্শনে সূত্রিত হইয়াছে—যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে।

দিব্যৌঘগুরু—৩৫৮। দিব্যানাং স্বর্গীয়গুণানামোঘঃ সমুচ্চয়ো যস্য। শক্তিরত্নাকরতন্ত্রে অভিহিত হইয়াছে—মহাদেবো মহাকাল স্ত্রিপুরশ্চৈব ভৈরবঃ। দিব্যৌঘা গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌঘান্ কথয়ামি তে ॥

দীক্ষা—৩৪৫-৭। মন্তব্যপ্রকাশ। বৈদিক আচারেও দীক্ষা আবশ্যক। দীক্ষা না হইলে কেহ মুনি হইতে পারিতেন না। উক্ত হইয়াছে—দীক্ষাং গতে হ্যেষ মুনি র্মৌনত্বং চ গমিষ্যতি। দীক্ষাশব্দের নিরুক্তি এইরূপ—দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ দীক্ষা একটী জন্মবিশেষ হইলেও দ্বিজকে ত্রিজ বলে না কেন তাহা ৩৪৭ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য।

দীপ্তোপল ১৬০। যে কাচের দ্বারা জ্যোতির্বিম্বসমূহ কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হয়। সাধারণতঃ ইহার আকার ক্ষুদ্র গবাক্ষের ন্যায় হইয়া থাকে।

দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্ব—৩৭২। যাহার স্বরূপত্ব বিদ্যুদাদির ন্যায় দর্শনমাত্রই নষ্ট হইয়া যায়।

দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিক—২১০। মন্তব্যপ্রকাশ। দৃষ্টান্তসম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—যত্র বাক্যদ্বয়ে বিম্বপ্রতিবিম্বতয়োচ্যতে। সামান্যধর্ম্মো বাক্যজ্ঞৈঃ স দৃষ্টান্তো নিগদ্যতে ॥ এই জাতীয় প্রমাণের অনুসরণ করিয়া সাহিত্যদর্পণ বলেন—দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্। অর্থাৎ সমানধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুর প্রতিবিম্বকে দৃষ্টান্ত বলে। দৃষ্টান্ত-অলংকার সাধর্ম্ম্যের ন্যায় বৈধর্ম্ম্যেও হইতে পারে।

ন্যায়শাস্ত্র বলেন যে, প্রকৃতবিষয়কে দৃঢ় করিবার জন্য যদি কোন প্রসিদ্ধবিষয়ের উপন্যাস করা হয়, তাহা হইলে উহাকে দৃষ্টান্ত বলে। অক্ষপাদ দর্শনে সূত্রিত হইয়াছে—লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ। অন্বয়-

ব্যতিরেকভেদে দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য মহাদেব ভট্টের দিন-করীতে আলোচিত হইয়াছে। দার্ষ্টান্তিক অর্থাৎ উপমেয়।

দৃষ্টিত্রয়—২৭৬, ২৮২। অর্থাৎ অধ্যারোপদৃষ্টি অপবাদদৃষ্টি ও ব্যামিশ্রদৃষ্টি। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপশারীরকের ২।৮১ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য। বিবরণোপন্যাসেও এসকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

দৃষ্টিবিভাগের প্রয়োজন ২৭৬, ২৮২।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ—২৭৫-৬, ২৮০, ২৮২।

দেবযান—৩৯০। মন্তব্যপ্রকাশ। যে মার্গে দেবগণ গমন করেন তাহাকে দেবযান বলে। ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ে দেবযানের বিষয় দৃষ্ট হইবে। "অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ"—এই বেদান্ত সূত্র (৪।৩।১)এবং তাহার ভাষ্যাদিও দ্রষ্টব্য। 'দেবযান' শব্দের অনুকরণে বৌদ্ধেরা 'মহাযান' শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন।

দেবীসূক্ত—৩৯৫। ইহা ঋগ্বেদান্তর্গত সূক্তবিশেষ। মন্তব্যপ্রকাশ। নাসদাসীয় সূক্তে যাহা বেদান্তের বীজরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই দেবীসূক্তে অঙ্কুরিত হইয়াছে। 'ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত পাঠ করিলে আমি প্রীত হই'—এইকথা ভগবতী হিমালয়কে বলিয়াছিলেন, সেই জন্য চণ্ডীপাঠের পূর্ব্বে দেবীসূক্ত পঠিত হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে দেবীভাগবত দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি অম্ভৃণের ব্রহ্মবিদুষী কন্যা বাগ্‌দেবী লীনবৃত্তি হইলে আদ্যাশক্তি তাঁহাতে উন্মিষিত হইয়া যাহা আত্মস্তুতির ছলে বলাইয়া ছিলেন, তাহাই দেবীসূক্ত। সুতরাং ইহা একটী শ্রৌত-উন্মীলন।

দ্রেক্কান—১৬১। ১৫° অংশ।

দ্রোহ—৩৪৯। অর্থাৎ পরদ্রোহ। মন্তব্যপ্রকাশ। পরদ্রোহ-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—পরদার-পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরাঙ্‌মুখঃ। গঙ্গাপ্যাহ কদাগত্য মাময়ং পাবয়িষ্যতি॥

দ্বন্দ্বসহিষ্ণু—৩৩৪। যিনি সুখদুঃখাদি পরস্পরবিরুদ্ধযুগ্ম সহ্য করিতে পারেন তাঁহাকে দ্বন্দ্বসহিষ্ণু বলে।

দ্বিজ দীক্ষার পর ত্রিজ নহেন—৩৭৬-৭। মন্তব্যপ্রকাশ। ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া মহর্ষি অত্রি বলেন—বেদান্তং পঠ্যাতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ। সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে ॥ (৩৭৬)। আবার ব্যতিরেকমুখে ভগবান্ বশিষ্ঠ এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥

দ্বিবেদী—২৭৬, ২৭৮।

দ্বৈত—২৭৫, ২৮০, ২৮১। দ্বিধা ইত প্রাপ্ত দ্বৈত, তাহার ভাব।

দ্বৈতভান—১৭৪। ব্যবসায়াত্মক ও ব্যবসেয়াত্মক পদার্থের প্রকাশ।

দ্বৈতবাদ—২৭৪। মন্তব্যপ্রকাশ। 'দ্বা সুপর্ণা,' 'অজামেকাম্' 'বি মে কর্ণা যতো বিমে চক্ষুর্ব্বা' ইত্যাদি শ্রুতি এবং 'ভেদব্যপদেশাৎ', 'প্রকরণাৎ', 'স্থিত্যদনাভ্যা চ', 'ভাবে চোপলব্ধেঃ', 'ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ' ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র দ্বৈতবাদের প্রধান উপজীব্য। সাংখ্যশাস্ত্রও দ্বৈতদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বলেন—'জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্', 'নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ' ইত্যাদি। 'বেদান্ত' শব্দও দ্রষ্টব্য।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী—২৬৩, ২৭৮, ২৭৯। মন্তব্যপ্রকাশ। জীব এবং ঈশ্বরের ভেদও আছে এবং অভেদও আছে—এইরূপ যাঁহাদের সিদ্ধান্ত তাঁহারা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ভেদাভেদবাদী ইঁহাদের নামান্তর। 'বেদান্ত' শব্দ দ্রষ্টব্য।

দ্বৈতাদ্বৈতসমাযুক্তা—৩। অর্থাৎ দ্বৈতযুক্ত ও অদ্বৈতযুক্ত। মন্তব্যপ্রকাশ। স্মৃতিও বলিয়াছেন—অদ্বৈতং চ তথা দ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ। ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্ ॥

দ্বৈতী—২৮৪। দ্বৈতবাদী। ইহারা বলেন—অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতী প্রবৃত্তো ভব। সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রম ত্যজ ভজ ত্বং পাদপদ্মং হরেঃ ॥ মন্তব্যপ্রকাশ। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ যে ক্রমবিষয়ক, তাহার আভাস দিয়া গৌড়পাদ আচার্য্য

বলিয়াছেন—স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্ পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥ অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে। তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥

দ্বৈরাশ্য—২৮৪। দ্বিবিধরাশিবিশিষ্টত্ব।

ধনৈষণা—২৩৯, ২৪১। অর্থাৎ ধনলাভের ইচ্ছা।

ধর্ম্ম—২৮৭-৯। মন্তব্য-প্রকাশ। স্মৃতিশাস্ত্র বলেন—শ্রুতিস্মৃতি-বিহিতো ধর্ম্মস্তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্, শিষ্টঃ পুনরকামাত্মা।

ধর্ম্মদেব—৩৮৯। শূন্যবাদিগণের "ধর্ম্মঠাকুর"। ইনি নিম্নতম হিন্দুজাতির মধ্যে উপাসিত হইয়া থাকেন।

মন্তব্য-প্রকাশ। রামাই পণ্ডিত ধর্ম্ম পূজার একজন প্রবর্ত্তক। রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন এই পূজার বিশেষ প্রচার করেন। রামাই পণ্ডিতের উপদেশে রঞ্জাবতী ধর্ম্ম-ঠাকুরের তপস্যা করিয়া লাউসেনকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের ময়নাগড়ে লাউসেন রাজা হইয়াছিলেন।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে বলিয়াছেন যে, রামাই পণ্ডিত 'হাকন্দ পুরাণ' হইতে ধর্ম্মপূজার প্রথা প্রচার করেন। বোধ হয় তখন শূন্যপুরাণকেই 'হাকন্দ পুরাণ' বলা হইত।

রামাই পণ্ডিতের ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি হইতে কতকগুলি মন্ত্রসদৃশ বাক্য এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। তন্মধ্যে ধর্ম্মঠাকুরের প্রচলিত ধ্যানটী এইরূপ—"স্বর্গ মর্ত্ত্য না ছিল না ছিল পাতাল। উৎপত্তি না ছিল না ছিল যমকাল॥ দেবী গুরু শিষ্য কেহ না ছিল। নীল অনিল ধর্ম্ম যে লভিল॥ ধর্ম্মকে বাপে না দিলেন জন্ম। মায়ে না দিলেন উদরে ঠাঁই। শূন্য ভরে জন্মিলেন অনাদি গোসাঞি॥ নিরঞ্জন নৈরাকার বুঝিতে না পারি। আপনি করিল প্রভু আপনার কায়া॥ হস্ত পদ স্কন্ধ চক্ষু নিরঞ্জনের হইল। নয়ন মিলিয়া তিনি দৃষ্টি মিলাইল॥ দেখিলেন নবখণ্ড ব্রহ্মা অগ্নিময়। তস্মাদ্ দেব নিরঞ্জনায়

নমঃ" ॥ ধ্যানটী যদিও পদ্য নহে, গদ্য নহে অথবা সংস্কৃত নহে, তথাপি উহা পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে রচয়িতা ঋগ্বেদের 'নাসদাসীয়' সূক্তের বা তজ্জাতীয় মন্ত্রের অনুসরণ করিয়াই ধ্যানের শব্দবিন্যাস করিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুরের স্নান মন্ত্রটী এইরূপ—"আবতি ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সরয়্বাৎ গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী ॥ ভগবতী পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সদাস্বয়ং মনো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈ স্নাপয়ন্তুতে ॥ স্নান আচলিত গীত পণ্ডিত রামাই গান। একই রামাই দ্বিজ শয়ল অবধান" ॥ যদিও স্নানমন্ত্রটী সংস্কৃতের অপভ্রংশ তথাপি বুঝা যাইতেছে যে, কবি আমাদের শাস্ত্রীয় স্নানমন্ত্র হইতেই ইহাব শব্দবিন্যাস করিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রীয় স্নানমন্ত্রটী এইরূপ—আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী। সবযুর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী। ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা। সর্ব্বাঃ সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে ॥ ইত্যাদি। ধর্ম্মঠাকুরের প্রণামমন্ত্রটী এইরূপ—"আকাশাৎ পতিতো তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্। সর্ব্বদেবনমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি" ॥ ধর্ম্মঠাকুবেব স্তুতি মন্ত্রটী এইরূপ—"শ্বেতবস্ত্রং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকম্। শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জন নমোঽস্তুতে" ॥

রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীশ্রী ধর্ম্মায় নমঃ।

অথ শূন্যপুরাণ লিখ্যতে।

নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিন।
রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্র দিন ॥
নাই ছিল জল স্থল না ছিল আকাশ।
মেরুমন্দার নাই ছিল না ছিল কৈলাশ ॥

পুণ্যস্থল নাই ছিল নাহি গঙ্গা জল।
সাগর সঙ্গম নাই দেবতা সকল॥
নাই সৃষ্টি ছিল আর নাই সুরনর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু না ছিল না ছিল আধার॥
বার ব্রত না ছিল ঋষি যে তপস্বী।
তীর্থস্থান নাহি ছিল গয়া বারাণসী॥
প্রয়াগ মাধব নাই কি করি বিচার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য নাই ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দশদিক্ পাল নাই নাই তারাগণ।
আয়ু মৃত্যু নাই ছিল যমের তাড়ন॥
চারিবেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার।
গুপ্তবেদ করিলেন প্রভু করতার॥
শ্রীধর্ম্ম চরণারবিন্দে করিয়া প্রণতি।
শ্রীযুক্ত রামাই কয় শুনবে ভারতী॥

৩৮৮ হইতে ৩৯০পৃষ্ঠার কালিকাভাসে বৌদ্ধদিগের মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের সমালোচনা হইয়াছে বলিয়া তৎসংশ্লিষ্ট শূন্যবাদি-গণের পূজাপদ্ধতির মন্ত্রাদিভাগ প্রদর্শিত হইল। এইগুলি পরীক্ষা করিলে মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অপসিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইবে।

ধর্ম্মধ্বজী—১৮৫। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের ধ্বজ বা চিহ্ন বহন করে কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ধার্ম্মিক নহে তাহাকে ধর্ম্মধ্বজী বলে।

ধর্ম্মপ্রতিযোগিজ্ঞান—৩৫। মন্তব্য-প্রকাশ। ইহা অভিব্যক্তি-বিশেষের বিপরীত জ্ঞান। যেমন—রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্পজ্ঞানের উদয় হয়। ন্যায়মতে প্রতিযোগি-শব্দের অর্থ—যস্যাভাবো বিবক্ষ্যতে স প্রতিযোগী। (অভাব-শব্দ দ্রষ্টব্য)।

ধর্ম্মমেঘ—১৩৭। মন্তব্য-প্রকাশ। সম্প্রজ্ঞাতসমাধির অভ্যাস পরিপক্ক হইলে বৃত্তিসমূহের অভাবহেতু চিত্ত দগ্ধবীজের ন্যায়

নিঃশক্তি হইতে থাকে অর্থাৎ চিত্তের কার্য্যকারিতা নিবৃত্ত হইতে থাকে। পরে বৃত্তির উদয় না হইলেও চিত্তে কতকগুলি সংস্কারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিহ্ন অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। বৈরাগ্যের তীব্রতা-প্রযুক্ত যখন উহাদের লোপ আরব্ধ হয়, তখনই উহাকে ধর্ম্মমেঘ সমাধি বলে। ধর্ম্মং মেহতি বর্ষতীতি ধর্ম্মমেঘঃ অর্থাৎ সংস্কারের লোপ করিয়া কৈবল্যপরিণাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির ধর্ম্ম বর্ষণ করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ সমাধি। এই অবস্থায় যোগীর চিত্ত নিরবলম্ব হইয়া অর্থাৎ আলম্বন-শূন্য হইয়া লয় হইতে থাকে। ইহাই যোগদর্শনের চিত্তবিমুক্তি এবং যোগবাশিষ্ঠের মনোলয় বা মনোনাশ। সমাধির এই সংস্কার বেগবান্ হইলেই গুণনাশের সহিত স্বাশ্রয়নাশের দ্বারা যোগীর কৈবল্য হয়।

"প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে র্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ"—এই যোগসূত্রের ভাষ্যাদি দেখিলে ধর্ম্মমেঘ সমাধির আভাস পাওয়া যাইবে। অকুসীদস্য অর্থাৎ বিবক্তের। কুসীদ বলিলে বৃদ্ধিজীবীকে বুঝায়, সুতরাং যে ব্যক্তি তাহার বিপরীত তাহাকে অকুসীদ বলিতে হইবে। এইরূপ লৌকিক অর্থ অনু-সরণ করিয়া যোগশাস্ত্র বলেন যে, বহুশ্রমলব্ধ সর্ব্বজ্ঞতাদি সিদ্ধিরূপ প্রসংখ্যান পাইয়াও যিনি তাহার ফলভোগে বৈরাগ্য প্রকাশ করেন, তিনিও অকুসীদ। অকুসীদের এইরূপ বিবেক হইতেই ধর্ম্মমেঘ-সমাধির সঞ্চার হয়। ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায়।

ধর্ম্মযুক্—২১৪। ধর্ম্মযুক্-শব্দ। দেবল বলিয়াছেন—দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধাদেয়ঃ চ ধর্ম্মযুক্। ন্যায়ার্জ্জিতধনং শ্রান্তে শ্রদ্ধয়া বৈদিকে জনে। অন্যদা যৎ প্রদীয়তে তদ্দানং প্রোচ্যতে ময়া॥ এই জাতীয় স্মৃতিপ্রমাণহেতু শুদ্ধিতত্ত্বে রঘুনন্দন বলিয়া-ছেন—ধর্ম্মযুক্ দেয়ম্ অর্থাৎ ন্যায়ার্জ্জিতদেয়বস্তু।

ধর্ম্মসঙ্কর—২৮৯। বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমবায়কে ধর্ম্মসঙ্কর বলে।

ধর্ম্মী—২৫৫। ধর্ম্মবিশিষ্ট, যেমন—'সুখদুঃখমোহধর্ম্মিণী বুদ্ধি সুখ-দুঃখমোহধর্ম্মক দ্রব্যজন্য বলিতে হইবে'।

ধারণা—২৪৯, ২৫৯, ৩০০। মন্তব্য-প্রকাশ। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'দেশবন্ধ শ্চিত্তস্য ধারণা'। অর্থাৎ চিত্তকে দেশবিশেষে বদ্ধ রাখার নাম ধারণা। ধারণা কিরূপে আয়ত্ত হয় তাহার সম্বন্ধে কাশীখণ্ড এইরূপ বলিয়াছেন—প্রাণায়ামদ্বিষট্কেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ। প্রত্যাহারদ্বাদশভি র্ধারণা পরিকীর্ত্তিতা॥

ধারণা সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বোপাশ্রয়নিস্পৃহম্। এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে॥ তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ। তচ্ছ্রূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে॥ ইত্যাদি।

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র-বার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য ধারণার লক্ষণা নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন—'আধারে কাপি মনসঃ স্থাপনং ধারণোচ্যতে'। ইহা যে পতঞ্জলিপ্রোক্ত ধারণার অনুস্মৃতি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সদানন্দ যোগীন্দ্র ধারণার যেরূপ লক্ষণা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য বেদান্তের হৃদ্গত অভিপ্রায়। বেদান্তসারে তিনি বলেন যে, অদ্বৈতবস্তুতে অন্তরিন্দ্রিয় ধারণ করার নাম ধারণা। তেজোবিন্দূপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণ স্তত্র দর্শনাৎ। মনসো ধারণং চৈব ধারণা সা পরা মতা॥ গরুড়পুরাণেও স্মৃত হইয়াছে—ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাদ্ ধারণা মনসো ধৃতিঃ। অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধি র্ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ॥

ধীর—৬৬, ৬৮। প্রজ্ঞাবান্। মন্তব্য প্রকাশ। ধীরের লক্ষণ-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ। অবিজ্ঞাতগতি র্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥ কুমারসম্ভবে কালিদাস বলিয়াছেন—বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ। কথাটী স্মৃতি মূলক। কারণ, স্মৃতি বলিয়াছেন—'মনসো নির্ব্বিকারত্বং ধৈর্য্যং সৎস্বপি হেতুষু'।

ধ্যান—২৪৬-৭, ২৫২-৩, ৩০০। মন্তব্য-প্রকাশ। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্। (যোগদর্শন ৩।২)। ইহা ধ্যানের সাধারণ লক্ষণ। তদনুসারে দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের বার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—'ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং চিন্তা ধ্যানং প্রচক্ষতে'। আবার যাঁহারা বলেন—'অনাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানমিত্যভিধীয়তে', তাঁহারাও যোগদর্শনেরই অনুস্মরণ করিয়া থাকেন।

ধ্যান-শব্দের নিরুক্তি দেখাইয়া গরুড়পুরাণ বলিয়াছেন—"ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতু শ্চিন্তা তত্ত্বেন নিশ্চলা। এতদ্ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং দ্বিধা॥ সগুণং মন্ত্রভেদেন নির্গুণং কেবলং মতম্"। এই নির্গুণধ্যান সাধনার উচ্চভূমিকায় অভিপ্রেত। কোন কোন বেদান্তিসম্প্রদায় বলেন—'ব্রহ্মাত্মচিন্তা ধ্যানং স্যাৎ। তেজোবিন্দূপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"ব্রহ্মৈবা-স্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ। ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িকা"॥ মায়াবাদিবেদান্তী এই প্রকার ধ্যানের পক্ষপাতী। এইরূপ অভিপ্রায় উদ্ঘাটন করিয়া ভবানীপতিও বলিয়াছেন—"অরূপং তত্র যদ্ধ্যান মবাঙ্মানস-গোচরম্। অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্॥"

ধ্যানের উৎকর্ষ ব্যতীত যোগসিদ্ধি সম্ভবপর নহে বলিয়া প্রাচীন ঋষিরা বলিতেন—"আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্"॥ ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহারা শ্রবণাত্মক স্বাধ্যায় এবং মননাত্মক অনুমান শেষ করিয়া পশ্চাৎ নিদিধ্যাসনাত্মক ধ্যানের দ্বারা উৎকৃষ্ট যোগ অর্থাৎ ব্রহ্মযোগ লাভ করিতেন। ধ্যানের প্রশংসা করিয়া গোরক্ষপদ্ধতিকার বলিয়াছেন—অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। একস্য ধ্যানযোগস্য তুলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

ধ্যেয়—২৫৪। মন্তব্যপ্রকাশ। যাহার বিষয় ধ্যান করা যায় তাহাকে ধ্যেয় বলে। এই ধ্যেয় বস্তুতে মন অবিরতভাবে

সংলগ্ন থাকিলেই উহা ধ্যান বলিয়া অভিহিত হয়। সেইজন্ত উক্ত হইয়াছে—নিরন্তর শ্চিৎপ্রবাহো ধ্যেয়স্ত ধ্যানমীরিতম্।

ধ্রুবানুস্মৃতি—২৪৬, ২৫২। যাহাতে বিক্ষেপ নাই এরূপ স্থির এবং নিশ্চল অনুস্মরণের নাম ধ্রুবানুস্মৃতি।

ধ্রুবা স্মৃতি—২৫২। শ্রুতি বলিয়াছেন—আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ। অভিপ্রায় এই যে, আহারাদি সংযমের দ্বারা শুভবাসনার উদয় হয় এবং শুভবাসনার দ্বারা মন নির্ম্মল হইলে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু উহার ব্রাহ্মী স্থিতি অবশ্যম্ভাবিনী এবং চিরস্থায়িনী হয়। নির্ম্মলমনের এইরূপ নিয়ম স্বাভাবিক এবং স্বতঃসিদ্ধ। সেইজন্য যোগবাশিষ্ঠে স্মৃত হইয়াছে—মনো নির্ম্মলতাং যাতং শুভসন্তানবারিভিঃ। ব্রাহ্মীং স্থিতিমুপাদত্তে রাগং শুক্লপটো যথা॥ (স্থিতিপ্রকরণ ৩৫।৪২)।

ধ্বনি—৯০। মন্তব্যপ্রকাশ। শব্দের তিন প্রকার শক্তি দৃষ্ট হয়—বাচ্যার্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ। ব্যঙ্গো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যু স্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥ তন্মধ্যে এই শেষোক্ত ব্যঙ্গার্থের নামই ধ্বনি। ইহার সাহিত্যিক উদাহরণ, যেমন—"অত্রা শেতেঽত্রবৃদ্ধা পরিণতবয়সামগ্রণীরত্র তাতো নিঃশেষাগার-কর্ম্মশ্রমশিথিলতনুঃ কুম্ভদাসী তথাত্র। অস্মিন্ পাপাহমেকা কতিপয়দিবসপ্রোষিতপ্রাণনাথা পান্থায়েত্থং তরুণ্যা কথিত-মবসরব্যাহৃতিব্যাজপূর্ব্বম্॥ এ স্থলে কতকগুলি ব্যাপারের উল্লেখ দ্বারা প্রমদার আভিসারিক সম্ভোগে প্রতিবন্ধরাহিত্যেরই ধ্বনি হইতেছে। আবার দার্শনিক উদাহরণ, যেমন—যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ এ স্থলে জাগ্রন্নিশাদি শব্দের প্রয়োগ থাকিলেও তাত্ত্বিক বিষয়ে মুনির অবহিতত্ব এবং অতাত্ত্বিক বিষয়ে তাঁহার পরাঙ্মুখত্ব—এই দুইটী বিষয়েরই ধ্বনি হইতেছে। ধ্বনিসম্বন্ধে দণ্ডীর কাব্যাদর্শ, আনন্দ বর্দ্ধনের ধ্বন্যালোক, তদুপরি অভিনব গুপ্তাচার্য্যের ব্যাখ্যা,

মম্মট ভট্টের কাব্যপ্রকাশ, জগন্নাথ পণ্ডিতের চিত্রমীমাংসা এবং বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ধ্বনি ত্রিবিধ—অপ্রাণিসংভূত, প্রাণিসংভূত এবং উভয়সংভূত। তন্মধ্যে মেঘাদিধ্বনি অপ্রাণিসংভূত, কারণ উহা বুদ্ধিহেতুক নহে। প্রাণিসংভূত ধ্বনি দ্বিবিধ—স্বাভাবিক ও কাল্পনিক। তন্মধ্যে হাস্যরোদনাদি স্বাভাবিক ধ্বনি প্রাণিমাত্রের সাধারণ বলিতে হইবে। কিন্তু যাহাতে বর্ণবিবেক অনুভূত হয় তাহা কাল্পনিক ধ্বনি। আর যাহা জড়াজড় হইতে উদ্ভূত হয় তাহা উভয়-সংভূত ধ্বনির অন্তর্গত। যেমন—শঙ্খধ্বনি, মৃদঙ্গধ্বনি ইত্যাদি।

ন্যায়শাস্ত্র অপ্রাণিসম্ভূত শব্দকে ধ্বনি এবং প্রাণিসম্ভূত কণ্ঠাদিজন্য ককারাদি শব্দকে বর্ণ বলিয়াছেন। সেই জন্য ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদি-ভবো ধ্বনিঃ। কণ্ঠাদিযোগজন্মানো বর্ণাস্তাঃ কাদয়ো মতাঃ॥ গ্রন্থকার 'কণ্ঠাদি' বলিয়াছেন, কারণ পাণিনীয় শিক্ষাশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানা মুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ॥ (১৩)।

সাংখ্যনয়ে উভয়সম্ভূত শব্দকে ধ্বনি বলিয়া তাহার অবান্তর স্বীকৃত হইয়াছে। সেইজন্য ৩।১৭ যোগবার্ত্তিকে উক্ত হইয়াছে "ধ্বনি র্নাম বাগিন্দ্রিয়শঙ্খাদিবভিহতস্তোদানবায়োঃ পরিণাম-ভেদঃ, যেন পরিণামেনোদানবায়ু র্বক্তৃদেহাদুত্থায় শব্দধারাং জনয়ন্ শ্রোতৃশ্রোত্রং প্রাপ্নোতি; তস্য ধ্বনেঃ পরিণামভূতং বর্ণাবর্ণসাধারণং নাদাখ্যং শব্দসামান্যমেব শ্রোত্রস্য বিষয়ো ন তু ধ্বন্যপরিণামভূতং বাচকং পদমিত্যর্থঃ"।

বেদান্তদর্শনের ১।৩।২৮ সূত্রের শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রাণিসম্ভূত বর্ণাত্মক শব্দকে ধ্বনিরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"কঃ পুনরয়ং ধ্বনি র্নাম? যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথ মবতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ

মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষাসঞ্জয়ত্যি"। অর্থাৎ, যাহা দূরস্থ শ্রোতৃকর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াও বর্ণসম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান উৎপাদন করায় না, কিন্তু যাহা নিকটস্থ শ্রোতৃকর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ণজ্ঞান উৎপাদনপূর্ব্বক তাহার সম্বন্ধে কটুত্বতীব্রত্বাদি দোষ অনুভব করায়, তাহার নাম ধ্বনি।

শারদাতিলকে লক্ষণাচার্য্য ধ্বনির উৎপত্তিপ্রকার সম্বন্ধে বলিয়াছেন—সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ। শক্তিং ততো ধ্বনি স্তস্মান্নাদ স্তস্মান্নিরোধিকা॥ ততোঽর্দ্ধেন্দুস্ততো বিন্দু স্তস্মাদাসীৎ পরা ততঃ। পশ্যন্তী মধ্যমা বাচাং বৈখরী জ্ঞানজন্মভূঃ॥

বৈয়াকরণেরা আবার ধ্বনিকে স্ফোট বলেন, কারণ ফণিভাষ্যে স্মৃত হইযাছে—'ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে। ব্যাকরণ মতে ধ্বনি দ্বিবিধ—প্রাকৃত ও বৈকৃত। সেই জন্য বাক্যপদীয়গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনি বিষ্যতে। স্থিতিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে॥ কোণ্ডভট্ট বলেন স্ফোট দ্বিবিধ—ব্যক্তি-স্ফোট এবং জাতি-স্ফোট। ব্যক্তি স্ফোট পাঁচ প্রকার—বর্ণ-স্ফোট, পদ-স্ফোট, বাক্য-স্ফোট, অখণ্ডপদ-স্ফোট ও অখণ্ডবাক্য-স্ফোট। জাতি-স্ফোট তিন প্রকার—বর্ণ-জাতি-স্ফোট, পদ-জাতি স্ফোট ও বাক্য-জাতি-স্ফোট। বৈয়াকরণভূষণসারে ইহার কতক কতক বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, প্রদীপ, উদ্দ্যোত, মঞ্জুষা, শব্দকৌস্তুভ, স্ফোটচন্দ্রিকা এবং স্ফোটসিদ্ধিন্যায়বিচারাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। 'শব্দ'শব্দ ও 'স্ফোট' শব্দও দেখুন।

নঞর্থ—১০৬-৭। মন্তব্যপ্রকাশ। নিষেধাত্মক 'ন'শব্দের ছয়টী অর্থ—তৎসাদৃশ্য মভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ তৎসাদৃশ্য, যেমন—অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সদৃশ নহে। (পূর্ব্বে অব্রাহ্মণ শব্দ

দ্রষ্টব্য)। অভাব, যেমন—অনাকার অর্থাৎ আকারের অভাব। তদন্যত্ব, যেমন—অপট অর্থাৎ পট ব্যতীত অন্য বস্তু। তদল্পতা যেমন—অনুদরী কন্যা অর্থাৎ যে কন্যার উদর অল্প। অপ্রাশস্ত্য যেমন—অকেশী অর্থাৎ যাহার কেশ দীর্ঘ নহে। বিরোধ যেমন—অসুর অর্থাৎ সুরের বিরোধী।

নঞ্ আবার পর্য্যুদাস এবং প্রসজ্যপ্রতিষেধ ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। পূর্ব্বমীমাংসার কলঞ্জভক্ষণাভক্ষণ ন্যায়াদি হইতে বার্ত্তিককার নির্ণয় করিয়াছেন—"প্রাধান্যং তু বিধের্যত্র প্রতিষেধে-ঽপ্রধানতা। পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্"। অর্থাৎ যেস্থলে বিধির প্রাধান্য ও প্রতিষেধের অপ্রাধান্য বুঝাইয়া থাকে এবং সমাসান্তপদে 'নঞ্'প্রয়োগের অভাব থাকে, তাহাকে পর্য্যুদাস নঞ্ বলে। যেমন—রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত, অর্থাৎ রাত্রে শ্রাদ্ধ করিবে না। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে রাত্রি ভিন্ন অন্যসময়ে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতে পারে। কারণ, বিধ্যর্থবাচক লিঙন্ত 'কুর্ব্বীত' শব্দের দ্বারা বিধিরই প্রাধান্য হইয়াছে। বিধ্যর্থবাচক লিঙন্তপদের সহিত নঞ্এর সম্বন্ধ না হওয়ায় এ স্থলে নিষেধের অপ্রাধান্যও ঘটিয়াছে।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ সম্বন্ধেও বার্ত্তিককার বলিয়াছেন—"অপ্রাধান্যং বিধে র্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা। প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্"॥ অর্থাৎ যে স্থলে বিধির অপ্রাধান্য ও নিষেধের প্রাধান্য অভিপ্রেত হয় এবং নঞর্থের সম্বন্ধ ক্রিয়াতে আসিয়া পড়ে, তখন উহাকে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলে। যেমন—"নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি" অর্থাৎ অতিরাত্রনামক যজ্ঞে ষোড়শী গ্রহণ করিবে না *। এস্থলে নিষেধার্থক

---

* অতিরাত্র জ্যোতিষ্টোমেরই একটী রাত্রিসাধ্য সংস্থাবিশেষ। ইহাতে তিনটী পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হইত। প্রত্যেক পর্য্যায়ে হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী এবং অচ্ছাবাক—এই সকল ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে সোমপূর্ণ পাত্র

'ন' শব্দ নঞর্থ 'গৃহ্নাতি'র সহিত অন্বিত হইয়াছে বলিয়া বিধির প্রতিষেধেরই প্রাধান্ত বুঝিতে হইবে। আর ষোড়শি-গ্রহণ ক্রিয়াস্তরে বিহিত হইলেও অতিরাত্রযজ্ঞে উহা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ঐ বিধির অপ্রাধান্যই সূচিত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণবশতঃ উক্ত নঞ্‌কে প্রসজ্যপ্রতিষেধ বলিতে হইবে।

নঞ্‌ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৬।২।১৯-২০ জৈমিনি সূত্রের শাবর ভাষ্য, কুমারিল ভট্টের মীমাংসা বার্ত্তিক, পার্থসারথি মিশ্রের শাস্ত্রদীপিকা, শিরোমণির নঞর্থবাদ, গদাধরের নঞর্থবাদটীকা ও জগন্নাথের নঞ্‌বাদ-বিবেকাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

নপ্তা—৪২। নপ্তৃ শব্দ। মন্তব্যপ্রকাশ। নপ্তা অর্থাৎ নাতি বা পৌত্র। দৌহিত্রকেও নপ্তা বলে, কারণ মনু বলিয়াছেন—দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ।

নমঃ—৫০, ৩১৬, ৩১৭। স্বাপকর্ষবোধের অথবা স্বত্বাদিধ্বংসের অনুকূল স্বীয়ব্যাপারবিশেষ। মন্তব্যপ্রকাশ। ওঁ, স্বাহা, স্বধা, বষট্ ও নমঃ এই পাঁচটী ব্রহ্মেরই নামান্তর। সাধারণতঃ ইহা স্বাপকর্ষ-বোধক হইলেও বৈদান্তিকেরা বলেন যে কায়মনোবাক্যে আত্মস্বরূপের সহিত দেবতার ঐক্যচিন্তনই 'নমঃ'-শব্দের যথার্থ উদ্দেশ্য। ভট্টভাস্করের রুদ্রাধ্যায়ভাষ্যেও দেখা যায়—ওঁ স্বাহা স্বধাবষণ্নম ইতি পঞ্চ ব্রহ্মণো নামানি।

পরিক্রমণ করিত। পাত্রপরিক্রমণ শেষ হইলে একটী শস্ত্র ও একটী যাজ্যা পঠিত হইবার পর সোমের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করা হইত। এসম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ পঞ্চিকার ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ষোড়শী গ্রহণ করিবে না অর্থাৎ ষোলটী স্তোত্র গান করিবে না। 'অভিপ্র গোপতিং গিরা' (৮। ৬৯। ৪) ইত্যাদি গৌরিবীত দৃষ্ট মন্ত্র হইতে যে সাম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা এবং ঐ জাতীয় আরও পনেরটী সাম ষোড়শী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের চতুর্থপঞ্চিকার ষোড়শ অধ্যায় এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক দ্রষ্টব্য।

বাঙ্‌মনঃকায়ৈ রারাধ্যাধীনাত্মত্বসম্পাদনং ব্রহ্মত্বাপরনামধেয়ং নমঃশব্দার্থঃ ॥

দেবতা, ব্রাহ্মণ বা গুরুকে নমস্কার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ বলিয়াছেন—দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্ যস্তু সম্ভ্রমাৎ। স কালসূত্রং ব্রজতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

সকল অবস্থায় নমস্কার করা বা আশীর্ব্বাদ করা বিধেয় নহে। সেই জন্য কর্ম্মলোচনে পদ্মপুরাণের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—পুষ্পহস্তো বারিহস্ত তৈলাভ্যঙ্গো জলেস্থিতঃ। আশীঃকর্ত্তা নমস্কর্ত্তা উভয়ো নরকং ভবেৎ॥ রাত্রিকালেও নমস্কার করা কর্ত্তব্য নহে। সেই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—রাত্রৌ নৈব নমস্কুর্য্যাৎ তেনাশীরভিচারিকা। অতঃ প্রাতঃপদং দত্ত্বা প্রযোক্তব্যো চ তে উভে॥

নমস্কার করিলে ব্রাহ্মণ কাহাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাহাও শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ভগবতী স্মৃতির আদেশ এইরূপ—স্বস্তীতি ব্রাহ্মণে ব্রূয়াদায়ুষ্মানিতি রাজনি। বর্দ্ধতামিতি বৈশ্যেষু শূদ্রে ত্বারোগ্যমেব চ॥

নাগার্জ্জুন—৩৮৯। রাহুলভদ্রের শিষ্য এবং মাধ্যমিক সূত্রপ্রণেতা। কণিষ্করাজার রাজত্বকালে ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করেন। নাগার্জ্জুনমতাবলম্বিবৌদ্ধ মহাযাননামে অভিহিত। খ্রীষ্ট-শতাব্দীর পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরেই ইনি বিদর্ভনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। মন্তব্যপ্রকাশ। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যগণ তদুপদিষ্ট মতগুলি রক্ষা করিবার জন্য একটী সঙ্গীতি বা ধর্ম্মসম্মিলন আহ্বান পূর্ব্বক সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম্ম সম্বলিত একখানি ত্রিপিটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল শিষ্যগণ গুরুর শিক্ষাভেদপ্রযুক্ত অথবা তাঁহাদের বুদ্ধিভেদপ্রযুক্ত তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন—সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, বিজ্ঞানাস্তিত্ব-বাদী এবং শূন্যবাদী। বেদান্তের ২।২।১৮ সূত্রের শারীরক

ভাষ্যে ইহাদের মতামত সমালোচিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও জাতিভেদাদি নাই বলিয়া অনায়াসে উহার প্রচার আরব্ধ হইলে বাৎস্যায়নাদিভাষ্যে শাশ্বতবাদী (হিন্দুগণ) বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ছিলেন। ইহারা যতবার বৌদ্ধধর্ম্মের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন, ততবার সংস্কারের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ সংশোধন হেতু বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তঃসার শূন্য হইয়া দুর্ব্বল হইতেছিল। কিছুকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে কণিষ্ক রাজার রাজত্বকালে বসু মিত্রের কর্ত্তৃত্বাধীনে রাহুলভদ্রের শিষ্য প্রবল প্রতিভাশালী পণ্ডিতকুলধুরন্ধর নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব ভাষ্যাদিদ্বারা অভিধর্ম্মকে দর্শনাকারে পরিণত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে যে কৃত্রিম ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার উৎসাদন করিয়া অকৃত্রিম সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শবর স্বামী, গৌড়পাদ আচার্য্য, ভর্ত্তৃহরি, উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজ, কুমারিল ভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য (মণ্ডন মিশ্র), সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, ভারতী তীর্থ মুনি, এবং বিদ্যারণ্য স্বামী প্রভৃতি মনীষিগণের আবির্ভাব হইয়াছিল। নাগার্জ্জুনের প্রচেষ্টায় সর্ব্বাস্তিত্ববাদ হইতে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ হইতে যোগাচার, এবং শূন্যবাদ হইতে মাধ্যমিক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল। এই সময় হইতেই সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় হীনযাননামে এবং যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় মহাযাননামে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

কেহ কেহ নাগার্জ্জুনকে তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলেন এবং নাগার্জ্জুন-তন্ত্রনামে একখানি তন্ত্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নামরূপ—৫৬, ৯৫-৬, ৯৯। মন্তব্য-প্রকাশ। নাম অর্থাৎ শব্দসঙ্কেত এবং রূপ অর্থাৎ আকার। এই দুইটী পরিত্যক্ত না হইলে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান কখনই হইতে পারে না। যতক্ষণ

আপেক্ষিক জ্ঞান থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান সম্ভবপর নহে বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণ নামরূপ ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন। "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্"॥—এই পরমাশ্রুতির হৃদ্‌গত আশয় দেখিয়াই অদ্বৈতবাদে আপেক্ষিক জ্ঞানের ত্যাগ পরামৃষ্ট হইয়াছে।

নারদপঞ্চরাত্র—৯৯, ২৫৮। নারদপ্রণীত তন্ত্রবিশেষ। মন্তব্য-প্রকাশ। ইহা বৈষ্ণবগণের একখানি প্রধান ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে পাঁচটী বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে—(১) অভিগমন, (২) উপাদান, (৩) ইজ্যা, (৪) স্বাধ্যায, (৫) যোগ। পাঞ্চরাত্রিকের মতে মন্দিরাদি পরিষ্কার করার নাম অভিগমন, পুষ্পাদিচয়নের নাম উপাদান, পূজা ও হোমাদির নাম ইজ্যা, মন্ত্রের অর্থাদি চিন্তা করিয়া জপ করার নাম স্বাধ্যায়, এবং বেদাদিমোক্ষশাস্ত্রাভ্যাসের নাম যোগ।

নাস্তিক্য—৩০৮। মন্তব্য-প্রকাশ। কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেই যে নাস্তিক হয় তাহা নহে, কারণ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার না করিলে তাহাকেও নাস্তিক বলে। কেহ কেহ সাংখ্য ও পূর্ব্বমীমাংসার উদাহরণ দেখাইয়া বলেন যে, সাক্ষাদ্‌ভাবে ঈশ্বরকে স্বীকার না করিয়া কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া উভয়দর্শনই আস্তিক্যদর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু একথাও ঠিক্ নহে। কারণ বেদ ঐশোদ্ভব বলিয়া তদ্‌গত জ্ঞান কখন ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র হইতে পারে না। আর সাংখ্যকেও যে নিরীশ্বরবাদ বলা যায় না, তাহা বিজ্ঞানভিক্ষু বিশদরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও সাংখ্যের গভীর উদ্দেশ্য সাধনা ব্যতীত সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধ হয় না এবং উহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। পূর্ব্বমীমাংসাতেও যে ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত নহেন, তাহা পদ্মপুরাণের ও পরাশরকৃত উপপুরাণের এই বচনটী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়—জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন

কশ্চন। শ্রুত্যা বেদার্থবিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥ ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করা যদি পূর্ব্বমীমাংসার হৃদ্গত অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে জৈমিনি কখন পরেশনিষ্ঠ বেদব্যাসের ন্যায় শ্রুতিপারগ বলিয়া স্বীকৃত হইতেন না। কেবল প্রাচীনকালে কেন, তাহার পরেও যে মীমাংসকগণের নিকট ঈশ্বর প্রত্যাখ্যাত হন নাই, তাহা ভট্টপাদপ্রণীত শ্লোক-বার্ত্তিকের এই শ্লোকটী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়—"ইত্যাহ নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণু রাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা। দৃঢ়ত্ব মেতদ্বিষয়স্তু বোধঃ প্রযাতি বেদান্তনিষেবণেন"॥

বার্হস্পত্যসূত্রপ্রণেতা বা চার্ব্বাক বেদ ও বেদের স্বরূপ পরমেশ্বরকে স্বীকার না করায় তদ্গত দর্শন নাস্তিক্যবাদ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। এই দর্শন দুই ভাগে বিভক্ত—দেহাত্মবাদ ও দৈহিক পরিণামবাদ। পঞ্চভূতাত্মক দেহই আত্মা এবং দেহব্যতিরিক্ত আত্মা বলিয়া অন্য কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই—এরূপ সিদ্ধান্তকে দেহাত্মবাদ বলে। আর দেহে যে চৈতন্যসংযোগ আছে, তাহাই আত্মা; কিন্তু ঐ চৈতন্য দেহেরই ধর্ম্মবিশেষ, সুতরাং দেহের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার বিনাশ হয়—এইরূপ সিদ্ধান্তকে দৈহিক পরিণামবাদ বলে। পূর্ব্বজগতের বা পশ্চিমজগতের মনআত্মাবাদও চার্ব্বাকদর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই জন্য বেদান্তসারে অভিহিত হইয়াছে"—ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ 'অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়' ইত্যাদি শ্রুতে মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাদহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি"। ইন্দ্রিয়াত্মবাদ বা প্রাণাত্মবাদও যে এই জাতীয় দর্শনবিশেষ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ষড়্দর্শনের সহিত চার্ব্বাকদর্শনবিশেষের যে সম্বন্ধ, বৌদ্ধ-দর্শনের সহিত তাহাদের আরও দূরতর সম্বন্ধ—এরূপ বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। ইহকালে ও পরকালে

উভয়কালেই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় ষড়্‌দর্শনকে শাশ্বতবাদ বলা হয়। ষড়্‌দর্শনকে শাশ্বতবাদ বলিলে চার্ব্বাক দর্শনকে উচ্ছেদবাদ বলিতে হইবে। কারণ চার্ব্বাকদর্শনে আত্মার ঐহিক সত্তা স্বীকৃত হইলেও তাহার পারত্রিক সত্তার উচ্ছেদ হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনের মর্ম্মে আত্মার কোন সত্তা স্বীকৃত না হওয়ায়, শাশ্বতবাদের সহিত উহার সম্বন্ধ উচ্ছেদবাদের অপেক্ষা যে দূরতর তাহা কোন-মতে অস্বীকার করা যায় না। নামরূপের আলোচনাতেই যে বৌদ্ধদর্শন পরিসমাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শনে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহা শাক্য বুদ্ধের চারিটী আর্য্যসত্য ও বারটী প্রতীত্যসমুৎপাদ বা নিদানবর্গ পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত হওয়ায় এবং ইহকালেও আত্মার অস্তিত্ব নিরাকৃত হওয়ায় বৌদ্ধদর্শনকে নাস্তিক্যদর্শনের মধ্যেই গণনা করিতে হইবে।

আর্য্যসত্য ও নিদানবর্গ উপাদিষ্ট হইবার পর গুরুর শিক্ষা-ভেদপ্রযুক্ত বা শিষ্যদিগের বুদ্ধিভেদপ্রযুক্ত বৌদ্ধদর্শন তিন ভাগে বিভক্ত—সর্ব্বাস্তিত্ববাদ, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ ও শূন্যবাদ। পরে আবার সর্ব্বাস্তিত্ববাদ হইতে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক, বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদ হইতে যোগাচার, এবং শূন্যবাদ হইতে মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের উদয় হয়। এখনকার হীনযান বৌদ্ধেরা সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় হইতে এবং মহাযান বৌদ্ধেরা যোগাচার ও মাধ্যমিক সম্প্রদায় হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন। শাশ্বতবাদিগণের নিকট ইহারা সকলেই নাস্তিক বলিয়া গণ্য।

হিন্দুশাস্ত্র বুদ্ধকে দশ অবতারের একটী অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহার মতখণ্ডনে কুণ্ঠিত হন নাই। বুদ্ধ একজন অবতার। কারণ পুরাণ বলেন যে, যুগধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিবার প্রয়োজনে ভগবান্ বুদ্ধরূপে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান নিবারণ করিয়া কলির মনুষ্যগণকে হীনবীর্য্য করিতে আসিয়া-

ছিলেন। সেইজন্য হিন্দুশাস্ত্র বুদ্ধদেবকে ভক্তিসম্মান করিলেও যে মোহিনীশক্তির দ্বারা তিনি যুগধর্ম্মে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নিঃশ্রেয়সপক্ষে উপযোগিনী নহে বলিয়াই তাঁহার মতদূষণে বা মতখণ্ডনে কোন শাশ্বতবাদী পশ্চাৎপদ হন নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "নাভাব উপলব্ধেঃ" ইত্যাদিসূত্রের শারীরকভাষ্যে শাস্ত্রাশয় অনুসরণ পূর্ব্বক বুদ্ধদেবের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইয়া তাঁহার বিজ্ঞানৈকস্কন্ধপ্রভৃতি মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

বুদ্ধদেব আমাদের নিকটেও সমধিক ভক্তিভাজন। কারণ আমরা তাঁহার নিকট যে কতদূর ঋণী এবং আমরা তাঁহার জন্য যে কতদূর ধন্য, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। আজ আমরা যে ভাবে অদ্বৈতসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবই কি তাহার সুদূর কারণ নহে? পূর্ব্বে ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞান কেবল ঋষিদেরই উপাস্তিরহস্য ছিল, আমাদের ন্যায় সাধারণ জীবের নিকট উহার কিছুমাত্র আভাস বিদিত ছিল না। এমন কি ধৃতরাষ্ট্র বা অর্জ্জুনও উহার ধারণা করিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেব যদি না আসিতেন, তাহা হইলে গৌড়পাদ আচার্য্য কি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাদিগকে অদ্বৈতপ্রাপ্তির পথ দেখাইতেন? গোলোকপতি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ না হইলে কৈলাসপতি কি শঙ্কররূপে আসিয়া আমাদিগের ন্যায় সাধারণ জীবকে অদ্বৈততত্ত্বের আভাস দিতেন?

নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণু—৩০৮। যিনি নাস্তিক্যবাদের নিরাকরণ বা প্রত্যাদেশ করিতে ইচ্ছুক।

নিঃসত্ত্বাসত্ত্ব প্রধান—৪৩। মন্তব্যপ্রকাশ। প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি। প্রধানের সত্তা আছে একপ বলা যায় না, কারণ ঐ অবস্থাবিশেষ মনআদি ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে। আবার প্রধানের সত্তা বা সত্ত্ব নাই—একরূপও বলা যায় না, কারণ উহা হইতেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই দুইটী দৃষ্টি

অবলম্বন করিয়া প্রধানকে নিঃসত্তাসত্ত্ব বলা হয়। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ'—এই তত্ত্বই শাশ্বতবাদের মর্ম্মস্থান। উহা অস্বীকার করিলেই বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ আসিয়া পড়িবে।

যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে প্রধানকে নিঃসত্তাসত্ত্ব, নিঃসদসৎ, নিরসৎ, অব্যক্ত ও অলিঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারণ ঋগ্বেদের নাসদাসীয় সূক্তে আম্নাত হইয়াছে—নাসদাসীন্নসদাসীত্তদানীম্। তদনুসারে ভগবান্ মনুও ঐ বিশ্বজননী শক্তির অবস্থা বর্ণন করিবার জন্য বলিয়াছেন—অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।

অদ্বৈতবাদীরা এই প্রধানকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে মায়া-শব্দের দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্য বার্ষগণ্যও বলিয়াছেন—গুণানাং পরমরূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্। যদিও সাংখ্যোক্ত মায়ার সহিত অদ্বৈতবাদীর মায়ার কতক কতক অবান্তর ভেদ আছে, তথাপি তাহাদের স্বরূপাংশে বিশেষ কোন পার্থক্য উপলব্ধ নহে। ইহা কেবল আমাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নহে, কারণ শ্বেতাশ্বতরেও আম্নাত হইয়াছে—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্। সপ্তশতীতেও স্মৃত হইয়াছে—বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। শাস্ত্রানুশাসনের এইরূপ ধারা দেখিয়া গীতায় ভগবান্ও বলিয়াছেন—দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। আচার্য্য শিরোমণি বাদরায়ণ সাংখ্যাচার্য্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, যদি আমাদের মায়া তোমাদের প্রধান হন, তাহা হইলে তাৎপর্য্যাংশে সাংখ্যের সহিত বেদান্তের কোন বিরোধ নাই। সেই জন্য আচার্য্য গৌড়পাদ উত্তরগীতার ভাষ্যে উভয়দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া মায়ার পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন—তচ্চ ন সৎ, নাসৎ নাপি সদসৎ, ন ভিন্নং নাভিন্নং নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ, ন নিরবয়বং ন সাবয়বং নোভয়ম্, কেবলব্রহ্মাত্মৈকত্ব

আনাপনোদায়ম্‌* বলাই বাহুল্য যে, ঋগ্বেদের নাসদাসীয় সূক্ত হইতে এই সমস্ত মতবাদ অঙ্কুরিত হইয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে।

নিগদব্যাখ্যান—২৬৯। অর্থাৎ পূর্ব্বব্যাখ্যান। মন্তব্যপ্রকাশ। উক্ত হইয়াছে—নিগদস্তু জনৈর্বেদ্যঃ। নিগদেন সর্ব্বজনবেদ্যশব্দেন ব্যাখ্যানং স্পষ্টার্থ ইতিযাবৎ"।

নিগম—৩, ৪০৫, ৪০৮। মন্তব্যপ্রকাশ। লীলামাধুর্য্য সংবর্দ্ধন করিবার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের যে অংশে ভগবান্ প্রশ্নকর্ত্তা এবং ভগবতী উত্তরদাত্রী হইয়াছেন, তাঁহার নাম নিগম। আম্নাত হইয়াছে—নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ। মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগম স্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

নিত্যকর্ম্ম—২২। দৈনন্দিন ব্যাপার। মন্তব্যপ্রকাশ। উক্ত হইয়াছে—বর্ণাশ্রমসমাচারাঃ শৌচস্নানাদয়শ্চ যে। আবশ্যকা স্তে নিত্যাঃ স্যুরকৃত্বা প্রত্যবৈতি যান্। নিত্যকর্ম্মের বিশেষ বিবরণ আহ্নিকতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।

নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক—১২, ২৫, ৮৬, ১০৫-৬। বিশ্ববৈরূপ্যের নিত্য বস্তু কি আর অনিত্য বস্তুই বা কি—তাহার বিচার। মন্তব্যপ্রকাশ। অহংজ্ঞানকে সর্ব্বথা ব্রহ্মাবগাহী করিতে হইলে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকের বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমেই ইহার উল্লেখ হইয়াছে। বেদান্তসারও বলিয়াছেন যে প্রথমেই যাহাতে নিত্যানিত্য-বস্তুর বিবেক জন্মায়, তাহার একান্ত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহামুত্রফলভোগবিরাগের পূর্ব্বেই নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেকের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার স্বতন্ত্রতার পরিচয় নহে,কারণ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকই বৈরাগ্যের হেতু। মুণ্ডকোপনিষৎ সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশ দিয়াছেন—পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং

ব্রহ্মনির্ণয়ম্ ॥ মন্ত্রটীর তাৎপর্য্য এই যে, বিশ্ববৈরূপ্যের অযথাভাব সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ আলোচনা করিয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে ইত্যাদি। অতএব এই জাতীয় পরমাশ্রুতির আদেশেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেককে বৈরাগ্যের পূর্ব্ববৃত্ত করিয়াছেন। তবে যে রামানুজ আচার্য্য শমাদিযোগসম্পত্তির পূর্ব্বে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের উল্লেখ করিয়া উহার পরে বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় পরবৈরাগ্যকে লক্ষ্য করিযাই ঐরূপ বলিয়া থাকিবেন। প্রকৃতপক্ষেও অপরবৈরাগ্য যেমন শমদমাদি-যোগসম্পত্তির হেতু, যোগসম্পত্তিও যে সেইরূপ বৈরাগ্যের হেতু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের লক্ষণ দেখাইয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ। সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ ॥

বিবেক অর্থাৎ বিচার। অপরোক্ষানুভূতিগ্রন্থে আচার্য্য বিবেক সম্বন্ধে বলিয়াছেন—নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্‌বিপরীতগম্। এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যগ্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ ॥ আত্মার নিত্যত্বসম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের উত্তরভাগে আম্নাত হইয়াছে—অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা ॥ অবিনাশী অর্থাৎ যাহার উচ্ছেদ নাই।

নিদিধ্যাসন—৪, ১২, ৫০০, ৩৫৬, ৫৫৭, ৩৬১-২, ৩৮১। বিজাতীয় প্রত্যয়ের তিরস্কার করিয়া সজাতীয়প্রত্যয়ের প্রবাহীকরণ। মন্তব্য-প্রকাশ। বেদান্তমতে শ্রুতিবিহিত ধ্যানপ্রবাহের নাম নিদিধ্যাসন। বিদ্যারণ্য মুনি পঞ্চদশীতে বলিয়াছেন—তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ। একতানত্ব-মেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ অর্থাৎ শ্রবণমননের দ্বারা বিচিকিৎসা অপনয়ন করিবার পর কোন নিশ্চিতার্থে অবিরল চিন্তা করার নাম নিদিধ্যাসন।

নিদিধ্যাসন সবিকল্পক ও নির্ব্বিকল্পকভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে যতক্ষণ জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের বিভাগ থাকে, ততক্ষণ উহাকে সবিকল্পক বলে এবং যখন ঐরূপ বিভাগের উল্লেখ থাকে না তখন উহাকে নির্ব্বিকল্পক বলে। এই নির্ব্বিকল্পক সমাধিতেই ব্রহ্মতত্ত্ব অধিগত হয়। এ সম্বন্ধে আচার্য্য বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন—জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্য-মনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্। কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্ বুধাঃ॥ নির্ব্বিকল্প জ্ঞানে পরতত্ত্ব অধিগত হয় বলিয়া তিনি ঐ গ্রন্থে পুনরায় উহার প্রশংসার ছলে বলিয়াছেন—শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যাদ্ মননং মননাদপি। নিদিধ্যাসং লক্ষগুণ মনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্॥ প্রকৃতপক্ষেও শ্রবণ বা মনন আয়ত্ত হইলে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, কিন্তু নিদিধ্যাসন ব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্ব কোনমতে অধিগত হয় না। সেই জন্য বৃহদারণ্যকে আম্নাত হইয়াছে—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

নিন্দাসমুচ্চিচীষা—৭২॥ দোষসমূহ সংগ্রহ করিয়া বলিবার ইচ্ছা।

নিমিত—১১৭-৮। আত্রে ফলার্থে নিমিতে…ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যপ্রকাশ দ্রষ্টব্য।

নিমিত্তকারণ—১০২। মন্তব্যপ্রকাশ। ন্যায়দৃষ্টি অবলম্বন করিলে বলিতে হইবে—যাহা সমবায়িকারণ নহে এবং যাহা অসমবায়িকারণও নহে, তাহাই নিমিত্তকারণ। (২৯ পৃষ্ঠায় কারণ-শব্দ দেখুন)।

বেদান্তদৃষ্টি অবলম্বন করিলে বলিতে হইবে—যাহা উপাদান কারণ নহে, তাহাই নিমিত্ত কারণ। যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য।

নিয়ম—৩০০। মন্তব্যপ্রকাশ। অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় অঙ্গের নাম নিয়ম। যোগদর্শন বলিয়াছেন—শৌচসন্তোষতপঃ-

স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মঃ। যোগভাষ্য বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে শৌচকে দুইভাগ করিয়াছেন। মৃজ্জলাদির দ্বারা বা পবিত্রভোজনের দ্বারা বাহ্যশৌচ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু চিত্তমলের প্রক্ষালন ব্যতীত আভ্যন্তর শৌচ সাধিত হইতে পারে না। জাবালদর্শনোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—স্বদেহমলনির্মোক্ষো মৃজ্জলাভ্যাং মহামুনে। যচ্ছৌচং ভবেদ্ বাহ্যং মানসং মননং বিদুঃ॥ অহং শুদ্ধ ইতি জ্ঞানং শৌচমাহুর্মনীষিণঃ। এই মননাদিরূপ আভ্যন্তর শৌচকে জ্ঞানশৌচ বলিয়া শ্রুতি উপদেশ দিয়াছেন—জ্ঞানশৌচং পরিত্যজ্য বাহ্যে যো রমতে নরঃ। স মূঢ়ঃ কাঞ্চনং ত্যক্ত্বা লোষ্ট্রং গৃহ্ণাতি সুব্রত॥ শ্রুতির এইরূপ অভিপ্রায় দেখিয়াই যোগভাষ্যকার বাহ্যাভ্যন্তর ভেদে শৌচকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

সন্নিহিত সাধন অপেক্ষা অধিকসাধন লাভ করার অনিচ্ছাকে সন্তোষ বলে। ইহাই যোগভাষ্যের উপদেশ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং প্রীতি র্যা জায়তে নৃণাম্। তৎসন্তোষং বিদুঃ প্রাজ্ঞাঃ পরিজ্ঞানৈকতৎপরাঃ॥ সম্ভবতঃ এই জাতীয় শ্রৌতনির্ব্বাচনহেতু যোগভাষ্য সন্তোষের ঐরূপ লক্ষণা নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবেন।

যোগভাষ্য বলিয়াছেন—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তপ। সুতরাং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ বা কৃচ্ছ্রসান্তপন তপোমধ্যেই গণ্য। জাবালদর্শনোপনিষৎ ও যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—বেদোক্তেন প্রকারেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ। শরীরশোষণং যত্তপ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

যোগভাষ্যের মতে মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন বা প্রণবজপ স্বাধ্যায় নামে প্রসিদ্ধ। "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিহেতু মহাযোগিগণ বলিতেন—'স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ। স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে'॥ এই কারণে যোগভাষ্য মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়নকে এবং ইষ্ট মন্ত্রের

জপকে স্বাধ্যায় বলিয়াছেন। ইষ্টমন্ত্রের অভ্যাসকে যেমন জপ বলে, সেইরূপ শাস্ত্র পাঠের প্রবৃত্তিকেও জপ বলা হয়। জাবালদর্শনোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—"গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি তত্র সম্বন্ধবর্জ্জিতঃ। বেদোক্তেনৈব মার্গেণ মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ॥ কল্পসূত্রে তথা বেদে ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণকে। ইতিহাসে চ বৃত্তি র্যা স জপঃ প্রোচ্যতে ময়া"॥ অতএব স্বাধ্যায়সম্বন্ধে যোগভাষ্যের ব্যাখ্যা যে শ্রুতিমূলক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বরে সকল কর্ম্মের অর্পণকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে। পরমর্ষিরা বলিতেন—শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমানঃ স্যান্নিত্যমুক্তোঽমৃতভোগভাগী॥ এইজাতীয় প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া যোগভাষ্য ঈশ্বরপ্রণিধানের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যোগশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থে বলিয়াছেন—'নিয়মঃ শৌচসন্তোষতপঃপাঠেশ্বরার্পণম্'। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রে পাঁচটীর পরিবর্ত্তে দশটী ব্যাপার নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—দানমিজ্যা তপো ধ্যানং স্বধ্যায়োপস্থনিগ্রহৌ। ব্রতোপবাসৌ মৌনং চ স্নানং চ নিয়মা দশ॥

শারদাতন্ত্রে তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও হোম—এই দশটী 'নিয়ম' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। তন্ত্রসারে ইহার এইরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে—"তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণং চৈব হ্রী র্মতিশ্চ জপো হুতম্॥ দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ"। শ্রুতিও বলিয়াছেন—তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনম্ ইত্যাদি। তপঃ ও সন্তোষ পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আস্তিক্যসম্বন্ধে শ্রুতি বলেন—শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ বিশ্বাসো যত্তদাস্তিক্যমুচ্যতে। দানসম্বন্ধে আম্নাত হইয়াছে—ন্যায়ার্জ্জিতধনং শ্রান্তে শ্রদ্ধয়া বৈদিকে জনে।

অশ্রদ্ধা যৎ প্রদীয়স্তে তদ্দানং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ এই জাতী শ্রৌতনির্ব্বচন অবলম্বন করিয়া দেবলাদি স্মৃতিকা বলিয়াছেন—"দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধা দেয়ং চ ধর্ম্মযুক্" 'দেয়ং চ ধর্ম্মযুক্' অর্থাৎ ন্যায়ার্জ্জিত দাতব্যবস্তু। দেবপূজন অর্থাৎ ঈশ্বরপূজন। উপাসনাদি কর্ম্মের ন্যায় রাগদ্বেষবর্জ্জন সত্যরক্ষা ও অহিংসা—এই ত্রিবিধ কর্ম্মও তাঁহার পূজা বলিয় গণ্য। শ্রুতি বলেন—রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিনা হিংসাদিরহিতং কর্ম্ম যত্তদীশ্বরপূজনম্॥ বেদান্তই শাস্ত্রে চরম সিদ্ধান্ত, সুতরাং বেদান্তের অনুশীলনকেই সিদ্ধান্তশ্রবণ বলা হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—সত্যং জ্ঞান মনন্তং চ পরানন্দং পরং ধ্রুবম্। প্রত্যগিত্যবগন্তব্যং বেদান্তশ্রবণ বুধাঃ॥ জুগুপ্সিতকরণে লজ্জার নাম হ্রী। এ সম্বন্ধে আম্নাত হইয়াছে—'বেদলৌকিকমার্গেন্ কুৎসিতং কর্ম্ম যদ্ ভবেৎ তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীঃ সৈবেতি প্রকীর্ত্তিতা'॥ শাস্ত্রবাক্যে অনপায়িনী শ্রদ্ধার নাম মতি। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতির্ভবেৎ'। স্বাধ্যায়-শব্দের ব্যাখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে তাহা জপে প্রযুক্ত হইবে। জপসম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা জাবালদর্শনো পনিষদের দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

নিরঞ্জন—৬৮৯। অঞ্জনরহিত অর্থাৎ অবিদ্যাদিদোষরহিত।

নিরতিশয়োপাধিসম্পন্ন ঈশ্বর—৬২, ৬৫। নির্বিশেষ উপাধিযুক্ত পরমেশ্বর।

নিরুক্ত—৩৪৯। বেদাঙ্গবিশেষ। মন্ত্রার্থপ্রকাশ। যে শাস্ত্রের দ্বারা বৈদিক অর্থ নিষ্পাদিত হয় তাহার নাম নিরুক্ত। মুণ্ডকোপনিষৎ ইহাকে মহাপুরুষের কর্ণস্বরূপ বলিয়াছেন। শাকপূণি, ঔর্ণনাভ এবং স্থৌলাষ্ঠীবি—এই তিনজন নিরুক্তকার যাস্ক অপেক্ষা প্রাচীন, কিন্তু তাঁহাদের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। যাস্কের নিরুক্তই এক্ষণে প্রচলিত আছে।

প্রেমফলাদিকম্ ॥ ক্রমেণ জায়তে প্রেম দেবানামপি দুর্লভম
ন লভতে ত্রিসত্যং হি বীজং বৃক্ষং বিনা ফলম্'॥ এই ক্রম
ভ্যাসের নিয়ম লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্রে ত্রিবিধ উপাসনা বিহি
হইয়াছে—প্রতীক, অঙ্গাঙ্গবদ্ধ এবং অহংগ্রহ। প্রতীকোপাস
অর্থাৎ প্রতিমাপূজা। অহংগ্রহের সহিত তুলনা করিয়া ভা
চূড়ামণি এই জাতীয় উপাসনাকে 'অধমা প্রতিমাপূজা' ইত্যা
বলিলেও অধিকারবিশেষে ইহাকে উৎকৃষ্ট উপাসনাই বলি
হইবে, কারণ উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিতে হইলে ই
সাধকের সোপানস্বরূপ। শাস্ত্রও ইহার প্রশংসা করিয়া বলিয়
ছেন—অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ। গব
সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা। তথা সর্ব্বগতো দে
প্রতিমাদিষু রাজতে ॥

পূজাহোমাদির কর্ম্মাঙ্গভূত ব্রহ্মভাবনার নাম অঙ্গাঙ্গবদ্ধ
মনোব্যাপারের অধীন হইলেও ইহা প্রতীক অপেক্ষা সূক্ষ্মতর
আর যখন উপাসনায় মনোব্যাপার তিরোহিত হইয়া কেব
ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান ভাসমান হয়, তখন তাহার নাম অহংগ্রহ ব
ব্রহ্মোপাসনা। অহংগ্রহও ক্রমানুরোধী। সেইজন্য প্রথমাধি
কারীকে ইহার প্রকারতা দেখাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—'ত্বং ব
অহমসি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে'।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়বেদ্য নহেন বলিয়াই উপাসনা
এইরূপ ক্রম স্বীকৃত হইয়াছে। স্মৃতি বলেন—'নির্ব্বিশেষ
পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ'। বেদান্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম
সম্বন্ধে যে উপদেশ দেন, তাহা জ্ঞানেই উপলব্ধ হইয়া থাকে।
নিরালম্বোপনিষদে তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধে আম্নাত হইয়াছে
—কস্মজ্ঞানার্থতয়া ভাসমানমদ্বিতীয়মখিলোপাধিবিনির্মুক্তং
তৎসকলশক্ত্যুপবৃংহিতমনাদ্যন্তং শুদ্ধং শিবং শান্তং নির্গুণ-
মিত্যাদিবাচ্যমনির্ব্বাচ্যং চৈতন্যং ব্রহ্ম।

সৎসম্বন্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥

নৈঘণ্টু—২০। নিঘণ্টুসম্বন্ধীয়। মন্তব্যপ্রকাশ। বৈদিক অভিধানের যে অংশে নামসংগ্রহ আছে, তাহাকে নিঘণ্টু বলে। ইহাই প্রথমাংশ। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।

নিঘণ্টুতে একার্থবাচী অর্থাৎ পর্য্যায়শব্দ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং অমরকোষাদিরও যে যে স্থলে ঐরূপ নামসংগ্রহ আছে, তাহাও নিঘণ্টু। সূচীপত্রকে নিঘণ্টু বা নির্ঘণ্টও বলে।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম—২২। মন্তব্যপ্রকাশ। পাপশান্তির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য যে যে ধর্ম্মকার্য্য করা যায়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে। মলমাসতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—নিমিত্তমাত্র মাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সংপ্রবর্ত্ততে। নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তবিধি র্যথা॥ শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে—দেশকালনিমিত্তা যে তে তু নৈমিত্তিকাঃ স্মৃতাঃ। সংক্রান্তি-গ্রহণস্নানদানশ্রাদ্ধজপাদয়ঃ॥

নৈষ্ঠিক—১০৬, ১০৮; ৩৫৪-৫। আকুমার ব্রহ্মচারী। মন্তব্য-প্রকাশ। ব্রহ্মচারী দ্বিবিধ—উপকুর্ব্বান এবং নৈষ্ঠিক। যাঁহারা উপনয়নের পর গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাঁহারা উপকুর্ব্বান। আর যাঁহারা আজীবন স্বাধ্যায় পালন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যে রত থাকেন তাঁহারা নৈষ্ঠিক। ইঁহাদের সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ। তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা॥ অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ॥ সন্ন্যাসধর্ম্মের ন্যায় নৈষ্ঠিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে যে পাপ হয়, তাহা দেহপাত পর্য্যন্ত কোন মতে বিশ্রান্ত হয় না। সেই জন্য আগ্নেয় পুরাণ বলিয়াছেন—

আস্থায় নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥

নৈষ্ঠিকের অন্যান্য বিষয় বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে দ্রষ্টব্য।

ন্যগ্‌ভাব—২৪৮। নম্রভাব। যেমন—'চিত্তের ন্যগ্‌ভাবপ্রযুক্ত প্রাতঃকালে সানিকা অত্যন্ত মধুর বলিয়া অনুভূত হয়'।

ন্যায়—১৩। যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত। মন্তব্যপ্রকাশ। কোন দুরূহ বিষয় বুঝাইবার জন্য যে উদাহরণাদি ব্যবহার করা যায়,তাহাকে লৌকিক ন্যায় বলে। শব্দকল্পদ্রুম, বাচস্পত্য বা বিশ্বকোষ-নামক অভিধানে ইহাদের উদাহরণ ও প্রমাণাদি দেখিতে পাওয়া যাইবে। তবে ঐ সমস্ত গ্রন্থে যে সকল লৌকিক-ন্যায়ের উল্লেখ নাই কিংবা অন্যান্য ন্যায়সংগ্রহমূলক গ্রন্থে যাহাদের স্বরূপবৃত্তান্ত চিন্তিত হয় নাই, অথচ দর্শনাদিশাস্ত্রে ভূরিশঃ যাহাদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহাদের নামাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(১) অকালে কৃতমকৃতং স্যাৎ। যখন আবশ্যক নহে, তখন করা না করার সমান। এই ন্যায়ানুসারে উক্ত হইয়াছে—আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ। ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্॥ "ন কালেভ্য উপদিশ্যন্তে"—এই জৈমিনি সূত্রের শাবরভাষ্যে ন্যায়টী ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) অক্ষিগোলকন্যায়। অন্যান্য গাত্রাবয়ব অপেক্ষা চক্ষুর্গোলকের সহ্য করিবার শক্তি অত্যন্ত অল্প—এইরূপ বলিবার প্রবৃত্তি হইলে ন্যায়টী ব্যবহৃত হয়। সংসারী দারুণ ক্লেশে অভ্যস্ত থাকিলেও যোগিগণ সামান্য সংসার ক্লেশও সহ্য করিতে পারেন না বলিয়া চক্ষুর উদাহরণ দিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ন্যায়টী প্রযুক্ত হইয়াছে। "পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈঃ"... ইত্যাদি যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৩) অগ্নিহোত্র-ন্যায়। অগ্নিহোত্রীর ন্যায় যাবজ্জীবন কোন

কর্ম্ম করিতে হইবে—এইরূপ বলিবার প্রবৃত্তি হইলে স্থায়টী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "দর্শনাৎ কাললিঙ্গানাম্" ইত্যাদি জৈমিনিসূত্রের শাবরভাষ্যে ইহার ব্যবহার পাওয়া যায়। 'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'যবাগুং পচতি'—এই ক্রমবিষয়ক স্থায়টী লৌগাক্ষিভাস্করপ্রণীত অর্থসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৪) অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে। শিষ্যাণাং বোধসিদ্ধ্যর্থং কৃতজ্ঞৈঃ কল্পিতঃ ক্রমঃ॥ ২৭৫ পৃষ্ঠার কালিকা এবং ২৮১ পৃষ্ঠার কালিকাভাস দ্রষ্টব্য। বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সূক্তি-মঞ্জরীতে, বেদান্তসারে এবং সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহের সৃষ্টিকল্পক বিচারে স্থায়টী আলোচিত হইয়াছে। ইহার অন্যান্য বৃত্তান্ত 'খ'পরিশিষ্টে 'অধ্যারোপাপবাদাভ্যাম্' ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যপ্রকাশে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৫) অনধীতে মহাভাষ্যে ব্যর্থা স্যাৎ পদমঞ্জরী অধীতেঽপি মহাভাষ্যে ব্যর্থা সা পদমঞ্জরী॥ একার্য্য না করিলে ঐ কার্য্য হয় না, আবার ঐ কার্য্য করিলেও একার্য্যের আর প্রয়োজন হয় না—এইরূপ বলিবার প্রবৃত্তি হইলে স্থায়টী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাভাষ্য অর্থাৎ পতঞ্জলিমুনিপ্রণীত পাণিনিসূত্রের ভাষ্য এবং পদমঞ্জরী অর্থাৎ কাশিকার উপর হরদত্তকৃত টীকাবিশেষ। স্থায়টী পড়িলে নারদ পঞ্চরাত্রের এই শ্লোকটী মনে পড়ে—

নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্?
আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্?
নান্তর্ব্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্?
অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্?

(৬) অন্ধদর্পণন্যায়। অন্ধের নিকট দর্পণ যেমন কোন ব্যবহারে আসে না, সেইরূপে কাহারও নিকট কোন বিষয় অব্যবহার্য্য হইলে—এই স্থায়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যোগ-বাশিষ্ঠে ইহার উদাহরণ এইরূপ—

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্?
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥

(৭) অপ্রতিষিদ্ধং পরমতমনুমতম্। অর্থাৎ যদি অপবাদ না থাকে, তাহা হইলে উৎসর্গ বিধিই বলবান্।

(৮) অপবাদং পরিত্যজ্য উৎসর্গঃ প্রবর্ত্ততে। ২২৮ পৃষ্ঠার কালিকা দ্রষ্টব্য।

(৯) অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ন্যায়। অপরীক্ষিত বিষয়ের স্বীকার করিয়া তাহার বিশেষ পরীক্ষা আবশ্যক হইলে ন্যায়টী ব্যবহৃত হয়। ১।১।৩১ গৌতমসূত্রে ও তাহার বাৎস্যায়নভাষ্যে ইহার প্রয়োগাদি দ্রষ্টব্য।

(১০) অশক্তোঽহং গৃহারম্ভে শক্তোঽহং গৃহভঞ্জনে। উপকার করিতে না পারিলেও অপকার করিতে পটু—এইরূপ বলিবার প্রবৃত্তি হইলে ন্যায়টী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই আভাণকে ইহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—সূচীমুখি দুরাচারে রণ্ডে পণ্ডিত-মানিনি। অসমর্থো গৃহারম্ভে সমর্থো গৃহভঞ্জনে ॥

(১১) অস্ত্রমন্ত্রেণ শাম্যতি। ১৭৯ পৃষ্ঠার কালিকাভাস দ্রষ্টব্য।

(১২) ইতো ব্যাঘ্র ইত তটী। উভয়দিকেই বিপত্তি বলিবার প্রবৃত্তি হইলে ন্যায়টী ব্যবহৃত হয়। উভয়তঃপাশারজ্জুও ইহার পর্য্যায় হইতে পারে। উপমিতিভাবপ্রপঞ্চে ন্যায়টীর প্রয়োগ পাওয়া যায়।

(১৩) ইষুচক্রন্যায়। বাণ তীব্রবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি, বায়ুর ঘাতপ্রতিঘাত এবং পদার্থজাতের আপীড়নহেতু যেমন শিথিলবেগ হইয়া পড়ে, সেইরূপ কোন কর্ম্মে প্রথমতঃ আড়ম্বর দেখাইয়া পরে তাহার সামঞ্জস্য রাখিতে না পারিলে এই ন্যায়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বার্ত্তিকশ্লোকে ন্যায়টীর ব্যবহার করিয়া সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—"রাগাদিপ্রত্যয়োদ্ভূতি রিষুচক্রাদিবেগবৎ"।

(১৪) উৎকৃষ্টদৃষ্টি নিকৃষ্টেঽধ্যসিতব্যা। আপন উৎকর্ষের জন্য নিকৃষ্টদ্রব্যেও উৎকৃষ্টদৃষ্টির প্রয়োগ করিতে হয়। এই স্তায়ানুসারে আদিত্যে ব্রহ্মভাবনা অথবা মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ী দেবতাদির ভাবনা বিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"— এই বেদান্ত সূত্রের শাঙ্করভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু ও পরিমলাদি দ্রষ্টব্য।

(১৫) উৎখাতদংষ্ট্রোরগন্যায়। সর্পের বিষদন্ত উৎপাটিত হইলে সে যেমন শক্তিহীন হয়, সেইরূপ কোন শক্তিহীন লোকের কথা বলিবার প্রবৃত্তি হইলে এই স্তায়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য ইহার প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি। অজ্ঞানবোধিনীতে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদ্ অবিদ্যাকার্য্যদেহদ্বয়মস্তি, তৎ কিং করিষ্যতি? ইহা হইতেই বোধ হয় স্তায়টী প্রবৃত্ত হইয়াছে।

(১৬) কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্। একটী বিষয় বলিলে যদি উহাতে অন্যান্য বিষয়েরও আসক্তি থাকে, তাহা হইলে এই স্তায়টী প্রযুক্ত হয়। যেমন, কাক যেন দধি নষ্ট না করে—এইরূপ বলিলে বুঝিতে হইবে যে মার্জ্জারাদি জন্তু হইতেও দধি রক্ষা কবিতে হইবে। বাক্যপদীয়গ্রন্থে ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—

কাকেভ্যো রক্ষ্যতাং সর্পিরিতি বালোঽপি নোদিতঃ।
উপঘাতপরে বাক্যে ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি?

এই স্তায়টাকে কেহ কেহ কাকদধ্যুপঘাতক স্তায়ও বলিয়া থাকেন। "তদধীনত্বাদর্থবৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভামতীতে ইহার ব্যবহার হইয়াছে।

(১৭) কাকচক্ষুর্ন্যায়। কাকাক্ষিগোলক ইহার নামান্তর। ৬ পৃষ্ঠার কালিকা এবং ১৩ পৃষ্ঠার কালিকাভাস দ্রষ্টব্য।

(১৮) কিমপি বচনং ন কুরুতে, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ।

শাস্ত্রপ্রমাণ সর্ব্বক্ষম অর্থাৎ যাহার শাস্ত্রবচন আছে তাহা অসম্ভব নহে। মলমাসতত্ত্বে ন্যায়টী ব্যবহৃত হইয়াছে। পরাশরমাধবীয়ে এবং শ্রাদ্ধবিবেকে উক্ত হইয়াছে—বচনং হি ন্যায়াদ্ বলীয়ঃ।

(১৯) কাকোলূকনিশান্যায়—একের অনুকূলতায় অপরের প্রতিকূলতা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি হইলে ন্যায়টী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যকের বার্ত্তিকে সুরেশ্বর আচার্য্য বলিয়াছেন—

কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে।
শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতি স্তথা॥
কাকোলূকনিশেবায়ং সংসারোঽজ্ঞাত্মবেদিনোঃ।
যা নিশা সর্ব্বভূতানামিত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ॥১।৪।

গীতার ২।৬৯ শ্লোক এবং "দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্‌রাত্রাবন্ধা স্তথাপরে" ইত্যাদি সপ্তশতীর মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

(২০) কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

ন্যায়টী বৃহস্পতিপ্রোক্ত বলিয়া পরিচিত। যুক্তি অর্থাৎ বেদানুকূল যুক্তি। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন।

(২১) ক্রমন্যায়। স্থূলতঃ ক্রম চারিপ্রকার—প্রবৃত্তিক্রম, পাঠক্রম, অর্থক্রম এবং শ্রুতিক্রম। ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর ক্রমেরই গুরুত্ব বুঝিতে হইবে। যেমন—যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্। জৈমিনিদর্শনে পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম পাদ দ্রষ্টব্য।

(২২) ক্রিয়া হি বিকল্প্যতে ন বস্তু। স্বতঃসিদ্ধ বস্তু কখন তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে না—এই কথা বলিতে হইলে ন্যায়টির প্রয়োগ করিবার অবকাশ হয়। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ও ভামতীতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হইবে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রামানুজদর্শনও দ্রষ্টব্য।

(২৩) ষটীযন্ত্রন্যায়। ৪৯ পৃষ্ঠার কালিকাদি দ্রষ্টব্য।

(২৪) চন্দ্রচন্দ্রিকা ন্যায়। একটী বস্তুতে যদি দুইটী গুণ থাকে এবং ঐ দুইটী গুণের বিশ্লেষ যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে এই ন্যায়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। শক্তিশক্তিমন্ন্যায়কে ইহার পর্য্যায় বলা যায়। এই দুইটী ন্যায় তন্ত্রে ও শাক্ত-বেদান্তিগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত।

(২৫) জরদ্‌গবঃ কোমলপাদুকাভ্যাং
দ্বাবি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা
রাজন্ রুমাণাং লবনস্য কোঽর্ঘঃ॥

অসংলগ্ন বাক্যের উদাহরণ দিবার জন্য ন্যায়টী প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ'—এই বেদান্তসূত্রের শ্রীভাষ্যে এবং মীমাংসাশাস্ত্রে ইহার ব্যবহার আছে। ঋগ্বেদের উপোদ্‌ঘাতে ন্যায়টীর পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে।

(২৬) তৎক্রতুন্যায়। ক্রতু অর্থাৎ সংকল্প—'ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর'—এই জাতীয় শ্রৌতনির্ব্বচন হইতে ন্যায়টী প্রচলিত হইয়াছে। স্মৃতিও বলিয়াছেন—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।

(২৭) তৎসত্ত্বে তৎসত্তা তদসত্ত্বে তদসত্তা। একটী থাকিলে আর একটী থাকে কিন্তু একটী না থাকিলে অন্যটী আর থাকে না—এইরূপ বলিবার প্রবৃত্তি হইলে ন্যায়টীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ইহার ব্যবহার আছে।

(২৮) তদাগমে হি তদ্ দৃশ্যতে। একটী ব্যাপারের উপর যদি আর একটী ব্যাপার নির্ভর করে, তাহা হইলে এই ন্যায়টী ব্যবহার করিবার অবকাশ হয়। যেমন—মরুভূমিতে মানুষ গমন করিলেই জলতরঙ্গ দেখিয়া থাকে; কিন্তু মানুষ না যাইলে সে স্থলে জলতরঙ্গের ভান হয় না, কারণ জলসংস্কারবিশিষ্ট

চক্ষুঃ ব্যতীত জলতরঙ্গের প্রকাশ সম্ভবপর নহে। এরূপ স্থলে ঐ ন্যায়টী ব্যবহৃত হইতে পারে।

(২৯) তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ। যদি দুইটী বিধি সমানভাবে বলবান্ হয়, তাহা হইলে ইচ্ছানুসারে উহার একটী আচরিত হইতে পারে—এইরূপ অর্থে ন্যায়টী ব্যবহৃত হয়। যেমন—কোন শ্রুতি বলিলেন যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এই কর্ম্ম করিতে হইবে, আবার অন্যশ্রুতি বলিলেন যে সূর্য্যোদয়ের পরেও ঐ কর্ম্ম করিতে হইবে, এরূপ স্থলে উভয়শ্রুতি যদি সমানভাবে বলবতী হন, তাহা হইলে যজমান ইচ্ছানুসারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বা পরে ঐ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন। এই শ্রৌত ন্যায় অবলম্বন করিয়া ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥২।২৫।

(৩০) ন খল্বন্ধাঃ সহস্রমপি পান্থাঃ পন্থানং বিন্দন্তি। শতসহস্র অন্ধব্যক্তিও একত্র হইয়া পথ বুঝিতে পারে না। "ঈক্ষতে র্নাশব্দম্"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভামতীতে ন্যায়টীর প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩১) নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যঃ। একজন দেখিলে অন্য ব্যক্তির স্মরণ পড়ে না। পুরুষবহুত্ব প্রমাণ করিবার জন্য সাংখ্যাচার্য্যেরা এই ন্যায়টী ব্যবহার করিয়া থাকেন। কুসুমাঞ্জলিতে ইহার এইরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—

নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যো নৈকং ভূতমপক্রমাৎ।
বাসনাসংক্রমো নাস্তি ন চ গত্যন্তরং স্থিরে ॥১।১৫।

(৩২) পরতন্ত্রং বহির্মনঃ। বাহ্য বস্তুর উপলব্ধি করিতে হইলে মন ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ। মণ্ডন মিশ্র বিধিবিবেকে ন্যায়টীর এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন—

হেত্বভাবে ফলাভাবাৎ প্রমাণে সতি ন প্রমা।
চক্ষুরাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মনঃ ॥

অক্ত অর্থাৎ সম্পৃক্ত। মধ্বাচার্য্য তত্ত্ববিবেকে এবং মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের চার্ব্বাকদর্শনে উক্ত স্থায়টীর উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শিবসঙ্কল্পাত্মক মনকে লক্ষ্য করিয়া চিৎসুখাচার্য্য বলিয়াছেন—ন চ মনসো বহিরর্থৈঃ সম্বন্ধঃ পরতন্ত্রং বহির্মন ইতি ন্যায়াৎ।

(৩৩) পলালকূটসাদৃশ্যন্যায়। যদি একটী বস্তুতে অন্যবস্তুর সৌসাদৃশ্য থাকে কিন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে পূর্ব্বজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়, তাহা হইলে এই ন্যায়টী প্রযোজ্য হইয়া থাকে। খড়ের রাশি দেখিয়া হস্তিভ্রম হওয়াতে ন্যায়টী প্রচলিত হইয়াছে॥ শ্লোকবার্ত্তিকে কুমারিল ভট্ট লিখিয়াছেন—

বাধকপ্রত্যয়াচ্চৈষা সাদৃশ্যাভাসতা মতা।
যথা পলালকূটস্য সাদৃশ্যং কুঞ্জরাদিনা॥

(৩৪) পাটনমন্তরেণ বিষব্রণানাং নোপশান্তিঃ। অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যতীত বিষস্ফোটকাদির উপশম হয় না। জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তরে ইহার এইরূপ প্রয়োগ আছে—

"ন হি দুঃখরূপং তপো বিনা দুঃখপ্রদং পাপং নশ্যতি।
যথা লোকে পাটনমন্তরেণ বিষব্রণানাং নোপশান্তিঃ॥

পাটন অর্থাৎ ছেদন বা অস্ত্রোপচার।

(৩৫) প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তন্যায়। যাহা একাধিক দর্শনে প্রযুক্ত না হয়, তাহাকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তন্যায় বলে। সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত ন্যায় উহার বিপরীত। যেমন—সংঘাতপরত্বের নিয়ম সাংখ্যশাস্ত্রে এবং অন্যান্য শাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উহাকে সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তন্যায় বলা যায়, এবং আবিদ্যক প্রতীতি কেবল বেদান্তের অদ্বৈতবাদে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উহাকে প্রতি-তন্ত্রসিদ্ধান্তন্যায় বলিতে হইবে। এ সম্বন্ধে ন্যায়দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৩৬) প্রতিনিধিন্যায়। যখন একটী বস্তুর অনুকল্পে অন্যবস্তুর প্রয়োগ হয়, তখন এই ন্যায় উদাহৃত হইয়া থাকে। যেমন প্রতিনিধিন্যায় অনুসরণ করিয়া সোমের পরিবর্ত্তে পূতিকা (পুঁই শাক) ব্যবহার করা হয়। "কচিদ্বিধানাচ্চ" এবং "নিয়মার্থঃ কচিদ্বিধিঃ" এই দুইটী জৈমিনীয় সূত্রের শাবরভাষ্য দ্রষ্টব্য।

(৩৭) বহুভি র্যোগে বিবোধো রাগাদিভিঃ কুমারী-শঙ্খবৎ। তণ্ডুলকণ্ডনে কোন কুমারীর হস্তস্থিত বহুশঙ্খ শব্দ করিতেছিল বলিয়া কুমারী একগাছি শঙ্খ রাখিয়া অন্যগুলি ভাঙ্গিয়া শব্দের নিবৃত্তি করিয়াছিল। এই ন্যায়ানুসারে মুমুক্ষুকেও ঈশ্বররূপ একটীমাত্র বস্তুতে অনুরাগ রাখিয়া অন্যান্য বস্তুতে অনুরাগ ত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া হয়। ন্যায়টী সাংখ্য দর্শনের একটী সূত্র। ইহাকে কেহ কেহ কুমারী-কঙ্কণ-ন্যায়ও বলিয়াছেন। কুমারীকঙ্কণ ন্যায়টী এই শ্লোকে উদাহৃত হইয়াছে—বহূনাং কলহো নিত্যং দ্বাভ্যাং সঙ্ঘর্ষণং তথা। একাকী বিচরিষ্যামি কুমারীকঙ্কণং যথা॥

(৩৮) বহুরাজকদেশন্যায়। একদেশে অনেক রাজা। কোন স্থানে বহুকর্ত্তা হইলে যে গোলযোগ হয় তাহা বলিবার ইচ্ছা হইলে ন্যায়টী প্রয়োগ করা যায়। বেদান্ত এই ন্যায়ের দ্বারা সাংখ্যের অযৌক্তিকতা দেখাইয়াছেন, কারণ সাংখ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়ই নিত্য ও স্বতন্ত্র বলিয়া অভ্যুপগত হইয়াছেন।

বিদ্যারণ্য স্বামী অনুভূতিপ্রকাশে জনকসংবাদের পর এই ন্যায়টী প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন—

প্রবর্ত্ত্যানামনন্তত্বাদ্ বৈলক্ষণ্যাচ্চ নৈকতা।
নৈকমত্যং বহুত্বে স্যাদ্ বহুরাজকদেশবৎ॥ ১৯।১৩।

(৩৯) যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্। একটী মুনি পূর্ব্বমুনির কথা প্রণিধান করিয়া কিছু বলিলে শেষোক্তমুনির কথাই

গ্রাহ্য হইবে। ন্যায়টী ত্রিমুনিরচিত ব্যাকরণে ও মীমাংসা-দর্শনে বহুশঃ প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৪০) রোহণাচললাভে রত্নসম্পদ ইব। কোন বিশেষ-বাঞ্ছিত বস্তু পাইলে যদি সকল বস্তুই পাওয়া মনে হয়, তাহা হইলে এই ন্যায়টীর প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ'—এই ভগবদুক্তির সহিত ন্যায়টীর সঙ্গতি আছে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনভাগে মাধবাচার্য্য এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"পরমেশ্বরতালাভে হি সর্ব্বাঃ সংপদ স্তন্নিস্যন্দময্যঃ সম্পন্না এব রোহণাচললাভে রত্নসংপদ ইব। এবং পরমেশ্বরতালাভে কিমন্যৎ প্রার্থনীয়ম্। তদুক্তমুৎপলাচার্য্যৈঃ—ভক্তিলক্ষ্মীসমৃদ্ধানাং কিমন্যদুপযাচিতম্। এতয়া বা দরিদ্রাণাং কিমন্যদুপযাচিতম্?। উৎপলাচার্য্য স্পন্দকারিকার টীকাকার।

মন্তব্য-প্রকাশ। সিংহলে (সিলোনে) কলম্ব-নগর হইতে বিশ বাইশ ক্রোশ পূর্ব্বে বিদূর পর্ব্বত অবস্থিত। রোহণাচল ইহার নামান্তর। এ স্থলে বৈদূর্য্যমণি পাওয়া যায়। বৈদূর্য্য-মণি বিড়ালের চক্ষুঃসদৃশ প্রস্তর-বিশেষ।

এই পর্ব্বতটী ৬৫০০ হস্ত উচ্চ। ইহার উপরে প্রায় ৩ হস্ত লম্বা ও ১½ হস্ত চওড়া একটী পদচিহ্ন আছে। এই পদচিহ্নের সমীপে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতিগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। সিংহলবাসীরা বলেন যে, ইহা ভগবান্ শিবের পদচিহ্ন। বৌদ্ধেরা ইহাকে বুদ্ধের পদচিহ্ন বলেন। অন্যান্য জাতিরা ইহাকে আদিপুরুষ আদামের পদচিহ্ন বলিয়া থাকেন। যাহাই হউক, ইহার বিশেষত্ব এই যে, একটী পদার্থকে প্রায় সকলেই পারমার্থিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া মনে পড়ে—

অহংকারমনোবুদ্ধিদৃষ্টয়ঃ সৃষ্টিকল্পনাঃ।
একরূপতয়া প্রোক্তো যা ময়া রঘুনন্দন॥

নৈয়ায়িকৈরিতরথা তাদৃশৈঃ পরিকল্পিতাঃ ॥
অন্যথা কল্পিতাঃ সাঙ্খ্যৈশ্চার্ব্বাকৈ রপি চান্যথা ॥
জৈমিনীয়ৈশ্চার্হতৈশ্চ বৌদ্ধৈ র্বৈশেষিকৈ স্তথা।
অন্যৈরপি বিচিত্রৈ স্তৈঃ পাঞ্চরাত্রাদিভি স্তথা ॥
সর্ব্বৈরেব চ গন্তব্যং তৈঃ পদং পারমার্থিকম্।
বিচিত্রং দেশকালোত্থৈঃ পুরমেকমিবাধ্বগৈঃ ॥
(যোগবাশিষ্ঠ-উৎপত্তি প্রং ৯৬।৪৮-৫১)।

(৪১) শতপত্রভেদন-ন্যায়। বহু বৃক্ষপত্র একত্র করিয়া বাণ মারিলে উহা তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ হইয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, যেন সকল পত্রই একসঙ্গে একেবারে বিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যত শীঘ্রই হউক না কেন, একটী পত্রের পর অন্যটী বিদ্ধ হইয়া থাকে। অলাতচক্রন্যায়ও এইরূপ। দুইটী ন্যায়ই ভামতীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪২) শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যম্। কোন বাক্যে যে যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকটী কোন না কোন অর্থের অবধারণ করিতেছে—এইরূপ বুঝিতে হইবে। শুদ্ধিতত্ত্বের কাশীরামপ্রণীত টীকায় ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৪৩) শাস্ত্রফলং প্রযোক্তরি। এই মীমাংসান্যায় অনুসারে যজমান যজ্ঞাদিকর্ম্মফলে যোজিত হইয়া থাকেন। ৩।৭।১৮ জৈমিনিসূত্র ও তাহার ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য।

(৪৪) শুক্লেষ্টিন্যায়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবালকেরা যজ্ঞকর্ম্মে অভ্যস্ত হইবার জন্য ক্রীড়াযজ্ঞ সম্পাদন করিত। ইহারই নাম শুক্লেষ্টি। ভূমিরথিকন্যায়েরও উদ্দেশ্য ইহার সদৃশ। সামবেদের সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্যোপক্রমণিকায় এবং ৯।২।১৩ শাবরভাষ্যে এই উভয় ন্যায়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(৪৫) শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত। আগামিদিনের কার্য্য এইক্ষণেই করা কর্ত্তব্য। ন্যায়টী মহাভারতের এই শ্লোকে প্রযুক্ত হইয়াছে—

শ্বঃকার্য্যমন্ত কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বা কৃতম্॥

এ সম্বন্ধে পশ্চিমজগতেরও একটী আখ্যায়িকা আছে। কোন এক মনীষী প্রভু তাঁহার কর্ম্মচারীকে একটী কার্য্যের ভার দেওয়ায় কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা করিল—'কখন কার্য্যটী সম্পাদন করিতে হইবে'? প্রভু বলিলেন—'মৃত্যুর পূর্ব্বে'। কর্ম্মচারী বলিল—'অদ্যই মৃত্যু হইতে পারে'। প্রভু বলিলেন—'তবে এখনই উহা সম্পাদন করা কর্ত্তব্য'।

(৪৬) সংভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন যুজ্যতে। যদি এক প্রসঙ্গে কোন কোন বাক্যের সমন্বয় করা সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে উহার বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে বিপরীতান্বয় করা যুক্তিযুক্ত নহে। এ সম্বন্ধে ৪।৩ জৈমিনি সূত্রাদি এবং দত্তকমীমাংসার স্মৃতিবস্তুপ্রণীত টীকাদি দ্রষ্টব্য।

শ্লোকবার্ত্তিকে লিখিত হইয়াছে—সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে। ভামতীর বহুস্থানে ন্যায়টীর এইরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে। পার্থসারথি মিশ্র বলেন যে, প্রাচীন কালে ভবদাস আচার্য্য জৈমিনির "সৎসংপ্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়ানাং বুদ্ধিজন্মতৎপ্রত্যক্ষম্, অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভত্বাৎ"—এই সূত্রটীকে ভাঙ্গিয়া দুইটী সূত্র করিবার চেষ্টা করিলে কুমারিল ভট্ট শ্লোকবার্ত্তিকে এই ন্যায়টীর সন্নিবেশ করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় ন্যায়টী কুমারিলের বহু পূর্ব্ব হইতেও প্রচলিত ছিল, তবে কুমারিল যে ভাষায় উহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই আমাদের নিকট প্রচলিত হইয়াছে। "তদধীনত্বাদর্থবৎ" —এই ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য হইতে দেখা যায় যে এই ন্যায়টীই একবাক্যতান্যায় বলিয়া পুরাকালে পরিচিত ছিল।

(৪৭) সকৃদুচ্চরিতঃ শব্দঃ সকৃদেবার্থং গময়তি। যদি কোন বাক্যে একটী শব্দ প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে,

একটীমাত্র অর্থেই উহার তাৎপর্য্য অবধারিত হইয়াছে। দণ্ডকমীমাংসায় ন্যায়টী ব্যবহৃত হইয়াছে।

(৪৯) সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ। শাস্ত্র যদি কোন কর্ম্ম সাধারণভাবে করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন হয় না। উদ্ধাহতত্ত্বে ন্যায়টীর প্রয়োগ আছে।

(৪৯) সর্ব্বং বলবতঃ পথ্যম্। যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে অনিয়ম, তাহা বিশিষ্ট অর্থাৎ উচ্চমার্গস্থিত সাধকের পক্ষে সুনিয়ম। তন্ত্রবার্ত্তিকে ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন—মৃদুতপস্বী তীব্রতপস্বীর আচার গ্রহণ করিবেন না, কারণ হস্তী বটবৃক্ষের কাষ্ঠ ভোজন করিয়া পরিপাক করে বলিয়া সকলেই ঐরূপ করিতে পাবে না। তাৎপর্য্যটীকায় বাচস্পতি মিশ্র ইহার বিবৃতি কবিয়াছেন।

(৫০) সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তন্যায়। প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তন্যায় দ্রষ্টব্য।

(৫১) সাবকাশ-নিরবকাশয়ো নির্ব্বকাশো বলীয়ান্।

কেহ কেহ বলেন—সাপেক্ষনিরপেক্ষয়ো নিরপেক্ষস্য বলবত্ত্বম্। অভিধানে সামান্য-বিশেষ-ন্যায় দ্রষ্টব্য।

(৫২) সূক্তবাক্ন্যায়। সূচীতে 'পুরুষসূক্ত' দ্রষ্টব্য। পুরুষ-সূক্তের কতগুলি মন্ত্র নারায়ণ স্নানে প্রযোজ্য হইবে, তাহা এই ন্যায়ের অতিদেশ দ্বারা নির্ণীত হয়। জৈমিনির ৩৷২৷১৫ সূত্রাদিও দ্রষ্টব্য।

(৫৩) সূত্রবদ্ধশকুনিন্যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন—স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ। এই জাতীয় শ্রৌত ও স্মার্ত্তনির্ব্বচনে ন্যায়টীর ব্যবহার পাওয়া যায়।

(৫৪) স্থালীপুলাক ন্যায়। ৩১ পৃষ্ঠার কালিকাভাস দ্রষ্টব্য। কেহ কেহ ইহাকে স্থালীপুলাকী ন্যায়ও বলিয়াছেন।

(৫৫) স্থাবরজঙ্গমবিষন্যায়। একজাতীয় বিষ অন্য-জাতীয় বিষের দ্বারা প্রতিহত হইলে এই ন্যায়টী বলিবার

প্রবৃত্তি হয়। যেমন—কাঞ্চনপত্রের রস শূককীটের বিষ নাশ করিয়া থাকে।

(৫৬) হিরণ্যনিধি দৃষ্টান্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ অষ্টমাধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে বলিয়াছেন—"হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সংচরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহ র্গচ্ছন্ত এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ। এই শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—

অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব চ দর্শিতম্॥

ন্যায়মালা—১৮১। গ্রন্থবিশেষ। মন্তব্যপ্রকাশ। ন্যায়মালা দুইখানি—জৈমিনীয় ন্যায়মালা এবং বৈয়াসিক ন্যায়মালা। জৈমিনীয় ন্যায়মালা মাধবাচার্য্য প্রণয়ন করেন। বিদ্যারণ্য মাধবাচার্য্যের নামান্তর। বৈয়াসিক ন্যায়মালার রচয়িতা ভারতীতীর্থ মুনি। ইনি মাধবাচার্য্যের গুরু।

ন্যায়মালা বিস্তর—১৮১। গ্রন্থবিশেষ। মন্তব্যপ্রকাশ। মাধবাচার্য্য জৈমিনীয় ন্যায়মালা রচনা করিয়া তাহার উপর গদ্যাত্মক বিস্তর রচনা করেন। ইহাকে ন্যায়মালাবিস্তর বা সংক্ষেপে ন্যায়বিস্তর বলা হয়।

ন্যায়শাস্ত্র—১৬৩। মন্তব্যপ্রকাশ। ন্যায় দ্বিবিধ—প্রাচীন ও নবীন। কণাদের বৈশেষিক, পদার্থধর্ম্ম সংগ্রহ, গৌতমের ন্যায়সূত্র, বাৎস্যায়ন ভাষ্য, উদ্দ্যোতকরের ন্যায়বার্ত্তিক, বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্যাদি গ্রন্থ প্রাচীন ন্যায়ের অন্তর্গত। বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্য্য প্রাচীন ন্যায়ের অন্তর্গত হইলেও উঁহার চিন্তাধারায় নব্যন্যায়ের যে সমস্ত বীজ দৃষ্ট হয়, তাহা উদয়নাচার্য্যের পরিশুদ্ধি, কুসুমাঞ্জলি ও কিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে অঙ্কুরিত হইয়াছে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণিতে ঐ অঙ্কুর পত্রপুষ্পাদিসমন্বিত হইয়া শিরোমণির সময়ে উহা

যে সমস্ত সুমধুর ফল প্রসব করে, তাহা মথুরানাথ, জগদীশ ও গদাধর আহরণ করিয়া সমগ্র জগৎকে বিতরণ করিয়াছেন। ফল ঐরূপে বিতরিত হইলেও ভারতবাসী আর্য্যসন্তান ব্যতীত অন্যান্য মানবজাতি রসনার অভাববশতঃ উহার আস্বাদনে চিরবঞ্চিত হইয়া আছেন। সত্য সত্যই, অনুবাদশক্তির বিরুদ্ধে যদি অপরা বিদ্যার অন্তর্গত কোন শাস্ত্র স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সে কেবল এই বঙ্গদেশের নব্যন্যায়।

আত্মজ্ঞান না হইলে দুঃখের কশাঘাত নিবৃত্ত হয় না —একথা ন্যায়দর্শনের সূত্রকার প্রথমেই ঘোষণা করিয়াছেন। নিদিধ্যাসন ব্যতীত আত্মজ্ঞান হয় না এবং মনন ব্যতীত নিদিধ্যাসনও হয় না। সেইজন্য শ্রুতির আদেশ হইয়াছে—আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আবার নিদিধ্যাসনের উপযোগী মনন কবিতে হইলে নিবৃত্তির প্রয়োজন হয়, কিন্তু প্রমাণের দ্বারা প্রবৃত্তির সফলতা না হইলে নিবৃত্তিরও উদয় হইতে পারে না। কাবণ জাগতিক পদার্থের যথার্থরূপ অববুদ্ধ না হইলে তৎপ্রতি চিত্তের আসক্তি অপগত হয় না। যতক্ষণ না রহস্য বুঝিতে পাবা যায় ততক্ষণই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের চমৎকারিতা। কিন্তু রহস্য অধিগত হইলে উহাকে এমন কি, আর ভাবনাতেও আরূঢ় হইতে দেখা যায় না। ন্যায়শাস্ত্রও পদার্থের রহস্য বুঝাইয়া তৎপ্রতি আমাদের ঔৎসুক্য নিবারণ করিয়া দেয়। সেই জন্য কোন নবীন বেদান্তী বলিযাছেন—অচিন্তনং পদার্থানাং ন্যায়ং ন্যায়বিদো বিদুঃ। অন্যায়মার্গরসিকঃ স কথং ন্যায়শাস্ত্রবিৎ ॥

অনিত্য বস্তুর চিন্তা অপগত হইলে নিত্য বস্তুর চিন্তা স্বতঃ উদিত হইয়া মন্তাকে অর্থাৎ মননকারীকে নিদিধ্যাসনের প্রতি অভিমুখী করাইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধ না হইলে তাহার চিন্তা কখন অপগত হইতে পারে না, এবং বস্তুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে প্রত্যক্ষাদি

প্রমাণচতুষ্টয়ের সহায়তা কখন পরিত্যাগ করা যায় না। সুতরাং শ্রুতি-বিহিত মননকে নিদিধ্যাসনের অনুকূল করিতে হইলে প্রমাণাদির কার্যকারিতা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এই সমস্ত কারণে সূত্রকার মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রেই প্রমাণশব্দ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ভাষ্যকারও মহর্ষির অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া ভাষ্যের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন—প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্। অর্থাৎ প্রবৃত্তির সফলতাহেতু পদার্থের গ্রহণবর্জ্জনে প্রমাণ অব্যভিচারী।

মননের উৎকর্ষসাধনে প্রমাণ অনুকূল বলিয়া তাহার পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত মহামতি গঙ্গেশ উপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণিনামক একখানি প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রমাণের চারিটী অবয়ব ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত বলিয়া তত্ত্বচিন্তা-মণিও চারিখণ্ডে বিভক্ত—প্রত্যক্ষখণ্ড, অনুমানখণ্ড, উপমানখণ্ড এবং শব্দখণ্ড। ইহাই নব্যন্যায়ের প্রধান মূলগ্রন্থ। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে কুতবুদ্দীনের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি যে সময়ে বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনকে আক্রমন করেন তাহার কিছুদিন পরেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে মধ্বাচার্য্যের পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন প্রচারিত হয়। বোপদেব, শ্রীহর্ষ এবং বিবরণকার প্রকাশাত্ম মুনি প্রভৃতি মনীষিগণকে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সমসাময়িক বলিতে পারা যায়।

চেঙ্গিস্ খাঁর ভারত আক্রমণ শেষ হইলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ আলটামসের কন্যা রিজিয়ার রাজত্বকালের পরেই বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং যজ্ঞপতি উপাধ্যায় তত্ত্বচিন্তামণির দুইখানি ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। এই সময়ে সুদর্শনের শ্রুতপ্রকাশিকা এবং চিৎসুখের তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রকাশিত হয়। ইহাদের কিয়ৎকাল পরেই অমলানন্দের কল্পতরু বৈদান্তিক-গণের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ

যে সময়ে আলাউদ্দীন্ খিলিজি চিতোর আক্রমণ করেন তাহার কিছুকাল পরেই তত্ত্বচিন্তামণির উপর পক্ষধর মিশ্রের আলোক এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যা প্রণীত হইয়াছিল। এই সময়ে মল্লিনাথ তার্কিক রক্ষার উপর নিষ্কণ্টক প্রণয়ন করেন। এই শতাব্দীতেই শ্রীকণ্ঠ আচার্য্য, ভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যাদি বৈদান্তিকগণের আবির্ভাব হয়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীব মধ্যভাগে যখন মহম্মদ টোগ্‌লকের অস্ত গমন উপলক্ষে বহামনিবাজত্বের অভ্যুত্থান হইতেছিল, তখন তত্ত্বচিন্তামণির উপর রঘুনাথ শিরোমণিব দীধিতি পতিত হয়। ইহার কিছুকাল পরেই চৈতন্যদেব ভগবৎপ্রেমে ভাবতকে প্লাবিত কবেন এব, রঘুনন্দন শিথিল সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে প্রচেষ্ট হন। টাইমুর্ বর্ত্তৃক ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইবার পর পঞ্চদশ শতাব্দীতে মথুরানাথ তর্কবাগীশ দীধিতির টীকা প্রণয়ন কবেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন পাণিপথ ও ফতেপুর সিক্‌রির যুদ্ধদ্বয় বাবরের ভাগ্য নির্ণয় করিতেছিল তখন জগদীশেব দীধিতি-প্রকাশিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময়ে বিষ্ণুস্বামীর মতবাদ লইয়া বল্লভাচার্য্য অণুভাষ্য প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই সময়ে বল্লভাচার্য্যের সহিত চৈতন্য দেবেব ভক্তিবিষয়ক সদালাপ হইয়াছিল। ইহার কিছুকাল পবেই ক্রমশঃ বিজ্ঞান ভিক্ষু, অপ্পয় দীক্ষিত, সিদ্ধান্ত-কৌমুদীকার ভট্টোজি দীক্ষিত, মধুসূদন সরস্বতী এবং বেদান্তসারপ্রণেতা সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রভৃতি মহাপুরুষেব উদয় হইয়াছিল। জগদীশের বৃদ্ধকালে গদাধর ভট্টাচার্য্য নৈয়ায়িকমণ্ডলে প্রবেশ করেন। গদাধর দীধিতি ও আলোকের প্রথিতনামা টীকাকার। লৌগাক্ষি ভাস্কর ইহার সমসাময়িক। এই সকল মহাপুরুষের জীবনকালে হুমায়ুন, সের্‌সা ও আকবর প্রভৃতি বাদসাহগণ ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্থাৎ নুরজাহানের আধিপত্য-

সময়ে গদাধর ভট্টাচার্য্যের শিষ্য জয়রাম একজন ধুরন্ধর নৈয়ায়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের আচার্য্য। বিশ্বনাথ অরঙ্গজীবের সময়ে ভাষাপরিচ্ছেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিকার কাশ্মীরক সদানন্দ যতি ও ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্র ইহার সমসাময়িক।

নব্যন্যায় পাঠ করিলে নাস্তিক হয় বলিয়া অনেকের ধারণা আছে, কিন্তু এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি নাই। যে উদয়নাচার্য্য নব্যন্যায়ের উদ্‌ভাবয়িতা, তিনি ত নাস্তিক ছিলেন না। তাঁহার পরিশুদ্ধি ও কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই তাঁহাকে আস্তিক বলিতে বাধ্য হন। কেবল আস্তিক কেন, তাঁহাকে পরম সিদ্ধ ভক্তাচার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া যিনি ভগবান্‌কে বীরভাবে বলিয়াছিলেন—'পুনর্ব্বৌদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ' এবং যাঁহার এই অভিমানপূর্ণ ভক্তিবাক্যে পুরুষোত্তম বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি কি ভৃগুর ন্যায় একজন সিদ্ধ ভক্তাচার্য্য ছিলেন না? চিন্তামণির রচয়িতা গঙ্গেশও নাস্তিক ছিলেন না। যাঁহার প্রসাদে তিনি 'কিং গবি গোত্বম্' ইত্যাদি বলিয়া ন্যায়ের রাজ্যে প্রথম প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলেন, তিনি কি অকৃতজ্ঞ হইয়া নাস্তিক হইতে পারেন? এতদ্ব্যতীত তাঁহার গ্রন্থান্তর্গত ঈশ্বরানুমান পড়িলে কেহই তাহাকে নাস্তিক বলিতে পারেন না। শক্তির প্রসাদে অসাধারণ প্রতিভা পাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি প্রকারান্তরে শক্তিকেই সকল কারণের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "স্যাদেতৎ, ঈশ্বরবচ্ছক্তিরপি কার্য্যেণৈবানুমীয়তে"—এই কথাই তাঁহার আস্তিক্য বুদ্ধির চূড়ান্ত প্রমাণ। যদিও এই শক্তি বিষয়ক বাক্যটীতে দৃষ্টান্ত

দাষ্টান্তিকের সমাবেশ আছে, তথাপি উহা রাহুশিরের ন্যায় শাব্দিক বিকল্প ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণিকেও কেহ নাস্তিক বলিতে পারেন না। নাস্তিক হইলে কি কেহ বলিতে পারে — কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে। তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে কৃষ্ণেঽপি সংযত-ধিয়ো বয়মেব নান্যে॥ কেবল বাল্যাবস্থার কথা নহে, বৃদ্ধবয়সেও তিনি ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি লিখিয়াছিলেন। নাস্তিক হইলে কেহ বেদান্তের আলোচনা করেন না এবং গ্রন্থের মঙ্গলাচরণেও বলিতে পারেন না—ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে। অখণ্ডানন্দ-বোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥

মথুরানাথ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কাশীধামে গমনপূর্ব্বক রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"মুক্তিবাদের টীকায় কেবল জ্ঞানকে মুক্তির হেতু বলিয়া আমি ভুল করিয়াছি, কারণ এক্ষণে অর্থকেও মুক্তির অন্যতর হেতু বলিয়া বুঝিতেছি"। নাস্তিক হইলে কেহ মুক্তিবাদ লইয়া ব্যস্ত হয় না, কিংবা কাশী প্রাপ্তির জন্যও কোন আকাঙ্খা রাখে না। গদাধর ভট্টাচার্য্য দ্বৈতবাদী হইলেও নাস্তিক ছিলেন না। তাঁহার গ্রন্থে দ্বৈতভাব সর্ব্বতঃ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

নব্যন্যায়ের উদ্ভাবয়িতা রচয়িতা এবং প্রতিষ্ঠাতা যদি পরম আস্তিক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিয়া যাহারা নাস্তিক হইতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। কারণ তাহাদের সম্বন্ধে শ্রুতিই বলিয়াছেন—এষ হ্যেবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে। [কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩৮]। মহাভারতও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখ-দুঃখয়োঃ। ঈশ্বর-প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥ [বনপর্ব্ব ৩০।২৮]।

পক্ষিল স্বামী—৩৮০, ৩৮২। গৌতমসূত্রের ভাষ্যকার। ইঁহার ভাষ্য বাৎস্যায়নভাষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। চাণক্য বাৎস্যায়নের নামান্তর। এ সম্বন্ধে মতভেদও আছে।

পঞ্চব্রহ্ম—২৭২, ২৭৩। মন্তব্য-প্রকাশ। পঞ্চব্রহ্মোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত ও ঈশান এই পাঁচটী শিববক্ত্র ব্রহ্মের পাঁচটী সংস্থানবিশেষ। এ সম্বন্ধে পঞ্চব্রহ্মোপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবেদী—২৭৬। মন্তব্য-প্রকাশ। যাঁহারা পাঁচটী বস্তুকে বেদ্য বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে পঞ্চবেদী বলে। ২৭৬ পৃষ্ঠায় কালিকাভাসাদি দ্রষ্টব্য।

পঞ্চশিখ—৩০, ৬২, ১১৪। মন্তব্য-প্রকাশ। কপিলের শিষ্য আসুরি এবং তৎপত্নী কপিলা একটী বালককে শিষ্যরূপে পাইয়া তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেন। সেই বালকই পরে পঞ্চশিখনামে প্রসিদ্ধ হয়। কপিলার নিকট তত্ত্বজ্ঞানরূপ মাতৃ-দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন বলিয়া 'কপিলাসুত' পঞ্চশিখের নামান্তর। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে পঞ্চশিখের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (মোক্ষধর্ম্ম ২১৮ অধ্যায়)। বামনপুরাণ বলেন যে, ধর্ম্মের ঔরসে এবং অহিংসার গর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল।

সাংখ্যসপ্ততির মতে পঞ্চশিখ আচার্য্য আদিবিদ্বান্ কপিলের প্রশিষ্য। দ্বাবিংশতিসূত্রাত্মক তত্ত্বসমাস হইতে তিনি ষষ্টিতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মাত্রসর্গের উপর দশখানি এবং প্রত্যয়সর্গের উপর পঞ্চাশখানি খণ্ডে সম্পূর্ণ বলিয়া ইহার নাম ষষ্টিতন্ত্র। শেষোক্ত পঞ্চাশ খানির মধ্যে পাঁচখানি অবিদ্যাদি পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয়ের উপর, আটাশ খানি ইন্দ্রিয়-গত ও বুদ্ধিগত অশক্তির উপর, নয়খানি নয়প্রকার তুষ্টির উপর, এবং আটখানি আটপ্রকার সিদ্ধির উপর রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। সেইজন্য ভিক্ষু বলিয়াছেন—কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।

বোম্বাই দেশের কোন কোন পণ্ডিতমহোদয় বার্ষগণ্যকে ষষ্টিতন্ত্রের রচয়িতা এবং পঞ্চশিখকে গাথাষষ্টিসহস্রের রচয়িতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু একথা ঠিক্ নহে। কারণ কারিকার শেষভাগে ঈশ্বরকৃষ্ণ যে তিনটী শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহার সমীক্ষণ করিলে পঞ্চশিখকেই ষষ্টিতন্ত্রের রচয়িতা বলিতে হইবে। তবে ভগবান্ বার্ষগণ্য এবং ভগবান্ পঞ্চশিখ অভিন্ন ব্যক্তি কি না, তাহাও চিন্তনীয়। যদিও যোগভাষ্যে উভয়নামই গৃহীত হইয়াছে, তথাপি এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া এখনও পর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা উহা সম্যগ্‌রূপে চিন্তিত হয় নাই।

কেহ কেহ ঈশ্বরকৃষ্ণকে পঞ্চশিখের সাক্ষাৎ-শিষ্য বলেন। কিন্তু এ কথায় কোন আস্থা দেওয়া যায় না। আর ঈশ্বরকৃষ্ণ যদি পঞ্চশিখের সমসাময়িক হইতেন, তাহা হইলে পাতঞ্জল দর্শনে যোগভাষ্যকার, কিংবা সাংখ্যকারিকার বৃত্তিতে মাঠরাচার্য্য, অথবা উহার ভাষ্যে গৌড়পাদ আচার্য্য কোন না কোন আভাস দিতে কখনই ক্রুটি করিতেন না। তবে তিনি যে ষষ্টিতন্ত্র দেখিয়া উহার বাদকথা ও আখ্যায়িকাভাগ বর্জ্জন-পূর্ব্বক সাংখ্যসপ্ততি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য। আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি ॥

পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—৫০, ৫২। মন্তব্য-প্রকাশ। মরণের পর কর্ম্মীর আত্মা চন্দ্রমণ্ডলে গমনান্তর কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় প্রথমতঃ অন্তরীক্ষে, পরে মেঘে, তারপর বৃষ্টিসহ ভূমিতে পতিত হইয়া শস্যাদিতে বিরাজ করে। ঐ শস্য জীবকর্ত্তৃক ভুক্ত হইয়া শুক্রে পরিণত হয়। শুক্র স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া জীবাকার প্রাপ্ত হয়। শুক্রে বহুজীব বর্ত্তমান থাকিলেও যাহার ভোগ ফলোন্মুখ হইয়াছে, সেই ভোগায়তন শরীর

ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে। ছান্দোগ্যের পঞ্চম প্রপাঠকে এই মতবাদ অলোচিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে ঐ ঐ পৃষ্ঠার কালিকা এবং কালিকাভাসও দ্রষ্টব্য

পঞ্চীকরণ—৪০৭। মন্তব্য-প্রকাশ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ত্রিবৃৎকরণ তৈত্তিরীয়শ্রুতির পঞ্চীকরণের তুল্যার্থক। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—দ্বিধা বিধায় চৈবৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥ অর্থাৎ $\frac{১}{২}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}+\frac{১}{৮}=১$। প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ বেশী থাকে, তাহা সেই ভূত বলিয়া উক্ত হয়। যেমন, ক্ষিতি $\frac{১}{২}$ ও অপ্ প্রভৃতি তন্মাত্রা $\frac{১}{২}$ মিলিত হইয়া ক্ষিতিনামক মহাভূত হয়। বিবেক-চূড়ামণিগ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—পঞ্চীভূতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা। সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ॥

শঙ্করাচার্য্যের পঞ্চীকরণনামক গ্রন্থে এবং তাহার উপর সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বার্ত্তিকে এই মতবাদ বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চীকৃত ভূত হইতে কিরূপে সৃষ্ট হয় তাহা বেদান্তসারেও দেখিতে পাওয়া যাইবে।

পতঞ্জলি—৩৫০। যোগসূত্রপ্রণেতা। মন্তব্য-প্রকাশ। পতঞ্জলির পূর্ব্বে হৈরণ্যগর্ভযোগ প্রচলিত ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে ভগবান্ শেষনাগ অবতীর্ণ হইয়া যোগদর্শন ও মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন, কিন্তু একই অবতারে যে উভয় গ্রন্থ রচিত হয় তাহার কোন স্থিরতা নাই। চরকের সম্বন্ধেও ঐরূপ প্রসিদ্ধি পাওয়া যায়। "যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥"—ইত্যাদিবচন হইতে ঐরূপ প্রসিদ্ধি প্রচারলাভ করিয়া থাকিবে। বৈয়াকরণ-সম্প্রদায়ে ইহা প্রণামাঞ্জলি শ্লোক বলিয়া পঠিত হয়।

পদার্থবিজ্ঞান—১৫৫, ১৫৮। পদার্থবিদ্যা। মন্তব্য-প্রকাশ। এই

শাস্ত্রের দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় জড়পদার্থের গুণ, গতি ও ধর্ম্ম নির্ণীত হইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্রে যদিও বিজ্ঞানশব্দ আত্মবিষয়ে রূঢ়, তথাপি উপচার-বশতঃ পদার্থবিষয়েও উহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য কবি অমর-সিংহ বলিয়াছেন—

মোক্ষে ধী র্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

পদার্থ বিপ্লব—৪। অর্থাৎ বস্তুবিপর্য্যয়।

পদ্মপাদ—২১৪, ২৮০। শঙ্করাচার্য্যের প্রথম শিষ্য। মন্তব্য-প্রকাশ। সনন্দন ইঁহার নামান্তর। চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যাচ্ছলে ইনি পঞ্চপাদিকায় অদ্বৈতমতের বিবৃতি করিয়াছেন। ইঁহার শিষ্য প্রকাশাত্ম যতি বিবরণনামক পঞ্চপাদিকার ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। আচার্য্য গৌড়পাদ ও ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রতিবিম্ব-বাদের যেরূপ আভাস দিয়াছেন, ইনি তাহাই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

মঠাম্নায় হইতে জানা যায় যে, পদ্মপাদ একজন কাশ্যপ-গোত্রীয় ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তিনিই পুরীর গোবর্দ্ধন মঠে প্রথম মঠাধীশ হন। গোবর্দ্ধন মঠাম্নায়ে অভিহিত হইয়াছে—

গোবর্দ্ধনমঠে রম্যে বিমলাপীঠসংজ্ঞকে।
পূর্ব্বাম্নায়ে ভোগবারে শ্রীমৎকাশ্যপগোত্রজঃ ॥
মাধবস্য সুতঃ শ্রীমান্ সনন্দন ইতিশ্রুতঃ।
প্রকাশব্রহ্মচারী চ ঋগ্বেদী সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥
শ্রীপদ্মপাদঃ প্রথমাচার্য্যত্বেনাভ্যষিচ্যৎ। ইত্যাদি।

পরব্রহ্ম—৩। পরমাত্মা। মন্তব্যপ্রকাশ। বেদ ও উপনিষদের সার সংগ্রহ করিয়া এসম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থে লৌকিকভাষায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

আকাশবন্নির্ম্মলং নির্ব্বিকল্পং
নিঃসীমনিস্পন্দনির্ব্বিকারম্।

অন্তর্বহিঃশূন্যমনন্তমব্যয়ং
স্বয়ং পরংব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্ ॥

পরমপুরুষ—২৮৪। অর্থাৎ উত্তমপুরুষ বা পরমাত্মা।

পরমপুরুষার্থতা—৩৮৬। মন্তব্যপ্রকাশ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটীকে পুরুষার্থ বলা হয়। সেই জন্য অগ্নিপুরাণে অভিহিত হইয়াছে—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ। এই চারিটীর মধ্যে মোক্ষই সর্ব্বপ্রধান, কারণ মোক্ষেই পরমপুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করা যায়। এইজন্য পরম-পুরুষার্থতা বলিলে মোক্ষকেই বুঝিতে হইবে।

পরমহংস—১৪৭। মন্তব্যপ্রকাশ। ভিক্ষুগণের মধ্যে যাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব এবং নিরাগ্রহ হইয়া তত্ত্বমার্গে ভ্রমণপূর্ব্বক পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করেন, তাঁহাদিগকে পরমহংস বলে। ইঁহারা জ্ঞানদণ্ডের চিহ্নস্বরূপ একটী কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করেন। কিন্তু জ্ঞানরহিত হইয়া কেবল কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিলেই পরমহংস হওয়া যায় না। সেই জন্য পরমহংস-উপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ ॥
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্।

ইহা হইতে উপপন্ন হইতেছে—যিনি ব্রহ্মজ্ঞানের সুখ আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বহির্ভূত বলিয়া তাঁহার আর দণ্ডেরই কোন আবশ্যকতা নাই। অর্থাৎ তান্ত্রিক পূর্ণাবধূতের মালাদিচিহ্ন যেমন নিষ্প্রয়োজন, ইঁহাদের দণ্ডাদিচিহ্নও তদ্রূপ। সেই জন্য কমলাকর ভট্টের নির্ণয়সিন্ধুতে পঠিত হইয়াছে—

"পরমহংসস্ত্বেকদণ্ড এব সোঽপ্যবিদ্বৎ। বিদ্বৎসাং তু সোঽপি নাস্তি। 'ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদানং ধরতি পরমহংসঃ"।

বিদ্বান্ পরমহংস লিঙ্গাদি দেবমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাতে

ব্রহ্মভাবনাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিলেও তাঁহাকে প্রণাম করেন না। কারণ বিদ্বৎসন্ন্যাসসম্বন্ধে নিয়মিত হইয়াছে—"আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দা ন স্তুতি র্ন বষট্কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ স ভিক্ষুঃ"। তান্ত্রিকসম্প্রদায়ের পূর্ণাবধূতকেও পরমহংস বলে। সেই জন্য মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—

ভক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ স্মৃতঃ॥

দেহত্যাগ করিলে পরমহংসকে দাহ না করিয়া মৃত্তিকায় মধ্যে প্রোথিত করিতে হয়। কোন্ সন্ন্যাসীর কিরূপ সংকার হইবে, তাহা নির্ণয়সিন্ধুতে এইরূপ পঠিত হইয়াছে—

কুটীচকং চ প্রদহেৎ ভাবয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলে তু নিক্ষিপ্য পরহংসং প্রপূরয়েৎ॥

অর্থাৎ গৃহস্থের ন্যায় কুটীচককে দাহ করিবে, বহূদক ও হংসকে জলে নিক্ষেপ করিয়া ভাসাইয়া দিবে, কিন্তু পরমহংসকে সমাধিস্থ করিবে। জ্ঞানদগ্ধ বলিয়া মরণান্তে পরমহংসের দাহ নাই। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পক্বস্য পচনং যথা। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধদেহস্য ন চ শ্রাদ্ধং ন চ ক্রিয়া॥

পরমাত্মা—২৫৮-৯, ২৭৮, ২৮২, ২৮৫, ২৯৭, ২৯৮, ৩২১, ৫৮৬ ইত্যাদি। মন্তব্যপ্রকাশ। আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। পরমাত্মা মায়োপাধিহেতু জৈবভাব প্রকাশ করিলে তাঁহাকে জীবাত্মা বলে। ইহাই বেদের চরম সিদ্ধান্ত।

পরবৈরাগ্য—৭২, ২৪১, ২৪৪, ২৬০-২ ইত্যাদি। বৈরাগ্যশব্দ দ্রষ্টব্য।

পর বৈরাগ্যের প্রথম ও চরম ভূমিকা—২৬১।

পরশুরাম—২৪৩-৫। জমদগ্নির পুত্র ভার্গব। মন্তব্যপ্রকাশ। পরশুরাম দশ অবতারের ষষ্ঠ অবতার। শান্তিবিধানের নিমিত্ত ইনি একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সেই জন্য জয়দেব বলিয়াছেন—

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে॥

ইহার ভাগিনেয় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণস্বভাব ক্ষত্রিয় হইলেও ইনি ক্ষত্রিয়স্বভাব ব্রাহ্মণ ছিলেন। উভয়ের জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

পরাপরা—১৭৩। শক্তির পীঠদেবতা বিশেষ।

পরাবিদ্যা—১৫৪-৫। ব্রহ্মবিদ্যা।

পরাশর—২৮০। ব্যাসদেবের পিতা। মন্তব্যপ্রকাশ। পরাশর বশিষ্ঠের পৌত্র এবং শক্তি বা শক্ত্রির পুত্র ছিলেন। ইনি যখন গর্ভস্থ থাকেন, সেই সময়ে বশিষ্ঠ মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম পরাশব হইয়াছে। পরাশরনামের নিরুক্তি করিয়া আদিপর্ব্বেই মহাভারত বলিয়াছেন—

পরাসুঃ স যতস্তেন বশিষ্ঠঃ স্থাপিতো মুনিঃ।
গর্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতঃ॥

ইহার টীকায় শৈব নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন—"পরাসোরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ। আঙ্‌পূর্ব্বাচ্ছাসতেঃউরন্। পরাসু অর্থাৎ গতপ্রাণ।

পরিকর্ম্ম—২০৮, ৩০০। মন্তব-প্রকাশ। সাহিত্যে অঙ্গসংস্কারের নাম পরিকর্ম্ম। যেমন উক্ত হইয়াছে—প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম্ম তে। অর্থাৎ তুমি প্রসন্ন হইয়া গাত্রমার্জ্জনাদির পর কেশবিন্যাসাদির দ্বারা ও অলঙ্কারাদির দ্বারা প্রসাধিত হও। যোগশাস্ত্রোক্ত পরিকর্ম্মের অর্থও প্রায়ই এইরূপ। 'চিত্তের পরিকর্ম্ম করা কর্ত্তব্য' বলিলে বুঝিতে হইবে যে, চিত্তের হিংসাদিমলাপনয়ন করিয়া তাহাকে মৈত্র্যাদিভাবনারূপ অলংকারের দ্বারা বিভূষিত করিতে হইবে।

পরিণামদৃষ্টি—২৭৩, ২৭৭।

'আরম্ভঃ পরিণামশ্চ মায়াবাদ স্তথাঽপরে' ইত্যাদি বচন হইতেই উপপন্ন হয় যে, মধ্যমাধিকারী তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর জন্য শাস্ত্রে পরিণামবাদ বিহিত হইয়াছে। যদিও চরমসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বেদান্ত ইহার নিরাকরণে সর্ব্বদা উদ্যুক্ত, তথাপি উচ্চভূমিকায় আরোহণ কবিবার নিমিত্ত উপাস্তিরহস্যে ইহা কখন পরিত্যক্ত হয় নাই। এমন কি শ্রুতিও বলিয়াছেন—যচ্ছেদ্বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্ যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানং নিযচ্ছেদ্ মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥—ইহাও কি সদৃশ পরিণামের অনুকৃতি নহে? এখনও পর্য্যন্ত ভূতশুদ্ধিতে যে চতুর্ব্বিংশতিপদার্থেব লয় উপদিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাও এই পরিণামবাদের অনুস্মৃতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

সাংখ্যদর্শনের মতে পবিণাম দ্বিবিধ—বিসদৃশ ও সদৃশ। প্রকৃতি মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্ব বিশেষাহংকারে, বিশেষাহংকার একাদশ ইন্দ্রিয়ে ও পঞ্চতন্মাত্রে যখন পরিণত হয়, তখন ইহাকে বিসদৃশ পবিণাম বলে। আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রাদি যখন বিপরীতক্রমে পরস্পর পবস্পরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকৃতিতে পরিণত হয়, তখন তাহাকে সদৃশ পবিণাম বলে।

পরিণামবাদে কারণ সৎ হইলেও কার্য্যকে অসৎ বলা হয় না। যে হেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য সূক্ষ্মরূপ কারণে বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ কারণেব ব্যাপাব দ্বারা কার্য্যের অভিব্যক্তি হয়। পরিণামবাদীরা বলেন যে, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে বা মৃত্তিকা যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ সত্ত্বাদিগুণত্রয় মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই জন্য পরিণামবাদের অপর নাম সৎকার্য্যবাদ। সাংখ্যদ্বয় পরিণামবাদী বা সৎকার্য্যবাদী।

জগদুৎপত্তিব প্রক্রিয়াকে সাংখ্য পরিণাম বা বিকার বলেন,

কিন্তু বেদান্ত ঐ প্রক্রিয়াকে বিবর্ত্ত বলিয়া থাকেন। প্রাচীন-কারিকা হইতে বিকার ও পরিণামের লক্ষণ উদ্ধার করিয়া বেদান্তসারে সদানন্দ বলিয়াছেন—সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥

স্নুতরাং স্বরূপের অন্যথা হইয়া যদি কার্য্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে উহার নাম বিকার অর্থাৎ পরিণাম। আর স্বরূপের অন্যথা না হইয়া কার্য্য উৎপন্ন হইলে তাহাকে বিবর্ত্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দধি দুগ্ধের পরিণাম, কিন্তু রজ্জু সর্পের বিবর্ত্ত। বস্তুগতি এইরূপে স্নস্থির হইলে দুগ্ধকে দধির পরিণাম-কারণ এবং রজ্জুকে সর্পেব বিবর্ত্ত-কাবণ বলিতে হইবে।

পরীণাহ—১৫৬। বিস্তার।

পরিবৃত্তি—১১৩। বিনিময়।

পর্জ্জন্য—৫০। মেঘ। মন্তব্য-প্রকাশ। ছান্দোগ্য যেমন বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে রেতের সমুদ্ভব বর্ণন করিয়াছেন, গীতায় ভগবান্‌ও সেইরূপে বলিয়াছেন—অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসংভবঃ যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥

পর্য্যনুযোগ—৫; দূষণার্হ প্রশ্ন।

পবমান—৩৯৬। পবিত্রকারক।

পশুসমালম্ভন—২২৮। পশুবধ।

পাঞ্চরাত্রিক—৯৫, ২৭৩, ২৭৮। পঞ্চরাত্রানুশিষ্ট বৈষ্ণবগণ। পূর্ব্বে ইহাদিগকে সাত্বত বা ভাগবতধর্ম্মাবলম্বী বলা হইত। মন্তব্য প্রকাশ। পঞ্চরাত্র বহুবিধ। তন্মধ্যে নারদপঞ্চরাত্র ও হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র সর্ব্বত্র স্নপরিচিত। শাস্ত্রে ইহার এইরূপ নামনিরুক্তি পঠিত হইয়াছে—

রাত্রং চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে জ্ঞানশব্দের দ্বারা লক্ষণাহেতু পাঁচটী

পদার্থের গ্রহণ হইয়াছে—(১) জ্ঞানশক্তি, (২) ঐশ্বর্য্যশক্তি, (৩) বল, (৪) বীর্য্য ও (৫) তেজঃ।

ভাগবতধর্ম্ম পাঞ্চরাত্রিকমতের নামান্তর। প্রাচীনকালের এই ধর্ম্ম হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্মের উদয় হয়। চতুরাখ্য উপাসনা এধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। পাঞ্চরাত্রিকেরা বলেন যে, বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা হইতে জীবাখ্য সঙ্কর্ষণ, জীবাখ্য সঙ্কর্ষণ হইতে মনআখ্য প্রদ্যুম্ন, এবং মনআখ্য প্রদ্যুম্ন হইতে অহঙ্কারাখ্য অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাও পরিণামবিশেষ বলিয়া এ সম্বন্ধে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা বেদান্তের ২৷২৷৪৩-৪৫ সূত্রভাষ্যে দ্রষ্টব্য। রামানুজ আচার্য্যাদি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ পঞ্চরাত্রের সমর্থন করিয়া শাঙ্করমতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

পাটন—পবিশিষ্ট ১৩০। ছেদন, কর্ত্তন, উৎপাটন বা বিদারণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। কর্ত্তন ও উৎপাটন অর্থে স্মৃতিকার যম বলিয়াছেন—

অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা লাঙ্গুলচ্ছেদনং তথা।
পাটনে কর্ণশৃঙ্গাণাং মাসার্দ্ধন্তু যবান্ পিবেৎ॥

কেবল উৎপাটনার্থে লঘুশঙ্খ স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—পাটনং চৈব শৃঙ্গস্য মাসার্দ্ধং যাবকং চরেৎ।

পাণ্ডিত্য এবং ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরালে বাল্যভাব ও মৌনভাব অবলম্বন করা বিধিবহির্ভূত নহে—।১৬৯-১৭৪।

পাণ্ডিত্যের পর বাল্যভাব গ্রহণ করিবে, কিন্তু বাল্যভাবের পর মুনি হইবার জন্য মৌনভাব অবলম্বন করা বিধি কি উহা পাণ্ডিত্যের অর্থবাদ?—১৭০-১৭২।

পাত্র—২১৮। মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—

'পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রচক্ষতে'।

পাদব্যবস্থা—১৮০। মন্ত্রের চরণবিন্যাস।

পারিভাষিক স্বন্দ্বতা—২১৩,২১৬। যে দুইটীর সত্তা পরিভাষায়

গৃহীত হইয়া থাকে। মন্তব্য-প্রকাশ। ইহাতে স্বাভাবিক দ্বন্দ্বতা ব্যাবৃত্ত হইবে। শীতোষ্ণ বলিলে উহাদের স্বাভাবিক দ্বন্দ্বতা অর্থাৎ বৈপরীত্য বুঝায় কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা বলিলে ঐরূপ বুঝায় না, কারণ ক্ষুধা পিপাসার বিপরীত নহে। ক্ষুধা পিপাসার বিপরীত না হইলেও দর্শনশাস্ত্রে ঐ শব্দযুগল শীতোষ্ণাদির ন্যায় যুগপৎ গৃহীত হইয়াছে বলিয়া উহাদের পারিভাষিক দ্বন্দ্বতা স্বীকার করিতে হইবে।

পারিশিষ্ট—৫৪। পরিশিষ্ট অংশ।

পারীণ—১৫। পারগত। মন্তব্য-প্রকাশ। এই শব্দের শিষ্ট প্রয়োগ এইরূপ—ত্রিবর্গপারীণমসৌ ভবন্তমধ্যাসয়ন্নাসন-মেকমিন্দ্রঃ। (ভট্টি)।

পিণ্ডপাত—৩৬০। দেহপাত। মন্তব্য-প্রকাশ। পিণ্ড অর্থাৎ সঙ্ঘাত। দেহ পঞ্চভূতের ও ইন্দ্রিয়াদির সংঘাতে অর্থাৎ মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া দেহকে পিণ্ড বলে।

পিণ্ডীকৃতমনোময় বিষয়—৪৪। মন্তব্য-প্রকাশ। ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও তৎকার্য্যসমূহ যোগাভ্যাসের দ্বারা মনে উপসংহৃত হইলে যে মানসিক অবস্থা প্রতীয়মান হয়, তাহাই এই বাক্যের দ্বারা অভিপ্রেত হইয়াছে। এইরূপ পিণ্ডীকৃত মনকে বিশেষাহংকারে, তৎসংশ্লিষ্ট বিশেষাহংকারকে মহত্ত্বে এবং তৎসংশ্লিষ্ট মহত্ত্বকে প্রধানের ভিতর দিয়া ব্রহ্মে উপসংহার-পূর্ব্বক যোগী মোক্ষভাক্ হইয়া থাকেন। এসম্বন্ধে ৪৭ পৃষ্ঠায় ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পিতৃযান—৩১০। চন্দ্রলোকে গমন করিবার জন্য পিতৃগণের পথ। মন্তব্য-প্রকাশ। এ সম্বন্ধে ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 'পিতৃযান'শব্দের অনুকরণে বৌদ্ধেরা 'হীনযান'শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয়পাদে 'পিতৃযান'শব্দের বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পিতৃলোক—৪১। পিতৃগণের ভুবনকে পিতৃলোক বলে।

মন্তব্য-প্রকাশ। এইখানে অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃপুরুষ বাস করিয়া থাকেন।

পিষ্টময়ী পশু-প্রতিকৃতি—২১৬। মন্তব্য-প্রকাশ। সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু যজ্ঞে পশুবলির দ্বারা জীবহত্যা করিতে প্রবৃত্তি না হইলে, প্রাচীন ঋষিগণ অথর্ব্ববেদোক্ত নিয়মানুসারে পিষ্টময় ছাগাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার দ্বারা বলিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এখনও অনেক স্থানে বলির জন্য পিষ্টময় পশুর অনুকল্পে ইক্ষুদণ্ড বা কুষ্মাণ্ডাদি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পিষ্ট অর্থাৎ পিষ্টক বা পিঠা।

পুত্রৈষণা—২৩৯, ২৪১। পুত্রাভিলাষ। মন্তব্য প্রকাশ। যে সমস্ত এষণা অর্থাৎ অভিলাষ ত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা বৃহদারণ্যকের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হইবে। শতপথ ব্রাহ্মণেও এষণার বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই জাতীয় শ্রৌত প্রমাণহেতু সাংখ্যবেদান্তে মুক্তির কারণস্বরূপ বৈরাগ্য উপদিষ্ট হইয়াছে।

পুমর্থসাধন—২১৫। অর্থাৎ পুরুষার্থসাধন। মন্তব্য-প্রকাশ। যোগের প্রথম চারিটী ভূমিকায় যে সকল কর্ত্তব্যতা নির্ণীত হইয়াছে, তাহারা পুরুষের প্রযত্নসাপেক্ষ বলিয়া উহাদিগকে পুরুষার্থসাধন বলা হয়। অতএব পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অর্থাৎ চিত্তবিমুক্তি, গুণবিমুক্তি ও কৈবল্য—এই তিনটী যোগভূমিকা পুরুষার্থতার অধীন নহে। আর পুরুষার্থতা যে সীমাবদ্ধ, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কারণ তৎসম্বন্ধে ভগবতী স্মৃতিই বলিয়াছেন—'যথা পরিমিতো ঘটো যথা পরিমিতঃ পটঃ। নিয়তঃ পরিমাণস্থঃ পুরুষার্থ স্তথৈব চ'॥

পুরাণ—৯০-৯১, ২৭২। মন্তব্য-প্রকাশ। শতপথব্রাহ্মণে ও উপনিষদে পুরাণলক্ষণ সামান্যভাবে আম্নাত হইয়াছে। কিন্ত পৌরাণিকেরা বিস্তৃতভাবে পুরাণের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥

(বিষ্ণুপুং ৩।৬।২৫)।

শুকপরীক্ষিৎ-সংবাদে আবার মহদল্প ব্যবস্থাভেদে পুরাণের বৈবিধ্য অবধারিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে বিষ্ণুভাগবত দ্রষ্টব্য।

পুরাণ অষ্টাদশপ্রকার—(১) ব্রাহ্ম, (২) পাদ্ম, (৩) বৈষ্ণব, (৪) শৈব, (৫) ভাগবত, (৬) নারদীয়, (৭) মার্কণ্ডেয়, (৮) আগ্নেয়, (৯) ভবিষ্য, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, (১১) লৈঙ্গ, (১২) বারাহ, (১৩) স্কান্দ, (১৪) বামন, (১৫) কৌর্ম্ম্য, (১৬) মাৎস্য, (১৭) গারুড় ও (১৮) ব্রহ্মাণ্ড।

পঞ্চম পুরাণ ভাগবত লইয়া শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় অত্যন্ত বিবাদ করিয়া থাকেন। হেমাদ্রিকে অনুসরণ করিয়া নীলকণ্ঠাদি মনীষিগণ দেবীভাগবতকে পঞ্চম পুরাণ ও বিষ্ণুভাগবতকে উপপুরাণ বলেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী এবং অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণ বিষ্ণুভাগবতকে পঞ্চম পুরাণ বলিয়া দেবীভাগবতকে উপপুরাণ বলিয়াছেন। অসাধারণ প্রতিভাশালী নাগোজিভট্ট বিষ্ণুভাগবতকে পঞ্চম পুরাণ বলিয়া দেবীভাগবতকে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মৎস্যপুরাণ ও শিবপুরাণ নীলকণ্ঠাদির মত সমর্থন করিলেও পদ্মপুরাণ ও নারদপুরাণ শ্রীধর স্বামীর মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু নাগোজি ভট্টের মত কোনও পুরাণে সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

পুরুরূপ—৯৪-৫, ১৮৮। বহুরূপ।

পুরুষ—২৭৩, ৩৯১। মন্তব্য-প্রকাশ। সাধারণতঃ পুরুষ বলিলে মনুষ্যকে বুঝায়, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া পুরুষশব্দ ব্যবহৃত হয়। পুরে (দেহে) যিনি শয়ন অর্থাৎ অবস্থান করিতেছেন, তিনি পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা। পুরুষশব্দ ইহার একটী পর্য্যায়।

পুরুষমেধযাজী—৫৬১, ৬৬৩॥ যিনি পুরুষমেধনামক যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন। মন্তব্য-প্রকাশ। নরমেধযজ্ঞের নাম পুরুষ-মেধ যজ্ঞ। মেধ অর্থাৎ অন্ন। যে যজ্ঞে মেধ্যপুরুষ আলম্ভিত বা হিংসিত হন, তাহার নাম পুরুষমেধযজ্ঞ। বাজসনেয়-সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ও শতপথ ব্রাহ্মণাদি বৈদিকগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

পুরুষবহুত্ব ও বেদান্তের ব্যবহারিক ভেদ—৬৫।

পুরুষসূক্ত—২০৩,২০৬। মন্তব্য-প্রকাশ। সাধারণতঃ শুক্লযজুর্ব্বেদের একত্রিংশ অধ্যায়ের "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি ষোলটী মন্ত্রকে পুরুষসূক্ত বলা হয়। ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের চতুর্থ অধ্যায়ে এই সকল মন্ত্র আম্নাত হইয়াছে।

পুরুষমেধযজ্ঞে "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণানালভেত" ইত্যাদিমন্ত্রের দ্বারা দ্বাবিংশতি মনুষ্যকে উপাকৃত করিবার পর অর্থাৎ যূপজুষ্ট মনুষ্যকে পবিত্র করিবার পর, ব্রহ্মা পরম পুরুষের উদ্দেশে এই সূক্তটী পাঠ করিতেন বলিয়া ইহার নাম পুরুষসূক্ত। এক্ষণে পঞ্চামৃতশোধনে বা দেবতাদিগের স্নানকালে ইহা প্রায়শঃ স্মৃত ও পঠিত হইয়া থাকে।

কর্ম্মকাণ্ডে প্রযোজ্য ষোলটী মন্ত্রের দ্বারা যজমানের চিত্তশুদ্ধি দৃঢ় হইলে বেদ জ্ঞানকাণ্ডে মনন করাইবার জন্য তাঁহাকে এই মন্ত্রটী পাঠ করিবার আদেশ দিয়াছেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥

অনুলোম বিলোমে ভাবনাশক্তি দৃঢ় হয় বলিয়া জ্ঞানকাণ্ডো-পনীত যজমানকে পুনরায় সৃষ্টির রহস্যমূলক কর্ম্মকাণ্ডের স্মরণ করাইয়া বেদ এই মন্ত্রটী পাঠ করিবার আদেশ দিয়াছেন—

প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা স্তস্মিন্ হ তস্থু র্ভুবনানি বিশ্বা॥

শেষতঃ আবার কর্ম্মকাণ্ড হইতে জ্ঞানকাণ্ডের অদ্বৈতচিন্তায়

আপনাতে বিশ্ববৈরূপ্যের উপসংহার করাইবার জন্য বেদ যজমানকে এইরূপ ভাবনার উপদেশ দিলেন—

ইদং সর্ব্বমিষাণামুং ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।

সুতরাং বলিতে হইবে যে, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"—এই সামশ্রুতির তাৎপর্য্যে যজমানকে অধিকার দিয়া বেদ বাইশটী মন্ত্রের দ্বারা পুরুষসূক্তের সমাম্নায় শেষ করিয়াছেন।

যদি কেহ বলেন যে, ষোলটী মন্ত্রকে যখন পুরুষসূক্ত বলা হয়, তখন আবার বাইশটী মন্ত্রকে কিরূপে পুরুষ সূক্ত বলা যাইতে পারে? তাহা হইলে বলিব যে, কর্ম্মকাণ্ডের জন্য পুরুষসূক্তের ষোলটী মন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া সাধারণত ঐ কয়েকটী মন্ত্রকেই পুরুষসূক্ত বলে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়কে ধরিয়া বাইশটী মন্ত্রের সমষ্টিকেই পুরুষসূক্ত বলিতে হইবে। এইজন্য শৌনক ঋষিও বাইশটী মন্ত্রকে পুরুষসূক্ত বলিয়া তাহার উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞ—৯২। যাঁহার প্রজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে তাঁহাকে পূর্ণপ্রজ্ঞ বলে। আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য স্বরচিত বেদান্তভাষ্যকে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন দ্বৈতভাষ্য বলিয়া উহাকে বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত বলা যায় না। বাসুদেব আনন্দতীর্থের নামান্তর।

পূর্ণমাস—২১৩, ২১৬। 'দর্শপূর্ণমাস' দেখুন।

পূর্ত্ত—২৪৩-৪। সাধারণের জন্য পুষ্করিণী, সভাগৃহ বা মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করার নাম পূর্ত্তকর্ম্ম। মনুব্যপ্রকাশ। বরাহপুরাণে অভিহিত হইয়াছে—

বাপীকূপতড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে॥

শ্লোকটী লিখিতাদির সংহিতাতেও স্মৃত হইয়াছে। 'ইষ্টাপূর্ত্ত'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা—৩০৯। মন্তব্যপ্রকাশ। শঙ্করাচার্য্য বলেন, জৈমিনিপ্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ও ব্যাসপ্রোক্ত জ্ঞানকাণ্ড—এই দুইটী মিলিত হইয়া মীমাংসা নামে অভিহিত হইয়াছে। রামানুজ আচার্য্য বলেন, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও সঙ্কর্ষণকাণ্ড অর্থাৎ ভক্তিমীমাংসা—এই তিনখানি লইয়া মীমাংসাশাস্ত্র হইয়াছে। সঙ্কর্ষণকাণ্ডও জৈমিনিপ্রণীত। মীমাংসাসূত্র, শাবরভাষ্য, মীমাংসাবার্ত্তিক, পার্থসারথিমিশ্রের ব্যাখ্যা, গুরুপ্রভাকরের মীমাংসাসূত্রভাষ্য, জৈমিনীয় ন্যায়মালা, সেশ্বর মীমাংসা, ও মীমাংসাকৌস্তুভাদিগ্রন্থ পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। উত্তরমীমাংসায় প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহ ব্রহ্মবাদাদিশব্দে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্ববৃত্ত—২১। যাহা প্রথমে আচরিত হয়। ইতিহাসকেও পূর্ব্ববৃত্ত বলা যায়।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ব্যতীত অন্য আরও একটী গতি আছে, কারণ আমাদের সৌরজগৎ অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে ইষুচক্রের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। ১৬১,১৬২।

প্রকরণ—২৫। কর্ত্তব্যার্থক বাক্যের নাম প্রকরণ। মন্তব্যপ্রকাশ। "শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানম্"—এই জৈমিনিসূত্র ও তাহার ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য।

প্রকৃত—২৮৪। প্রক্রান্ত অর্থাৎ মূল।

প্রকৃতি—৩৩২। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। এই জন্য সাংখ্যে সূত্রিত হইয়াছে—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। মন্তব্যপ্রকাশ। প্রকৃতির গুণত্রয়ে উপমর্দ্দ্য-উপমর্দ্দক ভাব আসিলেই সৃষ্টিকার্য আরব্ধ হয়। এ সম্বন্ধে সাংখ্যাদি শাস্ত্র দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিশব্দের নামনিরুক্তি এইরূপে করিয়াছেন—প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ গায়ত্রীতন্ত্র বলিয়াছেন—সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা বিদ্যা প্রকৃতি স্তেন কীর্ত্তিতা।

প্রধান, অব্যক্ত, জগদ্‌বীজ বা জগদ্‌যোনি—এই সকল শব্দ সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির পর্য্যায়। 'শক্তি'শব্দ দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতি ব্রহ্মশক্তি—৪০৪। বেদান্ত প্রকৃতির স্বতন্ত্রসত্তা স্বীকার না করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মের অনির্ব্বচনীয় শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই জন্য যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন—উর্ণনাভাদ্‌ যথা তন্তু র্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ। নিত্যপ্রবুদ্ধাৎ পুরুষাদ্‌ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতি স্তথা॥ (উৎপত্তিপ্রকরণ ৯৬।৭১)। এই জাতীয় প্রমাণ বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের পোষকতা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিষ্ণু-ভাগবতের ৩।২১।১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিলয়—২৮৪, ২৫৬, ২৬০, ৩৩২। যাঁহারা পরমপুরুষের তত্ত্ব না পাইয়া প্রকৃতিতে লীন হন, তাঁহাদের অবস্থাকে প্রকৃতিলয় বলে।

প্রকৃতি-বিকৃতি—৪০৪,৪০৬। মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত অর্থাৎ সামান্যাহংকার, বিশেষাহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটী প্রকৃতিবিকৃতি। যেমন—সামান্যাহংকার বিশেষাহংকারের প্রকৃতি, কিন্তু উহা প্রকৃতির বিকৃতি। সুতরাং যাহা হইতে তত্ত্বান্তর-পরিণাম হয়, তাহাই তত্ত্বান্তরের প্রকৃতি; এবং তত্ত্বান্তর ঐ প্রকৃতির বিকৃতি। মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় হইতে কোনপ্রকার নূতন তত্ত্ব দৃষ্ট হয় না বলিয়া উহারা কেবল বিকৃতিপদবাচ্য।

প্রগাঢ়ক—৫৪,৮২। একীভাবাপন্ন সম্বন্ধ।

প্রজাপতির প্রবোধসময়—২৭। মন্তব্য প্রকাশ। প্রজাপতি অর্থাৎ ব্রহ্মা। প্রজাপতিশব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ—জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্‌। ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ॥

প্রজ্ঞানঘন—২৭৬। চিতিশক্তির খিল্যভাব। জলপ্রাপ্ত লবণের খিল্যভাবকে যেমন সৈন্ধবঘন বলে, সেইরূপে বিষয়-প্রাপ্ত

চিতিশক্তির খিল্যভাবকে প্রজ্ঞানঘন বলা হয়। বিবেক-চূড়ামণিতে আচার্য্য বলিয়াছেন—

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।
অবিদ্যোপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥

প্রতান—২৮৮। বিস্তার। মিতাক্ষরা অং ২।২২৯ দ্রষ্টব্য।

প্রতিমা—৩৮৯। সাদৃশ্য।

প্রতিযোগী—৩৫। বিরোধী। ন্যায়সিদ্ধান্ত-দীপাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। মন্তব্যপ্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্র বলেন—যস্যাভাবো বিবক্ষ্যতে স প্রতিযোগী। অর্থাৎ যে বস্তুর অভাব বলিতে ইচ্ছা হয় তাহা অভাবের প্রতিযোগী। যেমন—পট পটাভাবের প্রতিযোগী। 'অভাব'শব্দদ্রষ্টব্য।

প্রতিলোম—৪৫। বিলোম বা ব্যুৎক্রম।

প্রতিবচন—১৭৬। উত্তর।

প্রতিবিম্ব—৬৪, ২৯৫। প্রতিচ্ছায়া। মন্তব্যপ্রকাশ। পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে—

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা॥

প্রতিসংবেদী—৬২, ৬৪। মন্তব্যপ্রকাশ। যিনি প্রতিসংবেদন অর্থাৎ প্রতিফলিত বস্তুর বা অর্থের বোধ গ্রহণ করেন, তাঁহাকে প্রতিসংবেদী বলে। যেমন—আমি দর্পণস্থিত মুখের প্রতিসংবেদী।

প্রতিসঞ্চার—২০৩। মন্তব্যপ্রকাশ। 'যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে যেরূপ লয় উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাকেও প্রতিসঞ্চার বলে। প্রতিসঞ্চর ইহার নামান্তর। প্রতিপূর্ব্বক সংপূর্ব্বক চরধাতুর উত্তর অল্‌প্রত্যয় করিলে প্রতিসঞ্চার এবং অপ্ প্রত্যয় করিলে প্রতিসঞ্চর হয়। এ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলিয়াছেন—

যদা স্তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ॥

প্রতীহারী—১৩৫। দ্বারপাল। মন্তব্যপ্রকাশ। 'উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং কিব্‌ঘঞাদৌ ক্বচিদ্‌ভবেৎ—এই নিয়মানুসারে প্রতীহারী বা প্রতিহারী এই উভয়বিধ পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

প্রতীকোপাসনা—৩৮৯। মন্তব্যপ্রকাশ। নামে, প্রতিমায় বা পাষাণাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধি উৎপাদন করার নাম প্রতীকোপাসনা। 'ন প্রতীকে ন হি সঃ'—এই বেদান্তসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রত্যক্‌ চৈতন্য—৮৫। মন্তব্য প্রকাশ। চিত্ত যখন নিতান্ত নির্ম্মল হয় এবং উহাতে যখন গুণাধিকার শিথিল হইয়া পড়ে, তখন আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে সাংখ্যাচার্য্যেরা প্রত্যক্‌ চৈতন্য বলেন। বৈদান্তিকেরা পরমাত্মাকে এবং কখন কখন জীবাত্মাকেও প্রত্যক্‌ চৈতন্য বলিয়া থাকেন।

প্রত্যগাত্মা—৬২, ১২৪, ২৮৪। পরমাত্মা। মন্তব্য-প্রকাশ। 'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মান মৈক্ষৎ' ইত্যাদি কঠোক্তমন্ত্রের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

প্রত্যয়—২৪৭, ৩০০। নিশ্চয়জ্ঞান।

প্রত্যাহার—৬৯, ৩০০। চিত্ত এবং তৎকার্য্যের উপসংহারকে প্রত্যাহার বলে। কোন সৎকবি বলিয়াছেন—প্রত্যাহারস্ত্বিন্দ্রিয়াণাং চলানাং প্রতিরোধনম্‌। অর্থাৎ চঞ্চল ইন্দ্রিয়গণকে আপন আপন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম প্রত্যাহার। ভগবান্‌ পতঞ্জলি আরও সূক্ষ্মদৃষ্টিসহকারে বলিয়াছেন—স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সমূহের উপলব্ধি না করিয়া যখন চিত্তস্বরূপকে অনুকরণ করে, তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে। অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক যখন আপন আপন গৃহীতব্য রূপরসাদি বিষয় মনের নিকট অর্পিত না হইয়া

অবিকৃত অবস্থায় চিত্তেই ব্যাসক্ত বা প্রবিলাপিত হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে প্রত্যাহার আয়ত্ত হইয়াছে। মহাযোগী জৈগীষব্য ইহাকে ইন্দ্রিয়জয় বলিয়াছেন। পতঞ্জলির মতে ইহাই ইন্দ্রিয়ের পরমা বশ্যতা। এ সম্বন্ধে তেজোবিন্দূপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।

প্রত্যুদিতখ্যাতি—৩৮০। যাহার বিবেকখ্যাতি উদিত হইয়াছে।

প্রদীপ্তা—১৬৬। অগ্নির জিহ্বা-বিশেষ।

প্রদ্যুম্ন—২৭৩। 'পাঞ্চরাত্রিক' শব্দ দেখুন।

প্রধান—৪৩। সাংখ্যের প্রকৃতি। মন্তব্যপ্রকাশ। বৈদান্তিকেরা প্রধানকে স্বতন্ত্র না বলিয়া ব্রহ্মেরই অনির্ব্বচনীয় শক্তি বলিয়া থাকেন। যেমন বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংশ্রয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদি জগৎপ্রপঞ্চসূঃ
স নোঽস্তু বিষ্ণু র্গতিভূতিমুক্তিদঃ ॥১।১।২।

প্রপঞ্চ—৬২, ১৬৯, ২৭৬। সৃষ্টিবিস্তার; জগৎপ্রতান।

প্রপঞ্চপরমার্থবাদী—৮৭, ৩৮৪, ৩৮৬। সাংখ্যমতোপজীবীর ন্যায় যাঁহারা প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রপঞ্চাপরমার্থবাদী—৮৭, ৩০৪, ৩৮৬। গৌড়পাদাদির ন্যায় যাঁহারা প্রপঞ্চকে মায়ার বিলাস বলিয়া তাহার সত্যতা অস্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রমা—৬২, ৬৪, ৩১৬। মন্তব্যপ্রকাশ। অবাধিত অর্থাবগাহী বোধের নাম প্রমা। প্রমিতি প্রমার নামান্তর। ভগবান্ বাৎস্যায়ন বলেন—'যদর্থবিজ্ঞানং সা প্রমা' অর্থাৎ যাহাতে যাহা আছে তাহার বোধকেই প্রমা বলে। তত্ত্বচিন্তামণিতে গৌড়-কুলরবি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও বলিয়াছেন—'যত্র যদস্তি তত্র তস্যানুভবঃ প্রমা'। তর্কসংগ্রহে অন্নং ভট্ট বলিয়াছেন—'তদ্বতি তৎপ্রকারকানুভবো যথার্থঃ, তদভাববতি তৎপ্রকারকোঽনুভবোঽযথার্থঃ'। যেমন—সর্পে সর্পত্ব দেখা প্রমা, কিন্তু উহাকে

বস্তুর দেখা অপ্রমা। এই জন্য ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—
'তদ্বানঃ স্যাদ্ ভ্রমভিন্নং তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা'। অর্থাৎ ভ্রমভিন্ন
জ্ঞানকে প্রমা বলে।

সাংখ্যদর্শন বলেন—'দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থ-
পরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা' ইত্যাদি। অর্থাৎ অসন্নিকৃষ্ট পদার্থ ইন্দ্রিয়াদির
দ্বারা বুদ্ধিতে আরূঢ় হইলে তাহার ইয়ত্তা অবধারণ করার নাম
প্রমা। ইহাতে বলা হইল যে, ইন্দ্রিয়োপলব্ধ বস্তুর স্বরূপ-
নিশ্চয়কে প্রমা বলে। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—"প্রমাঽর্থকার-
কৃতীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্"।

মীমাংসকেরা বলেন যে, প্রমাত্ব বা জ্ঞান স্বতোগ্রাহ্য। এই
জন্য ভট্টপাদ কুমারিলের শিষ্য গুরু প্রভাকর বলিয়াছেন যে,
জ্ঞানের স্বপ্রকাশ ধর্ম্ম আছে বলিয়াই ইন্দ্রিয়বিষয়ের প্রামাণ্য
আমাদের জ্ঞানের দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। আবার পূজ্যপাদ
কুমারিল ভট্ট জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,
কারণ জ্ঞানের দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ অববুদ্ধ
হইয়া থাকে। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রের আপত্তি আছে বলিয়া
ভাষাপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে—প্রমাত্বং ন স্বতোগ্রাহ্যং
সংশয়ানুপপত্তিতঃ। অর্থাৎ প্রমাত্ব বা জ্ঞান যদি স্বতোগ্রাহ্য হইত,
তাহা হইলে অনভ্যস্ত দশায় যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাতে কখন
কোনপ্রকার সংশয় থাকিত না। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে এ সমস্ত
কথা বিশদ-রূপে আলোচিত হইযাছে।

প্রমাণ—১৯, ৬২, ৬৩। 'প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তৎ প্রমাণম্'।
(বাৎস্যায়নভাষ্যে ১।১।১ প্রস্তাবনা)। মন্তব্যপ্রকাশ। করণের
বাহিরে প্রতীয়মান বস্তুসত্তার নিশ্চয়কে প্রমাণ বলে। সুতরাং
যাহা প্রমার জনক, তাহাই প্রমাণ। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—
প্রমাণং যুক্তিরেব নঃ।

প্রমাণের সংখ্যাবিষয়ে দার্শনিকগণের মতভেদ আছে।
লোকায়ত চার্ব্বাকদর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ স্বীকৃত

হয় নাই। বৌদ্ধদর্শনে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান—এই দুইটী প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটীকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্যদর্শন ও যোগদর্শন উপমানকে অনুমানের অন্তর্ভূত ধরিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই তিনটীকে প্রমাণ বলিয়াছেন। নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা সাংখ্যের ন্যায় উপমানকে অনুমানের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদিগকে প্রমাণত্রয়বাদী বলা হয়। এই প্রমাণত্রয়বাদীকে কেহ কেহ ন্যায়ৈকদেশীও বলিয়াছেন। প্রমাণাদিসম্বন্ধে সুরেশ্বরাচার্য্যের মানসোল্লাসে উক্ত হইয়াছে—

"প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানং চ কেচন"।

বচনটী বরদারাজের তার্কিকরক্ষার প্রমাণপ্রকরণে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা বরদারাজের স্বকীয় শ্লোক নহে।

মীমাংসকেরা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত চারিটী প্রমাণ ভিন্ন ঐতিহ্য, অর্থাপত্তি, সম্ভব ও অনুপলব্ধি বা অভাব—এই চারিটীকেও প্রমাণের অন্তর্গত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন যে, পারমার্থিক ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। তন্মধ্যে ব্রহ্মবোধক প্রমাণ তিন কালেই অবাধিত থাকে বলিয়া উহা পারমার্থিক। আর যেমন স্বাপ্নিক প্রমাণ স্বপ্নাবস্থায় গলিত না হইলেও জাগ্রদবস্থায় গলিত হয়, সেইরূপ অন্যান্য প্রমাণ সেই সেই দশায় বাধিত না হইলেও তদিতর দশায় বাধিত হয় বলিয়া তাহারা ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক। এইজন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভাষ্যবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—

প্রমাণমপ্রমাণং বা প্রমাভাসস্তথৈব চ।
কুর্ব্বন্ত্যেব প্রমাং যত্র তদসম্ভাবনা কুতঃ॥

অর্থাৎ একমাত্র প্রমাতায় যখন প্রমাণ, অপ্রমাণ ও প্রমাভাসের উৎপত্তি দেখা যায়, তখন প্রমাতার অসম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? শ্লোকটী প্রমাতৃবিষয়ক হইলেও উহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাতা ভিন্ন তদিতর বস্তুর সদ্ভাব তখন সম্ভবপর হইতে পারে না।

প্রমাতা—৬৪, ৩১৩-৪। ভগবান্ বাৎস্যায়ন বলেন—'যস্যেপ্সা-জিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা' (ভাষ্য ১।১।১ প্রস্তাবনা)। অর্থাৎ ইষ্টলাভে ও অনিষ্টপরিহারে উদ্যুক্ত হইতে যাঁহার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, তিনিই প্রমাতা। এইরূপ উক্তির তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া প্রশস্তপাদ আত্মাকেই প্রমাতা বলিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যেরাও বুদ্ধির সাক্ষিস্বরূপ শুদ্ধচেতন পুরুষকেই প্রমাতা বলেন, কারণ বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ'। বেদান্ত কিন্তু বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত বা তদবচ্ছিন্ন চৈতন্যকেই প্রমাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

প্রমাদ—২৮-৩০, ৩৫, ৪৩, ২৬২। মন্তব্য-প্রকাশ। শ্রুতি বলিয়াছেন—

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যু রিত্যাহু র্বিদ্যায়াং ব্রহ্মবাদিনঃ॥

আচার্য্যশিরোমণি সনৎকুমারও প্রমাদকে মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবেক-চূড়ামণিতে বলিয়াছেন—

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥
ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহ স্ততোঽহংধী স্ততো বন্ধ স্ততো ব্যথা॥
অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যু র্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্ সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ॥

প্রমিতি—১৭, ২৯৩। 'প্রমা' শব্দ দেখুন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলির

'মিতিঃ সম্যক্‌পরিচ্ছিত্তিঃ' ইত্যাদি শ্লোক ও তাহার টীকাদি দ্রষ্টব্য।

প্রমেয়—২৭৪, ২৭১। অবধার্য্য বা পরিচ্ছেত্ত অর্থাৎ ইয়ত্তারূপে নির্ণেয়। সুতরাং প্রমার বিষয়কেই প্রমেয় বলিতে হইবে। মন্তব্য-প্রকাশ। ন্যায়শাস্ত্রমতে ঊনবিংশতি পদার্থ প্রমেয়পদ-বাচ্য। তন্মধ্যে যে কয়েকটী মোক্ষলাভের সহায়তা করে, তাহা এই গৌতমসূত্রে সংগৃহীত হইয়াছে—আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধি-মনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্। অর্থাৎ আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্য-ভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ—এই কয়েকটীই প্রমেয়।

মন্তব্যপ্রকাশ। কেহ কেহ সূত্রস্থিত 'দুঃখ'শব্দের পরিবর্ত্তে 'সুখ'শব্দ বসাইয়া মহর্ষি গৌতমকে সর্ব্বাশুভবাদের দোষ হইতে মোচন করিতে চাহেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বাৎস্যায়নভাষ্যের পূর্ব্বে 'সুখ'শব্দ দিয়াই সূত্রটী পঠিত হইত। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরিও প্রমেয়শব্দের পরিচয়প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

'প্রমেয়ন্ত্বাত্মদেহাদ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়সুখাদিতঃ'।

বোধ হয় এই প্রকার জৈনমত দেখিয়াই ঐরূপ প্রসিদ্ধি হইয়াছে।

যাহাই হউক, আমরা কিন্তু ঐরূপ পাঠের সমর্থন করিতে পারি না। কারণ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ গৌতম 'দুঃখ'শব্দের পরিবর্ত্তে 'সুখ'শব্দের প্রয়োগ করিয়া কখন শ্রুতিতাৎপর্য্য নষ্ট করিতে পারেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ।" অর্থাৎ কর্ম্মফলার্জ্জিত সংসারকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ তৎপ্রতি বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন। নিঃশেষরূপে জানিলে বিচিত্রবিষয়ে আর মোহ থাকে না বলিয়া 'নির্ব্বেদ'শব্দের অর্থ বৈরাগ্য। এই 'নির্ব্বেদ'শব্দ ও 'পরীক্ষা'-শব্দ একবাক্যে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে যে,

পরীক্ষা কেবল প্রত্যক্ষের দ্বারা নহে, কিন্তু যাহাতে সদ্ভূত অর্থ প্রদ্যোতিত হয় এরূপভাবে শাস্ত্রদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সংসার ও তাহার পরিণামগুলির সমীক্ষণ করা কর্ত্তব্য। সংসারাদি এইরূপে পরীক্ষিত হইলে উহার দুঃখফল ভাবনায় আরূঢ় হয় বলিয়া উহাতে বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। এই জন্য ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার দ্বারা সংসারের বিচিত্রা গতি দেখাইয়া বলিলেন—তস্মাজ্জুগুপ্সেত। সংসার দুঃখময় না হইলে শ্রুতি কখন 'জুগুপ্সা' শব্দের দ্বারা তৎপ্রতি বৈরাগ্যের উপদেশ দিতেন না। বৃহদারণ্যকের কহোলযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদেও ধনজনাদির এষণা ত্যাগ করিবার পরামর্শ আছে। শ্রুতির এইরূপ অভিপ্রায় স্বরসবাহী বলিয়াই হৈরণ্যগর্ভযোগে বশীকারাদি-বৈরাগ্য উপদিষ্ট হইয়াছে। যোগিগণ সংসারের কোন বিষয়েই সুখ দেখিতে পান নাই, কারণ যাহা আপাততঃ সুখ বলিয়া উপলব্ধ হয়, তাহা প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি ভাবিদুঃখের বীজ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সেই জন্য ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ'। অর্থাৎ পরিণাম, তাপ ও সংস্কার—এই ত্রিবিধ দুঃখহেতু এবং শান্ত, ঘোর ও মূঢ়—এই ত্রিবিধ গুণবিষয়ক অভিভাব্য-অভিভাবকস্বরূপ স্বভাবহেতু বিবেকিপুরুষের নিকট সংসারের সমস্ত বিষয়ই দুঃখময়।

কেবল যোগদর্শন কেন, শ্রুতির অন্তঃপ্রবাহিত ঐরূপ আশয় দেখিয়া ব্রহ্মবাদীরাও বস্তুবিবেকের পরেই বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, গৌতমের প্রমেয়বিষয়ক সূত্রে 'দুঃখ'শব্দের প্রয়োগই সমীচীন এবং তৎসম্বন্ধে বাৎস্যায়ন যাহা বলিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে অন্য কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। বাৎস্যায়ন যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—"দুঃখমিতি নেদমনুকূলবেদনীয়স্য সুখস্য প্রতীতেঃ

প্রত্যাখ্যানম্। কিং তর্হি? জন্মন এবেদং সসুখসাধনস্য দুঃখানুষঙ্গাদ্ দুঃখেনাবিপ্রয়োগাদ্ বিবিধবাধনযোগাদ্ দুঃখমিতি সমাধিভাবনমুপদিশ্যতে। সমাহিতো ভাবয়তি, ভাবয়ন্ নির্ব্বিদ্যতে, নির্ব্বিন্নস্য বৈরাগ্যম্, বিরক্তস্যাপবর্গ ইতি"। অর্থাৎ গৌতম যে 'সুখ'শব্দের পরিবর্তে 'দুঃখ'শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে জীবের আপাতরমণীয় সুখপ্রত্যয় প্রত্যাদিষ্ট বা নিরাকৃত হয় নাই। কারণ সুখসাধনের সহিত সংশ্লেষহেতু, দুঃখের সহিত জীবের নিত্যসম্বন্ধহেতু এবং দুঃখপ্রতীকারে অশেষ প্রতিবন্ধকত্বহেতু জীবের জন্মই সর্ব্ববিধ দুঃখের মূল— এইরূপ সমাধিভাবনাই 'দুঃখ'শব্দের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে। বিবেকী সমাহিত হইয়া ভাবনা করেন এবং ভাবনা করিয়া তিনি নির্ব্বেদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। নির্ব্বিন্নপুরুষের বৈরাগ্য অবশ্যম্ভাবী এবং বিরক্তের অপবর্গ কখন প্রতিহত হইতে পারে না।

এই সমস্ত কথার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, শ্রুতির স্বরসবাহী অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া এবং পুরাতন হিরণ্যগর্ভের অভিমতি লইয়া বাৎস্যায়নমুনি সূত্রস্থিত 'দুঃখ'শব্দের সঙ্গতি দেখাইয়া দিয়াছেন। আর বাৎস্যায়নমুনির অভিপ্রায় যদি বেদানুবাদী হয়, তাহা হইলে গৌতমও 'দুঃখ'শব্দের পরিবর্তে 'সুখ'শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন না, কারণ তিনি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞ মহর্ষি।

আর একটী কথার উল্লেখ না করিয়া এস্থলে প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। পশ্চিমজগতের সর্ব্বাশুভবাদ সনাতন বৈদিকধর্ম্মে কি কখন প্রযোজ্য হইতে পারে? যাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দুঃখ ব্যতীত কোন প্রকার সুখ দেখিতে পান না, যাঁহারা মনে করেন জগৎপ্রবাহের সহিত দুঃখ কেবল তীব্র হইতে তীব্রতরই হইতেছে এবং কোনও কালে কোনও সুখের সম্ভাবনা নাই, তাঁহারাই সর্ব্বাশুভবাদী। কিন্তু যে ধর্ম্মের

প্রশংসন হইতেছে—"যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্," এবং যে ধর্ম্মে প্রশিষ্ট হইয়া শিষ্য গুরুস্মরণ করিয়া বলেন—"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিম্", সে ধর্ম্মে কি সর্ব্বাশুভবাদের কথা অপ্রাসঙ্গিক নহে?

প্রমেয়সম্বন্ধে বেদান্ত যাহা বলেন, তাহার পরিচয় দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। বেদান্তসম্প্রদায়ের ভেদবাদীর বা ভেদাভেদ-বাদীর মতে চেতনাচেতনভেদে প্রমাণসাধ্য বস্তুমাত্রই প্রমেয়। তন্মধ্যে চেতনই মুখ্য, কারণ ব্যবসেযাত্মক অচেতন পদার্থ ব্যব-সায়াত্মক চেতনপদার্থের প্রয়োজনসাধক। চেতন আবার জীবেশ্বরভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ঈশ্বরই প্রধান, কারণ তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণ প্রতিনিযত বিরাজ করিতেছে। অতএব ঈশ্বরকেই প্রমেয়রূপে নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বেদান্তসম্প্রদায়ের অভেদবাদিগণ বলেন যে, শুদ্ধচৈতন্য ব্রহ্মই একমাত্র প্রমেয়, কারণ অধ্যাসহেতু ব্যবহারিক দশায় প্রমার ভিন্নত্ব প্রতীয়মান হইলেও পরমার্থদশায় উহার লোপ হইয়া থাকে। এইজন্য সিদ্ধান্তবিন্দুতে উক্ত হইয়াছে—'প্রমেয়ং তু বিষয়গতং ব্রহ্মচৈতন্যমেবাজ্ঞাতম্, তদেব চ জ্ঞাতং সৎ ফলম্'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রমাতৃচৈতন্য যেমন প্রমিতিচৈতন্য হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ প্রমেয়গতচৈতন্যও প্রমিতিচৈতন্য হইতে কখন ভিন্ন নহে। সুতরাং প্রমাতৃচৈতন্য ও প্রমেয়গত-চৈতন্য—এই দুইটীর দ্বারা পদার্থের তাদাত্ম্য সিদ্ধ হইতে দেখা যাইলেও চৈতন্য এক ব্যতীত কখন দুই হইতে পারে না। এই জন্য ভগবান্ পঞ্চশিখ বলিয়াছেন—একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্।

প্রবাহণ—৪৯। রাজর্ষিবিশেষ। মন্তব্য-প্রকাশ। জীবলির অপত্য বলিয়া ইনি জৈবলিনামেও প্রসিদ্ধ। জৈবলিপ্রবাহণ পঞ্চালের রাজা ছিলেন। পঞ্চাল সৌরাষ্ট্রের একটী উপবিভাগ। সৌরাষ্ট্র অর্থাৎ বর্ত্তমান সুরাট।

প্রবাহণ প্রাচীন রাজা হইলেও তাঁহার রাজত্বকাল হর্য্যশ্বের পরেই হইবে। কারণ হর্য্যশ্বের পুত্র মুদ্গর, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও কৃমিলাশ্ব যে যে পাঁচটী রাজ্যবিভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেন তাহারই নাম পঞ্চাল। উপনিষদ্ যখন প্রবাহণকে পঞ্চালের রাজা বলিয়াছেন, তখন আমাদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখন বাধিত হইবে না।

পূর্ব্বে পঞ্চাল দুইভাগে বিভক্ত ছিল—উত্তরপঞ্চাল ও দক্ষিণ-পঞ্চাল। উত্তরপঞ্চাল এক্ষণে বেরেলী জেলার অন্তর্গত। দ্রুপদ রাজার সময় এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণপঞ্চাল অধিকতর প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। দক্ষিণপঞ্চাল এক্ষণে ফরক্কাবাদের অন্তর্গত। এই দক্ষিণ-পঞ্চালস্থিত কাম্পিল্যনগর প্রবাহণরাজার রাজধানী ছিল। "অম্বে অম্বিকেঽম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন"...ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রে কাম্পিলনগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কাম্পিল কাম্পিল্যের নামান্তর। উত্তরপঞ্চাল দ্রৌপদীর জন্মস্থান হইলেও বৈদিক এবং পৌরাণিক প্রসিদ্ধির জন্য এই কাম্পিল্যনগরেই তাঁহার স্বয়ংবরকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। কাম্পিল বা কাম্পিল্য এক্ষণে কাইমগঞ্জ বলিয়া পরিচিত।

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের পঞ্চাগ্নিবিদ্যাপ্রকরণে প্রবাহণের নাম দেখিতে পাওয়া যাইবে।

প্রবৃত্তিনিমিত্ত—৩০৬-৭। প্রবৃত্তির কারণ। ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ—প্রবৃত্তেঃ শব্দানামর্থবোধনশক্তে র্নিমিত্তং প্রযোজক-মিতি। এ সম্বন্ধে 'শব্দশক্তিপ্রকাশিকা' দ্রষ্টব্য।

প্রবচন—১৭৮। বুদ্ধিজনিত তর্ক। শ্রুতি বলিয়াছেন—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ'। শ্রুত্যন্তরেও আম্নাত হইয়াছে—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া'।

প্রবিলাপ—৪৪। উপসংহার।

প্রশাসন—২১৯। ইষ্টবোধনের নিমিত্ত বিধিসূচক বাক্যোচ্চারণ বা শাসন।

প্রসংখ্যান—৩১৫-৬।

প্রসিত—৩৩৩। ব্যাপৃত।

প্রাগভাব—৩৫। উৎপত্তির পূর্ব্বে সমবায়িকারণে কার্য্যের সংসর্গাভাবকে প্রাগভাব বলে। মন্তব্য-প্রকাশ। অভাব দ্বিবিধ—সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসর্গাভাব আবার ত্রিবিধ—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব এবং অত্যন্তাভাব। যে অভাব আপন প্রতিযোগীর উদয় করায়, তাহার নাম প্রাগভাব। বিশ্বনাথ পঞ্চাননকৃত ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে—'প্রাগভাবলক্ষণং তু বিনাশ্যভাবত্বম্'। সুতরাং পুষ্পে ফল হইবে, এখন কিন্তু ফল নাই—ইহা প্রাগভাব। যখন ফল হইবে, তখন আর ঐ প্রাগভাব থাকিবে না। অতএব যাহাতে যাহার উৎপত্তি হইবে, তাহাতে তাহার প্রাগভাব আছে। বস্তু উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব নষ্ট হয় বলিয়া উহার নাশ স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু নাশ থাকিলেও উহার উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না। 'প্রাগভাব অর্থাৎ প্রাগ্‌বর্ত্তী অভাব'। 'অভাব' শব্দ দেখুন।

প্রাচীনশাল—১৯। ঋষিবিশেষ। ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

প্রাণায়াম—৩০০। প্রাণবায়ুর গতিবিচ্ছেদজনক ব্যাপারবিশেষের নাম প্রাণায়াম। "প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয় স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা"—এই বচনানুসারে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা ইহা আচরিত হয়। প্রাণায়ামসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের জন্য তন্ত্রশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র এবং হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব (৩৫ হইতে ৩৭ পৃষ্ঠা বিদ্যানন্দের সংস্করণ) দ্রষ্টব্য।

প্রাণায়াম দ্বিবিধ—সগর্ভ ও নিগর্ভ। প্রথমটী মন্ত্রজপের দ্বারা এবং দ্বিতীয়টী মাত্রার দ্বারা বিহিত হইয়া থাকে। মাত্রাম

পরিমাণসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'জান্বুভ্যাং যাবতা পাণিঃ প্রত্যেতি ধরণীতলে'। অভিযুক্তেরাও বলেন—'মাত্রা তু বাম-জানুনি তদ্বস্তু ভ্রামণমাত্রকালঃ'। ছন্দোজ্ঞপণ্ডিতেরা বলেন—'একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে। ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্'॥ বৈয়াকরণেরা বলেন—'চাষস্ত্বেকাং বদেন্মাত্রাং দ্বিমাত্রং বায়সো বদেৎ। ত্রিমাত্রং তু শিখী ব্রূয়ান্নকুল শ্চার্দ্ধমাত্রকম্'॥ মন্তব্যপ্রকাশ। প্রাণই শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি অবলম্বন করিয়া দেহযন্ত্র চালনা করিতেছে। গুরুশাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ করিতে হইলে মিতভোজন, আসনজয় ও বাসনাক্ষয় করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সকল উপায় ব্যতীত প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয় না, এবং প্রাণক্রিয়া বন্ধ না হইলে মন অমনস্তা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলাভে সফলতা প্রদান করে না। সেই জন্য যোগবাশিষ্ঠে স্মৃত হইযাছে—"দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥ প্রাণায়াম-দৃঢ়াভ্যাসৈ র্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া। আসনাশনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥ অসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্ ভবভাবনবর্জ্জনাৎ। শরীর-নাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন প্রবর্ত্ততে॥ বাসনানাং পরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্। প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব। যদ্ভাবনং বস্তুনোঽন্ত-র্ব্বস্তুত্বেন রসেন চ॥ যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিদ্ধেয়োপাদেয়রূপি যৎ। স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে॥ অবাসনত্বাৎ সততং যদা ন মনুতে মনঃ। অমনস্তা তদোদেতি পরমাত্মপদ-প্রদা"।

ফলশ্রুতি—২৯৯, ৩০২। লিঙ্গবিশেষ। মন্তব্যপ্রকাশ। 'উপক্রমো-সংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। সৎকার্য্যে ও অসৎকার্য্যে উভয়ত্র ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়। তবে বিশেষ এই যে, সৎকার্য্যের ফলশ্রুতিকে গুণফলশ্রুতি এবং অসৎকার্য্যের

ফলশ্রুতিকে দোষফলশ্রুতি বলা হইয়া থাকে। সৎকার্য্যের শুভফলশ্রুতি দেখিয়া ফলাকাঙ্ক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া উচ্চসাধকের কর্ত্তব্য নহে, কারণ শাস্ত্র নিষ্কামকর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই জন্য মলমাসতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—'নৈষ্কর্ম্ম্যাল্লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ'।

ফলেগ্রহি—৩৫৮। ফলপর্য্যবসায়ী। মন্তব্যপ্রকাশ। পাণিনির ৩।২।২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য। ফলং গৃহ্ণাতি ফলয়তি যঃ স ফলেগ্রহিঃ। একারো নিপাতিতঃ। অতএব ফলকর্ম্মক গ্রহ্ ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ইন্ প্রত্যয় করিয়া শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেইজন্য নৈঘণ্টুকগণের মতে অবন্ধ্যবৃক্ষের নাম ফলেগ্রহি। কাশিকায় জয়াদিত্য-বামনও বলিয়াছেন—'ফলেগ্রহির্বৃক্ষঃ'। কিন্তু ভট্টি-কাব্যের এই শ্লোকটীতে 'ফলেগ্রহি'শব্দ ফলগ্রাহিমাত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে—

'আত্মম্ভরি স্ত্বং পিশিতৈ নরাণাং
ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাম্।
শৌবস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং
ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ' ॥২।৩৩

ইহাতে জয়মঙ্গল বলিয়াছেন—"ফলেগ্রহীন্ ফলাশিনো মুনীন্। ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চ ইতি নিপাতিতৌ"। মল্লিনাথ বলেন—"ফলেগ্রহীন্ ফলগ্রাহিণ স্তন্মাত্রাহারানিত্যর্থঃ। যদ্যপি 'ফলেগ্রহির্বৃক্ষ' ইতি কাশিকায়াং 'স্যাদবন্ধ্যঃ ফলেগ্রহি'-রিত্যভিধানকোষেষু চ ফলসম্বন্ধিবৃক্ষে রূঢ়িঃ প্রতীয়তে, তথাপ্যত্র প্রৌঢ়্যা রূঢ্যনাদরেণ যোগমাত্রাশ্রয়েণ মুনিবিশেষণত্ব-মুক্তম্। 'ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চ' (পাণিনি ৩।২।২৬) ইতি ইন্ প্রত্যয়ঃ। উপপদে চ ক্রমাদেত্বং মুমাগমশ্চ নিপাতিতম্"।

বস্তুতঃ "ফলানি গ্রহীতুং শীলমস্য" এইরূপ বাক্য করিলে তিনটী পদ সাধিত হয়—(১) ফলগ্রাহী (ণিনি তাচ্ছীল্যে) অর্থাৎ যে ফলভোজন করিয়া জীবন ধারণ করে; (২) ফলেগ্রহিঃ

(উপপদন্ত একারত্বমিন্‌প্রত্যয়শ্চ) অর্থাৎ যে বৃক্ষ ফল প্রসব করে ; এবং (৩) ফলগ্রহিঃ (অকারান্তত্বমপি দৃশ্যতে, ইন্‌প্রত্যয়শ্চ) অর্থাৎ যে ফলসংগ্রহ করে। এই তিনটীর মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটীকেই রূঢ়ি বলিতে হইবে।

ফল্গুপ্রকাশ—৪। অল্পপ্রকাশযুক্ত অর্থাৎ অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রকাশযুক্ত। মন্তব্যপ্রকাশ। গয়াক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ফল্গুনদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই জন্য গয়াক্ষেত্রকে ফল্গুতীর্থও বলা হয়। এ সম্বন্ধে গরুড়পুরাণের ৮৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বহুপাঠী ও বহুপাঠবাসনা—২৯০-২৯২।

বহুসদনুষ্ঠানবাসনা—২৯১-২৯২।

বহূদক—১৪৫, ১৪৭। সন্ন্যাসিবিশেষ।

বুদ্ধি ও বুদ্ধিসত্ত্ব—৬৭, ৬২, ২৩১।

বুদ্ধ, বৌদ্ধদর্শন ও হিন্দুদর্শন—৩৮৮-৩৮৯।

ব্রহ্মচর্য্য—১৪৭, ১৬২, ২৫২, ৩৩১, ৩৩২, ৩৪২, ৩৬০-৩৬৪। মন্তব্যপ্রকাশ। 'দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মচর্য্য চতুষ্পাদ্‌—৩৫১, ৩৫৫।

ব্রহ্মজন্ম—'৪৬-৭।

ব্রহ্মবাদ—২৮৮, ৩০৭। এ সম্বন্ধে উপনিষদ ব্যতীত অনেক ভাষ্য, বার্ত্তিক, টীকা ও প্রকরণগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে অণুভাষ্যাদি গ্রন্থ দ্বৈতপর। শ্রীকণ্ঠভাষ্য, শিবার্কমণিদীপিকা, ভাস্করীয়ভাষ্য এবং বেদান্তপারিজাতসৌরভাদি গ্রন্থ দ্বৈতাদ্বৈতপর। তন্মধ্যে আবার রঙ্গরামানুজের বৃহদারণ্যকভাষ্য, শ্রীভাষ্য, শ্রীভাষ্য-বার্ত্তিক, সিদ্ধান্তজাহ্নবী, শ্রুতপ্রকাশিকা, ন্যায়ামৃত, অধিকরণ-সারাবলী, শতদূষণী, চণ্ডমারুত প্রভৃতি গ্রন্থ বিশিষ্টাদ্বৈতপর, এবং ভক্তিরসামৃত ও গোবিন্দভাষ্যাদিগ্রন্থ অচিন্ত্যভেদাভেদ-পর। শঙ্করাচার্য্যকৃত উপনিষদাদিভাষ্য, সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক, শারীরকভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু, পরিমল, রত্নপ্রভা প্রভৃতি গ্রন্থ অদ্বৈতপর। স্থূল কথা এই যে, বেদান্তের

প্রায়ে আগ্নেয় পুরাণে ভগবান্ অগ্নি যাহা বলিয়াছেন তাহার গুণোপসংহার করিয়া কতকাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পৃথিব্যবনলোজ্ঝিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্বায়াকাশবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্বাক্‌পাণ্যঙ্ঘ্রিবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পায়ূপস্থবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরুজ্ঝিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্জিহ্বাঘ্রাণবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতী রসরূপবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সর্ব্বগন্ধবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ শব্দস্পর্শবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি মনোবুদ্ধিবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি রহংকারবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্মানমেয়বিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্মিতিমাতৃবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সদসদ্ভাববর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সাক্ষিত্বাদিবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রাণাপানবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্ব্যানোদানবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সমানপরিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্জাগ্রৎস্থানবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ স্বপ্নাবস্থাবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সুষুপ্তিস্থানবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্বিশ্বভাববিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি স্তৈজসাদিবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ প্রাজ্ঞভাববিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্বিরাড়াত্মবিবর্জ্জিতম্॥

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্হিরণ্যগর্ভবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি র্মকারাদিবিবর্জ্জিতম্॥
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতি রধ্যাহারবিবর্জ্জিতম্।
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ কার্য্যকারণবর্জ্জিতম্॥
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহংকারবর্জ্জিতম্।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদিমুক্তং ব্রহ্ম তুরীয়কম্॥
নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তং সত্যমানন্দমব্যয়ম্।
ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্ম বিমুক্ত ওম্॥

শেষ শ্লোকটীর দ্বারা জীবেশ্বরের স্বারূপ্য উক্ত হইয়াছে। সুতরাং ভগবান্ অগ্নির কথায় ভট্টপাদ কুমারিলের ন্যায় আর কেহ বলিতে পারিবেন না—'ননু ধর্ম্মাতিরেকেণ ধর্ম্মিণোঽনুপলম্ভনাৎ। তৎসম্ভবমাত্র এবায়ং গবাদিঃ স্যাদ্ বনাদিবৎ'॥

ব্রাহ্মণ—২২, ২৪১, ২৯১। মন্তব্যপ্রকাশ। তাৎপর্য্য সহকারে বেদাধ্যয়ন না করিলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব থাকে না। সেইজন্য স্মৃতি বলিয়াছেন—'অনধীত্য দ্বিজো বেদানন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ'। ভগবান্ মনু এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা 'খ' পরিশিষ্টের 'অনধীত্য' ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যপ্রকাশে দ্রষ্টব্য। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যতা দেখাইবার জন্য বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্মী কথা—৩২৯। অর্থাৎ ব্রহ্মবার্ত্তা। অপরোক্ষানুভূতিতে উক্ত হইয়াছে—কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাস্তু রাগিণঃ। তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥

ব্রাহ্মী শ্রী—১৪৯।

ভক্তি—২৫৮। মন্তব্যপ্রকাশ। মাহাত্ম্যজ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরাগ প্রকাশ করার নাম ভক্তি।

'ন হীষ্টদেবাৎ পরমস্তি কিঞ্চিৎ' অর্থাৎ আমার ইষ্টদেব হইতে বৃহৎ বা তদতিরিক্ত স্বতন্ত্র কিছুই নাই—এইরূপ মানসিক বৃত্তিকে পরম অনুরাগ বলে। চিত্তে এইরূপ বৃত্তি সুদৃঢ় হইলে যখন একমাত্র ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্রসত্তা থাকে না, তখন তাহাকে প্রেম বলিতে হইবে। উহা ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি ভেদে ধর্ম্ম দুই প্রকার বলিয়া ভক্তিও দ্বিবিধ হইতে পারে। ফলানুসন্ধানের সহিত যে ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, তাহা প্রবৃত্তিলক্ষণা বা সকামভক্তি। আর ফলানুসন্ধান ত্যাগ করিয়া যে ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, তাহা নিবৃত্তিলক্ষণা বা নিষ্কাম-ভক্তি। এই নিষ্কামভক্তি লইয়া বিষ্ণুভাগবতের প্রথমেই স্মৃত হইয়াছে—'স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যযাত্মা সুপ্রসীদতি' ॥ (১।২।৬)। অধোক্ষজ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। বলাই বাহুল্য যে, সকামভক্তির মাত্রানুসারে কামনার সফলতা সংঘটিত হয়। কোন শাস্ত্রচিন্তক বলিয়াছেন—

'তথা চ নারীম্বপি সিদ্ধমেতৎ
করোতি যো যল্লভতেঽপ্যসৌ তৎ।
যৎ কর্ম্মবীজং বপতে মনুষ্য
স্তস্যানুরূপাণি ফলানি ভুঙ্‌ক্তে' ॥

বেদান্তের ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও ভক্তির পরিণাম। কঠোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্'। (২।২২)। অর্থাৎ পরমেশ্বরে যাহার ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, তাহার প্রতি পরমেশ্বর প্রীত হন এবং তিনি যাহার প্রতি প্রীত হন, সেই জিজ্ঞাসাদির দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। আর সাধারণভাবে দেখিলেও বুঝা যায় যে ব্রহ্মবিষয়ে নিরতিশয় শ্রদ্ধা না হইলে তাঁহাকে জানিবার জন্য কখন বলবতী প্রবৃত্তিরও উদয় হয় না। সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রে

সূত্রিত হইয়াছে—'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সা পরানুরক্তি-রীশ্বরে'। বোধসারে বিদ্বদ্বর্য্য নরহরি বলিয়াছেন—'অপরোক্ষানুভূতি র্যা বেদান্তেষু নিরূপিতা। প্রেমলক্ষণভক্তেস্তু পরিণামঃ স এব হি'॥

ভক্তি যে মুক্তিলাভের প্রধান উপায়, তাহা বেদাদি সকল শাস্ত্রেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্' ইত্যাদিমন্ত্রে ভক্তি যে অমৃতাত্মক জ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত, তাহা যজুর্ব্বেদ 'যজামহে'পদের দ্বারাই ব্যক্ত করিয়াছেন। 'তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর-প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ'—এই সূত্রের দ্বারা ভগবান্ পতঞ্জলিও ভক্তিকে সমাধিপ্রাপ্তির উপায়রূপে নির্ণয় করিয়াছেন। কারণ ঈশ্বরপ্রণিধান নির্ব্বিশেষভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' বা 'ধ্যানাচ্চ'—এই জাতীয় সূত্রহেতু বৈদান্তিকেরাও ভক্তির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য্যও বলিয়াছেন—'মোক্ষ-কারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী'। প্রেমনাম্নী ভক্তির ফল জ্ঞান। সেইজন্য ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—'বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ। জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্'॥ (১।২।৭)। এ কথা বুঝাইবার জন্য গীতায় ভগবান্ স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে'॥ বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। ইহা অহৈতুকী ভক্তির ফল। কিন্তু ভক্তি যদি ভক্তের বণিগ্‌বৃত্তি হয়, তাহা হইলে উহা যে একেবারে নিষ্ফল হয়—এরূপ কথাও বলা যাইতে পারে না। কারণ কাঁচা আম যেমন পাকা আমের কারণ হয়, সেইরূপ প্রবৃত্তিলক্ষণা ভক্তিও ভবিষ্যতে প্রেমনাম্নী ভক্তির কারণ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত ভক্তির ফলশ্রুতি সম্বন্ধে ব্রহ্মসংহিতাতেও স্মৃত হইয়াছে—'ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্। যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।

বিষ্ণুভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ভক্তি নববিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্'॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ইহার উদাহরণ দিয়া বলেন—শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পদসেবায় লক্ষ্মী, পূজায় মহারাজ পৃথু, বন্দনায় মহামতি অক্রুর, দাস্যে হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে মহারাজ বলি ভক্তশ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

ভগ—৩৮৫। ভোগাস্পদত্ব। মন্তব্যপ্রকাশ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা'॥ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অধ্যায়ে "ইতীঙ্গনা" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু পরাশরোক্ত ষড়্গুণাশ্রয়ে "ইতীরণা" এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়।

ভগবান্—৫৮৪। ভগভাজী। মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—'উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি'॥

ভবসংক্রম—১৬। দেহান্তরপ্রাপ্তি।

ভাগত্যাগলক্ষণা—২৯৯, ৩০৯। জহদজহৎস্বার্থা।

ভাগবতধর্ম্ম। বিষ্ণুভাগবতপ্রোক্ত ধর্ম্ম। শ্রীধরস্বামীর ভাবার্থ-দীপিকা, শ্রীজীব গোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ,এবং সনাতন গোস্বামীর তোষণীকার প্রভৃতি টীকায় এই ধর্ম্ম বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ভাব্যমান বস্তু—২৯৯, ৩০৯।

ভাস্করাচার্য্য—৩৯০। ভাস্করাচার্য্য একাদশ শকাব্দে সহ্যাদ্রিনামক পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের নিকট বিজুড়বিড় গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহেশ্বর আচার্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ভোজরাজের সভাপতি ভাস্কর ভট্ট ইহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ এবং গ্রহযাগ-বিশারদ লক্ষ্মীধর ইহার পুত্র ছিলেন। ভাস্করাচার্য্যের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় 'গোলাধ্যায়'শব্দের মন্তব্য-প্রকাশে দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষু—১৪৫-১৪৭। শ্রুতি বলিয়াছেন—'আশাম্বরো ন নমস্কারো

ন স্বধাকারো ন নিন্দা ন স্তুতি র্ন বষট্‌কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেদ্ ভিক্ষুঃ'। এ সম্বন্ধে পরমহংসোপনিষৎ ও প্রাণতোষিণী দ্রষ্টব্য।

ভিদা—২৭২-৩। অন্যোন্যাভাব। 'ভেদ'শব্দ দ্রষ্টব্য। মন্তব্য-প্রকাশ। অদ্বৈতবাদে ভেদ স্বীকৃত নহে। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—

দ্রষ্টৃদর্শন-দৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥
কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥
তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥

ভূমব্রহ্ম—১৭৬। অনন্তব্রহ্ম।

ভূমিচতুষ্টয়—৪৪-৫। মন্তব্য-প্রকাশ। যোগে চারিটী ভূমিকা আরোহণ করিলে পুরুষার্থতার নিবৃত্তি হয়। ঐ এক একটী ভূমিকা আরোহণ করিবার জন্য এক একটী সোপানও শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। উহা কালিকাভাসের ৪৭ ও ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ভূরিসত্ত্ব—২২৫। যে জীবের জৈবভাব প্রচুররূপে প্রতীয়মান হয়।

ভূরাদি সপ্তলোক—৩২৩। এ সম্বন্ধে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

'ভবন্তি চাস্মিন্ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তস্মাদ্ ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহৃতিঃ স্মৃতা॥
ভবন্তি ভূয়ো লোকানি উপযোগক্ষয়ে পুনঃ।
কল্পস্তু উপভোগায় ভুবস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা।
আলয়ঃ সুকৃতানাং চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ॥
অধরোত্তরলোকেভ্যো মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহস্তেন নিগদ্যতে॥

কল্পদাহে প্রলীনাস্তু প্রাণিনস্তে পুনঃ পুনঃ।
জায়ন্তে চ পুনঃ সর্গে জনস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সনকাদ্যা স্তপঃসিদ্ধা যে চান্যে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অধিকারনিবৃত্তাস্তু তিষ্ঠন্ত্যস্মিং স্তপস্ততঃ॥
সত্যস্তু সপ্তমো লোকঃ ব্রহ্মণঃ সদনস্ততঃ।
সর্ব্বেষাং চৈব লোকানাং মূর্দ্ধ্নি সন্তিষ্ঠতে সদা॥
জ্ঞানকর্ম্মপ্রতিষ্ঠানাৎ তথা সত্যস্য ভাষণাৎ।
প্রাপ্যতে চোপভোগার্থং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনঃ॥
তৎ সত্যং সপ্তমো লোক স্তস্মাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে'।

ভেদ—৯৮, ১২৮, ১৭২-৩, ২৮৪ ইত্যাদি। মন্তব্য-প্রকাশ। ভেদ ত্রিবিধ—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত। বঙ্গদেশের ও কাশীর আমে যে ভেদ দেখা যায়, তাহা সজাতীয়। আম্রের সহিত পনসাদির কিম্বা প্রস্তরাদির যে ভেদ দেখাযায়,তাহা বিজাতীয়। আর একটী আম্রের বৃন্তভাগস্থিত রসের সহিত তদ্‌বিপরীত-ভাগস্থ রসের যে কোন' ভেদ অনুভূত হয়, তাহা স্বগত। এই ত্রিবিধ ভেদের কোন ভেদই ব্রহ্মে সম্ভবপর নহে। কারণ অবিদ্যার অপগম হইলে, তিনি অখণ্ড ও একরস বলিয়া অনুভূত হন। মধ্যমাধিকারী বৈদান্তিকগণ ব্রহ্মে স্বগতভেদের কল্পনা করেন, কিন্তু উত্তমাধিকারীর জন্য উহাও নিরস্ত হইয়াছে। সেই জন্য বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য্য বলিয়াছেন—"একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্ত্তা কথং বসেৎ। সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিতঃ" ॥

ভোগাধিষ্ঠান—৬১। ভোগায়তন শরীর। শরীর না ধরিলে ভোগ হয় না বলিয়া শরীরকে ভোগাধিষ্ঠান বলে।

ভোগাপবর্গ—২৭৪, ২৮০। অর্থাৎ সংসারভোগ এবং সংসারমুক্তি।

মদদোষ ও তাহার বিপর্য্যয়—২৩১, ২৪১।

মনঃকরণত্ববাদী প্রসংখ্যানযুক্ত মনকে ব্রহ্মদর্শনের করণ বলেন—৩১৫—৩১৭।

'অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তি রনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥
সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গাহ্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্ভুতানির্ব্বচনীয়রূপা॥
শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা গুণা স্তদীয়াঃ প্রথিতাঃ স্বকার্য্যৈঃ'॥

এই মায়ার দুইটী শক্তি। একটী বিক্ষেপশক্তি এবং অন্যটী আবরণ শক্তি। বিক্ষেপশক্তিসম্বন্ধে বিবেকচূড়ামণিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—'বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী। রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ॥ কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাদ্যসূয়াঽহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্ত ঘোরাঃ। ধর্ম্মা স্তে রাজসাঃ পুম্প্রবৃত্তি র্যস্মাদেষা তদ্রজোবন্ধহেতুঃ'॥

আবরণ শক্তিকে বৃতি বলা হয়। তৎসম্বন্ধে আচার্য্য বিবেকচূড়ামণিতে এইরূপ বলিযাছেন—'এষা বৃতি নাম তমোগুণস্য শক্তি র্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা। সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে র্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রসরস্য হেতুঃ॥ প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃক্, ব্যালীঢ় স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্। ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্, হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তি র্মহত্যাবৃতি'॥ উক্ত বিক্ষেপশক্তি তমোগুণের সহিত মিলিত হইয়া চারিটী কার্য্য উপাদান করে, এবং পুরুষকে সর্ব্বদাই লক্ষ্যভ্রষ্ট করায়। এই জন্য আচার্য্য বলিয়াছেন—'অভাবনা বা বিপরীতভাবনা সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ। সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুব বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্'॥ অভাবনা অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য চিন্তা এবং বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ অবস্তুতে বস্তুবোধ।

যাহাই হউক, মহদাদি দেহপর্য্যন্ত সমস্তই যে মায়াকার্য্য

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্ত আচার্য্য স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—'মায়া মায়াকার্য্যং সর্ব্বং মহদাদিদেহপর্য্যন্তম্। অসদিদমনাত্মত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্' ॥

মুক্তি—৯৯, ২৭৭, ইত্যাদি। সংসারোপরম অর্থাৎ মোক্ষ। মন্তব্য-প্রকাশ। বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য্য মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—

'বদন্ত শাস্ত্রাণি যজন্ত দেবান্
কুর্ব্বন্ত কর্ম্মাণি ভজন্ত বেদান্।
আত্মৈকবোধেন বিনাপি মুক্তি
র্ন সিধ্যতি ব্রহ্ম শতান্তরেঽপি' ॥

'ব্রহ্মশতান্তরেঽপি' অর্থাৎ ব্রহ্মার শতকল্পেও। প্রাচীনকালে অষ্টাবক্র মুনি রাজর্ষি জনককে ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধের উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

'মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষযান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ' ॥

মুক্তিসম্বন্ধে আত্মপ্রবোধোপনিষৎ, মুক্তিকোপনিষৎ, তত্ত্বোপদেশ, আত্মানাত্মবিবেক, আত্মতত্ত্ববিবেক এবং প্রাচীন ও নবীন মুক্তিবাদাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মুনি—৩২০-৩২১।

মুনির মৌনবিধি কি অর্থবাদ?—১৭১।

মুমুক্ষু—৪। মন্তব্য-প্রকাশ। যিনি মুক্তির অধিকারী তিনিই মুমুক্ষু। বোধসারে উক্ত হইয়াছে—'জ্যোতিষ্টোমে স্বর্গকামো বিবাহে পুত্রকামবান্। বাণিজ্যে লোভবান্ মোক্ষে মুমুক্ষুবধিকারবান্' ॥ এই মুমুক্ষুর ভাবকে মুমুক্ষুতা বলে। মুমুক্ষুতার লক্ষণ নির্ণয় করিয়া অপরোক্ষানুভূতিগ্রন্থে আচার্য্য বলিয়াছেন—'সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কথং মে স্যাৎ কদা বিধে। ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধি র্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা' ॥

মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষত্ব এবং সৎসঙ্গ—এই তিনটী বস্তু সংসারে

দুর্লভ বলিয়া শাস্ত্রে অবধারিত হইয়াছে। কারণ এই তিনটী ব্যতীত জীবের সংসারমুক্তি কখন সম্ভবপর হয় না। সে জন্য বিবেকচূড়ামণিগ্রন্থে আচার্য্য উপদেশ দিয়াছেন—

'দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ'॥

মৃন্ময়—৯৮, ইত্যাদি। মন্তব্য-প্রকাশ। মৃন্ময়শব্দে 'ণ'ত্বপ্রয়োগ প্রমাদমূলক। 'স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে' (পাণিনি ১।৪।১৭) এই সূত্রের দ্বারা মৃচ্ছব্দের পদত্বহেতু 'যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা' (পাণিনি ৮।৪।৪৫) এই সূত্র এবং 'প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্' এই বার্ত্তিক নিয়ম দ্বারা মৃচ্ছব্দের 'ত'কারের নিত্য অনুনাসিকত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃচ্ছব্দের পদত্ব স্বীকৃত হওয়ায় 'পদান্তস্য' (পাণিনি ৮।৪।৩৭) এই সূত্র অনুসারে অন্ত্যনকারের 'ণ'ত্ব হইতে পারে না। অথবা 'ণ'ত্বপক্ষে অনুনাসিকত্ব অসিদ্ধ বলিয়া এখানে 'ণ'ত্বের কোন সম্ভাবনা আসিতে পারে না।

মোক্ষ—৩৮২। মুক্তি। অবিদ্যার উপরমহেতু স্বতন্ত্রতা। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অক্ষপাদদর্শন ও শাঙ্করদর্শন দ্রষ্টব্য। মন্তব্য-প্রকাশ। বিবেকচূড়ামণিতে মোক্ষের উপায়াদি নির্ণয় করিয়া আচার্য্য বলিয়াছেন—'মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু। ততঃ শমশ্চাপি দম স্তিতিক্ষা ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্ম্মণাং ভৃশম্॥ ততঃ শ্রুতিস্তন্মননং সতত্ত্বধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ। ততোঽবিকল্পং পরমেত্য বিদ্বানিহৈব নির্ব্বাণসুখং সমৃচ্ছতি'॥ অষ্টাবক্রের ন্যায় তিনি আরও বলিয়াছেন—'মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি ত্যজাতিদূরাদ্ বিষয়ান্ বিষং যথা। পীযূষবৎ তোষদয়াক্ষমার্জ্জবপ্রশান্তিদান্তী র্ভজ নিত্যমাদরাৎ'॥

মোদমানাদি সিদ্ধি—২৩১।

মোহ—১১, ৪৩, ৪৬।

সর্ব্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয়, গবাময়নসত্র, ষোড়শীযাগ, চাতুর্ম্মাস্য, অগ্নিষ্টোম্, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস ইত্যাদি। যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ বেদের ব্রাহ্মণভাগে আম্নাত হইয়াছে।

যজ্ঞমার্গ বৈরাগ্য—২৪৫, ২৬০। 'বৈরাগ্য' শব্দ দ্রষ্টব্য।

যম—২৪৭, ২৫৩, ৩০০। ধর্ম্মরাজ। যোগের অঙ্গবিশেষ। মন্তব্য-প্রকাশ। উপায়ান্তরনিরপেক্ষ মনঃশরীরাদিসাধ্য যে সমস্ত অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য যাবজ্জীবনপর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করিবার জন্য শাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাকেও যম বলে। যোগশাস্ত্রের মতে অহিংসা, সত্য, অস্তেয, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটীর নাম যম। বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য্য ইহার অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন—'যমোঽস্তেয় ঋতাহিংসাব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ'।

কোন শাস্ত্রচিন্তক বলিয়াছেন—'অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা। অস্তেয়মিতি পঞ্চৈতে যমাশ্চ ব্রতানি চ'॥ পারস্কর গৃহ্যসূত্রে উক্ত হইয়াছে—'আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দম আর্জ্জবম্। প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দ্দবঞ্চ যমা দশ'॥ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—'ব্রহ্মচর্য্যং দযা ক্ষান্তি র্ধ্যানং সত্যমকল্কতা। অহিংসাস্তেয়মাধুর্য্যং দম শ্চৈতে যমাঃ স্মৃতাঃ'॥ গরুড় পুরাণের ১০৯ অধ্যায়ে উপদিষ্ট হইয়াছে—'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ। যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতম্'॥ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের পাতঞ্জলদর্শনও দ্রষ্টব্য।

যাযাবর—১৪৫। ভিক্ষোপজীবী তপস্বিবিশেষ। মন্তব্যপ্রকাশ। এই সম্প্রদায়ের নিয়মিত বাসস্থান নাই। ইহারা ভিক্ষার জন্য নিয়ত স্থানে স্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক তপস্যা আচরণ করিয়া থাকেন। জরৎকারু যাযাবরবংশীয় মুনি ছিলেন। ব্রাহ্মণের বৃত্ত্যন্তর বলিবার অভিপ্রায়ে ভাগবত বলিয়াছেন—'বার্ত্তা-বিচিত্রশালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্। বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্দ্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা'॥ (৭।১১।১৬)। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর

স্বামী বলিয়াছেন—'যাযাবরং প্রত্যহং ধান্যযাজ্ঞা'। বার্ত্তা অর্থাৎ কৃষিগোরক্ষণাদিবৃত্তি। তন্ত্র বলিয়াছেন—'পশ্বাদি-পালনাদ্দেবি কৃষিকর্ম্মান্তকারণাৎ। বর্ত্তনাদ্ধারণাদ্বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে'॥

যুক্তযোগী—১৪৬,৩১৫। যে যোগী যোগের দৃঢ়সংস্কারহেতু চিন্তা ব্যতীত সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহাকে যুক্তযোগী বলে। মন্তব্যপ্রকাশ। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ। যুক্তস্য সর্ব্বদাভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ'॥ গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—'জ্ঞানবিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ। যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ'॥ ভাষাপরিচ্ছেদে ৪৭ শ্লোকের মুক্তাবলী ও জীবন্মুক্তি প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

যুঞ্জানযোগী—১৪৬, ৩০৭, ৩১৭। যে যোগী ধ্যানস্থ হইয়া সকল বিষয় অবগত হইতে পারেন, তাহাকে যুঞ্জানযোগী বলে। মন্তব্যপ্রকাশ। ভাষাপরিচ্ছেদের ৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং জীবন্মুক্তি গ্রন্থে 'যুক্তযোগি'শব্দ দ্রষ্টব্য। যোগের শক্তিসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া কুমারিল বলেন—'ন লোকব্যতিরিক্তং হি প্রত্যক্ষং যোগিনামপি'। শ্লোকবার্ত্তিকের প্রত্যক্ষসূত্র ও সুচরিত মিশ্রের কাশিকা দ্রষ্টব্য।

যুষ্মদর্থত্ব—৭, ৮, ৩৮০। সম্বোধ্যচেতনে প্রযুক্ত ত্বমর্থত্ব। মন্তব্যপ্রকাশ। 'আমি বহু হইব'—এইরূপ ব্রহ্মেচ্ছার প্রতিঘাতে দুইটী পদার্থের উদয় হয়। তন্মধ্যে একটী 'আমি', আর অন্যটী আমা ব্যতিরিক্ত 'পদার্থসমূহ'। উভয়ই ব্রহ্ম, সুতরাং একটী অন্যটীর প্রতিরূপক। এই 'আমা ব্যতিরিক্ত' পদার্থের তত্ত্বই যুষ্মদর্থত্ব।

যোগ—১১৩, ২১৬, ২৪৯, ২৫৮, ৩৮৪, ৩৯১, ইত্যাদি। মন্তব্য-প্রকাশ। যোগ সাধারণতঃ দুই প্রকার—শিবপ্রোক্ত ও হিরণ্য-গর্ভপ্রোক্ত। শিবপ্রোক্ত যোগকে শৈবযোগ বলে। ইহা চারি

ভাগে বিভক্ত—মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, শিবশক্তিসমাযোগ এবং লয়যোগ। তন্মধ্যে মন্ত্রযোগ নারায়ণোপনিষদাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। হঠযোগ গোরক্ষপদ্ধতি প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। প্রাণায়ামও হঠযোগের অন্তর্গত। শিবশক্তিসমাযোগ অর্থাৎ ষট্‌চক্রের ভেদ দ্বারা শিবশক্তির মিলন। এ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'কুণ্ডলিন্যাঃ সুষুম্নায়াং প্রবিষ্টৌ ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ। মূলস্থানে স্থিতা শক্তি ব্রহ্মস্থানে সদাশিবঃ'॥ সদাশিব অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখ-স্বরূপ কূটস্থ পরমব্রহ্ম। তিনি ব্রহ্মরন্ধ্রে, এবং কুণ্ডলিনী মূলাধারে অবস্থান করিয়া থাকেন। অজপামন্ত্রের দ্বারা ইঁহাদের সমাযোগ সাধিত হয়। সেই জন্য আম্নাত হইয়াছে—'অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী। তস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে'॥ অভিপ্রায় এই যে, উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপে স্বতঃ উচ্চারিত হংসমন্ত্রটী সোঽহং মন্ত্রের স্মারক হয় বলিয়া অজপাকে মোক্ষদায়িনী বলা হইয়াছে। আর নিদ্রার পূর্ব্বে নিদ্রাতে মন যেরূপে লয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপে ইষ্টদেবতায় মনকে লয় করার নাম লয়যোগ। ইহাতে জীবনের সকল অবস্থাই ইষ্টপ্রাপ্তির পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া অবধারিত হয়। সেই জন্য লয়যোগ-সম্বন্ধে বিদ্বদ্বর্য্য নরহরি বলিয়াছেন—

'পীড়ৈব পরমা পূজা যথা চরণপীড়নম্।
দুঃখমেব পরা পূজা রুক্ষমুদ্বর্ত্তনং যথা॥
খেদ এব পরা পূজা খেদে চিতি মনোলয়ঃ।
ভয়ং হি পরমা পূজা ভীষাস্মাদিতি চ শ্রুতেঃ॥
দানং তু পরমা পূজা দীয়তে পরমাত্মনে।
অদানং পরমা পূজা যদি চিত্তং প্রসীদতি॥
রোগা এব পরা পূজা রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ।
আরোগ্যং পরমা পূজা নৈরোগ্যং মুক্তিসাধনম্॥
ক্রিয়া তু পরমা পূজা শিবার্থং ক্রিয়তেঽখিলম্।
অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিণী॥

সৎসঙ্গঃ পরমা পূজা সৎসঙ্গো মোক্ষসাধনম্ ।
অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে ॥
ধৈর্য্যং তু পরমা পূজা ধীরো হ্যমৃত মশ্নুতে ।
অধৈর্য্যং পরমা পূজা শীঘ্রং কার্য্যবিমোক্ষতঃ ॥
স্তুতিরেব পবা পূজা স্তুত্যা দেবঃ প্রসীদতি ।
নিন্দৈব পরমা পূজা সুহৃদাং গালয়ো যথা ॥
তৃষ্ণৈব পবমা পূজা দেবার্থং বহু কাঙ্ক্ষতে ।
সন্তোষঃ পবমা পূজা দেবঃ সন্তোষলক্ষণঃ ॥
যাত্রা হি পবমা পূজা দেবস্যৈতৎ প্রদক্ষিণম্ ।
আসনং পবমা পূজা ততো যোগঃ প্রসীদতি ॥
ভোজনং পরমা পূজা দেবনৈবেদ্যরূপতঃ ।
অভোজনং পবা পূজা হ্যুপবাসপ্রিয়ো হরিঃ ॥
স্থিতত্বং পরমা পূজা তদুপস্থানমাত্মনঃ ।
পতনং পবমা পূজা নমস্কারস্বরূপতঃ ॥
দীর্ঘায়ুঃ পবমা পূজা যোগিনো দীর্ঘজীবিনঃ ।
স্বল্পায়ুঃ পরমা পূজা সদ্যোঽস্মাদ্বিমুচ্যতে ॥
মবণং পবমা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপতঃ ।
শোকো হি পরমা পূজা শোকো বৈবাগ্যসাধনম্ ॥
লাভ এব পবা পূজা লাভঃ সন্তোষকারণম্ ।
হানিরেব পবা পূজা বৈবাগ্যং সাধয়েদ্ যতঃ ।
মান এব পরা পূজা মান্যতে পরমেশ্ববঃ ।
অপমানং পরা পূজা যোগী সিধ্যেদমানতঃ ॥
ধনং হি পবমা পূজা ধনং ধর্ম্মস্য সাধনম্ ।
নির্ধনত্বং পবা পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্তুমকিঞ্চনৈঃ ॥
সুষুপ্তিঃ পরমা পূজা সমাধি র্যোগিনাং হি সা ।
কর্ম্মযোগঃ পরা পূজা কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণং হরৌ ॥
ভক্তিযোগঃ পরা পূজা যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ।
জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে ॥

হিরণ্যগর্ভপ্রোক্ত যোগ পাতঞ্জলে বিবৃত হইয়াছে। ইহাই রাজযোগ। ইহার অধিকারী তিন প্রকার। তন্মধ্যে পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কারবশতঃ যাঁহাদের অভ্যাস ও বৈরাগ্য স্বতঃ উদিত হয়, তাঁহারা তীব্রসংবেগশালী উত্তম অধিকারী ; যাঁহারা তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধানের দ্বারা যোগসিদ্ধ হন, তাঁহারা মৃদুসংবেগশালী মধ্যম অধিকারী, আর যাঁহারা যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ অনুশীলন করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা মন্দসংবেগশালী সাধারণ অধিকারী। তবে শেষোক্ত উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া সকলেই যোগজ-সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। সেইজন্য যোগীরা বলিতেন— 'যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে। যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্' ॥ (যোগভাষ্য ধৃত পারমর্ষী গাথা।

সকল সম্প্রদায়েই যোগ অল্পবিস্তরভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—'মহাযোগেশ্বরঃ শম্ভু র্মহাযোগেশ্বরো হরিঃ। মহাযোগেশ্বরো ব্রহ্মা ভবানী সিদ্ধ-যোগিনী ॥ সনকাদ্যঃ বশিষ্ঠাদ্যাঃ কচদত্তশুকাদয়ঃ। অরুন্ধতী-প্রভৃতয়ো যোগাৎ সিদ্ধিমুপাগতাঃ' ॥ যোগের স্বরূপনির্ণয়-সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধ থাকিলেও ভগবান্ গীতায় যেরূপ ভঙ্গিমায় যোগের নিরুক্তি করিয়াছেন, তাহাতে আর কোন মতদ্বৈধ থাকিবার অবকাশ পায় না। তিনি বলিয়াছেন— 'তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্'। অর্থাৎ যে অবস্থায় দুঃখের সংযোগ হইলেই তাহার বিয়োগ হয়, তাহাকে যোগ বলে। বিরুদ্ধলক্ষণার দ্বারা শূরে 'কাতর'শব্দের ন্যায় ইহা উক্ত হইয়াছে। এই জন্য যোগদীক্ষাচিন্তামণি বলিয়াছেন— 'বিরোধিলক্ষণান্যায়াদ্‌ভদ্রিকাঽভদ্রিকা যথা। সর্ব্বদুঃখবিয়োগন্তু যোগ ইত্যাহ কেশবঃ' ॥ যাহাতে যে বস্তু নাই, তাহাতে সেই বস্তুর আরোপ করিয়া তাহার স্বরূপবর্ণন করাকে বিরোধি-

লক্ষণা বলে। যেমন অন্ধকে পদ্মলোচন বলিলে তাহাকে অন্ধই বলা হয়। এই বিরোধিলক্ষণার নিয়মানুসারে ভগবান্ যোগের নিরুক্তি করিয়াছেন। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ'—এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কোন কোন সম্প্রদায়ে অন্যরূপও সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে 'যুজি'ধাতু যখন সংযোগার্থক, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকেই যোগ বলিতে হইবে। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যোগিযাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—'সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ'। এই সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধের পরিহারনিমিত্ত গীতা বিরোধিলক্ষণার দ্বারা যোগের স্বরূপনির্ণয় করিয়া যোগকে অজাতশত্রু করিয়াছেন।

প্রাচীনকালে কেহ কেহ বেদবেদান্তাদি পাঠ করিয়া যোগাখ্য নিদিধ্যাসনের অনুশীলন করিতেন। সেই জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তত্ত্বোপদেশে বলিয়াছেন—'পণ্ডিত স্তত্র মেধাবী যুক্ত্যা বস্তু বিচারয়ন্। নিদিধ্যাসনসম্পন্নঃ প্রাপ্নো হি স্বং পরং পদম্'॥ আবার কেহ কেহ "শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ"—এই জাতীয় শ্রৌত-নির্দ্দেশহেতু কতক কতক যোগসম্পত্তি অধিকার করিয়া বেদবেদান্তপ্রাপ্ত মহাবাক্যাদির অনুভব করিতে প্রয়াস পাই-তেন। কিন্তু মহর্ষিরা উভয় নিয়মই পালন করিতেন, কারণ কোনও পথ দিয়া যাইবার পর পুনরায় সেই পথ দিয়া ফিরিয়া আসিলে পথটী সুপরিচিতই হইয়া থাকে। এই জন্য পুরা-কালের ঋষিরা বলিতেন—'স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ। স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে'॥ আমাদের আচার্য্যশিরোমণি সনৎকুমারও এই তত্ত্ব অনুসরণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে প্রথমতঃ জ্ঞানপ্রধান যোগোপসর্জ্জন ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দিয়া শেষে যোগপ্রধান জ্ঞানোপসর্জ্জন ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন।

নাত্রচিত্রম্। যথা কিরাতী করিকুম্ভজাং মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাম্'॥ 'স্ফোটবাদ' দেখুন।

যোজকত্বক্—১৬০।

রথন্তর—৩৭৪। সামবিশেষ।

রথ ও রথযোগ—২৭৫। রথ এবং অশ্ব।

রমণীয়চরণ—৪৯। চরণ অর্থাৎ আচরণ। অতএব রমণীয়চরণ অর্থাৎ সুকৃতিমান্।

রম্যক—২২৩, ২৩১। সুহৃৎপ্রাপ্তি নামক চতুর্থ সিদ্ধিবিশেষ।

রুচিবৈচিত্র্য—৫, ১২। অভিরুচির বিচিত্রতা। এই জন্য পদার্থ-সিদ্ধান্তের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

রুদ্র—৩৩৩, ৩৩৯। শাক্তবেদান্তীর সপ্তম গুরু। যজুর্ব্বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে রুদ্রের বিষয় বিশদরূপে আম্নাত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের ৬৬টী মন্ত্রের দ্বারা 'শতরুদ্রিয়'হোমে আহুতি দেওয়া হয়। শ্রাদ্ধকালেও ইহার কতকগুলি মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। রুদ্র-সম্বন্ধে অথর্ব্বশির-উপনিষৎ, অথর্ব্বশিখোপনিষদের অথর্ব্ব-সনৎকুমার-সংবাদ এবং তদুপরি নারায়ণবিরচিত দীপিকাদি গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

রুদ্রশক্তি—৩৩৩, ৩৩৯। শাক্তবেদান্তীর অষ্টম গুরু।

লক্ষণ—৩১২। লিঙ্গ। শাস্ত্রের প্রবৃত্তি তিন প্রকার—উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা। তন্মধ্যে পদার্থ-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের জন্য লক্ষণের প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে ১।১।১৪ ন্যায়বার্ত্তিক এবং ১।১।৩-৪ বাৎস্যায়নভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য।

লক্ষণ-লক্ষণা—৩০৪।

লক্ষণা—২৯৮-৯, ৩০৩-৪। ন্যায়মতে স্বশক্যসম্বন্ধ। (ভাষাপরিচ্ছেদের ৮৩ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য)। অলংকারের লক্ষণা লইয়া শঙ্করাচার্য্যের তত্ত্বোপদেশে উক্ত হইয়াছে—

'ত্রিবিধা লক্ষণা জ্ঞেয়া জহত্যজহতী তথা।
অন্যোভয়াত্মিকা জ্ঞেয়া তত্রাদ্যা নৈব সম্ভবেৎ॥

বাচ্যার্থমখিলং ত্যক্ত্বা বৃত্তিঃ স্যাদ্ যা তদন্বিতে।
গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবজ্জহতী লক্ষণা হি সা॥
বাচ্যার্থস্যৈকদেশস্য প্রকৃতে ত্যাগো দৃশ্যতে।
জহতী সম্ভবেন্নৈব সম্প্রদায়বিরোধতঃ॥
বাচ্যার্থমপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্যার্থকে তু যা।
কথিতেয়মজহতী শোণোঽয়ং ধাবতীতিবৎ॥
বাচ্যার্থস্যৈকদেশং চ পরিত্যজ্যৈকদেশকম্।
যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলক্ষণা'॥ ইত্যাদি।

'তত্ত্বমসি' বাক্যের লক্ষণানির্ণয়প্রসঙ্গে এই সমস্ত শ্লোক উক্ত হইয়াছে।

লক্ষণার মিশ্রণে প্রত্যগাত্মার স্বরূপ—৩০৫।

লিঙ্গ—৩০১। ন্যায়মতে যেটী যাহার গমক, সেইটী তাহার লিঙ্গ। যেমন—ধূম বহ্নির গমক, সুতরাং ধূম বহ্নির লিঙ্গ। লিঙ্গের দ্বৈবিধ্য উক্ত হইয়াছে—সল্লিঙ্গ এবং অসল্লিঙ্গ। এ সম্বন্ধে তর্ক-সংগ্রহ, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী প্রভৃতি ন্যায়গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। প্রধানে লয় হয় বলিয়া মহত্তত্ত্বাদিকার্য্যসমূহকেও সাংখ্যশাস্ত্র লিঙ্গ বলিয়াছেন। মীমাংসাশাস্ত্র যে ছয়টীকে লিঙ্গ বলিয়াছেন তাহা 'উপক্রম' শব্দে বা 'খ' পরিশিষ্টে 'উপক্রমোপসংহারৌ' ইত্যাদি শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

লোক সপ্তবিধ—৩২৩-৪। মন্তব্য-প্রকাশ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, তজ্জন্য 'ভূরাদিসপ্তলোক' দেখুন। শ্লোকগুলি হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডস্থিত সপ্তমাধ্যায়েও ভূরাদি সপ্তলোক বর্ণিত হইয়াছে। 'খ' পরিশিষ্টে 'ব্রাহ্ম' ইত্যাদি শ্লোকও দ্রষ্টব্য।

লোকবাসনা—২৪৫, ২৯০-২।

লোহিতশুক্লকৃষ্ণা—৩৬৯।

বধোঽবধঃ—২৩৬। যজ্ঞে পশুবধ বধ নহে। অর্থাৎ বৈদিকী হিংসা হিংসা নহে।

নৃসিংহের পঞ্চমোপনিষৎ এবং ১।৪।৩ জৈমিনীয় ন্যায়মালা দ্রষ্টব্য।

বানপ্রস্থ—১৪৬-৭। আশ্রমভেদ। এ সম্বন্ধে সন্ন্যাসোপনিষৎ, কালাগ্নিরুদ্রোপনিষৎ এবং আশ্রমোপনিষদাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। গরুড়পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বামদেব—২৭৭। শিবের উত্তরদিক্‌স্থিত মুখ। বৈদিক ঋষিবিশেষ।

বার্ত্তাবৃত্তি—১৪৫, ১৪৭। বার্ত্তা হইয়াছে বৃত্তি যাহার। মন্তব্য-প্রকাশ। তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন—'পশ্বাদিপালনাদ্ দেবি কৃষি-কর্ম্মান্তকারণাৎ। বর্ত্তনাদ্ধাবণাদ্বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে'॥ এইরূপ লক্ষণাহেতু ব্যবসায়বাণিজ্যাদিও বার্ত্তার অন্তর্গত হইয়াছে।

বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা। আমাদের নিকট জীবিকার কতক-গুলি উপায় উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হইলেও যোগীদের নিকট উহারা দুঃখমূলক বলিয়া হেয়। সেই জন্য বোধসারে উক্ত হইয়াছে—

'ক্ষত্রধর্ম্মে পরা হিংসা যাচ্ঞায়াং লাঘবং মহৎ।
অসত্যমেব বাণিজ্যেনানৃতাৎ পাতকং পরম্॥
সেবায়াং পরমং কষ্টং মৃৎকীটস্তু কৃষীবলঃ।
দ্যূতে সর্ব্বস্বনাশঃ স্যাচ্চৌর্য্যে রাজভয়ং মহৎ॥
আকাশাৎ পততি দ্রব্যং জীবিকা সুখদা কথম্'।

বার্ত্তিক—৪। পরাশর উপপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে। তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহু র্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ'॥ এইরূপ প্রমাণহেতু হেমচন্দ্রের চিন্তামণিকোষে অভিহিত হইয়াছে—'উক্তানুক্তদুরুক্তার্থ-ব্যক্তকারি তু বার্ত্তিকম্'। অর্থাৎ উক্ত, অনুক্ত এবং দুরুক্ত অর্থের ব্যক্তীকারক গ্রন্থের নাম বার্ত্তিক। অভিপ্রায় এই যে, মূলে বা ভাষ্যে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা

করা, মূলে বা ভাষ্যে যাহা উক্ত হয় নাই তাহার পূরণ করা, এবং মূলে বা ভাষ্যে যাহা দুরুক্ত অর্থাৎ কষ্টকল্পিত বা অসঙ্গত, তাহা পরিস্ফুট করা বার্ত্তিকের বিষয়ীভূত কর্ম্ম। বৃত্তি, ভাষ্য বা টীকা মূলগ্রন্থকে কখন অতিক্রম করিতে পারে না, কিন্তু বার্ত্তিকের এরূপ কোন নিয়ম নাই। বার্ত্তিকের লক্ষণ হইতেই উপপন্ন হইতেছে যে, বার্ত্তিককারের স্বাধীনতা উভয়ত্রই অপ্রতিহত।

ব্যাকরণে কাত্যায়নের বার্ত্তিক, ন্যায়শাস্ত্রে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিক, পূর্ব্বমীমাংসায় ভট্টপাদ কুমারিলের বার্ত্তিক এবং উত্তরমীমাংসায় সুরেশ্বরাচার্য্যের বার্ত্তিক বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত বিজ্ঞানভিক্ষুর যোগবার্ত্তিক এবং রঙ্গগোপাল ভট্টের শ্রীভাষ্যবার্ত্তিকাদি গ্রন্থও দৃষ্ট হয়।

বাসনা—২৯০-২৯২। উদ্দ্যোতকরের মতে শক্তিবিশিষ্ট চিত্তোৎপাদের নাম বাসনা। (ন্যাংবাং১।১।১ দ্রষ্টব্য)। এ সম্বন্ধে অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৪।৪৬, মুক্তিকোপনিষৎ ২অং, যোগদর্শন, যোগবাশিষ্ঠ উপশমপ্রং৯১।৯ এবং ২৯০ হইতে ২৯২ পৃষ্ঠার কালিকাদিও দ্রষ্টব্য। মন্তব্য-প্রকাশ। বাসনা থাকিলেই কার্য্যের উপক্রম হয় এবং কার্য্য উপক্রান্ত হইলে পুনরায় নূতন নূতন বাসনার উদয় হয়। সেই জন্য বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য্য বলিয়াছেন—'বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা। বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে'॥ অতএব সংসার নিবারণ করিতে হইলে বৈরাগ্যের দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম বাসনার পরিত্যাগ করা আবশ্যক। সেই জন্য শ্রুতি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—'বাসনা-সংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্। প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু'॥

বাসুদেব—২৭৩। মন্তব্য-প্রকাশ। ভাগবতধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন যে, জগৎপ্রপঞ্চ চারিটী ব্যূহে পরিব্যাপ্ত। এই চতুর্ব্যূহের মধ্যে সর্ব্বাত্মক বাসুদেবই পরমব্রহ্ম, সঙ্কর্ষণ জগতের জীবজাত,

প্রদ্যুম্ন তাহাদের মন এবং অনিরুদ্ধ তাহাদের অহঙ্কার। এই সম্প্রদায়ের মতে বাসুদেবই আপন ইচ্ছানুসারে সঙ্কর্ষণাদিরূপ ধারণ করেন। সুতরাং এই মতবাদকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই বলিতে হইবে। বাসুদেব শব্দের নিরুক্তি এইরূপ—'বসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। স চ দেবঃ পরংব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ'॥ মহানারায়ণোপনিষদে ইহার গায়ত্রী আম্নাত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বাসুদেবোপনিষৎ এবং রামোত্তরতাপিন্যুপনিষদাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বাস্কলিবাহ্বসংবাদ—২৮১। মন্তব্য-প্রকাশ। ঋগ্বেদের শাখাবিভাগে এবং বিষ্ণুভাগবতের ১২।৬।৫৯ শ্লোকে বাস্কলিব নাম দৃষ্ট হয়।

বিক্ষেপশক্তি—৩৭, ৩৩৭। অবিদ্যার যে শক্তি আত্মায় ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে, তাহাব নাম বিক্ষেপশক্তি। 'মায়া'শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিজাতীয়ভাবনা—২৫৩।

বিদেহ—২৪৮, ২৫৫। মন্তব্যপ্রকাশ। বিদেহমুক্তিসম্বন্ধে বৃহদারণ্যকের চতুর্থাধ্যায এবং মুক্তিকোপনিষদের প্রথমাধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বিদ্যা—৭, ১৫৪, ১৫৫, ৩৩২। মুণ্ডকশ্রুতি পরাপর ভেদে বিদ্যার দ্বৈবিধ্য নির্ণয় করিয়াছেন। বিদ্যার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে ঈশোপনিষদ্ দ্রষ্টব্য। কেনোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—'বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্'। (১২)। বিদ্যালাভের দিক্ দেখাইবার জন্য মনু বলিয়াছেন—'ত্রৈবিদ্যেভ্য স্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্। আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চলোকতঃ'॥ ইহার প্রকারতা লইয়া যাজ্ঞবল্ক্যে স্মৃত হইয়াছে—'পুরাণন্যায়-মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ'॥ (১।৩)। নন্দিপুরাণও এইরূপ বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥

আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ' ॥

বিদ্যাঙ্গকর্ম্ম—২০,২৪।

বিদ্বৎসন্ন্যাস ও বিদ্বৎসন্ন্যাসী—১৪৫, ৩৭৭, ৩১৫। মন্তব্য-প্রকাশ। বিবেকচূড়ামণিতে ইঁহাদের আচারাদি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—'ক্বচিদ্‌মূঢো বিদ্বান্‌ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ ক্বচিদ্‌ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ' ইত্যাদি। এসম্বন্ধে জীবন্মুক্তি-বিবেক দ্রষ্টব্য।

বিদ্বদ্‌যোগী ও বিদ্বান্‌—৩২৪।

বিদ্বান্‌ মৌনী হইয়া সৃষ্টির প্রতিলোমক্রমে মুক্তির পথে অগ্রসর হন—২০৩।

বিদ্বান্‌ সকাম কর্ম্ম পরিহার করেন—৮৭।

বিধি ও ক্রিয়াপদ—১৬৯, ১৭১। ২।১।৬৩ সূত্রে ভগবান্‌ গৌতম বলিয়াছেন—'বিধি র্বিধায়কঃ' অর্থাৎ যাহাতে প্রবর্ত্তনা আছে তাহাই বিধি। যেমন—'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ'। (শতপথ ২)। সুতরাং যে বাক্যের ক্রিয়াপদে অনুজ্ঞার অভিধায়ক কোন প্রত্যয় দেখা যায়, তাহাকেই বিধি বলিতে হইবে। কি কি প্রত্যয় অনুজ্ঞার অভিধায়ক, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে কৃষ্ণধূর্জটি দীক্ষিত বলিয়াছেন—'স চ প্রত্যয়ো লিঙ্‌লোট্‌লেট্‌তব্যকৃত্যপ্রত্যয়রূপঃ'। শ্লোকবার্ত্তিকেও উক্ত হইয়াছে—'কুর্য্যাৎ ক্রিয়েত কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্‌। এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্‌' ॥ এই বিধিবাক্যের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবার জন্য তর্ককৌমুদীতে লৌগাক্ষিভাস্কর বলিয়াছেন যে, 'যজেত' 'পচেত' ইত্যাদি বিধি-প্রত্যয়ের দ্বারা ইষ্টসাধনত্বই উপস্থাপিত হইয়াছে।

'বিধি'শব্দের অর্থ লইয়া জরন্ন্যায়ের সহিত জৈমিনির মতভেদ নাই। তবে বিশেষ এই যে, কুমারিল ভট্টের মতে বিধি-শব্দের দ্বারা শাব্দীভাবনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন—'স্বর্গাভিলাষী

যজ্ঞ করিবে' বলিলে বুঝিতে হইবে যে, যজমান যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গ ভাবনা করিবে অর্থাৎ ভাবনার দ্বারা অপূর্ব্বনামক স্বর্গফল উৎপাদন করিবে। এ সম্বন্ধে লৌগাক্ষিভাস্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহা তৎপ্রণীত অর্থসংগ্রহে দ্রষ্টব্য। গুরু প্রভাকর মহা-ভাষ্যকার পতঞ্জলিকে অনুসরণ করিয়া বিধিকে নিয়োগার্থেই গ্রহণ করিয়াছেন।

মীমাংসামতে বিধি দ্বিবিধ—প্রধান বিধি ও অঙ্গবিধি। যাহা স্বতঃ ক্রিয়ার বোধ জন্মাইয়া তাহার ফলজনকত্ব বুঝাইয়া দেয়, তাহা প্রধান বিধি। আর যাহাতে 'কেন' 'কি নিমিত্ত' ইত্যাদি আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকে, তাহা অঙ্গবিধি। এই অঙ্গ-বিধি প্রধান বিধির উপকারক, কারণ ইহা মূলকর্ম্মের সহায়তা সম্পাদন করে। প্রধানবিধি আবার উৎপত্তি ও অধিকার ভেদে দুই প্রকার হইতে পারে। যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্মের বোধক, তাহাকে উৎপত্তিবিধি বলে, আর যাহা কর্ম্মজন্য ফলের অব-বোধক তাহাকে অধিকারবিধি বলে। এই সকল বিধির উদা-হরণাদি মীমাংসা গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তি ভেদে প্রধানবিধি ও অঙ্গবিধি তিন প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে অপ্রাপ্তি আবার দুই প্রকার —অত্যন্ত অপ্রাপ্তি এবং পাক্ষিক অপ্রাপ্তি। কিন্তু প্রাপ্তি হইলে উভয়েরই পরিসংখ্যাবিধি হইয়া থাকে। সেই জন্য ভট্টপাদ বলিয়াছেন—'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি। তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে'॥ বিধি-সম্বন্ধে স্থূল কথা এই যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শাস্ত্র যদি কোন আদেশ করিয়া উহার ব্যতিক্রম না করেন, তাহা হইলে উহাকে অত্যন্ত অপ্রাপ্তি বলে; শাস্ত্র যদি ঐরূপ আদেশ করিয়া অবস্থাবিশেষে উহার বিকল্পবিধান করেন, তাহা হইলে উহাকে পাক্ষিক অপ্রাপ্তি বলে; আর আমার স্বাভাবিক ইচ্ছার

পৌরাণিক মতানুসারে গোপবন শ্রুতি, পৈঙ্গীশ্রুতি এবং 'জীবেশ্বরভিদা চৈব' ইত্যাদি শ্রৌত প্রমাণকে উপজীব্য করিয়া পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন নামক বেদান্তের একটী দ্বৈতপর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মতে জীব ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করিতে পারে। অণুভাষ্যকার বল্লভাচার্য্য নিজেকে শুদ্ধাদ্বৈত-বাদী বলিয়া পরিচয় দিলেও তাঁহার ভাষ্যটী দ্বৈতবাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। (২৭৩-২৭৪, ২৭৮ পৃষ্ঠায় কালিকাদি দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মসাযুজ্যই এই সম্প্রদায়ের অভীষ্ট। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী রামানুজ আচার্য্য দ্রাবিড়দেশীয় বৃত্তিকার বোধায়ন ও দ্রমিড়াচার্য্যাদিব পথ অবলম্বন কবিয়া শ্রীভাষ্য নামক বেদান্তেব ভেদাভেদপর একখানি ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইলেও তিনি ভেদাভেদবাদী। কারণ, "ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থত্রিত্রয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ"॥—এই কথা বলিবার পর যিনি পুনরায় বলেন—"বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ। ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ"॥—তাঁহাকে ভেদা-ভেদবাদী বলা ব্যতীত অন্য কোনরূপ উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ শ্লোক দুইটীব দ্বাবা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, একমাত্র অবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে তিনটী বিশিষ্ট পদার্থ আবির্ভূত হইয়া এই জগৎ প্রবাহ নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। রামানুজ আচার্য্যের মতবাদ দাক্ষিণাত্যে বিশেষভাবে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার সম্প্রদায় রামানন্দী বা রামাত বলিয়া পরিচিত। বৈষ্ণবশিবোমণি নিম্বার্কাচার্য্যও পারিজাতসৌরভ-নামক বেদান্তের একখানি দ্বৈতাদ্বৈতপর ভাষ্য লিখিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেব বিদ্যাভূষণ গোবিন্দ-ভাষ্য নামক বেদান্তের একখানি ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। ভেদাভেদবাদীরা বলেন—'কার্য্যাত্মনা হি নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা। হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা'॥

(২৭৮ পৃষ্ঠায় কালিকাভাস দ্রষ্টব্য)। নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য অভেদার্থক শ্রুতি, স্মৃতি ও মাণ্ডুক্যকারিকাকে উপজীব্য করিয়া শারীরকভাষ্য নামক বেদান্তের একখানি অদ্বৈতপর ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী, অমলানন্দ যতির কল্পতরু এবং অপ্পয় দীক্ষিতের পরিমল নামক টীকাত্রয়ের সহযোগিতায় শারীরক ভাষ্য পঠিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকাল হইতে যাঁহারা ঐ সকল মতের প্রবর্ত্তক বা প্রচারক, তাঁহাদের কতকগুলি নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল। ভেদবাদের প্রবর্ত্তক—বিষ্ণু স্বামী, মধ্বাচার্য্যের গুরু অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্যের গুরু নারায়ণ ভট্ট এবং বল্লভাচার্য্য ইত্যাদি। ভেদাভেদবাদের প্রবর্ত্তক—আশ্মরথ্য, বাদরি, ঔড়ুলোম, পাণিনির গুরু উপবর্ষ, দ্রাবিড়দেশীয় বৃত্তিকার বোধায়ন, দ্রমিড়ভাষ্যকার দ্রমিড়াচার্য্য, ভাস্করাচার্য্য, ব্রহ্মদত্ত, রামানুজের মাতুল যাদবপ্রকাশ, রামানুজ, নিম্বার্কাচার্য্য, সুদর্শনাচার্য্য, বলদেব বিদ্যাভূষণ ইত্যাদি। অভেদবাদের প্রবর্ত্তক—বশিষ্ঠ, শক্তি বা শক্তৃ, কর্ম্মন্দ, পরাশর, কাশকৃৎস্ন, গৌড়পাদাচার্য্য, গোবিন্দ যোগীন্দ্র, শঙ্করাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য, পদ্মপাদাচার্য্য, সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশানন্দ যতি, বাচস্পতি মিশ্র, ভারতীতীর্থ মুনি, বিদ্যারণ্য মুনি, মধুসূদন সরস্বতী ইত্যাদি। (২৮০ পৃষ্ঠাও দ্রষ্টব্য)।

একটী সত্যের তিন প্রকার উপলব্ধি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, যোগ বা অপরোক্ষানুভব ব্যতীত ঐ তিনটী বাদের কোনটীই ইদন্তাসহকারে অভীষ্ট বস্তু প্রদান করিতে সমর্থ নহে। তবে যিনি যে দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া কার্য্যকারণকে দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপ ভাবেই ভেদাদিপর মতবাদের প্রচার করিয়াছেন। একটী সুন্দরী যুবতীর কমনীয় অঙ্গ কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি ব্যতীত অন্য

কিছুই নহে। তথাপি কামাবসায়ী সন্ন্যাসী তাহাকে শবের ন্যায় দর্শন করেন, কামাতুর ব্যক্তি তাহাকে কামানন্দের পূর্ণাহুতি বলিয়া মনে করে, এবং সিংহ ব্যাঘ্রাদিশ্বাপদসমূহ তাহাকে উপাদেয় খাদ্যরূপে পাইবার নিমিত্ত উৎকট লালসা প্রকাশ করিয়া থাকে। সেই জন্য একটী উক্তিও আছে—'পরিব্রাট্-কামুকশুনামেকস্যাং প্রমদাতনৌ। কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্য ইতি তিস্রো বিকল্পনাঃ' ॥ এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া সিদ্ধান্তিত হয় যে, বেদান্তের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাগুলি ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কারণ সত্য যদি এক হয়, তাহা হইলে দৃষ্টির পার্থক্য হওয়া উচিত নহে।

আমরা এরূপ সমীক্ষার পক্ষপাতী হইতে পারি না। বাদ-তিনটী কেবল বিকল্পনা নহে। সমীক্ষ্যবাদী যাহাই বলুন না কেন, আমরা ভেদাদিবাদকে অধিকারার্থ বলিয়া গ্রহণ করিব। হঠাৎ চরমসূক্ষ্ম অদ্বৈতভাবের ধারণা করা সম্ভবপর নহে বলিয়া উপাসকগণ দ্বৈত হইতে দ্বৈতাদ্বৈতে এবং দ্বৈতাদ্বৈত হইতে অদ্বৈতে উপনীত হইয়া থাকেন। তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, দ্বৈতভাবে কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া উপাসকের দেহপাত হইলে অন্ততঃ পরজন্মেও তিনি অপর উচ্চভাবের অধিকারী হইবেন। এইরূপে সমাধান না করিলে ভেদপর, ভেদাভেদপর এবং অভেদপর শ্রুতিস্মৃতিসমূহের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না। আর ঐ সকল শ্রুতিস্মৃতি ইদন্তা-সহকারে অভীষ্টবস্তু প্রদান করিতে না পারিলেও, উহারা যে অভীষ্টপ্রাপ্তির দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া থাকে, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে?

অদ্বৈতমতে বেদান্তের পঠনপাঠনে সামর্থ্য পাইলেই কেহ মুক্তিভাক্ হন না। সেই জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষা-নুভূতিগ্রন্থে বলিয়াছেন—'কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাস্তু রাগিণঃ। তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ' ॥

এমন কি কেবল ব্রাহ্মী বৃত্তিও মুক্তিদানে পর্য্যাপ্ত নহে, কারণ উহাও একটী সাত্ত্বিক উপাধিবিশেষ। সমাধিতে বুদ্ধিসত্ত্ব নিরুদ্ধ না হইলে যেমন কৈবল্য হয় না, অপরোক্ষানুভবেও ব্রাহ্মী বৃত্তির উপশান্তি না হইলে নির্গুণ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মে কখন সুসম্পন্ন হওয়া যায় না। সেইজন্য অনুভূতিপ্রকাশে বিদ্যারণ্য স্বামী বলিয়াছেন—'কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণো-পাধিরীশ্বরঃ। কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে'॥ 'খ' পরিশিষ্টে 'অংশো নানা ব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

বেদান্তনিষেবণ পূর্ব্বমীমাংসার তাৎপর্য্য—৩০৮।

বেদান্তের পঠনপাঠন—৩০৮।

বৈধহিংসা—২২৬।

বৈরাগ্য—২৪৪, ২৪৫, ২৫১, ২৬০-২। সংসারেচ্ছারাহিত্য। মন্তব্যপ্রকাশ। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্', 'ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ', 'তস্মাজ্জুগুপ্সেত', অনৃতাদাত্মানং জুগুপ্সেত', 'স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্। বিরাগকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে', এবং 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ'—এই জাতীয় শ্রৌতনির্ব্বচনহেতু দর্শনশাস্ত্রে বৈরাগ্য উপদিষ্ট হইয়াছে।

সংসারনিবৃত্তির জন্য শ্রবণমননিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার আবশ্যক, কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য সহকারে শ্রবণাদি অনুশীলন না করিলে সংসার কখন নিবৃত্ত হয় না। এমন কি, কর্ম্মপ্রধান যজুর্ব্বেদও কর্ম্মফলে বৈরাগ্য আনাইবার জন্য শেষ অধ্যায়ে 'ঈশাবাস্যা'দি মন্ত্রের সমাম্নায় করিয়াছেন। তদনুসারে মহানারায়ণোপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষৎও বৈরাগ্যের পরামর্শ দিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষৎ 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্' ইত্যাদি বলিয়া কেবল স্বর্গলোকাদি কেন, কর্ম্মলব্ধ এই জগৎকেও পরীক্ষা করিয়া তৎপ্রতি বৈরাগ্যেরই উপদেশ দিয়াছেন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ পঞ্চাগ্নিবিদ্যার দ্বারা সংসারের বিচিত্রতা দেখাইয়া বলিয়াছেন—'তস্মাজ্জুগুপ্সেত'। অনন্ত নিত্য ব্রহ্মে কতবার সংসারের বিকাশ হইয়াছে এবং লয় হইয়াছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। সংসারের গতি যদি এইরূপ হয়, তাহা হইলে ক্ষণকালের নিমিত্ত অনিত্য সংসারবিষয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার মূলীভূত নিত্যবস্তুতে বঞ্চিত হওয়া কখন বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। এইরূপ বিচার দ্বারা বৈরাগ্যের উদয় হয় বলিয়া আম্নাত হইল—'তস্মাজ্জুগুপ্সেত'। সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বর কৃষ্ণাচার্য্যও বলিয়াছেন—

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পবমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥

নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগ, শমাদিষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা—এই চারিটীকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সাধন বলিয়াছেন। বৈরাগ্যকে দ্বিতীয় সাধন বলিবার অভিপ্রায় এই যে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক না হইলে বৈবাগ্যের উদয় সম্ভবপর নহে। বস্তু ক্ষণস্থায়ী হইলে তাহাতে আসক্তি বা মমতা আসে না—ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। বেদেও আম্নাত হইয়াছে—'যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।' সংসার ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ব্রহ্ম চির স্থায়ী। চিরস্থায়ীর পরিবর্ত্তে ক্ষণস্থায়ীর দিকে বুদ্ধিসত্ত্ব ধাবিত হয় না বলিয়া নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকের অব্যবহিত পরেই বৈবাগ্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিলে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেককে বৈবাগ্যের হেতু বলা দোষাবহ নহে।

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বৈরাগ্যের কাবণ হইলেও শমাদি-সম্পত্তি তাহার কার্য্যরূপে পরিগণিত। আধিভৌতিক জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও শূন্যতাবর্জ্জন বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ঘট যেমন জলশূন্য হইলে বায়ুপূর্ণ হয়, অথবা বায়ুশূন্য হইলে ব্যোমপূর্ণ হয়; চিত্তও সেইরূপ রূপরসাদি বিষয়শূন্য হইলে

যোগসম্পত্তির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, কিন্তু সর্ব্বশূন্য হয় না। এই জন্ত বেদান্তে বৈরাগ্যের পর শমাদি ছয়টী যোগসম্পত্তি উক্ত হইয়াছে। বিবেকচূড়ামণিতে আচার্য্য বলিয়াছেন—'বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্যোপজায়তে। তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ'॥ শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে—'নির্ম্মমত্বং বিরাগায় বৈরাগ্যাদ্ যোগসঙ্গতিঃ। যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ মুক্তিঃ প্রজায়তে'॥

ব্যাসরাজ—২৭৫। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের টীকাকার বিশেষ। ইহার টীকার নাম 'ন্যায়ামৃত'।

শক্তি—৪০৮। যাহা বেদান্তের ব্রহ্ম তাহাই তন্ত্রের শক্তি। তন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, 'শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ' এই ন্যায়ানুসারে পরম ব্রহ্ম পরমা শক্তি হইতে বিভিন্ন নহেন। সেইজন্য বেদে আম্নাত হইয়াছে—'সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা'। তদনুসারে স্মৃতিও বলিয়াছেন—'সর্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্'। আবার সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপে আবির্ভূত ব্রহ্ম-বিষ্ণুমহেশ্বরের সূচনা করিবার নিমিত্ত শ্রুত্যন্তরে আম্নাত হইয়াছে—'শক্তয়স্তিস্র এব চ'। এই জাতীয় শ্রুতির অনুবাদ-পূর্ব্বক বরাহপুরাণেও স্মৃত হইয়াছে—'পরমাত্মা যথা দেব এক এব ত্রিধা স্থিতঃ। প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ॥' এই একমাত্র শক্তি নানাভাবে উপলব্ধ হয় বলিয়া শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রে পঠিত হইয়াছে—'পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে।' প্রমাণটীতে যে 'শক্তি'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কার্য্য-সমূহের ভিন্ন ভিন্ন কারণরূপ পরিচ্ছিন্ন শক্তির বিষয়ীভূত; সুতরাং ব্রহ্মাপরপর্য্যায় মহতী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই 'অস্য' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তবে যদি কেহ লিঙ্গব্যত্যয়ের কারণ

জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে—ছান্দস। অতএব ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে—একৈব শক্তি বিবিধৈব প্রায়ভে।

আমাদের ধারণাশক্তি সসীম বলিয়া আমরা অনন্তশক্তিকে পরিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি। যিনি মৃত্তিকা হইতে সরা ও খুরীর উৎপত্তি দেখিয়াছেন, তিনি অপরিচ্ছিন্নভাবে জানেন যে, নামরূপ বিভিন্ন হইলেও সরা এবং খুরী মৃত্তিকার বিকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু যিনি উহার উৎপত্তি জানেন না, তিনি পরিচ্ছিন্নভাবে সরাকে সরা দেখেন, খুরীকে খুরী দেখেন, এবং মৃত্তিকাকে একটী স্বতন্ত্রপদার্থ বলিয়া গ্রহণ করেন। শক্তিসম্বন্ধেও নিয়ম তদ্রূপ। যোগদীক্ষাভিষিক্ত কৌলগণ চিদচিদাত্মক কুল*বর্গকে মহতী শক্তির ব্যূহ বলিয়া জানিলেও আমাদের জ্ঞান ঔপাধিক শক্তির দ্বারা প্রতিহত হইয়া স্বতন্ত্র-ভাবে অর্থাৎ পরিচ্ছেদসহকারে উহাদিগকে জীব, মহাভূত, দিক্, কাল বা আকাশাদিরূপেই গ্রহণ করিয়া থাকে।

মহতী শক্তি গুণক্ষুব্ধা হইলেই আদ্যাশক্তি বলিয়া অভিহিত হন। এই আদ্যাশক্তি হইতে জগদাদি কার্য্যের আবির্ভাব হয়। সেই হেতু সপ্তশতীতে স্মৃত হইয়াছে—'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।' অংশতঃ অর্থাৎ পরিচ্ছিন্নভাবে গৃহীত হওয়ায় ইনি সাংখ্যদর্শনের প্রকৃতি এবং মায়াবাদের অনির্ব্বচনীয়া মায়াশক্তি। কোন কোন শাস্ত্রে ইনি সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—'নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সংতিষ্ঠতে জগৎ। তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিন্মায়ামন্যেঽপরে ত্বণুম্॥' (যোগবার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষুধৃতপ্রমাণবচন)।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টিস্থিতিলয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা

* 'জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বঞ্চ দিক্কালাকাশমেব চ। ক্ষিত্যপ্‌তেজোবায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে'॥

হইলেও তাঁহারা আত্মাশক্তির ইচ্ছাপ্রধান, ক্রিয়াপ্রধান এবং জ্ঞানপ্রধান বিকাশবিশেষমাত্র। গৌরী সংহিতা বলেন—'জ্ঞানমিচ্ছা তথা ক্রিয়া গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি ॥' শক্তি ব্যতীত সৃষ্টিস্থিতিলয় সাধিত হয় না বলিয়া কুব্জিকাতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—'ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন। অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন। অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ ॥ রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন। অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ' ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের গণেশখণ্ডেও ভগবান্ বলিয়াছেন—'ত্বয়া যুক্তঃ শিবোঽহং চ সর্ব্বেষাং শিবদায়কঃ। ত্বয়া বিনা হীশ্বরশ্চ শবতুল্যোঽশিবঃ সদা ॥' (২।৯)। এইরূপ বস্তুগতিহেতু আনন্দলহরীতে শঙ্করাচার্য্য নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদী হইয়াও স্বীকার করিয়াছেন—'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।'

সাক্ষাদ্ভাবেই হউক বা অন্যভাবেই হউক, একমাত্র মহতী শক্তি হইতে সমস্ত বস্তুই সত্তা লাভ করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যখন শক্তিসম্ভূত, তখন জগতের কোন বস্তু শক্তির বাহিরে অবস্থান করিতে পারে? সেই জন্য গন্ধর্ব্ব-তন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—'শক্তি হি জগতো মূলং সৈব জগৎ-প্রসবিনী'। সপ্তশতীও বলিয়াছেন—'নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ'। কেবল শাক্তগ্রন্থ কেন, যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণপ্রকরণেও স্মৃত হইয়াছে—'অপ্রমেয়স্য শাক্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ। সৌক্ষ্ম্যচিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্যানাকৃতেরপি ॥ ইচ্ছাসত্তা ব্যোমসত্তা কালসত্তা তথৈব চ। তথা নিয়তিসত্তা চ মহাসত্তা চ সুব্রত ॥ জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ কর্ত্তৃতাঽকর্ত্তৃতাঽপি চ। ইত্যাদিকানাং শক্তীনামন্তো নাস্তি শিবাত্মনঃ ॥' যদিও এখানে শিব এবং শক্তি উভয়েরই উল্লেখ হইয়াছে, তথাপি শক্তি হইতে

শিব বিভিন্ন নহেন বলিয়া রাহুমস্তকের ন্যায় উহাকে শব্দ-বিকল্পই বলিতে হইবে। বাশিষ্ঠমহারামায়ণের তাৎপর্য্যপ্রকাশে আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতীও এ কথার সমর্থন করিয়াছেন।

সপ্তপদার্থী সংহিতায় শিবাদিত্য বলিয়াছেন—'শক্তি র্দ্রব্যাদিক-স্বরূপমেব' অর্থাৎ দ্রব্যাদির স্বরূপকেই শক্তি বলে। সুতরাং ইহাতে একপ্রকার স্বীকার করা হইয়াছে যে, পরমাণুর পরমাণুত্ব শক্তিবিশেষের সঙ্ঘাত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এরূপ বস্তুপন্যাস আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রেরও বিরুদ্ধ নহে। ন্যায়শাস্ত্র আবার কারণত্বকে শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কারণত্বকে শক্তি বলা যায় কি না, তাহার বিচারপ্রসঙ্গে নব্যন্যায়ের উদ্ভাবয়িতা উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন—'অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণম্? ন কিঞ্চিৎ। তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢ়ং ন হি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোঽসৌ তর্হি? কারণত্বম্'। নব্য-ন্যায়ের রচয়িতা তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও শক্তি এবং কারণের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"স্যাদেতৎ, ঈশ্বরবচ্ছক্তিরপি কার্য্যেণৈবানুমীয়তে"। নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণিরও ইহাই অভিপ্রেত। এ সম্বন্ধে গুরুমতের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের বিরোধ নাই, কারণ প্রাভাকরেরা ঈশ্বরানুমানের ন্যায় শক্তিকে অনুমান-সিদ্ধ বলিয়া থাকেন। বিজ্ঞানভিক্ষু "কার্য্যশক্তিসত্ত্বমুপাদানকারণত্বম্" বলিয়া কার্য্যের অনাগত অবস্থাকেই শক্তি বলিয়াছেন। পাছে বুদ্ধির করণশক্তি ও জীবের কর্তৃশক্তি হীন এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, এই জন্য বেদান্ত বুদ্ধির কর্তৃশক্তি নিষেধ করিয়া ২।৩।৩৮ সূত্রে 'শক্তি'-শব্দের যোগ্যতা-অর্থ বিধান করিয়াছেন। 'যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ' (২।১।১৮)—এই সূত্রের শারীরক ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়া-ছেন—'শক্তিশ্চ কারণস্য কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিযচ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্'। কিন্তু

এই সমস্ত দর্শনশাস্ত্র খণ্ডিত ও পরিচ্ছিন্ন শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ উক্তিসমূহের প্রয়োগ করিয়াছেন। কারণ ঐসকল শাস্ত্রে তন্ত্রোপদিষ্টা অপরিচ্ছিন্না পরমাশক্তিই আত্মাদি নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

জগতে আমরা শক্তির বিবিধ বিচিত্রলীলা দেখিতে পাই। 'পুরঃস্থিতে প্রমেয়াব্ধৌ গ্রন্থবিস্তরভীরুভিঃ। বিস্তবং সংপরিত্যজ্য দিঙ্‌মাত্রমুপদর্শ্যতাম্‌॥'—এই ন্যায়ানুসারে আমরা উহার কয়েকটীমাত্র উদাহরণ দেখাইয়াই তৃপ্ত থাকিব। গাণিতিকগণ আমাদিগকে আপীড়ন, মাধ্যাকর্ষণ, উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমনাদি শক্তির রহস্য বুঝাইয়াছেন, বৈজ্ঞানিকগণ আমাদিগকে আলোক, তাপ, তড়িৎ ও চুম্বুকাদি শক্তির প্রক্রিয়া দেখাইয়াছেন, রাসায়নিকগণ আমাদিগকে আকর্ষণশক্তি, বিপ্রকর্ষণশক্তি, আণবিকশক্তি ও সংঘাতশক্তির পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা মনে মনে জানেন যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছিন্ন শক্তি কেবল আপন আপন নিয়োগমাত্রই পালন করিয়া থাকে। কারণ দেশকালাদিপরিচ্ছেদশূন্যা পরমা শক্তির আদেশই—'ইদমিত্থং ভবতু' অর্থাৎ এই এই বস্তুর গতি এই এই প্রকার হউক। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির বিষয় জ্ঞাপিত হইলেও, আমরা কিন্তু মনে মনে জানি—'একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ। অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনেব বর্ত্ততে'॥ যে পরমা শক্তি হইতে ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি অশেষবিশেষবিভূতিরূপা, তিনি অশেষবিশেষচিদচিৎপ্রপঞ্চাত্মিকা, তিনি অশেষবিশেষসচ্চিদানন্দসত্তা। স্থূল কথা এই যে, তিনি বেদবেদান্তবেদ্য একমাত্র ব্রহ্মব্যতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার দ্বৈতমূলক পদার্থ নহেন। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া শৈববৈষ্ণবগাণপত্যাদি সকলকেই শাক্ত বলা যায়। নির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয়

পটলেও আম্নাত হইয়াছে—'শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ। উপাসতে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্॥'

শব্দ—২২৩। সাংখ্যাদিদর্শনে সুত্রিত হইয়াছে—'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'। আপ্ত কে এবং তাঁহার লক্ষণই বা কি, তৎসম্বন্ধে মাঠরাচার্য্য বলিয়াছেন—'আপ্তাঃ পুনা রাগদ্বেষাদিরহিতাঃ সনৎকুমারাদয়ঃ'। মাঠরাচার্য্যের কথাটী স্মৃতিমূলক, কারণ ইতিহাসাদি পৌরুষেয় আগমের প্রসঙ্গক্রমে কোন কোন স্মৃতি বলিয়াছেন—'স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যো বাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ। পূজিত স্তদ্বিধৈ র্নিত্যমাপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ'॥ প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আগম পৌরুষেয এবং অপৌরুষেয় ভেদে দুই প্রকারই হইতে পারে। সুতরাং 'আপ্ত'শব্দেব কেবল মাঠবোক্ত লক্ষণা স্বীকার করিলে বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই জাতীয় লক্ষণানির্দ্দেশ দেখিয়া ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন—'অতোঽত্র পুংনিমিত্তত্বাদুপপন্না মৃষার্থতা। ন তু স্যাৎ তৎস্বভাবত্বং বেদে বক্তুরভাবতঃ'॥ ইতিহাসাখ্য মহাভারতাদি হইতে বেদের নিত্যত্ব এবং অপৌরুষেয়ত্ব রক্ষা করিয়া শাস্ত্রান্তরেও ব্যবস্থাপিত হইযাছে—'আগমো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো নিত্যোঽনিত্য স্তথৈব চ'। এই উভয়বিধ আগমের উদাহবণ দিয়া শেষাচার্য্যের প্রমাণচন্দ্রিকায় দর্শিত হইয়াছে—'ঋগাদ্যা ভারতং চৈব পঞ্চরাত্রমথাখিলম্। মূলরামায়ণং চৈব পুবাণং চৈতদাত্মকম্॥ যে চানুযায়িন স্তেষাং সর্ব্বে তে চ সদাগমঃ'॥ ভাবত অর্থাৎ ইতিহাসাখ্য মহাভারত। ('ধর্ম্মার্থকাম' ইত্যাদি শ্লোকে ইতিহাসের লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে)।

ধ্বনিকেও শব্দ বলে। এজন্য 'ধ্বনি'শব্দও দ্রষ্টব্য। পবনপ্রেরিত শব্দের লক্ষণা নির্ণয় করিয়া ফণিভাষ্যে স্মৃত হইয়াছে—"যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ।' অন্যান্য বৈয়াকরণেরা ইহার প্রপঞ্চ করিয়া বলিয়াছেন—'স চ শব্দো দ্বিবিধো বুদ্ধিহেতুকোঽবুদ্ধিহেতু-

কশ্চেতি। তত্রাবুদ্ধিহেতুকো মেঘাদিশব্দঃ। বুদ্ধিহেতুকশ্চ দ্বিবিধঃ স্বাভাবিকঃ কাল্পনিক শ্চেতি। তত্র স্বাভাবিকো হসিত-রুদিতাদিরূপঃ প্রাণিমাত্রসাধারণঃ। কাল্পনিকো হপি ত্রিবিধঃ—বাদ্যাদিরূপো গীতিরূপো বর্ণাত্মকশ্চেতি।'

ব্রহ্মে বহুভবনের ইচ্ছা সমুদিত হইলেই তিনি শব্দতত্ত্বে বিবর্ত্তিত হন। কারণ শব্দগত নাম ব্যতীত তাঁহার বহুত্ব কখন উপলব্ধ নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—'এতদ্বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদ্বাচা বদতি'। সেইজন্য হরিকারিকায় উক্ত হইয়াছে—'অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ' ॥(১।১)। অভিপ্রায় এই যে, পরব্রহ্মে বহুভবনের ইচ্ছা সমুদিত হইলেই তিনি শব্দব্রহ্মে বিবর্ত্তিত হন এবং এই শব্দব্রহ্ম হইতেই জগন্নিদান শব্দতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন নামাদির দ্বারা প্রপঞ্চিত হইয়া থাকে। কোন কোন শাস্ত্রে ইহা নাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আকাশ যেমন অখণ্ড ও মহান্ হইয়াও ঘটাকাশ মঠাকাশ বলিয়া গৃহীত হয়, শব্দতত্ত্ব সেইরূপ অখণ্ড ও নির্ব্বিশেষ হইয়াও উপাধিভেদে বুদ্ধিহেতুক ও অবুদ্ধিহেতুক বলিয়া কিম্বা প্রাণিসম্ভূত, অপ্রাণিসংভূত বা উভয়সংভূত বলিয়া কল্পিত হয়। বস্তুগতি এইরূপ হইলেও মনুষ্যজাতি বুদ্ধিহেতুক বা প্রাণিসংভূত বর্ণাত্মক শব্দের সহিতই বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া এস্থলে আমরা কেবল বর্ণাত্মক শব্দের সমা-লোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

বর্ণাত্মকশব্দের চারিটী অবস্থা বা প্রকারতা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে—পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। পরা বাক্ অর্থাৎ পরাখ্য সূক্ষ্ম তারস্বর। বাগ্ বৈ ব্রহ্ম, ওঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সন্তৃণ্ণা—ইত্যাদি শ্রৌতপ্রমাণ হইতে জানা যায় যে, পরা বাক্ পরব্রহ্ম হইতেই প্রণবরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। পরব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়াই সত্যযুগে অর্থাৎ বিশ্বামিত্র দৃষ্ট গায়ত্রীর পূর্ব্ব-কল্পে শ্যাবাশ্বদৃষ্ট 'তৎসবিতু র্ব্বৃণীমহে' ইত্যাদি অনুষ্টুপ্ মন্ত্রের

উপাসনার সাবিত্রীর স্থলে এই সূক্ষ্ম অনপায়িনী বাকই উপদিষ্টা হইতেন। যুগধর্ম্মের পরিবর্ত্তনহেতু আনুষ্ঠানিক আচারের পরিবর্ত্তন হইলেও উপাসনায় আমাদের চিন্তাধারা কখন পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আজও আমরা বিশ্বামিত্রদৃষ্ট গায়ত্রীকে সশিরস্ক করিবার নিমিত্ত 'বাগেবায়ং লোকঃ'—এই জাতীয় শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটী মহাব্যাহৃতি নামক মন্ত্রের দ্বারা সকল প্রকার ভাববিকারের অতীত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ প্রণবকে আহুতি দিয়া গায়ত্রীর উচ্চারণপূর্ব্বক প্রাচীনতম চিন্তাধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি। পরাবাক্ হইতে অভিন্ন সূক্ষ্মপ্রণব ভাববিকারের অতীত বলিয়া সূতসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—'পরঃ পরতরং ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাদিলক্ষণম্। প্রকর্ষেণ নবং যস্মাৎ পরং ব্রহ্ম স্বভাবতঃ॥ অপরঃ প্রণবঃ সাক্ষাচ্ছব্দরূপঃ সুনির্ম্মলঃ। প্রকর্ষেণ নবত্বস্য হেতুত্বাৎ প্রণবঃ স্মৃতঃ॥' 'একাক্ষরা বৈ বাক্' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে ইহাই আন্তর প্রণব বিন্দুনামে অভিহিত হয়। তন্ত্রমতে বিন্দু হইতে সূক্ষ্মনাদের সৃষ্টি এবং বিন্দুযুক্ত সূক্ষ্মনাদই সার্দ্ধত্রিগুণিত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর আকার ধারণ করেন। সেইজন্য যোগিগণ গায়ত্র্যাদি তত্ত্বচিন্তায় সাড়ে তিন মাত্রা পর্য্যন্ত প্রণবের উদ্ধারণ করিয়া থাকেন। যাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—'ত্রিমাত্রস্তু প্রযোক্তব্যঃ কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বেষু। তিস্রঃ সার্দ্ধাস্তু কর্ত্তব্যা মাত্রা তত্ত্বানুচিন্তকৈঃ॥' কুব্জিকাতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—'আসীদ্বিন্দু স্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা। নাদরূপা মহেশানী চিদ্রূপা পরমা কলা॥ নাদাচ্চৈব সমুৎপন্নঃ অর্দ্ধবিন্দু র্মহেশ্বরি। সার্দ্ধত্রিতয়বিন্দুভ্যো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী॥' সর্ব্ব প্রকার শব্দার্থের প্রকৃতি হইলেও এই পরমা শক্তি কাহারও উচ্চারণ যোগ্যা নহেন বলিয়া ইঁহাকে অর্দ্ধমাত্রা বলা হয়। সেইজন্য সপ্তশতীতে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ। ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী

পরা ॥' অর্দ্ধমাত্রাদি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াঽব্যক্তসংজ্ঞিতা। মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তি রর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্' ॥ তান্ত্রিক যোগিগণ এই তত্ত্বে সংযমপূর্ব্বক কুল-কুণ্ডলিনীকে জাগাইয়া ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন। তান্ত্রিক যোগের এইরূপ প্রক্রিয়া অনুস্মরণ করিয়া বিষ্ণুভাগবত বলিয়াছেন—'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণাতঃ পরে যদি। শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ' ॥ 'শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতির অনুসরণপূর্ব্বক কেহ কেহ উক্ত বিন্দুতত্ত্বকে কলাগত পরমাশক্তি বলিয়া বর্ণবীজের শক্তিবিশেষকে বিন্দু বলিয়াছেন। সেই জন্য লক্ষ্মণাচার্য্যের শারদাতিলকে পঠিত হইয়াছে—'সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদ স্তস্মাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥'

মূলধার ত্যাগ করিয়া নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত আগমন পূর্ব্বক যাহা অর্থপ্রপঞ্চে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম পশ্যন্তী বাক্। শতপথব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—'বাগেবার্থং পশ্যন্তী বাগজীবীতি বাগর্থং নিহিতং সংতনোতি বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেকস্মাদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্ক্তে'। বিষ্ণুভাগবতেও স্মৃত হইয়াছে—'স এব জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ। মনোময়ং সূক্ষ্মমপেত্য রূপং মাত্রা স্বরা বর্ণ ইতি প্রবিষ্টঃ' ॥ কেহ কেহ মনে করেন পরমা বাক্শক্তি মূলাধার হইতে মণিপুরে আগমন করিলে উহা পশ্যন্তী নামে অভিহিত হয়। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—'পরা বাঙ্ মূল-চক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা। হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা' ॥ 'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ' ইত্যাদি জৈমিনিসূত্রে 'ঔৎপত্তিক'শব্দের ভাষ্যাদিগৃহীত অর্থের সহিত পাছে বিরোধ হয়, সেই জন্য কেহ কেহ বেদোক্ত পশ্যন্তীদশার অপলাপপূর্ব্বক শব্দকে পরিণামী বলিয়া উহার তিনটী অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। তদনুসারে শ্লোকবার্ত্তিকের কাশিকায়

সুচরিত মিশ্রও এই শ্লোকটীকে উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—'শব্দব্রহ্মৈব তেষাং হি পরিণামি প্রধানবৎ। বৈখরী মধ্যমা সূক্ষ্মা বাগবস্থাবিভাগতঃ॥' কিন্তু ইহা শ্রুতিসম্মত নহে। কারণ বাক্‌শক্তির পশ্যন্তীদশা শতপথ ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। আরও বলিতে পারা যায় যে, পশ্যন্তীদশায় শব্দ অর্থপ্রপঞ্চে প্রবৃত্ত হয়—এইরূপ বলিলে কাহারও সহিত বিরোধেরই সম্ভাবনা নাই, অথচ প্রমাণান্তরের 'পশ্যন্তীনাভিসংস্থিতা' এই চরণটীও অপার্থক হইয়া পড়ে না। পশ্যন্তীদশা স্বীকার করিয়া প্রপঞ্চসারে শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্ত তারঃ পরাখ্যঃ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ। বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্নাবদ্ধ স্তস্মাদ্ ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসংঘঃ॥ পশ্যন্তীদশায় যে বর্ণসমূহের দ্বারা শব্দ অর্থপ্রপঞ্চে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—'বৈখরীশব্দনিষ্পত্তি র্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা। আন্তরার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী'॥ বাকের পশ্যন্তীদশায় বর্ণময়ী দেবতার আবির্ভাব হয় বলিয়া অন্তর্মাতৃকান্যাসে শাক্তগণ বিশুদ্ধ, অনাহত, মণিপুর, স্বাধিষ্ঠান, মূলাধার ও আজ্ঞাখ্য চক্র সমূহের পঞ্চাশটী দলে পঞ্চাশটী বর্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন।

'হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা' ইত্যাকার প্রমাণহেতু জানা যায় যে, শরীরের মধ্যভাগস্থিত হৃদয় হইতে মধ্যমা বাক্ উত্থিত হইয়া কণ্ঠদেশে বা মুখে বৈখরীদশা প্রাপ্ত হয়। কণ্ঠে বা বক্ত্রে আসিলেও সাক্ষাদ্‌ভাবে আসে না, কারণ অনাহতধ্বনিরূপা মধ্যমা বাক্ সুষুম্না নাড়ীর ভিতর দিয়া প্রথমতঃ মস্তকে আঘাত করে অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বিষয়ীকৃত হয় এবং তারপর নাদরূপে উহা কণ্ঠে বা বক্ত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহাই সূক্ষ্মনাদের দ্বিতীয় অবস্থা। সেই জন্য অলংকার-কৌস্তুভের ২য় স্তবকে উক্ত হইয়াছে—

'স্বাভেচ্ছয়োর্দ্ধং হৃদিস্থানাদ্ মারুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ। নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ' ॥ প্রপঞ্চসারও বলিয়াছেন—'বুদ্ধিযুক্ মধ্যমাখ্যঃ' অর্থাৎ মধ্যমাখ্য ধ্বনিই বুদ্ধিযুক্ত হয়। এই অবস্থায় তান্ত্রিক সাধকগণ মধ্যমার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিশেষের কল্পনা করিয়া বাহ্যমাতৃকান্যাসে "পঞ্চাশল্লিপিভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রানুসারে তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন।

যাহা ব্যবহারের নিমিত্ত সকলের শ্রুতিগোচরে অর্থপ্রত্যয় করাইয়া থাকে, তাহাব নাম বৈখরী বাক্। ইহা সূক্ষ্মনাদের তৃতীয় অবস্থা। মহাভাষ্যকারাদি বৈয়াকরণেরা ইহাকে কার্য্য বা বৈকৃতধ্বনি বলিয়াছেন। জৈমিনি ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—'নাদবৃদ্ধিপরাঃ' (১৷১৷১৭)। শব্দেব এই বৈখরীদশা দেখিয়া নৈয়ায়িকগণ তাহার নিত্যত্বখণ্ডনে যত্নবান্ হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার দ্বারা সূক্ষ্মনাদ কোনপ্রকারে খণ্ডিত হয় নাই। মধ্যমাব তুলনায় এই বর্ণাত্মিকা বাক্ বিশেষরূপে খর অর্থাৎ অর্থপ্রত্যয় করাইতে তীক্ষ্ণ বলিয়া ইহার নাম বৈখরী। পূর্ব্বোক্ত অবিশিষ্ট সূক্ষ্মনাদই বাক্‌যন্ত্রাদি হইতে বৈখরীদশায় বৈকৃতনাদরূপে শ্রোতৃশ্রোত্রের গোচরীভূত হয়। সেই জন্য মঞ্জুষায় নাগেশ বলিয়াছেন—'যুগপদেব মধ্যমাবৈখরীভ্যাং নাদ উৎপদ্যতে'। শ্রুতিগোচরতাব পর শব্দের আর কোন বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ নহে। ইহাই পরাবাকের কাষ্ঠাপ্রাপ্তি। অবশিষ্ট কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে বিশিষ্ট কার্য্যরূপ জগৎ উৎপন্ন হইলেও জগৎকে প্রবিলাপ করিয়া বিদ্বান্ যেমন পরম ব্রহ্মে উপনীত হইয়া চরিতার্থ হন, সেইপ্রকারে যোগিগণ মৌনের দ্বারা কার্য্যরূপ শব্দকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কারণরূপ শব্দব্রহ্মে উপনীত হইয়া প্রবৃত্তির সফলতা সম্পাদন করেন। এই অবস্থার পর তিনি পরমব্রহ্মে সম্পন্ন হইয়া থাকেন। শব্দপ্রপঞ্চে প্রবৃত্তির সফলতা নাই বলিয়া শারদাতিলকে লক্ষণাচার্য্য বলিয়াছেন—'সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ।

শক্তিং ততো ধ্বনি স্তস্মান্নাদ স্তস্মান্নিরোধিকা॥' বৈখরীদশার পর স্বাভাবিক বিকম্পহেতু শব্দের বৈশিষ্ট্য হয় না বলিয়া শ্লোকটীর শেষে 'নিরোধিকা'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদও বলিয়াছেন— 'বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাব্রাহ্মণঃ।' অর্থাৎ পাণ্ডিত্যাদি লাভ করিয়া মুনির মৌনভাব অবলম্বন করিবে, তারপর অমৌন এবং মৌন অধিকার করিয়া ব্রহ্মবিৎ হইবে। শ্রুত্যন্তরেও আম্নাত হইয়াছে—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। এজাতীয় শ্রুতিকে অনুবাদ করিয়া স্মৃতিও বলিযাছেন, 'যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ'। শ্রুতিস্মৃতি এইরূপ বলিয়াছেন, কারণ স্বারাজ্য ব্যতীত প্রবৃত্তির সফলতা নাই এবং শব্দপ্রপঞ্চের দ্বারাও কখন স্বারাজ্য অধিগত হয় না। সেই জন্য মুমুক্ষু বেদান্তিগণ শাস্ত্রবাসনাদি ত্যাগ করিয়া 'যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞঃ' ইত্যাদি শ্রুতির শরণাপন্ন হন, মুমুক্ষু যোগিগণ মৌনভাব অবলম্বন করিয়া বিলোমক্রমে সমাধির দ্বারা পর-তত্ত্বে প্রত্যাবর্ত্তন কবিবার সঙ্কল্প করেন, এবং মুমুক্ষু শাক্তগণও বাহ্যমাতৃকাব পব সংহাবমাতৃকাব ন্যাস করিয়া একই পথের পথিক হইয়া থাকেন। এইরূপ বস্তুগতি ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত দেখিয়া বিবেকচূড়ামণিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন— 'বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্। বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে'॥ শব্দসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় 'স্ফোট' শব্দে দ্রষ্টব্য।

শম—৮৬, ১৫৪, ২১৫। আন্তরেন্দ্রিয় সংযম। মন্তব্যপ্রকাশ। শমদমের পার্থক্য দেখাইয়া অপরোক্ষানুভূতি নামক গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্করপাদ বলিয়াছেন—'সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতি শব্দিতঃ। নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে'॥

শরীরপুরুষ—২৭৩, ২৭৭। জীবাত্মা।

ভাব। অস্তি অর্থাৎ সত্তা। জায়তে অর্থাৎ উৎপত্তি। বর্দ্ধতে অর্থাৎ উপচয়। বিপরিণমতে অর্থাৎ পরিণাম বা রূপান্তরতা। অপক্ষীয়তে অর্থাৎ অপচয় বা ক্ষয়। বিনশ্যতি অর্থাৎ নাশ বা অদর্শন। ব্রহ্ম ব্যতীত বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ এই কয়েকটী ভাবের অধীন।

ষষ্ঠপ্রমাণ—৩৫। মন্তব্যপ্রকাশ। ভট্টপাদ কুমারিল যোগীদের ষষ্ঠপ্রমাণ বিশ্বাস করেন না। ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্করবিশেষকে ষষ্ঠপ্রমাণ মনে করিয়া তিনি বলেন—'নমু ধর্ম্মাতিরেকেন ধর্ম্মিণোঽনুপলম্ভনাৎ। তৎসজ্ঞামাত্র এবায়ং গবাদিঃ স্যাদ্ বনাদিবৎ॥' শ্লোক বার্ত্তিক—প্রত্যক্ষসূত্র। (১৫১ শ্লোক)।

সংক্ষেপশারীরক—২৭৬। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনিপ্রণীত গ্রন্থবিশেষ। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্য।

সংবৃতি—পরিশিষ্ট ১৮। আপেক্ষিক জ্ঞান। জ্ঞানশব্দ দ্রষ্টব্য। মন্তব্যপ্রকাশ। আপেক্ষিক জ্ঞান জীবের সাধারণ ধর্ম্ম, কারণ ইহা অধ্যাসমূলক। এই আপেক্ষিক জ্ঞানের দ্বারাই আমরা সর্ব্ববিধ বস্তুসত্তার উপলব্ধি করিয়া থাকি, কিন্তু ইহা পরিত্যক্ত হইলে একত্বদর্শন নির্ব্বাধ হইয়া পড়ে। একহস্ত পরিমিত একটী মানদণ্ডকে অপেক্ষা করিয়া আমরা যোজনকে যোজন বলি, সর্ষপকে অপেক্ষা করিয়া হিমালয়কে প্রকাণ্ড বলি, এবং পৃথিবীকে অপেক্ষা করিয়া আবার হিমালয়কেও সর্ষপ বলি। আমরা পৃথিবীকে অপেক্ষা করিয়া আকাশকে আকাশ দেখি, অথবা আকাশকে অপেক্ষা করিয়া আমরা পৃথিবীকে পৃথিবী দেখি। কিন্তু এই সকল বস্তুজ্ঞানের মধ্যে যদি কোন আপেক্ষিকতা না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের নিকট উহাদের কোনরূপ ভেদ উপলব্ধ হইত না। অন্ধকারগৃহমধ্যে আমাদের চাক্ষুষজ্ঞান আপেক্ষিকতার অভাবে গৃহের যাবতীয় বস্তুকে একাকার দেখিয়া থাকে, কিন্তু মানসজ্ঞানে আলোক স্মৃতিরূপে আরূঢ় আছে বলিয়া অন্ধকারগৃহ অন্ধকারগৃহ

বলিয়া অনুভূত হয়। এমন কি, আমরা যাহা কিছু মনন করি তাহাও আপেক্ষিক জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। সংযোগ ও সমবায়কে আবিচ্ছক প্রতীতির ফলরূপে প্রমাণ করিবার জন্য বেদান্তের ২।২।১৭ সূত্রের শারীরক ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'যথা চৈকাপি সতী রেখা স্থানান্বয়েন নিবেশ্যমানৈকদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদমনু- ভবতি, তথা সম্বন্ধিনোরপি সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং ন ব্যতিরিক্তবস্তুস্তিত্বেন ইতি'। অর্থাৎ একটী রেখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া তদনুসারে এক-দশ-শত-সহস্রাদি শব্দ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, কিন্তু যদি স্থানভেদের জ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে রেখার বহুত্ব কখন উপলব্ধ হইত না। সম্বন্ধিপদার্থের নিয়মও সেইরূপ। কারণ তদতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তোমরা সংযোগকে বা সমবায়কে জ্ঞানের বিষয়ান্তর করিয়াছ, কিন্তু যদি পরস্পরের সম্বন্ধমূলক জ্ঞান না থাকিত অর্থাৎ যদি আপেক্ষিক জ্ঞানের অভাব হইত, তাহা হইলে সংযোগশব্দ বা সমবায়শব্দ কখন জ্ঞানান্তরের যোগ্যতাই লাভ করিতে পারিত না"।

এই আপেক্ষিক জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া ৩।১৩ সূত্রের যোগভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—'ন ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা ধর্ম্মাস্তু ত্র্যধ্বানঃ। তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ। তত্র লক্ষিতাস্তাং তামবস্থাং প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন প্রতিনির্দ্দিশ্যন্তেঽবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ। যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশৈকা চৈকস্থানে। যথা চৈকত্বেঽপি স্ত্রী মাতা চোচ্যতে দুহিতা চ স্বসা চেতি'। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা নহে অর্থাৎ কালগত অবস্থা ত্রয়ের দ্বারা আক্রান্ত নহে, কিন্তু ধর্ম্মসমূহ উহার দ্বারা আক্রান্ত। এই ধর্ম্ম সমূহ লক্ষিত বা অলক্ষিত উভয়বিধই হইতে পারে। তন্মধ্যে লক্ষিত ধর্ম্ম সমূহ অতীতাদিকালের

সেই সেই অবস্থা পাইয়া অন্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা পদার্থের স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয় না। যেমন—একটী রেখা শতস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে উহাকে শতভাগে বিভক্ত বলে, দশ স্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে উহাকে দশভাগে বিভক্ত বলে এবং একস্থানে সন্নিবিষ্ট হইলে উহাকে একটীমাত্র রেখা বলা হয়। অভিপ্রায় এই যে, স্থানের ভেদাভেদ-কল্পনা করিয়াই রেখার বহুত্ব বা একত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা আপেক্ষিক জ্ঞানের ফল মাত্র*। আবার যেমন—একটী রমণী কাহারও স্ত্রী, কাহারও মাতা, কাহারও দুহিতা এবং কাহারও ভগিনী হইয়া থাকেন। অভিপ্রায় এই যে, রমণীর একত্ব থাকিলেও পতিপুত্রাদিকে অপেক্ষা করিয়াই তিনি স্ত্রী মাতা প্রভৃতি বলিয়া গৃহীত হইতেছেন। সাংখ্য-দর্শনেও সূত্রিত হইয়াছে—উপাধি র্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্ (১।১৫১)। এই সমস্ত দেখিয়া তত্ত্ববৈশারদী উক্ত প্রমাণের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন—'অনুভব এব হি ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাদীনাং ভেদাভেদৌ ব্যবস্থাপয়তি। ন হ্যৈকান্তিকেঽভেদে ধর্ম্মাদীনাং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মিরূপবদ্ ধর্ম্মাদিত্বম্। নাপ্যৈকান্তিকে ভেদে গবাশ্ববদ্ ধর্ম্মাদিত্বম্'। ইত্যাদি।

সংযম—২৫৯, ৩০০। ধারণা, ধ্যান ও সমাধির প্রাতিস্বিক সংজ্ঞা।

সঙ্কর্ষণকাণ্ড—৩০৭। ইহা জৈমিনিপ্রণীত ভক্তিশাস্ত্রবিশেষ। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ইহাকে মীমাংসার অন্তর্গত বলেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন না।

---

*জর্ম্মানদেশের পণ্ডিতগণ ইহাকে অঙ্কশাস্ত্রের দশমিকসংখ্যাজ্ঞাপক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ রেখারূপ ধর্ম্মীর সহিত অর্থাৎ সম্বন্ধি-পদার্থবিশেষের সহিত স্থানভেদের সম্বন্ধ দেখানই ভাষ্যকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং এস্থলে এক-দশ-শতের পরিবর্ত্তে এক নয় নিরানব্বই লইলেও কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ'। অভিপ্রায় এই যে, ধ্যান যখন ধ্যেয় বস্তুর আকারে ভাসমান হইয়া অর্থাৎ বিষয়স্বরূপে উপরক্ত হইয়া বৃত্তিস্বরূপ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করে, তখন তাহার নাম সমাধি। সমাধি দুই প্রকার—সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। ধ্যান যদি ধ্যাতার নিকট ধ্যেয়বস্তু প্রকাশ করে, তাহা হইলে উহার নাম সম্প্রজ্ঞাত। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চতুর্ব্বিধ—সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। ধ্যেয়বস্তুর স্থূল-সূক্ষ্মভেদে আবার বিতর্কানুগতসমাধি সবিতর্ক বা নির্ব্বিতর্ক এবং বিচারানুগতসমাধি সবিচার বা নির্ব্বিচার হইয়া থাকে।

যখন ধ্যাতৃধ্যেয়ধ্যানের প্রতীতি লুপ্ত হয়, তখন তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। পতঞ্জলি বলিয়াছেন—'বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ' অর্থাৎ বৃত্তিবিরামের কারণস্বরূপ পরবৈরাগ্যের অভ্যাসহেতু যে সমাধি সংস্কার-মাত্রশেষ হইয়া থাকে, তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সূত্রে 'সংস্কারশেষ' বলা হইয়াছে, কারণ পরবৈরাগ্য সকল প্রকার সংস্কারকে ক্ষয় করিয়া স্বাশ্রয়ভূত অগ্নির ন্যায় বিরাজ করে এবং তাহার পর স্বাশ্রয়নাশের দ্বারা পুরুষকে সংসারমুক্ত করিয়া থাকে।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বিবিধ—ভবপ্রত্যয় এবং উপায়প্রত্যয়। মুমুক্ষু যোগী ভবপ্রত্যয় নামক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পক্ষপাতী নহেন, কারণ ইহাতে ভোগের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয় না। সুতরাং তিনি শ্রদ্ধাদি সহকারে উপায়প্রত্যয় অবলম্বন করিয়া সর্ব্ববিধ ভোগের অত্যন্ত উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। *

সমাধি বা যোগ সম্বন্ধে বেদান্তের বক্তব্য না বলিয়া প্রসঙ্গ শেষ করা যায় না। 'এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ' এই ব্রহ্মসূত্রের অতিদেশ দ্বারা সাংখ্যস্মৃতির ন্যায় যোগস্মৃতি প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া অনেকে বেদান্তের সহিত যোগের বিরোধ-কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রের

ভাষ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে যদিও ঐরূপ কল্পনার অবকাশ থাকে না, তথাপি উহা পরিস্ফুট করিয়া অসাধারণ-ধীশক্তিসম্পন্ন সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—'নানেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভ-পাতঞ্জলাদেঃ সর্ব্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুপাদান-স্বতন্ত্রপ্রধানতদ্বিকারমহদহংকারপঞ্চতন্মাত্রগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তীত্যুচ্যতে'। অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগশাস্ত্র নিরাকৃত হয় নাই, কারণ স্বতন্ত্রভাবে প্রধানের উপাদানত্ব এবং মহত্তত্ত্বাদির কার্য্যত্ব অপ্রমাণ করাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য।

যোগশাস্ত্র সাংখ্যের গুণাধিকার গ্রহণ করায় গুণসাম্যে প্রধানকেও গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' এই ন্যায় অনুসারে যোগাঙ্গের দ্বারা সংযম উৎপাদন ব্যতীত অন্যাংশে তাহার কোন বিবক্ষা নাই বলিয়াই ভাষ্যকার বা টীকাকার ব্রহ্মসূত্রটীর ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও একটী আলম্বন না থাকিলে যোগ হয় না বলিয়াই যোগশাস্ত্রে সাংখ্যের গুণাদিভাগ গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং অধিকারবিশেষে গুণভাগকে আবিদ্যকপ্রতীতি বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অদ্বয়ব্রহ্মে মনোলয় করিলে যোগশাস্ত্র কখন ব্যাহত হয় না। যোগীরাও বলিয়াছেন—'ব্রহ্মণ্যেব স্থিতি র্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ'। (সর্ব্বদং, সং,-পাতঞ্জল-দর্শন)। ইহাই বেদান্তের অনুমত যোগ বা সমাধি। যোগাচার্য্য ভগবান্ বার্ষগণ্যও এইরূপ বৈদান্তিক যোগপক্ষ স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি। যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়েব সুতুচ্ছকম্॥'

সমাধি বা যোগ যে বেদান্তের অন্তরঙ্গ তাহা ধারাবাহিক-রূপে বেদ হইতে নিবন্ধকার পর্য্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন—'নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ। বৃত্তি-বিস্মরণং সম্যক্ সমাধিরভিধীয়তে॥'

মাণ্ডুক্যকারিকায় স্মৃত হইয়াছে—'লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ ॥' এই জাতীয় প্রমাণহেতু সমাধি সম্বন্ধে আচার্য্য বলিয়াছেন—'নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা। তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জ্জিতঃ স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ ॥ অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ সন্ নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি। বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন' ॥ বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য প্রাচীন মত অনুসরণ করিয়া মানসোল্লাসে বলিয়াছেন—'ধ্যানাদস্পন্দনং বুদ্ধেঃ সমাধিরভিধীয়তে। অমনস্কসমাধিস্তু সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতম্ ॥' ইহা ব্যতীত সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রভৃতি নিবন্ধকারগণ এ বিষয়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন তাহা বেদান্তসারাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সমাধির প্রশংসা করিয়া গোরক্ষপদ্ধতিকার বলিয়াছেন—যৎ সমাধৌ পরং জ্যোতিরনন্তং বিশ্বতোমুখম্। তস্মিন্ দৃষ্টে ক্রিয়া কর্ম্ম যাতায়াতং ন বিদ্যতে ॥

সম্পাত—৫০, ১৭৪, ১৭৫। স্বর্গাদিভোগের পর পুনরায় সংসারে পতন। ইহা কাম্যকর্ম্মের ফল বা পরিণাম। সেইজন্য ভাবনা বিবেকের 'সংযোগান্তং বর্ত্তমানম্' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় 'বিভাগং সংযোগং চোৎপাদ্য কর্ম্ম বিনশ্যতি' এই বৈশেষিক ন্যায় অবলম্বন করিয়া উম্বেক বলিয়াছেন—'বিভাগোপক্রমং সংযোগান্তং কর্ম্ম'।

মীমাংসক উম্বেক কুমারিলের শিষ্য ছিলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ কবিবর ভবভূতি। তন্ত্রবার্ত্তিকে প্রভাকরের ন্যায় উম্বেক শ্লোকবার্ত্তিকে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সেই জন্য ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের বৃত্তিকার গুণরত্ন বলিয়াছেন—

'উম্বেকঃ কারিকাং বেত্তি তন্ত্রং বেত্তি প্রভাকরঃ'।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি—৬৭, ২৪৮, ২৫০, ২৫৪, ২৫৬, ৩৮৬, ৩৯২।
সমাধিশব্দ দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জ্ঞান পরোক্ষ, কারণ ইন্দ্রিয়গণ কখন সাক্ষাৎ জ্ঞানের হেতু নহে—১৫৫-১৬৭। মন্তব্য-প্রকাশ। ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং তদনুগত ধর্ম্ম লইয়া অনুগীতার ৪৩ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণঃ।
জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপমাপশ্চ রসলক্ষণাঃ॥
ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা।
স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা॥
মনসো লক্ষণং চিন্তা চিন্তোক্তা বুদ্ধিলক্ষণা।
মনসা চিন্তিতানর্থান্ বুদ্ধ্যা চেহ ব্যবস্যতি॥
বুদ্ধি র্হি ব্যবসায়েন লক্ষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
লক্ষণং মনসো ধ্যানমব্যক্তং সাধুলক্ষণম্॥ ২২-২৫।

এক একটী ইন্দ্রিযবিষয়েব এক একটী গুণ আছে। এবং ঐ ঐ গুণ এক একটী শক্তিবিশেষেব দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। যে শক্তির দ্বাবা যে গুণ গৃহীত হয, তাহাকে উহার অধিষ্ঠাত্রী-দেবতারূপে কল্পনা করিযা শাস্ত্র বলিয়াছেন—

পার্থিবো যস্তু গন্ধো বৈ ঘ্রাণেন হি স গৃহ্যতে।
ঘ্রাণস্থশ্চ তথা বায়ু র্গন্ধধ্যানে বিধীয়তে॥
অপাং ধাতুরসো নিত্যং জিহ্বযা স তু গৃহ্যতে।
জিহ্বাস্থশ্চ তথা সোমো রসজ্ঞানে বিধীযতে॥
জ্যোতিষশ্চ গুণোরূপং চক্ষুষা তচ্চ গৃহ্যতে।
চক্ষুঃস্থশ্চ সদাদিত্যো রূপজ্ঞানে বিধীয়তে॥
বায়ব্যস্তু সদা স্পর্শ স্ত্বচা প্রজ্ঞায়তে চ সঃ।
ত্বক্স্থশ্চৈব সদা বায়ুঃ স্পর্শেন স বিধীয়তে॥
আকাশস্য গুণো হ্যেষ শ্রোত্রেণ চ স গৃহ্যতে।
শ্রোত্রস্থাশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ শব্দজ্ঞানে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

রূনলাস্ত গুণ শ্চিন্তা প্রজ্ঞয়া স তু গৃহ্যতে।
হৃদিস্থ শ্চেতনাধাতু র্মনোজ্ঞানে বিধীয়তে ॥
(অনুগীতা ৪৩।২৯-৩৪)।

বৈয়াকরণ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের পাণিনি-দর্শনে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন—'স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটঃ। বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোটঃ। বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গ্যোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি'। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বর্ণসমূহের বাচকত্ব উপপন্ন নহে, সুতরাং যে জন্য অর্থপ্রত্যয় হয় তাহাই শব্দের স্ফোট। ক্ষণস্থায়িবর্ণের দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেও ইহা বর্ণাতিরিক্ত নিত্য শব্দ। ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, নিত্যানিত্য ভেদে শব্দ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে স্ফোটই প্রাকৃত বা নিত্য শব্দ এবং বর্ণাত্মক শব্দ-সমূহ বৈকৃত বা অনিত্য শব্দ। 'ঘ'কার, 'অ'কার, 'ট'কার ও 'অ'কার—এই চারিটী বর্ণস্বরূপ যে 'ঘট'শব্দ তাহার দ্বারা কলসার্থক ঘটের বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল বর্ণের মধ্যে 'ঘ'কার বা 'ট'কার ঘটের বোধ করাইতে পারে না এবং 'ঘ'কারের পর 'ট'কারও ঘটের বোধ করাইতে পারে না, কারণ 'ট'কারের উচ্চারণ কালে 'ঘ'কারের নাশ হইয়াছে। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া বৈয়াকরণেরা মনে করেন যে, 'ঘ'কারাদি বর্ণসমূহের দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি হয় এবং পরে ঐ স্ফোটের দ্বারাই কলসার্থক ঘটের বোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থূলতঃ ইহাই স্ফোটবাদ। স্ফোটবাদের প্রকারভেদ 'ধ্বনি'শব্দে দ্রষ্টব্য।

ক্রমশঃ সবিকল্পক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া নির্বিকল্প-জ্ঞানে উপনীত হইবার জন্য যোগসূত্রপ্রণেতা পতঞ্জলি মুনি বিভূতিপাদের "শব্দার্থ প্রত্যয়ানাম্" ইত্যাদি সূত্রে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের বিভাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। এইরূপ বিভাগ করিবার সময় দেখা যায় যে, কেবল নাদ কেন, যে কোন একটী ধ্বনি আবিভূর্ত এবং তিরোভূত হইলেও উহা শ্রোতার মনে কোন না কোন অর্থ উৎপাদন করিয়া একটী প্রত্যয় রাখিয়া যায়। জীবনের প্রথমে যখন সমুদ্রের নিকট যাইয়া তাহার ভীষণ তরঙ্গাঘাত দেখিলাম, তখন তাহার এক অপূর্ব্ব গর্জ্জনও শুনিলাম। যাহা শুনিলাম তাহা বৈকৃত ধ্বনি, তরঙ্গাঘাতে ঐরূপ শব্দ হইতেছে এবং ঐ শব্দের একটী বিশেষত্ব আছে—ইহাই তাহার অর্থ, এবং সমুদ্র হইতে বহুদূর ফিরিয়া আসিলে ঐ দুইটী তিরোহিত হইবার পরেও যাহা আমার মনে আরূঢ় থাকে তাহাই প্রত্যয়রূপ প্রাকৃত ধ্বনি। ইহা হইতে উপপন্ন হইতেছে যে, বর্ণাত্মক 'ঘট' শব্দ উচ্চারিত হইলে যাহা আমি শুনি, তাহা বৈকৃত ধ্বনি; ঐরূপ শুনিয়া যখন ঘটবিশেষের কথা আমার মনে পড়ে, তখন উহাই বৈকৃত ধ্বনির অর্থ; এবং ঐ দুইটী অপগত হইবার পর যাহা আমার মনে নির্ব্বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে, তাহাই উহার প্রত্যয়রূপ প্রাকৃত ধ্বনি। সুতরাং শব্দমাত্রই প্রত্যয়ের স্মারক। তবে বর্ণহীন ধ্বনি তদ্‌গত বা তজ্জাতীয় প্রত্যয়ের স্মারক, আর বর্ণাত্মক ধ্বনি বা নাদ তদিতর প্রত্যয়ের স্মারক—ইহাই কেবল বিশেষ। কিন্তু যাহা আবির্ভাবের পর তিরোভূত হইয়াও একটী প্রত্যয় রাখিয়া যায়, তাহার অবশ্যই কোন না কোন একটী শক্তি আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই শব্দের স্ফোটশক্তি বা প্রাকৃত ধ্বনি। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া ঐ সূত্রের যোগভাষ্যে স্ফোটবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে।

'যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন' ইত্যাদি শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া কেহ কেহ যোগ-সূত্রকারকেই মহাভাষ্যকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, মহাভাষ্যে যোগসূত্রকার পতঞ্জলি মুনি স্পষ্টতঃ স্ফোটবাদের সমর্থন করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ যোগ-সূত্রকারকে এবং মহাভাষ্যকারকে ভিন্ন ভিন্ন মুনি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহাই হউক না কেন, মহাভাষ্য যে মুনিপ্রণীত গ্রন্থ এবং উহাতে যে স্ফোটবাদ সমর্থিত ও প্রপঞ্চিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি শব্দগত স্ফোটকে ব্রহ্মেরই বিশেষণে বিশেষিত করিবার পর বলিয়াছেন—'ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে'। ইহাতে শব্দের দুইটী তত্ত্ব স্বীকৃত হইতেছে—ধ্বনি এবং স্ফোট। যাহা ব্যঞ্জক তাহা ধ্বনি, আর যাহা বাচক তাহা স্ফোট। তিনি স্ফোটের একত্ব, অখণ্ডত্ব ও নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া স্ফোটব্যঞ্জক ধ্বন্যাত্মক শব্দসম্বন্ধে বলিয়াছেন—'শ্রোত্রোপলব্ধি বুদ্ধিনির্গ্রাহ্যঃ প্রয়োগেনাভি-জ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ'। অর্থাৎ যাহা শ্রোতৃশ্রোত্রোপলব্ধ, বুদ্ধিগ্রাহ্য এবং প্রয়োগের দ্বারা অভিজ্বলিত তাহাই আকাশগুণ শব্দ। অভিপ্রায় এই যে, ধ্বন্যাত্মক শব্দের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও তদ্‌গত স্ফোটের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে না। কারণ বাচকত্বের হ্রাসবৃদ্ধি কিরূপে সম্ভবপর? যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে 'ঘট' বলিয়া চীৎকার করে, তাহা হইলে আমরা কলসার্থক 'ঘট' বুঝিতে পারি; এবং যদি কেহ কানে কানে 'ঘট' শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলেও আমরা কলসার্থক 'ঘট'ই বুঝিয়া থাকি।

'ওমিতি শব্দঃ', 'যঃ শব্দস্তদোমিত্যেতদক্ষরম্'—এই জাতীয় শ্রুতি ওঙ্কারকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শব্দ-ব্রহ্মকে স্ফোট বলা হয়, কারণ ব্রহ্মের বহুভবনসঙ্কল্প হইতে সমুৎপন্ন শব্দে ওঙ্কারই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। সঙ্কল্প হইতে

শব্দোৎপত্তি বিচিত্র নহে, কারণ সঙ্কল্প জ্ঞানের ক্রিয়া বলিয়া স্পন্দনাত্মক এবং স্পন্দন কখন শব্দব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে না। শব্দের নিমিত্ত অবশ্য বায়ুর প্রয়োজন হয় না—ইহা এমন কি অভিনব তন্ত্রীহীন দূরভাষণযন্ত্রের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। ওঙ্কার বা শব্দব্রহ্ম হইতে বাক্ও অত্যন্ত ভিন্ন নহে। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব'। ওঙ্কারাত্মক বাক্ই বিশ্বের উপাদান, কারণ বিশ্ব স্পন্দনমূলক এবং ওঙ্কারাত্মিকা বাক্ তাঁহার সঙ্কল্পজাত স্পন্দনের প্রথমা অভিব্যক্তি। মাণ্ডূক্যটীকায় আনন্দ গিরি এ কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—'বাগ্জাতং চ সর্ব্বমোঙ্কারানুবিদ্ধত্বা-দোঙ্কারমাত্রম্, কালত্রয়াতীতমোঙ্কারাতিরিক্তং জড়ং বস্তু নাস্ত্যেব'। প্রাচীনকালেও যোগজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণ এই সমস্ত তত্ত্বের অনুভব করিয়া তাহারা বাক্যে স্ফোটের উপদেশ দিয়াছেন। ঋষিলব্ধ শাস্ত্রাশয় গ্রহণপূর্ব্বক বাক্যপদীয়গ্রন্থে মহামতি ভর্ত্তৃহরিও বলিয়াছেন—অনাদি নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্। বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥ (ব্রহ্মকাণ্ড ১।১)। অর্থাৎ অনাদিনিধন অব্যয় শব্দব্রহ্ম জাগতিক পার্থক্যের উপাদানস্বরূপ নামরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন এবং সেই জন্যই ব্যবহারিক জগৎপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে। বাঙ্ময় বেদও ওঙ্কারের প্রপঞ্চ বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণাং চ প্রবর্ত্তনম্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে স মহেশ্বরঃ। সর্ব্বেষাং চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্। বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্-সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥' (১।৫।৬৩)। স্ফোট সম্বন্ধে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনির অভিপ্রায় অনুসরণপূর্ব্বক শব্দগত স্ফোটকে প্রাকৃতধ্বনি বলিয়া ভর্ত্তৃহরি ব্যবহার নিষ্পাদনের নিমিত্ত বৃত্তিভেদগত শ্রোতৃগ্রাহ্য শব্দকে অপ্রাকৃত অর্থাৎ বৈকৃতধ্বনি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন—'স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো

ধ্বনিরিষ্যতে। বৃত্তিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে ॥' (১।৭৭)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দের বাচকত্বমূলক প্রাকৃত ধ্বনি উপলব্ধ হয় বলিয়াই তাহার স্ফোটাত্মকতা গৃহীত হইয়াছে। আর বক্তার বৃত্তিভেদহেতু যাহা উদাত্ত বা অনুদাত্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ যাহা উচ্চ বা অবচ বলিয়া শ্রুত হয়, তাহা বৈকৃতধ্বনি। শব্দের স্ফোটাত্মক প্রাকৃতধ্বনির সহিত বৈকৃতধ্বনিব বিশিষ্টতা দেখাইবার জন্য তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—'যঃ সংযোগবিভাগাভ্যাং করণৈ-রুপজন্যতে। স স্ফোটঃ শব্দজঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ' ॥ অর্থাৎ যোগবিভাগের দ্বাবা ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া যাহা প্রত্যয়রূপে সিদ্ধ হয়, তাহা শব্দজাত স্ফোট, এবং যাহা প্রত্যযোৎপাদনের পূর্ব্বে বা কোনরূপ প্রত্যয়োৎপাদন না করাইয়া কেবল শব্দপ্রতীতি করায়, তাহার নাম ধ্বনি। উদাহবণের দ্বারা এই দুইটী বিভাগ স্পষ্ট করিবাব জন্য তিনি বলিয়াছেন—'গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বং চ দ্বে শক্তী তেজসো যথা। তথৈব সর্ব্বশব্দানামেতে পৃথগ-বস্থিতে' ॥ (১।৫৫)। অর্থাৎ সূর্য্যাদি আলোক-পদার্থ যেমন সমগ্র পদার্থকে উদ্‌ভাসিত করিয়া স্বয়ং দর্শনের বিষয়ী-ভূত হয়, শব্দও সেইরূপ বৈকৃতধ্বনির দ্বারা শ্রোতৃগ্রাহ্য হইয়া স্বয়ং প্রত্যয়রূপে উদিত হয়। সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় বিভাগেও অবিভাগ দেখাইবার জন্য তিনি পুনরায় বলিয়াছেন—'গ্রহণগ্রাহ্যযোঃ সিদ্ধা যোগ্যতা নিয়তা যথা। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভেদেন তথৈব স্ফোটনাদয়োঃ'। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ করিবার শক্তি এবং বিষয়ের গৃহীত হইবার শক্তি—এই দুইটীর ন্যায় স্ফোটের ব্যঞ্জনাশক্তি এবং ধ্বন্যাত্মক নাদের ব্যঞ্জকশক্তি নিত্য স্বতঃসিদ্ধ এবং পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই এই প্রকারে ভর্ত্তৃহরি নানাবিধ যুক্তি ও উদাহরণের দ্বারা ঋষিদৃষ্ট স্ফোটবাদের সমর্থন করিয়াছেন। উবটাচার্য্যের পুত্র

এবং মম্মট ভট্টের ভ্রাতা মহামতি কৈয়ট মহাভাষ্যের প্রদীপাখ্য-টীকায় বাক্যপদীয়াদিগ্রন্থের অনুসরণ করিয়া দুর্গম স্ফোট-বাদকে যথাসম্ভব সুগম করিয়াছেন।

প্রত্যয়জননে শব্দের স্ফোট স্বীকৃত হইলে বর্ণপদাদির নাশহেতু পাছে সাধারণের নিকট বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হয়, সেই জন্য মহর্ষি জৈমিনি 'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শবরস্বামী শব্দের স্ফোটশক্তি অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—'পূর্ব্ববর্ণজনিতসংস্কারসহিতোঽন্ত্যোবর্ণঃ প্রত্যায়ক ইত্যদোষঃ'। অর্থাৎ অন্ত্যবর্ণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণের সংস্কারের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যয় উৎপাদন করে—এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। বার্ত্তিককার কুমারিল ভট্ট স্ফোটবাদে দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনা দোষ দেখিয়া শবরগৃহীত মতবাদের প্রপঞ্চপূর্ব্বক শ্লোক বার্ত্তিকে বলিয়াছেন—'বাক্যানি বাক্যাবয়বাশ্রয়াণি সত্যানি কর্ত্তুং কৃত এব যত্নঃ'। অর্থাৎ বাক্য ও পদাদির সত্যতামূলক শব্দকার্য্য রক্ষা করিবার জন্যই আমি স্ফোটবাদের নিরাকরণে যত্নবান্ হইয়াছি। গুরুপ্রভাকর ইঁহাদের অনুসরণ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা শালিকনাথ মিশ্রের প্রকরণপঞ্চিকায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্র বলেন বর্ণের অনুগ্রহবশতঃ অর্থপ্রতীতিকে সাঙ্কেতিক বলিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, লাক্ষণিক-ব্যবহার হেতু উচ্চারিত বর্ণানুক্রমই অর্থপ্রতীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। সেইজন্য উপস্কারে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন—'সঙ্কেতবলাদেব পদার্থপ্রতীতৌ কিং স্ফোটেন ? বর্ণানাং বহুনামেকার্থপ্রতিপাদকত্বমেকং ধর্ম্মমভিপ্রেত্য একং পদমিতি ভাক্তো ব্যবহারঃ'। অর্থাৎ সঙ্কেতের দ্বারাই যদি অর্থপ্রতীতির কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে আবার স্ফোট কল্পনার প্রয়োজন কি ? বহুবর্ণের দ্বারা যখন একটী অর্থই প্রতিপাদিত হয় এবং

একটী পদার্থধর্মকেই লক্ষ্য করিয়া যখন একটীমাত্র পদ সিদ্ধ হয়, তখন স্ফোটব্যবহারকে ভাক্ত অর্থাৎ গৌণই বলিতে হইবে।

কেবল ইহা নহে। স্ফোটপক্ষে গৃহবিবাদও আছে। কারণ সাংখ্যদর্শনও ন্যায়মীমাংসার ন্যায় স্ফোটের প্রতিপক্ষ হইয়া পঞ্চমাধ্যায়ের ৫৭সূত্রে বলিয়াছেন—'প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ'। অর্থাৎ বর্ণ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতীতি হয় না বলিয়া শব্দের স্ফোটাত্মকতা স্বীকৃত নহে। ইহাতে ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু, বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ, মণিপ্রভাকার রামানন্দাদি ব্যাখ্যাতৃগণ বলিয়াছেন যে, বর্ণে প্রতীতি এবং স্ফোটে অপ্রতীতি বুঝিতে হইবে, সুতরাং বর্ণই যদি প্রতীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্তর্গড়ুস্বরূপ এই স্ফোটবাদে আবশ্যকতা কি? ইহাদের অভিপ্রায় এই যে, অর্থপ্রত্যয়ের নানাত্ব হেতু স্ফোটকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে; আর বর্ণের দ্বারা স্ফোট হয় এবং তারপর স্ফোটের দ্বারা অর্থপ্রত্যয় হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অপেক্ষা বর্ণের দ্বারাই অর্থবোধ হয়—এরূপ সিদ্ধান্তই সমীচীন।

শঙ্করাচার্য্যের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে পাণিনির গুরু ভগবান্ উপবর্ষও একজন বর্ণবাদী ছিলেন। প্রত্যয়োৎপাদনে তিনি বর্ণেরই সামর্থ্য স্বীকার করিয়া স্ফোটবাদকে অপ্রামাণিক বলিয়াছেন। তাঁহার মতে "সেই বর্ণ এই" বা "সেই শব্দই এই" এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাই বর্ণের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। 'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা' ইত্যাদি স্মৃতির আক্ষরিক তাৎপর্য্য রক্ষা করিবার নিমিত্তই তিনি বর্ণের বিনাশ অস্বীকার করিয়াছেন।

বর্ণবাদীরা স্ফোটবাদীকে পূর্ব্বপক্ষী কল্পনা করিয়া বলেন যে, বর্ণই যদি একজ্ঞানগম্য হইয়া অর্থপ্রতীতির কারণ হয়, তাহা হইলে 'নব'শব্দ 'বন'শব্দের অর্থপ্রত্যায়ক হয় না কেন? ইহার উত্তরে 'শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ' ইত্যাদি

সূত্রের শারীরকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণবাদের সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমানুরোধিন্য এব পিপীলিকাঃ পঙ্‌ক্তিবুদ্ধিমারোহন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি। অভিপ্রায় এই যে, 'নব'শব্দ 'বন'শব্দের অর্থ প্রত্যায়ক হয় না, কারণ ঐ শব্দে বর্ণসাম্য থাকিলেও ক্রমসাম্য নাই। পিপীলিকা যেমন ক্রমানুসারিণী হইলেই দ্রষ্টার বুদ্ধিতে পংক্তিজ্ঞান উৎপাদন করে, সেইরূপ বর্ণসমূহও ক্রমানুসারী হইলেই শ্রোতার বুদ্ধিতে পদজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। ভামতীতে বাচস্পতি মিশ্রও এই কথার প্রপঞ্চ করিবার নিমিত্ত তৌতাতিতের একটী অবিসংবাদী শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—'যাবন্তো যাদৃশা যে চ পদার্থপ্রতিপাদনে। বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যা স্তে তথৈবাববোধকাঃ' ॥ অর্থাৎ পদার্থপ্রতিপাদনে বর্ণের ক্রম ও সংখ্যার নিয়মানুসারেই বোদ্ধার অর্থপ্রতীতি সংঘটিত হইয়া থাকে। এই এই প্রকারে পূর্ব্বপক্ষ উত্তরপক্ষ হইল সত্য, কিন্তু মহাভাষ্যে যাহা স্মৃত হইয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া তাহার উত্তর দিবার অবকাশ আসিতে পারে না। পাছে এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সৃষ্টি হয়, সেই জন্য মহাভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ন বর্ণানাং পৌর্ব্বাপর্য্যমস্তি। উচ্চারিতপ্রধ্বংসিত্বাচ্চ বর্ণানাম্'। অর্থাৎ পূর্ব্বপূর্ব্ব বর্ণের লোপ হয় বলিয়া তাহাদিগের পৌর্ব্বাপর্য্য থাকিতে পারে না। পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ণের সংস্কার অনুভূত হইতেছে, অথচ ঋষি বর্ণনাশের কথা বলিতেছেন কেন? কারণ বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্য বুদ্ধিকার্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং 'নব'শব্দ এবং 'বন'শব্দ লইয়া শঙ্করাচার্য্য যাহাকে বর্ণসাম্য বলিয়াছেন, অথবা নৈয়ায়িকগণ যাহাকে সাঙ্কেতিক লাক্ষণিক বা ব্যবহারিক বলিবেন, ভগবান্ পতঞ্জলি তাহাকে বুদ্ধিগত ঔপাধিক ভেদ বলিতে চাহেন। ঋষির অভিপ্রায় এই যে, যখন একটী বাক্য আমাদিগের মধ্যে

কোন সংপ্রত্যয় জাগাইয়া দেয়, তখন উহাকে পদে বা বর্ণে বিভাগ করাই যায় না। কারণ বাক্যকে যদি পদে বিভাগ করা হয় এবং পদকে যদি বর্ণে বিভাগ করা হয়, তাহা হইলে বর্ণকে কিসে বিভাগ করা যাইবে? অভিপ্রায় এই যে, উচ্চারিত বর্ণকে বিভাগ করিলে সমানজাতীয় বায়ুকণায় পরিণত হয় বলিয়া উহার বিভাগ কোনরূপ উদ্দেশ্যসাধক নহে, কারণ একটী বায়ুকণা অন্য বায়ুকণা হইতে প্রভিন্ন নহে। লিখিতবর্ণ যেমন সরল ও বক্র রেখার সমষ্টি, এবং রেখামাত্রই যেমন পরস্পর অপ্রভিন্ন পরীণাহবর্জ্জিত সংস্থানবিশিষ্ট বিন্দুচয়, উচ্চারিত বর্ণও সেইরূপ উপচিত বায়ুকণা এবং বায়ুকণা মাত্রই পরস্পর অপ্রভিন্ন দ্ব্যণুকাদির সমুচ্চয়। সুতরাং একজাতীয় বিন্দুসমূহ যেমন রেখার আকার ধারণ করিয়া অধ্যাসবশতঃ অক্ষর পরিচয় করায়, সমানজাতীয় বায়ুকণাসমূহও সেইরূপে কণ্ঠতালু-মূর্দ্ধাদন্তৌষ্ঠাদির সংস্পর্শে কচটতপকারাদি বর্ণের শ্রোত্রগ্রাহ্যত্ব করাইয়া থাকে। শ্রোত্রগ্রাহ্যত্ব করায় সত্য, কিন্তু ঐ সকল ব্যাপারে স্ফোটশক্তির সমাবেশ না থাকিলে কেবল বিন্দু বা বায়ুকণা কখন প্রত্যয়োৎপাদনে সমর্থ হইত না। ঋষির এই-রূপ আশয় লইয়া ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—'পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ইব। বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন।' (বাক্যপদীয় ১।৭৭)। অর্থাৎ বর্ণে যেমন অংশকল্পনা করা হয় না, সেইরূপ পদে বর্ণকল্পনা বা বাক্যে পদকল্পনা সম্ভবপর নহে। প্রকৃত পক্ষেও আমাদের জ্ঞানে যে কোন প্রত্যয় উদিত হয়, তাহা কখন বিভাগযোগ্য হইতে পারে না। তবে যে আমরা বাক্যাদির বিশ্লেষণ করি, তাহা কেবল বোদ্ধার বোধসৌকর্য্যের নিমিত্ত বৈকৃতধ্বনিসম্বন্ধে অস্বাভাবিক বুদ্ধিগত উপায়বিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বর্ণবাদের প্রতি সমধিক অনুরাগ দেখাইয়া বলিয়াছেন—'বৃদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ

ক্রমাভম্নুগৃহীতা 'গৃহীতার্থবিশেষসম্বন্ধাঃ সন্তঃ স্বব্যবহারেষু পদ্যৈকৈকবর্ণগ্রহণানন্তরং সমস্তপ্রত্যবমর্শিন্যাং বুদ্ধৌ তাদৃশা এব প্রত্যবভাসমানা স্তং তমর্থমব্যভিচারেণ প্রত্যায়য়িষ্যন্তীতি বর্ণবাদিনো লঘীয়সী কল্পনা'। অর্থাৎ 'উচ্চারিত বর্ণসমূহ ক্রমাদির দ্বারা ব্যস্তভাবে অনুগৃহীত বা উপলব্ধ হইয়া পদবাক্যাদিরূপে প্রাচীন ব্যবহারসিদ্ধ অর্থকে অনুসরণপূর্ব্বক শ্রোতার পূর্ণানুসন্ধিৎসু বুদ্ধিতে বক্তার অভিপ্রেত প্রত্যয় উৎপাদন করে—এইরূপ কল্পনাকে লঘীয়সী বলিতে হইবে অর্থাৎ সরলতাহেতু ইহা দুর্গম নহে। বর্ণবাদের সম্বন্ধে এইরূপ মতামত প্রকাশ করিলেও আচার্য্য স্ফোটবাদের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে উহার প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হন নাই। কারণ বর্ণের দ্বারা পদাদির অভিব্যক্তি হয়—এরূপ বলিলেও, কি প্রকারে উচ্চারিত শব্দসমূহ বক্তার আভ্যন্তর প্রত্যয়গুলিকে বহন করিয়া শ্রোতার জ্ঞানে ভাসমান হয় তাহা আচার্য্যের কথায় ব্যক্ত হয় নাই। সেইজন্য ঐ সূত্রের ভাষ্যাবসানে তিনি সঙ্কুচিত চিত্তে পুনরায় বলিলেন—"স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ। বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি স চ স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ"। অর্থাৎ 'স্ফোটবাদে প্রত্যক্ষের অপলাপ এবং পরোক্ষের অভ্যাগম সংঘটিত হইয়াছে, কারণ বর্ণসমূহ ক্রমশঃ গৃহীত হইয়া একটী স্ফোটশক্তি ব্যক্ত করে এবং ঐ স্ফোটশক্তি আবার বুদ্ধিতে মূর্চ্ছিত হইয়া বোদ্ধার অর্থপ্রত্যয় উৎপাদন করে—এইরূপ কল্পনাকে গরীয়সী বলাই যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ গুরুত্বহেতু ইহা সুগম নহে।

স্ফোটসম্বন্ধে স্বাভিমত উদ্ঘাটন করা অপেক্ষা ঘোরতর সঙ্কট সমালোচকের চিন্তাতীত। একদিকে যোগশাস্ত্রধারী সূত্রকার পতঞ্জলি, যোগ ও জ্ঞানের আধার স্বরূপ যোগভাষ্যকার ভগবান্ ব্যাসদেব এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি ভর্ত্তৃহরি-

কৈয়টনাগেশাদির 'সমভিব্যাহারে স্ফোটবাদ প্রতিপাদন করিতে সর্ব্বতঃ উদ্যুক্ত; অন্যদিকে আবার বেদশস্ত্রধারী কর্ম্মবীর জৈমিনি মুনি, পাণিনির গুরু ভগবান্ উপবর্ষ এবং ন্যায়ভাষ্য-কার বাৎস্যায়ন মুনি, অল্পবিস্তরভাবে শবর স্বামী, কুমারিল ভট্ট, গুরু প্রভাকর এবং উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজ হইতে গদাধর ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত নৈয়ায়িক মনীষিগণের সহিত মিলিত হইয়া স্ফোটবাদের খণ্ডনে সর্ব্বতোভাবে তৎপর, কৃতসঙ্কল্প এবং বদ্ধপরিকর হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এক্ষেত্রে আসিয়া স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কান্দিশীক* হইয়াছেন। সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র এ স্থলে স্ফটিকের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া-ছেন। কারণ যখন যেরূপ উপাধি আসিয়াছে, তখন তাঁহাতে সেইরূপ বর্ণই প্রতিফলিত হইয়াছে। যোগভাষ্য ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি তন্ত্রশাস্ত্রাদিব সহায়তা লইয়া স্ফোটবাদের সমর্থন কবিয়াছেন, আবাব শারীরক ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিবার সময় তিনি কুমাবিল ও তৌতাতিতাদির সহায়তা লইয়া স্ফোটবাদেব প্রত্যাখ্যান কবিয়াছেন। বিজ্ঞান ভিক্ষুর অবস্থাও তদ্রূপ। কারণ ৩।১৭ সূত্রবার্ত্তিকে স্ফোটবাদের সমর্থন করিয়া পুনরায় তিনি ৫।২৭ সাংখ্যসূত্রের প্রবচনভাষ্যে উহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সুতরাং প্রকৃতের অনুরোধে ইহারা ঐ ঐ স্থলে যাহা যাহা বলিযাছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কোন প্রকার স্বাভিমত সূচিত হয় নাই। মাধবাচার্য্য পাণিনি-দর্শনে উভয় মতের পরিচয় দিযা নিজে কোনরূপ মতপ্রকাশ করেন নাই। সুতরাং সাধারণের নিকট এই স্ফোটবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে তাঁহারা বলেন—'কিমাদ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া' অর্থাৎ জাহাজের চিন্তায় আদাব্যাপারীর প্রয়োজন

---

* কান্দিশীক—কান্দিগ্‌ভূত অর্থাৎ কোন্ দিকে যাইবেন তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ।

কি? অতএব এরূপস্থলে আমরা যাহা বলিব, তাহাও হঠকারিতা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তথাপি এরূপ হঠকারিতাপ্রকাশে আমরা বিরত হইব না; কারণ সূত্রপ্রোতা দারুময়ী পুত্তলিকার ন্যায় আমাদিগকে মহামায়া যেভাবে চালাইতেছেন, আমরা সেইভাবেই পরিচালিত হইতেছি।

যাঁহারা স্ফোটের আপত্তি করেন অর্থাৎ যাঁহারা বর্ণবাদী তাঁহাদিগের মর্ম্মস্থান কোথায়, তাহা সমালোচনার পূর্ব্বে পুনরায় একবার সংক্ষেপে বিবৃত করা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে। স্ফোটবাদীরা প্রত্যয়কে নিত্য ও অখণ্ড বলিয়া বর্ণপদাদিকে বুদ্ধিকল্পিত বলিতে চাহেন*। যাহা কৃত বা কল্পিত তাহার নাশ আছে, সুতরাং উচ্চারিত বর্ণপদাদি অনিত্য এবং অপায়ী। পাছে বেদের শব্দরাশি পৌরুষেয় এবং অনিত্য হইয়া পড়ে, সেইজন্য মীমাংসক বর্ণবাদিগণ উহার আপত্তি করিয়া বলেন যে, যখন প্রত্যভিজ্ঞার দ্বারা বর্ণপ্রত্যয় জাগরিত হয়, তখন বর্ণকেই নিত্য, অনপায়ী এবং পদাদির উপাদানস্বরূপ বলিতে হইবে। অভিপ্রায় এই যে, বহুকাল পূর্ব্বে 'ক'কার যে প্রত্যয়ের উদয় করাইয়াছিল, অদ্যও 'ক'বিশেষের অপেক্ষা না রাখিয়া পুনরুচ্চারিত 'ক'কার সেই প্রত্যয়েরই যখন স্মরণ করাইয়া থাকে, তখন বর্ণকেই নিত্য, অনপায়ী, এবং পদাদির উপাদানস্বরূপ বলিতে হইবে। ইহাতে স্ফোটবাদিগণ বলেন যে, 'ক'কারের প্রত্যভিজ্ঞা কেশের ন্যায় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে কেশ দেখিয়াছি, মুণ্ডনের পরেও মনে হয় যেন সেই কেশই দেখিতেছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুণ্ডনের পর পূর্ব্বকেশ দেখি নাই এবং নূতন কেশ দেখিয়াই পূর্ব্ব কেশের প্রত্যভিজ্ঞা হইয়াছে। অতএব প্রত্যভিজ্ঞা হইতেছে বলিয়া নূতন কেশ কখন পুরাতন কেশ

---

* পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষবয়বা ইব।

হইতে পারে না। সেইরূপে প্রত্যয় জাগাইতেছে বলিয়া পশ্চাদুচ্চারিত 'ক'কার কখন পূর্ব্বোচ্চারিত 'ক'কার হইতে পারে না, তবে 'ক'কারের স্ফোটশক্তি আছে বলিয়া উহা সর্ব্বদাই 'ক'কারের প্রত্যয় জাগাইয়া থাকে। এইরূপ উপপত্তি মীমাংসকাদি বর্ণবাদিগণ সহ্য করিতে পারেন না। কারণ তাঁহারা মনে করেন যে, উহাতে বৈদিক শব্দরাশি অনিত্য অপায়ী এবং পৌরুষেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

ইহার বিচারপ্রসঙ্গে আমাদের দেখিতে হইবে—

১। দুইটী ঋষিসম্প্রদায় যাহা বলিতেছেন তাহার কোন প্রকার সামঞ্জস্য হইতে পারে কি না?

২। যদি সাম্প্রদায়িক বিরোধের সামঞ্জস্য না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের বক্তব্যবিষয়ে বেদের আদেশ কিরূপ?

৩। বেদ যদি স্ফোটবিষয়ে প্রস্ফুটিত না থাকে, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে ইতিহাসপুরাণের পরামর্শ কিরূপ?

৪। বিরুদ্ধস্মৃতির তত্ত্বনিরূপণে বৈদিক, ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইলে, উহা কি যুক্তিবাদ দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য?

৫। তর্কের অনুরোধে ইহাও যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে যুক্তি কোন পক্ষে বলবতী?

মীমাংসাদর্শনে জৈমিনি মুনি শব্দের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য যে সূত্র গুলির সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহারা যে প্রাকৃত ধ্বনিবিষয়ে আদৌ প্রযোজ্য নহে—এরূপ বলা যায় না। বরংচ স্ফোটপক্ষে আকর্ষণ করিয়া ঐ সকল সূত্রের ব্যাখা করিলে সূত্রগুলির গৌরব অক্ষুন্নই থাকে, শাস্ত্রসমন্বয় হয়, স্মৃতিবিরোধ ঘটে না, এবং পতঞ্জলিব্যাসাদি ধুরন্ধর ঋষিগণের সহিত মতের অনৈক্যও হয় না। যে ভাবে ব্যাখা করিলে সূত্রগুলি স্ফোটপক্ষে আকৃষ্ট হয়, তাহা সংক্ষেপতঃ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

(১) সমং তত্র দর্শনম্ (১।১।১২ জৈমিনি সূত্র) অর্থাৎ উচ্চারণের পূর্ব্বে শ্রোতৃশ্রোত্রে শব্দ উপলব্ধ না হইলেও তাহাকে অনিত্য বলা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, উচ্চারণের দ্বারা শব্দ শ্রোতৃ-গ্রাহ্য হয় বলিয়া তাহা কৃতক নহে। কারণ নিত্যপ্রত্যয়ের সামর্থ্য হেতু প্রযত্নের দ্বারা উহা কেবল অভিব্যক্ত হইয়াছে—এরূপ বলিলে শ্রোতৃগ্রাহ্যত্ব কখন শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে পর্য্যাপ্ত হয় না। কেহ কেহ আবার আকাশের উদাহরণ ভাবিয়া শব্দকে কৃতক বলেন, কিন্তু আকাশের উদাহরণ কখন শব্দকে কৃতক করিতে পাবে না। কারণ প্রথমে যে দিন আমি আকাশ দেখি, সেইদিন কখনই আকাশের জন্ম হয় নাই। বিকল্প যদি উভযত্র বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে একটীর দ্বারা অন্যটী খণ্ডিত হইতে পারে না। অভিযুক্তেরাও বলেন—'যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ। নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্য স্তাদৃগর্থবিচারণে।' অতএব উপর্য্যুক্ত সূত্রেব দ্বারা "কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ" এই আক্ষেপ সূত্রের সমাধান দেখান হইয়াছে।

সূত্রটী স্ফোটপক্ষে বাধাজনক নহে। বরং চ ইহার ভাষ্যে শবর স্বামী যে ভাষা প্রয়োগ কবিযাছেন, তাহা স্ফোটপক্ষে যেমন প্রযোজ্য হয়, বর্ণবাদে সেরূপ হয় না। ইহা দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি এস্থলে স্ফোটের তাৎপর্য্যাংশ গ্রহণ করিয়া কেবল 'স্ফোট'শব্দকেই পরিত্যাগ করিয়াছেন।

(২) সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ (১।১।১৩ জৈমিনি সূত্র) অর্থাৎ উচ্চারণের পরে শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ উপলব্ধ না হইলেও উহাকে অনিত্য বলা যায় না। কাবণ সূর্য্যাদি আলোক পদার্থের অভাবে পর্ব্বতাদি সবস্তুও দর্শনাতীত হইয়া থাকে। স্ফোটপক্ষে ইহার তাৎপর্য্য হইবে যে, বৈকৃতধ্বনির দ্বারা প্রাকৃতধ্বনি অভিব্যক্ত হইলেও বৈকৃতধ্বনির অভাবে প্রাকৃত ধ্বনি কখন

বিনষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং এ সূত্রটীও স্ফোটের অনুকূল ব্যতীত কখন প্রতিকূল নহে।

(৩) প্রয়োগস্ত পরম্ (১।১।১৪ জৈমিনিসূত্র) অর্থাৎ 'শব্দ করিতেছে' এরূপ বাক্য ব্যবহৃত হইলেও শব্দকে কৃতক বলা যায় না, কারণ মুখ্যতঃ উহা প্রকাশক ধ্বনিসম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। স্ফোট গ্রহণে উহার তাৎপর্য্য হইবে যে, বৈকৃতধ্বনিকেই লক্ষ্য করিয়া 'শব্দ কবিতেছে' এইরূপ বাক্যের ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার প্রাকৃতধ্বনি কখন উপেক্ষিত হইতে পারে না, কারণ উহা নিত্য, অনাদি এবং স্বতঃসিদ্ধ।

(৪) আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্ (১।১।১৫ জৈমিনিসূত্র) অর্থাৎ অনেক লোক কর্ত্তৃক সমকালে উপলব্ধ বলিয়া শব্দের একত্ব বা অখণ্ডত্ব কখন ব্যাহত হয় না, কারণ একমাত্র সূর্য্য বহুলোক কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও বা বহুস্থানে প্রতিবিম্বিত হইলেও উহা কখন বহুরূপ ধারণ করে না।

এ সূত্রটীব দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পতঞ্জলির সহিত জৈমিনির কোন বিরোধ নাই। কারণ পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে বলিয়াছেন—"আদিত্যবৎ স্যুঃ" অর্থাৎ অনেক আধারে প্রতিবিম্বিত হইলেও সূর্য্য যেমন বহু হয় না, বহুলোকের দ্বারা উপলব্ধ হইলেও শব্দ সেইরূপে কখন বহু হইতে পারে না। ভর্ত্তৃহরিও এই কথার আভাস লইয়া বলিযাছেন—'প্রতিবিম্বং যথাঽন্যত্র স্থিতং তোয়ক্রিযাবশাৎ। তৎপ্রবৃত্তিমিবান্বেতি স ধর্ম্মঃ স্ফোটনাদযোঃ॥' (বাক্যপদীয় ১।৪৯)।

(৫) নাদবৃদ্ধিপরাঃ (১।১।১৭ জৈমিনিসূত্র) অর্থাৎ উচ্চারণকারী পুরুষ বহু হইলেও নাদেরই বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শব্দের বৃদ্ধি হয় না।

এস্থলেও উভয় মুনি একমত হইয়াছেন। কারণ মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—'স্ফোট স্তাবানেব, ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ'। অর্থাৎ নাদ বা ধ্বনির বৃদ্ধি হইলেও স্ফোট একরূপেই অবস্থান করে। সুতরাং জৈমিনি মুনি যাহাকে নাদ বলিয়াছেন,

পতঞ্জলি মুনি তাহাকে ধ্বনি অর্থাৎ বৈকৃতধ্বনি বলিতেছেন, এবং শবরস্বামী উহার ভাষ্যে যাহাকে শব্দ বলিতেছেন, পতঞ্জলি মুনি তাহাকে স্ফোট বলিয়াছেন—এইমাত্র পার্থক্য।

এইরূপে জৈমিনি মুনি শব্দের অনিত্যত্ব নিরাস করিয়া উহার নিত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত সূত্রগুলির সন্নিবেশ করিয়াছেন—নিত্যস্তু স্যাদ্ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ ১।১।১৮, সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ ১।১।১৯, সংখ্যাভাবাৎ ১।১।২০, অনপেক্ষত্বাৎ ১।১।২১, ইত্যাদি। যেরূপ দৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া স্ফোটপক্ষে আকর্ষণ পূর্ব্বক এই সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিলে উহাদের গৌরব প্রতিহত হয় না, বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে, এবং অধিকন্তু সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণের মধ্যে কোন বিরোধ-কল্পনার সৃষ্টি করিতে হয় না।

শব্দপ্রসঙ্গের প্রথমেই জৈমিনি মুনি বলিয়াছেন—'ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধ স্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ'। (১।১।৫)। এই সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী স্ফোটবাদের প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক বর্ণবাদের সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু সূত্রটীকে স্ফোটপক্ষে আকর্ষণ করিয়া আমরা উহার এইরূপ ব্যাখ্যার উপক্ষেপ করি—'শব্দের সহিত অর্থের বোধ্যবোধক সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ সিদ্ধ বা নিত্য বলিয়া আবির্ভাবমূলক। ইহা ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধ না হইলেও তদ্বিষয়ক জ্ঞানই বেদের অবিপর্য্যস্ত বা অভ্রান্ত উপদেশ। ইহাতে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন—জ্ঞানই বেদের চরম উপদেশ কেন? তদুত্তরে মুনি বলিলেন—'অনপেক্ষত্বাৎ' অর্থাৎ প্রত্যয়ান্তরের অপেক্ষা রাখে না বলিয়া জ্ঞানই বেদের চরম উপদেশ। ইহাতে পুনর্বায় কেহ বলিতে পারেন—ইহা অবশ্য প্রান্তি-তত্ত্বসিদ্ধান্ত ন্যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে মুনি স্থূণানিখনন-ন্যায় অনুসরণ করিয়া স্বাভিমত দৃঢ় করিবার জন্য

বলিলেন—'তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্ত' অর্থাৎ বেদহৃদয় বেদান্তের প্রমাণও জ্ঞান। ব্যক্তিগত সম্মান দেখাইবার জন্য বাদরায়ণের নাম গৃহীত হইয়াছে বলা অপেক্ষা ইহাকে বেদান্তের বোধক বা জ্ঞাপক বলা অসঙ্গত নহে।

মীমাংসকেরা যাহাকে 'শব্দ' বলিতেছেন, তাহাই স্ফোট-বাদীর প্রাকৃত ধ্বনি; এবং মীমাংসকেরা যাহাকে 'ধ্বনি' বলিতে চাহেন, তাহাই স্ফোটবাদীর কার্য্য বা বৈকৃত ধ্বনি। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া মীমাংসাসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিলে উভয় স্মৃতির সামঞ্জস্য হইতে পারে, অথচ বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব ব্যাহত হয় না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বাঙ্ময় বেদে কাঠকাদি সংজ্ঞা দেখিয়া পাছে কেহ উহা-দিগকে ঋষিপ্রণীত বলিয়া আশঙ্কা করেন, সেই জন্য জৈমিনি মুনি ঐ ঐ প্রয়োগের কৃতকতা পরিহার পূর্ব্বক যখন 'কঠেন প্রোক্তম্'ইত্যাদি বলিয়া তাহাদের কেবল প্রবচনমূলকতা প্রতি-পাদন করিয়াছেন, তখন স্ফোটবাদে তাঁহার অনুমোদন কল্পনা করা কখন যুক্তিযুক্ত নহে। কিন্তু আমরাও বৈদিক শব্দরাশির কৃত্রিমতা স্বীকার করি না। ঋগ্বেদে "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রসমূহ অম্ভৃণকন্যার মুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত হইলেও আমরা উহাদিগকে তাঁহার বুদ্ধিকল্পিত বলি না। কারণ ব্রহ্ম-ভাবনায় তন্ময় হইলে তাঁহাতে দেহাতীত বৃত্তির আবির্ভাব-কালে তাঁহার দ্বারা ঐ সকল মন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল মাত্র। পুরুষকল্পিত নহে বলিয়া ঐ সকল মন্ত্র অপৌরুষেয় এবং রাগদ্বেষাদিবর্জ্জিত অবস্থায় দৃষ্ট বলিয়া উহারা আপ্তবাক্য। বুদ্ধির লয়হেতু ঐ সকল বেদমন্ত্রে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা এবং ইন্দ্রিয়াপাটবাদি দোষ বিদ্যমান না থাকায় উহাদের প্রামাণ্য অক্ষত, অবাধিত এবং অত্যন্তসিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, জৈমিনিপ্রণীত সূত্রগুলি বৈকৃত ধ্বনির বাধাজনক হইলেও তাহারা স্ফোটগত প্রাকৃত ধ্বনির

বাধাজনক নহে, কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককাব কষ্টকল্পনা করিয়া পতঞ্জলিব্যাসাদি মুনিগণের বিরুদ্ধে জৈমিনিকে স্ফোটের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান করাইয়াছেন।

ইহাতে মীমাংসকগণ বলিবেন যে, চিরপরিচিত সূত্রার্থের পরিহার পূর্ব্বক এরূপ কল্পিতার্থ গ্রহণ করা অসম্ভব। আর শবর স্বামীর দ্বারা যাহা অবধারিত হইয়াছে এবং বার্ত্তিককারের দ্বারা যাহা সুপরীক্ষিত হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে এরূপ স্বাতন্ত্র্য হঠকারিতা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, যদি দুইটী ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিষয় লইয়া মতভেদ হয়, তাহা হইলে উহার সত্যতা নিরূপণ করিবাব জন্য শ্রুতির শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শতপথব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—"বাগেবার্থং পশ্যন্তী বাগজীবীতি বাগর্থং নিহিতং সংতনোতি বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেকস্মাদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে"। তাৎপর্য্য এই যে, বাক্‌শক্তি পশ্যন্তী-দশায় শব্দত্বাপত্তি গ্রহণ করে, শব্দত্বাপত্তি প্রসুপ্ত থাকিলেও মধ্যমাদশায় উহা তদ্‌গত বিষয় বিস্তার করে, এবং বৈখরী-দশায় উক্ত বাক্‌শক্তির দ্বারা বিশ্ববৈরূপ্যের লক্ষণ নির্ণীত হইয়া থাকে; সুতরাং সেই একমাত্র পরম ব্রহ্মের বিবর্ত্তস্বরূপ শব্দব্রহ্মকে বিভাগ করিয়া জীব নামরূপাত্মক জগৎকে উপভোগ করিতেছে। এই শ্রৌত প্রমাণটী শব্দের কার্য্যত্ব বিবৃত করিয়া "একস্মাদেকম্" বলিয়া বস্তুতঃ তাহার নিত্যত্ব, একত্ব ও অখণ্ডত্বই প্রতিপাদন করিযাছে। ইহাই যদি প্রমাণটীর প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে নিত্যত্বাদিসূচক স্ফোটবাদের গ্রহণে শ্রুতিমর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে না। বরং চ এইরূপ সঙ্গতি দেখিলে আমরা স্ফোটবাদকে শ্রুতির হৃদ্‌গত অভিপ্রায় বলিতে পারি। কারণ আমাদের উপলব্ধি এই যে, শতপথব্রাহ্মণের অন্যত্রও যাহা শব্দের কার্য্যভাগ বলিয়া আম্নাত, তাহা স্ফোটবাদে নাশ-যোগ্য বৈকৃতধ্বনি; এবং শতপথব্রাহ্মণে যাহা শব্দের নিত্যত্বাদি-

ভাগ বলিয়া আয়াত,তাহা স্ফোটবাদে অবিনশ্বর প্রাকৃত ধ্বনি। জৈমিনি মুনিও শব্দের এই কার্য্যভাগকে লক্ষ্য করিয়া ধ্বনি বা নাদ বলিয়াছেন, এবং অপর ভাগকে তিনি শব্দ বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিককার যখন এই জাতীয় শ্রৌত প্রমাণ স্থগিত করিয়া মীমাংসাসূত্রের স্বাধীন ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তখন তাঁহাদের মতবাদ পর্য্যনুযোগের অতীত নহে।

ইহাতে কেহ কেহ বলিবেন—"ঐ শ্রুতি বা যে কোন শ্রুতি সাক্ষাদ্‌ভাবে স্ফোটের কোন কথাই বলেন নাই এবং স্ফোট সমর্থন করাই যদি শ্রুতিব আশয হইত, তাহা হইলে শবর স্বামীর ন্যায় প্রাচীন ভাষ্যকার তাহার উল্লেখ ও সমন্বয় করিতে কখন বিরত হইতেন না। আর, যে ভট্টপাদ কুমারিলকে বৃহস্পতির অবতার বলিলে অত্যুক্তি হয না,সেই কুমারিল যখন ঐরূপ কোন শ্রৌতপ্রমাণেব প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, তখন অবশ্যই উহা প্রক্ষিপ্ত বাক্য বা উহা স্ফোটের বিষযীভূত নহে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব—"যোগদর্শন ও মহাভাষ্য স্মৃতিপদ-বাচ্য। যোগভাষ্যও স্মৃতি, কাবণ শাস্ত্র বলিয়াছেন—মহর্ষিভি র্বেদার্থচিন্তনং স্মৃতিঃ। পতঞ্জলি প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ যখন স্পষ্টতঃ স্ফোটের সমর্থন করিয়াছেন, তখন স্ফোটবাদ কখন শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না। আর শ্রুতিরই যদি অভাব থাকিবে, তাহা হইলে যোগভাষ্যে স্বয়ং ভগবান্ ব্যাসদেব কখন স্ফোটের প্রপঞ্চ করিতেন না। সুতরাং কালবশতঃ আমাদের হস্তে কোন ক্লুপ্তশ্রুতি অধিগত না হইলেও স্ফোটবাদসম্বন্ধে কোন না কোন কল্প্য শ্রুতির অনুমান অপ্রাসঙ্গিক নহে"।

তর্কের অনুরোধে বর্ত্তমানকালে স্ফোটবিষয়িণী শ্রুতির অভাব স্বীকার করিলেও ভাষ্যবার্ত্তিকের মতবাদ গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমরা ইতিহাস ও পুরাণের পরামর্শ অনুসন্ধান করিব। স্মৃতিবিরোধ পরিহার করিবার জন্য বেদই প্রমাণ; কিন্তু বেদে যদি সিদ্ধান্তমূলক অর্থ তিরোহিত থাকে, তাহা হইলে স্মৃত্য-

ন্তরের অভাবে ইতিহাস ও পুরাণকেই নিরপেক্ষ প্রমাণ বলিতে হইবে। কারণ ছান্দোগ্যে আম্নাত হইয়াছে—'ইতিহাসপুরাণঃ পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ'। এই জন্য মহাভারতেও স্মৃত হইয়াছে—'ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপ-বৃংহয়েৎ'। ইহা ব্যতীত প্রভাসখণ্ডে স্কান্দপুরাণ বলিয়াছেন—'যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ। উভয়ো র্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে'॥ অর্থাৎ শ্রুতিতে বা স্মৃতিতে যাহা প্রস্ফুটিত নহে, তাহা পুরাণেই প্রপঞ্চিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণবশতঃ ইতিহাস বা পুরাণ হইতে আমরা বেদের তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারি। মহাভারত একখানি ইতিহাস এবং মহাভারতের অংশস্থানীয় হরিবংশ 'একাক্ষরা বৈ সর্ব্বা বাক্', 'অকারো বৈ বাক্', 'ওঁকারো বাগেবেদং সর্ব্বম্' ইত্যাদি শ্রুতির অনুবাদ করিয়া আত্তবপ্রণবরূপ ভগবানের উদ্দেশে বলিয়াছেন—'অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ'। (১৬। ৫২)। অর্থাৎ অক্ষর সম্বন্ধে তুমি প্রণবের আদিবীজ অকার, এবং বর্ণ সমূহের আশ্রয়স্বরূপ স্ফোটশক্তিও তুমি। ইহার দ্বারা বলা হইতেছে যে, বর্ণাত্মক শব্দের যে অনিত্যাংশ ধ্বনিব্যঙ্গ্য তাহা তুমি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে, এবং বর্ণাত্মক শব্দের যে নিত্যাংশ স্ফোটরূপে বাচক তাহাও তুমি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং ইহার দ্বারা শব্দতত্ত্বের দুইটী সংস্থাই গৃহীত হইয়াছে। বহুবিধ অক্ষর হইতে কেবল অকারের গ্রহণ হেতু বুঝা যাইতেছে যে, হরিবংশের মতে 'অ'কার 'ই'কার 'ঋ'কার 'ক'কার 'চ'কার 'ট'কার প্রভৃতি বর্ণ বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে। কারণ একমাত্র মুখ যেমন উপাধির ভেদবশতঃ জলে, কৃপাণে বা দর্পণে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ একমাত্র শব্দতত্ত্ব কণ্ঠতালুমূর্দ্ধাদিসম্বলিত যন্ত্রোপাধির ভেদবশতঃ অইঋকচটতপাদি বলিয়া উচ্চারিত হইয়া থাকে। অসংখ্য

বায়ুবিন্দুই যখন আশ্লিষ্ট হইয়া বর্ণরূপে শ্রুতিগোচরত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন বর্ণগত ভেদকে উপাধিমূলক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? শিক্ষাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'চ'কারকে 'ক'কারের রূপান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টি অবলম্বন করিলে প্রত্যেক বর্ণই 'অ'কারের রূপান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। সেইজন্য বেদে আম্নাত হইয়াছে—'অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্', 'কারণরূপমকারং পরং ব্রহ্ম' ইত্যাদি। এই জাতীয় শ্রুতি স্মরণ করিয়া গীতায় ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—'অক্ষরাণা-মকারোঽস্মি'। (১০।৩৩)। অকারের প্রাকৃত ধ্বনিকেই লক্ষ্য করিয়া অবশ্য শ্রুতিস্মৃতি এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং কেবল বর্ণগত ভেদ কেন, বৈকৃতধ্বনিমূলক বর্ণমাত্রই উপাধি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শাস্ত্রান্তরেও অভিহিত হইয়াছে—'অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ'। অভি-প্রায় এই যে, জলকণা যেমন ক্রমশঃ প্রচিত হইয়া নানাবিধ আকারবিশিষ্ট মেঘের রূপ ধারণ করে, বায়ুকণাও সেইরূপে প্রচিত হইয়া বর্ণপদাদিবিশিষ্ট শব্দের আকার ধারণ করিয়া থাকে। প্রমাণটীর প্রতি অনাস্থা দেখাইবার কোন উপায় নাই, কারণ উহা যুক্তিমূলক। সকলেই জানেন যে, 'ব'কার লিখিতে হইলে ক্রমানুসারী চারিটী সরল রেখার সন্নিবেশ করিতে হয়। সরল রেখাগুলি বিন্দুসমুচ্চয় ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বিন্দু-সমূহের সংস্থান থাকিলেও তাহাদের পরীণাহ বা বিস্তার কল্পনীয় নহে। সুতরাং একটী বিন্দুর সহিত অন্য বিন্দুর প্রভেদ নাই। অতএব লিখিত 'ব'কার যেমন সমানজাতীয় বিন্দুর সমষ্টিমাত্র, উচ্চারিত 'ব'কারও সেইরূপ সমানজাতীয় বায়ুকণার প্রবাহ মাত্র। এই জাতীয় শাস্ত্রীয়প্রমাণ অবলম্বন করিয়া ভর্ত্তৃহরি বলিয়াছেন—'পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ইব। বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন॥' (১।৭৭)। অন্যান্য বৈয়াকরণেরাও বলেন—'ব্যঞ্জকধ্বনিগতং কত্বগত্বাদিকং

স্ফোটে ভাসতে'।- অর্থাৎ স্ফোটকেই আশ্রয় করিয়া 'ক'কা-রাদি বর্ণের বৈকৃত ধ্বনি ভাসমান হইয়া থাকে। হরিবংশস্থিত শ্লোকটীর শেষচরণে উক্ত হইয়াছে—'স্ফোটস্তং বর্ণসংশ্রয়ঃ'। পূর্ব্বচরণের সহিত অনুষঙ্গহেতু এস্থলে স্ফোটশব্দের দ্বারা আন্তর-প্রণব সূচিত হইয়াছে। যাহা আন্তরপ্রণব তাহা শব্দব্রহ্ম, কারণ যোগশাস্ত্রই প্রতিপাদন করিয়াছেন—প্রণবস্তস্য বাচকঃ। এই সমস্ত কারণে লঘুমঞ্জুষায় নাগেশ বলিয়াছেন—'স চায়ং স্ফোটি আন্তরপ্রণবরূপ এব'। অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, হরিবংশাখ্য ইতিহাস বেদের মর্ম্মানুসারে বর্ণবাদের প্রত্যাখ্যান করিয়া স্ফোটবাদের উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণুভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে স্বয়ং গোলোকপতি নারায়ণ পুরাণবক্তা সূতের রূপ ধারণ করিয়া বলিয়াছেন—"সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ। হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥ যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ। দ্রব্যক্রিয়া-কারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্॥ ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্। যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্। যেন বাগ্ ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥ স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বাচকঃ পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্বেদ-বীজং সনাতনম্॥ তস্য হ্যাসং স্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ। ধার্য্যন্তে যৈ স্ত্রয়ো ভাবা গুণনামার্থবৃত্তয়ঃ॥ ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ ভগবানজঃ। অন্তঃস্থোষ্মস্বর-স্পর্শ-হ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্॥ তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভি র্বদনৈ র্বিভুঃ। সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥ পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্। (৬।৩৭-৪৫)। শ্লোকগুলির দ্বারা বেদাদির অভিব্যক্তি দর্শিত হইয়াছে। ইহাদের তাৎপর্য্য এইরূপ—'নিশ্চল নিষ্ক্রিয় পরমেষ্ঠি ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্মতম নাদ উৎপন্ন হয়। উহাই শব্দব্রহ্ম। যোগিগণ বৃত্তি-

রোধ করিয়া নাদাত্মক শব্দব্রহ্মের অনুভব করেন। উক্ত নাদের উপাসনা দ্বারা তাঁহারা আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধি-দৈবিক মলরাশি প্রক্ষালন করিয়া মোক্ষভাক্ হইয়া থাকেন। ঐ সূক্ষ্মতম নাদ হইতে ত্রিমাত্রাত্মক ওঁকার অনির্ব্বচনীয়ভাবে স্বতঃ প্রকাশিত হয়। উহাই স্ফোট বা পরমব্রহ্মের বাচক। শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধ করিয়া যিনি উহার অনুভব করেন, তাঁহার জ্ঞান ভেদরহিত হইয়া একীভাবাপন্ন হয় অর্থাৎ সংসম্পন্ন হয়। দহরাকাশ হইতে অভিব্যক্ত এই স্ফোটের দ্বারা বাক্ শ্রোতৃগোচরত্ব লাভ করে। স্ফোটকে স্বাশ্রয়ীভূত ব্রহ্মের বাচক বলা হয়, কারণ ইহা সর্ব্বপ্রকার মন্ত্র, বেদ ও উপনিষদের অক্ষয় বীজস্বরূপ। ইহা হইতে অকারাদি তিনটী বর্ণ উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ সকল বর্ণে সত্ত্বাদি তিনটী গুণ, ঋগাদি তিনটী বেদ, ভূরাদি তিনটী লোক এবং জাগ্রদাদি তিনটী অবস্থা নিহিত আছে। ঐ তিনটী বর্ণের অর্থাৎ অকার, উকার এবং মকারের প্রপঞ্চ করিয়া ভগবান্ প্রজাপতি অন্তঃস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ এবং হ্রস্বদীর্ঘাদি অক্ষর সৃষ্টি করেন। পরে ঐ সকল বর্ণের দ্বারা হৌত্রাদি যাজ্ঞিক কার্য্যচতুষ্টয়ের নিমিত্ত তাঁহার চারিটী মুখ হইতে প্রণব ও ব্যাহৃতি সহকারে চারিটী বেদ নিঃসৃত হয়'। অতএব ভাগবতের মতে বর্ণ কৃতক বলিয়া নাশশীল, কিন্তু স্ফোট শব্দব্রহ্ম বলিয়া নিত্য এবং অখণ্ড।

কেবল বিষ্ণুভাগবতই যে কৃতকত্বহেতু বর্ণকে নাশশীল বলিয়াছেন, তাহা নহে। কারণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও স্মৃত হইয়াছে —"দন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বানামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে। অক্ষরত্বং কুত স্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা॥" অর্থাৎ 'দন্তৌষ্ঠাদি যন্ত্রভাগ যখন 'ক'কারাদিবর্ণের আশ্রয়স্থান, তখন তাহাদের অক্ষরত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয়? অতএব তাহারা সর্ব্বদাই ক্ষরণশীল'। অভিপ্রায় এই যে, বর্ণাদির উৎপত্তিস্থান বা আশ্রয়স্থান আছে; এবং যাহার উৎপত্তিস্থান বা আশ্রয়স্থান থাকে, তাহা কৃতক

বলিয়া নাশশীল। ভাল, 'ক'কারাদি বর্ণ যদি ক্ষর অর্থাৎ নাশশীল হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে 'অক্ষর' বলা হয় কেন? বর্ণের বৈকৃতভাগই ক্ষরণশীল, কিন্তু উহার প্রাকৃতভাগ স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্ম বলিয়া নিত্য অখণ্ড এবং অক্ষর। পাছে মীমাংসাভাষ্যকারাদির ন্যায় কেহ বর্ণের নিত্যত্ব ও অক্ষরত্ব গ্রহণ করিয়া তদ্‌গত স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করেন, সেইজন্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—"অঘোষমব্যঞ্জন মস্বরং চাপ্যতালুকণ্ঠৌষ্ঠ মনাসিকং চ। অরেখজাতং পরমূষ্মবর্জ্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥" অর্থাৎ বর্ণের যে ভাগ অঘোষ[১] অস্বর, অব্যঞ্জন, অতালুকণ্ঠৌষ্ঠ, অননুনাসিক, এবং যাহা রেখার দ্বারা কল্পিত নহে, তাহাই অক্ষর; কারণ বর্ণের ঐ ভাগ কখনও ক্ষরিত হয় না। ছান্দোগ্যোপনিষৎ শব্দব্রহ্মের উদ্দেশে শব্দানুশাসনকে 'বেদানাং বেদঃ' বলিয়াছেন। যাহা বেদের বেদ তাহা বর্ণসমষ্টি নহে—ইহাই বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এই সকল শ্লোকের অবতারণ করিয়াছেন।

বিশ্বামিত্রদৃষ্টগায়ত্রী জপ করিয়া আমরা সাবিত্রীর উপাসনা করি। বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বে গাধিরাজা এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ঋষিগণ ঋগ্বেদস্থিত পঞ্চম মণ্ডলের শ্যাবাশ্বদৃষ্ট অনুষ্টুপ্ মন্ত্রটী[২] জপ করিয়া বাগ্‌দেবীর উপাসনা করিতেন। যাঁহা হইতে সকল ভাব প্রসূত হয় তিনিই সাবিত্রী[৩] অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম। যাঁহা হইতে জগৎপ্রক্রিয়ার প্রবাহ হইতেছে তিনিই ওঁকারাত্মিকা বাগ্‌দেবী সরস্বতী[৪] বা শব্দব্রহ্ম[৫]।

১। অঘোষ অর্থাৎ পুরুষপ্রযত্ন ব্যতীত যাহা অভিব্যক্ত হয়।
২। তৎসবিতুর্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি। ঋগ্বেদ ৫।৮২।১
৩। 'সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।'
৪। 'ওঁকারো বাগেবেদং সর্ব্বম্'। নৃসিংহোত্তরতাপনী।
৫। 'বাগ্‌ বৈ সরস্বতী'। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ৬।৬।১।২।
৬ ওমিতি শব্দঃ। মৈৎ উপনিষৎ।

উভয়মন্ত্রের বর্ণবিন্যাস বিভিন্ন, কিন্তু দ্বিজগণকর্তৃক আবহমানকাল একই উপাস্য দেবতা উপাসিত হইতেছেন। কারণ বাগ্‌দেবী হইতে সাবিত্রী তত্ত্বতঃ পৃথক্ নহেন। সেই জন্য এমন কি এখনও পর্য্যন্ত পুষ্করতীর্থের পর্ব্বতোপরি সাবিত্রীদেবীর সহিত বাগ্‌দেবী একত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ অবস্থায় শব্দব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়া বর্ণকেই যদি নিত্য এবং স্বতন্ত্র বলা হয়, তাহা হইলে প্রাচীন অনুষ্টুপ্ হইতে নবীন গায়ত্রীর উপাস্তিধারা খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। আর 'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি' এই জাতীয় স্মৃতির হৃদ্‌গত তাৎপর্য্যানুসারে প্রাচীন ও নবীন উপাস্তিধারায় শব্দব্রহ্মকে যদি উভয়সাধারণ বলা হয়, তাহা হইলে কিন্তু আমাদের উপাস্তিধারা অখণ্ড থাকিবে এবং স্ফোটবাদকেও আচার্য্যপাদের ন্যায় কখন 'গরীয়সী কল্পনা' বলিতে হইবে না। কারণ শব্দব্রহ্ম হইতে স্ফোট অত্যন্ত ভিন্ন নহে।

বৈযাকরণেরা বোদ্ধার বুদ্ধিসৌকর্য্যের নিমিত্ত বর্ণকে পদের এবং পদকে বাক্যের অবয়ব কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু 'ব্যাঘ্র গমন করিতেছে' বলিলে আমাদের অভ্যন্তরে যে প্রত্যয়ের উদয় হয়, তাহা কি বিভাগযোগ্য? কখনই নহে। কারণ ব্যাঘ্র হইতে গমনক্রিয়া বিযুক্ত হইলে উক্ত প্রত্যয়টী উদিত হইবার অবকাশ পায় না। অতএব বাক্যটীর কর্তৃপদ বা ক্রিয়াপদ বোদ্ধার বুদ্ধিকল্পিত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। বাক্যটী যেমন পদসমষ্টি নহে, পদগুলিও সেইরূপে বর্ণসমষ্টি নহে। এই কথা বুঝাইবার জন্য কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ একটি আখ্যায়িকার উপন্যাস করিয়া বলিয়াছেন—"বাগ্ বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাঽবদৎ তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং ব্যাকুর্ব্বিতি, সোঽব্রবীদ্বরং বৃণৈ মহ্যং চৈবৈষ বায়বে চ সহ গৃহ্যাতা ইতি তস্মাদৈন্দ্রবায়বঃ সহ গৃহ্যতে তামিন্দ্রো মধ্যতোঽবক্রম্য

ব্যাকরোত্তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুচ্যতে” ইত্যাদি। (৬৷৬৷৪৷৭)। বেদের ঘোষণা এইরূপ হইলে ভট্টপাদের কিংবা আচার্য্যপাদের দৃষ্টহানি ও অদৃষ্টকল্পনা দোষ বর্ণবাদে যেমন প্রসক্ত হইতেছে, স্ফোটবাদে সেরূপ কখনই নহে।

আর একটি কথা। আচার্য্যপাদ বর্ণবাদকে ‘লঘীয়সী কল্পনা’ বলিয়াছেন। কল্পনা লঘীয়সী হউক বা গরীয়সী হউক, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কারণ লঘুগুরুভেদ বুদ্ধিগত উপাধির ফলমাত্র। তবে বর্ণবাদ যে কল্পনার বিষয়ী-ভূত তাহাতেও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। কারণ ঐ নির্ব্বচনে কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ স্বয়ং ব্যাকৃত বাকের কৃত্রিমতা ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আচার্য্যপাদ স্ফোটকে কিরূপে ‘গরীয়সী কল্পনা’ বলেন? প্রথমতঃ যাহা মহাতপা ঋষিগণ অনুভব করিয়াছেন, তাহাকে কল্পনা বলা উচিত নহে। দ্বিতীয়তঃ আমাদের অভ্যন্তরে যে সকল প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অবাধিত সংপ্রত্যয় উদিত হয়, তাহাদিগকেও কল্পনা বলা যায় না; কারণ যাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ এবং অবাধিত, তাহাকে ব্যবহারিক দশায় আমরা সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের মতে অব্যাকৃতা বাক্ই যদি ঔৎপত্তিক হয়, তাহা হইলে আমাদের সংপ্রত্যয় ব্যবহারিক দশায় শাস্ত্রতঃ কিম্বা যুক্তিতঃ কখন কাল্পনিক হইতে পারে না। আর তাহাই যদি হয়, তবে শূন্যবাদ খণ্ডন করিবাব জন্য বেদান্তের তর্কপাদে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাও কি অপরোক্ষানুভূতির সীমা লঙ্ঘনপূর্ব্বক কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হয় না?

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, স্ফোটবাদ ও বর্ণবাদের বিচারে সাংখ্যদর্শনের এবং ন্যায়দর্শনের মতামত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সাংখ্যনয়ে প্রকৃতিপুরুষ ব্যতীত ব্রহ্মতত্ত্বাদির বিবক্ষা নাই। স্ফোট ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত।

সুতরাং সাংখ্য যদি বর্ণে প্রতীতি এবং স্ফোটে অপ্রতীতি বলেন, তাহা হইলে উহাতে বিচিত্রতার কিছুই নাই। কিন্তু আমরাও 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' এই ন্যায়ানুসারে প্রকৃতিপুরুষাদি তত্ত্ব ব্যতীত ব্রহ্মবিষয়ক স্ফোটবাদে সাংখ্যের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারি না। যোগদর্শনও সাংখ্য, কিন্তু যোগদর্শনে উত্তমপুরুষ অভ্যুপগত বলিয়া উহাতে স্ফোটবাদ বিপ্রতিপন্ন নহে। উত্তমপুরুষ স্বীকৃত না হইলে যোগদর্শনের পক্ষেও স্ফোটানুভব দুর্ঘট হইয়া পড়িত।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিকূলতায় স্ফোটবাদ প্রতিহত নহে। নৈয়ায়িকেরা শব্দে অনিত্যধর্ম্মের উপলব্ধিবশতঃ বলেন—'শব্দ অনিত্য। তৎপ্রতি হেতু এই যে, উহাতে উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম উপলব্ধ হয়। লোকে বলে—যৎকৃতকং তন্নষ্টম্, এবং সংসারেও দেখিতে পাই যে, ঘটপটাদির ন্যায় যে যে পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা সকলেই অনিত্য। কিন্তু আকাশাদিপদার্থের উৎপত্তি-ধর্ম্মকত্ব নাই বলিয়া তাহার নিত্যত্ব কখন ব্যাহত নহে। শব্দও ঘটপটাদির ন্যায় উৎপত্তিধর্ম্মক। উহা আকাশাদির ন্যায় অনুৎপত্তিধর্ম্মক নহে। সুতরাং উৎপত্তিধর্ম্মকত্বহেতু অর্থাৎ কৃতকত্বহেতু শব্দকে অনিত্যই বলিতে হইবে'। নৈয়ায়িক-গণের এইরূপ চিন্তাধারায় পাঁচটী অবয়ব আছে—প্রতিজ্ঞা, হেতু, সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট-উদাহরণ, তৎপক্ষে উপনয় এবং নিগমন। মীমাংসকেরা শব্দকে দ্রব্য-পদার্থ ও নিত্য বলিতে-ছেন। তাহাতে আমার সন্দেহ হইল। আমি তর্কমুখে শব্দের দ্রব্যত্ব স্বীকার করিয়া উহার নিত্যত্বপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ উহার অনিত্যত্ব সংস্থাপন করিতে পারিলেই মীমাংসক পরাস্ত হইবেন। কিন্তু শব্দের নিত্যত্বে সন্দেহ হইবার কারণ কি? কারণ অবশ্য আমার বুদ্ধিলব্ধ ভূয়োদর্শন। যে যে স্থলে আমি পদার্থের উৎপত্তি দেখিয়াছি, সেই সেই স্থলেই আমি উহার নাশ বা ক্ষয় দেখিয়াছি। শব্দেরও উৎপত্তি

উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া উহার অনিত্যত্ব সংস্থাপনের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলাম—'শব্দ অনিত্য'। অনিত্য বলিবার হেতু কি? যে জন্য আমি মীমাংসকের কথায় অনাস্থা করিয়াছি তাহাই উহার হেতু অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মোপলব্ধিই উহার হেতু। পাছে দৃষ্টান্তের আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেইজন্য আমাকর্ত্তৃক দৃষ্ট ঘট-পটাদির কথা ভাবিয়া কতকগুলি সাধর্ম্ম্যবিশিষ্ট-উদাহরণ পরীক্ষা করিলাম। আবার স্থূণানিখনন-ন্যায় অনুসারে উহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিবার জন্য বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট-উদাহরণ পরীক্ষা করিতে ত্রুটি করিলাম না। তারপব আশ্বাসসহকারে সাধর্ম্ম্যবিশিষ্ট-উদাহরণ পক্ষে উপনয় কবিযা বলিলাম—'শব্দ ঘটপটাদির ন্যায় উৎপত্তিধর্ম্মক'। আবার বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট-উদাহরণপক্ষেও উপনয় দেখাইবার জন্য বলিলাম—'শব্দ আকাশাদির ন্যায় অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক নহে'। এইরূপে উপনয় করিবার পর সিদ্ধান্তিত হইল —'শব্দ অনিত্য'। ইহাই শব্দপরীক্ষার ন্যায়বত্ম´।

মানুষ যতই শক্তিমান্ হউক্, সে কখন পৃথিবীতে দাঁড়াইয়া পৃথিবীকে কক্ষচ্যুত করিতে সমর্থ নহে। নট যতই ক্ষিপ্র ও কুশল হউক, সে কখন আপন স্কন্ধে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে পারে না। তার্কিক কবি যতই বুদ্ধিমান্ হউন্ না কেন, বুদ্ধিদ্বারা তিনি কখন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সমাধান করিতে পর্য্যাপ্ত নহেন। সেইজন্য ভগবতী শ্রুতি ঘোষণা করিয়াছেন—'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া'। এই জাতীয় শ্রুতির অনুবাদ করিয়া পুরাণও বলিয়াছেন—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥' স্ফোট শব্দব্রহ্ম বলিয়া নিত্য, অখণ্ড, এবং প্রাকৃতিক পদার্থের অতীত অর্থাৎ জগৎস্বরূপ হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ। স্ফোটের উদাহরণ নাই বলিয়া উহা স্বোপম। সুতরাং ন্যায়ের কোনও অবয়ব উহাতে প্রযোজ্য নহে, কারণ তর্ক বা প্রবচনাদি দ্বারা উহার সমাধান করা অসম্ভব। বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদ একত্র করিয়া তার্কিকগণ

যেরূপে শব্দের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহাতে বৈকৃত ধ্বনির অনিত্যত্ব সাধিত হইলেও প্রাকৃত ধ্বনির কোন প্রকার হানিবৃদ্ধি হয় নাই। এমন কি, বৈকৃত ধ্বনিকে ন্যায়সম্মত অবয়ব দ্বারা পরীক্ষা করিবার কোন প্রয়োজনও উপলব্ধ হয় না, কারণ কেবল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া নহে, পতঞ্জলিও স্বয়ং শব্দের দুইটী সংস্থা গ্রহণপূর্ব্বক বৈকৃত ধ্বনিকে 'কার্য্য' বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। যাহা অভ্যুপগত তাহার প্রমাণ অনাবশ্যক। শাস্ত্রই বলিয়াছেন—'দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পক্কস্য পচনং যথা'। বস্তুগতি এইরূপ দেখিয়া আমরা প্রথমেই বলিয়াছি—'ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিকূলতায় স্ফোটবাদ প্রতিহত নহে'। যাহাই হউক্, শব্দেব তত্ত্বনিরূপণে নৈয়ায়িকগণ প্রচেষ্ট বলিয়া আমবা তাঁহাদিগেব বিরুদ্ধে কোন পর্য্যনুযোগ করিব না। কারণ আমরা জানি—'তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ'।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি দ্বারা যাহা পরমার্থতঃ উপদিষ্ট হয়, তাহা বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। এমন কি শিষ্টাচারবশতঃ পিতামাতার সদুপদেশে কেহ প্রতিবাদ করেন না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও আম্নাত হইয়াছে—'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব'। (৭।১১)। পিতামাতার সহিত এই জন্মের সম্বন্ধ, কিন্তু শাস্ত্র আমাদের কত জন্মের পিতামাতা তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। সুতরাং প্রতিকূল তর্ক আনিয়া শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করা বা ঐশোন্মেষ বশতঃ শাস্ত্র যে সকল তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে পর্য্যনুযোগ করা পুত্রোচিত কার্য্য নহে। 'বাগেবাস্মিন্ সর্ব্বাণি নামান্যভিবিসৃজ্যন্তে বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি' (কৌষীতকি ৩।৩।৪), 'সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব প্রজ্ঞায়ন্তে...বাগ্বৈ...পরমং ব্রহ্ম' (বৃহদারণ্যক ৪।১।২), 'বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞিরে', 'তদ্‌যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সন্তৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্

সন্তৃণ্ণা ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্’(ছান্দোগ্য ২।২৩।৪)—এই জাতীয় শ্রুতির হৃদ্‌গত অভিপ্রায় এই যে, একমাত্র সূক্ষ্মা অনপায়িনী বাক্‌শক্তি বিশ্বের নামরূপে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহাই শব্দব্রহ্ম বা বিন্দু বা আন্তর প্রণব। সেই জন্য শ্রুত্যন্তরেও আম্নাত হইয়াছে—‘একাক্ষরা বৈ বাক্’, ‘ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্ব্বম্’ ইত্যাদি। ইহার দ্বারা শাব্দবোধ হয় বলিয়া ইহাকে যোগিগণ স্ফোট বলিয়াছেন। আর, ইতিহাসাখ্য হরিবংশ এবং বিষ্ণুভাগবতাদি পুরাণ যখন বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও নিত্যত্ব রক্ষা করিয়া শ্রুতি-সম্মত স্ফোটের অনুমোদন করিয়াছেন, তখন ভাষ্যকার শবর স্বামী কেন যে তাহার খণ্ডনে উদ্যুক্ত তাহা আমরা বলিতে পারি না। বোধ হয়, কর্ম্মে নিরতিশয় পক্ষ-পাতই ইহার হেতু। কারণ কর্ম্মে অত্যন্ত আসক্তি থাকিলে চিত্ত যোগপ্রবণ হয় না এবং চিত্ত যোগপ্রবণ না হইলে শব্দার্থ-প্রত্যয়ের প্রবিভাগ দ্বারা উহা কখনও যোগসম্মত স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারে না। যাহাই হউক, ধর্ম্মশাস্ত্রে যদি স্ফোট অভিপ্রেত হয়,তাহা হইলে স্ফোট অবশ্যই স্বীকার্য্য। শিষ্টজনেরাই বলিয়া থাকেন—‘বচনং হি ন্যায়াদ্ বলীয়ঃ’। তাঁহারা ঐরূপ বলেন, কারণ স্মৃতি বলিয়াছেন—‘কিমপি বচনং ন কুরুতে, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ’। আবার বার্ত্তিককার কুমারিল যে কেন ভাষ্যকার শবর স্বামীর অনুসরণ করিয়া স্ফোটখণ্ডনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন, তাহা আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তিনি ভাষ্যকারকে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহাও ঠিক্ বলা যায় না। যদি সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদারক্ষাই ইহার হেতু হইত, তাহা হইলে স্মৃতির বেদমূলকতা লইয়া কিম্বা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ঔদুম্বরীবেষ্টন লইয়া অশিষ্টতা-সহকারে তিনি ভাষ্যকারের প্রতি কর্কশধী হইতেন না। সুতরাং স্ফোটখণ্ডনে তাঁহার এইরূপ নির্ব্বন্ধের কারণ অনুসন্ধেয়।

বেদের বহুস্থানে যোগ ও যোগাঙ্গ আম্নাত হইয়াছে। তন্ত্রেও ভবানীপতি যোগের বিবৃতি করিয়াছেন। তদনুসারে পতঞ্জলি হিরণ্যগর্ভোক্ত যোগের অনুশাসন করিলে যোগি-গণের নিমিত্ত ব্যাসদেব উঁহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। যাজ্ঞ-বল্ক্যদক্ষাদি মহর্ষিগণও স্মৃতিশাস্ত্রে যোগের ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেব ৬।৭ অধ্যায়ে, গরুড় পুরাণের ১৪।৪৯ অধ্যায়ে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১৩৯ অধ্যায়ে, লিঙ্গপুবাণের ৯ অধ্যায়ে এবং বাশিষ্ঠের বহুস্থানে যোগ-বিষয় নির্ব্বিচিকিৎস ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এমন কি, গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—'পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। জিজ্ঞাসুবপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥ প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ। অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পবাং গতিম্॥ তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥' (৬।৪৪-৪৭)। যোগে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানরূপ সিদ্ধি পাওয়া যায় বলিয়া তাঁহাব মুখাববিন্দ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে—'যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি।' (৬।২০)। এইরূপ যোগজ-সিদ্ধি দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় বলিয়া তিনি দুঃখাভিভূত জীবকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥' যোগবিষয়ক বিশ্বাসের হেতু এইরূপ বলবান্ হইলেও তৎসম্বন্ধে কুমারিলের অনাশ্বাস প্রতিহত হয় নাই। প্রত্যুত তিনি যোগজজ্ঞান বিশ্বাসই করিতেন না। বিভূতিপাদের ১৭ সূত্রে যোগসূত্রকার নির্ব্বিতর্ক এবং নির্ব্বিকল্প সমাধির অভ্যাসনিমিত্ত শব্দার্থপ্রত্যয়ের প্রবিভাগ করিয়া প্রত্যয়ে সংযম করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে যোগ-ভাষ্যকার ব্যাসদেবও কিরূপে শব্দার্থপ্রত্যয়ের প্রবিভাগ করিতে হইবে তাহা উদাহরণাদির দ্বারা প্রতিপাদন

করিয়াছেন। বেদাদিশাস্ত্রে এইরূপ প্রবিভাগ অপ্রকৃতও নহে। জগৎ ব্রহ্মময় হইলেও 'তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে' ইত্যাদি শ্রুতিহেতু ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা সর্ব্বাত্মক পরমেশ্বরের একাংশ বাদ দিয়া ব্রহ্মবাদীরা যেমন অপরাংশের উপাসনা করেন, শব্দও সেইরূপ ব্রহ্মাত্মক হইলেও উহার বৈকৃতভাগ বর্জ্জনপূর্ব্বক প্রাকৃতভাগের ধ্যানধারণা করিয়া যোগিগণ উহাতে সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। সূত্রকার এবং ভাষ্যকার যোগের এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, কারণ ইহাই শ্রুতির হৃদ্‌গত অভিপ্রায়। ব্যবহারিক শব্দের প্রবিভাগ করিয়া প্রত্যয়কে আলম্বন করিবার জন্য শতপথ-ব্রাহ্মণে স্পষ্টতঃ আম্নাত হইয়াছে—'বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেকস্মাদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে'। এই জাতীয় শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানম্। য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ"। জ্ঞান-পরায়ণ ব্যাসদেবের মতে যোগজজ্ঞান সর্ব্বজ্ঞতা আনয়ন করে, কিন্তু কর্ম্মপরায়ণ কুমারিল উহার উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিলেন—"নন্থ ধর্ম্মাতিরেকেণ ধর্ম্মিণোঽনুপলম্ভনাৎ। তৎসঙ্ঘমাত্র এবায়ং গবাদিঃ স্যাদ্ বনাদিবৎ॥" শ্রুতির তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়া উভয়ঋষিই যোগসিদ্ধির উপায়-স্বরূপ শব্দবিভাগের উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু বেদানু-সারিণী স্মৃতির অনাদর করিয়া স্বমতপ্রখ্যাপনে কাহার কতটা অধিকার আছে, তাহা ব্যাপকদর্শী শাস্ত্রচিন্তকগণই বিচার করিতে সমর্থ। আমরা যখন প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানাদি উপাসনাঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি না, তখন ভট্টপাদের যোগপ্রত্যাখ্যান আমাদের কর্ত্তৃক কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে? আর ভট্টপাদও যখন বিষ্ণুপুরাণের 'ত্রিবিধা ভাবনা বিপ্র…". ইত্যাদিপ্রমাণ অনুসরণ করিয়া কর্ম্মাঙ্গে ভাবনার

উপদেশ দিয়াছেন, তখন তিনিই বা কেবল কর্ম্মকে দৃঢ় রাখিবার জন্য যোগের প্রতি কিরূপে এইপ্রকার অনাস্থা দেখাইতে পারেন? বিজাতীয় ভাবনার তিরস্কার করিলে স্বজাতীয় ভাবনা প্রবাহিত হয়, সজাতীয় ভাবনা অবিচ্ছিন্ন হইয়া ধ্যানে পরিণত হয়, এবং ধ্যান পরিপক্ক হইলেই যোগাঙ্গীভূত সমাধির আবির্ভাব হয়—ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তথাপি ভট্টপাদ যখন যোগের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তখন তিনি যোগশাস্ত্রপ্রতিপাদিত স্ফোটবাদের খণ্ডনে তৎপরতা দেখাইবেন—ইহাতে আর বিচিত্রতার কি থাকিতে পারে? শতপথব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনীভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ'। (১৪)। তদনুসাবে ভগবান্ মনু স্মরণ করিয়াছেন 'বনেষু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ। চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ'। (৬) প্রব্রজ্যার ফল মোক্ষ সুতরাং উহা অদৃষ্টার্থক। অদৃষ্টার্থক বলিয়া তাহাব মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ ফলশ্রুতিতে কোন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুব সন্দেহ কবিবাব অধিকার নাই। কারণ উহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। স্ফোটের পক্ষেও নিয়ম তদ্রূপ। স্ফোট যখন শ্রুতিসঙ্গত এবং স্মৃতিসম্মিত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত, তখন উপলব্ধির অভাব হইলেও আমরা আর যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া উহাতে সন্দিহান হইতে পারি না। শাস্ত্রপ্রমাণ যুক্তিসিদ্ধ বা দৃষ্টার্থ হইলেই স্বীকার করিতে হইবে, ইহা ত কখনও ঋষিদেব অভিপ্রায় ছিল না। বরং চ চার্ব্বাকাদি বিরুদ্ধবাদিগণই শাস্ত্রবিহিত অদৃষ্টার্থ কর্ম্মের দৃষ্টার্থতা অনুসন্ধান কবিতে তৎপরতা দেখাইয়াছেন। পাছে লোকের এইরূপ প্রবৃত্তি হয, সেইজন্য কুমারিলই স্বয়ং তাহার নিবারণ করিয়া প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন—'প্রমাণবন্ত্যদৃষ্টানি কল্প্যানি সুবহূন্যপি'। তিনি ঐরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, কারণ ভগবতী স্মৃতি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—'কিমপি বচনং ন কুরুতে, নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ'।

সুতরাং স্ফোটশক্তিকে যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া আমরা শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিব না। কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক যে সকল যুক্তিদ্বারা স্ফোট নিরাকৃত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তিও আমরা পরীক্ষা করিতে বিরত থাকিব না। চরম পরীক্ষায় যদি ঐসকল যুক্তি স্ফোটের অবিরুদ্ধ হয় কিংবা উহাদের কোনরূপ অসারতা প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে স্ফোটবাদ প্রমাণান্তরের অভাব হেতু স্বতঃই অক্ষুণ্ণ এবং অবাধিত থাকিবে।

স্ফোটাত্মক বাক্য যদি পুরুষরচিত হয়, তাহা হইলে বৈদিক বাক্যরাশিও পুরুষরচিত হইবে। পুরুষরচিত বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, এবং ইন্দ্রিয়াপাটবাদি দোষ প্রায়শঃ বিদ্যমান বলিয়া বৈদিকবাক্যেও ঐ সকল দোষের সম্ভাবনা আসিয়া পড়ে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈদিক বাক্যগুলিতে কোনপ্রকার দোষের সদ্ভাব কল্পিত হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় দেখা যাইতেছে যে, স্ফোটস্বীকারে মীমাংসকের কোন আপত্তি নাই; কিন্তু পাছে বৈদিক বাক্যপদাদি পৌরুষেয় হইয়া পড়ে, সেইজন্য তাঁহারা স্ফোটখণ্ডনে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। কুমারিলও স্ফোট-খণ্ডনের এইরূপ আশয় স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন—'বাক্যানি বাক্যাবয়বাশ্রয়াণি সত্যানি কর্ত্তুং কৃত এব যত্নঃ'। এই সমস্ত কারণবশতঃ মীমাংসকেরা বেদের বক্তা আছে বলিয়া স্বীকার করেন না। তদনুসারে ভট্টপাদ বলিয়াছেন—'অতোঽত্র পুংনিমিত্তত্বাদুপপন্না মৃষার্থতা। ন তু স্যাৎ তৎস্বভাবত্বং বেদে বক্তুরভাবতঃ॥' (শ্লোকবার্ত্তিক—চোদনা সূত্র ১৬৯ শ্লোক)। বেদে বক্তা নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বেদের বাক্যগুলি আকাশ-বাণীও হইতে পারে না। কোন না কোন উপায় ব্যতীত উহাদের আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। এমন কি, পৌরাণিকেরাও শব্দাবির্ভাবের উপায় দেখাইয়া বলিয়াছেন—'প্রথমং সর্ব্ব-শাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্। অনন্তরং চ বক্ত্রেভ্যো বেদা

স্তস্থ বিনিঃসৃতাঃ ॥' বামদেবাদির ন্যায় অম্ভৃণকন্যা যোগে বা মহাবাক্যাদির ভাবনায় লীনবুদ্ধি হইলে তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে যে মন্ত্রগুলি নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহাই ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত। ঐরূপ অবস্থায় নারায়ণ ঋষির মুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা ঋগাদিবেদের পুরুষসূক্ত, এবং আদিত্য যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির মুখ হইতে যাহা নিঃসৃত হইয়াছিল তাহা যজুর্ব্বেদের শিবসঙ্কল্পমন্ত্র। ঐ সকল বাক্যরাশিকে পৌরুষেয় বলা যায় না। কারণ যখন উহারা আবির্ভূত হইয়াছে, তখন পুরুষকল্পিত বুদ্ধির কার্য্যকারিতা ছিল না। 'ন কদাচিদনীদৃশম্' এই ন্যায়ানুসারে প্রতিকল্পেই পরমেশ্বর ঐরূপ জ্ঞানাত্মক ঐশোন্মেষ করেন বলিয়া উহাকে তাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ বলা হয়। উপাধিনির্ম্মুক্ত জ্ঞানের কখনও হ্রাস, বৃদ্ধি বা বিনাশ নাই বলিয়া উহা নিত্য এবং অখণ্ড। শঙ্করাচার্য্য এবং বাচস্পতি মিশ্রাদি মনীষিগণ কর্ত্তৃক মাণ্ডুক্যকারিকাস্থিত গৌড়পাদ দৃষ্ট শ্লোকগুলি ভূয়ো ভূয়ঃ শ্রুতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন না করিলে ঐ সকল কারিকাকে কখনও শ্রুতি বলা যায় না। সুতরাং বৈদিক বাক্যরাশি লীনবৃত্তি-পুরুষের মুখনিঃসৃত হইলেও উহারা যখন পৌরুষেয় হয় না, তখন বাক্যাদির স্ফোট স্বীকার করিলে তাহাদের অপৌরুষেয়ত্ব কিরূপে ব্যাহত হইতে পারে?

ন্যায়শাস্ত্রের মতবাদ অবলম্বন করিয়া উপস্কারে শঙ্কর মিশ্র বলিয়াছেন—'সঙ্কেতবলাদেব পদার্থপ্রতীতৌ কিং স্ফোটেন?' অর্থাৎ সঙ্কেতের দ্বারাই যদি অর্থপ্রতীতি নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে স্ফোটস্বীকারে প্রয়োজন কি? কিন্তু সঙ্কেত যে কি পদার্থ তাহার সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। সঙ্কেত যদি অর্থপ্রত্যয়ের হেতু হয়, তাহা হইলে সঙ্কেতের স্বরূপ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কারণ সঙ্কেত স্বরূপতঃ তাত্ত্বিকপদার্থ না হইলে বলিব—'স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি'। পদ ও পদার্থের

পরস্পর অধ্যাসরূপ স্মৃতির নাম সঙ্কেত। সহোপলম্ভে* যেমন নীলাকাশ ও তৎসংশ্লিষ্টজ্ঞান অধ্যাসবশতঃ অভিন্ন বলিয়া মনে হয়, সঙ্কেতের স্থলেও নিয়ম প্রায় তদ্রূপ। কারণ শব্দ ও অর্থ বিভিন্ন হইলেও 'যে শব্দ সেই অর্থ এবং যে অর্থ সেই শব্দ' এইরূপ দুইটী ব্যাপার পরস্পরের আরোপবশতঃ অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহারা যে অধ্যাসমূলক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা অধ্যাসমূলক তাহা বুদ্ধির অন্তর্গত স্মৃতিকার্য্য ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সঙ্কেতের দ্বারা অর্থপ্রতীতি স্বীকার করিলে চিত্তবৃত্তির ব্যাপারবিশেষ ব্যাখ্যাত হয় সত্য, কিন্তু কিসের দ্বারা ঐরূপ চিত্তবৃত্তি উদ্রিক্ত হইল তাহা অমুক্তই রহিল। সেই জন্য যোগিগণ স্ফোটস্বীকার করিয়া অধ্যাস-মূলক শব্দার্থ হইতে প্রত্যয়কে বিভিন্ন করিয়াছেন। এই স্ফোট জ্ঞান হইতে অভিন্ন বলিয়া ইহাকে সঙ্কেতের সঙ্কেত বলিতে হইবে। স্ফোট না থাকিলে সঙ্কেত কখনও উপলব্ধির প্রবর্ত্তক হইত না। বাংলার কোন কবি বলিয়াছেন—ধনুহতে দ্রুতবেগে ছুটে যায় তীর। তাহার পশ্চাতে থাকে অলৌকিক বীর॥

বর্ণবাদের যুক্তি স্ফোটখণ্ডনে পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ 'ক'কারাদি বর্ণে যে প্রত্যয় হয় তাহাই স্ফোটের পরিচায়ক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, লিখিত বর্ণ যেমন পরীণাহবর্জ্জিত সংস্থানবিশিষ্ট বিন্দুচয়মাত্র,উচ্চারিত বর্ণও সেইরূপ সমানজাতীয় দ্ব্যণুকাদিবিশিষ্ট বায়ুকণার সমুচ্চয়মাত্র। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ'। বর্ণবাদীরা বর্ণের ক্রমসাম্য স্বীকার পূর্ব্বক 'বন'শব্দ হইতে 'নব'শব্দের পার্থক্য নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু ক্রম কি বুদ্ধিগত উপাধির বিষয়ী-

---

* সহোপলম্ভনিয়মাভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ। ইত্যাদি। 'খ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ভূত নহে? 'ব'কারের কিংবা 'ন'কারের উচ্চারণকালে যন্ত্র হইতে যে সকল বায়ুকণা নিঃসৃত হয়, তাহাদের মধ্যে ত কোন ক্রমসাম্য উপলব্ধ নহে। আর বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রানুসারে বায়ুময়ী বীচিমালায় যদি ক্রম অভ্যুপগত হয়, তাহা হইলেও চিতিশক্তি হইতে অত্যন্ত প্রভিন্ন জড় কর্তৃক প্রত্যয় জাগাইবার পক্ষে এ পর্য্যন্ত কোনপ্রকার অবাধিত প্রমাণ দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই। সুতরাং কেবল জড়ধর্ম্মবিশিষ্ট বায়ুকণার দ্বারা কোন বর্ণপ্রত্যয় হয় না, কিন্তু স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্মের দ্বারাই আমাদের মধ্যে বর্ণাত্মক প্রত্যয় অভিজ্বলিত হইয়া থাকে—এইরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। বর্ণবাদের বিরুদ্ধে আমরা যে সকল কথা বলিলাম, সাংখ্যোক্ত বর্ণপ্রতীতির সম্বন্ধেও উহাই প্রযোজ্য।

মীমাংসকেরা দেবতাকে মন্ত্রময়ী বলিয়া ভাবনা করেন। যোগীরাও একথা অস্বীকার করেন না। অস্বীকার করিলে পতঞ্জলি কখনও বলিতেন না—'তস্য বাচকঃ প্রণবঃ,তজ্জপস্তদর্থভাবনা'। স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্ম যদি স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে মন্ত্রকে কে দেবতায় পরিণত করিতে পর্য্যাপ্ত হইবে? ব্রাহ্মণ আশৈশব গায়ত্রীজপ করিয়া আসিতেছেন,কিন্তু স্ফোটের অভাব হইলে তাঁহার গায়ত্রীজপ সাহিত্যিক অনুশীলনে পরিণত হইবে। কি শৈব, কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, সকলেই ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত মন্ত্রচৈতন্য, নিদ্রাভঙ্গ, কুল্লুকা, দীপনী, অশৌচভঙ্গ এবং উৎকীলনাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইষ্টমন্ত্রে যদি কোন পারমেশ্বরী শক্তি না থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা উহাকে উদ্রিক্ত করিবার চেষ্টা বাতুলতা ব্যতীত অন্য কিছুই হয় না। বহুসম্প্রদায়ের জাপকগণ 'মুখং বিন্দুবদাকারম্' ইত্যাদি বলিয়া কামকলার ধ্যান করেন। শঙ্করাচার্য্যও 'মুখং বিন্দুং কৃত্বা' ইত্যাদি বলিয়া আনন্দলহরীতে উহার সমর্থন করিয়াছেন। কামকলা

নাদোপরিস্থিত তিনটী বিন্দুর দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। ইহার রহস্য এই যে, পরব্রহ্মে বহুভবনের যে ইচ্ছাক্ষোভ হয় তাহা সর্গোন্মুখী প্রকৃতির প্রথমোচ্ছ্বাস এবং শাস্ত্রান্তরে উহা গুণত্রয়ের আকর বলিয়া বিন্দুনামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ বিন্দু হইতে অপর দুইটী বিন্দু বিভিন্ন হইলে সর্ব্বসমেত তিনটী বিন্দু নাদাত্মক শব্দব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই তিনটী বিন্দুই ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। নাদাপরপর্য্যায় শব্দব্রহ্ম কি—তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, প্রথম বিন্দু হইতে দুইটী বিন্দু বিভিন্ন হইবার কালে যে অনাহত রব উৎপন্ন হয় তাহাই নাদ বা শব্দ-ব্রহ্ম। সেইজন্য স্মৃত হইয়াছে—"ভিদ্যমানাৎ পরাদ্‌বিন্দো রুভয়াত্মরবোঽভবৎ। স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দব্রহ্মাঽভবৎ পরম্॥" শব্দব্রহ্ম স্বীকার করিলেই স্ফোটস্বীকার করা হয়, কিন্তু শব্দব্রহ্ম স্বীকার না করিলে কামকলাদির ধ্যানপ্রক্রিয়া নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। পাছে উপাস্তিরহস্য নিরর্থক হয়, পাছে শ্রুতিসম্মিত যোগশাস্ত্রের মর্য্যাদা ব্যাহত হয়, এবং পাছে পতঞ্জলিব্যাসদেবাদি ঋষিগণের বাক্যে মৃষাত্ব কল্পিত হয়, সেইজন্য আমরা স্ফোটাপরপর্য্যায় শব্দব্রহ্মের প্রতিপাদনে এইরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলাম।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রচিন্তকগণ যে ভূমিকার বিষয় গ্রহণ করেন, অধিকারীর অনুরোধে সেই ভূমিকাকে দৃঢ় রাখিবার জন্য তাঁহারা ভূমিকান্তরের অপেক্ষা রাখেন না। ভগবতী শ্রুতিস্মৃতিও অভীষ্ট ভূমিকার দৃঢ়ত্ব-সম্পাদনের নিমিত্ত কর্ম্মের প্রসঙ্গে কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখাইয়া-ছেন, আবার যখন জ্ঞানের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে তখন কর্ম্মের প্রতিষেধ করিয়া জ্ঞানকেই চরম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদনুসারে প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্য্যগণও দ্বৈতবাদের কিংবা দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ভূমিকা লঙ্ঘন করিয়া একেবারে কখন অদ্বৈতবাদাদি উচ্চতর ভূমিকার উপদেশ

দিতেন না, কারণ তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলিতেন—'নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দা স্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥' এইরূপ উপদেশপদ্ধতি বুঝিয়া অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি বলিয়াছেন—'আত্মা নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মৈব, তথাপি কর্ম্মসঙ্গিনে ন তথা বাচ্যম্'। শবরস্বামিকুমারিলাদি মনীষিগণও ক্রিয়াকর্ম্মের ভূমিকাকে দৃঢ় রাখিবার জন্য যোগ-ভূমিকার স্ফোটবাদাদি উপেক্ষা করিয়াছেন বা তৎপ্রতি তাঁহারা কোনরূপ আস্থা দেখান নাই, কিন্তু বস্তুতঃ স্ফোটখণ্ডনে তাঁহাদের কোন তাৎপর্য্য নাই।

বস্তুগতি এইরূপ কিনা—তাহা ব্যাপকদর্শী শাস্ত্রচিন্তক-গণই বিচার করিবেন। তবে শাস্ত্রে অবশ্য আমরা দেখিয়াছি—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্॥ যোজয়েৎ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥' (গীতা ৩।২৬)। এই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া ভক্তিকর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে যখন যে বিষয়টী উত্থাপিত হইয়াছে, তখন ভগবান্‌ও স্বয়ং অধিকারীর ভূমিকা দৃঢ় রাখিবার জন্য সেই সেই ভূমিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতি-পাদন করিয়াছেন। ভাবপ্রকাশেও সদানন্দবিৎস্বামীর নিকট আমরা শুনিয়াছি—

"অকর্ত্রাত্মোপদেশেন কৃতে বুদ্ধে বিচালনে।
কর্ম্মশ্রদ্ধানিবৃত্ত্যা স্যাদ্ধর্ম্মভ্রষ্টো জনস্ততঃ॥
চিত্তশুদ্ধেরভাবাৎ স্যাজ্ জ্ঞানানুৎপত্তিদূষণম্।
উভয়ভ্রষ্টতা পুংসাং স্যাত্তথোক্তং মহর্ষিণা॥
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥"

অতএব আমাদের বক্তব্য এই যে, এইরূপ প্রাচীন বর্ত্ম অনুসরণ করাই যদি ভট্টপাদাদি আচার্য্যগণের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন প্রকার অভিযোগ বা অনুযোগও থাকিতে পারে না।

স্মৃতি—২৪৭। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজ বলেন—'প্রত্যক্ষ-বুদ্ধিনিরোধে তদনুসন্ধানবিষয়ঃ স্মৃতিঃ।' অর্থাৎ প্রত্যক্ষবুদ্ধি রুদ্ধ হইলে প্রত্যক্ষবিষয়ের অনুসন্ধানকে স্মৃতি বলে। বৈশেষিক বলিয়াছেন—'আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ (প্রণিধানাদি-সংনিধানাৎ অসমবায়িকারণাৎ) সংস্কারাচ্চ স্মৃতিঃ'। অর্থাৎ আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষের নিমিত্ত এবং সংস্কারাদির নিমিত্ত স্মৃতির উদ্ভব হয়। অভিপ্রায় এই যে, অনুভবের দ্বারাই ভাবনারূপ সংস্কার উৎপন্ন হয়, এবং ঐ সংস্কারই স্মৃতি উৎপাদন করে। যোগদর্শন বলিযাছেন—'অনুভূতবিষয়াসংপ্রমোষঃ স্মৃতিঃ'। (১।১১)। অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের যথাযথ উপস্থিতির নাম স্মৃতি। ধারেশ্বর ভোজদেবের মতে প্রমাণাদিবৃত্তির অনুভব হেতুই স্মৃতির উদ্ভব হয়। ইহা হইতে উপপন্ন হইতেছে যে, স্মৃতি দ্বিবিধ—যথার্থ এবং অযথার্থ। প্রথমটী প্রমার এবং দ্বিতীয়টী অপ্রমার বিষযীভূত অবস্থাবিশেষ। জাগ্রদবস্থায় উভয়বিধ স্মৃতির সম্ভাবনা থাকিলেও স্বপ্নকালের স্মৃতিকে অযথার্থই বলা হয়। বৈদান্তিকেরা বলেন—'স্মৃতি র্মনোজন্যা ন তু সংস্কারজন্যা। সংস্কারস্তু মনসস্তদর্থসন্নিকর্ষরূপ এব'। ইহা মধ্বাচার্য্যের সমীক্ষা। অদ্বৈতমতে পূর্ব্বদৃষ্টের অবভাসই স্মৃতি।

ধর্ম্মশাস্ত্রের নামও স্মৃতি। বেদের তাৎপর্য্য অনুভব করিয়া তাহার স্মরণ-পূর্ব্বক ঋষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়াই উহার ঐরূপ নামনিরুক্তি হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি দুর্ব্বল। সেইজন্য স্মৃত হইয়াছে—'শ্রুতি-স্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী'। মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন—'শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে। তত্র শ্রৌতং প্রমাণং তু তয়ো র্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥' (ব্যাসসংহিতা ১।৪)।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে স্মৃতিকার বলিয়া মন্বত্রি-বিষ্ণুহারীত ইত্যাদি কুড়িজন ঋষির নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উক্ত সংখ্যা নিঃশেষীকৃত নহে, কারণ পদ্মপুরাণের মতে

এই সকল ঋষিগণও স্মৃতিকার—মরীচি, পুলস্ত্য, প্রচেতাঃ, ভৃগু, নারদ, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দেবল, ঋষ্যশৃঙ্গ, গর্গ, বৌধায়ন, পৈঠীনসি, জাবাল বা জাবালি, সুমন্ত, পারস্কর, লৌগাক্ষি, কুথুমি। পদ্মপুরাণের এইরূপ নামোল্লেখও দার্ষ্টান্তিক বা নিদর্শন-স্থানীয়, কারণ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের বজ্রসংবাদবক্তা মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিও স্মৃতিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তন্ত্রের ন্যায় স্মৃতিও তিন প্রকার—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী। যে সমস্ত স্মৃতি জ্ঞান বা বৈরাগ্যের উদ্রেকপূর্ব্বক পুরুষকে মোক্ষের প্রতি অভিমুখী করায়, তাহাদিগকে সাত্ত্বিকী স্মৃতি বলে। সাত্ত্বিকী স্মৃতির উদাহরণ, যেমন—'বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি। একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোহয়ং মুখ্য উচ্যতে'॥ (দক্ষস্মৃতি ৭।১৫), 'অধীত্য বিধি-বদ্ বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ। ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈ র্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥' (মনু ৬।৩৬), ইত্যাদি। যে সমস্ত স্মৃতি ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য উৎপাদন করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে, তাহাদিগকে রাজসী স্মৃতি বলে। এই জাতীয় স্মৃতি বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, জাতিবিভাগ, সমাজপদ্ধতি, ধর্ম্মনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতিপ্রভৃতি বিষয়ের উপদেশ দিয়া মনুষ্যজীবনের ন্যায়সঙ্গত ঐহিক সুখ এবং ধর্ম্মসঙ্গত পারত্রিক মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে মানুষ ন্যায়তঃ এবং ধর্ম্মতঃ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তজ্জন্য ঋষিগণ নানাভাবে রাজসিক স্মৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। পাছে সাংসারিক সুখের ব্যাঘাত হয়, সেইজন্য নারদ বলিয়াছেন—'প্রত্যুদ্বাহো নৈবকার্য্যো নৈকস্মিন্ দুহিতৃদ্বয়ম্। ন চৈকজন্যয়োঃ পুংসো রেকজন্তে তু কন্যকে॥ অর্থাৎ বিবাহে পরিবর্ত্ত করিবে না, একটী পাত্রকে দুইটী কন্যা দিবে না, এমন কি কাহারও দুইটী পুত্রের সহিত দুইটী কন্যার বিবাহ দিবে না। ইহা রাজসী স্মৃতির উদাহরণ। বিবাহ সংস্কা-

রের পর পতি যদি স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকের আত্মমর্য্যাদা পূর্ব্বের ন্যায় সংরক্ষিত হইবে না এবং সমাজও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। সেই জন্য মনু বলিলেন—'উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিণম্। ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্॥' অর্থাৎ পতি যদি উন্মত্ত, পতিত, ক্লীব, বীজবহিত ও কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত হয় এবং সেইজন্য স্ত্রী যদি তাহার পরিচর্য্যা না করে, তাহা হইলেও স্ত্রীত্যাগ বা স্ত্রীধনের অপহরণ সঙ্গত নহে। ইহাও রাজসী স্মৃতি। সত্ত্বগুণসম্ভূত মৈত্রীকরুণাদিভাবের উদ্রেক করিবার জন্য 'নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসা' (৫।৪৮) ইত্যাদি বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও মাংসাদি-বিষয়ে রজোগুণসম্পন্ন মনুষ্যগণেব স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি দেখিয়া অথবা কখন কখন জীবনধারণের নিমিত্ত মাংস-ভোজনেব আবশ্যকতা দেখিয়া ভগবান্ মনু বলিলেন—'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েদ্ মাংসং ব্রাহ্মণানাং চ কাম্যয়া। যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যযে॥' (৫।২৭)। পাছে অহিংসাদি-রূপ সাধনের কঠোরতা দেখিয়া মনুষ্যগণ বৃথাহিংসাদি অবলম্বন করে, সেইজন্য তিনি নিয়মিত মাংসাদিসেবনের অনুজ্ঞা দিয়া পুনরায় বলিলেন—'ন মাংস-ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥' (৫।৫৬)। এই জাতীয় উভয়গুণগ্রাহি স্মৃতি সমূহ রাজসিক বলিয়া অভিহিত হয়। আর যে সমস্ত স্মৃতি কেবল রাজসীস্মৃতির উদ্দেশ্য রক্ষা করিবার জন্য মনুষ্যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির অনুকূলতা সম্পাদন করে, তাহার নাম তামসী স্মৃতি। তামসী স্মৃতির উদাহরণ, যেমন—'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥'* মনু যেমন 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'

* যাঁহারা বিধবা বিবাহের অনুকূলে যুক্তি দিয়া থাকেন, তাঁহাদের দৃষ্টি অবলম্বন করিলে প্রমাণটীকে তামসিক বলিতে হইবে; কিন্তু পরাশরমাধবীয়ের দৃষ্টি অবলম্বন করিলে ইহাকে রাজসিক বলিতে হইবে।

পরিশিষ্ট (খ)।

এই গ্রন্থে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদেব পৃষ্ঠাঙ্ক এবং আকরাদি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অংশাংশিত্বেঽপি নৈব স্যাৎ পূর্ব্বোক্তাদেব কারণাৎ।
ক্ষণভঙ্গে চ ভাবানাং প্রত্যভিজ্ঞাদ্যসম্ভবঃ॥

পরিশিষ্ট ১। সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক।

অংশো নানাব্যপদেশাৎ, অন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে।

কালিকা ৬২, পরিশিষ্ট ২০৮। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৪২।

মন্তব্যপ্রকাশ। যজুর্ব্বেদের একত্রিশ অধ্যায়স্থিত পুরুষসূক্তে আম্নাত হইয়াছে—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'। এই জাতীয় অংশাংশিসম্বন্ধ-প্রতিপাদক মন্ত্রবর্ণহেতু সূত্রটীতে জীব ও পরমেশ্বরের সম্বন্ধ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ'। ববাহপুবাণে উক্ত হইয়াছে—'পুত্রভ্রাতৃসখিত্বেন স্বামিত্বেন যতো হরিঃ। বহুধা গীয়তে বেদৈ র্জীবোংশ স্তস্য তেন তু॥' এই সমস্ত শাস্ত্রোক্তি দেখিয়া সাত্বতসম্প্রদায়ভুক্ত মধ্বাচার্য্যাদি ভেদবাদিগণ অংশশব্দেব দ্বারা পরমেশ্বরের সহিত জীবের সেব্যসেবকসম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই সূত্রের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে—'মাং রক্ষতু বিষ্ণু র্নিত্যং পুত্রোঽহং পবমাত্মনঃ।' এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তিনি তত্ত্ববিবেকে এবং তত্ত্ব-সংখ্যানে বলিয়াছেন—'স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে'। বেদান্তের ঐ

সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বিজ্ঞান ভিক্ষুও দ্বৈত-তত্ত্ব প্রতি-পাদন করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছেন।

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী' ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রের উদাহরণ দেখাইয়া ঔড়ুলোমিমতাবলম্বী ভেদাভেদবাদিগণ বলেন যে, পটের সহিত তন্তুর যে সম্বন্ধ দেখা যায়, পরমেশ্বরের সহিত জীবের সেইরূপ সম্বন্ধ দেখাইবার জন্য 'অংশো নানাব্যপদেশাৎ' ইত্যাদি সূত্রের সন্নিবেশ হইয়াছে। ভেদাভেদবাদিগণের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সূত্রটী ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আবার আশ্মরথ্যমতাবলম্বী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ ভোক্তৃভোগ্য-নিয়ামকের সম্বন্ধহেতু অবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে আবির্ভূত বিশিষ্ট পদার্থের ত্রিত্ব কল্পনা করিয়া সূত্রটীর ব্যাখ্যাচ্ছলে বলেন—'ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ। ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎপুনঃ॥'

কাশকৃৎস্নীয়-মতাবলম্বী অভেদবাদিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্যবহারদশায় উপাধি-কল্পিত ভেদ অবলম্বন করিয়া সূত্রটীতে জীবেশ্বরের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে। সুতরাং পদার্থের বাস্তবভেদ প্রতিপাদন করা সূত্রের তাৎপর্য্য নহে। কারণ তাহা হইলে অভেদাত্মক শ্রুতিসমূহ পরমার্থ দৃষ্টিতে ব্যর্থ হইবে এবং পুরুষরচিত বাক্যের ন্যায় অদ্বৈতশ্রুতির মৃষার্থতা নিবারণ করা দুর্ঘট হইয়া পড়িবে।

প্রকৃতপক্ষে "দ্বৈতাদদ্বৈতমভয়ং ভবতি"—এই জাতীয় শ্রৌত প্রমাণহেতু ভেদ, ভেদাভেদ এবং অভেদ এই তিনটী মত বাদ সাধনার ক্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। অধিকারী যেরূপ শক্তিশালী হইবেন, সূত্রটীও তাঁহার নিকট সেইরূপ প্রতীয়মান হইবে। এমন কি, গুণোপসংহার ন্যায় অবলম্বন করিয়া আমরা মনে করি যে, অভেদবাদেও শাস্ত্র সাধনা বিষয়ক কয়েকটী ক্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথম অবস্থায় অধিকারীকে

উপদেশ দিবার জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন—'জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধ-সত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।' এই জাতীয় শ্রৌত প্রমাণের বিবৃতি করিয়া স্মৃতিও বলিয়াছেন—'নিষ্কৌতুকং নিরারম্ভং নিরীহং সর্ব্বমেব চ। নিরংশং নিরহংকারং চিদাত্মান-মুপাস্মহে॥' ধ্যাতা এবং ধ্যেয় বা উপাস্য এবং উপাসক প্রভৃতি সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এইরূপ অনুশীলনকে ব্রহ্মসাধনার প্রথম ক্রম বলা হইতেছে। দ্বিতীয়াবস্থায় সাধনপ্রণালী দেখাইবার নিমিত্ত শ্রুতি বলিয়াছেন—'ত্বং বা অহমসি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে।' শ্রুতির তাৎপর্য্য অনুসরণ করিয়া স্মৃতিও সাধকেব চিন্তাধারা পরিচালন করিবার জন্য বলিলেন—'সমঃ স্বস্থো বিশোকোঽস্মি ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা। কলাকলঙ্কমুক্তোঽস্মি সর্ব্বমস্মি নিরাময়ঃ॥' উপাস্য-উপাসকসম্বন্ধ বিগলিত হইলেও কতকপরিমাণে চিন্তাধারা বিদ্যমান আছে বলিয়া ইহাকে ব্রহ্ম সাধনার দ্বিতীয় ক্রম বলা হইতেছে। তৃতীয়াবস্থার সাধনপ্রণালী দেখাইবার জন্য আম্নাত হইয়াছে—'তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্'। লীলামাধুর্য্য বৃদ্ধি করিবাব নিমিত্ত এই সাধনরহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া জগৎপিতাকে জগজ্জননী বলিযাছিলেন—

নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ।
নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ॥
এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্॥

ধারাবাহিক চিন্তা বিগলিত হইলেও সদ্বাসনার সংস্কার বর্ত্তমান আছে বলিয়া এবং ঐরূপ সংস্কার থাকিলে জ্ঞানের আপেক্ষিকতা নির্ম্মূল হয় না বলিয়া ইহাকে ব্রহ্মসাধনার তৃতীয় ক্রম বলা হইতেছে। তুরীয়াবস্থা অদ্বৈত জ্ঞানের চরম ক্রম।

কারণ সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এইস্থলে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান হয় বলিয়াই ইহার নাম একাত্ম-প্রত্যয়সার। আপেক্ষিক জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত এই অবস্থাকে অলক্ষণ বলে। মনোনাশ সংঘটিত হইলে চিন্তাকার্য্য সম্ভবপর নহে এবং তুরীয়াবস্থায় মনোনাশ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য ইহাকে অচিন্ত্য বলা হয়। এরূপ অবস্থা কখন চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হইতে বা হস্তপদাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা অধিগত হইতে শ্রুত হয় নাই। সেইজন্য ইহা অদৃষ্ট এবং অগ্রাহ্য। ইহাতে নিখিল জগৎপ্রপঞ্চ বিগলিত হয় বলিয়া ইহা উপশান্ত। এই অবস্থা বাক্যের অতীত, সুতরাং ইহা অব্যপদেশ্য। ইহা কর্ত্রাদি-কারক-ব্যাপারেব বিষয়ীভূত নহে বলিয়া ইহাকে শাস্ত্র অব্যবহার্য্য বলিয়াছেন। এই সমস্ত কারণ-বশতঃ বেদে আম্নাত হইয়াছে—'অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্য-মলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে'। মানবপ্রবৃত্তির নিষ্পত্তি কবিবার জন্য ঋষিগণ সমাধিযোগে এই অবস্থার অনুভব করিয়াছেন; কিন্তু সমাধিযোগে যাহা অনুভব করিয়াছেন, ব্যুত্থানে তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিতে সমর্থ না হইয়া মুক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'সত্যং শিবং সুন্দরম্'।

অকর্ত্রাত্মোপদেশেন কৃতে বুদ্ধে বিচালনে।
কর্ম্মশ্রদ্ধা নিবৃত্ত্যা স্যাৎকর্ম্মভ্রষ্টো জনস্ততঃ॥
চিত্তশুদ্ধেরভাবাৎ স্যাজ্ জ্ঞানানুৎপত্তি-দূষণম্।
উভয়ভ্রষ্টতা পুংসাং স্যাত্তথোক্তং মহর্ষিণা॥
অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৭৩। ভাবপ্রকাশে—সদানন্দবিৎ।

অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
ইষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥

কালিকাভাস ৪৪৯। আভাণক।

মন্তব্যপ্রকাশ। তত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতিমিশ্র শ্লোকটীর প্রয়োগ করিয়াছেন।

অক্ষপাদ-প্রণীতে চ কাণাদে সাংখ্যযোগয়োঃ।
ত্যাজ্যঃ শ্রুতিবিরুদ্ধাংশঃ শ্রুত্যেকশরণৈ র্নৃভিঃ॥
জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধাংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থ-বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ॥

পরিশিষ্ট ২। পরাশর উপপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। "যৎপরো হি শব্দঃ স শব্দার্থঃ"— এই ন্যায় অবলম্বনপূর্ব্বক সংকল্পিত অর্থের অতিরিক্ত ভাগ ত্যাগ কবিবার জন্য প্রমাণবচন স্মৃত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টিসহকারে যোগদর্শনের প্রধানাদি তত্ত্বাংশই নিবাকৃত হইয়া থাকে।

অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।
কালিকা ৮২। শতপথ ব্রাহ্মণ ২।৬।৩।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রের পঞ্চমাদি অধ্যায়ে চাতুর্মাস্যযাগের বিবরণ দ্রষ্টব্য। বরাহপুরাণে এবং মৎস্যপুরাণেও ইহার বিষয় বিবৃত হইয়াছে।

অক্ষরাণামকারস্ত্বং স্ফোটস্ত্বং বর্ণসংশ্রয়ঃ।
পরিশিষ্ট ২৫৪। হরিবংশ ১৬।৫২।

অক্ষরাণামকারোঽস্মি।
পরিশিষ্ট ২৫৫। গীতা ১০।৩৩।

অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্।
পরিশিষ্ট—২৫৫। শিষ্টসম্মিতশ্রুতি।

মন্তব্য-প্রকাশ। মাণ্ডূক্যভাষ্যের টীকায় আনন্দ-গিরি শ্রুতিটী প্রয়োগ করিয়াছেন।

অকালে কৃতমকৃতং স্যাৎ।
পরিশিষ্ট ১২৩। মীমাংসা ন্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। উৎকলের পণ্ডিত বিদ্যাধর বাজপেয়ী তাঁহার স্মৃতিসংগ্রহে এই প্রমাণটী উদ্ধার করিয়াছেন—'অকালে চেৎ কৃতং কর্ম্ম কালে তস্ত পুনঃ ক্রিয়া। কালাতীতন্তু যৎকুর্য্যাদকৃতং তদ্ বিনির্দ্দিশেৎ ॥'

অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিণী।

পরিশিষ্ট ১৯০। বোধসার।

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। ইত্যাদি।

কালিকা ১৮২, পরিশিষ্ট ২৩৪। সামবেদ—আং ১।

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণি ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

আততায়িন ইত্যাদি শ্লোক। বশিষ্ঠ-স্মৃতি ৩।১৯।

অগ্নিপকাশনো বা স্যাৎ কালপকভুগেব বা।
অশ্মকুট্টো ভবেদ্ বাপি দন্তোলূখলিকোঽপি বা ॥

পরিশিষ্ট ৮৪। মনুসংহিতা ৬।১৭।

অগ্নিহোত্রং জুহোতি, যবাগুং পচতি।

পরিশিষ্ট ১২৪। মীমাংসা ন্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। লৌগাক্ষিভাস্কর প্রণীত অর্থসংগ্রহের অর্থক্রমলক্ষণে ন্যায়টী ব্যবহৃত হইয়াছে।

অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ।

পরিশিষ্ট ২০১। শতপথ ব্রাহ্মণ ২।

অগ্নিহোত্রী তপস্বী চ বেদমধ্যাপয়েচ্চ যঃ।
সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥

পরিশিষ্ট ১৪। ব্যাসসংহিতা ৭।৪৩।

অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত।

কালিকা ২২৬, ২৩৫। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ২।৬।

অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

কালিকা ৪৫৮। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।২। পৈঙ্গলোপনিষৎ। যোগচূড়ামণি-উপনিষৎ।

অঘোষমব্যঞ্জনমস্বরং চাপ্যতালুকণ্ঠৌষ্ঠমনাসিকং চ।
অরেখজাতং পরমূষ্মবর্জ্জিতং তদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ॥

পরিশিষ্ট ২৫৮। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয়-উত্তরগীতা।

অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণং চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ॥

পরিশিষ্টং ২০০-১। বিষ্ণুপুরাণ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। ইত্যাদি

ভাষ্য ৩৪৮। কঠোপনিষৎ ৬।১৭।

অচিন্তনং পদার্থানাং ন্যায়ং ন্যায়বিদো বিদুঃ।
অন্যায়মার্গবসিকঃ স কথং ন্যায়শাস্ত্রবিৎ॥

পরিশিষ্ট ১৩৭। বোধসার।

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

পরিশিষ্ট ২৫৯, ২৬২। পৌরাণিক প্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। শঙ্করভাষ্যাদিতে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ সঙ্কল্পমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ১৯০। গোরক্ষসংহিতা ১।৪৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। কালীতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—
'অজপা নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা'।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং নমামঃ।
অজা যে তাং জুষমাণাং ভজন্তে জহত্যেনাং ভুক্তভোগাং নুমস্তান্॥

কালিকাভাস ৪৭১। তত্ত্বকৌমুদী—মঙ্গলাচরণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা স্বকীয়-পরকীয় শ্লোকের উদাহরণ। শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রে যোগবিয়োগ করিয়া প্রাচীন প্রথানুসারে বাচস্পতি মিশ্র ইহা রচনা করেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মঙ্গলাচরণে পঠিত হইয়াছে—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিতি তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো নিসর্গবিমলং পরমস্য বিষ্ণোঃ।
দেবস্য ধীমহি ধিয়োঽধিগতং বয়ং যো
যত্নান্ন ঈহিতমতীঃ স্ম প্রচোদযাদ্ ওঁ॥১।১।
অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥

কালিকা ১০২, ২০৩। শ্বেতাশ্বতর ৭।৫।

অজায়মানো বহুধা বিজাযতে।

ভাষ্য ৯৪। মুদ্গলোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। গৌড়পাদ বলিয়াছেন—'নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি। অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ॥' ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহার ভাষ্যে এবং শ্রীধর স্বামী ভাগবতভাবার্থ-দীপিকায় প্রমাণটী ব্যবহার করিয়াছেন।

অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ।
মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিযোজিতঃ॥

পরিশিষ্ট ২৭০,২৮২—গীতার ভাবপ্রকাশে সদানন্দবিৎ।

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।

ভাষ্য ৩৬, পরিশিষ্ট ৫০। গীতা ৫।১৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে, পুরুষ-প্রকৃতির অধ্যাসকে লক্ষ্য করিয়া 'অজ্ঞান'শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ভেদাভেদবাদী বেদান্তীর মতে 'অজ্ঞান' শব্দের দ্বারা কর্ম্মসংস্কার উদ্দিষ্ট হইয়াছে। নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈত-বাদিগণ মায়ার আবরণশক্তিকে 'অজ্ঞান' বলিয়া থাকেন।

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বর-প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা ॥

পরিশিষ্ট ১৪১। মহাভারত—বনপর্ব্ব ৩০।২৮।

অণোবণীয়ান্ মহতো মহীযানাত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমীশম্ ॥

কালিকা ৩৭৮। শ্বেতাশ্বতর ৩।২০।

মন্তব্যপ্রকাশ। শঙ্খীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে মন্ত্রটী এইরূপে স্মৃত হইয়াছে—অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাঽস্য জন্তো নিহিতো গুহায়াম্। তেজোময়ং পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্ মহিমানমাত্মনঃ॥৭।১৯। আবার যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে মন্ত্রটীর এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়া-
নাত্মাঽস্য জন্তো নিহিতো গুহায়াম্।
তমদ্ভুতং পশ্য বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা
প্রয়াণকালেঽপি বিহীন-শোকম্ ।১২।৩৪।

কিন্তু কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বর গীতায় স্মৃত হইয়াছে—
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
মহাদেবঃ প্রোচ্যতে বিশ্বরূপঃ ।৮।১৭।

অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যু বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্ সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ॥

পরিশিষ্ট ১৬৪। বিবেকচূড়ামণি।

অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ সন্ নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।
বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন॥

পরিশিষ্ট ২৩০। বিবেক-চূড়ামণি।

অতিবাদাং স্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।

পরিশিষ্ট ৫। মনু ৬।৪৭। বিষ্ণুভাগবত ১১।১৮।৩১ এবং ১২।৬।৩৪।

অতিবাদাং স্ত্যজেৎ তর্কান্ পক্ষং কংচন নাশ্রয়েৎ।

পবিশিষ্ট ৫। নাবদপরিব্রাজকোপনিষদ্ ৫।২১।

অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।

কালিকাভাস ৩৯৭। সপ্তশতী ৫।১২।

অতীতেঽনাগতেঽপ্যর্থে সূক্ষ্মে ব্যবহিতেঽপি বা।
প্রত্যক্ষং যোগিনামিষ্টং কৈশ্চিদ্ মুক্তাত্মনামপি॥

পরিশিষ্ট ১৮২। শ্লোকবার্ত্তিক—প্রত্যক্ষসূত্র ২৬।

অতীন্দ্রিয়ানসংবেদ্যান্ পশ্যন্ত্যার্ষেণ চক্ষুষা।
যে ভাবান্ বচনং তেষাং কোঽতিক্রামিতুমর্হতি॥

পরিশিষ্ট ১৭৪। কাশিকাধৃত প্রমাণ-বচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকবার্ত্তিকেব চোদনাসূত্রস্থিত ১৪৩ শ্লোক-ব্যাখ্যায় সুচবিত মিশ্র প্রমাণটী উদ্ধার করিয়াছেন।

অন্তোঽত্র পুন্নিমিত্তত্বাদুপপন্না মৃষার্থতা।
ন তু স্যাৎ তৎস্বভাবত্বং বেদে বক্তুরভাবতঃ॥

পরিশিষ্ট ২০৪, ২৬৮। শ্লোকবার্ত্তিক—চোদনাসূত্র ১৬৯।

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।
উভয়োরন্তরং মত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥

স্নানাদ্ ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডপুবাণোক্ত উত্তরগীতা ১।৫৭।

অত্র তুনোক্তং তত্রাপিনোক্তমতঃ পৌনরুক্ত্যম্।

পরিশিষ্টে প্রভাকর। লৌকিকপ্রসিদ্ধি।

অত্র প্রাগ্ভাবনাভ্যস্তং যোগভূমিক্রমং বুধাঃ।
দৃষ্ট্বা পরিপতন্ত্যচ্চৈকন্তরং ভূমিকাক্রমম্॥

কালিকা ৩৬১। যোগবাশিষ্ঠ—নির্ব্বাণ প্রং ১২৬।৫১।

অথ ব্রাহ্মণঃ।

কালিকা ১৪৫। বৃহদারণ্যক ৩।৫।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। সম্পূর্ণ শ্রুতিটী ১৬৯ পৃষ্ঠার কালিকায় এবং উহার ব্যাখ্যাদি ১৭০ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। 'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদি প্রমাণটী দেখুন। বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—

অথ ব্রাহ্মণ ইত্যুক্ত্যা ফলাবস্থাঽস্য ভণ্যতে।
ভেদসংসর্গহীনোঽর্থঃ স্বমহিম্নি ব্যবস্থিতঃ॥
সাক্ষাদিত্যাদিরূপোঽথ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ উচ্যতে। ১৯০।

অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসংবিশন্তি।

ভাষ্য ১১৫। ছান্দোগ্য ৫।১০।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইষ্টাপূর্ত্তের ফলশ্রুতি লিখিত-সংহিতায় দৃষ্ট হইবে। 'ইষ্টাপূর্ত্ত' দেখুন।

অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণম্? ন কিঞ্চিৎ। তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢং ন হি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোঽসৌ তর্হি? কারণত্বম্।

পরিশিষ্ট ২১৩। উদয়নাচার্য্য।

অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশংগতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ॥

কালিকা ৪৯। মহাভারত—বনপর্ব্ব ২৯৬।১৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং পাশবদ্ধং বশংগতম্।
আকৃষ্য দক্ষিণামাশাং প্রযযৌ সত্বরং তদা॥ ২।৩৭।৪২।

অথাত আদেশো নেতি নেতি।
ন হ্যেতস্মাদ্ ব্রাহ্মণো নেত্যন্যৎ পরমস্তি।
অথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি।
প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্।

কালিকা ২৮৪। বৃহদারণ্যক ২।৩।৬।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

কালিকা ৩৫৯। ব্রহ্মসূত্র ১।১।১।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

পরিশিষ্ট ১৭৮। শাণ্ডিল্য-সূত্র।

অথার্ব্বাগেনমেতাস্বেবাপ্স্বন্বিচ্ছ।

কালিকা ৩৭৪। গোপথ ব্রাহ্মণ ১।৪।

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥

কালিকা ২১৪। গীতা ১৭।২২।

মন্তব্যপ্রকাশ। কোন্ স্থানে দান করিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা শঙ্খীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। শাতাতপ ও দেবল দানসম্বন্ধে বহুবিষয় স্মরণ করিয়াছেন। অগ্নি, কূর্ম্ম, স্কন্দ ও বরাহাদি পুরাণও দানের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। নিবন্ধকার হেমাদ্রির দানখণ্ডে ঐ সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভবদেব ভট্টের দানধর্ম্মপ্রক্রিয়া এবং রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বাদিগ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

কালিকা ৪৫৮। তৈত্তিরীয় আং ১।২। পৈঙ্গলোপনিষৎ। যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥

পরিশিষ্ট ৬। কুলার্ণবতন্ত্র-১ম উল্লাস।

-মন্তব্যপ্রকাশ। দক্ষসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—

অদ্বৈতং চ তথা দ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিত্যেতৎ পারমার্থিকম্॥

অদ্বৈতাখ্যং মতং বিহায় ঝটিতি দ্বৈতী প্রবৃত্তো ভব।
সোঽহং জ্ঞানমিদং ভ্রমস্ত্যজ ভজ পাদপদ্মং হরেঃ॥

পরিশিষ্ট ৯৪। শ্রীভাষ্যধৃতশ্লোক।

অধমা প্রতিমাপূজা জপস্তোত্রাদি মধ্যমা।
উত্তমা মানসী পূজা সোঽহং পূজোত্তমোত্তমা॥

পরিশিষ্ট ১২০। ভাবচূড়ামণিতন্ত্র।

অধরোত্তরলোকেভ্যো মহাংশ্চ পরিমাণতঃ।
হৃদয়ং সপ্তলোকানাং মহস্তেন নিগদ্যতে॥

পরিশিষ্ট ১৮০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। হলায়ুধ একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ এবং লক্ষণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মধ্বাচার্য্য, বোপদেব, হেমাদ্রি, শ্রীহর্ষ, প্রকাশাত্ম মুনি এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়াদি মনীষিগণ অল্পবিস্তরভাবে ইহার সামসময়িক।

অধীহি ভগব ইতি।

ভাষ্য ১৮৮। ছান্দোগ্য ৭।১।১।

অধীতবেদবেদার্থোঽপ্যত এব ন মুচ্যতে।
হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্তাদিদমেব চ দর্শিতম্॥

পরিশিষ্ট ১৩৬। সম্বন্ধবার্ত্তিক।

অধীত্য বিধিবদ্ বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈ র্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥

পরিশিষ্ট। ২৭৫। মনুসংহিতা ৬। ৩৬।

অধ্যাপিতা যে গুরুন্নাদ্রিয়ন্তে বিপ্রা বাচা মনসা কর্ম্মণা বা।

কাশিকা ৩৪৮। নিরুক্ত ২।১।

অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।
শিষ্যাণাং বোধসিদ্ধ্যর্থং কৃতজ্ঞৈঃ কল্পিতঃ ক্রমঃ॥

কালিকা ১৮৯, ১৯০, ২৭৫-৮০। পরিশিষ্ট ১২৪।
পারমর্ষী গাথা।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণে পরমেশ্বর বিশ্বব্যাপী হইয়াও দহরাকাশে উপসংহৃত হইয়াছেন। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ছান্দোগ্যোপনিষৎ তাঁহাকে প্রপঞ্চময় বলিবার পর পুনরায় 'অসদেবেদমগ্র আসীৎ' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা কার্য্যত্ব বারণ করিয়া তাঁহার কারণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। অন্যান্য উপনিষদও নানাবিধ পদার্থকে ব্রহ্ম বলিয়া পরে 'নেতি নেতি' বাক্যের দ্বারা উহার ব্রহ্মত্ব প্রতিষেধ করিয়াছেন। বরাহোপনিষদ্ আবার স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিয়াছেন—ভাতীত্যুক্তে জগৎ সর্ব্বং ভানং ব্রহ্মৈব কেবলম্। (৭২)। এই সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যনির্ণয়ের নিমিত্ত ব্যবহারিক সত্তার কারণনির্দ্দেশপূর্ব্বক কঠরুদ্রে আম্নাত হইয়াছে

নিমিত্তং কিঞ্চিদাশ্রিত্য খলু শব্দঃ প্রবর্ত্ততে।
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে নিমিত্তানামভাবতঃ॥ (৩১)।

জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে শ্রুতির এইরূপ হৃদ্‌গত আশয় দেখিয়া সমগ্র বেদবেদান্তের তাৎপর্য্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রাচীনকালে অভিযুক্তেরা এই শ্লোকটী রচনা করেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই আভাণক হইতেই সুপ্রসিদ্ধ 'অধ্যারোপ-অপবাদ'—ন্যায়ের প্রচার হইয়াছে। প্রথমতঃ উপাসনার নিমিত্তই ন্যায়টী উদ্দিষ্ট হইলেও গৌড়পাদ আচার্য্যের সময় হইতে উহা লোকগম্য হইতে আরব্ধ হয়। এই ন্যায়ের তত্ত্ব

উপলব্ধি করিয়া ভগবান্ 'শঙ্করাচার্য্য 'অধ্যাস্য'দি শব্দের আলোচনা করিয়াছেন। তারপর অন্যান্য গ্রন্থে উহা আচরিত হয়।

অনধীতে মহাভাষ্যে ব্যর্থা স্যাৎ পদমঞ্জরী।
অধীতেঽপি মহাভাষ্যে ব্যর্থা সা পদমঞ্জরী॥

পবিশিষ্ট ১২৪। লৌকিক-ন্যায়।

অনধীত্য দ্বিজো বেদাননন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

পবিশিষ্ট ১৭৬। লঘ্বাশ্বলায়নস্মৃতি-বর্ণধর্ম্ম প্রং ২৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। মনুও বলিয়াছেন—
যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ ২। ১৬৮।

অনন্দা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাঽবৃতা।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

ভাষ্য ৮৪, ১০৯। বৃহদারণ্যক ৪। ৪। ১১।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভাষ্যে দ্বিতীয় চরণটির ঐরূপ পাঠ থাকিলেও উপনিষদে আমরা এইরূপ পাঠ পাইয়া থাকি—'তাং স্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্য-বিদ্বাংসোঽবুধা জনাঃ'।

অনপেক্ষত্বাৎ।

পরিশিষ্ট ২৫০। জৈমিনি সূত্র ১।১।৯ এবং ২১।

অনাকাররূপং শূন্যং শূন্যং মধ্যে নিরঞ্জনঃ।
নিরাকারমঙ্গজ্যোতিঃ সংজ্যোতির্ভগবানয়ম্॥
শূন্যরূপং নিরাকারং সহস্রবিঘ্ননাশনম্।
সর্ব্বপরঃ পরো দেবস্তস্মাত্বং বরদো ভব॥

কালিকাভাস ৩৮৯। শূন্য-পুরাণ।

অনাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানমিত্যভিধীয়তে।

পরিশিষ্ট ১০০। শিষ্টসম্মিতস্মৃতি।

অনাগতং ন ধ্যায়েচ্চ নাতীতমনুচিন্তয়েৎ।
বর্ত্তমানমুপেক্ষেত কালাকাঙ্ক্ষী সমাহিতঃ॥

আশাম্বর ইত্যাদি প্রমাণ। অনুগীতা ৪৬।৪২

অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

পরিশিষ্ট ২১৬, ২৬৮। বাক্যপদীয়-ব্রহ্মকাণ্ড ১।১।

অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ॥

পরিশিষ্ট ২৪১। মনুসংহিতা ১।২১।

মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম—(২৩১।৫৭)।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে।

কালিকা ২৭৬। গীতা ১৩।১২।

মন্তব্য-প্রকাশ। শ্লোকটী ঋগ্বেদীয় নাসদাসীয় মন্ত্রের অনুস্মরণ মাত্র।

অনাদিমায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা॥

কালিকা ৯৫। মাণ্ডূক্য-কারিকা-আগম প্রং ১৬।

অনাদিরনির্ব্বাচ্যা ভূতপ্রকৃতিশ্চিন্মাত্রসম্বন্ধিনী মায়া তস্যাং চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ।

মায়ামাত্রবিকাসত্বাৎ ইত্যাদি প্রমাণ। সিদ্ধান্তলেশ।

অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ।

পরিশিষ্ট ২৭৭। সাংখ্য-সূত্র ৪।১২।

মন্তব্য প্রকাশ। বিষ্ণুভাগবতের একাদশ স্কন্ধে স্মৃত হইয়াছে—

গৃহারম্ভোঽতিদুঃখায় বিফলশ্চাধ্রুবাত্মনঃ।
সর্পঃ পরকৃতং বেশ্ম প্রবিশ্য সুখমেধতে॥ (৯।১৫)

মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে—গৃহারম্ভো হি দুঃখায়

ন সুখায় কদাচন। ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ১৭৮।১০।

অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।

কালিকা ৩৫৯। ব্রহ্মসূত্র ৪।৪।২২।

মন্তব্য-প্রকাশ। ইহাই বেদান্তের শেষসূত্র। সাংখ্যের শেষসূত্র—'যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ। এই দুইটী সূত্র চিন্তা করিলে সাংখ্য ও বেদান্তের ব্যবধান বুঝিতে পারা যাইবে।

অনুপলভ্যাত্মানম্ ইত্যাদি।

ভাষ্য ৩২। ছান্দোগ্য ৮।৮।৪।

অনুভব এব হি ধর্ম্মিণো ধর্ম্মাদীনাং ভেদাভেদৌ ব্যবস্থাপয়তি। ন হ্যৈকান্তিকেঽভেদে ধর্ম্মাদীনাং ধর্ম্মিণো ধর্ম্মিরূপবদ্ ধর্ম্মাদিত্বম্। নাপ্যৈকান্তিকে ভেদে গবাশ্ববদ্ ধর্ম্মাদিত্বম্।

পরিশিষ্ট ২২৫। তত্ত্ব-বৈশারদী।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।

পরিশিষ্ট ২৭৪। যোগদর্শন ১।১১।

অনুভূতিং বিনা মূঢো বৃথা ব্রহ্মণি মোদতে।
প্রতিবিম্বিতশাখাগ্রফলাস্বাদনমোদবৎ॥

পরিশিষ্ট ৫৭। মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২২।

অনুভূতিঃ স্মৃতিশ্চ স্যাদনুভূতিশ্চতুর্ব্বিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যনুমিতি স্তথোপমিতিশব্দজে॥

পরিশিষ্ট ৬১। ভাষাপরিচ্ছেদ।

অনৃতাদাত্মানং জুগুপ্সেত।

পরিশিষ্ট ২০৮। মহানারায়ণোপনিষৎ ৮.২।

অন্তর্জানুকরং কৃত্বা সকুশং তু তিলোদকম্।
ফলাংশমভিসন্ধায় প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

পরিশিষ্ট ৮৮। গৌতমোক্তি।

অন্তর্ব্বহি র্যদা দেবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।
দাসোঽহং ভাবয়ন্নেব দাকারং বিস্মরত্যসৌ।

কালিকাভাস ৪১৯। বোধসার-ভক্তিরসায়ন।

অন্তর্হৃদয়াকাশশব্দম্।

পরিশিষ্ট। মৈং উপনিষৎ ৬।২২।

অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃ পূর্ণো বহিঃ পূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবাম্বরে॥

পরিশিষ্ট ৭০। বরাহোপনিষৎ ৪।১৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা দ্বারা সমাধিস্থ দেহীর লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। উত্তরগীতায় স্মৃত হইয়াছে—সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণম্। ত্রিশূন্যং যো বিজানীযাৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥ ১৩। ত্রিশূন্য অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তমোবর্জ্জিত ব্রহ্ম। ঐ গ্রন্থে আবার স্মৃত হইয়াছে—ঊর্দ্ধশূন্যমধঃশূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্। সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥ শূন্য-ভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। ৩৩-৩৭।

অন্তরা মধ্যে সর্ব্বভূতানাং ক্ষান্তং শান্তিং চ বিষ্কম্ভস্থানাৎকম্বাদন্ত-রীক্ষমিতি।

কালিকা ৪০৫। নিরুক্ত—নৈঘণ্টু ১'৩ স্কন্দভাষ্য।

মন্তব্য-প্রকাশ। ৪০৮ পৃষ্ঠায় এই প্রমাণের অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সৃষ্ট পদার্থ অনন্ত নহে, কারণ উহা ভাববিকারকে অতিক্রম করিতে পারে না। সৃষ্ট পদার্থ বিশাল ও বিপুল হইলেও অনন্ত হয় না। সমুদ্র নিরতিশয় বিশাল, বিপুল এবং বৃহৎ, কিন্তু তথাপি উহা সান্ত। স্ফীতত্বের নিমিত্ত বায়ুবিততি সমুদ্র অপেক্ষা বহুগুণ বৃহত্তর, কিন্তু তথাপি উহা অনন্ত নহে। বায়ু যতই স্ফীত হউক না কেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং পদার্থের আপীড়ন শক্তি উহার

স্ফীতত্বের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে। এরূপ না হইলে, পৃথিবী কখনই বায়ুবেষ্টিত থাকিত না। কেবল বায়ু কেন, বিশ্ব প্রপঞ্চ যতই বিস্তৃত হউক না কেন, জড়পদার্থের আপীড়ন বশতঃ নির্ণীতগতি হইয়া উহা অন্তরীক্ষে কখনই আবদ্ধ থাকিতে না। আবদ্ধই যদি না থাকিত, তাহা হইলে নক্ষত্রাদিখচিত আকাশমণ্ডল কখন চিরকাল ধরিয়া আমাদের দৃষ্টিপথে বিরাজমান থাকিত না। এমন কি, যে মহাকাশের গর্ভে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ বিদ্যমান আছে, ঐ মহাকাশও "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রৌতপ্রমাণহেতু প্রাগুক্তশক্তিবশ্য বলিয়া কখনই অসীম হইতে পারে না। ইহাই পরমগুরু বেদান্তের উপদেশ, কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদোঽস্যামৃতং দিবি।' অভিপ্রায় এই যে, বৈশ্বরূপ্য জন্যপদার্থ বলিয়া পরব্রহ্মের ন্যায় কখন অসীম হইতে পারে না।

সৃষ্টিসংকোচের নিমিত্ত এই মহতী শক্তির সংপীড়নই অন্তরীক্ষের বিষ্কম্ভ, অর্থাৎ এই মহতী শক্তি বস্তুবিতানের প্রতিষ্টম্ভ। ইহা না থাকিলে আকর্ষণ-বিকর্ষণাদি পরিচ্ছিন্নশক্তির দ্বারা পরমাণু কিংবা তজ্জাত পদার্থনিচয় কখন লক্ষ্যীকৃত হইত না, এবং এমন কি দুইটী পরমাণুর মিলন পর্য্যন্তও সম্ভবপর হইত না। এই মহতী শক্তির জন্য অন্তরীক্ষের গর্ভে সমস্ত পদার্থই ক্ষান্ত ও শান্ত হইয়া পড়ে। ৪৮২ পৃষ্ঠায় দেবীসূক্তস্থিত অষ্টম মন্ত্রের তাৎপর্য্য দেখুন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ॥

পরিশিষ্ট ২০৩। যজুর্ব্বেদ ৪০।৯, ঈশোপনিষৎ ১২,
বৃহদারণ্যক ৪।৪।১০।

অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহু স্তন্ন।
ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিতি শ্লোক। বৃহদারণ্যক ৫।১২।১।
মন্তব্যপ্রকাশ। তৈত্তীরিয়োপনিষদে বরুণোক্ত
ভার্গবী-বিদ্যাও দেখিবেন।

অন্নাঙ্গনাদিভোগেষু ভাবো মান ইতি স্মৃতঃ।
ব্রহ্মানন্দসুখপ্রাপ্তিহেতু মৌনমিতি স্মৃতম্॥
ভাষ্য ১৪৪। হিরণ্যগর্ভ সংহিতা।

অন্যত্রৈব প্রণীতায়াঃ কৃৎস্নায়া ধর্ম্মসংহতেঃ।
অন্যত্র কার্য্যতঃ প্রাপ্তিরতিদেশঃ স উচ্যতে॥
পরিশিষ্ট ৫। সংগ্রহশ্লোক।
মন্তব্যপ্রকাশ। জৈমিনীয়ন্যায়মালায় উক্ত
হইয়াছে—
প্রকৃতাৎ কর্ম্মণো যস্মাত্তৎসমানেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মোপদেশো যেন স্যাৎ সোঽতিদেশ ইতি স্মৃতঃ॥
(৩৫১)।

অন্যদেব তদ্বিদিতাদথোঽবিদিতাৎ।
ভাষ্য ২৯৫। কেনোপনিষৎ।

অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ।
পরিশিষ্ট ৫২। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ২।৩।
মন্তব্যপ্রকাশ। 'নিত্যো মনোঽনাদিত্বাৎ' ইত্যাদি
গোপবন শ্রুতির সহিত ইহার কতক সাদৃশ্য
আছে।

অপ এব সসর্জ্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।
কালিকা ৪০৫। মনুসংহিতা ১।৮।
মন্তব্যপ্রকাশ। অঘমর্ষণ দৃষ্ট মন্ত্র (ঋগ্বেদ ১০।১৯০),
পরমেষ্ঠি দৃষ্ট মন্ত্র (ঋগ্বেদ ১০।৯: ৯) এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি

অনুসরণ করিয়া ভগবান মনু এই শ্লোক স্মরণ করিয়াছেন। শ্লোকটীর যে অর্থ প্রসিদ্ধ তাহা ভাষ্যাদিস্থলে দ্রষ্টব্য। কিন্তু তদ্‌ব্যতীত উহার আরও একটী অর্থ অপ্রাসঙ্গিক নহে। জল না থাকিলে জৈববিকাশ হইতে পারে না। ঋগ্বেদে, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং ছান্দোগ্যের-পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় আমরা শুনিয়াছি এবং প্রত্যক্ষতঃ দেখিতেছি যে, জল ব্যতীত জীবের ভোগায়তন শরীর লাভ করা সম্ভবপর নহে। অতএব জৈববিকাশেব পূর্ব্বে জলের সৃষ্টি অস্বাভাবিক নহে। সপ্তশতীও বলিয়াছেন—'অপাংস্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্য-বীর্য্যে'। অর্থাৎ জলরূপেই তুমি জগৎকে বর্দ্ধিত কবিতেছ। অভিপ্রায এই যে, জলকে আশ্রয় করিয়া জীবেব যে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার মূল কারণ তুমি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

অপমানং পরা পূজা যোগী সিধ্যেদমানতঃ।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

অপবাবাধমক্লেশং প্রযত্নেনার্জ্জিতং ধনম্।
অল্পং বা বিপুলং বাপি দেয়মিত্যভিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ৯০। দেবলসংহিতা।

অপরোক্ষানুভূতি র্যা বেদান্তেষু নিরূপিতা।
প্রেমলক্ষণভক্তে স্তু পরিণামঃ স এব হি॥

পরিশিষ্ট ৭৬,৭৮। বোধসার।

অপবাদং পরিত্যজ্য উৎসর্গঃ সংপ্রবর্ত্ততে।

কালিকা ২২৮। পরিশিষ্ট ১২৫। মীমাংসান্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'অপবাদৈ রুৎসর্গা বাধ্যন্তাম্'—ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং অপবাদের বিষয়

বাদ দিয়া উৎসর্গ ই বলবান্ থাকে। এই অভিপ্রায়ে বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়টী প্রয়োগ করিয়াছেন।

অপাং ধাতুরসো নিত্যং জিহ্বয়া স তু গৃহ্যতে।
জিহ্বাস্থশ্চ তথা সোমো রসজ্ঞানে বিধীযতে॥
পরিশিষ্ট ২৩১। অনুগীতা ৪৩।৩০।

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
কালিকা ৩৩৫। শ্বেতাশ্বতর ৩।১৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। মন্ত্রটীতে তিনি প্রকৃতিব প্রকৃতি অর্থাৎ কারণেব কাবণ বলিয়া অভিপ্রেত হইযাছেন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥
অপরে নিযতাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
কালিকাভাস ৪২৮। গীতা ৪।২৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—
বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচং চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াম্॥৪।২৩।
যোগাবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ-প্রকরণে স্মৃত হইয়াছে—
অপানেঽস্তং গতে প্রাণে কিঞ্চিদভ্যুদয়োন্মুখে।
অন্তঃকুম্ভকমালম্ব্য চিরং ভূয়ো ন শোচ্যতে॥ ২৫।৫১।
'যাবদ্ধি পুরুষো ভাষতে ন তাবৎ প্রাণিতুং শক্নোতি' ইত্যাদি কৌষীতকিপ্রমাণ দ্রষ্টব্য।

অপাম সোমমমৃতা অভূমঃ।
কালিকা ৮১। ঋগ্বেদ ৮।৪৮।৩।

অপাবনানি সর্ব্বাণি বহ্নিসংসর্গতঃ ক্বচিৎ।
পাবনানি ভবন্ত্যেব তস্মাৎ স পাবকঃ স্মৃতঃ॥
কালিকাভাস ৪৫২। কাশীখণ্ড ৯ অধ্যায়।

অপি বৃন্দাবনে শূন্যে শৃগালত্বং স ইচ্ছতি।
ন তু নির্ব্বিষয়ং মোক্ষং কদাচিদপি গৌতম॥

ভাষ্য ১৮। রাগিগীত।

মন্তব্যপ্রকাশ। নির্ব্বিশেষ আত্মতত্ত্বকে কটাক্ষ করিয়া শ্লোকটী রচিত হইয়াছে। এই দ্বৈত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া আবার আচার্য্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—'অভয়ে ভয়দর্শিনঃ।' পদ্মপাদাচার্য্যের পঞ্চপাদিকায় শ্লোকটী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্‌ব্যতীত আনন্দগিরি এবং অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিকার সদানন্দ যতি শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে পঠিত হইয়াছে—নিত্যানন্দানুভূতিঃ স্যাদ্ মোক্ষে তু বিষয়াদৃতে। বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহম্॥ বৈশেষিকোক্তমোক্ষাত্তু সুখলেশবিবর্জ্জিতাৎ। (নৈয়ায়িক পক্ষ ৪১-৪২ শ্লোক)। গদাধর ভট্টাচার্য্যের নবীন মুক্তিবাদে শ্লোকটী সমালোচিত হইয়াছে। তৎসংক্রান্ত বিবৃতিতে হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত উহার এইরূপ পাঠ ধরিয়াছেন—

বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহম্।
ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।

পরিশিষ্ট ১১২। মনুসংহিতা ১।৫। যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ প্রং ৮৬।৪২ উত্তর ভাগ।

অপ্রতিবিদ্ধং পরমতমনুমতম্!

পরিশিষ্ট ১২৫। শিষ্টোদ্ধৃত প্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১।২ দত্তকচন্দ্রিকায় ন্যায়টী দ্রষ্টব্য।

অপ্রমা চ প্রমা চেতি জ্ঞানং দ্বিবিধমুচ্যতে।

পরিশিষ্ট ৬২। ভাষাপরিচ্ছেদ।

অপ্রমেয়স্য শাক্তস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ।
সৌক্ষ্ম্যা চিন্মাত্ররূপস্য সর্ব্বস্যানাকৃতেরপি॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২১২। যোগবাশিষ্ট নির্ব্বাণপ্রকরণ।

অপ্রাধান্তং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।
প্রসজ্যপ্রতিষেধোঽসৌ ক্রিয়য়া সহ যত্র নঞ্॥

পরিশিষ্ট ১০৪। শ্লোক-বার্ত্তিক।

মন্তব্যপ্রকাশ। পর্য্যুদাসের ও প্রসজ্যপ্রতিষেধের ব্যবস্থা জৈমিনি দর্শনের ৬।২।২০, ১০।৮।১-৬ সূত্রে এবং তৎসংক্রান্ত শাবর-ভাষ্যে দৃষ্ট হইবে। সুষেণাচার্য্যের কলাপকবিবাক্তে শ্লোকটী আচরিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে রঘুনাথ শিরোমণির নঞর্থবাদ এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যের নঞর্থবাদটীকাদি গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

অপ্সু সর্ব্বং চরাচরম্।

কালিকা ৩৭১। তান্ত্রিক মন্ত্রবর্ণ।

মন্তব্য প্রকাশ। অঘমর্ষণাদিদৃষ্ট বৈদিক মতবাদের সহিত তান্ত্রিকমন্ত্রবর্ণের ঐক্য সংরক্ষিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ মন্ত্রটী এইরূপ—

'আপো নারায়ণঃ সাক্ষাদপ্সু সর্ব্বং চরাচরম্।'

'অপ এব সসর্জ্জাদৌ' ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্য প্রকাশ দ্রষ্টব্য।

অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ।

আশাম্বর ইত্যাদি প্রমাণ দ্রষ্টব্য। অনুগীতা ৪৬।১৮।

অভাবনা বা বিপরীতভাবনা
সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং
বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্॥

পরিশিষ্ট ১৮৪। বিবেকচূড়ামণি ১১৭।

অভিগম্য তু যদ্দানং যত্তু দানমযাচিতম্।
বিদ্যতে সাগরস্যান্তস্তস্যান্তো নৈব বিদ্যতে॥

গত্বা যদ্দীয়তে ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। শাতাতপ-সংহিতা।

অভিত্বা শূর নোনুমোঽদুগ্ধা ইব ধেনবঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বর্দৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ॥

কালিকা ৩৭৪। অথর্ব্বশির উপনিষৎ ৪।

অভিমানোঽহংকারঃ।

কালিকা ২২। পরিশিষ্ট ১০। সাংখ্যপ্রবচন ২।১৬।

মন্তব্য-প্রকাশ। এ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য্যের ভাষ্য ও ভাবগণেশের সাংখ্যতত্ত্ব প্রদীপিকাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ।

পরিশিষ্টে 'আশ্মরথ্য'। বেদান্তদর্শন। ১।২।২৯

অভোজনং পরা পূজা হ্যুপবাসপ্রিয়ো হরিঃ।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

অভ্যঞ্জনং স্নাপনং চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাণি কেশানাং চ প্রসাধনম্॥

কালিকা ৩৫২। মনুসংহিতা ২।২১১।

মন্তব্যপ্রকাশ। রাঘবগোবিন্দাদির টীকা দ্রষ্টব্য।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।

কালিকাভাস ১৩৭। যোগদর্শন ১।১২।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা দ্বারা চিত্তপ্রচার নিবারণ করিবার উপায় পরামৃষ্ট হইয়াছে। এই সূত্রের অনুস্মরণ করিয়া গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে'।

অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানং চ লভ্যতে॥

কালিকা ৩৮৪। স্বচ্ছন্দঃ-শাস্ত্র।

অভ্রাণীব প্রচীয়ন্তে শব্দাখ্যাঃ পরমাণবঃ।

পরিশিষ্ট ২৫৫।২৭০। শিষ্টসম্মিতশাস্ত্রপ্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের ছায়ানাম্নী টীকায় প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ছায়াসম্বলিত মহাভাষ্য দেখুন।

অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
মৃত্যুরাপদ্যতে লোভাৎ সত্যেনামৃতমশ্নুতে॥

কালিকা ১৩৫। গীতা ৯।১৯।

অমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ।

কালিকা ২১৯। বৃহদারণ্যক ৩।৫।১

অত্রা শেতেঽত্র বৃদ্ধা পরিণতবয়সামগ্রণীরত্র তাতো
নিঃশেষাগারকর্ম্মশ্রমশিথিলতনুঃ কুম্ভদাসী তথাত্র।
অস্মিন্ পাপাহমেকা কতিপয়দিবসপ্রোষিতপ্রাণনাথা
পান্থায়েত্থং তরুণ্যা কথিতমবসরব্যাহৃতিব্যাজপূর্ব্বম্॥

পরিশিষ্ট ১০১। আনন্দবর্দ্ধনকৃত ধ্বন্যালোক।

'অম্বেঽম্বালিকে ন মা নয়তি কশ্চন' ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৬৯। যজুর্ব্বেদ ২৩।১৮।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥

কালিকা ২৮৯। গীতা ৬।৩৭।

অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্ যোগেনাত্মদর্শনম্।

কালিকা ৫৬। যাজ্ঞবল্ক্য ১।৮।

অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমদ্বয়ম্।
অত্র প্রমাণং বেদান্তা গুরবোঽনুভবস্তথা॥

পরিশিষ্ট ১৯। যোগাবাশিষ্ঠ-উৎপত্তি প্রং ২১।৩৫।

অয়মাত্মাঽজরোঽমরঃ।

কালিকা ২৮। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৫।

অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

ভাষ্য ৯৬। পরিশিষ্ট ২৫। বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯।

মাণ্ডুক্য ২, পূর্ব্বনৃসিংহ ৪।২, উত্তর নৃসিংহ ১, রামোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ ৩। শুকরহস্যোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা অথর্ব্ববেদোক্ত মহাবাক্য। শুকরহস্যোপনিষদে 'অয়ং' শব্দের অর্থ, 'আত্ম'শব্দের অর্থ, এবং 'ব্রহ্ম'শব্দের অর্থ যেরূপ আম্নাত হইয়াছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বমযমিত্যুক্তিতো মতম্।
অহংকাবাদিদেহান্তং প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগত স্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্॥

সুতরাং 'আত্ম'শব্দের অর্থ জীব, এবং 'ব্রহ্ম'শব্দের অর্থ ঈশ্বর। আব 'অয়ং'শব্দেব দ্বাবা জীবের অপরোক্ষ জ্ঞানই লক্ষিত হইয়াছে। অতএব মহাবাক্যটীর অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে—আমিই স্বতঃপ্রকাশ আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি।

অরূপং তত্র যদ্ধ্যানমবাঙ্‌মানসগোচরম্।
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্॥

পরিশিষ্ট ১০০। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নবাঃ।
গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীবং স্রবেৎ স্তনমুখাদ্ যথা॥
তথা সর্ব্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে।

পবিশিষ্ট ১২০। কুলার্ণবতন্ত্র ৬ উল্লাস।

অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।

কালিকা ২৩৬। যাজ্ঞবল্ক্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'আততায়িনমায়ান্তম্' ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যপ্রকাশ দ্রষ্টব্য।

অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যাঽনুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমের সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবি জননী পরা॥

পরিশিষ্ট ২১৭। সপ্তশতী ১।৫৫।

অর্পণং স্বস্য বাক্যার্থে পরস্যান্বয়সিদ্ধয়ে।
উপলক্ষণহেতুত্বাদেষা লক্ষণলক্ষণা॥

কালিকাভাস ৩৯৪। সাহিত্যদর্পণ ২।১৬।

অবিগীতে ন তুষ্যেত্তু বিগীতে ন বিষীদতি।
বিস্মরত্যখিলং কার্য্যং রমতে স্বাত্মনাত্মনি॥

পরিশিষ্ট ৬৯। বোধসার।

অবধারিতাত্মতত্ত্বস্য নৈরন্তর্য্যাভ্যাসাপহৃতমিথ্যাজ্ঞানস্য প্রারব্ধং কর্ম্মোপভুঞ্জানস্য জীবতঃ সত এব জায়মানশ্চরমদুঃখধ্বংসঃ।

পরিশিষ্ট ৫৯। ন্যায়শাস্ত্র।

অবাকী অনাদরঃ (পরমাত্মা)।

কালিকা ১৭০। ছান্দোগ্য ৩।১৪।২।

অবাসনত্বাৎ সততং যদা ন মনুতে মনঃ।
অমনস্তা তদোদেতি পরমাত্মপদপ্রদা॥

পরিশিষ্ট ১৭১। যোগবাশিষ্ঠ।

অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

ভাষ্য ৩৮। ঈশা ১১।

মন্তব্যপ্রকাশ। অবিদ্যাদি লইয়া বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—

অবিদ্যা চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিদ্যা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
কর্ম্মণা জায়তে জন্তু বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে॥

"অবিদ্যাযোনয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽমী বুদ্‌বুদা ইব।
ক্ষণমুদ্ভূয় গচ্ছন্তি জ্ঞানৈকজলধৌ লয়ম্॥"

ইত্যতো ব্রহ্মাতিরিক্তং কৃৎস্নং দ্বৈতজাতং জ্ঞানজ্ঞেয়রূপমাবিদ্যক-মেবেতি প্রাতীতিকসত্ত্বং সর্ব্বস্যেতি।

কালিকা ২৭৬। মধুসূদন সরস্বতী - অদ্বৈতসিদ্ধি।

অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মা।

পরিশিষ্ট ১১৪। বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৪।

অবিভাগেঽপি বিভাগব্যবস্থোপপদ্যতে সমুদ্রতরঙ্গয়োরিব তয়োর্বিভাগঃ স্যাদিতি।

কালিকা ২৭৪। নিম্বার্কভাষ্য।

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥
সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্ভুতানির্ব্বচনীয়রূপা॥
শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্য্যৈঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮৪। বিবেক-চূড়ামণি ১১০-১১২।

অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তচরঃ।

কালিকা ১২৬। আশ্রমোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৩।৪।৫০ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে প্রমাণটী ব্যবহৃত হইয়াছে। 'অব্যক্তলিঙ্গা অব্যক্তাচারাঃ'—এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। বশিষ্ঠসংহিতায় স্মৃত হইযাছে—'অব্যক্তলিঙ্গোঽব্যক্তাচারঃ'। (১০ অধ্যায়)।

অশক্তোঽহং গৃহারম্ভে শক্তোঽহং গৃহভঞ্জনে।

পরিশিষ্ট—১২৫। বিষ্ণুশর্ম্মধৃত লৌকিক আভাণক।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্।

কালিকা—৩৭১। কঠ ৩।১৫, মুক্তিকোপনিষৎ ২।৩২।

অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ।

কালিকাভাস ২৩৮। ব্রহ্মসূত্র ৩।১।২৫।

অশ্রীয়াদ্ বিষমত্যুগ্রং ব্রহ্মস্বং ন হি কর্হিচিৎ।

কালিকা ১২৪। স্মৃতি।

মন্তব্য-প্রকাশ। ব্রহ্মস্ব সম্বন্ধে বৃহস্পতিসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—অনৌষধমভৈষজ্যং বিষমে তদ্ধলাহলম্। ন বিষং বিষমিত্যাহু ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে॥

অগ্ন্যবতেঽধ্বানং মহাশনা ভবন্তীতি চ।

কালিকাভাস ১৬৪। নিরুক্ত-নৈগম ২।৭।

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং তু যৎ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥

পরিশিষ্ট ৯০। গীতা ১৭।২৮।

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি।

কালিকাভাস ৩৯৭। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্র।

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।

একস্য ধ্যানযোগস্য তুলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

পরিশিষ্ট ১০০। গোরক্ষপদ্ধতি।

মন্তব্য-প্রকাশ। হরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসে শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। তোড়লতন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাসে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ আম্নাত হইয়াছে।

অশ্বমেধ-সহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।

কুর্ব্বন্নেব ন লিপ্যেত যস্ত্বেকত্বং প্রপশ্যতি॥

পরিশিষ্ট ১৭৪। সূতসংহিতা ৯১৮ পৃষ্ঠা (আনন্দাশ্রম-সংস্করণ)।

মন্তব্য-প্রকাশ। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ। ব্রহ্মজ্ঞানসমাং পুণ্যকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃশির স্তথা।

জিহ্বামূলং চ দন্তাশ্চ নাসিকৌষ্ঠৌ চ তালু চ॥

পরিশিষ্ট ১০২। পাণিনীয় শিক্ষা।

অসঙ্গেন বেদান্ পঠধ্বম্।

ভাষ্য ৯৪। ব্রাহ্মপুরাণ—কাবষেয়গীতা।

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ।

কালিকা ৪৪৪। বৃহদারণ্যক ৪।৩।১৫ এবং সাংখ্যসূত্র ১।১৫।

অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

অসদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।

কালিকা ৭৯০। শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।

মন্তব্য-প্রকাশ। ঋগ্বেদের ১০।৬।৭২।২মন্ত্রে আঙ্গিরস বৃহস্পতি বলিযাছেন—"অসতঃ সদজায়ত"। তদনুসারে ছান্দোগ্যে আম্নাত হইয়াছে—'অসদেবেদমগ্র আসীৎ'। (৬।২।১)। সুবালোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—'অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ'। (৩১)।

অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ।
প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥

কালিকা ২১৩। যোগবাশিষ্ঠ।

মন্তব্য-প্রকাশ। যোগপ্রবণ চিত্ত যোগে আসক্ত এবং জ্ঞানপ্রবণ চিত্ত জ্ঞানে আসক্ত সত্য, কিন্তু উভয়ের পক্ষেই ইন্দ্রিয়নিবোধ অবশ্যকর্ত্তব্য। সেইজন্য যোগীরা যোগের দ্বারা এবং বেদান্তীরাও শমদমাদিসম্পত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়নিবোধ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়নিরোধ ভগবদ্দর্শনের পূর্ব্ববৃত্ত বলিযা অনুগীতার গুরুশিষ্য-সংবাদে স্মৃত হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সর্ব্বেষাং বিষয়ৈষিণাম্।
মুনি র্জনপদত্যাগাদধ্যাত্মাগ্নিঃ সমিধ্যতে॥
যথাগ্নিরিন্ধনৈ রিদ্ধো মহাজ্যোতিঃ প্রকাশতে।
তথেন্দ্রিয়নিরোধেন মহানাত্মা প্রকাশতে॥ (৪২।৫২-৫৩)

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাং স্তে প্রেত্যাপিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

পরিশিষ্ট ২০৩। যজুর্ব্বেদ ৪০।৩।

মন্তব্য-প্রকাশ। ঈশোপনিষদে এইরূপ পাঠ আছে—'প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি'। (৩)।

'অসৌ বাব লোকো গৌতমাগ্নিঃ' ইত্যাদি।

কালিকা ৫০। ছান্দোগ্য ৫।৪।৯।

মন্তব্য-প্রকাশ। ছান্দোগের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ।

'গ' পরিশিষ্টে 'কালিদাস'। আভাণক।

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥

পরিশিষ্ট ৫৩। বৃদ্ধোক্তপ্রকার আগম। মতান্তরে ভারতী তীর্থবিরচিত বাক্যসুধা।

মন্তব্য-প্রকাশ। বেদান্ত ডিণ্ডিমে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—সচ্চিদানন্দসত্যত্বে মিথ্যাত্বে নাম-রূপয়োঃ। বিজ্ঞাতে কিমিদং জ্ঞেয়মিতি বেদান্ত-ডিণ্ডিমঃ॥ ৮৩। রামানুজভাষ্যে এবং সিদ্ধান্তলেশে শ্লোকটী আলোচিত হইয়াছে। বেদান্তপরিভাষার সপ্তম পরিচ্ছেদও দ্রষ্টব্য। পূজ্যপাদ রামতীর্থ শ্লোকটীকে আত্মদর্শীর উক্তি বলিয়াছেন। আত্মদর্শী কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন—'আত্মনি সর্ব্বোপসংহার-বতি দৃষ্টে আত্মদর্শী ভবতি'। জগতের স্বরূপ লইয়া যোগবাশিষ্ঠে স্মৃত হইয়াছে—

যদস্তি যদ্ভাতি তদাত্মরূপং
নান্যত্ততো ভাতি ন চান্যদস্তি।
স্বভাবসংবিৎ প্রতিভাতি কেবলা
গ্রাহ্যং গৃহী বেতি মৃষা বিকল্পঃ॥

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

পরিশিষ্টে 'কালিদাস'। কুমারসম্ভব।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন

করিয়া নগাধিরাজ হিমালয় পৃথিবীর মানদণ্ডবৎ অবস্থিত'। কথাটী রূপক নহে। প্রাকৃতিক ইতিহাসও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, জগতের প্রধান প্রধান পর্ব্বতসংস্থানমাত্রই হিমালয়ের শাখাবিশেষ। তঁহাদের মতে উক্ত পর্ব্বতের একটী শাখা জম্বুদ্বীপস্থিত ককেসাস্ ও শাকদ্বীপস্থিত কার্‌পেথিয়ান্-আল্‌প্‌স্-পিরিনিজ্ হইয়া তাহার পূর্ব্বদিক্‌স্থিত অ্যাট্‌লান্টিক্ মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছে এবং উহার অপর একটী শাখা জম্বুদ্বীপস্থিত অল্টাই, ইযাব্লোনাই বা স্থানোভয় হইয়া তাহার পশ্চিমদিক্‌স্থিত প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। কালিদাস হিমালয়কে পৃথিবীর মানদণ্ড বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও হিমালয়ের শিবালক বা মেনকাগিরিশ্রেণীস্থিত স্তরাবলীর সন্নিবেশ দেখিয়া পৃথিবীর বয়স পরিমাণ করিয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক ইতিহাসের মতে হিমালয় ভূতধাত্রী ধরিত্রীর প্রথম সন্তান। এবং সে তুলনায় মনুষ্যজাতি তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের সদ্যোজাত শিশুমাত্র। তথাপি হিমালয়কে মানদণ্ড করিয়া শিশু মানব স্থবিরা জনিত্রীর বয়স নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এইজন্য সকলের কনিষ্ঠ হইলেও মনুষ্যই বিশ্বসৃষ্টির গরিষ্ঠ জীব। ইহা বিবর্ত্তন বাদীর সিদ্ধান্ত, সৃষ্টিবাদীর নহে।

অস্থিভঙ্গং গবাং কৃত্বা লাঙ্গূলচ্ছেদনং তথা।
পাটনে কর্ণশৃঙ্গাণাং মাসার্দ্ধন্তু যবান্ পিবেৎ॥

পরিশিষ্ট ১৫১। যমসংহিতা।

মন্তব্য-প্রকাশ। অন্যত্র স্মৃত হইয়াছে—পাটনং চৈব শৃঙ্গস্য মাসার্দ্ধং যাবকং চরেৎ। লঘুশঙ্খস্মৃতি ৪০।

অস্থিস্থূণং স্নায়ুবদ্ধং মাংসক্ষতজলেপনম্।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধিপূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥ ইত্যাদি।

ভাষ্য ৭৫। মনুসংহিতা ৬।৬৬।

অস্থূলমনণ্বহ্রস্বম্।

পরিশিষ্ট ৫২। বৃহদারণ্যক ৩।৮।৮।

অহংকারমনোবুদ্ধিদৃষ্টয়ঃ সৃষ্টিকল্পনাঃ।
একরূপতয়া প্রোক্তা যা ময়া রঘুনন্দন॥
নৈয়ায়িকৈরিতরথা তাদৃশৈঃ পরিকল্পিতাঃ।
অন্যথা কল্পিতৈঃ সাংখ্যৈ শ্চার্ব্বাকৈরপি চান্যথা॥
জৈমিনীয়ৈ শ্চার্হতৈশ্চ বৌদ্ধৈ বৈশেষিকৈ স্তথা।
অন্যৈরপি বিচিত্রৈ স্তৈঃ পাঞ্চরাত্রাদিভি স্তথা॥
সর্ব্বৈরেব চ গন্তব্যং তৈঃ পদং পারমার্থিকম্।
বিচিত্রং দেশকালোত্থৈঃ পুরমেকমিবাধ্বগৈঃ॥

পরিশিষ্ট ১৩২-১৩৩। যোগবাশিষ্ঠ-উৎপত্তি প্রং ৯৬।৪৮-৫১।

অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

পরিশিষ্ট ১৩। মন্ত্র শাস্ত্র।

মন্তব্য-প্রকাশ। দেবীর স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে 'অণোরণুতরা দেবী মহতোঽপি মহীয়সী'।

[অহং] বহু স্যাং প্রজায়েয়।

কালিকা ৩৩৫। ছান্দোগ্য ৬।২।৩।

মন্তব্য-প্রকাশ। ব্রহ্মের এই বৃত্তিহেতু সৃষ্টিপ্রপঞ্চ। জীবও তাঁহার নিকট হইতে এই বৃত্তি পাইয়া সন্তানোৎপাদনের দ্বারা আপনাকে বহুত্বে পরিণত করে।

ব্রহ্মের এই বহুভবনবৃত্তি প্রয়োজনমূলক নহে। ইহা লীলামাত্র। সেইজন্য শাস্ত্রবর্ণনে স্মৃত

হইয়াছে—"জগচ্চিত্রং সমালিখ্য স্বেচ্ছাতূলিকয়াত্মনি। স্বয়মেব সমালোক্য প্রীণাতি পরমেশ্বরঃ॥" বিদ্যারণ্য-মুনি 'প্রজায়েয়' পদের উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়া বলেন—"প্রজায়েয় প্রকর্ষেণ জায়েয়। 'প্রকর্ষো' নাম পূর্ব্বস্মাদাধিক্যম্। অধিকা তু যা সা মায়া।"

কুলদর্শী অবধূতগণ 'অহং'পদের স্বরূপনির্ণয় করিবার জন্য বলেন—"স্বাত্মসাৎকৃতাখিলপ্রপঞ্চঃ পরিপূর্ণাহংভাবভাবনাগর্ভিতঃ পরমানন্দঃ পরংজ্যোতিঃ স্বরূপঃ পরমাত্মেতি।" ইঁহাদের মতে শ্রৌতপ্রমাণটীর দ্বারা অন্তর্লীন-বিমর্শ পরমাত্মায় প্রপঞ্চপরামর্শ আম্নাত হইয়াছে। ইহাই অনুলোম সৃষ্টি। শাস্ত্রের এইরূপ আশয় দেখিয়া তান্ত্রিকগণ বিলোম প্রক্রিয়ায় সোঽহমাদি চিন্তাদ্বারা বিশ্বসংগ্রহ পূর্ব্বক তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হন। কারণ স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—"প্রকাশস্যাত্মবিশ্রান্তিরহংভাবে হি কীর্ত্তিতঃ।"

অহং বহু স্যামিতি যা তদ্বৃথা বৃত্তি র্জনিত্রী মহদাদিকানাম্।
পৃথক্ পৃথক্ কৃত্য চ রুদ্রশক্তিং তমষ্টমং স্বীয়গুরুং নতাঃ স্মঃ॥

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরাতন্ত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'বহুস্যাং প্রজায়েয়'—এই শ্রৌত বাক্যই শ্লোকের বীজ। 'অহং বহুস্যাম্' দেখুন। ৩৩৯ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে ইহার দার্শনিক ব্যাখ্যা দৃষ্ট হইবে।

অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ পৃথিব্যবনলোজ্ঝিতম্।

*   *   *   *   *

ব্রহ্মাহমস্ম্যহং ব্রহ্ম সবিজ্ঞানং বিমুক্ত ওম্॥

পরিশিষ্ট ১৭৫-৬। অগ্নিপুরাণ ৩৭৮।

অহং ব্রহ্মাস্মি।

ভাষ্য ৯৩। পরিশিষ্ট ১৩,২৫। বৃহদারণ্যক ১৷৪৷১০। শুকরহস্যোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা যজুর্ব্বেদোক্ত মহাবাক্য।

রহস্যোপনিষদে অহং পদের অর্থ—

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহেঽবিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥

রহস্যোপনিষদে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—

দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্॥

রহস্যোপনিষদে 'অস্মি' পদের অর্থ—

স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শ স্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্॥

সুতরাং 'অহং' শব্দের দ্বারা জীব এবং 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা পরমেশ্বর উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। উভয়ের চৈতন্য-শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া 'অস্মি' এই ক্রিয়াপদটী তাঁহাদের ঐক্য অনুভব করাইতেছে। নিরবচ্ছিন্ন অদ্বৈতবাদে মহা-বাক্যের এইরূপ ভাবনাই অভিপ্রেত। কারণ ঔপ-নিষদগণের মতে মহাবাক্যের উপলব্ধিই প্রসংখ্যানের জনিত্রী। সেইজন্য বাক্যবৃত্তিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ী ভবেৎ।
শমাদিসহিত স্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্॥

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না ঐ মহাবাক্যের অর্থ দৃঢ়বদ্ধ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শমদমাদির অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক শ্রবণাদি পরিত্যাগ করিবে না। এইরূপ ভাবনা সকলপ্রকার দুঃখের একান্ত নাশ করে বলিয়া মহোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—

অহং ব্রহ্মেতি নিয়তং মোক্ষহেতু র্মহাত্মনাম্।
দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতি চ॥ ৪।৭২।

মহাবাক্যানুভবের ফলশ্রুতি লইয়া যোগিনীতন্ত্রেও

আম্নাত হইয়াছে—ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্ম-চিন্তনম্। তস্মৈ দদ্যাৎ ফলং দেবী তস্যান্তং নৈব গণ্যতে॥

মহাবাক্যের অর্থাবধারণে মহাবাক্যোপনিষদ্‌ও দ্রষ্টব্য।

অহং ব্রহ্মাহং যজ্ঞোঽহং বষট্‌কারঃ।

পরিশিষ্ট ১৯৭। কাঠক শ্রুতি ২।

মন্তব্যপ্রকাশ। সত্যবাহ ভারদ্বাজ হইতে মহা-শাল শৌনকাদি মুণ্ডকগণ কাবষেয় সম্প্রদায়ের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানমার্গের স্তুতি করিবার জন্য কর্ম্মমার্গের নিন্দা করিয়াছেন। বাজসনেয়িগণ আবার শুক্লযজুর্ব্বেদের শেষভাগে জ্ঞানকে কর্ম্মের পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়া কর্ম্মেরই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। উভয়মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তৈত্তিরীয়গণ বলেন—"স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্ অর্থাৎ সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্, ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্ অর্থাৎ কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্, এবং দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"। এস্থলে সত্যাত্মক স্বাধ্যায়প্রবচন যজুর্ব্বেদোক্ত মহাবাক্যের জ্ঞাপক, কুশলাত্মক ধর্ম্মশব্দ যজ্ঞের বা স্বাহাকারের জ্ঞাপক, এবং 'দেবপিতৃকার্য্য' বষট্‌শব্দের জ্ঞাপক। লক্ষণাহেতু অবশ্য বষট্‌শব্দের দ্বারা 'স্বধা' শব্দেরও সংগ্রহ বুঝিতে হইবে। অতএব তৈত্তিরীয়গণের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মজ্ঞান পুরুষের আদরণীয় হইলেও ত্রিবিধদান * বর্জ্জনীয় নহে। সাধারণদৃষ্টিতে দেখিলে তৈত্তিরীয়গণের অভিপ্রায় সমুচ্চয়বাদে পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু কাঠক-

---

* ত্রিবিধদান সম্বন্ধে স্মৃতি বলিয়াছেন—
স্বাহা দেবহবির্দ্দানে পিতৃদানে স্বধা মতা।
ইন্দ্রদানে বষট্ প্রোক্ত ইতি দানত্রয়ং স্মৃতম্॥
এখানেও লক্ষণার দ্বারা 'ইন্দ্র'শব্দ দেবতামাত্রেরই জ্ঞাপক হইয়াছে।

সম্প্রদায় এই জাতীয় শ্রুতির তাৎপর্য্য জ্ঞানপক্ষে অর্থাৎ অদ্বৈত পক্ষে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন—"অহং ব্রহ্ম, অহং যজ্ঞঃ, অহং বষট্‌কারঃ"। ইহাই বেদের তাৎপর্য্য। বেদান্তের ন্যায়প্রস্থানেও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাগযজ্ঞাদিক্রিয়া জ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত। কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে স্মৃত হইয়াছে—'সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে'। (৪।৩৩)। বেদাচার্য্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—'যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥' মোক্ষধর্ম্মে স্মৃত হইয়াছে—'জ্ঞানং বিশিষ্টং ন তথা হি যজ্ঞা জ্ঞানেন দুর্গং তরতি ন যজ্ঞৈঃ। (৩১৯। ১০৯)। অনুগীতায় পঠিত হইয়াছে—'কর্ম্ম কেচিৎ প্রশংসন্তি মন্দবুদ্ধিরতা নরাঃ। যে তু বৃদ্ধা মহাত্মানো ন প্রশংসন্তি কর্ম্ম তে॥ কর্ম্মণা জায়তে জন্তু মূর্ত্তিমান্ ষোড়শাত্মকঃ। পুরুষং প্রসতে বিদ্যা তদ্‌গ্রাহ্যমমৃতাশিনাম্॥ তস্মাৎ কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ। বিদ্যাময়োঽয়ং পুরুষো ন তু কর্ম্মময়ঃ স্মৃতঃ॥' (৫১।৩৩-৩২)। কাবষেয়গণের ন্যায় লিঙ্গপুরাণও বলিয়াছেন—'জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কর্ম্মণা প্রজয়া চ কিম্?' কাবষেয়গণের মতসম্বন্ধে ঐতরেয় আরণ্যক ৩।২।৬।৮ দ্রষ্টব্য। কৌষীতকি উপনিষদে প্রতর্দ্দনও এই মতবাদের সমর্থন করিয়াছেন।

অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥

কালিকা ৪৭৯। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৩। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮১ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ॥

কালিকা ৪৭৯। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৬। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮১-৪৮২ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বেদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥

কালিকা ৪৭৯, পরিশিষ্ট ২৫১। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।১। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮১ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

অহং শুদ্ধ ইতি জ্ঞানং শৌচমাহুর্মনীষিণঃ।

পবিশিষ্ট ১১৬। জাবালদর্শনোপনিষৎ ১।২০।

অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বোতামূন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥

কালিকা ৪৭৯। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৭। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮২ পৃষ্ঠাব কালিকাভাসে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥

কালিকা ৪৭৯। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।২। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮১ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

অহন্তাপাত্রভরিতমিদংতাপরমামৃতম্।
পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্॥

কালিকাভাস ৪০১। মন্ত্রবর্গ।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ষষ্ঠ উল্লাস দ্রষ্টব্য। তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ইহা অন্তর্যাগের পঞ্চম

আহুতিমন্ত্র। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে অন্তর্যাগসম্বন্ধে আম্নাত হইয়াছে—ন হোমং হোমমিত্যাহুঃ সমাধৌ তত্তু ভূয়তে। ব্রহ্মাগ্নৌ হুয়তে প্রাণং হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে ॥ ৫৫।

অন্তর্যাগ যে কেবল তন্ত্রশাস্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা নহে। বেদ বলিয়াছেন—'যচ্ছেদ্‌বাঙ্‌ মনসী প্রাজ্ঞঃ।' নিরবচ্ছিন্ন বাক্য উচ্চারিত হয না, সুতরাং বাক্যের দ্বারা নিরবচ্ছিন্ন উপাসনাও হয় না। কৌষী-তকি উপনিষদে আম্নাত হইযাছে—'যাবদ্‌বৈ পুরুষো ভাষতে ন তাবৎ প্রাণিতুং শক্নোতি প্রাণং তদা বাচি জুহোতি, যাবদ্ বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ্ ভাষিতুং শক্নোতি বাচং তদা প্রাণে জুহোতি'। সেইজন্য রাজর্ষি প্রতর্দ্দন দৈবোদাসি ঐ উপনিষদে আন্তর অগ্নিহোত্রের বিবৃতি করিযাছেন। এইরূপ চিন্তাধারা অবলম্বন করিয়া ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যও রাজর্ষি জনককে আন্তর অগ্নিহোত্রের অর্থাৎ অন্তর্যাগের উপদেশ দিযাছিলেন।

অহন্যহনি যৎকিঞ্চিদ্ দীযতেঽনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তৎ স্যাদ্ ব্রাহ্মণায় চ নিত্যকম্ ॥

কালিকা ১২৪। কূর্ম্মপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। এসম্বন্ধে হেমাদ্রির চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি দ্রষ্টব্য।

অহমেব বাত ইব প্রবাম্যা রভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সংবভূব ॥

কালিকা ৪৮০। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৮। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮২ পৃষ্ঠায় ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।

যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥

কালিকা ৪৭৯। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৫। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮১ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

অহিংসা পরমো ধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ।
দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতা॥
যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা।

পরিশিষ্ট ৮৪,৮৫। দেবীভাগবত।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতি র্মিতাহারঃ শৌচঞ্চেতে যমা দশ॥

'ব্রহ্মচর্য্যম্' ইত্যাদি শ্লোক। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৯।

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপবিগ্রহৌ।
যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীবিতম্॥

পরিশিষ্ট ১৮৮। গরুড় পুবাণ ১০৯ অধ্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। অগ্নিপুবাণেব ৩৮২ অধ্যায়ে ইহার অনুরূপ শ্লোক দৃষ্ট হইবে।

অহেয়মনুপাদেয়মনাদেয়মনাশ্রয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

'নেহ নানাস্তি' ইত্যাদি শ্লোক। বিবেক-চূড়ামণি।

আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্তম্ ইত্যাদি

'নাভুক্তম্' ইত্যাদি শ্লোক। শান্তিশতক ৮২।

আকাশবন্নির্ম্মলং নির্ব্বিকল্পম্ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৪৫-৬। বিবেক চূড়ামণি।

আকাশস্য গুণো হ্যেষ শ্রোত্রেণ চ স গৃহ্যতে।
শ্রোত্রস্থশ্চ দিশঃ সর্ব্বাঃ শব্দজ্ঞানে বিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ২৩১। অনুগীতা ৪৩।৩৩।

আকাশাদ্বায়ুঃ।

কালিকা ২৫৮। তৈত্তিরীয় আং ১।২, পৈঙ্গলোপনিষৎ এবং যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ।

আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে॥

কালিকাভাস ৩৯০, পরিশিষ্ট ১৮, ৪৫। গোলাধ্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। ঋগ্বেদে এবং শুক্লযজুর্ব্বেদে আম্নাত হইয়াছে—আ কৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ১।৭।৩৫।২ ঋক্ এবং ৩৩।৪৩মাধ্যান্দিন)। বোধ হয় ভাস্করাচার্য্য ইহা হইতেই আপীড়ন শক্তির আভাস গ্রহণ করিয়াছেন।

আক্রুষ্টোঽভিহতে যস্তু নাক্রোশে ন চ হন্তি বা।
অদুষ্টৈ র্ব্বাঙ্মনঃকায়ৈ স্তিতিক্ষা যা ক্ষমা স্মৃতা॥

কালিকা ২২৩। মৎস্যপুরাণ ২০ অধ্যায়।

আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ স্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥

'গ' পরিশিষ্টে 'রঘুনাথ শিরোমণি'। উদ্ভট।

আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতং চ গিরিজাশ্রুতৌ।
মতং চ বাসুদেবস্য তেনাগম ইতি স্মৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৪। আদিযামল ও তন্ত্রসার।

আগতে স্বাগতং কুর্য্যাদ্ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ।
যথাপ্রাপ্তং সহেৎ সর্ব্বং সা তপস্যোত্তমোত্তমা॥

পরিশিষ্ট ৭৯। বোধসার।

আগমেনানুমানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ।
ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥

পরিশিষ্ট ১০০। যোগভাষ্যধৃত পারমর্ষী গাথা।

মন্তব্যপ্রকাশ। উদয়নাচার্য্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে শ্লোকটী আলোচিত হইয়াছে।

আগমো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো নিত্যোঽনিত্য স্তথৈব চ।
ঋগাদ্যা ভারতং চৈব পঞ্চরাত্রমথাখিলম্।
মূলরামায়ণং চৈব পুরাণং চৈতদাত্মকম্।
যে চানুযায়িন স্তেষাং সর্ব্বে তে চ সদাগমাঃ॥

পরিশিষ্ট—১৪, ১৮, ১২৫। শেষাচার্য্যের প্রমাণ-চন্দ্রিকাধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

আচার্য্যাৎ পাদমাদত্তে পাদং শিষ্যঃ স্বমেধয়া।
কালেন পাদমাদত্তে পাদং সব্রহ্মচারিভিঃ॥

কালিকা ৩৫৬। স্মৃতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। সনৎসুজাতীয় ভাষ্যে ও ভারত-ভাবদীপে প্রমাণটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

ভাষ্য ৩৫৮। ছান্দোগ্য ৬।১৪।২।

আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা।

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন' ইত্যাদি শ্লোক। ছান্দোগ্য ৪।১৪।১।

আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা।

ভাষ্য ৩৫৮। ছান্দোগ্য ৪।৯।৩।

আচার্য্যো বেদসম্পন্নো বিষ্ণুভক্তো বিমৎসরঃ।
যোগজ্ঞো যোগনিষ্ঠশ্চ সদা যোগাত্মকঃ শুচিঃ॥
গুরুভক্তিসমাযুক্তঃ পুরুষজ্ঞো বিশেষতঃ।
এবংলক্ষণসম্পন্নো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ৪১। অদ্বয়তারকোপনিষৎ।

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন চোচ্যতে॥

কালিকা ৩৪২, পরিশিষ্ট ১৪। বায়ুপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। বহ্বৃচব্রাহ্মণের আরণ্যকাণ্ড-স্থিত দ্বিতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডের ভাষ্যে "চোচ্যতে"র পরিবর্ত্তে "কীর্ত্ত্যতে" এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আচার্য্যের লক্ষণ সম্বন্ধে বেদাচার্য্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

উপনীয তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

ব্যাসসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে আচার্য্যের এইরূপ লক্ষণই অনূক্ত হইযাছে।

শঙ্করাচার্য্যাদি মতপ্রস্থাপককে যে আচার্য্য বলা হয়, তাহা অবশ্য বায়বীয় প্রমাণ অনুসারেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু কেহ কেহ আবার মনে করেন যে, "আম্নায়তত্ত্ববিজ্ঞানাচ্চরাচবসমানতঃ। য়মাদিযোগ-সিদ্ধত্বাদাচার্য্য ইতি কথ্যতে"—এই লক্ষণানুসারে শঙ্কবাচার্য্যাদিকে আচার্য্য বলা হইযা থাকে।

আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতদ্ ব্রহ্মবনং চৈব ব্রহ্মা চরতি নিত্যশঃ॥
এতচ্ছিত্বা চ ভিত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা।
তত শ্চাত্মগতিং প্রাপ্য তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ॥

কালিকাভাস ৪২৫। শিষ্টসম্মিত শ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। অনুগীতার ৪৭ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

আজীব্যঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ।
এতচ্ছিত্বা চ ভিত্বা চ তত্ত্বজ্ঞানাসিনা বুধাঃ॥
হিত্বা সঙ্গময়ান্ পাশান্ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্।
নির্ম্মমো নিরহংকারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥১৪-১৫।

আততায়িন মায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
নাততায়িবধে দোষো হন্ত র্ভবতি কশ্চন॥

কালিকা ২২৬। মনুসংহিতা ৮।৩৫০।

মন্তব্য-প্রকাশ। শ্লোকের প্রথমাংশ এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে—গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা

বহুশ্রুতম্। আততায়িনমায়ান্তম্ ইত্যাদি। লঘু-আশ্বালায়ন সংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—

আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ ॥৩।২০।

কে কে আততায়ী তাহা 'অগ্নিদো গরদশ্চৈব' ইত্যাদি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইহার শাস্ত্রীয় বিচার ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

আততায়িসম্বন্ধে এই সকল নিয়ম রাজধর্ম্মের অন্তর্গত। রাজধর্ম্ম অর্থশাস্ত্রের অংশ স্থানীয়। অর্থ-শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবত্তর, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের দৃষ্টি অবলম্বন করিলে অর্থশাস্ত্রের নিয়ম পালনযোগ্য নহে। এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ'।

আতাপি ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেঽগস্ত্যঃ প্রসীদতু ॥

কালিকাভাস ৪১৯। আহ্নিকতত্ত্বধৃত প্রমাণবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। যজ্ঞস্থলে উর্ব্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণের উত্তেজনাবশতঃ অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম হয়। বেদে আম্নাত হইয়াছে—"সত্রে হ জাতা-বিষিতা নমোভিঃ কুম্ভে রেতঃ সিষিচতুঃ সমানম্। ততো হ মান উদিয়ায় মধ্যাত্ততো জাত-মৃষিমাহু র্বশিষ্ঠম্ ॥ (ঋগ্বেদ মং ৭।২।৩৩।১৩)। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, অগস্ত্য মুনির পূর্ব্বনাম মান। এই মানমুনি বিন্ধ্যাচলের দর্প চূর্ণ করিয়া অগস্ত্য নাম পাইয়াছিলেন। বৈয়া-করণেরাও বলেন—অগং বিন্ধ্যাচলং স্ত্যায়তীতি অগস্ত্যঃ। লোপামুদ্রা অগস্ত্যের স্ত্রী এবং ইধ্মবাহু তাঁহার পুত্র ছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিন্দুপণ্ডিতগণের মতে সপ্তগণ্ডকীর নিকটবর্ত্তী শালগ্রামী নদীর তীরে মানমুনি জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে পুলহমুনির আশ্রম ছিল এবং এখনও ঐস্থানে মুক্তিনাথের মন্দির বিরাজ করিতেছে। সপ্তসিন্ধু হইতে বহুতর আর্য্যসন্তানের উপনিবেশ মানমুনি কর্ত্তৃক দক্ষিণভারতে সংস্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে মানমুনি রাজপুতনাস্থিত সমুদ্র শোষণ পূর্ব্বক বিন্ধ্যাচলকে খর্ব্ব করিয়া দেবগিরির অর্থাৎ হায়দারবাদের অন্তর্গত দৌলতাবাদের নিকটে আতাপি, বাতাপি ও ইম্বল নামক দানবগণকে দমন করেন। যেস্থানে ইম্বল পরাজিত হয়, উহার নাম ইললা, পরে ইলরা এবং এক্ষণে এলোরা হইয়াছে। এলোরায় বিশ্বকর্ম্মার চৈত্য * এখনও বর্ত্তমান আছে। বৌদ্ধগণ বৌদ্ধযুগে ঐস্থলে বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দেবগিরির কিছুদূরে এবং নাসীকের নিকটে অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছিল। এই স্থান এখনও আগস্ত্যপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ এখানে লোপামুদ্রার গর্ভে অগস্ত্য মুনির পুত্র ইধ্মবাহ জন্মগ্রহণ করেন।

বিন্ধ্যপর্ব্বত তিনভাগে বিভক্ত—(১) পারিপাত্র অর্থাৎ অমরকণ্টক হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত, (২) ঋক্ষপর্ব্বত অর্থাৎ অমরকণ্টক হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র পর্য্যন্ত, (৩) এবং সুক্তিমান্ অর্থাৎ মধ্যদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত যে ভাগে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির বিরাজ করিতেছে। পারিপাত্র হইতে বিন্ধ্যের একটী শাখা উহার উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই শাখার বর্ত্তমান নাম অ্যারাভেলি পর্ব্বত। অ্যারাভেলির প্রাচীন নাম অর্ব্বুদ পর্ব্বত হইলেও উহার একাংশই এক্ষণে

* পর্ব্বতগুহাস্থিত মন্দির পরিবেষ্টিত যজ্ঞস্থান।

অর্ব্বুদপর্ব্বত বা আবুপর্ব্বত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অগস্ত্যমুনি দক্ষিণে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন করিলে বশিষ্ঠদেব এই অর্ব্বুদপর্ব্বতে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে অদ্য হইতে অন্ততঃ দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সপ্তসিন্ধুর পূর্ব্ব হইতে পারিপাত্রের শাখাস্বরূপ প্রাচীন অর্ব্বুদপর্ব্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান রাজপুতনাদি স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের তাৎকালিক উচ্চতাও এখনকার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক ছিল। একথা ভূ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও সমর্থন করিয়া থাকেন। সপ্তসিন্ধু হইতে দক্ষিণভারতে আর্য্যোপনিবেশ সংস্থাপনের নিমিত্ত মানমুনি যখন তপস্যারত ছিলেন, তখন কোন না কোন প্রচণ্ড ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক ঘটনা বশতঃ ঐ সমুদ্রগর্ভ উদ্গত হওয়ায় ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া ছিল। ঐ জল পশ্চিম সমুদ্রে নির্গত হইবার পর উদ্গত সমুদ্রগর্ভের মরুময় প্রদেশ অতিক্রম করিয়া মানমুনি অন্যান্য আর্য্য সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথে উপস্থিত হন, এবং তাহার অনতিকাল পরেই সমুদ্রগর্ভের উদ্গম বশতঃ পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিখণ্ডান্বিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের কতক পরিমাণ ভূগর্ভে প্রোথিত হয়। এই দুইটী ঘটনা মানমুনির তপঃ-প্রভাবে হইয়াছিল বলিয়া শাস্ত্রোক্তি হইয়াছে যে, মানমুনি সমুদ্রশোষণ পূর্ব্বক বিন্ধ্যপর্ব্বতকে খর্ব্ব করিয়া অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

ক্ষিতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের স্থিরসিদ্ধান্ত এই যে, অদ্য হইতে অন্ততঃ দশহাজার বৎসর পূর্ব্বে সপ্ত-সিন্ধুর পূর্ব্বদিকে সমুদ্র বিদ্যমান ছিল। কথাটী

অবিশ্বাস যোগ্য নহে, কারণ রাজপুতনাদির বালুকা-ময় ভূমিখণ্ডই উহার সাক্ষ্য দিতেছে। এতদ্ ব্যতীত আরও বলিতে হইবে যে, ঐ স্থলে সমুদ্রের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঋগ্বেদস্থিত কতকগুলি মন্ত্রের সুন্দর অর্থসঙ্গতি হইয়া থাকে। এখন পাঞ্জাবের শতদ্রু, রবি, চন্দ্রভাগা (চেনাব্) ও বিতস্তা (ঝেলাম্) সিন্ধুনদের সহিত মিলিত হইয়া পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইতেছে। কিন্তু ঋগ্বেদ হইতে বুঝা যায় যে, বৈদিকযুগে* সরস্বতী, বিপাশা (বিয়াস্), অশিক্নি (চন্দ্রভাগা), বিতস্তা (ঝেলাম্) ও সিন্ধুনদ—সকলেই স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে পতিত হইত। সেই জন্য সামবেদের ১।২।১।৫।৩ মন্ত্রে এবং ঋগ্বেদের ৫।৮।১০ মন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—সমস্য মন্যবে বিশো বিশ্বানমন্ত কৃষ্টয়ঃ। সমুদ্রায়েব সিন্ধবঃ॥ মনুর সময়ে কিংবা এক্ষণে সরস্বতী নদী বিনশন দেশে অর্থাৎ মরুময় সির্‌হিণ্ড জেলায় বা রাজপুতনাদি বিভাগে লুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বৈদিক যুগে ঐ নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া সমুদ্রেই পতিত হইত। সেইজন্য ঋগ্বেদে আম্নাত হইয়াছে—একাচেতৎ সরস্বতী নদীনাং শুচির্যতী গিরিভ্য আসমুদ্রাৎ। (৫।৬।১৯ বর্গ)। ইহাতে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—নদীনাং শুচিঃ শুদ্ধা গিরিভ্যঃ সকাশাৎ। আসমুদ্রাৎ সমুদ্রপর্য্যন্তং যতী গচ্ছন্তী সরস্বতী একা অচেতৎ নাহুষস্য প্রার্থনামজ্ঞাসীৎ। এই সকল মন্ত্রের বিবরণ দেখিয়া আমরা ক্ষিতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা কাণ্বৎস ঋষির সময়ে যদি সরস্বতী নদী হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া সমুদ্রে পতিত হন, এবং মনুর সময়ে যদি তিনি মরুময় বিনশনদেশে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে এই

* বৈদিকযুগে অর্থাৎ তত্তন্মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের সময়ে।

মরুময় বিনশন দেশ কোথা হইতে আসিল? অবশ্যই সমুদ্রগর্ভের উদ্‌গম বশতঃ আসিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ঋগ্বেদের প্রথমোক্ত মন্ত্রদ্রষ্টা বশিষ্ঠ ঋষির সময়ে যদি সাতটী নদনদী স্বতন্ত্রভাবে বা সাক্ষাদ্‌ভাবে সমুদ্রের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে এবং এক্ষণে যদি সাতটীর পরিবর্ত্তে পাঁচটী নদনদী একত্র মিলিত হইয়া সমুদ্রে গমন করে, তাহা হইলে কি বলিতে পারি না যে, ঋগ্বেদের পরে কোন না কোন ভীষণ প্রাকৃতিক ঘটনাবশতঃ ভূভাগব্যবস্থার বিপর্য্যয় হওয়ায় দুইটী নদীর অদর্শন এবং পাঁচটী নদনদীর গত্যন্তর সংঘটিত হইয়াছে। আর বৈদিক যুগে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক ঘটনার বাহুল্যও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তখন কোথাও বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড পাতালে প্রবেশ করিয়া অতল জলধির সৃষ্টি করিতেছে, কোথাও বা বালুময় সমুদ্রতল উদ্‌গত হইয়া মরুখণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে, কোথাও বা গগনস্পর্শী গিরিকুল পৃথিবীগর্ভে নিমজ্জন হেতু বা শিখরসমূহের প্রপতন হেতু খর্ব্বাকার ধারণ করিতেছে, আবার কোথাও বা মৈনাকাদি পর্ব্বতসমূহ পক্ষবানের ন্যায় হিমালয়স্থিত শিবালিক শ্রেণীর অর্থাৎ মেনকা গিরির অঙ্কদেশ হইতে অতল জলধিতলে প্রবেশ করিতেছে—এই সকল প্রাচীন পার্থিব বিপর্য্যয় ক্ষিতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মাত্রই স্বীকার করিয়া থাকেন। অথবা ক্ষিতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কেন, জগতের পরমগুরু বেদ পৃথিবীর তাৎকালিক অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—"কিমেতৈর্বা২ন্যানাং শোষণং মহার্ণবানাং শিখরিণাং প্রপতনং ধ্রুবস্য প্রচলনং প্রস্থানং বা তরূণাং নিমজ্জনং পৃথিব্যাঃ স্থানাদপসরণং সুরাণাং সো২হমিত্যেতদ্বিধে২স্মিন্

সংসারে কিং কামোপভোগৈঃ...ভগবং ত্বং নো গতি ত্বং নো গতিঃ"। (মৈত্রায়ণ ব্রাহ্মণ ১।৭)।

এই সকল ব্যাপার যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের বর্ত্তমান ইতিহাস পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই সমস্ত ইতিহাসে পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ৭।৮ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিশরাদিদেশীয় সভ্যতার পবিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম ঋগ্বেদ চারি হাজাব বৎসরেব অধিক হইতে পারে না। বোধ হয় মিশরাদি দেশ হইতে ইউরোপ শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়াছে বলিযাই তাঁহারা এইরূপ উক্তির প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কবিতে গিযা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের জাতীয গৌরব উন্নত কবিবার এইরূপ প্রবৃত্তি উদ্রিক্ত হইলেও ঋতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, বৃক্ষতত্ত্ব, পশুতত্ত্ব, ও মানবতত্ত্বাদি বিষয়েব গবেষণা করিবার সময় তাঁহাবা জাতীয় গৌরবের কথা ভুলিযা গিয়া সেই সেই সম্বন্ধে নিরপেক্ষ মতই প্রকাশ কবিয়াছেন। এক্ষণে ঐ সকল মতবাদের সহিত শাস্ত্রোক্তিব মিলন কবিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতেব ঋগাদিবেদই মিশরাদি দেশে সভ্যতা বিস্তার করিনার একমাত্র কারণ। এমন কি, যে সময়ে অগস্ত্য দক্ষিণযাত্রা করেন তখন মিশরের গিলগমেশ, পারস্যেব আভেস্তা বা ইহুদিগণের প্রাচীন সংহিতাদি ধর্ম্মপুস্তকের কোনরূপ অস্তিত্বই ছিল না।

আতুরাণাং চ সন্ন্যাসে ন বিধি নৈঁব চ ক্রিয়া।
প্রেষমাত্রং সমুচ্চার্য্য সন্ন্যাসং তত্র পূরয়েৎ॥

পরিশিষ্টে 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমম্' ইত্যাদি। মহাভারত।

মন্তব্যপ্রকাশ। এসম্বন্ধে কমলাকরভট্টপ্রণীত নির্ণয়সিন্ধুর সন্ন্যাসবিধি দ্রষ্টব্য।

আত্মজ্ঞঃ শোকসংতীর্ণো ন বিভেতি কুতশ্চন।

ভাষ্য ৪০। ব্রহ্মপুরাণান্তর্গত কাবষেয়গীতা।

আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে।

পরিশিষ্ট ৮১। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র ৪৯।

আত্মনি সর্বোপসংহারবতি দৃষ্টে আত্মদর্শী ভবতি।

পরিশিষ্ট—৩১০। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্র।

আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ।

কালিকা ৪৫৮। তৈত্তিরীয় আঃ ১।২, তৈত্তিরীয় উঃ ২।১।১, পৈঙ্গলোপনিষৎ, যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ।

আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।

কালিকা ২৭৫; ব্রহ্মসূত্র ২।১।২৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ' (ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭) এবং 'আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্' (ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭) ইত্যাদি নাসদাসীয় মন্ত্রের অনুস্মরণ করিয়া সূত্রটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই জাতীয় শ্রৌত-প্রমাণই মায়াবাদের উপজীব্য।

আত্মদেহং স্বেষ্টরূপং সদৈব পরিচিন্তয়েৎ।
ব্রহ্মাণ্ডং চ তথা সর্ব্বং স্বেষ্টরূপং বিচিন্তয়েৎ॥

পরিশিষ্টে 'ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি'। যোগিনী তন্ত্র।

আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা ইত্যাদি

ভাষ্য ২৯৫। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫।

আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কারবিশেষাচ্চ স্মৃতিঃ।

পরিশিষ্ট ২৭৪। বৈশেষিক ভাষ্য।

আত্মম্ভরি ত্বং পিশিতৈ ন'রাণাং
ফলেগ্রহীন্ হংসি বনস্পতীনাম্।
শৌবস্তিকত্বং বিভবা ন যেষাং
ব্রজন্তি তেষাং দয়সে ন কস্মাৎ॥

পরিশিষ্ট ১৭২। ভট্টি ২।৩৩।

আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থবুদ্ধিমনঃপ্রবৃত্তিদোষপ্রেত্যভাবফলদুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্।

পরিশিষ্ট ১৬১। ন্যায়দর্শন ১।১।৯।

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥

কালিকা ৩৪৮। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১২। শাট্যায়নীয় উং।

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ইত্যাদি।

কালিকা ৪০৯। কঠ ১।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রাচীনকালে পণ্ডিতকুলশিরোমণি প্লেটো ফিড্রস্‌নামক দার্শনিক সংবাদে কঠোক্ত রথিরথাদি দৃষ্টান্তসমূহ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্লেটো অপেক্ষা কঠের প্রাচীনত্বে কেহ সন্দিহান নহেন। সেইজন্য মোক্ষমূলবাদি মনীষিগণ উভয়ের স্বতন্ত্রতা দেখাইবার নিমিত্ত বিশেষ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল দৃষ্টান্ত কঠশ্রুতি হইতে গৃহীত না হইলে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকের ক্রমবিষয়ক ঐক্য কিরূপে সম্ভবপর হয়?

তক্ষশিলা হইতে শর্ম্মণাচার্য্য নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিকপণ্ডিত সম্রাট্ সেকন্দর শাহ্ কর্ত্তৃক গ্রীসে প্রেরিত হন এবং তাঁহার নিকট মনীষী অ্যারিস্‌টটল্ ন্যায়াদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আমাদের বিশ্বাস, মহামতি প্লেটো এই ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ঔপনিষদ ব্যাপার অবগত হইয়া কঠোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ ব্যবহার করিয়াছেন। এ কথা স্বীকার করিলে প্লেটোর মর্য্যাদা নষ্ট হইবে না। বিশ্বকবি কালিদাসের নিকট বিশ্বকবি গেটে ঋণী বলিয়া গেটের মর্য্যাদা কি হীন হইয়াছে? গেটে স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, ফষ্ট্ নামক নাটকের প্রস্তাবনা লিখিবার সময়

তিনি অজ্ঞাতভাবে শকুন্তলার প্রস্তাবনা অনুকরণ করিয়াছেন।

আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্।

'ওঁ ভূভূ বঃ' ইত্যাদি'। ছান্দোগ্য ১।৩।১২।

আত্মানমেব লোকমুপাসীত।

কালিকা ২৪৭। বৃহদারণ্যক ১।৪।১৫।

আত্মা নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মৈব, তথাপি কর্ম্মসঙ্গিনে ন তথা বাচ্যম্।

পরিশিষ্ট ২৭৩। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

আত্মা মনসা যুজ্যতে, মন ইন্দ্রিয়েণ, ইন্দ্রিয়ং বিষয়েণ,
তস্মাদধ্যক্ষমিত্যুক্তদিশা জ্ঞানং জায়তে।

পরিশিষ্ট ৬২। ন্যায়দর্শন।

আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

কালিকা ৩৮৫, পরিশিষ্ট ১১৫। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫।

আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ।

'স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ' ইত্যাদি শ্লোক। ভাল্লবেয় শ্রুতি।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।

ভাষ্য ৭৮। গীতা ৬।৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। মনুসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ। (৮।৮৪)

আদিক্ষান্তাক্ষরবাশিময়াখিলপ্রপঞ্চনির্ম্মাত্রী...বৈখরী।

পরিশিষ্টে 'বৈখরীশব্দনিষ্পত্তিঃ'। গুরুপরম্পরা তন্ত্র।

আদিত্যবৎ স্যুঃ।

পরিশিষ্ট ২৪৯। মহাভাষ্য।

আদিত্যবদ্ যৌগপদ্যম্।

পরিশিষ্ট ২৪৯। পূর্ব্ব-মীমাংসা ১।১।১৫।

আদিত্যা স্থং তথা দানাম্মিত্র স্থং মৈত্রভাবতঃ।

'স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ' ইত্যাদি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১।৩০।১৬।

আদিত্যো যূপঃ।

'স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রম্' ইত্যাদি শ্লোক। শবরস্বামিধৃত ব্রাহ্মণবাক্য।

আদেয়স্য প্রদেয়স্য কর্ত্তব্যস্য চ কর্ম্মণঃ।
ক্ষিপ্রমক্রিয়মাণস্য কালঃ পিবতি তদ্রসম্॥

পরিশিষ্ট ১১৩। আভাণক।

আদৌ কালী ততস্তারা সুন্দরী তদনন্তরম্।

পরিশিষ্ট ৮৫। মন্ত্রশাস্ত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা মধ্যমাধিকারীর উপাস্তি-নিয়ম। উত্তমাধিকারীর নিমিত্ত তারারহস্যাদি শাস্ত্র ভেদেও অভেদব্যবস্থা দেখাইয়া বলেন—"যথা কালী তথা তারা তথা নীল সরস্বতী। সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা তথা ত্রিপুরসুন্দরী॥ অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাধয়েন্নরঃ। ত্রিলোকে স তু পূজ্যঃ স্যাত্তারাসুতশ্চ এব সঃ॥ ভেদং কৃত্বা যদা মন্ত্রী সাধয়েদত্র সাধনম্। ন তস্য নিষ্কৃতি র্দ্দেবি নিরয়ে পচ্যতে হি সঃ॥"

আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।

পরিশিষ্ট ১২২। নিরুক্ত।

আনন্দহীনং জগদাত্মরূপং বিভিন্নসংস্থং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ।
কূটস্থমব্যক্তবপুস্তথৈব নমামি রূপং পুরুষাভিধানম্॥

পরিশিষ্টে 'পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ'। অদ্ভুত রামায়ণ।

আধারে ক্বাপি মনসঃ স্থাপনং ধারণোচ্যতে।

পরিশিষ্ট ৯৯। দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিক।

আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্ভি র্হৌত্রং তথৈব চ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮। বায়ুপুরাণ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।

ভাষ্য ৮০। তৈত্তিরীয় উং ২।৪।১।

আনন্দপূর্ণবাস্তব্যাবজ্রটাখ্যস্য সূনুনা।
মন্ত্রভাষ্যমিদং কৃৎস্নং পদবাক্যৈঃ সুনিশ্চিতৈঃ॥

পরিশিষ্টে 'উবটাচার্য্য'। মন্ত্রভাষ্যের পুষ্পিকা।

আনন্দমজরং সত্যং সদসৎ সর্ব্বকারণম্।
সর্ব্বাধারং জগদ্রূপমমূর্ত্তমজমব্যয়ম্॥
অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্থং বহিস্থং সর্ব্বতোমুখম্।
সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বতঃপাদং সর্ব্বস্পৃক্ সর্ব্বতঃশিরঃ॥
ব্রহ্ম ব্রহ্মময়োঽহং স্যামিতি যদ্‌বেদনং ভবেৎ।
তদেতন্নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

'ব্রহ্মবিষ্ণু' ইত্যাদি শ্লোক। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস।

কালিকা ১৭৫। ঋগ্বেদ অং ৮।৭।১৭।

আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসা দম আর্জ্জবম্।
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যং মার্দ্দবং চ যমা দশ॥

পরিশিষ্ট ১৮৮। পারস্করসূত্র ভাষ্য।

আপো নারায়ণঃ সাক্ষাদপ্‌সু সর্ব্বং চরাচরম্।

পরিশিষ্ট ৩১০। মন্ত্রবর্ণ।

আপ্তকামস্য কা স্পৃহা।

কালিকা ৩১৮। মাণ্ডূক্য কারিকা-আং ৯।

মন্তব্য প্রকাশ। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ—

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥

আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ।

পরিশিষ্ট ২১৫। সাংখ্য সূত্র ১।১০১। ন্যায় সূত্র ১।১।৭।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুনঃ।

কালিকা ৩২৭। গীতা ৮।১৬।

আমুক্তে র্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ।
মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥

কালিকা ৯৫, পরিশিষ্ট ২৪, ৭২। নারদপঞ্চরাত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১।৪।৫ ব্রহ্মসূত্রের ভামতী দ্রষ্টব্য।

যোগবাশিষ্টের নির্ব্বাণপ্রকরণে স্মৃত হইয়াছে—

তিষ্ঠন্তি মুক্তাঃ পুরুষা যাবদ্দেহং জগৎস্থিতৌ।
যাবদ্দেহং মহাত্মানো জীবন্মুক্তা ব্যবস্থিতাঃ ॥
বিদেহ মুক্তা দেহান্তে স্থাস্যন্তি পরমেশ্বরে ॥
(৯।১৩-১৪)।

আম্রে ফলার্থে নিমিতে ছায়াগন্ধাবনূৎপদ্যেতে,
এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনূৎপদ্যন্তে।

কালিকা ১১৭। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র ১।৭।২০।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ছায়াগন্ধ ইত্যনূৎপদ্যেতে—এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। মিধাতু ক্ষেপণার্থে রূঢ়। সুতরাং নিমিতে অর্থাৎ রোপিতে। ইহার পরিবর্ত্তে 'নিমিত্তে বা 'নির্ম্মিতে' পাঠ আদরণীয় নহে। কেহ কেহ ইহাকে আম্রস্মৃতি ন্যায় বলেন। সুরেশ্বরাচার্য্য সম্বন্ধবার্ত্তিকে বলিয়াছেন—

ফলং নিত্যস্য নাপীহ দুরিতক্ষয়মাত্রকম্।
ফলান্তরশ্রুতেঃ সাক্ষাৎ তদযথার্তম্রস্মৃতে স্তথা ॥
আম্রে নিমিত ইত্যাদি হ্যাপস্তম্বস্মৃতে বচঃ।
ফলবত্বং সমাচষ্টে নিত্যানামপি কর্ম্মণাম্ ॥

ইহার টীকায় আনন্দ গিরি বলিয়াছেন—নিমিতে নিহিতে রোপিত ইত্যর্থঃ।

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং বাগ্‌যজ্ঞেন কল্পতাং মনো যজ্ঞেন কল্পতামাত্মা যজ্ঞেন কল্পতাং ব্রহ্মা যজ্ঞেন কল্পতাং জ্যোতি র্যজ্ঞেন কল্পতাং স্বর্যজ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্।

কালিকা ৪২০, ৪২৬। যজুর্ব্বেদ—কল্পহোম ১৮।২৯।

আরম্ভঃ পরিণামশ্চ মায়াবাদস্তথৈব চ।
মতামেষু বিনির্দ্দিষ্টো বাদস্ত্রিবিধ ঈরিতঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৪৯। সংগ্রহশ্লোক।

আরুরুক্ষো র্মুনে র্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

ভাষ্য ৩৭। গীতা ৬।৩।

আরূঢো নৈষ্ঠিকং ধর্ম্মং যস্তু প্রচ্যবতে দ্বিজঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন পশ্যামি যেন শুধ্যেৎ স আত্মহা॥

পরিশিষ্ট ১২৩। আগ্নেয় পুরাণ ১৬।৫।২৩।

আরোপদৃষ্টিরপবাদকদৃষ্টিরেবং
ব্যামিশ্রদৃষ্টিরিতি দৃষ্টিবিভাগমেনম্।
সংগৃহ্য সূত্রকৃদয়ং পুরুষং মুমুক্ষুং
সম্যক্ প্রবোধয়িতুমুৎসহতে ক্রমেণ॥

কালিকা ২৭৬। সংক্ষেপশারীরক ২।৮১।

মন্তব্যপ্রকাশ। দৃষ্টিবিভাগসম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি-বিরচিত সংক্ষেপ-শারীরকের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আবরণস্য নিবৃত্তি র্ভবতি চ সম্যক্ পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশ স্তদ্‌বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯। বিবেকচূড়ামণি।

আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ।

কালিকাভাস ৩০৮, ৩১৯,। ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১, সাংখ্য ৪।৩।

আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দা ন স্তুতি র্ন বষট্‌কারো যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ স ভিক্ষুঃ।

পরিশিষ্ট ১৪৭, ১৭৯। পরমহংসোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই জাতীয় শ্রুতির অনুবাদ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্মের যে সকল বিধিনিষেধ অনুগীতার ৪৬-৪৭ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে, তাহার কতকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

(১) অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্ত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ। (৪৬।১৮)।

(২) লাভেন চ ন হৃষ্যেত নালাভে বিমনা ভবেৎ।
ন চাতিভিক্ষাং ভিক্ষেত কেবলং প্রাণযাত্রিকঃ॥

(৩) নাস্বাদয়ীত ভুঞ্জানো রসাংশ্চ মধুরাং স্তথা
যাত্রামাত্রং হি ভুঞ্জীত কেবলং প্রাণধারণম্॥

(৪) প্রতিশ্রয়ার্থং সেবেত পার্ব্বতীং বা পুনর্গুহাম্।

(৫) গ্রাসাদাচ্ছাদনাদন্যং ন গৃহ্ণীয়াৎ কথঞ্চন॥

(৬) পরেভ্যো ন প্রতিগ্রাহ্যং ন চ দেযং কদাচন।
দৈন্যভাবাচ্চ ভূতানাং সংবিভজ্য সদা বুধঃ॥

(৭) নাদদীত পরস্বানি ন গৃহ্ণীয়াদযাচিতঃ।
ন কিঞ্চিদ্বিষয়ং ভুক্ত্বা স্পৃহয়েত্তস্য বা পুনঃ॥

(৮) আশীর্যুক্তানি সর্ব্বাণি হিংসাযুক্তানি যানি চ।
লোকসংগ্রহধর্ম্মং চ নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ॥

(৯) সর্ব্বভব্যানতিক্রম্য লঘুমাত্রঃ পরিব্রজেৎ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ॥

(১০) অনাগতং ন ধ্যায়েচ্চ নাতীতমনুচিন্তয়েৎ।
বর্ত্তমানমুপেক্ষেত কালাকাঙ্ক্ষী সমাহিতঃ॥

(১১) ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েৎ কচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা কিঞ্চিদ্দুষ্টং সমাচরেৎ॥

(১২) ইন্দ্রিয়াণ্যুপসংহৃত্য কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ক্ষীণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি নিরীহঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ॥

(১৩) নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বাহাকার এব চ।
নির্ম্মমো নিরহংকারো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

(১৪) নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
নির্গুণং নিত্যমদ্বন্দ্বং প্রশমেনৈব গচ্ছতি॥ (৪৭।১০)।

(১৫) নিরাশী নির্গুণঃ শান্তো নিরাসক্তো নিরাশ্রয়ঃ।
আত্মসঙ্গী চ তত্ত্বজ্ঞো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

(১৬) ছিত্ত্বা সঙ্গময়ান্ পাশান্ মৃত্যুজন্মজরোদয়ান্।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

(১৭) প্রধানগুণতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতপ্রধানবিৎ।
নির্ম্মমো নিরহংকারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

অনুগীতার গুরুশিষ্যসংবাদে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা যে কেবল ব্যক্তাবধূতের পক্ষেই প্রযোজ্য—এরূপ নহে। কারণ, 'প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্ম্মলক্ষণাঃ' ইত্যাদি নিয়মপ্রযুক্ত শরীর-ধারণ পূর্ব্বক অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ব্যতীত কখন সর্ব্বতোভাবে নিষ্ক্রিয় হওযা সম্ভবপর নহে বলিয়া গৃহধর্ম্মাশ্রিত গুপ্তাবধূতও ঐরূপেই উপদিষ্ট হইযাছেন। সেই জন্য ৭৬ অধ্যায়ের কথাবসানে স্মৃত হইযাছে—'গৃহধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ বিজ্ঞানচরিতং চরেৎ। অমূঢো মূঢরূপেণ চরেদ্ধর্ম্মমদূষয়ন্'॥

আশীর্যুক্তানি সর্ব্বাণি হিংসাযুক্তানি যানি চ।
লোকসংগ্রহধর্ম্মং চ নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা ৪৬।৩৯।

আসনং পরমা পূজা ততো যোগঃ প্রসীদতি।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

পরিশিষ্ট ১২-১৩। গোরক্ষসংহিতা।

আসনং সুখরূপেণ শরীরস্থিরতা মতা।

পরিশিষ্ট ২০। বিবেকচূড়ামণি।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

'নাসদাসীৎ' ইত্যাদি মন্ত্র। মনু ১।৫।

আসীদ্বিন্দুস্ততো নাদো নাদাচ্ছক্তিঃ সমুদ্ভবা।
নাদরূপা মহেশানী চিদ্রূপা পরমা কলা॥

নাদাচ্চৈব সমুৎপন্নঃ অর্দ্ধবিন্দু র্মহেশ্বরি।
সার্দ্ধত্রিতয়বিন্দুভ্যো ভুজঙ্গী কুলকুণ্ডলী॥

পরিশিষ্ট ২১৭। কুব্জিকাতন্ত্র।

আসীনঃ সম্ভবাৎ।

কালিকা ২৮৫, ৩০৭, ৩৯১। ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৭।

আহ চ তন্মাত্রম্।

কালিকা ২৭৬,২৮২। ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৬।

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।

কালিকা ২৪৫, পরিশিষ্ট ২০। ছান্দোগ্য ৭।২৬২।

ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকে তৎপরং জ্যোতিরোমিতি।

'জ্ঞানমিচ্ছা' ইত্যাদি। মহানির্ব্বাণ ৪ এবং গৌরীসংহিতা।

ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ স্বাধ্যায়কর্ম্ম চ।
অয়ং তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥

পরিশিষ্ট ৩০৪। যাজ্ঞবল্ক্য ১।৮।

ইতরস্তু চার্ব্বাকঃ "অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়" ইত্যাদিশ্রুতে র্মনসি সুপ্তে প্রাণাদেরভাবাদহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ মন আত্মেতি বদতি।

পরিশিষ্ট ১৬,৫২,১০৯। বেদান্তসার।

ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমো বেদানাং বেদঃ।

ভাষ্য ২৭২। পরিশিষ্ট—২৫৪। ছান্দোগ্য ৭।১।৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইতিহাস-পুরাণাদিশব্দের অর্থ 'ক' পরিশিষ্টের সেই সেই শব্দে দ্রষ্টব্য।

ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদার্থমুপবৃংহয়েৎ।

পরিশিষ্ট—২৫৪। মহাভারত।

ইত্যাহ নাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণুরাত্মাস্তিতাং ভাষ্যকৃদত্র যুক্ত্যা।
দৃঢ়ত্বমেতদ্ বিষয়শ্চ বোধঃ প্রয়াতি বেদান্তনিষেবণেন॥

কালিকা ৩০৮, পরিশিষ্ট ১০৯। শ্লোকবার্ত্তিক।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।

পরিশিষ্ট ৮১। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ইদং তীর্থমিদং তীর্থমিত স্তীর্থমতঃপরম্।

ইতো দূরতরং তীর্থং ময়া দৃষ্টং ন তু ত্বয়া॥

তব তীর্থফলং স্বল্পং মম তীর্থফলং মহৎ।

ইতি ভ্রমন্তি যে তীর্থং তে ভ্রান্তা ন তু তৈর্থিকাঃ॥

পরিশিষ্ট ৮২। বোধসার—তীর্থনির্ণয়।

ইন্দ্রচন্দ্রকাশকৃৎস্নাপিশলিশাকটায়নাঃ ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে 'কাশকৃৎস্ন'। কবিকল্পদ্রুম।

মন্তব্যপ্রকাশ। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ৬।৬।৪।৭ মন্ত্রের তাৎপর্য্য লইযা শ্লোকটি উক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়াণাং নিরোধেন সর্ব্বেষাং বিষয়ৈষিণাম্।

মুনির্জনপদত্যাগাদধ্যাত্মাগ্নিঃ সমিধ্যতে॥

যথাগ্নিরিন্ধনৈ রিদ্ধো মহাজ্যোতিঃ প্রকাশতে।

তথেন্দ্রিয়নিরোধেন মহানাত্মা প্রকাশতে॥

পরিশিষ্ট ৩০৯। অনুগীতা ৪২।৫২-৫৩।

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ।

বলাদাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে॥

'প্রত্যাহারঃ' ইত্যাদি শ্লোক। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ৭।

ইন্দ্রিয়াণ্যুপসংহৃত্য কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।

ক্ষীণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি র্নিরীহঃ সর্ব্বতত্ত্ববিৎ॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা ৪৬'৪৪।

ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।

কালিকাভাস ১৬৩। ন্যায়দর্শন ১।১।৪।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।

কালিকা ৯৫। ঋগ্বেদ ৬।৪৭।১৮ ও বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই শ্রুতিকে লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য

গৌড়পাদ বলিয়াছেন—নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি। অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ॥ মাণ্ডূক্যকারিকা—অদ্বৈত প্রং ৯১।২৪।

ইয়াদি পূরণঃ।

'ওঁ ভূর্ভুবঃ' ইত্যাদি। পিঙ্গলসূত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই সূত্রানুসারে গায়ত্রীপাঠের সময় 'বরেণ্যম্'কে 'বরেণীয়ম্' বলিয়া পাঠ করিতে হয়, নতুবা 'মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা' ইত্যাদি প্রমাণানুসারে গায়ত্রীজপ ফলবান্ হয় না।

ইষ্টাপূর্ত্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছ্রেয়ো বেদয়ন্তি প্রমূঢাঃ:
নাকস্য পৃষ্ঠে সুকৃতেন ভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি॥

ভাষ্য ১০৯। মুণ্ডক ১।২।১০।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ইষ্টাপূর্ত্ত'শব্দ সূচীতে দ্রষ্টব্য। ছান্দোগ্যের পঞ্চম অধ্যায়ের দশমখণ্ডেও ইষ্টাপূর্ত্ত শব্দের প্রয়োগ আছে।

ইষ্টাপূর্ত্তে দ্বিজাতীনাং সামান্যো ধর্ম্ম উচ্যতে।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে ন বৈদিকে॥

মূল ২০২। লিখিত সং ৬, অত্রি সং ৪৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। লঘু শঙ্খস্মৃতির ষষ্ঠ শ্লোক দ্রষ্টব্য। 'ইষ্টাপূর্ত্ত'সম্বন্ধে বিষ্ণুভাগবত যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
আবর্ত্ততে প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেনাশ্নুতেঽমৃতম্॥
হিংস্রং দ্রব্যময়ং কাম্যমগ্নিহোত্রাদ্যশান্তিদম্।
দর্শশ্চ পূর্ণমাসশ্চ চাতুর্মাস্যং পশুঃ সুতঃ॥
এতদিষ্টং প্রবৃত্তাখ্যং হুতং প্রহুতমেব চ।
পূর্ত্তং সুরালয়ারামকূপাজীব্যাদিলক্ষণম্॥
'পশুঃ' অর্থাৎ পশুযাগঃ। 'সুতঃ' অর্থাৎ সোমযাগঃ।

ইষ্ণন্নিষাণামুং ম ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।

পরিশিষ্ট ১৫৬। ঋগ্বেদ ৮।৪, যজুর্ব্বেদ ৩১।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।

ভাষ্য ৩৬। কেন ২।১৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। "স যো হ বৈ তৎ পরং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি"—এই শ্রুতির তাৎপর্য্য ভঙ্গিমাবিশেষে এ স্থলে আম্নাত হইয়াছে।

ইহৈব সন্তোঽথ বিদ্মস্তদ্বয়ং ন চেদবেদীন্ মহতী বিনষ্টিঃ।
য এতদ্ বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি অথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তি॥

ভাষ্য ১৮৭। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৪।

ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ।

কালিকাভাস ৮৪। বেদান্তসূত্র ১।৩।১৩।

ঈক্ষতে র্নাশব্দম্।

পরিশিষ্ট ১২৯। ব্রহ্মসূত্র ১।১।৫।

ঈক্ষাপূর্ব্বক-কর্তৃত্বং প্রভুত্বমসরূপতা।
নিমিত্তকারণেষ্বেব নোপাদানেষু কহিচিৎ।

কালিকা ১০২। প্রাচীনকারিকা।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১।৪।২৩ সূত্রভাষ্যের ভামতীতে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডূক্যতিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়ং চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং দশ॥

পরিশিষ্টে 'শঙ্করাচার্য্য'। মুক্তিকোপনিষৎ ১।৩০।

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

ভাষ্য ৩৮, পরিশিষ্ট ২০৮। যজুর্ব্বেদ ৪০।১, ঈশ ১।১।

ঈশেশিতব্যসম্বন্ধঃ প্রত্যগজ্ঞানহেতুজঃ।
সম্যগ্জ্ঞানে তমোধ্বস্তাবীশ্বরাণামপীশ্বরঃ॥

কালিকা ৬৩। বৃহদারণ্যক-বার্ত্তিক ১।৪।১৪৬৫।

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ-ত্রিতয়ং হরিঃ।
ঈশ্বরশ্চিদিতি প্রোক্তো জীবো দৃশ্যমচিৎ পুনঃ ॥

পরিশিষ্ট ৭২,২০৫,২৮০। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

উক্তানুক্তদুরুক্তানাং চিন্তা যত্র প্রবর্ত্ততে।
তং গ্রন্থং বার্ত্তিকং প্রাহু র্বার্ত্তিকজ্ঞা মনীষিণঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৯৮। পরাশরোপপুরাণ।

উক্তানুক্তদুরুক্তার্থব্যক্তকারি তু বার্ত্তিকম্।

পরিশিষ্ট ১৯৮। অভিধানচিন্তামণি।

উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতং চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং মতম্।
তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় তু শাস্ত্রিতম্ ॥

কালিকাভাস ২৮৯। মুক্তিক উং ২।১ ; বাশিষ্ঠ মুং ৫।৪।

উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রং চ সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সর্ব্বদা চেতনাময়ম্ ॥

'চতুর্ব্বেদোঽপি' ইত্যাদি শ্লোক। জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

উণাদয়ো বহুলম্।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। অষ্টাধ্যায়ী ৩।৩।১।

উৎকৃষ্টদৃষ্টি নিকৃষ্টেঽধ্যাসিতব্যা।

পরিশিষ্ট ১২৬। মীমাংসান্যায়।

উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদবিদ্যা কিং করিষ্যতি ?

পরিশিষ্ট ১২৬। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। অজ্ঞানবোধিনীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদ্ অবিদ্যাকার্য্যময়দেহমস্তি, তৎ কিং করিষ্যতি ?'

উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্।
অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থচিন্তাঽধমাধমা ॥

পরিশিষ্ট ৫৭। মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২১।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভাবচূড়ামণিতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—

অধমাপ্রতিমাপূজা জপস্তোত্রাদির্মধ্যমা।
উত্তমা মানসী পূজা সোঽহংপূজোত্তমোত্তমা ॥
মহানির্ব্বাণের আত্মজ্ঞাননির্ণয়ে আম্নাত হইয়াছে—
উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতিজপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাঽধমাধমা ॥

উৎপত্তিং প্রলয়ং চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্।
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাং চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥
পরিশিষ্ট ১৭৯। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫ :

উৎসাদনং গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োশ্চাবনেজনম্ ॥
কালিকা ৩৫২-৩৫৩। মনু ২।২০৯, উশনঃসংহিতা ৩।২৫।

উদাসীনঃ সাধকশ্চ গৃহস্থো দ্বিবিধো ভবেৎ।
কুটুম্বভরণে যুক্তঃ সাধকোঽসৌ গৃহী ভবেৎ ॥
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য ত্যক্ত্বা ভার্য্যাধনাদিকম্।
একাকী বিচরেদ্ যস্তু স উদাসীন উচ্যতে ॥
পরিশিষ্ট ৫০। গরুড়পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥
পরিশিষ্ট ১২৯। মনু ২।১৫।
মন্তব্যপ্রকাশ। কাত্যায়নের গৃহ্যাসংগ্রহেও এই শ্লোকটী পঠিত হইয়াছে।

উন্মত্তং পতিতং ক্লীবমবীজং পাপরোগিনম্।
ন ত্যাগোঽস্তি দ্বিষন্ত্যাশ্চ ন চ দায়াপবর্ত্তনম্ ॥
পরিশিষ্ট ২৭৬। মনুসংহিতা ৯।৭৯।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥
পরিশিষ্ট ২১। বৃহৎসংহিতা।
মন্তব্যপ্রকাশ। উপক্রমাদিসম্বন্ধে সর্ব্বদর্শন-

সংগ্রহের পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন এবং বেদান্তসারের ত্রিংশত্তম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ।

কালিকাভাস ১২, (পাদটীকা)। গীতা ৪।৩৪।

উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।

কালিকাভাস ৩১। মাণ্ডূক্য কারিকা—আং ২৮।

উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ।
সকল্পং সরহস্যং চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥

কালিকা ৩৪২। মনু ২।১৭০। লঘ্বাশ্বলায়নস্মৃতি ৩।২৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'আচিনোতি' ইত্যাদি দেখুন।

উপমা কালিদাসস্য ভারবে বর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥

পরিশিষ্টে 'মাঘ'। উদ্ভট।

উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং ক্বিব্ ঘঞাদৌ ক্বচিদ্ ভবেৎ।

পরিশিষ্ট ১৬০। কাতন্ত্রে দুর্গসিংহধৃতপ্রমাণবচন।

উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্।

পরিশিষ্ট ২২,২২৫। সাংখ্যপ্রবচন ১।১৫১।

উম্বেকঃ কারিকাং বেত্তি তন্ত্রং বেত্তি প্রভাকরঃ।

পরিশিষ্ট ২৩০। গুণরত্ন—ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা।

উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্ দ্রব্যমালোক্য তং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥

কালিকাভাস ৩১০। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত উত্তরগীতা ১।২০।

মন্তব্যপ্রকাশ। "উল্কাহস্তো যথা লোকে" এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। 'গ্রন্থমভ্যস্য' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ঊর্ণনাভাদ্ যথা তন্তু র্জায়তে চেতনাজ্জড়ঃ।
নিত্যপ্রবুদ্ধাৎ পুরুষাদ্ ব্রহ্মণঃ প্রকৃতি স্তথা॥

পরিশিষ্ট ৩০। যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রঃ ৯৬।৭১।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা ১।১।১৭ মুণ্ডকের অনুস্মৃতি।

ঊর্দ্ধশূন্যমধঃ শূন্যং মধ্যশূন্যং যদাত্মকম্।
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণম্॥
পরিশিষ্ট। উত্তরগীতা ৩৩।

ঋগ যজুঃসামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
কালিকা ১৮৬। পাণিনীয় শিক্ষা ৫২।

মন্তব্যপ্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্যশিক্ষায় স্মৃত হইয়াছে—
ঋগ্ যজুঃসামভিঃ পূতো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ।৪২।

ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চেতি।
কালিকা ১৮০। ছান্দোগ্য ৭।১।২।

ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ কিমর্থা বয়মধ্যেষ্যামহে...যক্ষ্যামহে ?
কালিকা ১০৬। ঐতরেয় আরণ্যক ৩।২।৬ ৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৩।৪।৯ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যে প্রমাণটী প্রযুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, কাবষেয় ঋষিগণের তাৎপর্য্য লইয়া অজিতকেশ, মস্করী, মহাবীর এবং বুদ্ধাদি মনীষিগণ তাঁহাদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাবষেয়-সম্প্রদায়ের উপপত্তি অজিত কেশাদির ন্যায় বেদবিরুদ্ধ নহে। কাবষেয়গণ কেন এরূপ বলিয়াছেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে ঋগ্বেদের ৭।১৬৩ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। কাবষেয়গণের চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া মহিদাস ঐতরেয় উকৃথবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এ সম্বন্ধে ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।২।১ দ্রষ্টব্য। কৌষীতকি উপনিষদে প্রতর্দ্দন কর্ত্তৃক কাবষেয়গণের যুক্তি অনুসৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্যস্থিত অষ্টমাধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে ব্রহ্মচর্য্যের প্রশংসা করিয়া যজ্ঞসম্বন্ধে যাহা আম্নাত হইয়াছে, তাহা কাবষেয় যুক্তির অনুকূল। এইরূপ শাস্ত্রগতি দেখিয়া গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—
"শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। (৪।৩৩)।

ঋষিং প্রসুতং কপিলং য স্তমগ্রে জ্ঞানৈ র্বিভর্ত্তি ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে 'কপিল'। শ্বেতাশ্বতর ৫।২।

এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে প্রকাশতে।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥
একধৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

কালিকা ১৭৪। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। দুইটী শ্লোকের আদ্যচরণ লইয়া প্রমাণটী উক্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণ শ্লোক দুইটী এইরূপ— 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্। বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ ॥'

একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনং চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥

পরিশিষ্ট ১৭১। শ্রুতবোধ।

একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্।

কালিকা ৫৩। পরিশিষ্ট ৬৭,১৬৮। যোগভাষ্য ১।৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। সাধারণতঃ আমাদের যে দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভব হয়, তাহাকে খ্যাতি বলে। নিরুদ্ধ অবস্থায় যোগিগণের যে দর্শন হয়, তাহাও খ্যাতি হইতে বিভিন্ন নহে। কারণ, একটী বুদ্ধিনির্ম্মুক্ত পুরুষের চৈতন্যরূপ দর্শন এবং অপরটী বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিত পুরুষের অধ্যাসমূলক দর্শন। অতএব একই জ্ঞান কখন উপাধিযুক্ত এবং কখন উপাধিনির্ম্মুক্ত হইয়া প্রতীয়মান হয় বলিয়া ভগবান্ পঞ্চশিখ ষষ্টিতন্ত্রে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

পঞ্চদশীতে উক্ত হইয়াছে—শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা

বৈচিত্র্যাজ্জাগয়ে পৃথক্। ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈক-
রূপ্যান্ন ভিদ্যতে ॥' তত্ত্ববিবেক ৩।

একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ।
অপৃথক্ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্ত্বেনেব বর্ত্ততে ॥

পরিশিষ্ট ২১৬। হরিকারিকা।

একমেবাদ্বিতীয়ম্।

কালিকাভাস ৩০১। ছান্দোগ্য ৬।২।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক-
মেবাদ্বিতীয়ং তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেক
মেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে'—ইত্যাকার শ্রৌত-
প্রমাণকে পরিস্ফুট করিয়া শুকরহস্তে আম্নাত
হইযাছে—

একমেবাদ্বিতীয়ং সন্নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাঽধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে ॥৫।

পঞ্চদশীর ৫।৫ শ্লোক ইহার আবৃত্তি মাত্র।

একবাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্।
এতচ্চ প্রত্যহাভ্যস্তং মহাসান্তপনং স্মৃতম্ ॥

'বিধিনোক্তেন' ইত্যাদি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ২।১২২।৩৮।

একশতং হ বৈ বর্ষাণি মঘবান্ প্রজাপতৌ ব্রহ্মচর্য্যমুবাস।

কালিকা ৩৬১। ছান্দোগ্য ৮।১১।৩।

একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

কালিকা ৪৩৬। কঠ ৫।৯।

একাকিনী প্রতিজ্ঞা হি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েৎ।

পরিশিষ্ট ১৮২। আভাণক।

একাক্ষরা বৈ বাক্।

পরিশিষ্ট . ২১৭, ২৫৪, ২৬৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৫।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। শব্দব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া শ্রৌত

বাক্যটী আম্নাত হইয়াছে। মোক্ষ ধর্ম্মের ২৩১ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ৬২।

একাগ্নিকর্ম্মহবনং ত্রেতায়াং যচ্চ হূয়তে।
অন্তর্ব্বেদ্যাং চ যদ্দানমিষ্টং তদভিধীয়তে ॥

কালিকা ২৪৪। শিষ্টসম্মিত স্মৃতিপ্রমাণ।

একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্ত্তা কথং বসেৎ।
সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেনাবলোকিতঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৮১। বিবেকচূড়ামণি।

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দম শ্চেতসঃ
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যাযাদহংবাসনা।
তেনানন্দরসানুভূতি রচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন
স্তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্য্যঃ প্রযত্নাদ্ মুনে ॥

পরিশিষ্ট ৫৩। বিবেকচূড়ামণি ৩৭০।

একামথ দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং ভূমিকামুত।
আরূঢ়স্য মৃতস্যাথ কীদৃশী ভগবান্ গতিঃ ॥

কালিকা ৩৬০। যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ প্রং ১২৬।৪৪।

এজেঃ খশ্।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। অষ্টাধ্যায়ী ৩।২।২৮।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

কালিকা ৩৩৬ শ্বেতাশ্বতর ৬।১১ এবং ব্রহ্মোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বর-গীতায় স্মৃত হইয়াছে—

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
তমেবৈকং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ॥৯।১৭।

একো যজ্ঞো নাস্তি ততো দ্বিতীয়ো হৃচ্ছয়স্তমহমনুব্রবীমি।
ভাষ্য ২৬। অনুগীতা ২৬ অধ্যায়।

একোদেবঃ কেশবোবাশিবো বা একংমিত্রং ভূপতির্ব্বা যতির্ব্বা।
একোবাসঃ পত্তনেবা বনে বা একানারী সুন্দরীবা দরী বা॥
পরিশিষ্টে 'ভর্ত্তৃহরি।' ভর্ত্তৃশতক।

এতং বে তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ
বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি।
কালিকা ১৪৫। বৃহদারণ্যক ৩।৫।১।

এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে।
ভাষ্য ৩৭। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২।

এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি।
কালিকা ৩২০। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
কালিকা ৪০৪। মুণ্ডক ২।১।৩।

এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ।
কালিকা ৫৭১। বৃহদারণ্যক ৩।৮।১১।

এতস্যৈবাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
কালিকা ৪৬১। বৃহদারণ্যক ৩।৮।৯।

এতেন প্রীয়তামীশো য আত্মা সর্ব্বদেহিনাম্।
পরিশিষ্টে 'বিজ্ঞান ভিক্ষু'। যোগবার্ত্তিক।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ।
পরিশিষ্ট ২২৮। বেদান্তসূত্র ২।১।৩।

এবং কর্ম্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।
বিদ্যাময়োঽয়ং পুরুষো ন তু কর্ম্মময়ঃ স্মৃতঃ॥
কালিকা ৫৬। অনুগীতা ৫১।৩২।

এবং গৌড়ৈ দ্রাবিড়ৈ নঃ পূর্ব্বৈরয়মর্থঃ প্রভাবিতঃ।
অজ্ঞানমাত্রোপাধিঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বরঃ॥

পরিশিষ্ট ৪৭। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ৪।৪৪।

এবং চ নিরবয়বেঽপি বর্ণপদবাক্যেষু মাত্রাবিভাগো বর্ণবিভাগঃ পদবিভাগশ্চ কাল্পনিকো মিথ্যেতি ভাবঃ।

'ন বর্ণানাম্' ইত্যাদি। বাক্যপদীয় ৯৩। পুণ্যরাজ।

মন্তব্যপ্রকাশ। অনুগীতায় স্মৃত হইয়াছে—

স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা। (৪৩।২৩)।

এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্॥

পরিশিষ্ট ২৮১। গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৫৯ পটল।

এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য।

ভাষ্য ৩৬। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩।

এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে,
এষ হ্যেবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে।

কালিকা ২৭৩, পরি ৩০,১৪১। কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ৩।৯।

এষা বৃতি র্নাম তমোগুণস্য শক্তি র্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতে র্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রসরস্য হেতুঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮৪। বিবেকচূড়ামণি ১১৫।

এষা হি জীবন্মুক্তেষু তুর্য্যাবস্থেতি বিদ্যতে।
বিদেহমুক্তিবিষয়ং তুর্য্যাতীতমতঃ পরম্॥

পরিশিষ্ট ৭০। মহোপনিষৎ ৩।৫৫, যোগবাশিষ্ঠ ১১৮।১৬।

ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎসত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।

কালিকাভাস ৩০১। ছান্দোগ্য ৬।৮।৭।

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীরণা॥

কালিকা ৩৮৫। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫, পরাশরোক্ত ষড়্‌গুণ।

ওঁকারমুচ্চরন্ প্রাজ্ঞো দ্রবিণং শক্তুমোদনম্।
গৃহ্নীয়াদ্দক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্ত্তয়েৎ॥

পরিশিষ্ট ৮৯। ব্রহ্মপুরাণ।

ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্বা বিনির্যাতৌ তস্মান্মাঙ্গলিকাবুভৌ॥

পরিশিষ্ট ২৪। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

ওঁকারস্য গীয়ন্তে স্মৃতয়ো দশতীর্দ্দশ।

কালিকা ২৮৪। মহাভারত—উদ্যোগ পং ১০৮।১৪।

ওঁকারেণ দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াচ্চ।

পরিশিষ্ট ৮৯। জাতূকর্ণ্য সংহিতা।

ওঁকারো বাগেবেদং সর্ব্বম্।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'একাক্ষরা বৈ বাক্', 'ওঁকারো বাগেবেদং সর্ব্বম্,—এই জাতীয় শ্রুতিহেতু অনুগীতায় স্মৃত হইয়াছে—

'ওঁকারঃ সর্ব্ববেদানাং বচসাং প্রাণএব চ'।

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

প্রণবাদ্যাঃ স্মৃতা বেদাঃ প্রণবে পর্য্যুপস্থিতাঃ।
বাঙ্ময়ং প্রণবঃ সর্ব্বং তস্মাৎ প্রণবমভ্যসেৎ॥

ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

পরিশিষ্ট ১২৮। যজুর্ব্বেদ ৪০।১৫, ঈশোপনিষৎ ১৭।

ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে।
অখণ্ডানন্দ বোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥

পরিশিষ্ট ১৪১। রঘুনাথ শিরোমণি।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরিতি তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গো নিসর্গবিমলং পরমস্য বিষ্ণোঃ।
দেবস্য ধীমহি ধিয়োঽধিগতং বয়ং যো
যত্নায় ঈহিতমতীং স্ম প্রচোদয়াদ্ ওঁ॥

উপক্রমণিকা, পরিশিষ্ট ২৮৬। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ১।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। সশিরস্ক গায়ত্রীর ব্যাখ্যা করিলেই শ্লোকটী অববুদ্ধ হইবে। 'প্রণবং পূর্ব্ব মুচ্চার্য্য

ভূর্ভুবঃ স্ব স্ততঃ পরম্'—এই জাতীয় স্মৃতি প্রমাণ হেতু গায়ত্রীর পূর্ব্বে সপ্রণব ব্যাহৃতি উচ্চারিত হইয়া থাকে। প্রণবকে শব্দব্রহ্ম বলে। এই শব্দব্রহ্ম স্থিরচিত্তে উপাসিত হইলে পরব্রহ্ম অধিগত হন। সেই জন্য প্রাণায়ামের দ্বারা জাপক আপনাকে আয়ত-প্রাণ করিয়া প্রথমে প্রণবোচ্চারণের যোগ্যতা গ্রহণ করেন। বেদাচার্য্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—'প্রাণায়ামৈ স্ত্রিভিঃ পূত স্তত ওঁকারমর্হতি'। এইরূপে চিত্তের একাগ্রতা নিষ্পন্ন হইলে ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়। কারণ ঋষিচ্ছন্দআদি যথাযথভাবে স্মৃত না হইলে মন্ত্র কখনই অভিজ্বলিত হয় না। ঋষ্যাদি-স্মরণের পর দীর্ঘ ঘণ্টানিনাদের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে নাভিদেশের ঊর্দ্ধ হইতে বায়ুর প্রেরণাপূর্ব্বক প্রণবের উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রেও স্মৃত হইয়াছে—'তৈল-ধারাবদচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ'। কাম্যকর্ম্মে কেবল ত্রিমাত্র প্রণব প্রযুক্ত হইলেও গায়ত্রীজপাদি তত্ত্বচিন্তায় প্রণবের উচ্চারণ কাল সাড়ে তিন মাত্রা পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। কারণ যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'ত্রিমাত্রস্তু প্রযোক্তব্যঃ কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বেষু। তিস্রঃ সার্দ্ধাস্তু কর্ত্তব্যা মাত্রা তত্ত্বানুচিন্তকৈঃ। প্রণবের অর্থ জানিতে হইলে মহর্ষি গার্গ্যায়ণপ্রণীত প্রণববাদাদিগ্রন্থ দ্রষ্টব্য। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—'সপ্তাঙ্গং চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্। ওঁকারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥' অর্থাৎ যিনি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট, চতুষ্পাদবিশিষ্ট, ত্রিস্থানবিশিষ্ট এবং পঞ্চদেবতাত্মক ওঁকারকে না জানেন, তিনি কিরূপে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন? সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ অকার, উকার, মকার, নাদ (‿); বিন্দু (০), কলা (—), কলাতীত (=)। চতুষ্পাদ অর্থাৎ তান্ত্রিক

মতে স্থুল, সূক্ষ্ম, বীজ, সাক্ষী ; বৈদিক মতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়। ত্রিস্থান অর্থাৎ তান্ত্রিক মতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ; বৈদিক মতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। পঞ্চদেবতা অর্থাৎ তান্ত্রিকমতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, মহেশ্বর ; বৈদিকমতে অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা, বিজ্ঞানময় আত্মা, আনন্দময় আত্মা। ব্যবহারিক দশায় এ সমস্ত ব্যাপার জীবের আত্মায় অবশ্যই কল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহার দ্বারা বলা হইল যে, যিনি প্রণবস্বরূপ আত্মতত্ত্ব না জানেন তিনি কখন ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহেন। ঔপনিষদগণও গায়ত্রীবিৎকে ব্রহ্মবিৎ বা আত্মবিৎ বলিয়া থাকেন। ভগবান্ কৈলাসপতি বলিয়াছেন—'আত্মতীর্থং ন জানাতি কথং মোক্ষো বরাননে'।

ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটীকে মহাব্যাহৃতি বলে। ইহাদের সম্বন্ধে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঐ সকল শব্দের আধিভৌতিক ব্যাখ্যা মাত্র। ঐ সকল ব্যাখ্যার জন্য 'ভূবাদি সপ্তলোক' দ্রষ্টব্য। গায়ত্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'ভূরিতি সন্মাত্রমুচ্যতে, ভুব ইতি সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপমুচ্যতে, সুব্রিয়ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বরিতি সুষ্ঠু সর্ব্বৈ র্ব্রিয়মাণসুখরূপমুচ্যতে'। সুতরাং এই তিনটী যজুর্মন্ত্রের দ্বারা গায়ত্রীজপের পূর্ব্বে তাঁহাকে 'সচ্চিদানন্দ' বলিয়া মনন করা হইল। অতঃপর গায়ত্রীজপ আরব্ধ হইবে। কিন্তু গায়ত্রী-জপের অধিকারী পাঁচ প্রকার। সেইজন্য বৃহদারণ্যকের পঞ্চমাধ্যায়ে আম্নাত হইয়াছে—'তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি

পদ্যসে'। অর্থাৎ হে গায়ত্রি! আপনি একপাদাত্মক বিশ্বরূপে কাহারও নিকট একপদী, মনোবাগ্ রূপে* কাহারও নিকট দ্বিপদী, অন্নপ্রাণাদিরূপ† একত্বে ব্রহ্মদৃষ্টি হেতু কাহারও নিকট ত্রিপদী, বাসুদেব-সঙ্কর্ষণাদি§ সগুণ ব্রহ্মরূপে কাহারও নিকট চতুষ্পদী, এবং কাহারও নিকট জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের অভাব প্রযুক্ত নিরুপাধিকভাবে পদশূন্য হইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত ব্যক্তিকেই উত্তমাধিকারী বলিতে হইবে। কারণ যাঁহার নিকট গায়ত্রী তত্ত্বজ্ঞানরূপে অপৎ অর্থাৎ পদবিহীনা, তিনি নির্গুণ ব্রহ্মে সম্পন্ন বলিয়া সকল প্রকার ব্যবহারিক দশায় অকামহত হইয়া থাকেন। সুতরাং উত্তমাধিকারী সাধকের নিকট গায়ত্রীর যে শব্দ যে অর্থে চিন্তিত হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া অন্যান্য মতের সমালোচনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তদিতি। 'তৎ' অর্থাৎ শ্রুতিপ্রসিদ্ধ পরমব্রহ্ম। গায়ত্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'তচ্ছব্দেন প্রত্যগ্ভূতং স্বতঃসিদ্ধং পরং ব্রহ্মোচ্যতে।' সুতরাং ছান্দোগ্যাদিশ্রুতিসম্মিত 'তত্ত্বমসি'বাক্যের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় দেখাইবার জন্য পঞ্চদশীকার শুকরহস্যের অনুসরণ করিয়া 'তৎ'-পদসম্বন্ধে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাই 'তৎ'-পদের সমীচীন অর্থ। শুকরহস্যে ও পঞ্চদশীতে পঠিত হইয়াছে—'একমেবা-দ্বিতীয়ং সন্নামরূপবিবর্জ্জিতম্। সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥' ইহারা 'তৎ'-পদের এইরূপ

---

* "কঃ সবিতা কা সাবিত্রী? মন এব সবিতা বাক্ সাবিত্রী। স যত্র মন স্তদ্বাক্, যত্র বা বাক্ তন্মনঃ"। সাবিত্র্যুপনিষৎ ৮। বাক্—ঋগ্ যজুঃ সাম।

† আদি অর্থাৎ শারীরাত্মা।

§ আদি অর্থাৎ প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ।

অর্থ করিতেছেন, কারণ সর্ব্বোপনিষৎসারে আম্নাত হইয়াছে—'স তৎপদার্থঃ পরমাত্মা' এবং 'তৎ-পদার্থস্তাত্মেত্যুচ্যতে'। উবটাচার্য্য ও মহীধর আচার্য্য যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ে এই 'তৎ'-শব্দকে ষষ্ঠীর অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। (৩।৩৫)। ঋগ্বেদের তৃতীয়-মণ্ডলস্থিত পঞ্চম অনুবাকের বাষট্টি সূক্তে সায়ণাচার্য্য ইহাকে ষষ্ঠী বা ভর্গের বিশেষণ বলিয়াছেন। আবার সামবেদসংহিতার উত্তরার্চ্চিকের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সায়ণাচার্য্য কর্তৃক ইহা কেবল ষষ্ঠীর অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। যাহাই হউক না কেন, 'শক্তিশক্তি-মতোরভেদঃ' এই ন্যায় অনুসারে 'সবিতা' ও 'ভর্গ' যখন অত্যন্ত বিভিন্ন নহে, তখন 'তৎ'-শব্দ ষষ্ঠ্যন্তই হউক বা প্রথমান্তই হউক তাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

সবিতুরিতি। সবিতার অর্থাৎ পরব্রহ্মের। পূর্ব্বোক্ত যজুর্ব্বেদভাষ্যে উবটাচার্য্য এবং মহীধর আচার্য্য বলিয়াছেন—'(সবিতুঃ) বিজ্ঞানানন্দস্বভাবস্ত হিরণ্যগর্ভোপাধ্যবচ্ছিন্নস্ত ব্রহ্মণঃ'। সবিতৃসম্বন্ধে যোগি-যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে'। তদনুসারে ঋগ্‌বেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—'(সবিতুঃ) জগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্ত'। গায়ত্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'সবিতুবিতি সৃষ্টিস্থিতিলয়লক্ষণকস্ত সর্ব্বপ্রপঞ্চস্ত সমস্তদ্বৈতবিভ্রমস্তাধিষ্ঠানং লক্ষ্যতে'। পরমেশ্বর হইতে সকল বস্তুর উদ্ভব বলিয়া অদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—এই শ্রুতিভাগের তাৎপর্য্য রক্ষা করিয়াই সবিতৃশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

বরেণ্যমিতি। সচ্চিদানন্দময়ের জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্য্য ত্রিতাপের ঐকান্তিক নাশ করে বলিয়া উহা বরেণ্য অর্থাৎ বরণীয়, সংভজনীয় বা প্রার্থনীয়। এ সম্বন্ধে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিযাছেন—'বরেণ্যং বরণীয়ং চ জন্ম-সংসারভীরুভিঃ।' তদনুসারে ভাষ্যকারগণ বলিয়াছেন—'সর্ব্বৈরুপাস্যতয়া চ সংভজনীয়ম্' অথবা 'সর্ব্বৈঃ প্রার্থনীয়ম্'। গায়ত্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়া-ছেন—'বরেণ্যমিতি সর্ব্ববরণীয়ং নিরতিশয়ানন্দরূপম্'।

সামবেদীয় তাণ্ড্যব্রাহ্মণে গায়ত্রীর ২৪টী অক্ষর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইযাছে। এদিকে আবার বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে উপদিষ্ট হইয়াছে, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবিষয়, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, জীবাত্মা এবং প্রকৃতি—এই চব্বিশটীকে গায়ত্রীর চব্বিশটী অক্ষরে ন্যাস করিয়া ইহাদিগকে পরব্রহ্মে উপসংহার করিতে হইবে। কিন্তু গায়ত্রীমন্ত্রে সর্ব্বসমেত ২৩টী অক্ষরের অধিক পাওয়া যায় না। সেইজন্য প্রাচীন ঋষিরা 'বরেণ্যং'শব্দকে 'বরেণিয়ং' বলিয়া উচ্চারণ করিতেন। তদনুসারে পিঙ্গলাচার্য্যও 'ইযাদিপূরণঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'বরেণ্যং'কে' 'বরেণিয়ং' বলিয়া উচ্চারণ করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। কারণ ঋক্প্রাতিশাখ্যের সপ্তদশ পটলে স্মৃত হইয়াছে—ব্যূহেদেকাক্ষরীভাবান্ পাদেষূনেষু সম্পদি। ক্ষৈপ্রবর্ণাংশ্চ সংযোগান্ ব্যবেয়াৎ সদৃশৈঃ স্বরৈঃ ॥ ১৪।

ভর্গ ইতি। 'ভর্গঃ'শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং তেজোবচন। সুতরাং পরব্রহ্মের যে চিন্ময় ঐশ্বর্য্যের দ্বারা অবিদ্যা-জনিত রোগশোকতাপাদি দোষ অপগত হয়, তাহার নাম 'ভর্গঃ'। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'ভৃজিঃ পাকে ভবেদ্ধাতু র্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ। ভ্রাজতে

দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি ॥ কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ। ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ ভর্গঃ স উচ্যতে' ॥

সামবেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য ঐশী সৃষ্টিশক্তিকে 'ভর্গঃ' বলিয়াছেন। কারণ শাতপথীয় ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—'বীর্য্যং বৈ ভর্গঃ।' (৫।৪।৫।১)। কিন্তু ঋগ্বেদের পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষ্যে তিনি 'ভর্গঃ'কে স্বয়ং-জ্যোতিঃ পরব্রহ্মেব তেজোমণ্ডল বলিয়া পুনরায় বলিয়াছেন—'যদ্বা ভর্গঃ-শব্দেনান্নমভিধীয়তে।' ইহার হেতুও দেখাইয়াছেন যে, গোপথব্রাহ্মণের প্রথম প্রপাঠকে আম্নাত হইয়াছে—'ভর্গো দেবস্য কবয়োঽন্ন-মাহুঃ।' গোপথ-ব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহা কি ঔপচারিক নহে? এরূপ হইলে 'ভর্গঃ' শব্দের উক্ত অর্থ মধ্যমাধিকারী সাধকের জন্যই বলিতে হইবে। গোপথব্রাহ্মণ কবিদিগের নাম করিয়া অন্নকে 'ভর্গঃ' বলিযাছেন, কারণ পুবাকালে যাজ্ঞিকগণ মহত্বপ্রাপ্তির জন্য মধুমতী ঋকের সহিত গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া হব-নান্তে মন্থভোজন করিতেন। সেই হেতু বৃহদারণ্যকের বার্ত্তিককাব ষষ্ঠাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে বলিয়াছেন—'গায়ত্র্যা মধুমত্যা চ ব্যাহৃত্যা চেতি পাদশঃ। গ্রাস-মশ্নাতি মন্থস্য হ্যুক্তবেষু তথৈব চ ॥' (৪৩)। মন্থ অর্থাৎ শাক্তব। ইহা লইয়া বাজনির্ঘণ্টে উক্ত হইযাছে—'শক্তুভিঃ সর্পিষাভ্যক্তৈঃ শীতবারিপরিপ্লুতৈঃ। নাত্যচ্ছো নাতিসান্দ্রশ্চ মন্থ ইত্যভিধীয়তে ॥' নাত্যচ্ছ এবং নাতিসান্দ্র অর্থাৎ খুব্ ঘন নহে এবং খুব্ পাতলাও নহে। বৃহদারণ্যকেব ঐ ব্রাহ্মণভাগ দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, মন্থকর্ম্ম একটী কাম্যকর্ম্ম। কাম্যকর্ম্মের ব্যাপার-বিশেষ দেখিয়া উপচারবশতঃ

যদি ভর্গকে অন্ন বলা হয়, তাহা হইলে উহা কখন মুখ্যার্থ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত আবার বৃহদারণ্যকের পঞ্চমাধ্যায়ে আম্নাত হইয়াছে—'অন্নং ব্রহ্মেত্যেক আহুস্তন্ন'। (১২।১)। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায় যে, কষ্টকল্পনা করিলে অন্নার্থেও 'ভর্গঃ' শব্দ যোজিত হইতে পারে। কিন্তু সামবেদের পূর্ব্বোল্লিখিত ভাষ্যে যখন সায়ণাচার্য্য 'ভর্গঃ'কে কেবল তেজ বলিয়াছেন এবং ঋগ্বেদের উক্ত ভাষ্যেও যখন প্রথমেই ঐরূপ বলিয়াছেন, তখন এই অর্থই তাঁহার স্বাভিপ্রেত। তবে যাহা স্বাভিপ্রেত, তাহা গৌণার্থের শেষে উল্লেখ করিলে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিত না।

'ভর্গঃ'শব্দের নিরুক্তি লইয়া স্মৃত হইয়াছে—'ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তি প্রজাঃ। গ ইত্যাগচ্ছতি যস্মাদ্ ভরগো ভর্গ উচ্যতে॥' ইহার তাৎপর্য্য অনুসরণ করিয়া গায়ত্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'ভর্গ ইত্যবিদ্যাদিদোষ-ভর্জ্জনাত্মকজ্ঞানৈকবিষয়ত্বম্।' বলাই বাহুল্য যে, 'ভর্গঃ'শব্দের এইরূপ অর্থই বৈদান্তিকগণের উচ্চ-সাধনায় অভিপ্রেত হইয়াছে।

দেবস্যেতি। পদটী সবিতৃশব্দের বিশেষণ। দেবস্য অর্থাৎ দ্যোতনশীলস্য। সবিতৃশব্দের দ্বারাই তাঁহার দেবত্ব সূচিত হইয়াছে বলিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মনে করেন যে, রাহুমস্তকের ন্যায় পদটী শব্দবিকল্পমাত্র। কিন্তু যোগিযাজ্ঞবল্ক্য এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'দীব্যতে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে শোভতে দিবি। তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ॥'

এই আর্ষ প্রমাণের তাৎপর্য্য অনুসরণ করিয়া

আমাদের বক্তব্য এই যে, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' এই শ্রুতিভাগকে লক্ষ্য করিয়া 'সবিতৃ'শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, এবং এক্ষণে 'যেন জাতানি জীবন্তি' —এই শ্রুতিভাগকে 'দেব'শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করা হইতেছে। তারপর আবার 'প্রচোদয়াৎ'ক্রিয়াপদের দ্বারা 'যৎ-প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি' এই শ্রুতিভাগের তাৎপর্য্য সঙ্কলিত হইবে। অর্থাৎ 'সবিতৃ' শব্দের দ্বারা সৃষ্টিরহস্য স্মরণ করাইয়া 'দেব'শব্দের দ্বারা স্থিতি-ব্যাপারের পরামর্শ করা হইয়াছে; তারপর 'প্রচোদয়াৎ'ক্রিয়ার দ্বারা উভয়প্রকার প্রপঞ্চের আত্যন্তিক উপশম পরামৃষ্ট হইবে। অতএব গায়ত্রীর কোন অংশে মৃষার্থতা থাকিতে পারে না।

ধীমহীতি। ধীমহি অর্থাৎ ধ্যায়েম। ধ্যৈ চিন্তায়াম্। ছান্দসনিয়মে সম্প্রসারণ হইয়াছে। 'যুষ্মদস্মদোশ্চাবিশেষণম্'—এই জাতীয় নিয়মানুসারে একবচন-স্থলে বহুবচন বুঝিতে হইবে। গরুড়পুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতু শ্চিন্তা তত্ত্বেন নিশ্চলা। এতদ্ ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং দ্বিধা॥ সগুণং মন্ত্রভেদেন নির্গুণং কেবলং মতম্॥' নির্গুণধ্যানের অনুশীলনে কিরূপ চিন্তা করিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য ঋগ্বেদের ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন—'যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহমিতি বয়ং ধ্যায়েম'। ভাষ্যকার চিন্তার এইরূপ প্রণালী দেখাইয়াছেন, কারণ প্রথমাধিকারীর অদ্বৈতোপলব্ধির নিমিত্ত উপাসনার প্রকারতা দেখাইয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—'ত্বং বা অহমসি ভগবো দেবতে অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে'। এই জাতীয় শ্রুতির অনুবাদ করিয়া স্মৃতিও বলিয়াছেন—'ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত

গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ। সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ॥' (ব্যাসসংহিতা)। গায়ত্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'যন্মে স্বরূপং তৎ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতং পরমানন্দং নিরস্তসমস্তানর্থরূপং স্বপ্রকাশচিদাত্মকং ব্রহ্মেত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম'। আচার্য্য চিন্তার এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, কারণ ছান্দোগ্যে আম্নাত হইয়াছে—'আত্মানমন্তত উপসৃত্য স্তুবীত কামং ধ্যায়ন্'। (১।৩।১২)। শ্রৌতপ্রমাণটীর 'অন্ততঃ'শব্দের দ্বারা আচার্য্যের উপদেশ সমর্থিত হইয়াছে। যাহাই হউক, ইহার দ্বারা যে ব্রহ্মবিষয়ে নিদিধ্যাসনের পরামর্শ হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উবটাচার্য্য এবং মহীধর আচার্য্য লড়ন্ত 'ধ্যায়ামঃ'পদকে 'ধীমহি'র প্রতিবাক্য করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য লডন্ত 'ধ্যায়ামঃ' না বলিয়া লিঙন্ত 'ধ্যায়েম' বলিয়াছেন। শেষটীই যুক্তিযুক্ত, কারণ সাধারণতঃ নিদিধ্যাসনে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উপপন্ন নহে।

ধিয় ইতি। মৈত্রেয়্যুপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—'বুদ্ধয়ো বৈ ধিয়ঃ'। তদনুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'ধিয়োবুদ্ধীঃ'। গোপথব্রাহ্মণের প্রথম প্রপাঠকে আম্নাত হইয়াছে—'কর্ম্মাণি ধিয়ঃ'। সেই জন্য ঋগ্বেদভাষ্যে সায়ণাচার্য্য 'ধিয়ঃ কর্ম্মাণি' বলিয়া কর্ম্মপরত্বে 'ধী'শব্দের গ্রহণ করিয়াছেন। উভয়-মতগ্রাহী মহীধর আচার্য্য যজুর্ব্বেদভাষ্যে বলিয়াছেন—'ধিয়োবুদ্ধীঃ কর্ম্মাণি বা'। যাস্কের নিরুক্তেও অবশ্য কর্ম্ম এবং প্রজ্ঞা উভয়নামেই 'ধী'শব্দ পঠিত হইয়াছে। (নৈঘণ্টু ৩।২।১ এবং ৩।৩।৯)। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিমাত্রই যখন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তখন কর্ম্মপরত্বে

'ধী'শব্দের গ্রহণ ভাক্ত ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কেবল বুদ্ধিবৃত্তির অর্থে 'ধী'শব্দ গ্রহণ করিয়া যোগিযাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—'চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গো ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ ॥'

উপদেশপ্রসিত শাক্ত গুরুসম্প্রদায় 'ধী'শব্দে লক্ষণা স্বীকার করিয়া বলেন—'ধিয়ো ধীগুণান্'। অভিপ্রায় এই যে, শুশ্রূষা হইতে তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত যে কয়েকটী বুদ্ধিধর্ম্মের দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, তাহাদের উদ্দেশেই 'ধী'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। ঐ সকল বুদ্ধিধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া কামন্দক বলিয়াছেন—'শুশ্রূষা শ্রবণং চৈব গ্রহণং ধারণং তথা। ঊহাপোহার্থবিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং চ ধীগুণাঃ ॥' অতএব এই সম্প্রদায়ের মন্তব্য এইরূপ—'যে মহতী শক্তি আমাদের 'ধী'কে পুরুষার্থতার নিমিত্ত তত্ত্বাবধারণে প্রবৃত্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা ধ্যান করি'। শাক্তগণের এরূপ পরামর্শ অনবদ্য বলিয়া গৃহীত হয়, কারণ যোগ-সংস্কারে তত্ত্বাবধারণ অপ্রকৃত নহে। কেবল যোগ-সংস্কারেই বা কেন, তত্ত্বাবধারণ ব্যতীত কোনও সুচতুর চিত্ত কখনই তৃপ্তিলাভ করে না। সেইজন্য প্রাচীনেরা বলিতেন—'তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ'।

যজুর্ব্বেদভাষ্যে উবটাচার্য্য 'ধী'শব্দকে বাগ্‌বচন বলিয়াছেন। কিন্তু ইহার কোনপ্রকার যুক্তিসিদ্ধতা দর্শিত হয় নাই। 'তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্' ইত্যাদি বিশ্বামিত্র* দৃষ্ট গায়ত্রীমন্ত্রের প্রাচীন কোন ঋষি সম্প্রদায়

* ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে হলায়ুধধৃত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের "বিশস্য জগতো মিত্রং বিশ্বামিত্রঃ প্রজাপতিঃ" ইত্যাদি বচন দেখিয়া কেহ কেহ

ঋগ্বেদস্থিত পঞ্চমমণ্ডলের ষষ্ঠ অনুবাকে শ্যাবাশ্বঋষি-দৃষ্ট এই মন্ত্রটী জপ করিতেন—

"তৎসবিতু র্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি" ॥ ৮২।১।

অর্থাৎ 'সকলের সংভজনীয় (ভগ) ছোতনশীল (দেব) শ্রুতিপ্রসিদ্ধ (তৎ) সবিতাব সর্ব্বভোগপ্রদ (সর্ব্বধাতম) উৎকৃষ্ট (শ্রেষ্ঠ) অজ্ঞানরূপশত্রু-নাশক (তুর) স্বকীয় জ্ঞানাত্মক ধন (ভোজন) আমরা প্রার্থনা কবিতেছি'। যাস্কের নিরুক্তে 'ভোজন' শব্দ 'ধন'নামে পঠিত হইয়াছে। বাগ্‌দেবীকেই লক্ষ্য করিয়া এই ধনার্থক 'ভোজন'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কারণ জগতে বিদ্যা বা বাগ্‌দেবী ব্যতীত এরূপ কোন প্রকার 'ধন' নাই যাহাকে 'তুর' 'শ্রেষ্ঠ' এবং 'সর্ব্বধাতম' বলা যাইতে পারে। এই 'বাক্' প্রণবরূপ শব্দব্রহ্ম। বেদাচার্য্য ভগবান্ মনু ইহাব সম্বন্ধে বলিয়াছেন— 'অনাদিনিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ংভুবা। আদৌ বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥' এই বাঙ্‌নামক শব্দব্রহ্ম গায়ত্রীর পূর্ব্বকালে অনুষ্টুপ্ মন্ত্রে উপাসিত হইতেন বলিয়া অনুষ্টুপ্‌কে বাক্ বলা হইত। যাস্কের নিরুক্তে বাঙ্‌নামে অনুষ্টুপের পাঠও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক আবার উহার আভাস দিয়া বলিয়াছেন— 'তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহু র্বাগনুষ্টুবেত-

বিশ্বামিত্রকে স্বয়ম্ভু প্রজাপতি বলিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে নিরুক্তকার ও কোষকারাদি 'আচার্য্যগণ' বিশ্বামিত্রশব্দকে প্রজাপতির প্রতিশব্দ বলেন নাই। অতএব বলিতে হইবে যে, প্রজাপতির ন্যায় বিশ্বামিত্র স্বর্গাদি সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া শ্লোকের 'প্রজাপতি' শব্দ বিশ্বামিত্রের অর্থবাদমাত্র। সুতরাং উহা বিধাতার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত নহে।

দ্বাচমন্থক্রম ইতি, ন তথা কুর্য্যাদ্ গায়ত্রীমেব সাবিত্রী-মন্থক্রিয়াৎ'। সুতরাং প্রাচীন বাঙ্‌মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান সাবিত্রীমন্ত্রের অখণ্ডতা ও একাত্মকতা দেখাইবার জন্যই উবটাচার্য্য 'ধী'শব্দকে বাগ্‌বচন বলিয়া থাকিবেন।

য ইতি। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'তচ্ছন্দেন তু যচ্ছন্দো বোদ্ধব্যঃ সততং বুধৈঃ। উদাহৃতে তু যচ্ছন্দে তচ্ছব্দঃ স্যাদুদাহৃতঃ ॥' সুতরাং 'যঃ' অর্থাৎ যদ্ ভর্গঃ। ছান্দসনিয়মানুসারে লিঙ্গব্যত্যয় হইয়াছে। ইহাতে কোনও ভাষ্যকারের আপত্তি নাই। কিন্তু উবটাচার্য্য এবং মহীধরাচার্য্য ইহা ব্যতীত আবার বিকল্পবিধান করিয়া বাক্যভেদেরও পরামর্শ দিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে এরূপও হইতে পারে—'তৎসবিতু র্দেবস্য বরেণ্যং ভর্গো ধ্যায়ামঃ, যশ্চ নো বুদ্ধীঃ প্রেরয়তি তং চ ধ্যায়ামঃ'।

ভাষ্যকারদ্বয়ের এরূপ বৈকল্পিক প্রস্তাব আমরা সমর্থন করিতে পারি না। ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের অনুগত নহে, কারণ ভট্টপাদ কুমারিল বাক্যভেদে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা করিয়া প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন—'সম্ভব-ত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে'। এমন কি, ইহা যোগশাস্ত্রেরও অনুগত নহে। কারণ সবিতা ও ভর্গের অভেদকল্পনা ধারণাবদ্ধ না হইলে বিজাতীয় প্রত্যয় তিরোহিত হইয়া ধ্যানের একতানতা সংঘটিত হইবে না। সুতরাং লিঙ্গব্যত্যয় স্বীকার করিয়া 'যৎ'-শব্দকে 'ভর্গঃ'শব্দের সহিত সংবদ্ধ করাই যুক্তিসিদ্ধ এবং শাস্ত্রসঙ্গত।

ন ইতি। 'নঃ' অস্মাকম্ (ধিয়ঃ) অর্থাৎ আমাদিগের (বুদ্ধিবৃত্তিকে)। চুদ্‌ধাতু প্রেরণার্থক বলিয়া কেহ কেহ

'প্রচোদয়াৎ' ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্ম স্বীকারপূর্ব্বক 'নঃ'-শব্দের কর্ম্মপরত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অনেকের মতে ষষ্ঠ্যর্থ ই সুসঙ্গত।

প্রচোদয়াদিতি। মোক্ষকর্ম্মণি প্রকর্ষেণ চোদয়তি প্রেরয়তীতি প্রচোদযাৎ। অর্থাৎ যিনি মোক্ষমূলক বিজ্ঞানবিষয়ে সম্যগ্‌রূপে প্রেরণা করেন। এখানে লড়র্থে লিঙ্‌ বুঝিতে হইবে। এইরূপ অর্থ করিলে তান্ত্রিক গায়ত্রীর সহিত বৈদিক গায়ত্রীর সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। 'তন্নোঽঘোরে প্রচোদযাৎ'—ইহাই তান্ত্রিক গায়ত্রীর শেষাংশ। ঘোরা অর্থাৎ সংসাররূপা। অঘোরা অর্থাৎ মোক্ষরূপা। সুতরাং নিষ্কাম উপাসনায লডর্থই বাঞ্ছনীয়।

ওমিতি। ছন্দোগপরিশিষ্টে আম্নাত হইয়াছে—'যচ্চান্যৎ কিঞ্চিচ্ছ্রেয় স্তৎ সর্ব্বং প্রণবমুচ্চার্য্য প্রবর্ত্তয়েৎ সমাপয়েৎ'। মন্ত্রব্রাহ্মণের অনুসরণ করিয়া গোভিল বলিয়াছেন—মহাব্যাহৃতযশ্চ বিকৃতা ওঁকারান্তাঃ। 'বিকৃতাঃ' অর্থাৎ পৃথক্‌কৃতাঃ। সেইজন্য কর্ম্মবিশেষে গায়ত্রীমন্ত্রের পাঠ হইয়া থাকে—'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ-সবিতুর্ব্বরেণিয়ং ভর্গঃ' ইত্যাদি 'ভূর্ভুবঃস্বরোম্।'

বিশ্বামিত্রদৃষ্ট গায়ত্রীমন্ত্রে সাবিত্রী উপদিষ্টা হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হন। কারণ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই সাবিত্রী। ইহা ব্যতীত গায়ত্রীর আবাহনাদিমন্ত্রগুলি অর্থাৎ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকে ষড়্‌বিংশ অনুবাক একথার সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন। আমাদের এই গায়ত্রীর পূর্ব্বে শ্যাবাশ্ব-ঋষিদৃষ্ট 'তৎসবিতু-র্বৃণীমহে' ইত্যাদি অনুষ্টুপ্‌ মন্ত্র অর্চ্চিত হইত। ইহাতে বাক্ উপদিষ্টা হইলেও বর্ত্তমান সাবিত্রীমন্ত্রের ন্যায়

পরমার্থতঃ ব্রহ্মই উপদিষ্ট হইতেন। কারণ 'বাক্' শব্দব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন। গায়ত্রীজপের ন্যায় উক্ত অনুষ্টুপ্ মন্ত্রটী জপ করিবার পর প্রাচীন ঋষিগণ ভূর্ভুবঃস্বঃ—এই তিনটী ব্যাহৃতির উচ্চারণ করিতেন। এই তিনটী ব্যাহৃতি স্বয়ম্ভুব বেদময়ী বাসনার উপলক্ষণ বলিয়া ইহাদিগকে মহাব্যাহৃতি বলা হয। উক্ত অনুষ্টুপ্ মন্ত্রে বাক্ অর্চ্চিত হওয়ায় এবং বেদও বাঙ্ময় বলিয়া 'ওঁকারো বৈ সর্ব্বা বাক্' 'একাক্ষরা বৈ বাক্' ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে তাঁহারা মহাব্যাহৃতিব পর ওঁকার উচ্চাবণ করিয়া তাহাতে সমাহিত হইতেন। এইরূপ বস্তুগতিহেতু বেদাচার্য্য ভগবান্ মনু প্রথমতঃ সপ্রণব ব্যাহৃতি পরামর্শ দিয়া গায়ত্রীপাঠের পর সকল প্রকার বেদময়ী উচ্চারণের ভাবনা ওঁকারে পর্য্যবসিত করিবাব উপ-দেশ দিযাছেন। কেবল মনু কেন, যোগিযাজ্ঞবল্ক্যও বলিয়াছেন—'ওঙ্কারো ব্যাহৃতিশ্চৈব গায়ত্রী সশিরাস্তথা'। ইহা ব্যতীত বৃদ্ধ আপস্তম্ব, বৃহদ্বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, বোধায়ন এবং শঙ্খাদি শাস্ত্রকারগণ উক্তমতের সমর্থন করিযাছেন। অগ্নিপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—'সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিঃ পঠেদাযতপ্রাণঃ প্রণায়ামঃ স উচ্যতে॥' এই সমস্ত কারণবশতঃ এক্ষণে আমরাও সব্যাহৃতি গাযত্রীকে ওকাবপুটিত করিয়া প্রাচীনতম উপাসনাপদ্ধতির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণই রাখিয়াছি।

ওমিতিশব্দঃ।

পরিশিষ্ট ২৩৭,২৫৯। মৈ-উপনিষৎ ৬।২২।

ওঁ স্বাহাস্বধাবষন্নমইতি পঞ্চব্রহ্মণো নামানি। বাঙ্মনঃকায়ৈ-বারাধ্যাধীনাত্মত্বসম্পাদনং ব্রহ্মত্বাপরনামধেয়ং নমঃশব্দার্থঃ।

পরিশিষ্ট ১০৫-১০৬। ভট্টভাস্কর—রুদ্রাধ্যায় ভাষ্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। স্মৃত্যন্তরে পঠিত হইয়াছে—

স্বাহাকার-বষট্‌কার-নমস্কারা দিবৌকসাম্।

স্বধাকারঃ পিতৄণান্তু হন্তকারো নৃণাং মতঃ॥

ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থে ঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ।

পরিশিষ্ট ২১৮, ২৫০। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।৫।

ঔপাধিকং জীবজন্ম নিত্যত্বং বস্তুতঃ শ্রুতম্।

কালিকা ২৮। বৈদান্তিক আভাণক।

কঠেন প্রোক্তম্।

পরিশিষ্ট ২৫১। জৈমিনি।

কথমেনং রাগাদিভি রিতস্ততঃ সমাকৃষ্যমাণং বিষয়াভিষক্তং মোক্ষয়িত্বা পরমপদে স্বারাজ্যে মোক্ষাখ্যে স্থাপয়িষ্যামি।

ভাষ্য ১৮৭-১৮৮, প ৩৬। বৃদ্ধোক্তপ্রকার শ্রুতি।

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে

ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽমরঃ।

নিরস্তঃ সর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ

স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ং॥

'ন জায়তে' ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় অধ্যাত্মরামায়ণ।

কপিল স্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবানাত্মমায়য়া।

জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাদাত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥

পরিশিষ্ট ২৩৩। বিষ্ণুভাগবত ৩।২৫।

কপিলেন মুকুন্দেন দেবহূতী প্রবোধিতা।

সর্ব্বতত্ত্ববিবেকেন তৎসাংখ্যমভিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ২৫। বোধসার।

কয়া ন শ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা। ইত্যাদি।

কালিকা ৩৭৪, পরিশিষ্ট ২৮। সামবেদ-ঐন্দ্রপর্ব্ব ৫।

কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

পরিশিষ্ট ৪৭। স্কন্দপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। দক্ষিণগঙ্গা (গোদাবরী) এবং কৃষ্ণবেণী (কৃষ্ণা) নামক নদীদ্বয়ের মধ্যভাগস্থিত ক্ষেত্রকে তৈলঙ্গ বা তেলিঙ্গানা বলা হইত। ত্রিকলিঙ্গ ইহার নামান্তর। পুরাকালে ত্রিকলিঙ্গ অন্ধ্রবংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহা নিজামের রাজ্যান্তর্গত হইতেছে। বর্ত্তমান গোলকণ্ডা, গুলবার্গ, সিকন্দরবাদ ও হায়দাববাদ প্রভৃতি নগর এই স্থানের অন্তর্ভুক্ত।

কর্ম্মজ্ঞানার্থতয়া ভাসমানমদ্বিতীয়মখিলোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎ-সকলশক্ত্যুপবৃংহিতমনাদ্যন্তং শুদ্ধং শিবং শান্তং নির্গুণ-মিত্যাদিবাচ্যমনির্ব্বাচ্যং চৈতন্যং ব্রহ্ম।

পরিশিষ্ট ১২০। নিরালম্বোপনিষৎ।

কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাৎ তয়া তীব্রা মুমুক্ষুতা।
ততো বিবেকাদ্ মুক্তিঃ স্যাৎ কর্ম্ম ত্যাজ্যং কথং ভবেৎ॥

পরিশিষ্ট ২৬, ৩৬। বোধসার—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা।

মন্তব্যপ্রকাশ। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভি স্তজ্যতে হ্যসৌ।
কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু র্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥

কালিকা ৫৬, পরিশিষ্ট ২৭। সন্ন্যাসোপনিষৎ ৯৮ এবং শুকপরীক্ষিৎসংবাদ।

মন্তব্যপ্রকাশ। কুলার্ণবতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষাভ্যাং মমেতি নির্ম্মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তু র্ন মমেতি বিমুচ্যতে॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—

অবিদ্যা হি ক্রিয়াঃ সর্ব্বা বিদ্যা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
কর্ম্মণা জায়তে জন্তু বিদ্যয়া তু বিমুচ্যতে॥ (৮২)।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রান্তর্গত আত্মজ্ঞাননির্ণয়ে স্মৃত হইয়াছে—

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥

কর্ম্মণা মনসা বাচা সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
অক্লেশজননং প্রোক্তমহিংসত্বেন যোগিভিঃ॥

পরিশিষ্ট ১৪। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৫০।

কর্ম্মণো জায়তে জন্তু বীজাদিব নবাঙ্কুরঃ।
জন্তোঃ প্রজায়তে কর্ম্ম পুনর্বীজমিবাঙ্কুরাৎ॥

'বাসনাবৃদ্ধিতঃ' ইত্যাদি। যোগবাশিষ্ঠ প্রং ৯৫।২১।

কর্ম্মণো ভাবনা চেয়ং সা ব্রহ্মপরিপন্থিনী।
কর্ম্মভাবনয়া তুল্যং বিজ্ঞানমুপজায়তে॥

কালিকা ৫৬। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

কর্ম্মযোগঃ পরা পূজা কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণং হরৌ।

পরিশিষ্ট ১৯২। বোধসার।

কর্ম্মাণি ধিয়ঃ।

পরিশিষ্ট ৩৬০। গোপথ ব্রাহ্মণ ১।

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥

পরিশিষ্ট ৩৭০। মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪।৩১।

কর্ম্মৈকে তত্র দর্শনাৎ।

পরিশিষ্ট ২৪৮। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।৬।

কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্‌ জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ং তু হরিদাসানাং পাদরসাবলম্বকাঃ॥

পরিশিষ্টে 'বেঙ্কটনাথ'। বেঙ্কটনাথ।

কলাপি বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।১০৪।

কলাহীনে সানুমত্যা পূর্ণে রাকা নিশাকরে।

পরিশিষ্ট ৮৬। অমরকোষ।

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৩৭০। সপ্তশতী—দেবীস্তুতি।

কলাঃ কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ কালস্যাবয়বাশ্চ যে।

কালচক্রং জগচ্চক্রং ত্বমেকঃ পুরুষোত্তমঃ॥

পরিশিষ্ট ৬২। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১।২৭।১১।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটীর দ্বারা কালের স্বতন্ত্রতা প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। কালের ব্যবহারিক সত্ত্বাসম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১।১৫, ২।৩৭ এবং ১০।১৯০ মন্ত্রাদি দ্রষ্টব্য। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে কালবাদ আলোচিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ ২৩ অধ্যায়ের ১৯ কণ্ডিকাস্থিত 'গণানাং ত্বা গণপতিম্' ইত্যাদিমন্ত্রে খণ্ডকালকে নিধি বলিয়া মহাকালকে 'নিধিপতি' বলিয়াছেন। তদনুসারে ছান্দোগ্যোপনিষদেব সপ্তমাধ্যায়স্থিত দ্বিতীয়খণ্ডে এবং সপ্তমখণ্ডে 'কালবিজ্ঞান' নিধি বলিয়া আম্নাত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদের তাৎপর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া মহাকালসম্বন্ধে অথর্ব্ববেদ ১৯কাণ্ডের ৫৪ সূক্তে বলিয়াছেন—'কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ'। উক্ত মন্ত্রাংশ পরিস্ফুট করিবার জন্য ঐ কাণ্ডের ৬৩ সূক্তে খণ্ডকালসম্বন্ধে পুনরায় আম্নাত হইয়াছে—"কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ। কালে হ বা বিশ্বাভূতানি কালে চক্ষু র্বিপশ্যতি॥ কালে মনঃ কালে প্রাণঃ কালে নাম সমাহিতম্। কালেন সর্ব্বা নন্দন্ত্যাগতেন প্রজা ইমাঃ॥" এই জাতীয় মন্ত্রবর্গহেতু পাছে কেহ 'কাল'কে স্বতন্ত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, সেই জন্য শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—"কালঃ স্বভাবো নিয়তি র্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।" (১।২)। পরমেশ্বরে কালমাত্রেরই

অন্তর্ভাব দেখাইয়া ঐ উপনিষন্মন্ত্র পুনরায় আম্নাত হইয়াছে—'স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনি র্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।' (৬।১৬)। 'কালকালঃ' অর্থাৎ কালের নিয়ন্তা বা উপহর্ত্তা। শঙ্করানন্দ বলিয়াছেন— কালঃ সর্ব্ববিনাশকারী তস্যাপি বিনাশকারঃ 'কালকালঃ'। মহানারায়ণোপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে—'অহমেব কালো নাহং কালস্য'। দেবাদিদেব মহাদেবও বলিয়াছেন—'কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥' (মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৪।৩১)। পরমেশ্বরে কালের অন্তর্ভাব স্বীকার করিয়া যোগবাশিষ্ঠস্থিত বৈরাগ্য প্রকরণের কালাপবাদ নামক ২২শ সর্গে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও বলিয়াছেন—'অনন্তাপারপর্য্যন্তবদ্ধপীঠং নিজং বপুঃ। মহাশৈলবদুত্তুঙ্গমবলম্ব্য ব্যবস্থিতঃ' ॥২৯।

মৈত্রেয়্যুপনিষদে ভগবান্ শাকায়ন্য বলেন যে, সূর্য্যাদি সৃষ্টপদার্থের কম্পনাদি দ্বারা যাহা নির্ণীত হয় তাহা কাল, এবং সৃষ্টির পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল তাহা অকাল। তদনুসারে প্রাচীন ন্যায়দর্শনও 'কাল'কে খণ্ডকাল এবং 'অকালকে' মহাকাল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। খণ্ডকালের অপর নাম কালোপাধি। ইহা চারিপ্রকার—(১) ক্রিয়াজনিত বিভাগের প্রাগভাববিশিষ্ট ক্রিয়া, (২) পূর্ব্বসংযোগবিশিষ্ট বিভাগ, (৩) পূর্ব্বসংযোগনাশবিশিষ্ট পরবর্ত্তী সংযোগের প্রাগভাব, (৪) উত্তরসংযোগবিশিষ্ট ক্রিয়া। এ সমস্তই পরিণামের অবয়ব মাত্র, কিন্তু পরিণামের মূল কারণ পারমেশ্বরী মায়া। সেই জন্য সপ্তশতীতে স্তুত হইয়াছে—কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি। বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

কল্পদাহে প্রলীনাস্তু প্রাণিন স্তে পুনঃ পুনঃ।
জায়ন্তে চ পুনঃ সর্গে জন স্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

কল্পনাঽপি নিবর্ত্তেত কল্পিতা যদি কেনচিৎ।
সা শিলা সমপাস্তৈব যা নেহাস্তি কদাচন॥

'বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত' ইত্যাদি। যোগবাশিষ্ঠং ২।১৬১।

কল্পার্ণব ইবাত্যন্ত-পরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮০। বিবেকচূড়ামণি।

কবিং পুরাণমনুশাসিতার-
মণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপ-
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥

কালিকা ২৭৮। গীতা ৮।৯।

কশ্চিৎ কান্তা-বিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া স্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥

পরিশিষ্টে 'কালিদাস'। মেঘদূত।

কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ।

কালিকা ১৮৪, ৪১০, পরিশিষ্ট ১৬০। কঠোপনিষৎ ৪।১।

কষায়পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।
কষায়কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥

কালিকা ১৬৯, ৩৪৫। স্মৃতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৩।৪।২৬-২৭ সূত্রের শারীরক-ভাষ্যাদি ও বেদান্তপরিভাষার ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে স্মৃত হইয়াছে—

শরীরপক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্কে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি ॥

স্মৃত্যন্তরে পঠিত হইয়াছে—

নিত্যনৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ম্।
জ্ঞানং চ বিমলীকুর্ব্বন্নভ্যাসেন চ পাচয়েৎ ॥

বৃহদারণ্যকের প্রথমাধ্যায়স্থিত চতুর্থ ব্রাহ্মণের বার্ত্তিকে স্বরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—

কষায়ং পাচয়িত্বা তু শ্রেণীস্থানেষু চ ত্রিষু।
প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমনুত্তমম্ ॥ ২৫৮৭।

মহানির্ব্বাণোক্ত আত্মজ্ঞান-নির্ণয়ে স্মৃত হইয়াছে—

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে ॥

কস্মাদাচার্য্যঃ ? আচারং গ্রাহয়ত্যাচিনোত্যর্থান্, ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৪। নিরুক্ত।

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?

পরিশিষ্টে 'হিরণ্যগর্ভ'। ঋগ্বেদ ১০।১০।১২১।৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। অদ্বয় ব্রহ্ম নিরূপণ করিবার জন্য ভুবনপুত্র বিশ্বকর্ম্মা পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া বলেন—

কিং স্বিদ্‌বনং ক উ স বৃক্ষঃ ? (ঋগ্বেদ ১০।৬।৮১।৪)।

কঃ পুনরয়ং ধ্বনি নাম ? যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিবেকমপ্রতিপদ্যমানস্য কর্ণপথমবতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্ব-কটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি।

পরিশিষ্ট ১০২-৩। শারীরক ভাষ্য—১।৩।২৮ সূত্র।

কাকেভ্যো রক্ষ্যতাং সর্পিরিতি বালোঽপি নোদিতঃ।
উপঘাতপরে বাক্যে ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি ?

পরিশিষ্ট ১২৬। বাক্যপদীয়।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১।৪।৩ ব্রহ্মসূত্রের ভামতীতে শ্লোকটির এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

কাকেভ্যো রক্ষ্যতামন্নমিতি বালোঽপি চোদিতঃ।
উপঘাতপ্রধানত্বান্ন শ্বাদিভ্যো ন রক্ষতি ?
সাধরণতঃ উহাকে 'কাকদধিঘাতক'ন্যায় বলা হয়।

কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।

কালিকাভাস ৪১৯। তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

কামধেনুর্গৃহে যেষাং নিবাসো নন্দনবনে।
কশ্চপান্তা স্তপস্যন্তি জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ॥
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্যং সচ্ছাস্ত্রৈঃ সংস্কৃতা মতিঃ।
যদি ন ব্রহ্মবিশ্রান্তি স্তদস্মাভিঃ কিমর্জ্জিতম্॥
ইত্যেবং ব্যবসায়েন হ্যাকাশফলপাতবৎ।
জিজ্ঞাসয়ন্তি যে ধীরা জিজ্ঞাসামুখ্যতা তু সা॥
বিরোচনঃ কার্ত্তবীর্য্যো বলিঃ শ্রীরাঘবাদয়ঃ।
বিরক্তা রাজলীলায়াং তে হি তত্র নিদর্শনম্॥

পরিশিষ্ট ৫৭-৫৮। বোধসার।

কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।

কালিকা ৪৩। গীতা ২।৬২।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সংঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

কালিকা ৫৭। গীতা ৫।১১।

কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে।
শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতি স্তথা॥
কাকোলূকনিশেবায়ং সংসারোঽজ্ঞাত্মবেদিনঃ।
যা নিশা সর্ব্বভূতানামিত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ॥

পরিশিষ্ট ২৯,১২৭। সম্বন্ধবার্ত্তিক ১৬৬-১৬৭।

কারণং ত্রিবিধম্—সমবায়ি, অসমবায়ি নিমিত্তং চ। সমবায়ি কারণং যথা পটানাং তন্তবঃ, অসমবায়ি কারণং যথা বস্ত্রাণাং তন্তুসংযোগঃ, নিমিত্তকারণং যথা পটানাং তন্তুবায়ঃ।

পরিশিষ্ট ২৯। ন্যায়শাস্ত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। তর্কসংগ্রহাদিগ্রন্থ দেখুন।

কারণং যস্য বৈ কার্য্যং কারণং তস্য জায়তে।

জায়মানং কথমজং ভিন্নং নিত্যং কথং চ তৎ॥

পরিশিষ্ট ৩১। মাণ্ডুক্যকারিকা—অলাতশান্তি ১১।

কারণরূপমকারং পরং ব্রহ্ম।

পরিশিষ্ট ২৫৫। নারায়ণ উং ৫, আত্মপ্রবোধ উং ১।

কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।

পরিশিষ্ট ২১৫। শারীরক ভাষ্য—২।১।১৮ সূত্র।

কার্য্যশক্তিমত্ত্বমুপাদানকারণত্বম্।

পরিশিষ্ট ২১৩। বিজ্ঞানভিক্ষু।

কার্য্যাত্মনা হি নানাত্বমভেদঃ কারণাত্মনা।

হেমাত্মনা যথাঽভেদঃ কুণ্ডলাদ্যাত্মনা ভিদা॥

কালিকা ২৭৩, পরিশিষ্ট ৭৩, ২০৫। ভামতী।

কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।

কার্য্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে॥

পরিশিষ্ট ২০৮। অনুভূতিপ্রকাশ ১০।৬১।

মন্তব্যপ্রকাশ। শুকরহস্যোপনিষৎ হইতে বিদ্যারণ্য-মুনি শ্লোকটী গ্রহণ করিয়াছেন। বেদান্তডিণ্ডিমে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

অবিদ্যোপাধিকো জীবো মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ।

মায়াঽবিদ্যাগুণাতীত ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৩০।

কালঃ স্বভাবো নিয়তি র্যদৃচ্ছা ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৩৭০। শ্বেতাশ্বতর ১।২।

কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেব।

পরিশিষ্ট ৩৬৯। অথর্ব্ববেদ ১৯।৫৪ সূক্ত।

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরম্।

পরিশিষ্ট ১৪২। বিজ্ঞানভিক্ষু।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
উগ্রা প্রদীপ্তা চ কৃশীটযোনেঃ সপ্তৈব কীলাঃ কথিতাশ্চ জিহ্বাঃ॥

কালিকাভাস ১৬৬, পরিশিষ্ট ৩২। তন্ত্রশাস্ত্র।

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥

পরিশিষ্ট ৩২। মুণ্ডক উং ১।২।৪, মহানির্ব্বাণ ৯।২৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। গৃহ্যাসংগ্রহের ১৪ শ্লোকে ইহার পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

কালো ভূমিমসৃজত কালে তপতি সূর্য্যঃ। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৬৯। অথর্ব্ববেদ ১৯।৬৩ সূক্ত।

কাবষেয়াস্তু কাবষেয়াঃ।

পরিশিষ্ট ৩৩। শাতপথীয় ব্রাহ্মণ ১০।৬।৫৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ' ইত্যাদি প্রমাণের মন্তব্যপ্রকাশ দ্রষ্টব্য।

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বল্লভ্যাং শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।

পরিশিষ্টে 'ভর্ত্তৃহরি'। ভট্টিকাব্য ২২।৩৫।

কাব্যেঽপি কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে
তর্কেঽপি কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেঽপি যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেঽপি সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥

পরিশিষ্ট ১৪১। রঘুনাথ শিরোমণি।

কিং গবি গোত্বং কিমগবি গোত্বম্ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৪০। গঙ্গেশ উপাধ্যায়।

কিং স্বিদ্ বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্
যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দুতদ্
যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥

ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আস

যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।

মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি

বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥

কালিকা ১০২,২৬৪,২৬৫। প্রথম মন্ত্রটী ঋগ্বেদের ৮।৩।১৬ এবং দ্বিতীয় মন্ত্রটী তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ২।৮।৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহাদের ব্যাখ্যা ১০৩ ও ১০৪ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। জগৎসৃষ্টি লইয়া উতথ্যতনয় দীর্ঘতমার মনে ঐরূপ বিচিকিৎসার উদয় হইয়াছিল। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৬ অর্থাৎ 'কো দদর্শ প্রথমং জায়মানম্' ইত্যাদি মন্ত্র দেখুন। অদ্বয়তত্ত্ব নিরূপণ করিবার জন্য হিরণ্যগর্ভও বলিয়াছিলেন—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ?' (ঋগ্বেদ ১০।১০।১২১।৭)

কিমন্ত নশ্চাধ্যয়নেন কার্য্যম্ ?

ভাষ্য ৩৭। ব্রহ্মপুরাণ।

কিমপি বচনং ন কুরুতে ? নাস্তি বচনস্যাতিভারঃ।

পরিশিষ্ট ১২৬,২৬১,২৬৪,২৬৭। মীমাংসা বার্ত্তিক।

কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে ?

ভাষ্য ৩৭। বহ্বৃচব্রাহ্মণোপনিষদ্।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৩।৩।৯ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যে প্রমাণটী ব্যবহৃত হইয়াছে। শাতপথীয় ব্রাহ্মণে আম্নাত হইযাছে—'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ' ? 'ঋষয় কাবষেয়াঃ' দেখুন।

কিমার্দ্রকবণিজো বহিত্রচিন্তয়া ?

পরিশিষ্ট ২৪৫। আভাণক।

কিমিহাস্তীহ কিংমাত্রমিদং কিময়মেব চ ?

কস্তং কোঽহং ক এতে বা লোকা ইতি বদাশু মে॥

কালিকা ২৫১। যোগবাশিষ্ঠ-উপশম প্রঃ ২৬।৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। বহ্বৃচোপনিষদের ২।৪৭ শ্লোক স্মরণ করিয়া ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে—

চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ॥

যোগবাশিষ্ঠ—উপশম প্রঃ ২৬।১১।

কিমেতৈর্ব্বাহন্যানাং শোষণং মহার্ণবানাং শিখরিণাং প্রপতনং ধ্রুবস্য প্রচলনং প্রস্থানং বা তরূণাং নিমজ্জনং পৃথিব্যাঃ স্থানাদপসরণং সুরাণাং সোঽহমিত্যেতদ্বিধেঽস্মিন্ সংসারে কিং কামোপভোগৈ র্ভগবং ত্বং নো গতি স্ত্বং নো গতিঃ।

পরিশিষ্ট—৩২৭। মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ১।৭।

কুটীচকং চ প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলে তু নিক্ষিপ্য পরহংসং প্রপূরয়েৎ॥

পরিশিষ্ট ১৪৭। নির্ণয়সিন্ধু—যতিসংস্কার।

কুটুম্বং পুত্রদারাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বশঃ।

ভাষ্য ১২৫। নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ ৩।৩২।

কুণ্ডলিন্যাঃ সুষুম্নায়াং প্রবিষ্টো ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ।
মূলস্থানে স্থিতা শক্তি র্ব্রহ্মস্থানে সদাশিবঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯০। মন্ত্রশাস্ত্র।

কুর্য্যাৎ ক্রিয়তে কর্ত্তব্যং ভবেৎ স্যাদিতি পঞ্চমম্।
এতৎ স্যাৎ সর্ব্ববেদেষু নিয়তং বিধিলক্ষণম্॥

কালিকা ১৬৯, পরিশিষ্ট ২০১। শ্লোকবার্ত্তিক।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৩।৪।২২ ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর ভাষ্যে প্রমাণটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

কুর্য্যাদ্ ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্য্যাৎ পিষ্টপশুং তথা।
ন ত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন॥

'হিংসা চৈব' ইত্যাদি শ্লোক। মনুসংহিতা ৫।৩৭।

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥

কালিকা ১৯। যজুর্ব্বেদ ৪০।২, ঈশোপনিষৎ ২।

কুর্ব্বাণঃ সততং কর্ম্ম কৃত্বা কষ্টশতান্যপি।
তাবন্ন লভতে মোক্ষং যাবজ্‌জ্ঞানং ন জায়তে॥

পরিশিষ্ট ৩৭২। মহানির্ব্বাণ—আত্মজ্ঞান নির্ণয় ৩।

কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাস্তু রাগিণঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ॥

পরিশিষ্ট ১৭৬, ২০৭। অপরোক্ষানুভূতি।

কুসূলে সংস্থিতং বীজং ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্যতে যদা।
অঙ্কুরোন্মুখতাং যাতি সাবস্থা জাগ্রদুচ্যতে॥
ইদমেব মহত্তত্ত্বমিতি সাংখ্যৈ র্নিরূপ্যতে।

পরিশিষ্ট ৪। বোধসার।

কুসূলে সংস্থিতং বীজং তত্র সর্ব্বো যথা ক্রমঃ।
তথা যত্র স্থিতং বিশ্বং ন তু ব্যক্তিমুপাগতম্॥
বীজরূপং স্থিতং জাগ্রদ্ বীজজাগ্রত্তদুচ্যতে।
সংসারপ্রথমাবস্থা মহামোহঃ স এব হি॥
তদেবাজ্ঞানমিত্যুক্তং যৎ স্ববোধেন লীয়তে।

পরিশিষ্ট ৪। বোধসার।

কূটবন্নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে।

পরিশিষ্ট ৩৪। পঞ্চদশী ৬।২২।

কূটীচকং চ প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলে তু নিক্ষিপ্য পরহংসং প্রপূরয়েৎ॥

পরিশিষ্ট ১৪৭। নির্ণয়সিন্ধু।

কৃত্বা কপটভাবেন দম্ভলোভপরায়ণৈঃ।
হট্টে নগরমধ্যে বা সা তপস্যাঽধমা স্মৃতা॥

পরিশিষ্ট ৭৯। বোধসার।

কেন কং পশ্যেৎ?

কালিকা ২১। বৃহদারণ্যক ২।৪।১৪।

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।

যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

পরিশিষ্ট ১২৭। বৃহস্পতি।

কেবলানুভবপ্রাপ্যং চিদ্রূপং শুদ্ধমাত্মনঃ।
ন দেহো নেন্দ্রিয়প্রাণৌ ন চিত্তং ন চ বাসনা ॥
ন জীবো নাপি চ স্পন্দো ন সংবিত্তি র্ন বৈ জগৎ।
ন সন্নাসন্ন মধ্যং চ শূন্যাশূন্যং ন চৈব হি ॥

পরিশিষ্ট ১৭। যোগবাশিষ্ঠ নিং ৪৮।১১।১২।

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।

কালিকা ২৭৫, পরিশিষ্ট ১৮৩। ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭; তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ২।৮।৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রমাণটী ঋগ্বেদের নাসদাসীয় মন্ত্রের অংশবিশেষ। নাসদাসীয় সূক্ত মায়াবাদের ভিত্তিস্বরূপ। ইহার দ্বারা মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। পশ্চিমজগতের প্রত্নতত্ত্ব-বিৎপণ্ডিতগণ শঙ্করাচার্য্যকে মায়াবাদের উদ্‌ভাবয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিযাছেন, কিন্তু ঋগ্বেদের নাসদাসীয় সূক্ত এরূপ সিদ্ধান্তের ভ্রান্তিমূলকতা প্রতিপাদন করিতেছে।

কোঽহং কথমিদং জাতং কো বৈ কর্ত্তাঽস্য বিদ্যতে?
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥

কালিকা ২৫১। অপরোক্ষানুভূতি ১২।

মন্তব্যপ্রকাশ। অন্নপূর্ণোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—

কোঽহং কথমিদং কিং বা কথং মরণজন্মনী? ইত্যাদি। প্রমাণটী যোগবাশিষ্ঠের উপশমপ্রকরণস্থিত ৯৩।১৬ শ্লোকে স্মৃত হইয়াছে?

ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথা ক্রতুরস্মিন্‌লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য' ইত্যাদি। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। বৃহদারণ্যকেও আম্নাত হইয়াছে—অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথা-কামো ভবতি তৎক্রতু র্ভবতি যৎক্রতু র্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে। (৪ ৪।৫-৬)।

ক্রমাভ্যাসং বিনা শাস্ত্রং ক্রমাভ্যাসং বিনা ক্রিয়াঃ।
ক্রমাভ্যাসং বিনা ভক্তিং জ্ঞানপ্রেমফলাদিকম্॥
ক্রমেণ জায়তে প্রেম দেবানামপি দুর্ল্লভম্।
ন লভতে ত্রিসত্যং হি বীজং বৃক্ষং বিনা ফলম্॥

পরিশিষ্ট ১১৯-১২০। যডাম্নায়তন্ত্র।

ক্রিয়া তু পরমা পূজা শিবার্থং ক্রিয়তেঽখিলম্।
অক্রিয়ৈব পরা পূজা নিশ্চলা ধ্যানরূপিনী॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো
ধ্যায়ন্নলিত্বং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং
ধ্যাত্বা সমাযাতি তদেকনিষ্ঠয়া॥

পরিশিষ্ট ২৩। বিবেকচূড়ামণি।

ক্রিয়ামুখ্যো ভবেৎ কর্ত্তা হেতুকর্ত্তা প্রযোজকঃ।
অনুমন্তা গ্রহীতা চ কর্ত্তা পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ২৬। শিষ্টসম্মিত স্মৃতি।

মন্তব্য প্রকাশ। গোয়ীচন্দ্রকৃত টীকার ব্যাখ্যা-বসরে গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই প্রমাণটী উদ্ধার করিয়াছেন। গোয়ীচন্দ্র সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার।

ক্রিয়াযোগশ্চ যোগস্য পরমং তস্য সাধনম্।

পরিশিষ্ট ৩৬। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ক্রিয়া হি বিকল্প্যতে ন বস্তু।

পরিশিষ্ট ১২৭। শাঙ্করভাষ্য।

মন্তব্য প্রকাশ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রামানুজ-দর্শনে স্থায়টী উক্ত হইয়াছে।

ক্রোধমানাদয়ো নিত্যা বিষয়া শ্চেন্দ্রিয়াণি চ।
জ্ঞাতয়শ্চ সমাখ্যাতা দেহিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

কালিকা ১২৬। সংগ্রহশ্লোক।

ক্বচিদ্ মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ
ক্বচিদ্ ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগবাচারকলিতঃ।

পরি ২০১। বিবেকচূড়ামণি।

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনম্।
তস্মৈ দদ্যাৎ ফলং দেবী তস্যান্তং নৈব গণ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৩১৫। যোগিনীতন্ত্র।

মন্তব্য প্রকাশ। কিপ্রকারে ব্রহ্মচিন্তা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধেও স্মৃত হইয়াছে—আত্মদেহং স্বেষ্টরূপং সদৈব পরিচিন্তয়েৎ। ব্রহ্মাণ্ডং চ তথা সর্ব্বং স্বেষ্টরূপং বিচিন্তয়েৎ॥

ক্ষণমাত্মানুসন্ধানাৎ পাপং দহতি কোটিশঃ।
অন্যথা পাপবিধ্বংসো ন ভবেৎ কোটিপুণ্যতঃ॥

ভাষ্য ১০৯। বুদ্ধোক্তপ্রকার স্মৃতিপ্রমাণ।

মন্তব্য প্রকাশ। গোরক্ষসংহিতায় ইহার সমানার্থক শ্লোক স্মৃত হইয়াছে।

ক্ষত্রধর্ম্মে পরা হিংসা যাচ্ঞায়াং লাঘবং মহৎ॥
সেবায়াং পরমং কষ্টং মৃৎকীটস্তু কৃষীবলঃ।
দ্যূতে সর্ব্বস্বনাশঃ স্যাচ্চৌর্য্যে রাজভয়ং মহৎ।
নাকাশাৎ পততি দ্রব্যং জীবিকা সুখদা কথম্॥

পরিশিষ্ট ১৯৮। বোধসার।

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৪৮। জয়দেব।

ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ সর্ব্বে পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্ ॥

কালিকা ১৪। বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক ২।৪।৮৪।

মন্তব্য প্রকাশ। অনুগীতায় স্মৃত হইয়াছে—'সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ' ইত্যাদি। সাংখ্যপ্রবচনের পঞ্চমাধ্যায়ে সূত্রিত হইয়াছে—'সংযোগা বিয়োগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোঽপি'। বার্ত্তিকোক্তপ্রমাণটী মহাভারতের অনুস্মৃতি মাত্র। প্রসিদ্ধি আছে যে, নির্ব্বাণের পূর্ব্বকালে শিষ্যগণকে প্রবোধ দিবার জন্য বুদ্ধদেব মহাভারতের এই শ্লোকটী আবৃত্তি করেন।

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

কালিকা ১১৩। গীতা ৯।২১।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

কালিকা ২১। মুণ্ডক ২।২।৮।

খেদ এব পরা পূজা খেদে চিত্তি মনোলয়ঃ।
ভয়ং হি পরমা পূজা ভীষাস্মাদিতি চ শ্রুতেঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯০। বোধসার।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে। প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে। নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে।

পরিশিষ্ট ৩৬৯। যজুর্ব্বেদ ২৩।১৯ কণ্ডিকা।

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

ভাষ্য ৩৭। গীতা ৪।২৩।

গতস্বার্থমিমং দেহং বিরক্তো মুক্তবন্ধনঃ।
অবিজ্ঞাতগতি র্জহ্যাৎ স বৈ ধীর উদাহৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ৯৯। সংগ্রহশ্লোক।

গয়া যদীয়তে দানং তদনন্তফলং স্মৃতম্।

সহস্রগুণমাহুর্ যাচিতে তু তদর্দ্ধকম্ ॥

পরিশিষ্ট ৯১। গরুড় পুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। শুদ্ধিতত্ত্বে প্রমাণটী উদ্ধৃত হই-য়াছে। অগ্নিপুরাণে শ্লোকটীর পাঠান্তর আছে। শাতাতপসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—

অভিগম্য তু যদ্দানং যচ্চ দানমযাচিতম্।
বিদ্যতে সাগরস্যান্ত স্তস্যান্তো নৈব বিদ্যতে ॥

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
স্বকর্ম্মচরিতং দত্তং পুনস্তানেব পোষয়েৎ ॥
এবং সর্ব্বশরীরস্থং সর্পিবৎ পরমেশ্বরি।
বিনা চোপাসনাং দেবী ন দদাতি ফলং নৃণাম্ ॥

পরিশিষ্ট ১১৯। কুলার্ণবতন্ত্র ৬ষ্ঠ উল্লাস।

মন্তব্য প্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্যেও স্মৃত হইয়াছে—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুন স্তাসাং তদৌষধম্ ॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পির্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনং দেবো ন করোতি হিতং নৃষু ॥
প্রণবব্যাহৃতিভ্যাং চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥

গায়ত্র্যা মধুমত্যা চ ব্যাহৃত্যা চেতি পাদশঃ।
গ্রাসমশ্নাতি মন্ত্রস্য হ্যন্তরেষু তথৈব চ ॥

পরিশিষ্ট ৩৫৭। বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক ৬।৩।৪৩।

গীতি র্নাম ক্রিয়া হ্যাভ্যন্তরপ্রযত্নজন্যা।

কালিকা ১৮১। জৈমিনীয় ন্যায়মালা।

গীতিষু সামাখ্যা।

কালিকা ১৮০। পূর্ব্বমীমাংসা ২।১।৩৬।

গ্রীষ্মে মরীচয়ো ভৌমেনোষ্মণা সংসৃষ্টাঃ ইত্যাদি।

কালিকাভাস ১৬৩। ১।১।৪ সূত্রের বাৎস্যায়নভাষ্য।

গুণসাম্যে স্থিতং তত্ত্বং কেবলং স্থিতি কথ্যতে।
কেবলাদেতদুদ্ভূতং জগৎ সদসদাত্মকম্ ॥
ভাষ্য ১৯৯, পরিশিষ্ট ৩১। ভাষ্যাদিধৃত উশনোবচন।

গুণঃ স্যাদ্ ভ্রমভিন্নং তু জ্ঞানমত্রোচ্যতে প্রমা।
পরিশিষ্ট ৬২। ভাষাপরিচ্ছেদ ৮৫।

গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথমৃচ্ছতি
যত্তু দৃষ্টিপথং প্রাপ্তং তন্মায়ৈব সুতুচ্ছকম্ ॥
পরিশিষ্ট ২২৯। ৪।১৩যোগভাষ্যধৃত বার্ষগণ্যবচন।

গুণাঃ শমাদয়ো জ্ঞানাদ্দমাদিভ্য স্তথাজ্ঞতাঃ।
কালিকা ২২৮। যোগবশিষ্ঠ মুমুক্ষুব্যবহার প্রং ২০।৬।

গুরুণা চোপদিষ্টোঽপি তত্র সম্বন্ধবর্জ্জিতঃ।
বেদোক্তেনৈব মার্গেন মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ ॥
কল্পসূত্রে তথা বেদে ধর্ম্মশাস্ত্রে পুরাণকে।
ইতিহাসে চ বৃত্তি র্যা স জপঃ প্রোচ্যতে ময়া ॥
পরিশিষ্ট ১১৭। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।১১-১২।

গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
পূর্ণবিংশতিবর্ষেণ গুণদোষৌ বিজানতা ॥
কালিকা ৫৫২। মনু ২।২১২।
মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণু সংহিতায় শ্লোকটী প্রায়শঃ অনূক্ত হইয়াছে। উশনঃসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—
গুরুপত্নী চ যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ।
কুর্ব্বীত বন্দনং ভূম্যামসাবহমিতি ব্রুবন্ ।৩।২৮।

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুদেবঃ সদাচ্যুতঃ।
ন গুরোরধিকং কশ্চিত্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥
পরিশিষ্ট ৪১। যোগশিখোপনিষৎ।
মন্তব্যপ্রকাশ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু র্গুরুরেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং জ্ঞানং গুরুরেব পরং তপঃ ॥

গুরুগীতায় এবং মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রেও এই জাতীয় শ্লোক পঠিত হইয়াছে।

গুরুরেব পরা বিদ্যা গুরুরেব পরায়ণম্।
গুরুরেব পরা কাষ্ঠা গুরুরেব পরং ধনম্॥

পরিশিষ্ট ৪১। অদ্বয়তারকোপনিষৎ।

গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ।
প্রশ্নোত্তরপদৈ র্বাক্যৈ স্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ॥

পরিশিষ্টে 'সর্গশ্চ' ইত্যাদি। গুরুপরম্পরাতন্ত্র।

গৃহধর্ম্মাশ্রিতো বিদ্বান্ বিজ্ঞানচরিতং চরেৎ।
অমূঢ়ো মূঢ়রূপেণ চরেদ্ধর্ম্মমদূষয়ন্॥

পরিশিষ্ট ৩৩৭। অনুগীতা ৪৬।৫২।

গোতমাদিমুনীনাং তত্তচ্ছাস্ত্রস্মারকত্বমেব শ্রূয়তে, ন তু বুদ্ধিপূর্ব্বককর্ত্তৃত্বম্।

পরিশিষ্ট ৪২। অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি।

গোবর্দ্ধনমঠে রম্যে বিমলাপীঠসংজ্ঞকে।
পূর্ব্বাম্নায়ে ভোগবারে শ্রীমৎকাশ্যপগোত্রজঃ॥
মাধবস্য সুতঃ শ্রীমান্ সনন্দন ইতি শ্রুতঃ।
প্রকাশব্রহ্মচারী চ ঋগ্বেদী সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ॥
শ্রীপদ্মপাদঃ প্রথমাচার্য্যত্বেনাভ্যষিচ্যৎ।

পরিশিষ্ট ১৪৫। মঠাম্নায়।

গৌড়ং রাষ্ট্রমনুত্তমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৪৮। প্রবোধচন্দ্রোদয়—২য় অঙ্ক।

মন্তব্যপ্রকাশ। কবিকঙ্কণচণ্ডীপ্রণেতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—'ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু-পদাম্ভোজভৃঙ্গ, গৌড়বঙ্গ উৎকল অধিপ'। ইহাতে বঙ্গদেশ গৌড় হইতে পৃথক্ বলিয়া অবধারিত হইতেছে। কবিবর মুকুন্দরামের এইরূপ সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিবার জন্য কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়

হইতে এই প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে। কৃষ্ণমিশ্র মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী।

গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈঃ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৩৩। মন্বর্থমুক্তাবলী।

গৌরিতি শব্দো গৌরিত্যর্থো গৌরিতি জ্ঞানম্,
য এষাং প্রবিভাগজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ॥

পরিশিষ্ট ২৬৬। যোগভাষ্য।

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞান তৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৯৬। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত উত্তরগীতা ১।১৯ এবং পঞ্চদশী ৪।৪৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। স্মৃতি বলিয়াছেন—

পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবৎ তান্ যথোৎসৃজেৎ॥

উত্তরগীতার প্রথমাধ্যায়ে আরও স্মৃত হইয়াছে—

নাবার্থী হি ভবেৎ তাবৎ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥ ১।১৮।
উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্ দ্রব্য মালোক্য তং ত্যজেৎ।
জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ॥ ১।২১।

গ্রহণগ্রাহ্যয়োঃ সিদ্ধা যোগ্যতা নিয়তা যথা।
ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভেদেন তথৈব স্ফোটনাদয়োঃ॥

পরিশিষ্ট ২০৯। বাক্যপদীয় ৯৮।

গ্রহণে চ সংক্রান্তিযাত্রাদিপ্রসবেষু চ।
দানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং রাত্রাবপি তদিষ্যতে॥

আহ্নিক। ২১৪৩। বৃদ্ধবশিষ্ঠ।

গ্রামাদাহৃত্য চাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ।
স্বাধ্যায়ং চ সদা কুর্য্যাজ্জটাশ্চ বিভৃয়াত্তথা॥

'স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ' ইত্যাদি। শঙ্খসংহিতা ৬।৪।

গ্রাসাদাচ্ছাদনাদন্যং ন গৃহ্নীয়াৎ কথঞ্চন।

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা ৪৬।৩৩।

গ্রাহ্যত্বং গ্রাহকত্বং চ দ্বে শক্তী তেজসো যথা।
তথৈব সর্ব্বশব্দানামেতে পৃথগবস্থিতে॥

পরিশিষ্ট ২৩১। বাক্যপদীয় ১।৫৫।

ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে যথা ঘটে।
ঘটো নীয়তে নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥

কালিকা ৯৫। ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ ১৩, মাণ্ডূক্য অ০ ৭।১।৪।

চতুর্দ্ধা ভিক্ষবঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে চৈব ত্রিদণ্ডিনঃ।

পরিশিষ্ট—২৭৭। অত্রিসংহিতা।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই জাতীয় প্রমাণানুসারে কেহ কেহ তিনটী দণ্ড একত্র করিয়া ধারণ করেন। ইহাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পরমহংস, তিনি একমাত্র দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। 'পরমহংস' দেখুন।

চতুর্ব্বিধা ভিক্ষুকাঃ স্যুঃ কুটীচকবহূদকৌ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ পশ্চাদ্ যো যঃ স উত্তমঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৩। মহাভারত এবং লঘু বিষ্ণুস্মৃতি ৪।১১।

মন্তব্যপ্রকাশ। হারীতও বলিয়াছেন—কুটীচকো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ। চতুর্থঃ পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥ নির্ণয় সিন্ধুর সন্ন্যাস-বিধিতে ইঁহাদের আচারব্যবহার দ্রষ্টব্য।

চতুর্ব্বেদোঽপি যো বিপ্রঃ সূক্ষ্মং ব্রহ্ম ন বিন্দতি।
বেদভারভরাক্রান্তঃ স বৈ ব্রাহ্মণগর্দ্দভঃ॥

ভাষ্য ৭৮। বশিষ্ঠ।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহাভারতের ও বিষ্ণুভাগবতের 'শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয় দেখুন। শ্লোকটীর অভিপ্রায় এই যে, বেদ পড়িয়া ব্রহ্ম

জানিতে না পারিলে বেদপাঠে কোন ফল হয় না। বেদপাঠ ও ব্রহ্মাধিকার লইয়া জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—

ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদো ব্রহ্মসনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্ত স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥
মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীত স্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥
উচ্ছিষ্টং সর্ব্বশাস্ত্রং চ সর্ব্ববিদ্যা মুখে মুখে।
নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সর্ব্বদা চেতনাময়ম্ ॥ ৫০ ৫২।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোঽজায়ত।

কালিকা ৪২৭। যজুর্ব্বেদ ৩১ অধ্যায়—পুরুষসূক্ত।

চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎতদ্ব্যপদেশো ভাক্তো লাক্ষণিকো ন তু মুখ্যঃ।

কালিকা ২৮। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৬।

চাষস্ত্বেকাং বদেন্মাত্রাং দ্বিমাত্রং বায়সো বদেৎ।
ত্রিমাত্রং তু শিখী জ্ঞেয়ান্নকুলশ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥

পরিশিষ্ট ১৭১। সংগ্রহশ্লোক।

মন্তব্যপ্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষাশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—

চাষস্তু বদতে মাত্রাং দ্বিমাত্রং বায়সোঽব্রবীৎ।
শিখী বদতি ত্রিমাত্রাং মাত্রাণামিতি সংস্থিতিঃ ॥১৭।

চিত্তিশ্চিত্তঞ্চ চৈতন্যং চেতনেন্দ্রিয়কর্ম্ম চ।
জীবঃ কলা শরীরঞ্চ সূক্ষ্মং পুর্য্যষ্টকং ভবেৎ ॥

পরিশিষ্ট—১৫৪ (পুরশব্দ)। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্র।

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যাঃ গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তুচ্ছিন্নসংশয়াঃ ॥

কালিকা ১৭৬। দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ' এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম ন তু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধি বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥

পরিশিষ্ট ৫৪। বিবেকচূড়ামণি।

চিদসি মনাংসি ধীরসি।

পরিশিষ্ট ৫৩। শুক্লযজুর্ব্বেদ ৪।১৯।

চিদানন্দময়ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণাপ্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা॥

পরিশিষ্ট ১৫৯। পঞ্চদশী।

চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্র মিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি সংগ্রহঃ॥

কালিকা ২৫১ এবং পরিশিষ্ট ৫৩। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২৩, বরাহোপনিষৎ ২।৪৭, এবং যোগবাশিষ্ঠ—উপশম প্রকরণ ২৬।১১।

চিদিহাস্তীতি চিন্মাত্রমিদং চিন্ময়মেব চ।
চিত্ত্বং চিদহমেতে চ লোকাশ্চিদিতি ভাবয়েৎ॥

পরিশিষ্ট ৫৩। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ।

চিন্ময়ামো বয়ং ভর্গো ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিং পুনঃ পুনঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৬১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

চৈতন্যবিশিষ্টকায়ঃ পুরুষঃ।

পরিশিষ্ট ৫১। বার্হস্পত্য সূত্র।

চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ।

পরিশিষ্টে 'চৈতন্যদেব'। আভাণক

চৌরা ত্যজন্তি গেহং স্বং ভয়েনৈব ন বোধতঃ।
জারা ত্যজন্তি গেহং স্বং কামেনৈব ন বোধতঃ॥
ক্রুদ্ধা ত্যজন্তি গেহং স্বং প্রতিবাদিবিরোধতঃ।

রুদ্ধা ত্যজন্তি গেহং স্বং রোষেণৈব ন বোধতঃ ॥
নিঃসঙ্গতাসুখং প্রাপ্তাঃ কয়াচিদ্‌বোধলীলয়া ।
গৃহং ত্যজন্তি মুনয়ো গৃহস্থা বা বনে স্থিতাঃ ॥

পরিশিষ্ট ৪২। বোধসার।

ছাদয়ন্তি হ বা এনং ছন্দাংসি পাপাৎ কর্ম্মণঃ।

কালিকা ২৯৩। শতপথব্রাহ্মণ—আরণ্যককাণ্ড,
এবং ঐতরেয়ারণ্যক ২।৬।

জগচ্চিত্রং সমালিখ্য স্বেচ্ছাতূলিকয়াত্মনি ।
স্বয়মেব সমালোক্য প্রীণাতি পরমেশ্বরঃ ॥

পরিশিষ্ট—৩৫৩। শাম্ভব দর্শন।

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥

'যদ্ ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্লোক। বিষ্ণু ভাগবত ১।১৩

জনকো জন্মদানাচ্চ রক্ষণাচ্চ পিতা নৃণাম্।
ততো বিস্তীর্ণকরণাৎ কলয়া স প্রজাপতিঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৫৮। সংগ্রহশ্লোক।

জন্মাদ্যস্য যতঃ।

কালিকা ১০২, পরিশিষ্ট ১২৭। ব্রহ্মসূত্র ১।১।২।

জরদ্‌গবঃ কোমলপাদুকাভ্যাং
দ্বারি স্থিতো গায়তি মঙ্গলানি ।
তং ব্রাহ্মণী পৃচ্ছতি পুত্রকামা
রাজন্ রুমায়াং লবণস্য কোঽর্ঘঃ ॥

পরিশিষ্ট ১২৮। আভাণক।

মন্তব্য প্রকাশ। শ্লোকের এইরূপ পাঠ বহুস্থানে দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঋগ্বেদের উপক্রমণিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে—

জরদ্‌গবঃ কম্বলপাদুকাভ্যাং দ্বারিস্থিতো গায়তি

মন্ত্রকাণি। শ্লোকটী অসংলগ্ন বাক্যের উদাহরণ।

আবার যেমন—

যাবজ্জীবমহং মৌনী ব্রহ্মচারী পিতা মম।
মাতা চ মম বন্ধ্যাসীদপুত্রশ্চ পিতামহঃ॥

শ্লোক বার্ত্তিক অনুমান পরিচ্ছেদ ৬২ শ্লোক।

প্রাচীন কালে ঋষিগণও অসংলগ্ন বা অপার্থক বাক্যের উদাহরণ দিবার উদ্দেশে বলিতেন—

"দশদাড়িমানি ষড়পূপাঃ কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ।"

মহাভাষ্য ১।১।৩ এবং বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৫।১।১০।

জাগ্রদেব যদা জীবো মনোরাজ্যং করোতি হি।
জাগ্রতঃ স্বপ্ন ইব যৎ স জাগ্রৎস্বপ্ন উচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৪। বোধসার।

জাতেঽপি জাগরে জন্তোঃ স্বপ্নদৃষ্টার্থভাসনম্।
প্রত্যক্ষমিব সংস্কারাৎ স্বপ্নজাগ্রত্তদুচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৫। বোধসার।

জাত্যাভাসং চলাভাসং বস্ত্বাভাসং তথৈব চ।
অজাচলমবস্তুত্বং বিজ্ঞানং শান্তমদ্বয়ম্॥

কালিকা ১০৩। মাণ্ডুক্যকারিকা—অলাত ১৬৪।৪৫।

জিজ্ঞাস্যং ধর্ম্মবদ্ বুদ্ধিসন্দিগ্ধং সপ্রয়োজনম্।
নাসন্দিগ্ধমনর্থং চ ঘটবৎ করটাঙ্গবৎ॥
অহং ধিয়াত্মনঃ সিদ্ধে স্তস্যৈব ব্রহ্মভাবতঃ।
তজ্‌জ্ঞানান্মুক্ত্যভাবাচ্চ জিজ্ঞাসা নোপপদ্যতে॥

পরিশিষ্টে 'অমলানন্দ'। শাস্ত্রদর্পণ।

মন্তব্য প্রকাশ। এটী পূর্ব্বপক্ষ। 'শ্রুতিগম্যাত্মতত্ত্বম্' ইত্যাদি শ্লোকে ইহার উত্তরপক্ষ দৃষ্ট হইবে।

জীবন্মুক্তাবুপায়স্তু কুলমার্গো হি নাপরঃ।

পরিশিষ্ট ৫৭। তন্ত্রসার।

জীবন্মুক্তো নাম স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা

স্বস্বরূপাখণ্ডব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে অজ্ঞান তৎকার্য্যসঞ্চিতকর্ম্ম-সংশয়বিপর্য্যয়াদীনামপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ, ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিরিত্যাদিশ্রুতেঃ।

পরিশিষ্ট ৫৯-৬০। বেদান্তসার।

জীবস্য জন্মমরণে বপুষো বাস্তনো হি তে।
জাতো মে পুত্র ইত্যুক্তে জাতকর্ম্মাদিত স্তথা॥
মুখ্যে তে বপুষো ভাক্তে জীবস্তেতে অপেক্ষ্য হি।
জাতকর্ম্ম চ লোকোক্তি র্জীবাপেতেতি শাস্ত্রতঃ॥

কালিকা ২৮। বৈয়াসিক ন্যায়মালা ২।৩।১১।

জীবঃ প্রকৃতিতত্ত্বং চ দিক্‌কালাকাশমেব চ।
ক্ষিত্যপ্‌ তেজো বায়বশ্চ কুলমিত্যভিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ৫৯, ২১১। তন্ত্রশাস্ত্র।

জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে, ন জীবো ম্রিয়তে।

কালিকা ২৮। ছান্দোগ্য ৬।১১।৩

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বরভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীবভিদা তথা॥
মিথশ্চ জড়ভেদো যঃ প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সোঽয়ং সত্যোঽপ্যনাদিশ্চ সাদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ॥

কালিকা ২৭২ এবং পরিশিষ্ট ৭২। মধ্বাচার্য্যপ্রণীত-প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনধৃত শ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে মাধবাচার্য "তথা হি পরমাশ্রুতিঃ' বলিয়া উক্ত শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দতীর্থ ভাল্লবেয়শ্রুতি, পৈঙ্গী-শ্রুতি এবং এই জাতীয় শ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া তত্ত্ব বিবেকে বলিয়াছেন—

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্ব মিষ্যতে।
স্বতন্ত্রো ভগবান্‌ বিষ্ণু নির্দ্দোষোঽখিলসদ্‌গুণঃ॥

জৈমিনি র্যদি বেদজ্ঞঃ কণাদো নেতি কা প্রমা।
উভৌ চ যদি বেদজ্ঞৌ ব্যাখ্যাভেদস্তু কিং কৃতঃ ॥
ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্ ॥

পরিশিষ্ট ১৯৪। সংগ্রহশ্লোক, ভাগবত১১।২২।২৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রথম শ্লোকটী পৌরাণিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় শ্লোকটী ভাগবতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু নিবন্ধকারগণ একত্র উভয়শ্লোকের প্রয়োগ করিয়াছেন।

জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চৈব পঞ্চৈতে বজ্রবারকাঃ ॥

কালিকা ৪, পরিশিষ্ট ৬২। আহ্নিকতত্ত্বধৃত প্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। সুমন্তু জৈমিনির পুত্র।

জৈমিনীয়ে চ বৈয়াসে বিরুদ্ধোঽংশো ন কশ্চন।
শ্রুত্যা বেদার্থ বিজ্ঞানে শ্রুতিপারং গতৌ হি তৌ ॥

কালিকাভাস ৩০৮, পরিশিষ্ট ১০৮। পদ্মপুরাণ এবং পরাশর-উপপুরাণ।

জ্ঞাতৃজ্ঞেয়জ্ঞানশূন্য মনন্তং নির্ব্বিকল্পম্।
কেবলাখণ্ডচিন্মাত্রং পরং তত্ত্বং বিদুর্বুধাঃ ॥

পরিশিষ্ট ১১৫। বিবেকচূড়ামণি।

জ্ঞানং তু কেবলং সম্যগপবর্গফলপ্রদম্।
তস্মাদ্ ভবন্তি র্বিমলং জ্ঞানং কৈবল্যসাধনম্ ॥
বিজ্ঞাতব্যং প্রযত্নেন শ্রোতব্যং দৃশ্যমেব চ।
এবং সর্ব্বত্রগো হ্যাত্মা কেবলশ্চিতিমাত্রকঃ ॥

ভাষ্য ৩৬-৩৭। ভাষ্যধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগং চাষ্টাঙ্গসংযুতম্।
সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥

কালিকাভাস ৩০০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৩।

জ্ঞানং বিশিষ্টং ন তথা হি যজ্ঞা
জ্ঞানেন দুর্গং তরতে ন যজ্ঞৈঃ।

ভাষ্য ৩৬। মহাভারত—মোক্ষধর্ম ৩১৯।১০৯।

জ্ঞানকর্ম্মপ্রতিষ্ঠানাৎ তথা সত্যস্য ভাষণাৎ।
প্রাপ্যতে চোপভোগার্থং প্রাপ্য ন চ্যবতে পুনঃ॥
তৎ সত্যং সপ্তমো লোক স্তস্মাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে।

পরিশিষ্ট ১৮১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ॥
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্।

পরিশিষ্ট ১৪৬। পরমহংসোপনিষৎ এবং যমসংহিতা।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহোপনিষদে ও আম্নাত হইয়াছে —'জ্ঞানমেবাস্য দণ্ডঃ'।

জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ।

কান্তিকাভাস ৩১৭, প ২৮১। মুণ্ডক ৩।১।৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহাবাক্যের অর্থভাবনা পরিপক্ক হইলে অন্তঃকরণ যখন 'ত্বং'পদার্থের উপাধি নিবারণ করিয়া তৎপদার্থের পরিজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন তাহার নাম 'জ্ঞান-প্রসাদ'।

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা সমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাৎ ততোঽসংশক্তিনামিকা।
পদার্থ ভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা॥

পরিশিষ্ট ৬৫। মহোপনিষৎ ৫, বরাহোপনিষৎ ৪, যোগবাশিষ্ট উৎপত্তি প্রং ১১৮।৫-৬।

জ্ঞানমিচ্ছা তথা ক্রিয়া গৌরী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী।
ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি॥

পরিশিষ্ট ২১২। গৌরীসংহিতা এবং গোরক্ষ সংহিতা।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহানির্ব্বাণের চতুর্থ পটলে স্মৃত হইয়াছে—'ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানম্' ইত্যাদি।

জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।
যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি ॥

ভাষ্য ৩৯। বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক ৪।৪—১০৪৪।

জ্ঞানমেবাস্ত দণ্ডঃ।

পরিশিষ্ট ২৭৮। মহোপনিষৎ।

জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে।

পরিশিষ্ট ১৯২। বোধসার।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্।

ভাষ্য ৩৭। গীতা ৩।৩।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৮৯। গীতা ৬।৮।

জ্ঞানশৌচং পরিত্যজ্য বাহ্যে যো রমতে নরঃ।
স মূঢ়ঃ কাঞ্চনং ত্যক্তা লোষ্ট্রং গৃহ্লাতি সুব্রত ॥

পরিশিষ্ট ১১৬। জাবালদর্শনোপনিষৎ ১।২২।

জ্ঞানসংস্থানসদ্ভাবো জ্ঞানাগ্নির্জ্ঞানবজ্রভৃৎ।
মৃত্যুং হন্তীতি বিখ্যাতঃ স ধীরো বীতমৎসরঃ ॥

কালিকা ৮০। জ্ঞানমহোদধি।

জ্ঞানস্য দ্বিবিধৌ জ্ঞেয়ৌ পন্থানৌ বেদচোদিতৌ।
অনুষ্ঠিতৌ হি বিদ্বদ্ভিঃ প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকৌ ॥

পরিশিষ্টে 'প্রবৃত্তির্ব্বা'। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ১।২০।

জ্ঞানস্বরূপং চ হরেরধীনং শরীরসংযোগবিয়োগযোগ্যম্।
অণুং হি জীবং প্রতিদেহভিন্নং জ্ঞাতৃত্ববন্তং যদনন্তমাহুঃ ॥

কালিকা ২৭৫। সিদ্ধান্তজাহ্নবীধৃত শ্লোক।

মন্তব্যপ্রকাশ। সিদ্ধান্তজাহ্নবী দেবাচার্য্য বিরচিত। ইহা শারীরমীমাংসার একখানি দ্বৈতাদ্বৈত-

টীকা। এই সম্প্রদায় সনৎকুমারকে আদ্যাচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন।

জ্ঞানস্বরূপমত্যন্তনির্ম্মলং পরমার্থতঃ।
তদেবার্থস্বরূপেণ ভ্রান্তিদর্শনতঃ স্থিতম্॥

ভাষ্য ৯৪। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

জ্ঞানস্বরূপমেবাহু র্জগদেতদ্ বিচক্ষণাঃ।
অর্থস্বরূপং ভ্রামন্তঃ পশ্যন্ত্যন্যে কুদৃষ্টয়ঃ॥

কালিকা ২৭৫। পরাশরবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রমাণটী শ্বেতাশ্বতরভাষ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য বিদুষঃ কর্ম্মণা প্রজয়া চ কিম্?

ভাষ্য ৩৭। লিঙ্গপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। কাবষেয় ঋষিসম্প্রদায়ও এইরূপ প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছিলেন। 'ঋষয়ঃ কাবষেয়াঃ' দেখুন।

জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ।

কালিকাভাস ৩১০। ব্রহ্মোপনিষৎ ৩৬, এবং উত্তর গীতা ১।২১।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'উল্কাহস্তো যথা কশ্চিদ্ দ্রব-মালোক্য তং ত্যজেৎ'—ইহাই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ। ইহার অবিসংবাদী আর একটী শ্লোক উত্তরগীতায় পঠিত হইয়াছে—

নাবার্থী তু ভবেত্তাবদ্ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥

পঞ্চদশীতে লিখিত হইয়াছে—

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থ মশেষতঃ॥

জ্ঞানেনৈকেন তল্লভ্যমক্লেশেন পরং পদম্।
জ্ঞানমেব প্রপশ্যন্তো মামেব প্রবিশন্তি তে॥

কালিকা ৩৬৬। কূর্ম্মপুরাণ।

জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমাত্মবিদ্যাশাস্ত্রম্।

কালিকা ৩৮০। ন্যায়ভাষ্যে—পক্ষিল স্বামী

জ্যোতিষশ্চ গুণো রূপং চক্ষুষা তচ্চ গৃহ্যতে।
চক্ষুঃস্থশ্চ সদাদিত্যো রূপজ্ঞানে বিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ২৩১। অনুগীতা ৪৩।৩১।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে।

ভাষ্য ১৭৫। গীতা ১৩।১৭।

জ্যোতিষ্টোমে স্বর্গকামো বিবাহে পুত্রকামবান্।
বাণিজ্যে লোভবান্ মোক্ষে মুমুক্ষু রধিকারবান্॥

পরিশিষ্ট ১৮৫। বোধসার।

ডলয়োরলয়োশ্চ, ব্যত্যয়ো বহুলম্।

পরিশিষ্ট ৪৬। কাতন্ত্রে দুর্গসিংহধৃত প্রমাণবচন।

তং চেদ্ ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতিব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত।

কালিকা ৪৪৮। ছান্দোগ্য ৭।১৫।৪।

তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥

ভাষ্য ৪০। কঠ ২।১২।

তং দেবা আত্মানমুপাসতে ইত্যাদি।

ভাষ্য ৩২। ছান্দোগ্য ৮।১২।৬।

তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে।

কালিকা ১৯। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২।

তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

পরিশিষ্ট ১৯২। গীতা ৬।২৩।

তং বেদ্যং পুরুষং বেদ যথা মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ।

কালিকা ৪৬৫। প্রশ্ন ৬.৬।

তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্ ইত্যাদি।

কালিকা ৩৪৪। কঠ ২।৬।১৭।

তচ্চ ন সৎ, নাসৎ, নাপিসদসৎ, ন ভিন্নং নাভিন্নং নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ, ন নিরবয়বং ন সাবয়বং নোভয়ম্, কেবলব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানাপনোদ্যম্।

পরিশিষ্ট ১১২। উত্তরগীতার গৌড়পাদভাষ্য।

তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্‌চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছ্রূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৯৯। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।

তচ্চ বিষ্ণোঃ পরং রূপমরূপাখ্য মনুত্তমম্।
বিশ্বস্বরূপবৈরূপ্যলক্ষণং পরমাত্মনঃ॥

ভাষ্য ১৮৮। পরাশর উপপুরাণ।

তচ্ছব্দেন তু যচ্ছব্দো বোদ্ধব্যঃ সততং বুধৈঃ।
উদাহৃতে তু যচ্ছব্দে তচ্ছব্দঃ স্যাদুদাহৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৬৩। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

তজ্জপ স্তদর্থভাবনা।

পরিশিষ্ট ২৭১। যোগদর্শন ১।২৮।

তৎপরং পুরুষখ্যাতে র্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।

কালিকা ২৫১, ২৬১। যোগদর্শন ১।১৬।

তৎ প্রাপ্তি হেতুর্জ্ঞানং চ কর্ম্ম চোক্তং মহামুনে।
আগমোত্থং বিবেকাচ্চ দ্বিধা জ্ঞানমথোচ্যতে॥

কালিকা ২১৩। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৫।৬০, পরাশরোপপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। কুলার্ণবে আম্নাত হইয়াছে—

আগমোত্থং বিবেকোত্থং দ্বিধা জ্ঞানং প্রচক্ষতে।
শব্দব্রহ্মাগমাছুক্তং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্॥
অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।
মম তত্ত্বং বিজানন্তো দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিতম্॥

তৎসত্বে তৎসত্তা তদসত্ত্বে তদসত্তা।

পরিশিষ্ট ১২৮। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

তৎসর্ব্বমমৃতং তস্য যৎ খাদতি পিবত্যপি।
যত্র তিষ্ঠতি সা কাশী স জপো যৎ প্রজল্পতি ॥
সঞ্চার স্তীর্থসঞ্চারঃ সমাধিঃ শয়নং মুনে।
যং পশ্যতি স বিশ্বেশঃ শৃণোত্যুপনিষচ্চ সা ॥
সংপ্রাপ্তে পরমানন্দে ন শোচতি গতং বয়ঃ।
ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যচ্চ সর্ব্বমানন্দতাং গতম্ ॥

পরিশিষ্ট ৭০। বোধসার।

তৎসবিতু র্বরেণ্যম্।

পরিশিষ্ট ৩৬১। গায়ত্রী। ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০,
যজুর্ব্বেদ ৩।৩৫ এবং সামবেদ-উত্তরার্চ্চিক ১৩।৩।১০।১।

তৎ সবিতু র্বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি ॥

পরিশিষ্ট ১১৬, ২৫৮, ৩৬২। ঋগ্বেদ ৫।৫২।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। বিশ্বামিত্রদৃষ্ট গায়ত্রীর স্থলে শ্যাবাশ্বদৃষ্ট এই অনুষ্টুপ্ মন্ত্রটী উপাসিত হইত। গায়ত্রীমন্ত্রে যেমন সাবিত্রী উপদিষ্টা হন, শ্যাবাশ্বদৃষ্ট মন্ত্রে সেইরূপ বাগ্দেবী অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম উপদিষ্টা হইতেন। সাবিত্রী বাগ্ বা শব্দব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন নহেন বলিয়া এখনও পুষ্করতীর্থের সাবিত্রীপর্ব্বতে শ্রীশ্রী৺ সাবিত্রীদেবীর প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে শ্রীশ্রী৺বাগ্দেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-গণও বিশ্বামিত্রদৃষ্ট সাবিত্রীকে শ্যাবাশ্বদৃষ্ট বাগ্দেবী হইতে অভিন্নই কল্পনা করিতেন। তবে যাঁহারা ইঁহাদের সম্বন্ধে ভেদবুদ্ধি রাখিতেন তাঁহাদের জন্যই বৃহদারণ্যক পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশব্রাহ্মণে বলিয়াছেন যে, গায়ত্রীমন্ত্রে বাগ্দেবীর উপদেশ দিবার পরিবর্ত্তে সাবিত্রীর উপদেশ দেওয়াই কর্ত্তব্য। উভয়দেবতার

অভেদ কল্পনা করার রহস্য এই যে, পরব্রহ্ম শব্দব্রহ্মে বিবর্ত্তিত বলিয়া বাক্ই শব্দব্রহ্ম এবং জগচ্চরাচর শব্দব্রহ্ম হইতে প্রসূত বলিয়া শব্দব্রহ্মই সাবিত্রী। 'ওঁ ভূর্ভবঃস্বরিতি তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা।
অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরিশিষ্ট ১০৩। দুর্গসিংহধৃত প্রাচীনকারিকা।

তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।

কালিকা ৪০৪। তৈত্তিরীয় ২।৬।১।

ততঃ পরিবৃত্তৌ জাতিং রূপম্ ইত্যাদি।

কালিকা ৫১, ১১৩। আপস্তম্বধর্ম্মসূত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। অতিধন্বা শৌনকের শিষ্য উদর-শাণ্ডিল্য যাহা বলিয়াছেন তাহা ৩।১৪।১ ছান্দোগ্যে দ্রষ্টব্য। জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিযাছেন তাহা ৪।৪।৫-৬ বৃহদারণ্যকে দ্রষ্টব্য। এই উভয় ঋষিব শ্রৌতোপপত্তি আপস্তম্বের সূত্রটীতে নিহিত আছে। ধর্ম্মসূত্রকার গৌতমও বলিয়াছেন—'বর্ণাশ্রমাঃ স্বস্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য' ইত্যাদি। ধর্ম্মসূত্র-কার গৌতম উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুর নামান্তর। "গৌতম" ইহার বংশোপাধি।

ততঃ সুকৃতসম্ভারে দুষ্কৃতে চ পুরা কৃতে।
ভোগজালে পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি॥

কালিকা ৩৬০। যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ প্রং ১২৬।৮৯।

ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুরেষু চ।
মেরূপবনকুঞ্জেষু রমতে রমণীসখঃ॥

কালিকা ৩৬০। যোগবাশিষ্ঠ নির্ব্বাণ প্রং ১২৬।৪৮।

ততোঽক্ষরসমাম্নায়মসৃজদ্ ভগবানজঃ।
অন্তঃস্থোষ্মস্বরস্পর্শ হ্রস্বদীর্ঘাদিলক্ষণম্॥

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৪৩।

ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্তপ্রভবঃ স্বরাট্।
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৩৯।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ।

পরিশিষ্ট ২০৪, ২০৮। যজুর্ব্বেদ ৪০।৯, ঈশা ১২।

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।

ভাষ্য ৩৭০। শ্বেতাশ্বতর ৩।১০।

ততো বিরাড়জায়ত বিরাজোঽধিপূরুষঃ।

কালিকা ৩৯৩। যজুর্ব্বেদ ৩১।৫।

তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিয়াং স্বভাবঃ।

পরিশিষ্ট ২৬০, ২৬৩। ভামতীধৃত প্রমাণবচন।

তত্ত্বমসি।

কালিকাভাস ৩০২, ৩০৯-১০, ৩১৩, পরিশিষ্ট ২৫।
ছান্দোগ্য ৬।৮।৭, ৬।৯।৪, ইত্যাদি।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'তত্ত্বমসি' সামবেদীয় মহাবাক্য। ইহার অর্থ লইয়া বৈদান্তিকগণের মতভেদ আছে। 'আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তি-রস্বতন্ত্রোঽবরঃ' ইত্যাদি ভাল্লবেয় শ্রুতিকে এবং 'সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা' ইত্যাদি পৈঙ্গী শ্রুতিকে চরমসিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়া মধ্বা-চার্য্যাদি দ্বৈতবাদী 'তত্ত্বমসি'বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করেন। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ মনে করেন যে, 'স আত্মা তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যে 'অতত্ত্বমসি' এইরূপ বাক্যাংশ গ্রহণ করিতে হইবে। 'অতত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমি তাহা (ব্রহ্ম) নহ। কিন্তু এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব-

দিগের মধ্যেও যে মতভেদ আছে তাহা মাধব-মুকুন্দের 'পরপক্ষগিরিবজ্র' নামকগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভেদাভেদবাদিগণের মধ্যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ আচার্য্য জীবের অণুত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য বলেন যে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে জীবকে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নির্দ্দেশ করা শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃতি-পুরুষ অর্থাৎ জগৎ ও জীব পরব্রহ্মের শরীর স্থানীয়। সুতরাং আত্মা ও শরীরের যেমন ভেদ আছে, ব্রহ্ম ও জীবেরও সেইরূপ ভেদ বুঝিতে হইবে। আবার প্রলয়কালে জীব ও জগৎ পরব্রহ্মে লীন হইলে তদ্‌গত কোন প্রকার ভেদ উপলব্ধ হয় না বলিয়া অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে এই সম্প্রদায় কেবল কল্পান্তেই জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের অভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। কারণ নারদপঞ্চরাত্রে স্মৃত হইয়াছে—আমুক্তের্ভেদ এব স্যাজ্জীবস্য চ পরস্য চ। মুক্তস্য তু ন ভেদোঽস্তি ভেদহেতোরভাবতঃ॥

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ লইয়া অদ্বৈতবাদীরা বলেন যে, মায়াসম্বলিত ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া 'তৎ' শব্দের গ্রহণ হইয়াছে, অবিদ্যা সম্বলিত জীবকে উদ্দেশ করিয়া 'ত্বম্' শব্দের গ্রহণ হইয়াছে, এবং ব্রহ্মের মায়া ও জীবের অবিদ্যা ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে উভয়ের ঐক্য অনিবার্য্য বলিয়া 'অসি'পদের প্রয়োগ হইয়াছে। মহাবাক্যের এই রূপ বিচার পঞ্চদশীর পঞ্চম পরিচ্ছেদে এবং অদ্বৈত সিদ্ধির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দেখিতে পাওয়া যাইবে।

তত্ত্বমস্যাদৌ তৎপদবাচ্যস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টস্য ত্বংপদ-

-বাচ্যেন অন্তঃকরণবিশিষ্টেন ঐক্যযোগাৎ ঐক্যসিদ্ধ্যর্থং স্বরূপে লক্ষ্যা ইতি সাম্প্রদায়িকাঃ।

কালিকাভাস ৩০৫। বেদান্ত পরিভাষা ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে।

কালিকাভাস ৩০৯। পঞ্চদশী ১।৪৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'সা' অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের একতা।

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূত স্তদারাম স্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ॥

কালিকাভাস ৬১। মাণ্ডূক্য কারিকা ২।৩৮।

তত্ত্বাধ্যবসায়সংরক্ষণার্থং জল্পবিতণ্ডে বীজপ্ররোহসংরক্ষণার্থং কণ্টকশাখাবরণবৎ।

পরিশিষ্ট ৭৩। ন্যায়দর্শন ৪।২।৪৯।

তত্রান্তরস্থং জগদিত্থমস্তঃ পশ্যন্ স্ববৃত্ত্যা স বিরাড্ বভূব।
সমষ্টিরূপোঽখিলসৃড্ বিধাতা গুরুং তমেকাদশমানতাঃ স্মঃ॥

কালিকা ৩৩৪। গুরুপরম্পরা তন্ত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভাগবতেও স্মৃত হইয়াছে—
জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

কালিকা ২১, ৮৬৭। ঈশোপনিষৎ ৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—

অদ্বৈতভাবমাপন্নে লীনে মনসি ব্রহ্মণি।
কঃ কামঃ কো ভবেদিন্দ্রঃ কো ব্রহ্মা কো জনার্দ্দনঃ॥
কো দেবঃ কোঽসুরো যক্ষঃ পিশাচঃ কোঽপরঃ শিবে।
কিং রূপং কিং বিরূপং বা কো রোগী কোঽপ্যনাময়ঃ॥
কিং চ মেধ্যমমেধ্যং বা কিং বস্ত্বপ্যবস্তু চ।
কিং মিত্রং কিমমিত্রং চ কো বধ্যোঽবধ্য এব বা॥

কিং চ ভক্ষ্যমভক্ষ্যং বা কিং বা তব মমেতি চ।
অবিদ্যাকল্পিতং চৈতদ্ বিদ্যয়া ছিন্ধি সংশয়ম্ ॥
তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। নিরুক্ত—উপোদ্‌ঘাত ১।১২।২।

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।

কালিকা ২৪৭। যোগদর্শন ৩।২।

তথা চ নারীষপি সিদ্ধমেতৎ
করোতি যো যল্লভতেঽপ্যসৌ তৎ।
যৎ কর্ম্মবীজং বপতে মনুষ্য
স্তস্যানুরূপাণি ফলানি ভুঙ্‌ক্তে ॥

পরিশিষ্ট ১৭৭। সুরচিতমিশ্রধৃত প্রমাণবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকবার্ত্তিকস্থিত চোদনা-সূত্রের ২৩৪ শ্লোকের কাশিকা দ্রষ্টব্য। প্রমাণটী লৌকিক আভাণক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন ঋষিরাও বলিতেন—"তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনোযত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণ স্তস্য যৎ কিং চেহ করোত্যয়ম্ ॥

তথাঽবিপক্বকরণ আত্মজ্ঞানস্য ন ক্ষমঃ।

ভাষ্য ৩৯। যাজ্ঞবল্ক্য।

তদধীনত্বাদর্থবৎ।

পরিশিষ্ট ১২৬, ১৩৪। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।৩।

তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ।

কালিকা ২৭৪, ৪০৯। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৬।১।

তদাগমে হি তদ্দৃশ্যতে।

পরিশিষ্ট ১২৮। আভাণক।

তদাত্মানং স্বয়মকুরুত।

কালিকা ২৭৪। তৈত্তিরীয় ২।৭।১।

তদুত্থিতা যা স্বত এব বৃত্তিঃ শ্রুত্যা স নৈকো রমতে দ্বিতীয়া।
তাং শুদ্ধবিদ্যাং চ সদাশিবীয়াং শক্তিং চতুর্থং গুরুমানতাঃ স্মঃ ॥

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরা তন্ত্র।

তদুদ্দেশপ্রবৃত্তেশ্চ যা যা দেহেন্দ্রিয়ৈঃ ক্রিয়া।
ক্রিয়তে পুরুষেণৈব সা সর্ব্বা তৎকৃতোচ্যতে ॥

পরিশিষ্ট ২৩২। ভাবনাবিবেকে উম্বেকটীকা।

তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ।

পরিশিষ্ট ৩৬। বেদান্তসূত্র ১।৩।২৫।

তদেতদ্‌ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যম্।

ভাষ্য ১৮৮। বৃহদারণ্যক ২।৫।১৯।

তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

পরিশিষ্ট ২৬৬। কেন ৪।

তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃত মুচ্যতে।
তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন ॥ এতদ্‌বৈতৎ।

কালিকা ৩৮৫, ৩৯৩। কঠোপনিষৎ ২।৫।৮।

তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যস্য নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিং চেহ করোত্যয়ম্ ॥
তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণে।

'তথাচ নারীষ্বপি' ইত্যাদি এবং 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' ইত্যাদি। পারমর্ষা গাথা।

মন্তব্যপ্রকাশ। জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রাচীন শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।৪।৫-৬)। অতিধম্বা শৌনকের শিষ্য মহর্ষি উদরশাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথাক্রতু রস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি। (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)।

তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।

পরিশিষ্ট ২২৭, ২২৮। যোগদর্শন ৩।৩।

তদেকত বহু স্যাম্।

কালিকাভাষ্য ৩০৬। ছান্দোগ্য ৬।২।৩।

তদ্‌গুণসারত্বাৎ তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ।

কালিকা ২৭৪, ২৭৯। ব্রহ্মসূত্র ২।৩।২৯।

তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ।

ভাষ্য ১৭৫, ৩৮৪। বৃহদারণ্যক ৪ ৭।১৬।

তদ্‌ব্রহ্মাদ্বয়মস্ম্যহম্।

পরিশিষ্ট ১৮১। কৈবল্যোপনিষৎ ১৯।

তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনি-মাপদ্যেরন্ ইত্যাদি।

কালিকা ৪৯। ছান্দোগ্য ৫।১০।৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন– "অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতু র্ভবতি, যৎক্রতু র্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে, যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে। তদেষ শ্লোকো ভবতি— তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি"। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫-৬)। অতিধন্বা শৌনকের প্রিয়শিষ্য উদর-শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন—"ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ, যথা-ক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি"। (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)। ইহাদের দার্শনিক চিন্তধারা পরীক্ষা করিলে উদর শাণ্ডিল্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। কারণ উদর-শাণ্ডিল্যেরই উপপত্তি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ৩।১৪।১ ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যমুনির ক্রতুবিষয়ক উল্লেখ হইয়াছে, ৭।২।১-৯ ছান্দোগ্যে ক্রতুর সহিত কামের উল্লেখ হইয়াছে এবং ৪।৪।৫-৬

বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য ঐ দুইটীর সহিত কর্ম্মের উল্লেখ করিয়া ভাবটির পূর্ণত্ব বিধান করিয়াছেন।

তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্ব্বাণি পর্ণানি সন্তৃণ্ণান্যেব মোঙ্কারেণ সর্ব্বা বাক্ সন্তৃণ্ণা ওঙ্কার এবেদং সর্ব্বম্।

পরিশিষ্ট ২৬০, ২৬৩। ছান্দোগ্য ২।২৩।৪।

তদ্‌যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেব ইত্যাদি।

কালিকা ২০। ছান্দোগ্য ৮।১।৬।

তদ্‌যুগ্‌ গুণাঢ্যা কৃতিমান্ স যা তে
রুদ্রেতি বেদোক্তবচঃপ্রসিদ্ধঃ।
লয়ীকৃতং তিষ্ঠতি বিশ্বমস্মিং
স্তং সপ্তমং রুদ্রগুরুং নতাঃ স্মঃ॥

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরা তন্ত্র।

তদ্বতি তৎপ্রকারকানুভবো যথার্থঃ, তদভাববতি তৎপ্রকারকোঽনুভবোঽযথার্থঃ।

পরিশিষ্ট ১৬১ তর্কসংগ্রহ।

তদ্বানরূপঃ সগুণঃ স জাত স্তুপাদপাণিঃ শ্রুতিবাক্‌প্রসিদ্ধঃ।
তিরোহিতং তিষ্ঠতি বিশ্বমস্মিং স্তমীশ্বরং পঞ্চমমানতাঃ স্মঃ॥

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরা তন্ত্র।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

কালিকা ৩৪২। গীতা ৪।৩৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা'—এই শ্রুতির স্মরণ করিয়া ভগবান্ শ্লোকটী বলিয়াছেন। আচার্য্য শ্রুতজ্ঞ এবং তত্ত্বজ্ঞ হইবেন—ইহাও শ্লোকে অভিপ্রেত হইয়াছে।

তদ্ধোভয়ে দেবা অসুরা অনুবুবুধিরে।

ভাষ্য ১২। ছান্দোগ্য ৮।৭।২।

তয়োঽহঘোরে প্রচোদয়াৎ।

পরিশিষ্ট ৩৬৪। মন্ত্রশাস্ত্র।

তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি।

কালিকাভাস ৩০২। বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। অদ্বৈতব্রহ্মবাদিগণ বলেন যে, ঔপনিষদ মহাবাক্যই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের করণ। কারণ মন বা প্রসংখ্যান কখন উহার করণ হইতে পারে না। সুতরাং 'তন্ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' বা 'বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ'—এই জাতীয় শ্রুতি সমূহ ব্রহ্মেব উপনিষদ্‌গম্যত্ব এবং ধ্যানান্তরের নিরপেক্ষতা সূচনা করিয়া অদ্বৈতমতের দৃঢ়ত্ব সম্পাদন করিতেছে।

তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।

ভাষ্য ৩৮, পরিশিষ্ট ২৮। মনু ১২।১০৪।

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥

পরিশিষ্ট ২৬৫। গীতা ৬।৪৭।

তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানমীশ্বরপূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণং চৈব হ্রী র্মতিশ্চ জপো ব্রতম্॥
এতে চ নিয়মাঃ প্রোক্তা স্তান্ বক্ষ্যামি ক্রমাচ্ছৃণু।

পরিশিষ্ট ১১৭। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।১ এবং যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ২।১। 'যমশ্চ' ইত্যাদি শ্লোক দেখুন।

তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্
সিদ্ধান্তশ্রবণং চৈব হ্রী র্মতিশ্চ জপো হুতম্॥
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।

পরিশিষ্ট ১১৭। তন্ত্রসার।

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।

কালিকা ৩৫০ এবং পরিশিষ্ট ১৭৮। যোগদর্শন ২।১।

তপো ন কল্কোঽধ্যয়নং ন কল্কঃ
সাধারণো বেদবিধি র্ন কল্কঃ।
প্রসহ্য বিত্তাহরণং ন কল্ক
স্তান্যেব ভাবোপহতানি কল্কঃ ॥

কালিকা ২৯০। মহাভারত—আদিপর্ব্ব ১।২৭৫।

তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন।

কালিকা ২১,১৬৯,১৯২। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥

ভাষ্য ৩৬। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১, শাট্যায়নী-উপনিষৎ ২৩, এবং বরাহোপনিষৎ ৪।৩৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রের ভামতীতে শ্রৌত প্রমাণটী ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চদশীর চতুর্থ পরিচ্ছেদের সাতচল্লিশ শ্লোক ইহার অনুস্মরণ মাত্র।

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যু মেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কালিকা ২০,৩২২,৩২৪। যজুর্ব্বেদ ৩১।১৮।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

কালিকা ৩৮৫। কঠ ২।৫।১৬, মুণ্ডক ২।২।১০ এবং শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বরগীতায় স্মৃত হইয়াছে—

তদ্ভাসেদমখিলং ভাতি বিশ্বং তন্নিত্যভাসমমলং সদ্-বিভাতি। ১০।১৩।

'ন তত্র' ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যপ্রকাশ দেখুন।

তয়াবিশিষ্টস্তু স আদিনাথো নিরাকৃতি র্নির্গুণ উচ্যতেঽসৌ।
বৃত্ত্যন্তগোঽনুগ্রহবাঁ স্তৃতীয়ং সদাশিবং তং গুরুমানতাঃ স্মঃ ॥

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরাতন্ত্র।

তত্ত্বশুদ্ধি বিবেকবিমোকাভ্যাসক্রিয়াকল্যাণানবসাদানুদ্ধর্ষেভ্যঃ।

কালিকা ২৪৬। বাক্যকারধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। শব্দগুলির অর্থ ২৪৭ পৃষ্ঠার কালিকায় এবং ২৫৩ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। প্রমাণটী শ্রীভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাক্যকার অর্থাৎ বররুচি কাত্যায়ন। 'বাক্যকারম্' ইত্যাদি শ্লোক দেখুন।

তব তীর্থফলং স্বল্পং মম তীর্থফলং মহৎ।
ইতি ভ্রমন্তি যে তীর্থং তে ভ্রান্তা ন তু তৈর্থিকাঃ॥

পরিশিষ্ট ৮২। বোধসার।

তস্মাজ্জুগুপ্সেত।

পরিশিষ্ট ১৬৬,২০৮। ছান্দোগ্য ৫।১০।৮।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনমদ্বৈতে যোজয়েৎ স্মৃতিম্।
অদ্বৈতং সমনুপ্রাপ্য জড়বল্লোক আচরেৎ॥

কালিকা ১১৯। মাণ্ডূক্যকারিকা ২।৩৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। স্মৃতি অর্থাৎ ধ্যান বা ধ্রুবা স্মৃতি। আহারসংযমে ইহা অধিগত হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন—
আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ, বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনং চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ।

কালিকা ১৬৯। বৃহদারণ্যক ৩।৫।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ১৭১ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। অন্নপূর্ণোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—

বাল্যেনৈব হি তিষ্ঠাসেন্নির্ব্বিদ্য ব্রহ্মবেদনম্।
ব্রহ্মবিদ্যাং চ বাল্যং চ নির্ব্বিদ্য মুনিরাত্মবান্॥

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের ৩৩ অধ্যায়ে মূঢ় এবং পণ্ডিতের লক্ষণসম্বন্ধে স্মৃত হইয়াছে—

আত্মজ্ঞানং সমারম্ভ স্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যমর্থা নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥
নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎপণ্ডিতলক্ষণম্॥
ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি
বিজ্ঞায় চার্থং ভজতে ন কামাৎ।
নাসংপৃষ্টো হ্যপযুঙ্‌ক্তে পরার্থে
তৎপ্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য॥
নাপ্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুম্।
আপৎসু চ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিতবুদ্ধয়ঃ॥
প্রবৃত্তবাক্ চিত্রকথ উহবান্ প্রতিভানবান্।
আশু গ্রন্থস্য বক্তা চ যঃ স পণ্ডিত উচ্যতে॥
শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞা চৈব শ্রুতানুগা।
অসংভিন্নার্থমর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাং লভেত সঃ॥

মূঢ়ের লক্ষণও এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে—

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাকর্ম্মণা প্রেপ্সু র্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
অনাহূতঃ প্রবিশতি হ্যপৃষ্টো বহুভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ॥ ইত্যাদি।

তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ইত্যাদি।

কালিকা ১৮০। যজুর্ব্বেদ ৩১।৭। (পুরুষসূক্ত)।

তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ।

কালিকা ২২৬। মনু ৫।৩৯।

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।

কালিকা ৪৫৮। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।১।

তস্মান্ন প্রমাদ্যেত নাতীয়াৎ।

ভাষ্য ৩২। বহ্বৃচব্রাহ্মণোপনিষৎ।

তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি।

কালিকা ৪৯। বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। সম্পূর্ণ শ্লোকের জন্য 'তদেব সক্তঃ সহকর্ম্মণৈতি' ইত্যাদি প্রমাণটী দেখুন। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য কোথা হইতে এই শ্লোকটী গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত নহি। সম্ভবতঃ ইহা একটী পারম্পর্য্য গাথা। যাহাই হউক, উহা শ্রৌতপ্রমাণ বলিয়া গণ্য।

তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।

ইমা স্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥

কালিকা ৬২, পরিশিষ্ট ৩৮। অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৪।৭১, বিষ্ণুপুরাণ, এবং যোগবাশিষ্ঠ উপ্র ৯১।১১৩।

তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুন র্নিবর্ত্তন্তে।

কালিকা ১৯৫। ছান্দোগ্য ৫।১০।৫।

তস্মিন্ শুক্লমুত নীলমাহুঃ ইত্যাদি।

কালিকা ৩৬৯। বৃহদারণ্যক ৪।৪।৯।

তস্মিঁ ল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন।

কালিকা ২৬৪। কঠ ২।৫।৮।

তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কদাচন।

স হি বিদ্যাত স্তং জনয়তি॥

কালিকা ৩৪৮। আপস্তম্ব।

মন্তব্যপ্রকাশ। নিরুক্তের নৈগমকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে—

য আতৃণত্ত্যবিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্।

তং মন্যেত পিতরং মাতরং চ তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ॥

তস্মৈ মৃদিতকষায়ায় তমসঃ পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ।

পরিশিষ্ট ৪৯। ছান্দোগ্য ৭।২৬।২।

তস্য নাম মহদ্যশঃ।

ভাষ্য ৩৮৩। শ্বেতাশ্বতর ৪।১৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। যজুর্ব্বেদে আম্নাত হইয়াছে—

যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

তস্য ব্রহ্মণো গুণাঃ প্রজ্ঞাদ্রষ্টৃত্বাদয় স্ত এবাত্র জীবে সারা ইতি জড়বৈলক্ষণ্যকারিণ ইতি অমাত্যে রাজপদপ্রয়োগবজ্জীবে ভগবদ্ব্যপদেশঃ।

কালিকা ২৭৪। অণুভাষ্য।

তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

ভাষ্য ৩৭৯। কঠ ২।৫।১৪।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।

পরিশিষ্ট ২৭১। যোগদর্শন ১।২৭।

তস্য হ্যাসং স্ত্রয়ো বর্ণা অকারাদ্যা ভৃগূদ্বহ।

ধার্য্যন্তে যৈ স্ত্রয়ো ভাবা গুণানামার্থবৃত্তয়ঃ॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৪২।

তস্যা উপস্থানং গায়ত্র্যস্যেকপদী দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদ্যপদসি ন হি পদ্যসে।

পরিশিষ্ট ৩৫৫-২। বৃহদারণ্যক ৫।১৪।৭।

তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্।

কালিকা ৩৮৫। কঠ ২।৬।১১।

তাং হৈতামেকে সাবিত্রীমনুষ্টুভমন্বাহু র্বাগনুষ্টুবেতদ্বাচমনুব্রূম ইতি, ন তথা কুর্য্যাদ্ গায়ত্রীমেব সাবিত্রীমনুব্রূয়াৎ।

পরিশিষ্ট ৩৬২। বৃহদারণ্যক ৫।১৪।৫।

তাদৃগ্ ভবতি বিজ্ঞপ্তি র্যাদৃশী খলু ভাবনা।

ক্ষয়ে তস্যাঃ পরং ব্রহ্ম স্বয়মেব প্রকাশতে॥

কালিকা ৫৭। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।

একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ১১৪। পঞ্চদশী।

তির্য্যক্ শিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থা
শ্ছায়ামনুষ্যা ইব নীরতীরে।
অনাকুলা স্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ
তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাঽত্র॥

কালিকাভাস ১৬১ পৃষ্ঠার পাদটীকা। গোলাধ্যায়।

তিষ্ঠন্তি মুক্তাঃ পুরুষা যাবদ্দেহং জগৎস্থিতৌ।
যাবদ্দেহং মহাত্মানো জীবন্মুক্তা ব্যবস্থিতাঃ।
বিদেহমুক্তা দেহান্তে স্থাস্যন্তি পরমেশ্বরে॥

পরিশিষ্ট ৩৫৪। যোগবাশিষ্ঠ ৯।১৩-১৪।

তিস্রো রাত্রী র্যদবাৎসী গৃহে মেঽনশ্নন্ ইত্যাদি।

কালিকা ৪০। কঠ ১।১।৯।

তীর্থে ন প্রতীগৃহ্নীয়াৎ পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ।
নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু ন প্রমত্তো ভবেন্নরঃ॥

পরিশিষ্ট ৯০। মহাভারত।

তীর্থে পাপক্ষয়ঃ স্নানৈ স্তীর্থং সাধুসমাগমঃ।
তীর্থে বৈরাগ্যচর্চ্চা স্যাৎ তীর্থমীশ্বরপূজনম্॥

পরিশিষ্ট ৮২। বোধসার—তীর্থনির্ণয়।

তীর্থং শীতোষ্ণসহনং তীর্থং নিঃসঙ্গচারিতা।
ইতি জানন্তি যে তীর্থং তীর্থতত্ত্ববিদো হি তে॥

পরিশিষ্ট ৮১। বোধসার—তীর্থনির্ণয়।

তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ।

পরিশিষ্ট ১২৯। মীমাংসান্যায়।

তৃণং বাপ্যবিধানেন চ্ছেদয়েন্ন কদাচন।
বিধিনা গাং দ্বিজং বাপি হত্বা পাপৈ র্ন লিপ্যতে।

পরিশিষ্ট ১৩-১৪। কুলার্ণবতন্ত্র ২য় উল্লাস।

তুষ্টৈব পরমা পূজা দেবার্থং বহু কাঙ্ক্ষতে।
সন্তোষঃ পরমা পূজা দেবঃ সন্তোষলক্ষণঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসারঃ।

তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮০। বিবেকচূড়ামণি।

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ নিগূঢ়াম্।

কালিকা ১০২। শ্বেতাশ্বতর ১।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ১০৪ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।

ভাষ্য ৩৮, পরিশিষ্ট ২০৮। ঈশ—১।

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈ র্বিভুঃ।
সব্যাহৃতিকান্ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৭৪।

তেনোভৌ কুরুতো যঃ ইত্যাদি।

কালিকা ২০০। ছান্দোগ্য ১।১।১০।

তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ ইত্যাদি।

কালিকা ২২২। তৈত্তিরীয়—উপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবল্লী ৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"যে শতং প্রজাপতিলোক আনন্দঃ স একো ব্রহ্মলোক আনন্দো যশ্চ শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতোঽথৈষ এব পরম আনন্দ এব ব্রহ্মলোকঃ।" (বৃহদারণ্যক ৪।৩।৩৩)। এই পরমানন্দের স্থূল দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তিনি ইতিপূর্ব্বেও বলিয়াছেন—"যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরমেবমেবায়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সংপরিষ্বক্তো ন বাহ্যং কিংচন বেদ নান্তরং তদ্বা অস্যৈতদাপ্তকামমাত্মকামমকামং রূপং শোকান্তরম্"। (বৃহদারণ্যক ৪।৩।২১)।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

পরিশিষ্ট ১৭৮। গীতা ১০।১০।

তেষামৃগ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা।

কালিকা ১৮০। পূর্ব্বমীমাংসা ২।১।৩৫।

তৈলধারাবদচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।

পরিশিষ্ট ৩৫২। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য

মন্তব্যপ্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত উত্তরগীতায় স্মৃত হইয়াছে—তৈলধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘঘণ্টানিনাদবৎ।

তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।

কালিকা ২২৩। মনুসংহিতা ৭।৪৭।

তৌ হ দ্বাত্রিংশতং বর্ষাণি ইত্যাদি।

ভাষ্য ১৭। ছান্দোগ্য ৮।৭।৩।

ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ॥

কালিকা ২৪৪। বেদান্তাভিহিত যোগ।

ত্যাগঃ সপ্তসমুদ্রমুদ্রিতমহী নির্ব্যাজদানাবধিঃ।

কালিকা ২৪৩-৪। মহাবীরচরিত।

ত্রিকালবাধরাহিত্যং সত্যত্বম্।

পরিশিষ্ট ২২৬। শ্রীধরস্বামী।

ত্রিপদার্থং চতুষ্পাদং মহাতন্ত্রং জগদ্গুরুঃ।
সূত্রেণৈকেন সংক্ষিপ্য প্রাহ বিস্তরতঃ পুনঃ॥

পরিশিষ্ট ৭২। সর্ব্বদর্শন সং—শৈবদর্শন।

ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।

কালিকা ১৮৯। যজুর্ব্বেদ ৩১।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। পশ্চিম জগতের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সহিত ভারতীয় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পার্থক্য এই মন্ত্রভাগে দৃষ্ট হইবে। পাশ্চাত্যমতে পরমেশ্বরের

সমস্ত অংশই জগদাকারে পরিণত হইয়াছে, আর ভারতীয় মতে জগৎ তাঁহার আংশিক মহিমা। যদিও অদ্বৈতবাদীরা ইহাকেও চরমসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাপি ইহাতে শ্রুতিতাৎপর্য্য-ব্যাহত হয় না। কারণ অধিকারীর ভূমিকা অনুসারেই শ্রুতি-সমূহ উদ্দিষ্ট।

ত্রিমাত্রস্তু প্রযোক্তব্যঃ কর্ম্মারম্ভেষু সর্ব্বেষু।
তিস্রঃ সার্দ্ধাস্তু কর্ত্তব্যা মাত্রা মুক্তামুচিন্তকৈঃ ॥

পরিশিষ্ট ২১৭। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরম্।

কালিকা ৩৮৫। শ্বেতাশ্বতর ২।৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই জাতীয় শ্রুতিহেতু যোগের বেদমূলত্ব প্রমাণিত হয়।

ত্রিবর্গপারীণমসৌ ভবন্তমধ্যাসয়ন্নাসনমেকমিন্দ্রঃ।

পরিশিষ্ট ১৫২। ভট্টি ২।৪৬।

ত্রিবিধা ভাবনা বিপ্র বিশ্বমেতন্নিবোধ মে
ব্রহ্মাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা ॥
ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
তথোভয়াত্মিকৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥

পরিশিষ্ট ২৬৬। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।

ত্রিবিধা লক্ষণা জ্ঞেয়া জহত্যজহতী তথা।
অন্যোভয়াত্মিকা জ্ঞেয়া তত্রাদ্যা নৈব সম্ভবেৎ ॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৯৫-৬। তত্ত্বোপদেশ ৩২ শ্লোক।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

কালিকাভাস ১৭৭। গীতা ২।৪৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। বেদ অর্থাৎ বেদের কর্ম্মকাণ্ড। সুতরাং ইহার দ্বারা বেদ বিগীত নহে।

ত্রৈবিদ্যাং মাম্।

ভাষ্য ১০৯। গীতা ৯।২০।

ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাং দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্।
আন্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্ত্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ॥

পরিশিষ্ট ২০০। মনু ৭।৪৩।

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৭৮। যজুর্ব্বেদ ৩।৬০।

ত্বং বা অহমসি ভগবো দেবতে, অহং চ ত্বমসি ভগবো দেবতে।

পরিশিষ্ট ২২,১২০,২৮১। শ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। নির্ব্বচনটী শারীরকভাষ্যে এবং শ্রীভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।

পরিশিষ্ট ২৮০। শ্বেতাশ্বতর ৪।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্রেও স্মৃত হইয়াছে—'স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে। স্মরেদ্ বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥' অন্যত্রও স্মৃত হইয়াছে—সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।

ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সি।

ভাষ্য ৩৪৬, পরিশিষ্ট ১২। প্রশ্নোপনিষৎ ৬৮।

ত্বয়া ময়া জগদিদং পরিপূর্ণং মহেশ্বর।
একৈবাহং পরং ব্রহ্ম শিবশক্তীতিভেদতঃ।

কালিকা ৪০৫। গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৪০ পটল।

ত্বয়া যুক্তঃ শিবোঽহং চ সর্ব্বেষাং শিবদায়কঃ।
ত্বয়া বিনা হীশ্বরশ্চ শবতুল্যোঽশিবঃ সদা॥

পরিশিষ্ট ২১২। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ—গণেশখণ্ড ২'৯।

দগ্ধস্য দহনং নাস্তি পকস্য পচনং যথা।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধদেহস্য ন চ শ্রাদ্ধং ন চ ক্রিয়া॥

পরিশিষ্ট ১৪৭,২৬০। পৈঙ্গলোপনিষৎ ৪।৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। নির্ণয়সিন্ধুর তৃতীয় পরিচ্ছেদ-স্থিত যতিসংস্কারে উদ্ধৃত হইয়াছে—সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্তস্য ধ্যানযোগরতস্য চ। ন তস্য দহনং কার্য্যং নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥

দন্তৌষ্ঠতালুজিহ্বানামাস্পদং যত্র দৃশ্যতে।
অক্ষরত্বং কুত স্তেষাং ক্ষরত্বং বর্ত্ততে সদা ॥

পরিশিষ্ট ২৫৭। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-উত্তরগীতা।

দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চ ॥
এতদ্‌মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্।

ভাষ্য ২৭৫। পরিশিষ্ট ১৭৩। দক্ষ ৭।৩১-২।

মন্তব্যপ্রকাশ—"স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ" এইরূপ পাঠই সমীচীন।

দর্শপৌর্ণমাসৌ তু পূর্ব্বং ব্যাখ্যাস্যাম স্তন্ত্রস্য তত্রাম্নায়ত্বাৎ।

পরিশিষ্ট ৭৭। আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র।

দশদাড়িমানি ষড়পূপাঃ কুণ্ডমজাজিনং পললপিণ্ডঃ।

পরিশিষ্ট ৩৯১। মহাভাষ্য ১।১।৩ এবং বাৎস্যায়নভাষ্য ৫।১।১০।

মন্তব্যপ্রকাশ। অসংলগ্ন বা অপার্থক বাক্যের উদাহরণ দেখাইবার জন্য শ্লোকবার্ত্তিকের অনুমান-পরিচ্ছেদে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—

যাবজ্জীবমহং মৌনী ব্রহ্মচারী পিতা মম।
মাতা চ মম বন্ধ্যাসীদপুত্রশ্চ পিতামহঃ ॥ (৬২)।

দশমন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ ॥
বৌদ্ধা দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ ॥

নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে।

কালিকাভাস ৩৬২। বায়ুপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বে চিত্ত সংযম করিয়া যাঁহারা লয় প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগকেই এস্থলে বৌদ্ধ বলা হইয়াছে। 'ভব প্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতি-লয়ানাম্' ইত্যাদি যোগসূত্রদ্বয়ের তত্ত্ববৈশারদীতে এই সকল কথা আলোচিত হইয়াছে। ২৫৬ পৃষ্ঠার কালিকাভাসও দ্রষ্টব্য।

দশাচতুষ্টয়াভ্যাসাদসংসর্গফলা তু যা।
রূঢ়সত্ত্বচমৎকারা প্রোক্তাঽসংসক্তিনামিকা॥

পরিশিষ্ট ৬৮। বরাহোপনিষৎ ৪।৭, মহোপনিষৎ ৫।২১, যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রকরণ ১১৮।১২।

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥

কালিকাভাস ৪২৮। মনুসংহিতা ৬।৭১।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে। ইত্যাদি।

কালিকা ২১৪। গীতা ১৭।২০-২।

দাতা প্রতিগ্রহীতা চ শ্রদ্ধা দেয়ং চ ধর্ম্মযুক্।
দেশকালৌ চ দানানামঙ্গান্যেতানি ষড়্ বিদুঃ।

কালিকাভাস ২১৪। পরিশিষ্ট ১১৮,৯৮। দেবল।

মন্তব্যপ্রকাশ। ধর্ম্মযুক্ অর্থাৎ ন্যায়ার্জ্জিত। ইহা 'দেয়'শব্দের বিশেষণ। জাবালদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডের সপ্তম শ্লোক দেখিলে এই অর্থ সমর্থিত হইবে।

দানং তু পরমা পূজা দীয়তে পরমাত্মনে।
অদানং পরমা পূজা যদি চিত্তং প্রসীদতি॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ।
চন্দ্রো বিষ্ণুশ্চতুর্বক্ত্রঃ শম্ভুশ্চ করণাধিপাঃ॥

কালিকা ২৪০। পৈঙ্গলোপনিষৎ ২য় অধ্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধস্থিত পঞ্চমাধ্যায়ে শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ দৃষ্ট হইবে। সারদা তিলকের প্রথম পটলে স্মৃত হইয়াছে—

দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ।
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসংস্তন্মাত্রাক্রমযোগতঃ॥
ভূতাদিকাদহংকারাৎ পঞ্চভূতানি জজ্ঞিরে।
শব্দাৎ পূর্ব্বং বিয়ৎ স্পর্শাদ্ বায়ুরূপাদ্ধুতাশনঃ॥
রসাদম্ভঃ ক্ষমা গন্ধাদিতি তেষাং সমুদ্ভবঃ।

'দিগ্‌বাতার্কা'দির পূর্ব্বস্থিতশ্লোকের নিমিত্ত "সচ্চিদানন্দবিভবাৎ" ইত্যাদির মন্তব্যপ্রকাশ দেখুন।

দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধা স্তথাপরে।
পরিশিষ্ট ১২৭। সপ্তশতী ১।৪।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভি স্তন্ত্রবেদিভিঃ॥
পরিশিষ্ট ৯২। বিশ্বসারতন্ত্র ২য় পটল।

দীক্ষাং গতে হ্যেষ মুনি মৌনত্বঞ্চ গমিষ্যতি।
পরিশিষ্ট ৯২। শিষ্টসম্মিতস্মৃতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। লঘুকল্পসূত্রে উক্ত হইয়াছে—

'দীয়তে পরমং জ্ঞানং ক্ষীয়তে পাপপদ্ধতিঃ। তেন দীক্ষোচ্যতে মন্ত্রে' ইত্যাদি। বিশ্বসারতন্ত্রে, গৌতমীয়তন্ত্রে, তত্ত্বসাগরে, বিষ্ণুযামলে, পিচ্ছিলাতন্ত্রে, রুদ্রযামলে, ক্রিয়াসারে, শৈবাগমে, শাক্তানন্দতরঙ্গিনীতে ও স্কন্দপুরাণাদিতে দীক্ষাবিষয় আচরিত হইয়াছে।

দীর্ঘায়ুঃ পরমা পূজা যোগিনো দীর্ঘজীবিনঃ।
স্বল্পায়ুঃ পরমা পূজা সদ্যো হস্মাদ্বিমুচ্যতে॥
পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

দীব্যন্তে ক্রীড়তে যস্মাদ্রুচ্যতে শোভতে দিবি ।
তস্মাদ্দেব ইতি প্রোক্তঃ স্তূয়তে সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥

পরিশিষ্ট ৩৫৮। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগান্নিবর্ত্তয়েৎ।
অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি ॥

পরিশিষ্ট ৮২। মাণ্ডূক্যকারিকা অদ্বৈত—প্রঃ ৪৩।

দুঃখমিতি নেদমনুকূলবেদনীয়স্য সুখস্য প্রতীতেঃ প্রত্যাখ্যানম্। কিং তর্হি? জন্মন এবেদং সসুখ-সাধনস্য দুঃখানুষঙ্গাদ্ দুঃখেনাবিপ্রয়োগাদ্ বিবিধবাধনযোগাদ্ দুঃখমিতি সমাধি-ভাবনমুপদিশ্যতে। সমাহিতো ভাবয়তি, ভাবয়ন্ নির্ব্বিদ্যতে, নির্ব্বিণ্ণস্য বৈরাগ্যম্ বিরক্তস্যাপবর্গ ইতি।

পরিশিষ্ট ১৬৬ ৭। ১।১।৯ সূত্রের বাৎস্যায়নভাষ্য।

দুঃখমেব পরা পূজা কৃষ্ণমুদ্বর্ত্তনং যথা।

পরিশিষ্ট ১৯০। বোধসার।

দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী।

কালিকাভাস ৫। মহাভারত—আদিপর্ব্ব ১।১১০।

দুর্লভং ত্রয়মেতদ্ধি দেবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৮৬। বিবেক চূড়ামণি।

দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্ত পূর্ব্বাপরবিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥

কালিকা ২৯০। অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৪।৪৬, মুক্তিকোপনিষৎ ২।৫৭, যোগবাশিষ্ঠ উঃ ৯১।২৯।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বৈতৃষ্ণ্যমেত্য প্রাক্ পুণ্যকর্ম্মবিশেষাৎ সংন্যস্তঃ স বৈরাগ্যসন্ন্যাসী।

পরিশিষ্ট ৫৮। সন্ন্যাসোপনিষৎ ২।১৩

দৃষ্টান্তস্তু সধর্ম্মস্য বস্তুনঃ প্রতিবিম্বনম্।

পরিশিষ্ট ৯২। সাহিত্যদর্পণ।

মন্তব্য প্রকাশ। অনবুভূতব্যাপার দৃষ্টান্তের বিষয় হইতে পারে না বলিয়া 'সধর্ম্ম'শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। উদ্দালক বলিয়াছেন—"বিদ্বাংস আহুঃ পূর্ব্বে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়া ন নোঽদ্য কশ্চনা-শ্রুতমমতমবিজ্ঞাতমুদাহরিষ্যতীতি।"(ছান্দোগ্য ৬।৪।৫)।

দৃষ্টো হি তস্যার্থঃ কর্ম্মাববোধনং নাম।

কালিকা ১৯৬। ১।১।৪ শারীরক ভাষ্য।

দেবং বিপ্রং গুরুং দৃষ্ট্বা ন নমেদ্ যস্তু সম্ভ্রমাৎ।
স কালসূত্রং ব্রজতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

পরিশিষ্ট ১০৬। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্ বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্॥
তদ্বদ্ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্॥

পরিশিষ্ট ১৩। বিবেকচূড়ামনি।

দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রম্।

কালিকা ৪০৯। শ্বেতাশ্বতর ৬,১।

দেশকালনিমিত্তা যে তে তু নৈমিত্তিকাঃ স্মৃতাঃ।
সংক্রান্তি-গ্রহণ-স্নান-দান-শ্রাদ্ধ-জপাদয়ঃ॥

পরিশিষ্ট ১২২। শিষ্টসম্মিঃস্মৃতি।

দেশবন্ধ শ্চিত্তস্য ধারণা

পরিশিষ্ট ৯৯ যোগদর্শন ৩ ১।

দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং মন্ত্রাধীনং তু দৈবতম্।
তন্মন্ত্রং ব্রাহ্মণাধীনং ব্রাহ্মণো মম দৈবতম॥

পরিশিষ্ট ৮৭। বিষ্ণুপুরাণ।

মন্তব্য প্রকাশ। পুরুষসূক্তের মঙ্গলভাষ্যে প্রমাণটী ধৃত হইয়াছে। বঙ্গদেশে শ্লোকটীর এইরূপ পাঠ প্রচলিত—দেবাধীনং জগৎসর্ব্বং মন্ত্রাধীনাস্তু দেবতাঃ। তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাজ্ঞেয়া তস্মাদ্ ব্রাহ্মণদেবতা॥ কেহ কেহ বলেন—তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনা তস্মাদ্ ব্রাহ্মণদৈবতম্।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

ভাষ্য ১০১, পরিশিষ্ট ১১২। গীতা ৭।১৪।

দৈব্যোকম্।

কালিকাভাষ·৮১। পিঙ্গল—ছন্দঃ সূত্র ২।৩।

দৌহিত্রোঽপি হ্যমুত্রৈনং সন্তারয়তি পৌত্রবৎ।

পরিশিষ্ট ১০৫। দায়ভাগধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

দ্রব্যার্থ মন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব বা।

সংন্যসেদুভয়ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্তুমর্হতি॥

পরিশিষ্ট ৫৮। মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।২০।

দ্রষ্টৃ দর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি।

নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮০। বিবেকচূড়ামণি।

দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।

কালিকাভাস ৩৪৪। যোগদর্শন ২।৪৮।

দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা।

পরিশিষ্ট ১৬২। সাংখ্যদর্শন ১।৮৭।

দ্বাত্রিংশতং হ বৈ বর্ষাণি ব্রহ্মচর্য্যমূষতুঃ।

কালিকা ৩৬১। ছান্দোগ্য ৮।৭।৩।

দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।

প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো নিবৃত্তৌ চ সুভাষিতঃ॥

ভাষ্য ৩৭। মহাভারত—মোক্ষ ধর্ম্ম ২৪৬৬।

মন্তব্য প্রকাশ। বরাহোপনিষদ্ বলেন—

দ্বাবিমাবপি পন্থানৌ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকরৌ শিবৌ। সদ্যো-

মুক্তিপ্রদশ্চৈকঃ ক্রমমুক্তিপ্রদঃ পরঃ॥ ৪।৪২।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

ভাষ্য ৪০৪। শ্বেতাশ্বতর ৪।৬ এবং মুণ্ডক ৩।১।১।

দ্বিতীয়মেচ্ছদ্ভ্রুতিবর্ণিতা যা তদ্বৃত্তিরস্মান্ মহদাদিগর্ভম্।

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরাতন্ত্র।

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈ র্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥

পরিশিষ্ট ১৪৪। পঞ্চদশী। ১।২৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। পৈঙ্গলোপনিষদের প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চীকরণ বিবৃত হইয়াছে। উহাই পঞ্চদশীর আকর। পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্যের 'পঞ্চীকরণ', সুরেশ্বরাচার্য্যের মানসোল্লাস- এবং বেদান্তপরিভাষার সপ্তম পরিচ্ছেদ দেখিবেন।

দ্বিবিধগণিতমুক্তং ব্যক্তমব্যক্তযুক্তম্।

পরিশিষ্ট ৩৯,৭১। গোলাধ্যায়।

দ্বে দ্বে হ বৈ কর্ম্মণী বেদিতব্যে পাপস্যৈকরাশিঃ পুণ্যকৃতোঽপহন্তি। ইত্যাদি।

কালিকা ১১৪। ২।১৩। যোগভাষ্যধৃত পঞ্চশিখবচন।

দ্বে পদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি ন মমেতি চ।
মমেতি বধ্যতে জন্তু র্নির্মমেতি বিমুচ্যতে।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৩৬৭। পৈঙ্গলোপনিষৎ ৪।১৯-২০, মহোপনিষৎ ৪।৭২ এবং উত্তরগীতা ২।৪৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথম উল্লাসে পাঠান্তরের সহিত শ্লোকটী পঠিত হইয়াছে।

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চেতি।

কালিকা ১৮৯,২৮৪। মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৬ এবং বৃহদারণ্যক ২।৩।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই জাতীয় শ্রুতির স্মরণ করিয়া বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

দ্বেরূপে ব্রহ্মণস্তস্য মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তমেব চ।
ক্ষরাক্ষরস্বরূপে তে সর্ব্বভূতেষবস্থিতঃ॥

অক্ষরং তৎপরং ব্রহ্ম ক্ষরং সর্ব্ব মিদং জগৎ।১।২২।৫৩

দ্বে বিদ্বে বেদিতব্যে পরা চৈবাপরা চেতি।

কালিকা ৫,২০। মুণ্ডক ১।৪।

মন্ত্র ব্যপ্রকাশ। ব্রহ্মবিন্দূপনিষদে আম্নাত হইয়াছে-

দ্বেবিদ্বে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১৭।

দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দনবাসনে।

একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপিনশ্যতঃ ॥

অসঙ্গব্যবহারত্বাদ্ ভবভাবনবর্জ্জনাৎ।

শরীরনাশদর্শিত্বাদ্ বাসনা ন প্রবর্ত্ততে ॥

বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্।

পরিশিষ্ট ১৭১। মুক্তিকোপনিষৎ এবং যোগবাশিষ্ঠ

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥

পরিশিষ্টে 'শব্দব্রহ্মণি' ইত্যাদি শ্লোক। মোক্ষধর্ম্ম

২৩১।৬২, এবং দেবীপুরাণ ১০।৬।৭।

দ্বৈতাদদ্বৈতমভয়ং ভবতি।

পরিশিষ্ট ২৮০। আত্মপ্রবোধোপনিষৎ ১।

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং চ রাঘব।

যোগো বৃত্তিনিরোধশ্চ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥

কালিকা ২১৩। শাণ্ডিল্যোপনিষৎ এবং যোগবাশিষ্ঠ-

উপশম প্রঃ ৭৮।৮।

ধনং হি পরমা পূজা ধনং ধর্ম্মস্য সাধনম্।

নির্ধনত্বং পরা পূজা ব্রহ্মপ্রাপ্তমকিঞ্চনৈঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-

বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং-
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য ॥

পরিশিষ্টে 'অমরসিংহ'। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ কালিদাসের রচিত বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। ধন্বন্তরি একজন প্রাচীন সংহিতাকার। ভাব-প্রকাশের মতে কাশীর রাজা দিবোদাসই ধন্বন্তরি। হরিবংশের মতে ধন্বন্তরি কাশীর রাজা ধন্বের পুত্র। সুতরাং এ ধন্বন্তরি কখন কালিদাসাদির সমসাময়িক হইতে পাবেন না, কারণ কালিদাস বা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৪।৫খৃষ্ট শতব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং দিবোদাসাদি ইঁহাদের সহস্রাধিকবৎসব পূর্ব্বে কাশীতে রাজত্ব করিতেন। কালিদাসের স্থিতিকাল ৫খৃষ্ট শতাব্দীর পরে কখনই নির্ণীত হইতে পারে না। বররুচি ও বরাহমিহিরের স্থিতিকাল ৬ খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বেও হইতে পারে না। এই সকল বিরোধ দেখিয়া আমরা শ্লোকটীর প্রামাণ্য গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি।

ধর্ম্মং মেহতি বর্ষতীতি ধর্ম্মমেঘঃ।

পরিশিষ্ট ৯৮/। যোগভাষ্য।

ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধং পাপরজ্জ্বা ব্রজেদধঃ।
দ্বয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা বিদেহঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥

কালিকা ৫৬। সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

ধর্ম্মশাস্ত্ররথারূঢ়া বেদখড়্গধরা দ্বিজাঃ।
ক্রীড়ার্থমপি যদ্ ব্রূয়ুঃ স ধর্ম্মঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥

পরিশিষ্ট ৮৭। পরাশরসংহিতা ৮।৩৩।

ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তি র্ভক্ত্যা সংজায়তে পবম্।
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতো ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ ॥

কালিকা ৩৩৭। কূর্ম্মপুরাণ।

ধর্ম্মানন্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্।
যাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী ॥

পরিশিষ্ট ১৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৫।৬২।

মন্তব্যপ্রকাশ।—নিরতিশয় শ্রদ্ধার উপদেশ দিয়া গীতায় জগৎপতিও বলিয়াছেন—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্ত মিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥

পরিশিষ্ট ২১৫। মহাভারত।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ।

পরিশিষ্ট ১৪৬। অগ্নিপুরাণ।

ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি।

কালিকা ১১৪। মহানারায়ণোপনিষৎ ২২।১।

ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা।
স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা ॥

পরিশিষ্ট ২৩১। অনুগীতা ২৩২৩।

ধিয়ঃ কর্ম্মাণি।

পরিশিষ্ট ৩৬০। ঋগ্বেদের ৩।৫।৬২ সূক্তের সায়ণভাষ্য।

ধিয়ো ধীগুণান্।

পরিশিষ্ট ৩৬১। গুরুপরম্পরা তন্ত্র।

ধিয়োঃ বুদ্ধীঃ।

পরিশিষ্ট ৩৬০। শঙ্করাচার্য্যকৃত গায়ত্রীভাষ্য।

ধিয়োবুদ্ধীঃ কর্ম্মাণি চ।

পরিশিষ্ট ৩৬০। যজুর্ব্বেদ ৩।২৫—উবটভাষ্য ও মহীধরভাষ্য।

ধূর্ত্তে বন্দিনি মল্লে চ কুবৈদ্যে কিতবে শঠে।
চাটচারণচৌরেষু দত্তং ভবতি নিষ্ফলম্।

পরিশিষ্ট ৮৯। দক্ষস্মৃতি ৩। ৮।

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥

কালিকা ২১৫। গীতা ১৮।৩৩।

ধৈর্য্যং তু পরমা পূজা ধীরো হ্যমৃতমশ্নুতে।
অধৈর্য্যং পরমা পূজা শীঘ্রং কার্য্যবিমোক্ষতঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

ধ্যানাচ্চ।

পরিশিষ্ট ১৭৮। ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৮।

ধ্যানাদস্পন্দনং বুদ্ধেঃ সমাধিরভিধীয়তে।
অমনস্কসমাধিস্তু সর্ব্বচিন্তাবিবর্জ্জিতম্ ॥

পরিশিষ্ট ২৫০। মানসোল্লাস—দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিক।

ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতুশ্চিন্তা তত্ত্বেন নিশ্চলা।
এতদ্ধ্যানমিহ প্রোক্তং সগুণং নির্গুণং দ্বিধা ॥
সগুণং মন্ত্রভেদেন নির্গুণং কেবলং মতম্।

পরিশিষ্ট ১০০। গরুড়পুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। অগ্নিপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—

ধ্যৈ চিন্তায়াং স্মৃতো ধাতু র্বিষ্ণুচিন্তা মুহুর্মুহুঃ।
অনাক্ষিপ্তেন মনসা ধ্যানমিত্যভিধীয়তে ॥ ইত্যাদি।

ধ্বনি র্নাম যো দূরাদাকর্ণয়তো বর্ণবিশেষমধিগচ্ছতঃ কর্ণপথম-বতরতি প্রত্যাসীদতশ্চ মন্দত্বপটুত্বাদিভেদং বর্ণেষ্বাসঞ্জয়তি।

পরিশিষ্ট ১০২। ১।৩।২৮ সূত্রের শারীরকভাষ্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'প্রত্যাসীদতশ্চ তারত্বাদিবিশেষ-মবগময়তি'—এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে।

পরিশিষ্ট ১০৩,২৩৭। মহাভাষ্য।

ন কদাচিদনীদৃশম্।

পরিশিষ্ট ২৬৯। পূর্ব্বমীমাংসা।

ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মভি স্ত্যজ্যতে হ্যসৌ।

কালিকা ৮৫, পরিশিষ্ট ২৭। বশিষ্ঠ।

ন কাষ্ঠে বিদ্যতে দেবো ন পাষাণে ন মৃন্ময়ে।
ভাবে হি বিদ্যতে দেব স্তস্মাদ্ ভাবো হি কারণম্॥

পরিশিষ্ট ১৯৭। চাণক্যনীতিদর্পণ।

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনাঽপরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৮। বিবেকচূড়ামণি।

ন চক্ষুষা গৃহ্যতে।

ভাষ্য ৩৬। মুণ্ডক ৩।১।৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। বৃহদারণ্যকে আম্নাত হইয়াছে—প্রাণস্য প্রাণ মুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যে মনো বিদুঃ। তে নিচিক্যু ব্রহ্ম পুরাণমগ্র্যম্। (৪।৪।১৮)।

ন চক্ষুষা ন মনসা ন বাচা দূষয়েৎ ক্বচিৎ।
ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা কিঞ্চিদ্দুষ্টং সমাচরেৎ॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬, অনুগীতা ৪৬।৪৩।

ন চ মনসো বহিরর্থৈঃ সম্বন্ধঃ, পরতন্ত্রং বহির্মন ইতি ন্যায়াৎ।

পরিশিষ্ট ১৩০। চিৎসুখাচার্য্য।

ন জাতু কামঃ কামানা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।
য শ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলাং স্ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥

ভাষ্য ৬১। মনু ২।৯৪-৯৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। নারদপরিব্রাজকোপনিষদের তৃতীয়োপদেশে শ্লোক দুইটী আম্নাত হইয়াছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বে এবং সুরেশ্বরাচার্য্যের সম্বন্ধবার্ত্তিকেও উহা পঠিত হইয়াছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কালিকাতাস ৪৭০। গীতা ২।২০।

মন্তব্যপ্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় অধ্যাত্মরামায়ণের রামগীতায় স্মৃত হইয়াছে—

কদাচিদাত্মা ন মৃতো ন জায়তে
ন ক্ষীয়তে নাপি বিবর্দ্ধতেঽমরঃ।
নিরস্ত-সর্ব্বাতিশয়ঃ সুখাত্মকঃ
স্বয়ংপ্রভঃ সর্ব্বগতোঽয়মদ্বয়ঃ॥ ৩৫।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

কালিকা ১৮,৪৭১। কঠ ১।২।১৮।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

কালিকা ৩৭২-৩। কঠ ২।৫।১৫, মুণ্ডক ২।২।১০, এবং শ্বেতাশ্বতর ৬।১৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। মার্কণ্ডেয়বজ্রসংবাদে স্মৃত হইয়াছে—

ময়াসমর্পিতং তেজঃ সকলং ত্বয়ি ভাস্কর।
মত্তস্ত্বং ন হি ভিন্নোঽসি ন চ দেবাজ্জনার্দ্দনাৎ॥
অহং বিষ্ণুর্ভবান্ বিষ্ণুর্ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ প্রভাকরঃ।
অস্মাকং সকলং ধাম ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভাস্কর॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১।৩০।১৩-১৪।

আবার কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বর-গীতায় স্মৃত হইয়াছে-

ন তত্র সূর্য্যঃ প্রতিভাতি চন্দ্রো
ন নক্ষত্রাণি তপনো নোত বিদ্যুৎ।

তদ্ভাসেদমখিলং ভাতি বিশ্বং
তন্নিত্যভাসমমলং সদ্বিভাতি ॥ ১০।১৩।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গম্।
স কারণং কারণাধিপাধিপো ন তস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ ॥

কালিকা ৯০। শ্বেতাশ্বতর ৬।৯।

ন তস্য প্রতিমা অস্তি তস্য নাম মহদ্ যশঃ।

কালিকা ৩৮৫। শ্বেতাশ্বতর ৪।১৯। যজুর্ব্বেদ ৩২।৩ দ্রষ্টব্য।

ন দুঃখং ন সুখং যত্র ন গ্রাহ্যং গ্রাহকং ন চ ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে 'কল্লটেন্দুভট্ট'। স্পন্দকারিকা ৫৩।

ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং ন চ বীজং ন চাঙ্কুরঃ।
ন স্থূলং ন চ বা সূক্ষ্মং নাজাতং জাতমেব চ ॥

পরিশিষ্ট ১৯। যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তিপ্রং ৮১।৯৮।

ন ধর্ম্মী ত্র্যধ্বা ধর্ম্মাস্তু ত্র্যধ্বানঃ। তে লক্ষিতা অলক্ষিতাশ্চ। তত্র লক্ষিতা স্তাং তামবস্থাং প্রাপ্নুবন্তোঽন্যত্বেন প্রতিনির্দিশ্যন্তে-ঽবস্থান্তরতো ন দ্রব্যান্তরতঃ। যথৈকা রেখা শতস্থানে শতং দশস্থানে দশৈকা চৈকস্থানে। যথা চৈকত্বেঽপি স্ত্রী মাতা চোচ্যতে দুহিতা চ স্বসা চেতি।

পরিশিষ্ট ১২৪। ৩।১৩ সূত্রের যোগভাষ্য।

ন নিন্দাং ন স্তুতিং কুর্য্যান্ন কশ্চিদ্ মর্ম্মাণি স্পৃশেৎ।
নাস্তিবাদী ভবেৎ তদ্বৎ সর্ব্বত্রৈব সমো ভবেৎ ॥

কালিকা ২২৩। জীবন্মুক্তিবিবেকধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥

পরিশিষ্ট ৪৯,১১৯,১৭৪। মাণ্ডুক্য কারিকা—বৈত২।৩২।

মন্তব্যপ্রকাশ। ব্রহ্মবিন্দূপনিষদে শ্লোকটীর এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়।

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি ন বদ্ধো ন চ শাসনম্।
ন মুমুক্ষা ন মুক্তিশ্চ ইত্যেষা পরমার্থতা ॥

যোগবাশিষ্ঠে স্মৃত হইয়াছে—

ন বন্ধোঽস্তি ন মোক্ষোঽস্তি নাবন্ধোঽস্তি ন বন্ধনম্।
অপ্রবোধাদিদং দুঃখং প্রবোধাৎ প্রবিলীয়তে ॥ ৪।৩৮।২২।

ভগবান্ দত্তাত্রেয়ও বলিয়াছেন—

ন বন্ধো নৈব মুক্তোঽহং ন চাহং ব্রহ্মণঃ পৃথক্।
ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তাঽহং ব্যাপ্যব্যাপকবর্জ্জিতঃ ॥

নন্থু ধর্ম্মাতিরেকেণ ধর্ম্মিণোঽনুপলম্ভনাৎ।
তৎসজ্ঞমাত্র এবায়ং গবাদিঃ স্যাদ্ বনাদিবৎ ॥

পরিশিষ্ট ১৭৬, ১২৩,২৬৬। শ্লোকবার্ত্তিক প্র-সূ ১৫১।

নন্বেবং শ্রৌতসর্গস্থ কল্পকঃ কো ন কশ্চন।
অধ্যারোপাপবাদো হি নিষ্প্রপঞ্চত্বসিদ্ধয়ে ॥

পরিশিষ্ট ৬। বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী।

ন প্রতীকে ন হি সঃ।

পরিশিষ্ট ১৬০। বেদান্তসূত্র ৪।১।৪।

ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহ স্ততোঽহংধী স্ততো বন্ধ স্ততো ব্যথা ॥

পরিশিষ্ট ১৬৪। বিবেকচূডামণি।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।

কালিকা ১৪১। গীতা ৫।২০।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

পরিশিষ্ট ২৭৩। গীতা ৩।২৬।

ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ ॥

পরিশিষ্ট ৩৫৯-৬০। ব্যাসসংহিতা।

নমস্যামো দেবান্নমু হতবিধে স্তেহপি বশগা
বিধির্বন্দ্যঃ সোহপি প্রতিনিয়তকর্ম্মৈকফলদঃ।
ফলং কর্ম্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা
নমস্তৎকর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি॥

পরিশিষ্ট ৪৩৮। শান্তিশতক ১।

ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥

পরিশিষ্ট ২৭৬। মনুসংহিতা ৫।৫৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'সৌত্রমণ্যাং সুরাং পিবেৎ,' 'প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং বৈদিকী হিংসা হিংসা ন ভবতি'—এই জাতীয় শ্রৌত প্রমাণ অবলম্বন করিয়া শ্লোকের প্রথম চরণটী স্মৃত হইয়াছে।

ন মৌনী মূকতাং যাতো ন মৌনী দুষ্টবালকঃ।
ন মৌনী ব্রতনিষ্ঠোহপি মৌনী সংলীনমানসঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮৭। বোধসার।

ন রণে বিজয়াচ্ছূরোহধ্যয়নান্ন পণ্ডিতঃ।
ন বক্তা বাক্‌পটুত্বেন ন দাতা চার্থদানতঃ॥
ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে শূরো ধর্ম্মং চরতি পণ্ডিতঃ।
হিতপ্রিয়োক্তিভি র্বক্তা দাতা সম্মানদানতঃ॥

পরিশিষ্ট ৮৮। ব্যাসসংহিতা ৪।৫৯-৬০।

ন লোকব্যতিরিক্তং হি প্রত্যক্ষং যোগিনামপি।

পরিশিষ্ট ১৮৯,১৯৩। শ্লোকবার্ত্তিক-প্রত্যক্ষসূত্র ২৮।

ন বর্ণানাং পৌর্ব্বাপর্য্যমস্তি, উচ্চারিতপ্রধ্বংসিত্বাচ্চ বর্ণানাম্।

পরিশিষ্ট ২৪২। মহাভাষ্য।

ন বিচারং বিনা কশ্চিদুপায়োঽস্তি বিপশ্চিতাম্।
বিচারাদশুভং ত্যক্ত্বা শুভমায়াতি ধীঃ সতাম্॥

পরিশিষ্ট ৫৪। যোগবাশিষ্ঠ-মুমুক্ষুব্যবহার প্র ১৪।২।

ন বেত্তি যো যস্য গুণপ্রকর্ষং স তস্য নিন্দাং সততং করোতি।
যথা কিরাতী করিকুম্ভসম্ভাং মুক্তাং পরিত্যজ্য বিভর্ত্তি গুঞ্জাম্॥

পরিশিষ্ট ১৯৪-৫। চাণক্যনীতি দর্পণ ১১।৮।

ন বেদং বেদমিত্যাহু র্ব্বেদো ব্রহ্মসনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৮৮। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৫০।

নষ্টশৌচে ব্রতভ্রষ্টে বিপ্রে বেদবিবর্জ্জিতে।
দীয়মানং রুদত্যন্নং ভয়াদ্বৈ দুষ্কৃতং কৃতম্॥
উষরে বাপিতং বীজং ভিন্নভাণ্ডেষু গোদুহম্।
হুতং ভস্মনি হব্যং চ মূর্খে দানমশাশ্বতম্॥

পরিশিষ্ট ৮৭-৮৮। ব্যাসসংহিতা ৪।৫১, ৬২।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ২৭৬। পরাশরসংহিতা ৭।২৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। পরাশর-মাধবীয়ে ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য।

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্ ইত্যাদি।

কালিকা ৪৬৫। কঠ ২।৬।৯, শ্বেতাশ্বতর ৪।২০, এবং নারায়ণোপনিষৎ ৩।

ন হি দুঃখরূপং তপো বিনা দুঃখপ্রদং পাপং নশ্যতি।
যথা লোকে পাটনমন্তরেণ বিষব্রণানাং নোপশান্তিঃ॥

পরিশিষ্ট ১৩০। ন্যায়মালাবিস্তর।

ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌ করণে।

কালিকাভাস ৩২২। চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র।

ন হি নিন্দা নিন্দিতুম্। কিং তর্হি? নিন্দিতাদিতরং প্রশংসিতুমিতি।

পরিশিষ্ট ১৯৪। মীমাংসাবার্ত্তিক।

ন হি যেন প্রমাণত্বং লব্ধপূর্ব্বং কদাচন।
তেন তৎ সর্ব্বদা লভ্যমিত্যাজ্ঞাপয়তীশ্বরঃ॥

পরিশিষ্টে 'কুমারিল'। মীমাংসাবার্ত্তিক।

ন হীষ্টদেবাৎ পরমস্তি।

পরিশিষ্ট ১৭৭। ভক্তিশাস্ত্র।

ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে ধ্রুবং কর্মভিঃ।

কালিকা ২০। কঠ ১।২।১০।

ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা মনোঽবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।

পরিশিষ্ট ১২। বিবেকচূড়ামণি।

নাকাশাৎ পততি দ্রব্যং জীবিকা সুখদা কথম্।

পরিশিষ্ট ১৯৮। বোধসার।

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসা মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।
ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্য স্তস্মান্ মাংসং বিবর্জ্জয়েৎ॥

পবিশিষ্ট ২৭৬। মনুসংহিতা ৫।৪৮।

নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি।

পবিশিষ্ট ১০৪। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৪।১৬

মন্তব্যপ্রকাশ। ১।১।২শারীরকভাষ্যে, ঋগ্বেদের উপোদ্‌ঘাতে এবং রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন।
ন পৃথঙ্ নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ॥

কালিকা ৯৫। মাণ্ডুক্যকারিকা ২।৩৪।

নাদদীত পরস্বানি ন গৃহ্নীয়াদযাচিতঃ।
ন কিঞ্চিদ্বিষয়ং ভুক্ত্বা স্পৃহয়েত্তস্য বা পুনঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৫৮। অনুগীতা ৪৬।৩৫।

নানর্থবুদ্ধিপরাঃ

পরিশিষ্ট ২২০, ১৪৯। পূর্ব্ব মীমাংসা ১।১।১৭।

নাদ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতম্।

পরিশিষ্ট ৬। শ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। দক্ষসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

'নাদ্বৈতংনাপিচাদ্বৈতমিত্যেতৎপারমার্থিকম্।'

নানেন যোগশাস্ত্রস্য হৈরণ্যগর্ভপাতঞ্জলাদেঃ সর্ব্বথা প্রামাণ্যং নিরাক্রিয়তে, কিন্তু জগদুৎপাদনস্বতন্ত্রপ্রধানতদ্বিকারমহদহংকারপঞ্চতন্মাত্রগোচরং প্রামাণ্যং নাস্তীত্যুচ্যতে। ন চৈতাবতৈষাম্‥‥ ‥।

পরিশিষ্ট ২২৯। ভামতী ২।১৩।

নাশ্রুতো জায়তে কর্ম্ম বেদাদ্ ধর্ম্মো হি নির্ব্বভৌ।
তস্মাদ্ মুমুক্ষুধর্ম্মার্থং মদ্রূপং বেদমাশ্রয়েৎ॥

কালিকা ৫৩৭। কূর্ম্মপুরাণ।

নান্যদৃষ্টং স্মরত্যন্যো নৈকং ভূতমপক্রমাৎ।
বাসনাসংক্রমো নাস্তি ন চ গত্যন্তরং স্থিরে॥

পরিশিষ্ট ১২৯। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ১।১৫।

নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি চ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে।

কালিকাভাস ১৬১। গোলাধ্যায়।

নাভাব উপলব্ধেঃ।

পরিশিষ্ট ১১১। বেদান্তসূত্র ২।২৮।

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্॥

কালিকা ১১৯। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—প্রকৃতি খণ্ড ২৬।৭১। মহিম্নস্তোত্রের উপর জগন্নাথচক্রবর্ত্তিবিরচিত টীকায় প্রমাণটীকে বশিষ্ঠের শ্লোক বলিয়া ধরা হইয়াছে।

মন্তব্যপ্রকাশ। শান্তিশতকে শিহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন—আকাশমুৎপততু গচ্ছতু বা দিগন্তমম্ভোনিধিং বিশতু তিষ্ঠতু বা যথেষ্টম্। জন্মান্তরার্জ্জিতশুভাশুভকৃন্নরাণাং ছায়েব ন ত্যজতি কর্ম্ম ফলানুবন্ধি॥ ৮২। কর্ম্মের এইরূপ প্রভাব দেখিয়া তিনি গ্রন্থারম্ভে

লিখিয়াছেন—নমস্যামো দেবান্নন্থু হতবিধে স্তেহপি বশগা বিধির্বন্দ্যঃ সোহপি প্রতিনিয়তকর্মৈকফলদঃ। ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিঞ্চ বিধিনা নমস্তৎ-কর্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি ॥ ১।

কর্মফল লইয়া মহানির্বাণতন্ত্রার্গত আত্মজ্ঞাননির্ণয়ে স্মৃত হইয়াছে—

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি ॥

নাভেরূর্দ্ধং হৃদিস্থানাদ্ মারুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।

নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

পরিশিষ্ট ২২০। অলংকারকৌস্তভধৃত প্রমাণ।

নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রদদ্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।

পরিতুষ্টেন ভাবেন তুভ্যং সম্প্রদদ ইতি ॥

পরিশিষ্ট ৮৮। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

নামগোত্রে সমুচ্চার্য্য প্রাঙ্‌মুখো দেবকীর্ত্তনাৎ।

উদঙ্‌মুখায় বিপ্রায় দত্ত্বান্তে স্বস্তিবাচয়েৎ ॥

পরিশিষ্ট ৮৮। শুদ্ধিতত্ত্বধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্।

যন্ন পদার্থবিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্ ॥

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। মহাভাষ্য।

নামরূপবিনির্ম্মুক্তং যস্মিন্ সংতিষ্ঠতে জগৎ।

তমাহুঃ প্রকৃতিং কেচিদ্ মায়ামন্যেঽপরে ত্বণুম্ ॥

পরিশিষ্ট ২১১। যোগবার্ত্তিকধৃত বশিষ্ঠবচন।

নামরূপে চ ভূতানাং কর্ম্মণা চ প্রবর্ত্তনম্।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মমে চ মহেশ্বরঃ ॥

সর্ব্বেষাং চ স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।

বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্‌সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে ॥

পরিশিষ্ট ২৩৮। বিষ্ণুপুরাণ ১।৫।৬৩।

নামরূপে ব্যাকরবাণি।

কালিকা ৩২২। ছান্দোগ্য ৬।৩।২।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

কালিকা ২৪৭, পরিশিষ্ট ১৬৯। মুণ্ডক ৩।২।৪।

নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১২৪। নারদপঞ্চরাত্র।

নারায়ণং পদ্মভবং বশিষ্ঠং শক্তিং চ তৎপুত্রপরাশরং চ...।

কালিকা ২১৭। মঠাম্নায়।

নাবর্থী হি ভবেৎ তাবদ্ যাবৎ পারং ন গচ্ছতি।
উত্তীর্ণে তু সরিৎপারে নাবা বা কিং প্রয়োজনম্॥

পরিশিষ্ট ৩৮৬। উত্তরগীতা ১।১৮।

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ।
নাশান্তমনসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

কালিকা ৩৬৫। কঠ ১।২।২৩, নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ ৯, মহোপনিষৎ ৪।৬৯, এবং সম্বন্ধবার্ত্তিক ২২২।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।

পরিশিষ্ট ১১২। গীতা ২।১৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকের প্রামাণিক সত্যতা ঐতরেয় মহিদাসের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক ২।৪।৩।১ দ্রষ্টব্য। কিন্তু ঋগ্বেদই উভয়ের মূল; ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৬।৭ ইত্যাদি দেখুন। কোন কোনও বৈদিক ঋষি আবার ইহার বিপরীত মতও পোষণ করিয়াছেন। সুতরাং এসম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন—"অসতো বিদ্যতে ভাবো ন ভাবো বিদ্যতে সতঃ"। কারণ বীজ হইতে অঙ্কুর হইলেও জল, মৃত্তিকা এবং উত্তাপাদির দ্বারা বীজের বীজাবস্থা নষ্ট না হইলে উহার অঙ্কুরাবস্থা কখন উদ্‌গত হইতে পারে না। এই সমস্ত কারণেই দুইটী বাদের সৃষ্টি হইয়াছে—সৎকার্য্যবাদ এবং অসৎকার্য্যবাদ। যাহাই হউক,

ভগবান্ পরমেষ্ঠী 'সৎ'কে ব্যক্ত কার্য্যরূপ এবং 'অসৎ'কে অব্যক্ত কারণরূপ ধরিয়া উভয়মতের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭ দ্রষ্টব্য।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং তম আসীৎ।

কালিকাভাস ৭৭। ঋগ্বেদ ৮।৭।১৭ (অষ্টক)

মন্তব্যপ্রকাশ। নাসদাসীয় সূক্তের যে যে মন্ত্র হইতে অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া প্রমাণটী ব্যবহৃত হয় তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং
নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্ম-
ন্নম্ভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥

তম আসীৎ তমসা গূহ্লমগ্রে
হপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ
তপস স্তন্মহিনাহ জায়তৈকম্॥

নাসদাসীয় সূক্ত স্মরণ করিয়া বেদাচার্য্য ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্য মনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥

ভগবান্ গৌড়পাদ এবং শঙ্করাচার্য্যাদি বৈদান্তিক-গণ এই নাসদাসীয় সূক্তকে উপজীব্য করিয়া অদ্বৈত-বাদের বিবৃতি করিয়াছেন।

নাস্তি নির্ব্বাসনাদ্ মৌনাৎ পরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮৭। বিবেকচূড়ামণি।

নাস্বাদয়ীত ভুঞ্জানো রসাংশ্চ মধুরাংস্তথা।
যাত্রামাত্রং চ ভুঞ্জীত কেবলং প্রাণধারণম্॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬ অনুগীতা ৪৬।২৩।

নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।
নিশ্চলং নিশ্চরচ্চিত্ত মেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৭৪। মাণ্ডূক্যকারিকা—অদ্বৈত—প্র ১১২।৩৫।

নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াদ্ বধ্যতে মনঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াদ্ বধ্যতে মনঃ ॥

'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম' দেখুন। যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তিপ্র ১১৪।২৩।

নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণ স্তথা।
এতদ্‌বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্ বিচারঃ সোঽহমীদৃশঃ ॥

পরিশিষ্ট ৫২। অপরোক্ষানুভূতি।

নিগদস্তু জনৈ র্বৈস্তঃ।

পরিশিষ্ট ১১৩। কোষকার।

নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিশ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।
চিত্তৈকাগ্র্যং তু সল্লক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতম্ ॥

পরিশিষ্ট ২২৭। অপরোক্ষানুভূতি।

নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে।

পরিশিষ্ট ৮৪। বিবেকচূড়ামণি।

নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।

ভাষ্য ৬৬। কঠ ৩।১৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। সম্পূর্ণ মন্ত্রটী এইরূপ—

অশব্দমস্পার্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ তৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি।

কালিকা ৫৬। কঠ ১।১৭।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে।
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্ ॥

পরিশিষ্ট ৯১। কূর্ম্মপুরাণ।

নিত্যনৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ম্।
জ্ঞানং চ বিমলীকুর্ব্বন্নভ্যাসেন চ পাচয়েৎ॥

পরিশিষ্ট ৩৭২। শিষ্টসম্মিতস্মৃতিপ্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রশস্তপাদভাষ্যের ন্যায়কন্দলী-
নামক টীকায় প্রমাণটী শ্রীধর কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্‌বিপরীতগম্।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যগ্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ॥

পরিশিষ্ট ১১৪। অপরোক্ষানুভূতি।

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈক মখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেবতৎ।
এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্॥

পরিশিষ্ট ২৮১। গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৩৯, আত্মবোধ ৩৪-৩৫।

নিত্যস্তু স্যাদ্ দর্শনস্য পরার্থত্বাৎ।

পরিশিষ্ট ২৫০। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।১৮।

নিত্যঃ সর্ব্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥

কালিকা ৩৯৯। জাবাল উঃ ১০।২, অন্নপূর্ণা উঃ ৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্বেতাশ্বতর ভাষ্যে শ্লোকটী
পরাশরবচন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণের
অন্তর্গত ঈশ্বরগীতায় স্মৃত হইয়াছে—

নিত্যঃ সর্ব্বগো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জ্জিতঃ।
একঃ সংভিষ্টতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥ ২২।

নিত্যানন্দানুভূতিঃ স্যাদ্ মোক্ষে তু বিষয়াদৃতে।
বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহম্॥
বৈশেষিকোক্তমোক্ষাত্তু সুখলেশবিবর্জ্জিতাৎ।

পরিশিষ্ট প ৩০০। সিদ্ধান্তসংগ্রহ ৪১-৪২।

নিত্যানিত্যবিবেকেন নিত্যবস্তুনি বস্তুতা।
অনিত্যে তুচ্ছতাবুদ্ধি স্তদ্‌বিচারস্তু লক্ষণম্॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৬৭। বোধসার।

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ।

পরিশিষ্ট ২১২। সপ্তশতী।

নিত্যো মনোঽনাদিত্বাৎ। ন হ্যমনাঃ পুমাং স্তিষ্ঠতি।

পরিশিষ্ট ১৫। গোপবনশ্রুতি।

নিমিত্তমাত্রমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সংপ্রবর্ত্ততে।
নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তবিধি র্যথা॥

পরিশিষ্ট ১২২। মলমাসতত্ত্বধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

নিমিত্তেষু চ সর্ব্বেষু ন প্রমত্তো ভবেন্নরঃ।

পরিশিষ্ট ৯১। মহাভারত।

নিয়মঃ শৌচসন্তোষতপঃপাঠেশ্বরার্পণম্।

পরিশিষ্ট ১১৭। বিবেকচূড়ামণি।

মন্তব্যপ্রকাশ। পাঠ অর্থাৎ স্বাধ্যায়। এস্থলে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পাতঞ্জলদর্শনের অনুসরণ করিয়াছেন। ভগবান্ অহির্বুধ্ন্য নিয়ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

সিদ্ধান্তশ্রবণং দানং মতিরীশ্বরপূজনম্।
সন্তোষস্তপ আস্তিক্যং হ্রীর্জপশ্চ তথা ব্রতম্॥
এতে তু নিয়মাঃ প্রোক্তা দশযোগস্য সাধকাঃ।
সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ॥
দানং ন্যায়ার্জ্জিতার্থস্য সৎপাত্রে প্রতিপাদনম্।
বিহিতে কর্ম্মণি শ্রদ্ধা মতিরিত্যভিধীয়তে॥
যথাশক্ত্যর্চ্চনং ভক্ত্যা বিষ্ণোরীশ্বরপূজনম্।
সন্তোষোঽলমনেনেতি প্রীতির্যাদৃচ্ছিকেন বৈ॥
কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদ্যৈশ্চ তপো দেহবিশোষণম্।

আস্তিক্যমস্তি বেদৈকগম্যং বস্তিতি নিশ্চয়ঃ ॥
নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে ব্রীড়া হ্রীঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
গুরূপদিষ্টস্বাধ্যায়মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ।
সদাচার্য্যোপদিষ্টৈর্ষূপায়ৈরপ্রগ্রহো ব্রতম্ ॥
অহিবুধ্ন্যসংহিতা—৩১।২৪—৩০।

নিয়মার্থঃ কচিদ্বিধিঃ।
পরিশিষ্ট ১৩১। মীমাংসাশাস্ত্র।

নিরতিশয়োপাধিসম্পন্নশ্চেশ্বরোনিহীনোপাধিসম্পন্নান্
জীবান্ প্রশাস্তীতি ন কিঞ্চিদ্ বিপ্রতিষিধ্যতি।
কালিকা ৬২, ৬৫। ২।৩।৪৫ সূত্রের শারীরক ভাষ্য।

নিরন্তর শ্চিৎপ্রবাহো ধ্যেয়স্য ধ্যানমীরিতম্।
পরিশিষ্ট ১০১। সংগ্রহশ্লোক।

নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং পক্বং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জ্জিতঃ স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ ॥
পরিশিষ্ট ২৩০। বিবেকচূড়ামণি ৩৬৪।

নিরাশী নির্গুণঃ শান্তো নিরাসক্তো নিরাশ্রয়ঃ।
আত্মসঙ্গী চ তত্ত্বজ্ঞো মুচ্যতে নাত্র সংশয় ॥
পরিশিষ্ট—৩৩৬। অনুগীতা ৪৬।৪৬

নিরোদ্ধব্যা স্তন্নিরোধে দ্বৈতং নৈবোপপদ্যতে।
কালিকা ৫৬। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতং শিবমুখেষু যৎ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য নিগম স্তেন কীর্ত্তিতঃ ॥
পরিশিষ্ট ১১৩। তন্ত্রশাস্ত্র।

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥
'নেহ নানাস্তি' দেখুন। বিবেকচূড়ামণি।

নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে।
কালিকাভাস ৩৬২। বায়ুপুরাণ।

নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যঃ সবিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যো মুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ॥

পরিশিষ্ট। ২৮১। গন্ধর্ব্বতন্ত্র—নিগমভাগ।

নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
নির্গুণং নিত্যমদ্বন্দ্বং প্রশমেনৈব গচ্ছতি॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা ৪৭।১০।

নির্দ্বন্দ্বো নির্নমস্কারো নিঃস্বাহাকার এব চ।
নির্ম্মমো নিরহংকারো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা ৪৬।৪৫।

নির্ধনত্বং পরা পূজা ব্রহ্ম প্রাপ্তমকিঞ্চনৈঃ।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

নির্ম্মমত্বং বিরাগায় বৈরাগ্যাদ্ যোগসঙ্গতিঃ।
যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ মুক্তিঃ প্রজায়তে॥

পরিশিষ্ট ২১০। মধুসূদন সরস্বতী ধৃত প্রমাণবচন।

নির্ব্বাধপ্রত্যভিজ্ঞানাদ্ ধ্রুবং বিশ্বমিতি শ্রুতেঃ।
স্বক্রিয়াদিবিরোধাচ্চ দৃষ্টিসৃষ্টি র্ন যুজ্যতে॥

কালিকা ২৭৫। ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরাজ।

নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধি রভিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট :২৯। তেজোবিন্দূপনিষৎ।

নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দা স্তেঽনুকম্প্যান্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥

পরিশিষ্ট ১২০, ২৭৩। কল্পতরুকারধৃত প্রমাণবচন।
মন্তব্যপ্রকাশ। বেদান্তপরিভাষার ৮ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

নিষ্কামা বা সকামা বা ভক্তি র্বিষ্ণোঃ শিবস্য বা।
সপ্রেমহৃদয়ে জাতা মুমুক্ষা কারণং হি তৎ॥

পরিশিষ্ট ৬৬। বোধসার।

নিষ্কৌতুকং নিরারম্ভং নিরীহং সর্ব্বমেব চ।
নিরংশং নিরহংকারং চিদাত্মানমুপাস্মহে ॥

পরিশিষ্ট ২৮১। যোগবাশিষ্ঠ—নির্ব্বাণ প্রঃ ১১।১০০।

নিঃস্তুতির্নির্নমস্কারো নিঃস্বধাকার এব চ।
চলাচলনিকেতশ্চ যতি র্যাদৃচ্ছিকো ভবেৎ ॥

কালিকা ১১৯। মাণ্ডূক্যকারিকা—বৈতথ্যপ্রঃ ৬৬।৩৭
এবং নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ।

নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ।
সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে ॥

পরিশিষ্টে 'কামন্দক'। কামন্দকীয় নীতি।

নীরূপঃ স্পর্শবান্ বায়ু র্নিস্পর্শং মূর্ত্তিমন্ মনঃ।

পরিশিষ্ট ১৮২। সংগ্রহ শ্লোক।

মন্তব্যপ্রকাশ। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় 'নীরূপ-স্পর্শবান্ বায়ু' এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

নীহারধূমার্কানিলানলানাং খদ্যোতবিদ্যুৎস্ফটিকশশিনাম্।

কালিকা ৩৬৯। শ্বেতাশ্বতর ২।১১।

নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্।
উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ বিমর্শে শিবসূত্রজালম্ ॥

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। নন্দিকেশ্বর—কাশিকা।

নেতরোঽনুপপত্তেঃ।

পরিশিষ্ট ১২৮। ব্রহ্মসূত্র ১।১।১৭।

নেতি নেতি।

কালিকা ৩, কালিকাভাস ৩২। বৃহদারণ্যক ২।৩।৬
এবং গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৩৯ পটল।

নেহ নানেতি চাম্নায়াদিন্দ্রো মায়াভিরিত্যপি।
অজায়মানো বহুধা মায়য়া জায়তে তু সঃ ॥

কালিকা ১০৩, পরিশিষ্ট ২০৬। মাণ্ডূক্যকারিকা—
অদ্বৈত প্রকরণ ৯১।২৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দৃষ্ট হইবে। ৩।২।১৩ শারীরক ভাষ্যে ইহার তুল্যার্থক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

নৈনং ছন্দাংসি বৃজিনাৎ তারয়ন্তি মায়াবিনম্ ইত্যাদি।

মূল ১৮৯ এবং বশিষ্ঠসংহিতা ৫।

নৈরুক্তং দ্বিবিধং বিদ্ধি সিদ্ধমৌৎপাতিকং তথা।
নির্বক্তব্যং তু তৎসিদ্ধমর্থসিদ্ধি স্তু সর্ব্বদা॥
তত্র ত্বৌৎপত্তিকং সর্ব্বং গৌরশ্বঃ পুরুষো যথা।

পরিশিষ্ট ১১৯। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর—বাক্যপরীক্ষাপ্রসঙ্গ ৩।৫।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতে নেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

কালিকা ৪৬৭। গীতা ৩।১৮।

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনীয়া।

পরিশিষ্ট ১৬৯, ২৬২। কঠ ২।৯।

নৈষ্কর্ম্ম্যাল্লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থাফলশ্রুতিঃ।

পরিশিষ্ট ১৭২। মলমাসতত্ত্বে রঘুনন্দনধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। সাংখ্যশাস্ত্রেও সূত্রিত হইয়াছে—বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাম্। (৫,৬৮)। ইহাতে বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ বলিয়াছেন—"মন্দানাং তামসানাম্। বিমুক্তিপ্রশংসা—প্ররোচনার্থং প্রোৎসাহনমিতি।" অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, জীর্ণকাম ও আত্মকাম এই কয়েকটীব প্রভেদ বৃহদারণ্যকে এবং সুবালোপনিষদে আলোচিত হইয়াছে।

নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপিবা॥
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি ন চেহ জায়তে পুনঃ॥

পরিশিষ্ট ১২২। যাজ্ঞবল্ক্য।

ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং সুখদুঃখাদ্যনুবাদতো দেহাদিমাত্র
বিবেকেনাত্মা প্রথমভূমিকায়ামনুমাপিতঃ।

পরিশিষ্ট ৪৪। বিজ্ঞানভিক্ষুর প্রবচনভূমিকা।

ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে॥

পরিশিষ্টে 'উদয়নাচার্য্য'। ন্যায়সূচীনিবন্ধ।

ন্যায়ার্জ্জিতং ধনং শ্রাদ্ধে শ্রদ্ধয়া বৈদিকে জনে।
অন্যথা যৎ প্রদীয়ন্তে তদ্দানং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

পরিশিষ্ট ১১৭—৮। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।৭।

পঞ্চধা বর্ত্তমানং তং ব্রহ্মকার্য্যমিতি স্মৃতম্।
ব্রহ্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ঈশানং প্রতিপদ্যতে॥

কালিকা ২৭২, পরিশিষ্ট ৭১। পঞ্চব্রহ্মোপনিষৎ।

পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি।

কালিকা ৫০। ছান্দোগ্য ৫।৩।৩।

পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীন তুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাং চ হস্তাম্বুজৈ
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥

পরিশিষ্ট ২২০। মন্ত্রশাস্ত্র।

পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ॥

পরিশিষ্ট ১৪৪। বিবেকচূড়ামণি।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে পৈঙ্গলোপনিষৎ দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিতস্তত্র মেধাবী যুক্ত্যা বস্তু বিচারয়ন্।
নিদিধ্যাসনসম্পন্নঃ প্রাপ্তো হি স্বং পরং পদম্॥

পরিশিষ্ট ১৯৩। তত্ত্বোপদেশ ৭৬।

পতনং পরমা পূজা নমস্কারস্বরূপতঃ।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

পতনাৎ ত্রায়তে যস্মাৎ পাত্রং তস্মাৎ প্রচক্ষতে।

পরিশিষ্ট ১৫১। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

পদাস্তস্থ।

পরিশিষ্ট ১৮৬। পাণিনি ৮।৪।৩৭।

পদে ন বর্ণা বিদ্যন্তে বর্ণেষ্ববয়বা ইব।

বাক্যাৎ পদানামত্যন্তং প্রবিবেকো ন কশ্চন॥

পরিশিষ্ট ২৪৩, ২৫৫। বাক্যপদীয় ১।৭৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ন বর্ণানাং পৌর্ব্বাপর্য্যমস্তি' ইত্যাদি মহাভাষ্যপ্রমাণ এবং 'এবং চ নিরবয়বেষ্বপি' ইত্যাদি পুণ্যরাজের সিদ্ধান্ত দেখুন। পদে বর্ণ নাই এবং বর্ণে অবয়ব নাই—এ সম্বন্ধে লৌগাক্ষি ভাস্কর মীমাংসক হইয়াও "প্রযত্নেন শব্দমুচ্চারয়তঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী-প্রকাশে দ্রষ্টব্য।

পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাভিসংপদ্যতে।

ভাষ্য ২৬। ছান্দোগ্য ৮।৩।৪।

পবতন্ত্রং বহির্মনঃ।

পরিশিষ্ট ১২৯। বিধিবিবেক।

পরমহংসস্যৈকদণ্ড এব সোঽপ্যবিদুষঃ, বিদুষাং তু সোঽপি নাস্তি, ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং ধরতি পরমহংসঃ।

পরিশিষ্ট ১৪৬। নির্ণয়সিন্ধু-সন্ন্যাসবিধি।

মন্তব্যপ্রকাশ। নির্ণয়সিন্ধুর ঐ প্রমাণটী মহোপনিষৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

পরমাত্মা যথা দেব এক এব ত্রিধা স্থিতঃ।

প্রয়োজনবশাচ্ছক্তিরেকৈব ত্রিবিধা ভবেৎ॥

পরিশিষ্ট ২১০। বরাহপুরাণ।

পরমাত্মা হরিঃ স্বামী মত্তোঽহং তস্য কিঙ্করঃ।
কৈঙ্কর্য্যমখিলাবৃত্তি স্থিত্যেষ জ্ঞানসংগ্রহঃ॥

পরিশিষ্ট ৭৫। নারদপঞ্চরাত্র।

পরমেশ্বরতা লাভে হি সর্ব্বাঃ সংপদস্তন্নিস্যন্দময্যঃ
সম্পন্না এব রোহণাচললাভে রত্নসংপদ ইব।

পরিশিষ্ট ১৩২। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন।

পরং পরতরং ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দাদিলক্ষণম্।
প্রকর্ষেণ নবং যস্মাৎ পরং ব্রহ্ম স্বভাবতঃ॥
অপরঃ প্রণবঃ সাক্ষাচ্ছব্দরূপঃ সুনির্ম্মলঃ।
প্রকর্ষেণ নবত্বস্য হেতুত্বাৎ প্রণবঃ স্মৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ২১৭। সূতসংহিতা।

পরাচঃ কামান্।

ভাষ্য ৬৬। কঠ ৪।২।

পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্ত-
রাত্মন্। কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।

কালিকা ৬২, ২৯৬, ৫৮৫। কঠ ৪।১।

পরাৎপরো গুরু স্তং হি পরমেষ্টির্গুরুবহম্।

কালিকা ৩৩৪। আগমপ্রমাণ।

পরা বাঙ্ মূলচক্রস্থা পশ্যন্তী নাভিসংস্থিতা।
হৃদিস্থা মধ্যমা জ্ঞেয়া বৈখরী কণ্ঠদেশগা॥

পরিশিষ্ট ২১৯। তন্ত্রশাস্ত্র।

পরাসুঃ স যতস্তেন বশিষ্ঠঃ স্থাপিতো মুনিঃ।
গর্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৪৮। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।

পরিশিষ্ট ২১০। শ্বেতাশ্বতর ৬।৮।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈ র্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখম্……।

পরিশিষ্ট ১২৩, ১৬৬। যোগদর্শন ২।১৫।

পরিব্রাট্ কামুকশুনা মেকস্তাং প্রমদাতনৌ।
কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্য ইতি তিস্রো বিকল্পনাঃ॥

পরিশিষ্ট ২০৭। মাধবাচার্য্যধৃত প্রমাণবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের বৌদ্ধদর্শনে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকবার্ত্তিকের শূন্যবাদ-পরিচ্ছেদে ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন—পরিব্রাট্ কামুকশুনাং কুণপাদিমতিস্তথা। দীর্ঘহ্রস্বত্ববুদ্ধিশ্চ হ্যেকস্মিন্নপ্যপেক্ষয়া॥ ৫৯।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। ১
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

পরিশিষ্ট ১১৩-৪, ১৬৫, ২০৮। মুণ্ডক ১।২।১২।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্' অর্থাৎ কর্ম্মোপার্জ্জিত সংসারের অসারত্ব দেখিয়া। সাধারণতঃ লোক সাতটি—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্য। কোন কোনও শাস্ত্র অতলাতলাতলাদি সাতটী পাতাল লইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনকে চতুর্দ্দশলোক বলিয়াছেন। আরুণিকোপনিষদে আরুণিকে বৈরাগ্য উপদেশ দিবার জন্য প্রজাপতি বলিয়াছিলেন—"পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বন্ধ্বাদীঞ্ছিখাং যজ্ঞোপবীতং যাগং স্বাধ্যায়ং ভূর্লোকভুবর্লোকস্বর্লোকমহর্লোকজনোলোকতপোলোকসত্যলোকং চাতলতলাতলবিতলসুতলরসাতলমহাতলপাতালং ব্রহ্মাণ্ডং চ বিসৃজেৎ।" উত্তরগীতার মতে লোক ২৪টী অর্থাৎ উক্ত চৌদ্দটী এবং ইন্দ্রলোক, অগ্নিলোক, সর্ব্বলোক, যমলোক, নির্ঋতিলোক, বরুণলোক, বায়ুলোক, সোমলোক, শিবলোক, ও ব্রহ্মলোক। বৃহদারণ্যকের মতে যে তিনটী লোক আছে অর্থাৎ মনুষ্যলোক, পিতৃলোক এবং দেব-

লোক, তাহা পূর্ব্বোক্ত কোন না কোনটীর অন্তর্গত হই-য়াছে। 'অনুষ্ঠানেন ধর্ম্মস্য কর্ত্তব্যো লোকসংগ্রহঃ'—এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা উক্ত লোকসমূহ অর্জ্জিত হইয়া থাকে, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত স্মৃত হইয়াছে— লোক-সংগ্রহধর্ম্মং চ নৈব কুর্য্যান্ন কারয়েৎ। (অনুগীতা)।

লোকসম্বন্ধে আরুণিকোপনিষৎ (১), শাণ্ডিল্যোপ-নিষৎ (১।৫২), বৃহদারণ্যক (১।৫।১৬), এবং উত্তরগীতা (২।২৬-৩১) দ্রষ্টব্য।

পরেভ্যো ন প্রতিগ্রাহ্যং ন চ দেয়ং কদাচন।
দৈন্তভাবাচ্চ ভূতানাং সংবিভজ্য সদা বুধঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা ৪৬।৩৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। যে ভূমিকায় আরোহণ করিলে জগতের সহিত সাধকের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতে আরব্ধ হয়, সেই ভূমিকার আচারব্যবহার এই শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে। এই জাতীয় স্মৃতির অনুস্মরণ করিয়া সাধন-পঞ্চকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—ঔদাসীন্য-মভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্।

পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবৎ তান্ যথোৎসৃজেৎ॥

পরিশিষ্ট ৩৮৬। স্মৃতিশাস্ত্র।

পশ্বাদিপালনাদ্দেবি কৃষিকর্ম্মান্তকারণাৎ।
বর্ত্তনাদ্ধারণাদ্বাপি বার্ত্তা সা এব গীয়তে॥

পরিশিষ্ট ১৮৯, ১৯৮। দেবীপুরাণ ৩৭।৬১।

পাটনং চৈব শৃঙ্গস্য মাসার্দ্ধং যাবকং চরেৎ।

পরিশিষ্ট ১৫১। লঘুশঙ্খস্মৃতি ৫০।

পাটনমন্তরেণ বিষব্রণানাং নোপশান্তিঃ।

পরিশিষ্ট ১৩০। আভাণক।

পাটনে কর্ণশৃঙ্গানাং মাসার্দ্ধস্তু যবান্ পিবেৎ।

পরিশিষ্ট ১৫১। যমসংহিতা।

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি।

কালিকা ৬৭৭, পরিশিষ্ট ৩১। যজুর্ব্বেদ ৩১।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি'—

এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।

তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্॥

কালিকা ২২৭। গীতা ১।৩৬।

পার্থিবো যস্তু গন্ধো বৈ ঘ্রাণেন হি স গৃহ্যতে।

ঘ্রাণস্থশ্চ তথা বায়ু র্গন্ধধ্যানে বিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ১৩১। অনুগীতা ৪৩।২৯।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

কালিকা ৪৭২। গীতা ৯।১৭।

পিতৄণাং তু গণাঃ সপ্ত নামত স্তন্নিবোধ মে।

ত্রয়োঽমূর্ত্তিমতা শ্চৈষাং চত্বারশ্চ সমূর্ত্তয়ঃ॥

সন্তাসুরা বর্হিষদোঽগ্নিষ্মাত্তা স্তথৈব চ।

ত্রয়োঽমূর্ত্তিমতা শ্চৈতে চত্বারস্তু সমূর্ত্তয়ঃ॥

ক্রব্যাদা শ্চোপহূতাশ্চ আজ্যপাশ্চসুকালীনঃ।

মূর্ত্তিমন্তঃ পিতৃগণা শ্চত্বার স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরিশিষ্ট ৩। মার্কণ্ডেয় বজ্রসংবাদ—১৬৮।২-৪।

পিতৄণাং সুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী।

শুক শ্চকার পত্নীং তাং যোগমার্গস্থিতোঽপি হি॥

স তস্যাং জনয়ামাস পুত্রাং শ্চতুর এব হি।

কৃষ্ণং গৌরপ্রভবং চ ভূরিং দেবশ্রুতং তথা॥

পরিশিষ্ট ৪৬। দেবী ভাগবত ১।১৯।৪০-৪১।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকের গৌরপ্রভবকে কেহ কেহ গৌড়পাদ মনে করিয়া তাঁহাকে শুকদেবের পুত্র বলিয়া থাকেন।

পীড়ৈব পরমা পূজা যথা চরণপীড়নম্।
দুঃখমেব পরা পূজা কুঙ্কমুদ্বর্ত্তনং যথা॥

পরিশিষ্ট ১৯০। বোধসার।

পুত্রভ্রাতৃসখিত্বেন স্বামিত্বেন যতো হরিঃ।
বহুধা গীয়তে বেদৈ র্জীবোংশ স্তস্য তেন তু॥

পরিশিষ্ট—২৭৯। বরাহপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ঋগ্বেদের ভৌবনবিশ্বকর্ম্মদৃষ্ট ১০।৬।৮২।৩ ঋক্ অনুসরণ করিয়া এই শ্লোকটী স্মৃত হইয়াছে।

পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাং স্তু ব্রহ্মর্ষীন্ ব্রহ্মকোবিদান্।

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৪৫।

পুত্রেষু দারান্ নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎ সহৈব বা।

কালিকা ১৪৫। মনু ৬।৩।

পুনর্ব্বা তদৃত্বিজো গর্ভং কুর্ব্বন্তি যদ্দীক্ষয়ন্তি।

কালিকা ৫৪৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'পুনর্ব্বা এতমৃত্বিজো গর্ভং কুর্ব্বন্তি যং দীক্ষয়ন্তি'—এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

পুনর্ব্বোদ্ধে সমায়াতে মদধীনা তব স্থিতিঃ।

পরিশিষ্ট ১৪০। উদয়নাচার্য্য।

পুরঃস্থিতে প্রমেয়াব্ধৌ গ্রন্থবিস্তরভীরুভিঃ।
বিস্তরং সংপরিত্যজ্য দিঙ্ মাত্রমুপদর্শ্যতাম্॥

পরিশিষ্ট ২১৭। মাধবাচার্য্যধৃত ন্যায়।

পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে.........।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। মহাভাষ্য।

পুরাণন্যায়মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গমিশ্রিতাঃ।
বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ॥

পরিশিষ্ট ২০০। যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩ এবং নন্দিপুরাণ।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।

কালিকা ৩২২, ৩২৩। যজুর্ব্বেদ ৩১।২।

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।

কালিকা ২৫০। কঠ ১।৩।১১।

মন্তব্যপ্রকাশ। মন্ত্রটী সাংখ্য ও বেদান্ত উভয় দর্শনেরই উপজীব্য। অদ্ভুতরামায়ণে শ্রীরামকৃত অসিতাস্তোত্রে স্মৃত হইয়াছে—'আদ্যন্তহীনং জগদাত্মরূপং বিভিন্নসংস্থং প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ। কূটস্থমব্যক্তবপুস্তথৈব নমামি রূপং পুরুষাভিধানম্॥'

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।

স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥

পরিশিষ্ট ২০৯। সাংখ্যকারিকা।

পুষ্ণাম্যহং বিশ্বমিদং স্বকীয়ং মদীয়শক্ত্যেতি মদীয়বুদ্ধিঃ।

পুষ্ণাতি তত্ত্বান্তরগং তু বিশ্বং তাং বিষ্ণুশক্তিং দশমং নতাঃ স্মঃ।

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরাতন্ত্র।

পুষ্পহস্তো বারিহস্তস্তৈলাভ্যঙ্গো জলস্থিতঃ।

আশীঃকর্ত্তা নমস্কর্ত্তা উভয়ো নরকং ব্রজেৎ॥

পরিশিষ্ট ১০৬। কর্ম্মলোচন।

পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ। ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে 'মাঘ'। উদ্ভট শ্লোক।

পুষ্যমিত্রো যজতে, যাজকা যাজয়ন্তীতি, ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে 'পতঞ্জলি'। মহাভাষ্য ৩।১।২।২৬।

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

কালিকা ৯৬, ৩৯৯। বৃহদারণ্যক ৫।১।১, মুক্তিক-উপ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ৪০১ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। যোগবাশিষ্ঠের নির্ব্বাণ-

প্রকরণে ব্রহ্মের নিরতিশয় পূর্ণতা দেখাইবার জন্ত ভঙ্গিভেদে উক্ত হইয়াছে—শূন্যং শূন্যে সমুচ্ছূনং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি বৃংহিতম্। সত্যং বিজৃম্ভতে সত্যে পূর্ণে পূর্ণমিব স্থিতম্ ॥ ৩।১১।

পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ।
মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমু তস্যাখিলাত্মনা ॥

কালিকা ৯০। শ্রীভাষ্যধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

পূর্ব্ববর্ণজনিতসংস্কারসহিতোঽন্ত্যোবর্ণঃ প্রত্যায়ক ইত্যদোষঃ।

পরিশিষ্ট ২৪০। ১।১।৫ মীমাংসাসূত্রের শাবরভাষ্য।

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৬৫। গীতা ৪৪।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।

কালিকা ৪৪৭। যোগদর্শন ১।২৬।

পৃথ্ব্যাপ্যতেজোঽনিলখে সমুত্থিতে,পঞ্চাত্মকে যোগগুণে প্রবৃত্তে।
ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্ ॥

কালিকা ৮৮। শ্বেতাশ্বতর ২।১২।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ন তত্র রোগাঃ' এরূপ পাঠও হয়।

পৈশুন্যং সাহসং দ্রোহ ঈর্ষাঽসূয়ার্থদূষণম্।

কালিকা ২২২। মনু ৭।৪৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই শ্লোকে ক্রোধজ দোষসমূহ উক্ত হইয়াছে।

প্রকরণাৎ।

পরিশিষ্ট ৯৪। ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৬।

প্রকাশলক্ষণা দেবা মনুষ্যাঃ কর্ম্মলক্ষণাঃ।

পরিশিষ্ট ৩৫৭। অনুগীতা ৪৩।২১।

প্রকাশস্যাত্মবিশ্রান্তি রহম্ভাবো হি কীর্ত্তিতঃ।

পরিশিষ্ট ৩১৩। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্র।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।

কালিকা ৯৫। গীতা ১৩।১৯।

প্রকৃতিরিত্যুচ্যতে বিকারোৎপাদকত্বাৎ, অবিদ্যা জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ, মায়া বিচিত্রসৃষ্টিকরত্বাৎ।

পরিশিষ্ট ১৮৩। লোকাচার্য্যপ্রণীত তত্ত্বত্রয়।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রকৃতিসম্বন্ধে অন্যান্যবিষয় অস্মৎ-প্রণীত বিদ্যাপ্রস্থানের সাংখ্যবিভাগে দ্রষ্টব্য।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ।

পরিশিষ্ট ১১৫। বেদান্তসূত্র ১।৪।২৩।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।

অহংকারবিমূঢাত্মা কর্ত্তাহহমিতি মন্যতে॥

পরিশিষ্ট ৬১। গীতা ৩।২৭।

প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥

পরিশিষ্ট ১৫৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ-প্রকৃতিখণ্ড ১।৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রকৃতিসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় যোগবার্ত্তিকাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।

পরিশিষ্ট "কালিদাস"। ঋতুসংহার।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'প্রচণ্ডসূর্য্যঃ'স্থলে কেহ কেহ 'বিশেষ সূর্য্যঃ' বলিয়া পাঠ করেন।

প্রজাপতি শ্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা স্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা॥

পরিশিষ্ট ১৫৫। ঋগ্বেদ ৮।৪ এবং যজুর্ব্বেদ ৩১।

প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম।

কালিকা ৪৪৮, পরিশিষ্ট ২৫। ঐতরেয় আরণ্যক ৬।৩, ঐতরেয় উ।৩।৩, শুকরহস্যোপনিষৎ, মহোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—প্রজ্ঞানমেব তদ্ব্রহ্ম সত্যপ্রজ্ঞানলক্ষণম্। এবং ব্রহ্ম পরিজ্ঞানাদেবমর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবেৎ॥ ৪।৮১। শুক-রহস্যে আম্নাত হইয়াছে—মহাবাক্যানি চত্বারি—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহংব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।
অবিদ্যোপাধিকস্যেব কথয়ন্তি বিনাশনম্॥

পরিশিষ্ট ১৫৯। বিবেকচূড়ামণি।

মন্তব্যপ্রকাশ। যাজ্ঞবল্ক্যের আত্মলক্ষণ স্মরণ করিয়া শ্লোকটী রচিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘনঃ ইত্যাদি। (বৃহদারণ্যক ৪।৫।১৩)। যাজ্ঞবল্ক্য ভগবান মহিদাস ঐতরেয়কে অনুসরণ করিয়াছেন। ঐতরেয় আরণ্যক ২।৬।৩ দ্রষ্টব্য।

প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্।
ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥

কালিকা ২৪৯। যোগভাষ্যধৃত পারমর্ষী গাথা।

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্ত সূক্ষ্মাত্মদৃক্
ব্যালীঢ় স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তি র্মহত্যাবৃতিঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮৪। বিবেকচূড়ামণি।

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য ভূর্ভুবঃস্ব স্ততঃ পরম্।
গায়ত্রী প্রণবশ্চান্তে জপে ছেবমুদাহৃতা॥

পরিশিষ্ট ৩৫১-২। যাজ্ঞবল্ক্য।

প্রতিবিম্বং যথাঽন্যত্র স্থিতং তোয়ক্রিয়াবশাৎ।
তৎ প্রবৃত্তিমিবাপ্নোতি স ধর্ম্মঃ স্ফোটনাদয়োঃ॥

পরিশিষ্ট ১৪৯। বাক্যপদীয় ১।৪৯।

প্রতিশ্রয়ার্থং সেবেত পার্ব্বতীং বা পুনর্গুহাম্।

পরিশিষ্ট ৩৬৬। অনুগীতা ৪৬।২৬।

প্রতীত্যপ্রতীতিভ্যাং ন স্ফোটাত্মকঃ শব্দঃ।

পরিশিষ্ট ২৪১ সাংখ্যপ্রবচন ৫।৫৭।

প্রত্যক্ষবুদ্ধিনিরোধে তদনুসন্ধানবিষয়ে স্মৃতিঃ।

পরিশিষ্ট ২৭৪। বার্ত্তিককার-উদ্দ্যোতকর মিশ্র।

প্রত্যক্ষমেকে চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানং চ তচ্চাথ সাংখ্যাঃ শব্দং চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেব মুপমানং চ কেচন।

পরিশিষ্ট ১৬৫। সুরেশ্বরাচার্য্যের মানসোল্লাস ২।১৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার পর উক্ত হইয়াছে—
'অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিন স্তথা। সম্ভবৈতি-
হ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥' এই প্রমাণাংশ
বরদরাজের তার্কিকরক্ষার প্রমাণপ্রকরণে উদ্ধৃত
হইয়াছে। প্রমাণাদি সম্বন্ধে মল্লিনাথের 'নিষ্কণ্টক'
দেখুন। প্রমাণ লইয়া বিস্তৃত সমালোচনা অস্মৎ-
প্রণীত বিদ্যাপ্রস্থানের সাংখ্য বিভাগে দৃষ্ট হইবে।

প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্।

পরিশিষ্ট ১৮৬। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন।

প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ সত্তামাত্রমগোচরম্।
বচসামাত্মসংবেদ্যং তজ্‌জ্ঞানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্॥

ভাষ্য ১৮৮। পরাশরবচন।

প্রত্যাহারস্ত্বিন্দ্রিয়াণাং চলানাং প্রতিরোধনম্।

পরিশিষ্ট ১৬০। শিষ্টসম্মিত স্মৃতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের সপ্তমাধ্যায়ে
স্মৃত হইয়াছে—

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ।
বলাদাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।
প্রত্যুদ্বাহো নৈব কার্য্যো নৈকস্মিন্ দুহিতৃদ্বয়ম্।
ন চৈকজন্ময়োঃ পুংসো রেকজন্মে তু কন্যকে॥
পরিশিষ্ট ২৭৫। সংস্কারকৌস্তভধৃত নারদবচন।
প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
অনন্তরং তু বক্ত্রেভ্যো বেদা স্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥
পরিশিষ্ট ২৬৮। পৌরাণিক প্রমাণ।
প্রথমায়াং তু বিদ্যার্থী দ্বিতীয়ায়াং পদার্থবিৎ।
নিঃসংশয়স্তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং পণ্ডিতো ভবেৎ॥
প্রাপ্তাত্মভূতিঃ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যামানন্দঘূর্ণিতঃ।
সপ্তমী সহজা তুর্য্যা তুর্য্যাতীতমতঃপরম্॥
পরিশিষ্ট ৬৫। বোধসার।
প্রথিতযশসাং ভাসসৌমিল্লকবিবত্বাদীনাম্ ইত্যাদি।
পরিশিষ্টে—'কালিদাস'। মালবিকাগ্নিমিত্র।
প্রধানগুণতত্ত্বজ্ঞঃ সর্ব্বভূতপ্রধানবিৎ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
পরিশিষ্ট ৩৩৭। অনুগীতা ৪৭।৯।
প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈত মদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥
কালিকা ৬২,৬৫। মাণ্ডুক্যকারিকা—আগম-প্র ১৭।
প্রমাঽর্থকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্!
পরিশিষ্ট ১৬২। বিষ্ণুপুরাণ।
প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
পরিশিষ্ট ১৬২। বিষ্ণুপুরাণ।
মন্তব্যপ্রকাশ। প্রমাণসম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা
অস্মৎপ্রণীত বিদ্যাপ্রস্থানের সাংখ্যবিভাগে দ্রষ্টব্য।
প্রমাণতোঽর্থপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্।

পরিশিষ্ট ১৩৮। বাৎস্যায়নভাষ্য।

প্রমাণমপ্রমাণং বা প্রমাভাসস্তথৈব চ।
কুর্ব্বত্যেব প্রমাং যত্র তদসম্ভাবনা কুতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৬৩। তৈত্তিরীয়োপনিষদের ভাষ্যবার্ত্তিক।

প্রমাণবন্ত্যদৃষ্টানি কল্প্যানি সুবহূন্যপি।

পরিশিষ্ট ২৬৭। মীমাংসাবার্ত্তিক।

প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমাঽর্থকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥

কালিকা ৬২। বিষ্ণুপুরাণ।

প্রমাতা যেনার্থং প্রমিণোতি তৎপ্রমাণম্।

পরিশিষ্ট ১৬২। বাৎস্যায়নভাষ্য ১।১।১—প্রস্তাবনা।

প্রমাত্বং ন স্বতোগ্রাহ্যং সংশয়ানুপপত্তিতঃ।

পরিশিষ্ট ১৬২। ভাষাপরিচ্ছেদ।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'হেত্বভাবে ফলাভাবাৎ' দেখুন।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৬৪। বিবেকচূড়ামণি।

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহু র্বিদ্যায়াং ব্রহ্মবাদিনঃ॥

পরিশিষ্ট ১৬৪। অধ্যাত্মোপনিষদ্।

প্রমেয়ং তু বিষয়গতং ব্রহ্মচৈতন্যমেবাজ্ঞাতম্ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৬৮। সিদ্ধান্তবিন্দু।

প্রমেয়ন্ত্বাত্মদেহাদ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়সুখাদিতঃ।

পরিশিষ্ট ১৬৫। হরিভদ্রপ্রণীত ষড়্দর্শনসমুচ্চয়।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে গুণরত্নের টীকাও দ্রষ্টব্য।

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

পরিশিষ্ট ২৬৫। গীতা ৬।৪৫।

প্রযত্নেন শব্দমুচ্চারয়তঃ পুংসো বায়ু র্নাভেরুত্থিত উরসি-বিস্তীর্ণঃ কণ্ঠে বিবর্ত্তিতো মূর্দ্ধানমাহত্য পরাবৃত্তো বিচরন্নানা-বিধাঞ্ছব্দানভিব্যনক্তি।

পরিশিষ্ট ১৪৯। লৌগাক্ষিভাস্করপ্রণীত ন্যায়সিদ্ধান্ত মঞ্জরীপ্রকাশ।

প্রয়োগস্য পরম্।

পরিশিষ্ট ২৪৯। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।১৪।

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে।
জগচ্চ সৃজতস্তস্য কিং নাম ন কৃতং ভবেৎ॥

কালিকাভাস ১৭। শ্লোকবার্ত্তিক ১৬।৫৫

প্রবর্ত্ত্যানামনন্তত্বাদ্ বৈলক্ষণ্যাচ্চ নৈকতা।
নৈকমত্যং বহুত্বে স্যাদ্ বহুবাজকদেশবৎ॥

পরিশিষ্ট ১৩১। অনুভূতিপ্রকাশ ১৯।১৩।

প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।

পরিশিষ্ট ১২১। মনুসংহিতা ৫।৫৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ন মাংসভক্ষণে দোষঃ' দেখুন।

প্রবৃত্তির্ব্বা নিবৃত্তির্ব্বা নিত্যেন কৃতকেন বা।
পুংসাং যেনোপদিশ্যেত তচ্ছাস্ত্রমভিধীয়তে॥

কালিকা ৩৭২। শ্লোকবার্ত্তিক-শব্দপরিচ্ছেদ ৪।

মন্তব্য প্রকাশ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—
জ্ঞানস্য দ্বিবিধৌ জ্ঞেযৌ পন্থানৌ বেদচোদিতৌ।
অনুষ্ঠিতৌ তৌ বিদ্বদ্ভিঃ প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকৌ॥

প্রবৃত্তেঃ শব্দানামর্থবোধনশক্তে র্নিমিত্তং প্রযোজকমিতি।

পরিশিষ্ট ১৬৯। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা।

প্রব্রজেদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বা প্রব্রজেদ্ বা গৃহাদপি।
বনাদ্ বা প্রব্রজেদ্ বিদ্বানাতুরো বাথ দুঃখিতঃ॥

পরিশিষ্টে 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' ইত্যাদি। অঙ্গিরাঃ।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে কমলাকরভট্টপ্রণীত নির্ণয়সিন্ধুর সন্ন্যাসবিধি দ্রষ্টব্য।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে র্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।

পরিশিষ্ট ৯৮। যোগসূত্র ৪।২৯।

প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম্ম তে।

পরিশিষ্ট ১৪৮। সংগ্রহশ্লোক।

প্রাগভাবলক্ষণং তু বিনাশ্যভাবত্বম্।

পরিশিষ্ট ১৭০। ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী।

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমং চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্॥

কালিকা ২২৫। মনু ৫।২৮, মহাভারত-শান্তি ১০।৬৮।

প্রাণায়ামদ্বিষট্‌কেন প্রত্যাহার উদাহৃতঃ।
প্রত্যাহারদ্বাদশভি র্ধারণা পরিকীর্ত্তিতা॥

পরিশিষ্ট ৯৯। কাশীখণ্ড ৪২।

প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয় স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা।

পরিশিষ্ট ১৭০। মন্ত্রশাস্ত্র।

প্রাণায়ামৈ স্ত্রিভিঃ পূত স্তত ওঙ্কারমর্হতি।

পরিশিষ্ট ৩৫২। মনু ২।৭৫।

প্রাণেন পীড্যমানেন অপানং পীড্যতে যদি।
গত্বা চোর্দ্ধং নিবর্ত্তেত এতত্‌দ্‌ঘাতলক্ষণম্॥

কালিকাভাস ৪২৮। সংগ্রহশ্লোক।

প্রাধান্যং তু বিধে র্যত্র প্রতিষেধেঽপ্রধানতা।
পর্য্যুদাসঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্রোত্তরপদেন নঞ্॥

পরিশিষ্ট ১০৪। কুমারিলভট্ট।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রতিষেধ ও পর্য্যুদাস জৈমিনি-দর্শনের ৬।২।২০ এবং ১০।৮।১-৬ সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে আচরিত হইয়াছে। সুষেণাচার্য্যের কলাপকবিরাজ,

রঘুনাথশিরোমণির নঞর্থবাদ এবং গদাধর ভট্টাচার্য্যের নঞ্‌বাদটীকাদি গ্রন্থও দ্রষ্টব্য।

প্রাপ্য রাজ্যং মহাত্মানঃ পাণ্ডবা হতশত্রবঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং পুরস্কৃত্য পৃথিবীং পর্য্যপালয়ন্‌॥

কালিকা ৪। মহাভারত-আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ১।৪।

প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ
প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিঘ্নৈঃ পুনঃপুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ
প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥

পরিশিষ্টে-'বিশাখদত্ত'। মুদ্রারাক্ষস ২, ভর্তৃহরি শতক।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভর্তৃশতকে পঠিত হইয়াছে—
'প্রারভ্য চোত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি।

প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্মাংসং ব্রাহ্মণানাং চ কাম্যয়া।
যথাবিধি নিযুক্তস্তু প্রাণানামেব চাত্যয়ে॥

পরিশিষ্ট ২৭৬। মনুসংহিতা ৫।২৭।

প্রোক্তো যোজনসংখ্যয়া কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাব্ধয়
স্তদ্‌ ব্যাসঃ কুভুজঙ্গ-সায়কভুবঃ সিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ।

পরিশিষ্টে 'আর্য্যভট্ট'। গোলাধ্যায় ৩।৫২।

মন্তব্যপ্রকাশ। গোলাধ্যায়ের উপর ভাস্করাচার্য্যের স্বরচিত বাসনাভাষ্য হইতে জানা যায় যে, 'সিদ্ধাংশ'পদের দ্বারা ১/২৪ এই ভগ্নাংশ অভিপ্রেত হইয়াছে। বোধ হয় সাংখ্যের চব্বিশটী তত্ত্বের একাংশ বলিবার অভিপ্রায়ে আচার্য্য কর্ত্তৃক এই পদটী গৃহীত হইয়াছে। সপ্ত=৭, অঙ্গ অর্থাৎ ষড়ঙ্গাদি=৬, নন্দ অর্থাৎ নবনন্দ=৯, অব্ধি বা সমুদ্র=৪। অতএব ৭৬৯৪। এইরূপে আবার কু অর্থাৎ পৃথিবী=১, ভুজঙ্গ বা অষ্টনাগ=৮, সায়ক অর্থাৎ পঞ্চবাণ=৫, ভূ অর্থাৎ পৃথিবী=১। অতএব ১৮৫১। 'অঙ্কস্য

বামা গতিঃ এই ন্যায়ানুসারে বুঝিতে হইবে—৪৯৬৭ এবং ১৫৮১। শেষ সংখ্যাটী সিদ্ধাংশের সহিত লইয়া ১৫৮১৲ হয়। উভয় সংখ্যাই যোজনের পরিচায়ক। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার লীলাবতীতে বলিয়াছেন। যবোদরৈরঙ্গুলমষ্টসংখ্যৈ র্হস্তোঽঙ্গুলৈঃ ষড়্‌গুণিতৈশ্চতুর্ভিঃ। হস্তৈশ্চতুর্ভি র্ভবতীহ দণ্ডঃ ক্রোশঃ সহস্রদ্বিতয়েন তেষাম্‌॥ স্যাদ্‌ যোজনং ক্রোশচতুষ্টয়েন · ইত্যাদি। ইহা হইতে বুঝা যায়—

৮ যবোদর = ১ অঙ্গুলি,

২৪ অঙ্গুলি = ১ হস্ত,

৪ হস্ত = ১ দণ্ড,

২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ,

৪ ক্রোশ = ১ যোজন।

যবগর্ভস্থিত সাবাংশের মধ্যভাগে যে বৃত্ত আছে তাহার ব্যাস বর্ত্তমান এক ইঞ্চির ·৫১৫৬২৫ হইবে, সুতরাং হস্তের পরিমাণ ৯.৯ ইঞ্চি হইতেছে। যদিও সাধারণতঃ ১ হস্ত = ১৮ ইঞ্চি, তথাপি বিষয়বিশেষে এই মাপের পার্থক্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। যেমন অশ্বের উচ্চতা মাপিবার কালে যে হস্তপরিমাণের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহা সাধারণ হস্তপ্রমাণ নহে। আবার যেমন মাগধীয় যোজনের পরিমাণ অন্যস্থানীয় যোজন-পরিমাণ হইতে স্বতন্ত্র। কারণ রাজকীয় সেনাবিভাগ এককালে যতদূর গমন করিত তাহা মাগধীয় যোজন, এবং ভারাক্রান্ত শকট এককালে যতদূর নীত হইত তাহাই অন্যস্থানের যোজন। এই মাগধীয় যোজনানুসারে হস্তের পরিমাণ ৯·২ ধরিয়া ভাস্করাচার্য্যের মতে পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৭৯০৫·৫ এবং পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৪৮৩৫ মাইল হইতেছে। পৃথিবীর ব্যাস ও

পরিধির বর্ত্তমান মাপ ও'৭৯২০ এবং ২৪৮৯১ মাইল। ইহা ব্যতীত ভাস্করাচার্য্য পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের যে যোজনপরিমাণ দিয়াছেন, তাহাদের আনুপাতিক সম্বন্ধ আধুনিক গণনা হইতে কিছুমাত্র পৃথক্ নহে। একটী বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ সংখ্যার দ্বারা ঠিক প্রকাশ করা যায় না, সেই জন্য এক্ষণে অঙ্কশাস্ত্রবিৎ পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ উহাকে 'পাই' নামক গ্রীক্ অক্ষরেব দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ 'পাই' এর পরিমাণ প্রায় ৩·১৪১৫৯। ভাস্করাচার্য্য ঐ শ্লোকে পরিধি ও ব্যাসের পরিমাণ দিয়াছেন ৪৯৬৭ যোজন এবং ১৫৮১$\frac{১}{২৪}$ যোজন। সুতরাং উহাদের আনুপাতিক সম্বন্ধ—৪৯৬৭ : ১৫৮১$\frac{১}{২৪}$ বা $\frac{৪৯৬৭}{১৫৮১\,১/২৪}$ বা $\frac{১১৯২০৮}{৩৭৯৪৫}$ অর্থাৎ ৩·১৪১৫৯ ·· ··।

প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥

কালিকা। ২০। মুণ্ডক ১।২।৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। সম্বন্ধবার্ত্তিকে ৩০৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

ফণিভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমকুণ্ডলনামবাপিতা।

পরিশিষ্টে 'পতঞ্জলি'। নৈষধচরিত ২।৯৫।

ফলং নিত্যস্য নাপীহ দুরিতক্ষযমাত্রকম্।

ফলান্তরশ্রুতেঃ সাক্ষাৎ তদ্‌যথাঽত্রস্মৃতে স্তথা॥ ইত

পরিশিষ্ট ৩৩৪। সম্বন্ধবার্ত্তিক ৯৬-৯৭।

ফলেগ্রহিরাত্মম্ভরিশ্চ।

পরিশিষ্ট ১৭২। পাণিনি ৩।২।২৬।

ফলেগ্রহি বৃক্ষঃ।

পরিশিষ্ট ১৭২। কাশিকা (জয়াদিত্যবামন)।

ফলেচ্ছাস্ত পরিত্যজ্য কৃতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকৃৎ।

পরিশিষ্ট ১২১। শিষ্টসম্মিত স্মৃতি।

বন্ধো মোক্ষঃ সুখং দুঃখং মোহাদ্‌পাত্তিশ্চ মায়য়া।
স্বপ্নে যথাহ্‌স্মনঃ খ্যাতিঃ সংসৃতি র্ন তু বাস্তবী॥

পরিশিষ্ট ৬১। সাংখ্যভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুধৃত প্রমাণ।

বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ।

পরিশিষ্ট ১৩১। সাংখ্যদর্শন ৪।৯।

বহুরাজকদেশবৎ।

পরিশিষ্ট ১৩১। অনুভূতিপ্রকাশ ১৯।১৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। সম্পূর্ণ শ্লোকটীর জন্য 'প্রবর্ত্যানা-মনস্তত্বাদ্' ইত্যাদি শ্লোক দেখুন।

বহু স্যাং প্রজায়েযেতি।

পরিশিষ্ট ৩১৩। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ৬।

বহুনাং কলহো নিত্যং দ্বাভ্যাং সংঘর্ষণং তথা।
একাকী বিচরিষ্যামি কুমারীকঙ্কণং যথা॥

পরিশিষ্ট ১৩১। আভাণক।

বাল্যেনৈব হি তিষ্ঠাসেন্নির্ব্বিদ্য ব্রহ্মবেদনম্।
ব্রহ্মবিদ্যাং চ বাল্যং চ নির্ব্বিদ্য মুনিরাত্মবান্॥

পরিশিষ্ট ৪১০। অন্নোপূর্ণোপনিষৎ ৪।৩৮।

বুদ্ধয়ো বৈ ধিয়ঃ।

পরিশিষ্ট ৩৬০ মৈত্রেয়্যুপনিষৎ।

বুদ্ধিযুঙ্‌ মধ্যমাখ্যঃ।

পরিশিষ্ট ২১৯। প্রপঞ্চসার।

মন্তব্যপ্রকাশ। শব্দের এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ন্যায়-সিদ্ধান্তমঞ্জরীপ্রকাশে লৌগাক্ষিভাস্করও স্বীকার করিয়াছেন—'কণ্ঠে বিবর্ত্তিতো মূর্দ্ধানমাহত্য পরাবৃত্তঃ'। সম্পূর্ণবচনটীর জন্য 'প্রযত্নেন শব্দ-মুচ্চারয়তঃ' ইত্যাদি দেখুন।

বুদ্ধি হি ব্যবসায়েন লক্ষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

লক্ষণং মনসো ধ্যান মব্যক্তং সাধুলক্ষণম্ ॥

পরিশিষ্ট। ২৩১। অনুগীতা ৪৩।২৫।

বুদ্ধ্যাদিষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা।

ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যু শ্চতুর্দ্দশ ॥

পরিশিষ্ট ৬১। ভাষাপরিচ্ছেদ ২৫-২৬।

বুদ্ধ্যা বিবেচনাত্তু ভাবানাং যাথাত্ম্যানুপলব্ধিস্তন্তপকর্ষেণ পটসদ্ভাবানুপলব্ধিবৎ তদনুপলব্ধিঃ।

পরিশিষ্ট ৪৩। ন্যায়দর্শন ৪।২।২৫ সূত্র।

বৌদ্ধা দশসহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।

পূর্ণং শতসহস্রং তু তিষ্ঠন্ত্য ব্যক্তচিন্তকাঃ ॥

নির্গুণং পুরুষং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে।

কালিকা ৩৬২। বায়ুপুরাণ।

ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তি র্ধ্যানং সত্য মকল্কতা।

অহিংসাঽস্তেয় মাধুর্য্যং দমশ্চৈতে যমাঃ স্মৃতাঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৮৮। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ৩।৩১৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'যম'সম্বন্ধে শিষ্টগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা 'অহিংসা সত্যবচনম্' ইত্যাদি শ্লোকে, এবং গরুড়পুরাণ যাহা বলিয়াছেন তাহা 'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ' ইত্যাদি শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে স্মৃত হইয়াছে—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।

ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচঞ্চৈতে যমা দশ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিকের নবমোল্লাসে সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—মনঃপ্রসাদঃ সন্তোষো মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দয়া দাক্ষিণ্য মাস্তিক্যমার্জ্জবং মার্দ্দবং ক্ষমা ॥ ভাবশুদ্ধি রহিংসা চ ব্রহ্মচর্য্যং স্মৃতি র্ধৃতিঃ। ইত্যেবমাদয়োঽন্যে মনঃসাধ্যা যমাঃ স্মৃতাঃ ॥

অহিবুধ্নসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—সত্যং দয়া ধৃতিঃ শৌচং ব্রহ্মচর্য্যং ক্ষমাঽঽর্জ্জবম্। মিতাহার স্তথাঽস্তেয়-মহিংসেতি যমা দশ॥ (৩১।১৮)। সত্যাদির স্বরূপনির্ণয় লইয়া স্মৃত হইয়াছে—হিতরূপং বচঃ সত্যং যথাদৃষ্টার্থগোচরম্। দয়া দুঃখাসহিষ্ণুত্বং সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা॥ আপৎস্বপি স্বকার্য্যেষু কর্ত্তব্যত্বস্থিতি ধৃতিঃ। শৌচং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং চ বৈধকর্ম্মসু যোগ্যতা॥ ব্রহ্মচর্য্যং স্বযোষিৎসু ভোগ্যতাবুদ্ধিবর্জ্জনম্। অবিকার-মনস্ত্বং তু ক্ষমা বিকৃতিহেতুষু॥ বাঙ্মনঃকায়বৃত্তী-নামেকরূপত্বমার্জ্জবম্। মিতাহারো যমীনাং চ শ্রুতি-চোদিতভোজনম্॥ অস্তেয়মস্পৃহাঽন্যেষাং চিত্তে বাক্কায়মানসৈঃ। অহিংসা বাঙ্মনঃকায়ৈঃ পরপীড়া-নিবর্ত্তনম্॥ অহিবুধ্নসংহিতা (৩১।১৯-২৩)।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ, বনীভূত্বা প্রব্রজেৎ।

পরিশিষ্ট ২৬৭। শতপথব্রাহ্মণ ১৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। জাবাল শ্রুতিতেও আম্নাত হইয়াছে—'যদি চেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা'। এই জাতীয় শ্রুতির স্মরণ করিয়া অঙ্গিরাঃ বলিয়াছেন—'প্রব্রজেদ্ ব্রহ্মচর্য্যাদ্বা প্রব্রজেদ্বা গৃহাদপি। বনাদ্বা প্রব্রজেদ্ বিদ্বানাতুরো বাথ দুঃখিতঃ॥' আতুর অর্থাৎ মুমূর্ষু। আতুরের সংন্যাসসম্বন্ধে জাবালশ্রুতিতে আম্নাত হইয়াছে—'যত্ত্যাতুরঃ স্যান্ মনসা বাচা বা সংন্যসেৎ'। মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে—'আতুরাণাং চ সন্ন্যাসে ন বিধি নৈর্ব চ ক্রিয়া। প্রৈষমাত্রং সমুচ্চার্য্য সন্ন্যাসং তত্র পূরয়েৎ॥'

ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণানালভেত।

পরিশিষ্ট ১৫৫। শতপথব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মণোঽঙ্গাৎ প্রসূতোঽগ্নিরঙ্গিরা ইতি বিশ্রুতঃ।
দক্ষিণাগ্নি র্গার্হপত্যাহবনীয়াবিতি ত্রয়ী ॥ ইত্যাদি।

কালিকাভাস ৪৫২। নীলকণ্ঠধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। সভাপর্ব্বস্থিত সপ্তমাধ্যায়ের টীকা।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্র মিবাম্ভসা ॥

কালিকা ৫৭। গীতা ৫।১০।

কাবষেয় হইতে মুণ্ডকাদি সম্প্রদায় পর্য্যন্ত কর্ম্মের নিন্দা করিয়া জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন। কিন্তু যাজ্ঞিকগণ হইতে ঐশাদি সম্প্রদায় পর্য্যন্ত কর্ম্মেরই পক্ষপাতী। উভয়মতের সামঞ্জস্য করিয়া ভগবান্ শ্লোকটীব স্মরণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মণ্যেব স্থিতি র্যা সা সমাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ।

পরিশিষ্ট ২২৯। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—পাতঞ্জলদর্শন।

ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ ॥

পরিশিষ্ট ৬২। অত্রিসংহিতা ৩৮১।

ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ।

পরিশিষ্টে ১২৬। ব্রহ্মসূত্র ৪।১।৫॰

ব্রহ্মবনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতোদ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।

কালিকা ১০২,২৬৪-৫ ॥ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ১০৩-৪ পৃষ্ঠায় কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।

কালিকা ২০। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৮।১ এবং তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।১।১।

ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাদীনাং চিন্তা ধ্যানং প্রচক্ষতে।

পরিশিষ্ট ১০০। দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রের বার্ত্তিক।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রমাণটী সগুণধ্যান সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। নির্গুণধ্যানসম্বন্ধে যোগিযাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—আনন্দমজরং সত্যং সদসৎ সর্ব্বকারণম্। সর্ব্বাধারং জগদ্রূপমমূর্ত্তমজমব্যয়ম্। অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্থং বহিঃস্থং সর্ব্বতোমুখম্। সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বতঃপাদং সর্ব্বস্পৃক্ সর্ব্বতঃশিরঃ॥ ব্রহ্ম ব্রহ্মময়োঽহং স্যামিতি যদ্বেদনং ভবেৎ। তদেতন্নির্গুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ ৯।৬-৯। অন্যান্য বিষয় ধ্যানশব্দে দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

কালিকা ২১। মুণ্ডক ৩।২।৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। কোন কোনও টীকাকার বেদান্তপরিভাষার অষ্টম পরিচ্ছেদে এই শ্রুতিটীকে 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' বলিয়া লিখিয়াছেন এবং উহাকেই শ্রুতি বলিয়া সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রমাদ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কারণ মুণ্ডকের তাৎপর্য্য লইয়া অজ্ঞানবোধিনীতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আপন ভাষায় বলিয়াছেন—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'। সুতরাং ইহাকে শ্রুতিবলা যায় না।

ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ১১৮। শব্দার্থচিন্তামণিধৃত প্রমাণবচন।

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং ন তু ব্রহ্মা কদাচন।
অতএব মহেশানি ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং ন তু বিষ্ণুঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রানী কুরুতে গ্রাসং ন তু রুদ্রঃ কদাচন।
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥

পরিশিষ্ট ২১২। কুব্জিকাতন্ত্র ১ম পটল।

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥

শ্লোকার্দ্ধেন ইত্যাদি। মহানির্ব্বাণ আত্মজ্ঞাননির্ণয় ৫।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা॥

কালিকা ৪০১। গীতা ৪।২৪ এবং মহানির্ব্বাণ ৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। দেবভাবাপন্ন শাক্তগণ এই মন্ত্রটীর সঙ্গে 'অহন্তাপাত্রভবিতম্' ইত্যাদি মন্ত্রের ভাবনা পূর্ব্বক অন্তর্যাগ সম্পাদন করিয়া থাকেন। অনুগীতার ২৬ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—ব্রহ্মৈব সমাধিস্তস্য ব্রহ্মাগ্নি ব্রহ্মসস্তরঃ। আপো ব্রহ্ম গুরুর্ব্রহ্ম স ব্রহ্মণি সমাহিতঃ॥ ১৭।

ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িকা॥

পরিশিষ্টে ১০০। তেজোবিন্দুপনিষৎ।

ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং সচ্চিদানন্দরূপম্।

কালিকা ২৭৯। নৃসিংহোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ ৭।

ব্রাহ্মণস্য ন সাদৃশ্যে বর্ত্ততে সোঽপি কিংপুনঃ।
ইজ্যতে যেন মন্ত্রেণ যজমানো দ্বিজোত্তমঃ॥

ভাষ্য ১৩৮। মোক্ষধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন।

কালিকা ২২৩,২২৬। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২।

ব্রাহ্মণেষু চ যদ্দত্তং যচ্চ বৈশ্বানরে হুতম্।
তদ্ধনং ধনমাখ্যাতং ধনং শেষং নিরর্থকম্॥

'সমমব্রাহ্মণে দানম্' দেখুন। ব্যাসসংহিতা ৪।৩৮।

ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য লোকেঽস্মিন্ মূকো বা বধিরো ভবেৎ।

ভাষ্য ১২৯। শিষ্টসম্মিত স্মৃতিপ্রমাণ।

ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ।

কালিকা ১০৫। মনু ২।২৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এইরূপ—

স্বাধ্যায়েন ব্রতৈ র্হোমৈ স্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়া সুতৈঃ।

মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ॥

ভক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।

পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ স্মৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৪৭। মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

ভক্তিযোগঃ পরা পূজা যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

জ্ঞানযোগঃ পরা পূজা জ্ঞানাৎ কৈবল্যমশ্নুতে॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

ভক্তিলক্ষ্মীসমৃদ্ধানাং কিমন্যদুপযাচিতম্।

এতয়া বা দরিদ্রাণাং কিমন্যদুপযাচিতম্॥

পরিশিষ্টে ১৩২। স্পন্দকারিকায় উৎপলাচার্য্য।

ভক্ষঃ সুরায়া বিহিতো ন পানং তথা পশোবালম্ভনং ন হিংসা।

কালিকাভাসে ২৩৭। ভাগবত ১১।৫।১৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্রীধর স্বামী শ্লোকটীর এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন—যদ্ঘ্রাণভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া স্তথা পশোরালম্ভনং ন হিংসা।

ভগবন্ সংশয়ঃ কশ্চিদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য মানসে।

যো ন শক্যো ময়া বক্তুং তমস্মৈ বক্তুমর্হসি॥

কালিকা ৪। মহাভারত—উদ্যোগপর্ব্ব ৪২।১০।

ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেব বৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ।

উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্॥

পরিশিষ্টে 'আর্য্যভট্ট'। আর্য্যসিদ্ধান্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। কেহ কেহ শ্লোকটীকে ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের টীকাকার পৃথূদক স্বামীর বচন বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উহার পাঠ বিভিন্ন।

শ্লোকটির অর্থ এইরূপ—'নক্ষত্ররাজি স্থির; পৃথিবীই স্বীয় আবর্তনের দ্বারা গ্রহনক্ষত্রগণের উদয়াস্ত সম্পাদন করিতেছে'। শ্লোকটীর আকর ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৪।৬।৪৪ অর্থাৎ 'স বা এষ ন কদাচনাস্তমেতি নোদেতি। তং যদস্তমেতীতি মন্যন্তেঽহ্নএব তদন্ত-মিত্বাঽথাত্মানং বিপর্য্যস্যতে রাত্রীমেবাবস্তাৎ কুরুতেঽহঃ পরস্তাৎ। অথ যদেনং প্রাতরুদেতীতি মন্যন্তে রাত্রেরেব তদন্তমিত্বাঽথাত্মানং বিপর্য্যস্যতেঽহরেবাবস্তাৎ কুরুতে রাত্রিং পরস্তাৎ। স বা এষ ন কদাচন নিম্রোচতি'।

ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভযাত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কালিকা ৬৯৩-৪। কঠ ২।৬।৩।

ভর্গ ইত্যবিদ্যাদিদোষভর্জ্জনাত্মকজ্ঞানৈকবিষয়ত্বম্।

পরিশিষ্ট ৩৫৮। শঙ্করাচার্য্যকৃত গায়ত্রীভাষ্য।

ভর্গো দেবস্য কবয়োঽন্নমাহুঃ।

পরিশিষ্ট ৩৫৭। গোপথব্রাহ্মণ ১।

ভবতি হি বেদানুকারেণ পঠ্যমানেষু মন্বাদিবাক্যেষু অপৌরুষেয়ত্বাভিমানিনো গৌড়মীমাংসকস্যার্থনিশ্চয়ঃ।

পরিশিষ্টে 'উদয়নাচার্য্য'। উদয়নাচার্য্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। গৌডদেশীয় মীমাংসক শালিকনাথ মিশ্র বেদমন্ত্রের ন্যায় মনুসংহিতাদির শ্লোক পাঠ করিতেন বলিয়া উদয়নাচার্য্য তাঁহাকে এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন। 'বেদানুকারঃ' ইত্যাদি দেখুন।

ভবন্তি চাস্মিন্ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
তস্মাদ্ ভূরিতি বিজ্ঞেয়া প্রথমা ব্যাহৃতিঃস্মৃতা॥

পরিশিষ্ট ১৮০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ভবন্তি ভূয়োলোকানি উপযোগক্ষয়ে পুনঃ।
কল্পন্ত উপভোগায় ভুবস্তস্মাৎ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ভবেদ্ ভাবাশ্রয়ং নৃত্তং নৃত্যং তাললয়াশ্রিতম্।

পরিশিষ্ট ৮৩। ভরতমুনি।

মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের তৃতীয়খণ্ডে নৃত্যাদিব্যবস্থা এবং ভাবনিরূপণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এসম্বন্ধে উহার ২৬ ও ৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

কালিকা ২৫০। মুণ্ডক ২।২।৮, অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৪।৩১।

মন্তব্যপ্রকাশ। কুলার্ণব মহারহস্যের যোগস্থাপন নামক নবম উল্লাসে এই মন্ত্রটী পঠিত হইয়াছে।

বিষ্ণুভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥ ১।২।২১।

আবার একাদশ স্কন্ধে স্মৃত হইয়াছে—

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।১১।২০।৩০।

ভিদ্যমানাৎ পবাদ্ বিন্দোকভয়াত্মরবোঽভবৎ।
স রবঃ শ্রুতিসম্পন্নঃ শব্দব্রহ্মাভবৎ পরম্॥

পরিশিষ্ট—২৭২। সারদাতিলক।

ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কালিকাভাস ৩৯৬। তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী ৮।

ভূমিকাদ্বিতীয়াভ্যাসাৎ তৃতীয়া তনুমানসা।
মননপ্রায়পর্য্যায়া ভবেত্তল্লক্ষণং শৃণু॥

সান্ধকারগৃহস্থস্য পর্য্যালোচনয়া চিরম্।
সূক্ষ্মার্থো ভাসতে যদ্বৎ তৃতীয়ায়াং তথা মুনে॥

পরিশিষ্ট ৬৭। বোধসার।

ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেঽর্থবিরতে র্বশাৎ।
সত্বাত্মনি স্থিতিঃ শুদ্ধে সত্বাপত্তিরুদাহৃতা ॥

পরিশিষ্ট ৬৮। বরাহোপনিষৎ ৪।৬, মহোপনিষৎ ৫।৩০, যোগবাশিষ্ঠ-উৎপত্তি প্রকরণ ১১৮।১১।

ভূমিকাপঞ্চমাভ্যাসাৎ স্বাত্মারামতয়া ভৃশম্।
আভ্যন্তরাণাং বাহ্যানাং পদার্থানামভাবনাৎ ॥
পরপ্রযুক্তেন চিরং প্রত্যয়েনাববোধনম্।
পদার্থাভাবনা নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা ॥

পরিশিষ্ট ৬৯। বরাহোপনিষৎ ৪।৮-৯, মহোপনিষৎ ৫।৫২-৩৩,যোগাবাশিষ্ঠ—উৎপত্তিপ্রকরণ ১১৮।১৩-১৪।

ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ।

পরিশিষ্ট ২০৮। যজুর্ব্বেদ ৪০।৯।

ভৃজিপাকে ভবেদ্ধাতুর্যস্মাৎ পাচয়তে হ্যসৌ।
ভ্রাজতে দীপ্যতে যস্মাজ্জগচ্চান্তে হরত্যপি ॥
কালাগ্নিরূপমাস্থায় সপ্তার্চ্চিঃ সপ্তরশ্মিভিঃ।
ভ্রাজতে তৎস্বরূপেণ তস্মাদ্ ভর্গঃ স উচ্যতে ॥

পরিশিষ্ট ৫৬-৭। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ভৃষ্টবীজোপমা যেষাং পুনর্জ্জননবৰ্জ্জিতা।
বাসনারসনির্হীনা জীবন্মুক্তা হি তে স্মৃতাঃ ॥

পরিশিষ্ট ৬০। যোগবশিষ্ট—উপশমপ্রং ৯১।৪৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। অন্নপূর্ণোপনিষদের 'ভ্রষ্টবীজোপমা যেষাম্' ইত্যাদি শ্লোক ইহার অবিসংবাদী।

ভেতি ভাসয়তে লোকান্ রেতি রঞ্জয়তি প্রজাঃ।
গ ইত্যাগচ্ছতি যস্মাদ্ ভরগো ভর্গ উচ্যতে ॥

পরিশিষ্ট ৩৫৮। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

ভেদব্যপদেশাৎ।

পরিশিষ্ট ৯৪। ব্রহ্মসূত্রে ১।৩।৫।

ভোক্তানুমন্তা সংস্কর্ত্তা ক্রয়বিক্রয়িহিংসকাঃ।
উপহর্ত্তা ঘাতয়িতা হিংসকা শ্চাষ্টধাধমাঃ॥

কালিকা ২২৪। কাশীখণ্ড।

মন্তব্যপ্রকাশ। মনুসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে—
অনুমন্তা বিসশিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদক শ্চেতিঘাতকঃ॥ ৫।৫১।

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥

পরিশিষ্টে 'ভর্ত্তৃহরি'। ভর্ত্তৃহরি—বৈরাগ্যশতক।

ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতিচাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥

পরিশিষ্ট ৩৩৩। মাণ্ডূক্য কারিকা—আগম প্রং ৯।

ভোজনং পরমা পূজা দেবনৈবেদ্যরূপতঃ।
অভোজনং পরা পূজা হ্যুপবাসপ্রিয়োহরিঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

পরিশিষ্ট ১৭৯। বিষ্ণুভাগবত ৭ স্কন্ধ।

ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য জাতস্যাকাশবর্ণবৎ।
অপুনঃস্মরণং মন্যে সাধো বিস্মরণং বরম্॥

পরিশিষ্ট ৪৭৯। যোগাবশিষ্ঠ—বৈরাগ্যপ্রং
৩।২ এবং উৎপত্তিপ্রং ১১৪।৪২।

ভ্রষ্টবীজোপমা যেষাং পুনর্জননবর্জ্জিতা।
বাসনারসনাহীনা জীবন্মুক্তা হি তে স্মৃতাঃ॥

পরিশিষ্ট ৬০। অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৪।৫২।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ভৃষ্টবীজোপমা' ইত্যাদি যোগবাশিষ্ঠের শ্লোক ইহার অবিসংবাদী।

মকরন্দং পিবন্ ভৃঙ্গো যথা গন্ধং ন কাঙ্ক্ষতি।
নাদাসক্তং তথা চিত্তং বিষয়ান্নাভিকাঙ্ক্ষতি ॥

কালিকাভাস ৪৪৯। বোধসার।

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারস্তু যোগিভিঃ পীত স্তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

পরিশিষ্ট ৩৮৮। জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র ৫১।

মধুরো ভাষাসন্দর্ভো মহার্থো নাতিবিস্তরঃ।

পরিশিষ্টে 'শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য্য'। শ্রীকণ্ঠভাষ্য।

মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যা মধুসূদনসরস্বতী ॥

পরিশিষ্টে 'মধুসূদন'। আভাণক।

মন এবেত্যনন্তং বৈ মনোঽনন্তা বিশ্বে দেবা অনন্তমেব স তেন লোকং জয়তি।

কালিকা ৪৬৫। যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ।

মনসশ্চ গুণ শ্চিন্তা প্রজ্ঞয়া স তু গৃহ্যতে।
হৃদিস্থ শ্চেতনাধাতু র্মনোজ্ঞানে বিধীয়তে ॥

পরিশিষ্ট ২৩২। অনুগীতা ৩।৩৪।

মনসো নিগ্রহার্থায় পরমার্থপরায়ণা।
অকামা তত্ত্বজিজ্ঞাসোঃ সা তপস্যোত্তমা মতা ॥

পরিশিষ্ট ৭১। বোধসার।

মনসো নির্ব্বিকারত্বং ধৈর্য্যং সৎস্বপি হেতুষু।

পরিশিষ্ট ৯৯। শিষ্টসম্মিত স্মৃতিপ্রমাণ।

মনসো লক্ষণং চিন্তা চিন্তোক্তা বুদ্ধিলক্ষণা।
মনসা চিন্তিতানর্থান্ বুদ্ধ্যা চেহ ব্যবস্যতি ॥
বুদ্ধি র্হি ব্যবসায়েন লক্ষ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
লক্ষণং মনসো ধ্যান মব্যক্তং সাধুলক্ষণম্ ॥

পরিশিষ্ট ২৩১। অনুগীতা ৪৩।২৪-২৫।

মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে।

কালিকা ৫৬। পৈঙ্গলোপনিষদ্‌ ৪।২০।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটী অবিকলভাবে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে।

মনঃপ্রসাদঃ সন্তোষো মৌনমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়া দাক্ষিণ্য মাস্তিক্য মার্জ্জবং মার্দ্দবং ক্ষমা॥
ভাবশুদ্ধিরহিংসা চ ব্রহ্মচর্য্যং স্মৃতি র্ধৃতিঃ।
ইত্যেবমাদয়োঽন্যে চ মনঃসাধ্যা যমাঃ স্মৃতাঃ॥

পরিশিষ্ট ৪৬৮। দক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রবার্ত্তিক—৯উ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

কালিকা ২৯৫। গীতা ৭।৩।

মনোদৃশ্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্‌।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥

কালিকা ৫৬ এবং কালিকাভাস ৩৭৩। যোগবাশিষ্ঠ এবং মাণ্ডুক্যকারিকা--অদ্বৈতপ্রং।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ভ্রমস্য জাগতস্যাস্য' ইত্যাদি শ্লোকটীও দ্রষ্টব্য।

মনো নির্ম্মলতাং যাতং শুভসন্তানবারিভিঃ।
ব্রাহ্মীং দৃষ্টি মুপাদত্তে বাগং শুক্লপটো যথা॥

পরিশিষ্ট ২০,১০১। যোগবাশিষ্ঠ স্থিতিপ্রং ৩৫।৪২।

মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাং স্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥

পরিশিষ্টে 'জয়াদিত্য'। রাজ-তরঙ্গিনী ৪।৪৯৭।

মনোবুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং করণ মন্তরম্‌।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষযা অমী॥

পরিশিষ্ট ৭। সুরেশ্বরার্য্যকৃত পঞ্চীকরণবার্ত্তিক ৩৩-৩৪।

মন্তব্যপ্রকাশ বেদান্তপরিভাষায় শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

মনোবৃত্তিময়ং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
মনসো বৃত্তয় স্তাবদ্ ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তজাঃ॥
নিরোদ্ধব্যা স্তন্নিরোধে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে।

কালিকা। ৫৬। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।

মন্ত্রদাতা শিরঃপদ্মে যদ্ধ্যানং কুরুতে গুরোঃ।
তদ্ধ্যানং শিষ্যশিরসি চোপদিষ্টং ন চান্যথা॥
অতএব মহেশানি কুতো হি মানুষো গুরুঃ।

কালিকা ৩৩৩। কামাখ্যাতন্ত্র ৪ পটল।

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
স বাগ্ বজ্রং যজমানং হিনস্তি যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

পরিশিষ্ট ৩৪০। তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।৪।১২।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহাভাষ্যের ১।১।১ আহ্নিকে "দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা' এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ শব্দের শব্দমাত্রপরতা দেখাইবার জন্যই ঐরূপ পাঠ গৃহীত হইয়াছে। 'উদ্দ্যোত'কার নাগেশ ভট্ট মনে করেন যে, পতঞ্জলি যুক্তিসমর্থনের নিমিত্ত মন্ত্রটীর পাঠান্তর করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় উভয়-পাঠই ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রচলিত ছিল।

মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসংবর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ।
শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজকাঃ॥

পরিশিষ্ট ২৭৪। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১।৪-৫।

মম মায়া দুরত্যয়া।

পরিশিষ্ট ১৮। গীতা ৭।১৪।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

পরিশিষ্ট ২৭৯। গীতা ১৫।১৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। ঋগ্বেদের ভৌবনবিশ্বকর্ম্মদৃষ্ট ১০।
৬।৮২।৩ ঋক্ স্মরণ করিয়া শ্লোকটী গীত হইয়াছে।

ময়ৈবাজ্ঞা পরা শক্তি বে'দসংজ্ঞা পুরাতনী।
ঋগ্ যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে॥

কালিকা ৩৩৬। কূর্ম্মপুরাণ।

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।

কালিকা ৩৯৩। গীতা ৯।১০।

ময়া সমর্পিতং তেজঃ সকলং ত্বয়ি ভাস্কর।
মত্তস্ত্বং ন হি ভিন্নোঽসি ন চ দেবাজ্জনার্দ্দনাৎ॥
অহং বিষ্ণুর্ভবান্ বিষ্ণু র্ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ প্রভাকর।
অস্মাকং সকলং ধাম ত্বয়ি তিষ্ঠতি ভাস্কর॥

পরিশিষ্ট ৪৩১। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১।৩০।১৩-১৪।

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥

কালিকা ৪৭৯। ঋগ্বেদ ১০।১২৫।৪। দেবীসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৪৮১ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দেবী-
সূক্তের তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে।

মরণং পরমা পূজা নির্ম্মাল্যত্যাগরূপতঃ।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

কালিকাভাস ৪৩১। কঠ ১।৩।১১।

মহদ্ ব্রহ্ম ইতি প্রোক্তং মহত্ত্বাদ্ মহতামপি।
তৎপ্রাপ্তিগুণসংযুক্তো মহাগুণ ইতি স্মৃতঃ॥

ভাষ্য ২০৬। নামমহোদধি।

মহর্ষিভি র্বেদার্থচিন্তনং স্মৃতিঃ।

পরিশিষ্ট ২৫৩। শিষ্টসম্মিত স্মৃতিপ্রমাণ।

মহাদেবো মহাকাল স্ত্রিপুর শ্চৈব ভৈরবঃ।

দিব্যৌঘা গুরবঃ প্রোক্তাঃ সিদ্ধৌঘান্ কথয়ামি তে॥

পরিশিষ্টে ১৯২। শক্তিরত্নাকর তন্ত্র।

মহাযোগেশ্বরঃ শম্ভু র্মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।

মহাযোগেশ্বরো ব্রহ্মা ভবানী সিদ্ধযোগিনী।

সনকাদ্যা বশিষ্ঠাদ্যাঃ কচদত্তশুকাদয়ঃ।

অরুন্ধতীপ্রভৃতয়ো যোগাৎ সিদ্ধিমুপাগতাঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯২। বোধসার।

মহাবাক্যানি চত্বারি—প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। ইতি।

পরিশিষ্ট ৪৫৮। শুকোপনিষৎ।

মহাব্যাহৃতীশ্চ বিকৃতা ওঁকারাস্তাঃ।

পরিশিষ্ট ৩৬৪। গোভিল।

মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।

ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্ত মে তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে।

পরিশিষ্টে 'অপ্পয় দীক্ষিত'। অপ্পয় দীক্ষিত।

মাং রক্ষতু বিভু র্নিত্যং পুত্রোঽহং পরমাত্মনঃ।

পরিশিষ্ট ১৭৯। পঞ্চরাত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। ঋগ্বেদেব ভৌবনবিশ্বকর্ম্মদৃষ্ট ১০।৬।৮২।৩ ঋক্ স্মরণ করিয়া প্রমাণটী উক্ত হইয়াছে।

মাং বিনা প্রকৃতি র্নাস্তি ত্বাং বিনা ন চ পুরুষঃ।

কালিকাভাস ৪০৫। নিগম—আনন্দোল্লাস।

মন্তব্যপ্রকাশ। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে আম্নাত হইয়াছে—

ত্বয়া ময়া জগদিদং পরিপূর্ণং মহেশ্বর।

একৈবাহং পরং ব্রহ্ম শিবশক্তীতি ভেদতঃ॥

মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব।

পরিশিষ্ট ২৬০, ২৬৩। তৈত্তিরীয়ারণ্যক ৭।১১।

মাত্যস্যাং শক্ত্যা প্রলয়ে সর্ব্বং জগৎ সৃষ্টৌ ব্যক্তিমায়াতীতি মায়া।

পরিশিষ্ট ১৮৩। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে—শৈবদর্শন।

মাত্রা হ্রস্বতরৈকেষামুক্তে ব্যাড়িঃ সমস্বরে।

পরিশিষ্টে "ব্যাড়ি"। ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৬ পটল।

মান এব পরা পূজা মান্যতে পরমেশ্বরঃ।

অপমানঃ পরা পূজা যোগী সিধ্যেদমানতঃ।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

কালিকা ৩২৪। গীতা ৮।১৫।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।

পরিশিষ্ট ১১২, ১৮৩। শ্বেতাশ্বতর ৪।১০।

মায়ামাত্রবিকাসত্বাদ্ মাযাতীতোঽহমদ্বয়ম্।

পরিশিষ্ট ১১৯। আত্মপ্রবোধোপনিষৎ ১৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্বেতাশ্বতরীয় ৪।১০ এবং এই জাতীয় শ্রুতি অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তলেশে উক্ত হইয়াছে—'অনাদিরনির্ব্বাচ্যা ভূতপ্রকৃতি শ্চিন্মাত্র-সম্বন্ধিনী মায়া তস্যাং চিৎপ্রতিবিম্ব ঈশ্বরঃ'।

মায়া মায়াকার্য্যং সর্ব্বং মহাদাদিদেহপর্য্যন্তম্।

অসদিদমনাত্মত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্॥

পরিশিষ্ট ১৮৫। বিবেকচূড়ামণি।

মন্তব্যপ্রকাশ। মায়াবাদ শ্রুতিসঙ্গত, কারণ ঋগ্বেদ 'কো অদ্ধা' ইত্যাদি বলিয়া মায়াবাদের উপক্ষেপ করিয়াছেন এবং আত্মপ্রবোধাদি উপনিষৎও উহার বিস্তৃতি করিযাছেন। সুতরাং পদ্মপুরাণের সপ্তমাধ্যায়-স্থিত 'মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ' এই প্রকার বচনকে সাম্প্রদায়িকই বলিতে হইবে।

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ।

কালিকাভাস ৪২০। গীতা ১০।৩৫।

মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।

কালিকা ২২৬, ২২৮। শ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৩।১।২৫ শারীরকভাষ্যে, তত্ত্ব-কৌমুদীতে এবং অন্যান্য নিবন্ধগ্রন্থে শ্রৌতপ্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তিঃ।

পরিশিষ্ট ১৬৫। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।

মিথ্যোপলব্ধিবিনাশ স্তত্ত্বজ্ঞানাৎ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৪৩-৪৪। ন্যায়দর্শন ৪।২।৩৪।

মীমাংসতে চ যো বেদান্ ষড়্‌ভিরঙ্গৈঃ সবিস্তরৈঃ।
ইতিহাসপুরাণানি স ভবেদ্ বেদপারগঃ॥

পরিশিষ্টে 'সমমব্রাহ্মণে দানম্'। ব্যাসসংহিতা ৪।৪৫।

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ॥

পরিশিষ্ট ৪৪। নৈষধচরিত ১৭।৭৪।

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবৎ ত্যজ।
ক্ষমার্জ্জবদয়াতোষসত্যং পীযূষবদ্ ভজ॥

পরিশিষ্ট ১৮৫। অষ্টাবক্রগীতা ১।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। বিবেকচূড়ামণিতে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতিদূরাদ্ বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবৎ তোষদয়াক্ষমার্জ্জব-
প্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্য মাদরাৎ। ৮৪।

বিষয়ের অসারতা এবং অপকারিতা দেখিয়া শান্তিশতকে শিল্‌হণ মিশ্র বলিয়াছেন—

বিষয়বিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং বিষমবিষবিষঙ্গব্যক্ত-
স্ফুশ্চেষ্টিতানাম্। বিরম বিরম চেতঃ সন্নিধানাদমীষাং সুখ-
কণমণিহেতোঃ সাহসং মাস্ম কার্ষীঃ ॥ ৭৭।

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো হকারার্দ্ধং
ধ্যায়েদ্ধরমহিষি তে মন্মথকলাম্ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট—২৭১। আনন্দলহরী।

মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্।
সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্ বিভবপ্রদম্॥

পরিশিষ্ট ২৭১। কামকলাতত্ত্ব, ললিতরহস্য,
ভাবচূড়ামণি, এবং কৌলাবলী।

মুনে র্ভাবস্তু মৌনং স্যাচ্ছব্দশাস্ত্রব্যবস্থয়া।
মুনিভাবো যর্হি নাস্তি তর্হি মৌনং নিরর্থকম্॥

পরিশিষ্ট ১৮০। বোধসার।

মূর্ত্তং ভগবতো রূপং সর্ব্বোপাশ্রয়নিস্পৃহম্।
এষা বৈ ধারণা জ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে॥
তচ্চ মূর্ত্তং হরে রূপং যাদৃক্ চিন্ত্যং নরাধিপ।
তচ্ছ্রূয়তামনাধারে ধারণা নোপপদ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৯১। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।

মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যঃ
পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্ মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুরুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না-
বদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবনপ্রেরিতো বর্ণসংঘঃ॥

পরিশিষ্ট ২১৯। প্রপঞ্চসার।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে প্রাণতোষিণীর প্রথম-
কাণ্ডে শব্দপ্রাদুর্ভাব নামক প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য
অলংকার কৌস্তুভে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকোগণঃ॥

কালিকা ২২৩। মনু ৭।৪৭।

মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥

পরিশিষ্ট ২৭৭। পরাশরসংহিতা ৪।২৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। পরাশরমাধবীয় দেখুন।

মৃত্যু নাঁস্ত্যমৃতং কুতঃ ?

ভাষ্য ৪৫৪। ভাষ্যকারধৃত শ্রুতি।

মৃত্যু র্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ।

পরিশিষ্ট ২২। কঠ ১।২।

মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ।

কালিকা ৪৩। মধুসূদন সরস্বতীধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

মৃত্যু র্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতম্।

ভাষ্য ৩৬। বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮।

মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।

ভাষ্য ৯৩। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯, আত্মপ্রবোধোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'—ইহাই শ্লোকের প্রথম চরণ। ৩।২।১৩ শারীরকভাষ্যে এইরূপ পাঠ ধৃত হইয়াছে—'মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।

মৈত্র্যাদিচিত্তপরিকর্ম্মবিদো বিধায়
ক্লেশপ্রহাণমিহ লব্ধসবীজযোগাঃ।
খ্যাতিং চ সত্ত্বপুরুষান্যতয়াধিগম্য
বাঞ্ছন্তি তামপি সমাধিভৃতো নিরোদ্ধুম্ ॥

পরিশিষ্ট ৩৭। শিশুপালবধ ৪র্থ সর্গ।

মন্তব্য প্রকাশ। পরিশিষ্টের ৩৮ পৃষ্ঠায় শ্লোকটীর টীকা সমালোচিত হইয়াছে। ঐ স্থলে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহস্থিত অক্ষপাদদর্শনের নৈয়ায়িক পক্ষ যদি টীকার আকর হয়, তাহা হইলেও আমাদের

বিকল্প তিরোহিত নহে”। কেন উহাকে আকর বলা হইল তাহা দেখাইবার জন্য অক্ষপাদ দর্শনের নৈয়ায়িকপক্ষ এ স্থলে উদ্ধৃত হইল—“প্রকৃতি-পুরুষান্যত্বখ্যাতৌ প্রকৃত্যুপরমে পুরুষস্য স্বরূপেণা-বস্থানং মুক্তিরিতি সাংখ্যখ্যাতেঽপি পক্ষে দুঃখোচ্ছে-দোঽস্ত্যেব। বিবেকজ্ঞানং পুরুষাশ্রয়ং প্রকৃত্যাশ্রয়ং বেত্যেতদবশিষ্যতে। তত্র পুরুষাশ্রয়মিতি ন শ্লিষ্যতে। পুরুষস্য কৌটস্থ্যাবস্থাননিরোধাপাতাৎ। নাপি প্রকৃত্যাশ্রয়ম্। অচেতনত্বাৎ তস্যাঃ। কিং চ প্রকৃতিঃ প্রবৃত্তিস্বভাবা নিবৃত্তিস্বভাবা বা। আদ্যেঽনি-র্মোক্ষঃ। স্বভাবস্যানপায়াৎ। দ্বিতীয়ে সংপ্রতি সংসারোঽস্তমিয়াৎ”।

এই উদ্ধৃতাংশের সহিত ৩৮ পৃষ্ঠাস্থিত সংস্কৃত ব্যাখ্যার তুলনা করিলে উদ্ধৃতাংশকেই টীকার আকর বলিয়া মনে হয়। টীকাকারের চিত্ত যে ন্যায়-প্রবণ ছিল তাহার সম্বন্ধে ‘নিষ্কণ্টক’ই অবাধিত প্রমাণ। চিত্তের ন্যায়প্রবণতা অবশ্য দোষের নহে, কিন্তু চিত্ত ন্যায়প্রবণ বলিয়া নৈয়ায়িকপক্ষের উপপত্তিকে সাংখ্য-সিদ্ধান্ত বলা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এ সম্বন্ধে যাহা যাহা নৈয়ায়িকগণের উত্তরপক্ষ, তাহা সাংখ্যের পূর্ব্বপক্ষ। যোগদর্শনের বার্ত্তিককার বিজ্ঞানভিক্ষুর দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া যোগসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে টীকাকারের বিরুদ্ধে আমাদের কোন প্রকাব অভিযোগ বা অনুযোগ থাকিত না।

উত্তমপুরুষের অঙ্গীকার এবং অনঙ্গীকার হেতু উভয়-দর্শনের মোক্ষোপায় পৃথক্ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। অস্মৎপ্রণীত বিদ্যাপ্রস্থানের যোগপক্ষে এ সকল কথা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। উহাতে আমরা

বলিয়াছি—অস্তি তাবৎ সাংখ্যাদ্ যোগশাস্ত্রস্য বিশেষো যদেব শাস্ত্রজন্যপ্রকৃতিপুরুষবিবেকো মোক্ষোপায়ঃ কাপিলানাং তত্ত্বসাক্ষাৎকারো মোক্ষোপায়ো হৈরণ্যগর্ভাণামিতি। এতচ্চ তয়ো বৈষম্যং প্রকৃতিপুরুষাতিরিক্তপরমেশ্বরানঙ্গীকারাঙ্গীকারাভ্যাং ব্যপদিশ্যতে। ইত্যাদি। কবিবর মাঘ উক্ত শ্লোকে যোগদর্শনের কথাই বলিয়াছেন, সাংখ্যের নহে।

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।

পরিশিষ্ট ১৭৮। বিবেক চূড়ামণি।

মোক্ষদ্বারে প্রতীহারা শ্চত্বারঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ

কালিকা ১৩৫। যোগবাশিষ্ঠ প্রঃ ১১।৫৯।

মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে
বৈরাগ্যমত্যন্ত মনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শমশ্চাপি দম স্তিতিক্ষা
ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্ম্মণাং ভৃশম্॥
ততঃ শ্রুতিস্তদ্মননং সতত্ত্ব-
ধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনে।
ততোঽবিকল্পং পরমেত্য বিদ্বান্
ইহৈব নির্ব্বাণসুখং সমৃচ্ছতি॥

পরিশিষ্ট ১৮৬। বিবেকচূড়ামণি ৭১।৭২।

মোক্ষেধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।

পরিশিষ্ট ১৪৫। অমরকোষ।

মৌনং চতুর্ব্বিধং প্রোক্তং বাঙ্ মৌনং বাগ্ বিনিগ্রহঃ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং সংরোধ স্তক্ষমৌন মুদাহৃতম্॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সংরোধঃ কাষ্ঠমৌনং তু কাষ্ঠবৎ।
গৌণং তু ত্রিবিধং মৌনমুত্তমং তু মনোলয়ঃ॥

পরিশিষ্টে ১৮৭। বোধসার।

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
পরিশিষ্ট ১৩২, ২৬৫। যোগশিখোপনিষৎ ৬।১৩ এবং গীতা ৬।২২।

য আবৃণোত্যবিতথং ব্রহ্মণা শ্রবণাবুভৌ।
স মাতা স পিতা জ্ঞেয় স্তস্মৈ দ্রুহ্যেৎ কদাচন॥
কালিকা ৩৪৯। মনুসংহিতা ২।১৪৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। নিরুক্তের নৈগমকাণ্ডে পঠিত হইয়াছে—আবৃণত্ত্য বিতথেন কর্ণাবদুঃখং কুর্ব্বন্নমৃতং সম্প্রযচ্ছন্। তং মন্যেত পিতরং মাতরং চ তস্মৈ ন দ্রুহ্যেৎ কতমচ্চনাহ॥ বিষ্ণুসংহিতার ত্রিংশাধ্যায়ে শ্লোকটী পাঠান্তরিত হইয়া স্মৃত হইয়াছে।

য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি।
কালিকা ৩২৪, ৩৬৬। বৃহদারণ্যক ১।৪।১০।

যক্ষ্যমাণো হ বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি।
কালিকা ১৯, ২০। ছান্দোগ্য ৫।১১।৫।

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥
কালিকা ২২২। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব ১৭৪।৪৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। শব্দার্থচিন্তামণিতে শ্লোকটীর এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে।

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি।
কালিকা ৩৩১। কেন ১।৬।

যচ্চান্যৎকিঞ্চিচ্ছ্রেয়স্তৎ সর্ব্বং প্রণবমুচ্চার্য্য প্রবর্ত্তয়েৎ সমাপয়েৎ।
পরিশিষ্ট ৩৬৪। ছান্দোগ্যপরিশিষ্ট।

যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্‌যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানং নিযচ্ছেন্মহতি তদ্‌যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি॥
কালিকা ৪৬,২৪৯,৩১৯,৩৩০-১,পরিশিষ্ট২২১। কঠ ১।৩।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ৪৭ ও ৩১০ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য।

যজনং যাজনং চৈব বেদস্যাধ্যয়নং চ হি।
অধ্যাপনং তথা দানং প্রতিগ্রহমিহোচ্যতে॥
এতানি ব্রাহ্মণঃ কুর্য্যাৎ ষট্‌কর্ম্মাণি দিনে দিনে।

পরিশিষ্ট ২৭। লঘু আশ্বলায়ন স্মৃতি ৬-৭।

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু॥

পরিশিষ্ট ২২। যজুর্ব্বেদ ৩৪।১-৬।

মন্তব্যপ্রকাশ। শিবসংকল্প মন্ত্রের দ্বারা প্রতিমাদির পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, শিরঃ ও পাদদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়। ইহা পুরাণোক্ত ষড়ঙ্গন্যাস। ভবিষ্যপুরাণে স্মৃত হইয়াছে—
ও যজ্জাগ্রত ইত্যাদ্যৈর্মন্ত্রৈঃ ষড়্‌ভিঃ ক্রমাৎ স্পৃশেৎ।
দেবস্য দক্ষিণং পার্শ্বং বামং পৃষ্ঠং শিরঃ পদৌ॥

হরিভক্তিবিলাসের ১৯ বিলাসে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

যজ্ঞাদিকং চাত্মভবাঃ সুখাপ্ত্যৈ কুর্ব্বন্তু জীবা ইতি যাস্য বৃত্তিঃ।
বেদত্রয়ী কর্ম্মময়ী কিলাজশক্তিং গুরুং দ্বাদশমানতাঃ স্মঃ॥

কালিকা ৩৩৪। গুরুপরম্পরাতন্ত্র।

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌ যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

পরিশিষ্ট ৪১১। মনু ৫।৩৯, বিষ্ণুসংহিতা ৫১।৬১।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।

কালিকা ১৯। যজুর্ব্বেদ ৩১।১৬।

যজ্ঞে দেবত্বমাপ্নোতি তপোভি র্ব্রহ্মণঃ পদম্।
দানেন বিবিধান্ ভোগান্ জ্ঞানেন মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

কালিকা ৫৬। সদাশিবেন্দ্রসরস্বতীধৃত প্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। দেবত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুত্ব, কারণ

শ্রুতি বলিয়াছেন—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১।৮।১।২।

যজ্ঞো দানং তপো জপ্যং শ্রাদ্ধং চ সুরপূজনম্।
গঙ্গায়াং চ কৃতং সর্ব্বং কোটিকোটিগুণং ভবেৎ॥

পরিশিষ্ট ৯০। নারদীয়পুরাণ।

যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।

ভাষ্য ৩৭। গীতা ১৮।৫।

যত শ্চোদেতি সূর্য্যঃ অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তং দেবাঃ সর্ব্বে অর্পিতা স্তদুনাত্যেতি কশ্চন॥

কালিকা ৩৬১। কঠ ৪।৯। ইত্যাদি।

যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ মনসা সহ।

কালিকা ১৭৫। বলদেববিদ্যাভূষণধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইত্যাদি।

কালিকা ১০১-২, ২৬৪, ৪০২, ইত্যাদি। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ভৃগুবল্লী ১।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১০৩ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে ইহার ব্যাখ্যাদি দ্রষ্টব্য। শাক্তবেদান্তিগণ বলেন—

"যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চ ব্যক্ততাং যযুঃ।
পুনশ্চাব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্বুদা ইব।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

কালিকা ২৭৪, ২৯৫, ২৯৮, পরিশিষ্ট ২২২। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-ব্রহ্মানন্দবল্লী ৪ এবং ৯ অনুবাক, তৈত্তিরীয়ারণ্যক ৯।২, এবং কূর্ম্মপুরাণ-উপরিভাগ ৯।১১।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া স্মৃতি বলিয়াছেন—

যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচস্ত মনসা সহ। প্রমাণটী গোবিন্দভাষ্যে বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥

কালিকা ৫৭। গীতা ৯।২৭।

যৎ কিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎ কাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥

পরিশিষ্ট ২৬। ভবিষ্যপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। রামতর্কবাগীশের মুগ্ধবোধ-টীকায় প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা॥

পরিশিষ্ট ২২। বিবেকচূড়ামণি।

যৎ কৃতকং তন্নষ্টম্।

পরিশিষ্ট ২৬১। আভাণক।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥

কালিকা ২১৪। গীতা ১৭।২১।

যত্তু মে নিষ্কলং রূপং চিন্ময়ং কেবলং পরম্।
সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তমনন্তমমৃতং পদম্॥
জ্ঞানেনৈকেন তল্লভ্যমক্লেশেন পরং পদম্।
জ্ঞানমেব প্রপশ্যন্তো মামেব প্রবিশন্তি তে॥

কালিকা ৩৬৬। কূর্ম্মপুরাণ-দেবীবচন।

যস্মাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে।
ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥

পরিশিষ্ট ৮৪। পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার।

যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ।

পরিশিষ্ট ২৫৭-৮,২৬১, ২৮৩। মীমাংসান্যায়।

অভেদমতমাস্থায় যঃ কশ্চিৎ সাধয়েন্নরঃ।
ত্রিলোকে স তু পূজ্যঃ স্যাত্তারাসুতশ্চ এব সঃ॥
ভেদং কৃত্বা যদা মন্ত্রী সাধয়েদত্র সাধনম্।
ন তস্য নিষ্কৃতি র্দ্দেবি নিরয়ে পচ্যতে হি সঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৩২। তারারহস্য।

যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা সহ ভ্রমতাং তদাশ্রয়াণাং পিপীলিকাদীনাং গতিরন্যৈব প্রদেশান্তরেষপ্যুপলভ্যমানত্বাৎ···ইত্যাদি।

কালিকা ১৬২। ভাগবত ৫।২২।২।

যথাগ্নিরিন্ধনৈরিদ্ধো মহানাত্মা প্রকাশতে।
তথেন্দ্রিয়নিরোধেন মহাজ্যোতিঃ প্রকাশতে॥

পরিশিষ্ট ৩০৯। অনুগীতা ৪২।৫৩।

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি,এবমেতস্মাদাত্মনঃ...প্রাণাঃ।

কালিকা ২৮, ২৭৪, ২৭৯। মুণ্ডক ২।১।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। ছান্দোগ্যে আম্নাত হইয়াছে—যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। এই জাতীয় শ্রুতির অনুসরণ করিয়া স্মৃতি বলিয়াছেন—

একদেশস্থিতস্যাগ্নে র্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তি স্তথেদমখিলং জগৎ॥

বেদান্তের ভেদাভেদবাদিগণ এই জাতীয় শ্রুতি-স্মৃতিকে উপজীব্য করিয়া থাকেন।

যথা চিত্রময়ে পুংসি ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ।
তথা সঙ্কল্পপুরুষে ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ॥

'স্বল্পঃ সঙ্কল্পঃ' ইত্যাদি। যোগবাশিষ্ঠ-নির্ব্বাণপ্রং ২৯।২২।

যথা চৈকাপি সতী রেখা স্থানান্যত্বেন নিবেশ্যমানৈকদশশতসহস্রাদিশব্দপ্রত্যয়ভেদমনুভবতি, তথা সম্বন্ধিনোরপি সম্বন্ধিশব্দপ্রত্যয়ব্যতিরেকেণ সংযোগসমবায়শব্দপ্রত্যয়ার্হত্বং ন ব্যতিরিক্তবস্বস্তিত্বেন ইতি।

পরিশিষ্ট ২২৪। ২।২।১৭ সূত্রের শারীরকভাষ্য।
মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার অনুবাদ এবং ৩।১৩ যোগ-ভাষ্যের সহিত ইহার তুলনা ঐ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।
কালিকা ৫৬, ৯৬, পরিশিষ্ট ১০৮। মুণ্ডক ৩।২।৮।

যথা নাগপদেঽন্যানি পদানি পদগামিনাম্।
এবং সর্ব্বমহিংসায়াং ধর্ম্মার্থমপি ধীয়তে॥
কালিকা ২২৫। মহাভারত—অনুশাসন পং ১১৪।৬-৭, এবং শান্তিপর্ব্ব ২৪৪।১৮।

যথা পরিমিতো ঘটো যথা পরিমিতঃ পটঃ।
নিয়তঃ পরিমাণস্থঃ পুরুষার্থ স্তথৈব চ॥
পরিশিষ্ট ১৫৩। যোগবাশিষ্ঠ মুমুক্ষুব্যবহার প্রঃ ৫।২৪।

যথা পান্থস্য কান্তারে সিংহব্যাঘ্রমৃগাদয়ঃ।
উপদ্রবকরা স্তদ্বৎ ক্রোধাদ্যা দুর্গমা নৃণাম্॥
ভাষ্য ২০৯। হিরণ্যগর্ভসংহিতা।

যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে, ইত্যাদি।
কালিকা ১১০। ছান্দোগ্য ৪।১৪।৩।

যথার্থকথনং যচ্চ সর্ব্বলোকসুখপ্রদম্।
তৎসত্যমিতি বিজ্ঞেয়মসত্যং তদ্বিপর্য্যয়ম্॥
কালিকা ১৫১,২১৩। পদ্মপুরাণ-ক্রিয়াযোগসার ১৬।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।
তাবদ্বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ॥
পরিশিষ্ট ৩৬৮। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র—আত্মজ্ঞাননির্ণয়।

যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্
বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।

কালিকা ২৯৬। ছান্দোগ্য ৬।১।৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহাই প্রসিদ্ধ একবিজ্ঞান শ্রৌত-প্রতিজ্ঞা। তান্ত্রিক গুরুসম্প্রদায় বলেন—'বাচারম্ভণমাত্রত্বাদেকমেব বস্তু বহুবিধং ভবতি'॥

যথা হস্তিপদে লীনং সর্ব্বপ্রাণিপদং ভবেৎ।
দর্শনানি চ সর্ব্বাণি কুল এব তথা প্রিয়ে॥

পরিশিষ্ট ৫৯। কুলার্ণবতন্ত্র ২য় উল্লাস।

যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।

কালিকা ২০। ছান্দোগ্য ৮।১।৬।

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসতে।
এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসতে॥

পবিশিষ্ট ৩। ছান্দোগ্য ৫।২৪।৫।

যথৈষীকতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে।

কালিকা ১০৯। ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ।
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্ বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

ভাষ্য ৩৬ পরিশিষ্ট ৩১৬। মনু ১২।৯২।

যথোত্তরং মুনীনাং প্রামাণ্যম্।

পরিশিষ্ট ১২৭, ১৩১। বৈয়াকবণ স্থায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'ন বহুব্রীহৌ' (১।১।০।২৯) এই পাণিনিসূত্রের তত্ত্ববোধিনী দ্রষ্টব্য।

যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ।
কুতার্কিকা জ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিরস্তঃ॥

পরিশিষ্টে 'উদ্দ্যোতকর'। ন্যায়বার্ত্তিক।

যদন্যানি দ্রব্যাণি যথালাভমুপহরন্তি দক্ষিণা এব তাঃ…… ।

কালিকা ৩৫৪ । আপস্তম্ব ।

যদর্থবিজ্ঞানং সা প্রমা ।

পরিশিষ্ট ১৬১ । ন্যায়ভাষ্য ১।১।২ প্রস্তাবনা ।

যদস্তি যদ্ভাতি তদাত্মরূপং নান্যত্ততো ভাতি ন চান্যদস্তি ।
স্বভাবসংবিৎ প্রতিভাতি কেবলা গ্রাহ্যং গৃহীতেতি মৃষাবিকল্পঃ ॥

পরিশিষ্ট । ৩১০ । যোগবাশিষ্ঠ ।

যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥

কালিকা ৪৬৩, পরিশিষ্ট ৪২ । শ্বেতাশ্বতর ৬।২০ ।

যদা তু প্রকৃতৌ যাতি লয়ং বিশ্বমিদং জগৎ ।
তদোচ্যতে প্রাকৃতোঽয়ং বিদ্বদ্ভিঃ প্রতিসঞ্চরঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৬০ । মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিদ্ধেয়োপাদেয়রূপি যৎ ।
স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে ॥

পরিশিষ্ট ১৭১ । যোগবাশিষ্ঠ ।

যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্ব্বেষু বস্তুষু ।
তদেব সংন্যসেদ্ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ ।

পরিশিষ্ট ৫৮ । মৈত্রেয়্যুপনিষৎ ২।১৯ ।

মন্তব্যপ্রকাশ । সকল সংস্কার পরিত্যক্ত না হইলে কৈবল্য হয় না বলিয়া উপনিষৎ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন । প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ এবং অতিক্রান্তভাবনীয় যোগিগণের এইরূপ অবস্থাই বুঝিতে হইবে । বিভূতি পাদের ৩।৫১ সূত্রভাষ্য দেখুন ।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি ।
তাবদ্ বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চ শুভাশুভৈঃ ॥

পরিশিষ্ট ৩৬৮ । মহানির্ব্বাণ-আত্মজ্ঞাননির্ণয় ২ ।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে ॥

কালিকা ৬৭, ২৪০। বৃহদারণ্যক ৪।৪।৭ এবং শাট্যায়নী-উপনিষৎ ২৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। সুরেশ্বরাচার্য্যের সম্বন্ধবার্ত্তিকে 'হৃদি শ্রিতাঃ' বলিয়া মন্ত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে। কূর্ম্ম-পুরাণান্তর্গত ঈশ্বরগীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঠিত হইয়াছে —যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ। তদাসাবমৃতীভূতঃ ক্ষেমং গচ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩৫।

শ্লোকটী জীবন্মুক্তের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। সাধারণ জীবের সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"তদ্-যথা তৃণজলায়ুকা তৃণস্যান্তং গত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যা-ত্মানমুপসংহরত্যেবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাঽ-বিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যমাক্রমমাক্রম্যাত্মানমুপসংহরতি। তদ্‌যথা পেশস্কারী পেশসো মাত্রামুপাদায়ান্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং তনুত এবমেবায়মাত্মেদং শরীরং নিহত্যাবিদ্যাং গময়িত্বাঽন্যন্নবতরং কল্যাণতরং বা রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বাঽন্যেষাং বা ভূতানাম্। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৩-৪)।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ় স্তদোচ্যতে ॥

ভাষ্য ৩৯। গীতা ৬।৪।

যদি চেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।

পরিশিষ্টে 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম্'। জাবালশ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে কমলাকরভট্টপ্রণীত নির্ণয়সিন্ধুর সন্ন্যাসবিধি দ্রষ্টব্য।

যদীশ্বরপ্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্॥

কালিকা ২১৫। কূর্ম্মপুরাণ।

যদুপাসনয়া ব্রহ্মন্ যোগিনো মলমাত্মনঃ।
দ্রব্যক্রিয়াকারকাখ্যং ধূত্বা যান্ত্যপুনর্ভবম্॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৫৮।

যদৃচ্ছালাভতো নিত্যং প্রীতি র্যা জায়তে নৃণাম্।
তৎসন্তোষং বিদুঃ প্রাজ্ঞাঃ পরিজ্ঞানৈকতৎপরাঃ॥

পরিশিষ্ট ১১৬। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।৫।

যদেতমনুপশ্যত্যাত্মানং দেবমঞ্জসা।
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥

ভাষ্য ১৮৭। বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৫।

যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরম্।

কালিকা ১৯। ছান্দোগ্য ১।১।১০।

যদ্ গৃহীতমবিজ্ঞাতং নিগদেনৈব শব্দ্যতে।
অনগ্নাবিব শুষ্কৈধো ন তজ্জ্বলতি কর্হিচিৎ॥

পবিশিষ্টে 'যোঽর্থজ্ঞইৎ'। তৈত্তিরীয় আরণ্যক ২।১৫।

যদ্দদাতি গয়াক্ষেত্রে প্রভাসে পুষ্করেঽপি চ।
প্রয়াগে নৈমিষারণ্যে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে॥
গঙ্গাযমুনয়ো স্তীরে তীর্থে বাঽমরকণ্টকে।
নর্ম্মদায়াং গয়াতীরে সর্ব্বমানন্ত্যমুচ্যতে॥
বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে ভৃগুতুঙ্গে মহালয়ে।
সপ্তারণ্যেঽসিকূপে চ যত্তদক্ষরমুচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৮। শঙ্খসংহিতা ১৪।১-৩।

যদ্ব্রহ্ম শুদ্ধং নিরহং নিরীহং স্বান্তর্বিলীনাত্মসমস্তশক্তি।
সচ্চিৎসুখং চৈকমনন্তপারং তং স্বাদিনাথং গুরুমানতাঃ স্মঃ॥

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরা।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই সমস্ত শ্লোকে গুরুবহুত্ব কল্পিত

হইলেও অদ্বৈতভঙ্গ হয় নাই ; কারণ সৃষ্টিক্রমে উক্ত গুরুসজ্ঞ একমাত্র ব্রহ্মেরই রূপান্তর ও নামান্তর।

শাক্তবেদান্তীর ন্যায় ভগবতধর্ম্মাবলম্বীরাও বলেন—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥

যদ্ভুঙ্ক্তে বেদবিদ্বিপ্রঃ স্বকর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ।
দাতুঃ ফলমসংখ্যাতং প্রতিজন্ম তদক্ষয়ম্॥

পরিশিষ্ট ৮৭। ব্যাসসংহিতা ৪।৫৫।

যত্তাতুরঃ স্যান্ মনসা বাচা বা সংন্যসেৎ।

পরিশিষ্টে 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমম্'। জাবালশ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। এসম্বন্ধে কমলাকরভট্টপ্রণীত নির্ণয়সিন্ধুর সন্ন্যাসবিধি দ্রষ্টব্য।

যদ্যেবং স কথং ব্রহ্মন্ পাপযোনিষু জায়তে।
ঈশ্বরশ্চ কথং ভাবৈ রনিষ্টৈঃ সংপ্রযুজ্যতে॥

ভাষ্য ৮৯। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

যদ্বাক্যেন ময়া সমীরিতমিদং যচ্চাস্ফুটং নোদ্ধৃতং
সত্তর্কৈ র্মনসা মতং পরমতং শঙ্কাকুলং খণ্ডিতম্।
ব্যাখ্যানং গুণদোষবেশরচনং ত্বৎপূজনোদ্দেশকং
ত্বৎপাদার্পিতমস্তু তদ্গুরুপদাদ্ ভক্ত্যা সুযত্নাহৃতম্॥

কালিকাভাস ৪৮২। কালিকাভাসের পুষ্পিকা।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

কালিকা ১৭৫। কেন ১।৪।

যদ্বাঽধ্যয়নসংসিদ্ধো বিজ্ঞানরহিতোঽপি সন্।
নাতীবাধিক্রিয়াশূন্যো ভর্ত্তৃযজ্ঞাদিদর্শনাৎ॥

কালিকা ১৯৭। ত্রিকাণ্ডমণ্ডনকৃত আপস্তম্বসূত্র-ধ্বনিতার্থকারিকা।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভর্ত্তৃযজ্ঞ মনুসংহিতার একজন

প্রাচীন ভাষ্যকার। ইনি মনুসংহিতার ভাষ্যকার অসহায় আচার্য্যের পরবর্ত্তী এবং শাস্তরক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়স্থিত তৃতীয় শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি ভর্তৃযজ্ঞের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিকাণ্ডমণ্ডন মেধাতিথির পরবর্ত্তী। তিনি গৌতমধর্ম্মসূত্রের ভাষ্যকার।

যদ্বা ভর্গঃশব্দেনান্নমভিধীয়তে।

পরিশিষ্ট ৩৫৭। ঋগ্বেদ ৩।৫।৬২ সূক্তের সায়ণভাষ্য।

যদ্ বৈ যজ্ঞস্য সাম্না যজুষা ক্রিয়তে তচ্ছিথিলম্। যদৃচা তদ্দৃঢম্।

কালিকা ১৮০। তৈত্তিরীয়সংহিতা ৬।৫।১০।

যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়ো র্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥

পরিশিষ্ট ২৫৪। স্কান্দপুরাণ—প্রভাসখণ্ড।

যন্ন সন্তং ন চাসন্তং নাশ্রুতং ন বহুশ্রুতম্।
জানন্নপি হি মেধাবী জড়বল্লোকমাচরেৎ॥

ভাষ্য ১২৫। বশিষ্ঠসংহিতা ৬ অধ্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকের শেষার্দ্ধ এরূপও পঠিত হয়—ন সুবৃত্তং ন দুর্ব্বৃত্তং বেদ কশ্চিৎ স ব্রাহ্মণঃ। ৩।৪।৫১ ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্যে প্রথম পাঠটাই ধৃত হইয়াছে।

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনং চ তথৈব চ।
প্রাণায়াম স্তথা গার্গি প্রত্যাহারশ্চ ধারণা॥
ধ্যানং সমাধি রেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে।

কালিকা ৩০০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। বরাহোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে আম্নাত হইয়াছে—

যমশ্চ নিয়মশ্চৈব তথা চাসনমেব চ।
প্রাণায়াম স্তথা পশ্চাৎ প্রত্যাহারস্তথাঽপরঃ॥
ধারণা চ তথা ধ্যানং সমাধিশ্চাষ্টমো ভবেৎ।

অহির্বুধ্নসংহিতার একত্রিংশ অধ্যায়ে পাঠান্তরের সহিত শ্লোকটী পঠিত হইয়াছে। ঐ স্থলে ‘যম’সম্বন্ধে যাহা স্মৃত হইয়াছে তাহা ‘ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তিঃ’ ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত হইয়াছে। ‘নিয়ম’ সম্বন্ধে স্মৃত হইয়াছে—‘সিদ্ধান্তশ্রবণং দানং মতি বীশ্বরপূজনম্। সন্তোষ স্তপ আস্তিক্যং হ্রীর্জপশ্চ তথা ব্রতম্॥ এতে তু নিয়মাঃ প্রোক্তা দশ যোগস্য সাধকাঃ॥” সিদ্ধান্তশ্রবণাদির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া স্মৃত হইয়াছে—‘সিদ্ধান্তশ্রবণং প্রোক্তং বেদান্তশ্রবণং বুধৈঃ। দানং ন্যায়ার্জ্জিতার্থস্য সৎপাত্রে প্রতিপাদনম্॥ বিহিতে কর্ম্মণি শ্রদ্ধা মতিরিত্যভিধীয়তে। যথাশক্ত্যর্চ্চনং ভক্ত্যা বিষ্ণোরীশ্বরপূজনম্॥ সংতোষোঽমলমনেনেতি প্রীতি র্যাদৃচ্ছিক্রেন বৈ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদ্যৈশ্চ তপো দেহবিশোষণম্॥ আস্তিক্যমস্তি বেদৈকগম্যং বস্থিতি-নিশ্চয়ঃ। নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে ব্রীড়া হ্রীঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥ গুরূপদিষ্টস্বাধ্যায়মন্ত্রাভ্যাসো জপঃ স্মৃতঃ। সদাচার্য্যোপদিষ্টেষূপায়ত্বপ্রগ্রহো ব্রতম্॥’ (অহির্বুধ্ন-সংহিতা ৩১ অধ্যায়)। আসনাদিসম্বন্ধে ৩১ হইতে ৩৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যমাদিগুণযুক্তস্য মনসঃ স্থিতিরাত্মনি।
ধারণেত্যুচ্যতে সদ্ভিঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেদিভিঃ॥

পরিশিষ্ট ৪৯৩। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।

ভাষ্য ৩।১৮, পরিশিষ্ট ১৭৭। কঠ ২।২২, মুণ্ডক ৩।২।৩।

যমোঽস্তেয় ঋতাহিংসাব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ।

পরিশিষ্ট ১৮৮। বিবেকচূড়ামণি।

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী॥

কালিকা ২১৫। গীতা ১৮।৩৪।

যরোঽনুনাসিকেঽনুনাসিকো বা।

পরিশিষ্ট—১৮৬। পাণিনি ৮।৪।৪৫।

যশ্চোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারোঽপি বা সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোক্তব্য স্তাদৃগর্থবিচারণে॥

পরিশিষ্ট ২৪৮। আভাণক।

য স্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি ইত্যাদি।

কালিকা ২১৯। ছান্দোগ্য ৮।৭।১ এবং ৮।১২।৬।

য স্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

ভাষ্য ৩৭। গীতা ৩।১৭।

যস্মিন্ দেহে দৃঢ়ং জ্ঞানমপরোক্ষং বিজায়তে।
তদ্দেহপাতপর্য্যন্তমেব সংসারদর্শনম্॥

পরিশিষ্ট ৫৭। সূতসংহিতা ৩।৭।৭৬।

যস্মিন্ ভাবাঃ প্রলীয়ন্তে লীনাশ্চ ব্যক্ততাং যযুঃ।
পুনশ্চাব্যক্ততাং ভূয়ো জায়ন্তে বুদ্বুদা ইব॥

পরিশিষ্ট। গুরুপরম্পরা।

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ॥

ভাষ্য ৪০। ঈশা ৭।

যস্য চৈব গৃহে মূর্খো দূরে চৈব বহুশ্রুতঃ।
বহুশ্রুতায় দাতব্যং নাস্তি মূর্খে ব্যতিক্রমঃ॥

পরিশিষ্ট ৮৯। বশিষ্ঠসংহিতা ৩।১০।

যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

কালিকা ৩৪৯। শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩।

যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।

পরিশিষ্টে 'তস্যনাম'। যজুর্ব্বেদ ৩২।৩।

যস্য নাস্তি স্বয়ংপ্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্‌।

লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি ॥

পরিশিষ্ট ১২৫। যোগবাশিষ্ঠ।

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিঃস্ত্রীকস্য ক্ব ভোগভূঃ।

স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্ত্যক্তং জগৎ ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ ॥

পরিশিষ্টে 'শক্তির্হি জগতো মূলম্‌'। মহোপনিষৎ ৩।৪।৮

এবং যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ১৪।

যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরম্‌।

প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥

পরিশিষ্ট ৬০। বিবেকচূড়ামণি।

যস্যাভাবো বিবক্ষ্যতে স প্রতিযোগী।

পরিশিষ্ট ৯। ন্যায়শাস্ত্র।

যস্যেপ্‌সাজিহাসাপ্রযুক্তস্য প্রবৃত্তিঃ স প্রমাতা।

পরিশিষ্ট ১৬৪। বাৎস্যায়নভাষ্য—১।১।১।১।

যঃ কশ্চ শব্দো বাগেব।

পরিশিষ্ট ২৩৮। বৃহদারণ্যক ১।৫।৩।

যঃ শব্দ স্তদোমিত্যেতদক্ষরম্‌।

পরিশিষ্ট ২৩৭। শ্রুতি।

যঃ সংযোগবিভাগাভ্যাং করণৈরুপজন্যতে।

সঃ স্ফোটঃ শব্দজঃ শব্দা ধ্বনয়োঽন্যৈরুদাহৃতাঃ ॥

পরিশিষ্ট ২৩৯। বাক্যপদীয় ১০৩।

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তাঃ ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে 'ভর্ত্তৃহরি'। ভর্ত্তৃশতক।

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরাঽপাপকাশিনী।

তয়া ন স্তন্বা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥

কালিকা ৩৩৫। যজুর্ব্বেদ ১৬।২।

যাত্রা হি পরমা পূজা দেবস্যৈতৎ প্রদক্ষিণম্।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাম্।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥

কালিকা ২২২। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৮৫।১৪ এবং শান্তিপর্ব্ব ১৭৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। বাসিষ্ঠধর্ম্মশাস্ত্রের ত্রিংশ অধ্যায়ে শ্লোকটী এইরূপে পঠিত হইয়াছে—যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ। যাঽসৌ প্রাণান্তিকো ব্যাধি স্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্॥

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী॥

পরিশিষ্ট ১২৮। সংগ্রহশ্লোক।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ এইরূপ—দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ। ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—"অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে। তদেষ শ্লোকো ভবতি—তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যস্য নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণ স্তস্য যৎ কিং চেহ করোত্যয়ম্॥ তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈলোকায় কর্ম্মণে। (বৃহদারণ্যক ৪।৪।৫-৬)। অতিধন্বা শৌনকের শিষ্য মহর্ষি উদর শাণ্ডিল্যও বলিয়াছেন—"ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি"। (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)। দার্শনিক চিন্তাধারা পরীক্ষা করিলে যাজ্ঞবল্ক্যকে উদরশাণ্ডিল্যের পরবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। সুতরাং

শাণ্ডিল্যের উপপত্তিই যাজ্ঞবল্ক্যে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। যাহাই হউক, এই সকল ঋষিদৃষ্ট মন্ত্রাদির তাৎপর্য্য লইয়াই 'যাদৃশী ভাবনা যস্য' ইত্যাদি শ্লোকটী উক্ত হইয়াছে। 'ততঃ পরিবৃত্তৌ জাতিং রূপম্' ইত্যাদি আপস্তম্ব সূত্র এবং 'বর্ণাশ্রমাঃ স্বস্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ' ইত্যাদি গৌতমধর্ম্মসূত্র দ্রষ্টব্য।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

পরিশিষ্ট ২১১। সপ্তশতী।

যা নিত্যা চিদ্‌ঘনাঽনন্তা গুণরূপবিবর্জ্জিতা।
আনন্দাখ্যা পরা শুদ্ধা ব্রাহ্মী শ্রীরিতি কথ্যতে॥

কালিকা ১৪৯। বৈদান্তিক আভাণক।

মন্তব্যপ্রকাশ। অদ্বৈতজ্ঞানই শ্লোকটীর লক্ষ্য। ইহা অনুভবসাপেক্ষ, কিন্তু শব্দের বিষয়ীভূত নহে। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন—যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বদপরোক্ষাদৃতে।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥

পরিশিষ্ট ১০১। গীতা ২।৬৯।

যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি-গোষ্পদে॥

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। আভাণক।

যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী।

পরিশিষ্টে 'ভর্তৃহরি'। উদ্ভট-শ্লোক।

যাবজ্জীবমহং মৌনী ব্রহ্মচারী পিতা মম।
মাতা চ মম বন্ধ্যাসীদপুত্রশ্চ পিতামহঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৯১। শ্লোকবার্ত্তিক-অনুমানপরিচ্ছেদ ৬২।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটী অসংলগ্নবাক্যের উদাহরণ। অপার্থক বাক্যের উদাহরণ দেখাইবার জন্য প্রাচীন

ঋষিগণ বলিতেন—'দশদাড়িমানি ষড়পূপাঃ কুণ্ডমজা-জিনং পললপিণ্ডঃ'। (মহাভাষ্য ১।১।৩ এবং বাৎস্যায়ন ভাষ্য ৫।১।১০)। এ সম্বন্ধে এখনও এই উদাহরণটীর প্রচলন আছে—

এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ।
মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ॥

যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।

কালিকা ৫০। ছান্দোগ্য ৫।১০।৫।

যাবদ্ধেতুফলাবেশ স্তাবদ্ধেতুফলোদ্ভবঃ।
ক্ষীণে হেতুফলাবেশে নাস্তি হেতুফলোদ্ভবঃ॥

কালিকা ৪৪। মাণ্ডূক্যকারিকা অলাতশান্তিপ্রং ১৭।১৫৬

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ৪৭ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য।

যাবদ্বৈ পুরুষো ভাষতে ন তাবৎ প্রাণিতুং শক্নোতি, প্রাণং তদা বাচি জুহোতি। যাবদ্ধি পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ্ভাষিতুং শক্নোতি, বাচং তদা প্রাণে জুহোতি।

কালিকাভাস ৪২৮। কৌষীতকিরহস্য ব্রাহ্মণ।

যাবন্তি পশুরোমাণি তাবৎকৃত্বো হ মারণম্।
বৃথাপশুঘ্নঃ প্রাপ্নোতি প্রেত্য জন্মনি জন্মনি॥

কালিকা ২২৪। বিষ্ণুসংহিতা ৫১।৬, মনুসংহিতা ৫।৩৮।

যাবন্তো যাদৃশা যে চ যদর্থপ্রতিপাদনে।
বর্ণাঃ প্রজ্ঞাতসামর্থ্যা স্তে তথৈবাববোধকাঃ॥

পরিশিষ্ট ২৪২। তৌতাতিত আচার্য্য এবং শ্লোক-বার্ত্তিক—স্ফোটবাদপবিচ্ছেদ ৬৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১।৩।২৮ সূত্রের ভামতী দেখুন।

যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভঞ্চাশুভমেব বা।
তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্পশতৈরপি॥

পরিশিষ্ট ৪৩৮। মহানির্ব্বাণ—আত্মজ্ঞাননির্ণয় ১।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

কালিকা ৪৬৯। গীতা ২।৪৬।

যাযাবরং প্রত্যহং খাঙ্গযাচ্‌ঞা।

পরিশিষ্ট ১৮৯। শ্রীধরস্বামী।

যা শক্তিঃ সর্ব্বভূতানাং দ্বিধা ভবতি সা পুনঃ।

কালিকা ৪০৪। তন্ত্রশাস্ত্র।

যা স্বপ্নিলীনা মিতশক্তয়ঃ স্যু স্তত্রূপিণী ব্রহ্মণ আত্মভিন্না।
নিত্রান্ত আন্তেব নরস্য বৃত্তি র্ন তা স্ম স্তাং শক্তিগুরুং দ্বিতীয়ম্॥

কালিকা ৩৩৩। গুরুপরম্পরাতন্ত্র।

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢবদপরোক্ষাদৃতে।

পরিশিষ্ট ৫০৬। সাংখ্যপ্রবচন ১।৫৯।

যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ।

পবিশিষ্ট ২১৩। বেদান্তসূত্র ২।১।১৮

যুগপচ্চতুষ্টয়স্য বৃত্তিঃ ক্রমশশ্চ তস্য নির্দ্দিষ্টা।

পরিশিষ্টে ৬২। সাংখ্যকারিকা ৩০।

যুগপদেব মধ্যমাবৈখরীভ্যাং নাদ উৎপদ্যতে।

পরিশিষ্ট ২২০। মঞ্জুষা।

যুষ্মদস্মদোশ্চাবিশেষণম্।

পরিশিষ্ট ৩৫৯। কলাপ।

যেন সূর্য্য স্তপতি তেজসেদ্ধঃ।

ভাষ্য ৩৭৯। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৩।১২।৯।

যেনোচ্চারিতেন সাস্নালাঙ্গুলককুদখুরবিষাণিনাং সংপ্রত্যয়ো ভবতি স শব্দঃ।

পরিশিষ্ট ২১৫। মহাভাষ্য।

যে বা অযজ্বানো গৃহমেধিন স্তে পিতরোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ।

পরিশিষ্ট ৩। পিতৃযজ্ঞব্রাহ্মণ।

যে শতং কর্ম্মদেবানামানন্দাঃ স এক আজানদেবানামানন্দঃ।

কালিকা ৩৬১। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-ব্রহ্মানন্দবল্লী ৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে—

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥

শান্তিপর্ব্বের ১৭৪ অধ্যায়ে পিঙ্গলার বিষয়ও দ্রষ্টব্য।

যে শান্তদান্তাঃ শ্রুতিপূর্ণকর্ণা জিতেন্দ্রিয়াঃ প্রাণিবধান্নিবৃত্তাঃ।
প্রতিগ্রহে সঙ্কুচিতাগ্রহস্তা স্তে ব্রাহ্মণা স্তারয়িতুং সমর্থাঃ॥

পরিশিষ্ট ৮৯। বশিষ্ঠসংহিতা ৬।২১।

যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকামঃ স্যান্ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্য-
ত্রৈব সমবলীয়ন্তে।

কালিকা ৪৫১। বৃহদারণ্যক ৪।৪।৬।

যোগজ্ঞো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮৯। ভাষাপরিচ্ছেদ ৪৭।

যোগভূমিকয়োৎক্রান্তজীবিতস্য শরীরিণঃ।
ভূমিকাংশানুসারেণ ক্ষীয়তে পূর্ব্বদুষ্কৃতম্॥

কালিকা ৩৬০। যোগবাশিষ্ঠ—নির্ব্বাণপ্রং ১২৬।৪৭।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

পরিশিষ্ট ১৯৩। যোগদর্শন।

যোগস্য প্রথমং দ্বারং বাঙ্ নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥

পরিশিষ্ট ৫৩। বিবেকচূড়ামণি ৩৬৭।

যোগারূঢ় স্ততো যাতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।

ভাষ্য-৩৮। অনুগীতা।

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে।

কালিকাভাস ৪৪৬। গীতা ৬।৩।

যোগী ক্রীড়তি নিদ্রাতি হসত্যপি বদত্যপি।
বহির্মুখৈরপি জনৈঃ পিশাচৈরিব শঙ্করঃ॥
বহিঃপকং যথা মাংসং পূর্ব্ববৎ স্থিতমস্থিষু।
সংসক্তমপ্যসংসক্তং স্বশরীরে তথামুনে॥

পরিশিষ্ট—৬৯। বোধসার।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥

ভাষ্য ৩৯। গীতা ৬।১০।

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি।

পরিশিষ্ট ১৪৪,২৩৭। মহাভাষ্যারম্ভে প্রণামাঞ্জলি।

যোগেন যোগো জ্ঞাতব্যো যোগো যোগাৎ প্রবর্ত্ততে।
যোঽপ্রমত্তস্তু যোগেন স যোগে রমতে চিরম্॥

পরিশিষ্টে ১৯২। যোগভাষ্যধৃত পারমর্ষী গাথা।

যোগোঽপি জ্ঞানহীনস্তু ন ক্ষমো মোক্ষকর্ম্মণি।

উপক্রমণিকা। যোগশিখোপনিষৎ

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

পরিশিষ্ট ৯৪। মনুসংহিতা ২।১৬৮, বশিষ্ঠ সংহিত ৩।৩।

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।

পরিশিষ্টে 'বিশ্বকর্ম্মা'। শ্রুতি

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপাদ্যতে।
কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেণাত্মাপহারিণা॥

ভাষ্য ২৪৬। মহাভারত—আদিপর্ব্ব ৭৪।২৭।

যোঽয়ং শব্দঃ সোঽয়মর্থঃ, যোঽয়মর্থঃ সোঽয়ং শব্দ ইত্যেব-মিতরেতরাধ্যাসরূপঃ সঙ্কেতো ভবতি।

পরিশিষ্ট ২২৬। ৩।১৭ যোগভাষ্য।

যোঽর্থজ্ঞইৎ

কালিকা ১৯। নিরুক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। তৈত্তিরীয়ারণ্যকে আম্নাত হইয়াছে।

যদ্গৃহীত মবিজ্ঞাতম্ ইত্যাদি (২।১৫)।

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।

কালিকা ২১১, পরিশিষ্ট ৩৫। বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০।

যো বাজপেয়েন যজেত স গচ্ছতি স্বারাজ্যম্।

পরিশিষ্ট ১৯৭। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ।

যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্।

পরিশিষ্ট ১৬৮, ২০৯। ছান্দোগ্য ৭।২৩।১।

যোঽসৌ বিশ্বেশ্বরো দেবো বিশ্বংব্যাপ্য স্থিতশ্চ যঃ।
সৈব বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্যাপকত্বেন সংস্থিতা॥

কালিকা ৪০৫। আগম।

যোঽস্তি কল্পিতসংবৃত্যা পরমার্থেন নাস্ত্যসৌ।
পরতন্ত্রাভিসংবৃত্যা স্যান্নাস্তি পরমার্থতঃ॥

পরিশিষ্ট ৬৪। মাণ্ডুক্য ৭৩।

যোঽহং সোঽসৌ সোঽহমিতি বয়ং ধীমহি ধ্যায়েম।

পরিশিষ্ট ৩৫৯। ঋগ্বেদে ৩।৫।৬২ সূক্তের সায়ণভাষ্য।

রত্নহেমাদিকং নাস্ত যোগিনঃ স্বং প্রচক্ষতে।
কুশবল্কলচৈলাদ্যং ব্রহ্মস্বং যোগিনো বিদুঃ॥

ভাষ্য ১২৩। ভাষ্যকারধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

রাগদ্বেষবিনির্মুক্ত আপ্ত ইত্যভিধীয়তে।

পরিশিষ্ট ১৮। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ৩।৫।১১।

রাগাদিপ্রত্যয়োদ্ভূতি রিষুচক্রাদিবেগবৎ।

পরিশিষ্ট ১২৫। বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য।

রাগাদ্যপেতং হৃদয়ং বাগদুষ্টানৃতাদিনা।
হিংসাদিরহিতং কর্ম্ম যত্তদীশ্বরপূজনম্॥

পরিশিষ্ট ১১৮। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।৮।

রাজ্যং চ বন্ধুদেহশ্চ ভার্য্যাভ্রাতৃসুতাশ্চ যে।
যচ্চ লোকে মমায়ত্তং তদ্ধর্ম্মায় সদোদ্যতম্॥

কালিকাভাস ২৪৪। সাহিত্যদর্পণোক্ত মহাভারতবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। সাহিত্যদর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত মহাভারতে উহা দৃষ্ট নহে।

রাজ্যভ্রষ্টা দীর্ঘরোগাঃ পরাধীনা হৃতশ্রিয়ঃ।
যে বিরক্তা স্তপস্যন্তি জিহাসামুখ্যমেব তৎ॥
আধিব্যাধিভয়োদ্বেগপারতন্ত্র্যাদিপীড়িতাঃ।
যে জীবা মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসা মুখ্যতা তু সা॥
তীব্রাৎ সংসারবৈরাগ্যাদ্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসনং যদি।
বৈরাগ্যং পুণ্যজীবানাং জিহাসামুখ্যমেব তৎ॥

পরিশিষ্ট ৫৮। বোধসার।

রাত্রং চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রং চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

পরিশিষ্ট ১৫০। নারদপঞ্চরাত্র।

রাত্রৌ দানং ন কর্ত্তব্যং কদাচিদপি কেনচিৎ।
হরন্তি রাক্ষসা যস্মাৎ তস্মাদ্দাতুর্ভয়াবহম্॥
বিশেষতো নিশীথে তু ন শুভং কর্ম্ম শর্ম্মণে।
অতো বিবর্জ্জয়েৎ প্রাজ্ঞো দানাদিষু মহানিশাম্॥

পরিশিষ্ট ৯১। স্কন্দপুরাণ।

রাত্রৌ নৈব নমস্কুর্য্যাৎ তেনাশীরভিচারিকা।
অতঃ প্রাতঃপদং দত্বা প্রয়োক্তব্যে চ তে উভে॥

পরিশিষ্ট ১০৬। কর্ম্মলোচনধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

রাত্রৌ শ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত।

পরিশিষ্ট ১০৪। দেবল।

রেতস আপঃ।

কালিকাভাস ৪০৪। ঐতরেয়োপনিষৎ ১।৪।

রোগা এব পরা পূজা রোগৈঃ পাপক্ষয়ো যতঃ।
আরোগ্যং পরমা পূজা নৈরোগ্যং মুক্তিসাধনম্॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

রোহণাচললাভে রত্নসম্পদ ইব।

পরিশিষ্ট ১৩২। মাধবাচার্য্যধৃত আভাণক।

মন্তব্যপ্রকাশ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞান-দর্শন দ্রষ্টব্য।

রোহিতোঽগ্নেঃ।

কালিকাভাস ১৬৬। নিরুক্ত—নৈঘণ্টু ১।১৫।

রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥

কালিকাভাস ৩৯৬। সপ্তশতী ৫।১০।

লক্ষণং মনসো ধ্যানমব্যক্তং সাধুলক্ষণম্।

পরিশিষ্ট ২৩১। অনুগীতা ৪৩।২৫।

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা য স্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা।
শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ॥

পরিশিষ্ট ১৭৪। বিবেকচূড়ামণি।

লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাম্।
ভবেৎ তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্‌রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥

পরিশিষ্টে 'ভাস্করাচার্য্য'। গোলাধ্যায় ৩।৪৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই শ্লোক হইতে এবং ঐ অধ্যায়ের ১৭-১৮ শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, লঙ্কার ভিতর দিয়া পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত গিয়াছে বলিয়া এই শ্লোকে লঙ্কার নাম গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান লঙ্কা বা সিলোনের অনেক দক্ষিণ দিয়া পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্ত গমন করিয়াছে। তদ্‌ব্যতীত বর্ত্তমান লঙ্কায় সূর্য্যোদয়ের সময়ে 'রোম'নগরে কখন মধ্যরাত্র

হয় না। এই সমস্ত কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, প্রাচীনকালে সুমাত্রা দ্বীপও লঙ্কার অংশ ছিল এবং পরে লঙ্কা ও সুমাত্রা সমুদ্র দ্বারা বিভক্ত হইলেও উহা লঙ্কাব অন্তর্গত বলিযা অভিহিত হইত। অর্থাৎ এখন যেমন মলয়দ্বীপ বলিলে যবসুমাত্রাদি দ্বীপপুঞ্জ বুঝায়, তখন লঙ্কা বলিলে বর্ত্তমান মলয়-দ্বীপেব ন্যায় লঙ্কাব সন্নিহিত যবসুমাত্রাদি দ্বীপও বুঝাইত।

যাহাই হউক, সুমাত্রাকে ভাস্করীয় লঙ্কা বলিলে শ্লোকটীর সুন্দর অর্থ সঙ্গতি হয়। সুমাত্রার ভিতর দিয়া পৃথিবীর নিরক্ষরেখা গমন করিযাছে। সুমাত্রায় যখন সূর্য্যোদয় হয়, রোমনগরে তখন মধ্যরাত্র। সুমাত্রাকে লঙ্কার অন্তর্গত ধরিলে দক্ষিণ আমেরিকা-স্থিত কুইটো উহার প্রতিলোম। তাহা হইলে এই অংশকেই ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধপুর বলিতেছেন। প্রকৃত-পক্ষেও কুইটোর সূর্য্যাস্তকালে সুমাত্রায় সূর্য্যোদয় ঘটিয়া থাকে। ভাস্করাচার্য্য কোন্‌স্থানকে যমকোটি-পুরী বলিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। তবে রোম যেমন সুমাত্রার পশ্চিমে প্রায় ৯০° দ্রাঘিমায় হইতেছে, যমকোটিপুরীও সুমাত্রার পূর্ব্বে ৯০° দ্রাঘিমাব সন্নিকটবর্ত্তীই হইবে। বস্তুগতি এরূপ হইলে প্রশান্তমহাসাগরের কোনও ক্ষুদ্র দ্বীপকেই লক্ষ্য করিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডকে লক্ষ্য করিযা ভাস্করাচার্য্য যম-কোটিপুরী বলিয়া থাকিবেন।

যদি সুমাত্রাকে লঙ্কা বলিতে বিশেষ আপত্তি হয় তাহা হইলে বলিব যে, বিষুবরেখার ৮° মাত্র উত্তরে লঙ্কা বলিয়া এবং লঙ্কার নাম সকলের নিকটেই পরিচিত বলিয়া ভাস্করাচার্য্য লঙ্কাকে করণস্থান ধরিয়া

ভূপরিধিকে স্থূলভাবে সমান্তরিত চারি অংশে বিভাগ করিয়াছেন। কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ ও পশুতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যখন দাক্ষিণাত্য, লঙ্কা,, মলয়দ্বীপ, বর্ম্মা (ব্রহ্মদেশ), আফ্রিকা বা মিসরাদি স্থানকে সুদূর প্রাচীনকালে একটী অখণ্ড মহাদেশ ছিল বলিয়া প্রতি-পাদন করিয়াছেন এবং ঐ মহাপ্রদেশে বানর, বনমানুষ এবং গরিলা প্রভৃতি জীবের প্রাধান্য ছিল বলিয়া উহাকে 'লেমুরিয়া' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তখন মলয়দ্বীপপুঞ্জকে লঙ্কার অন্তর্গত বলিবার আপত্তিই বা কি হইতে পারে? রামায়ণে রাবণ রাজার যেরূপ রাজত্ব বর্ণিত হইয়াছে, উহার আয়তন বর্ত্তমান লঙ্কা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে, রাবণ রাজার সময়ে লঙ্কাদি প্রদেশ দাক্ষিণাত্য হইতে সমুদ্র কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়াছিল। কারণ সেতুবন্ধই তাহার প্রমাণ।

লয়ে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥

পরিশিষ্ট ৪৮,২৩০। মাণ্ডূক্যকারিকা—অদ্বৈতপ্রং ৪৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। সাংখ্যপ্রবচনের ষষ্ঠাধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—

লয়বিক্ষেপযোর্ব্ব্যাবৃত্ত্যেত্যাচার্য্যাঃ। ৩০।

লাভ এব পরা পূজা লাভঃ সন্তোষকারণম্।
হানিরেব পরা পূজা বৈরাগ্যং সাধয়েদ্ যতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

লাভেন চ ন হৃষ্যেত নালাভে বিমনা ভবেৎ।
ন চাতি ভিক্ষাং ভিক্ষেত কেবলং প্রাণযাত্রিকঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা ৪৬।২০।

লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ।
অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টি র্বিফলতাং গতা॥

পরিশিষ্টে 'দণ্ডী'। ভাসপ্রণীত দরিদ্রচারুদত্ত, শূদ্রক-প্রণীত মৃচ্ছকটিক।

মন্তব্যপ্রকাশ। ১১ খ্রীষ্টশতাব্দীতে মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশের দশমোল্লাসে একাধিকবার শ্লোকটীর ব্যবহার করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে অর্থাৎ ৮ম খ্রীষ্ট-শতাব্দীতে কাব্যাদর্শের তৃতীয় পরিচ্ছেদে দণ্ডী লিখিয়াছেন—লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ। ইতীদমপি ভূয়িষ্ঠমুৎপ্রেক্ষা-লক্ষণান্বিতম্॥ (২২৬)। দণ্ডীর বহুপূর্ব্বে মৃচ্ছকটিকের প্রথমাঙ্কে মহারাজ শূদ্রক শ্লোকটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। শূদ্রকের পূর্ব্বে দরিদ্রচারুদত্তে কবিবর ভাস ইহার প্রয়োগ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে শ্লোকটীকে প্রাচীন উদ্ভট বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। সুতরাং কাব্যাদর্শে এই শ্লোকের আংশিক প্রয়োগ দেখিয়া মৃচ্ছকটিককে কেহ দণ্ডিপ্রণীত বলিতে পারেন না।

লোকপ্রসিদ্ধো যঃ স্বপ্নঃ স স্বপ্ন ইতি কথ্যতে।

পরিশিষ্ট ৪। বোধসার।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥

ভাষ্য ৩৭। গীতা ৩।৩।

লোভেন বুদ্ধিশ্চলতি লোভো জনয়তে তৃষাঃ।
তৃষার্ত্তো দুঃখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

পরিশিষ্ট ৮২। হিতোপদেশ।

লৌকিক পরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধিসাম্যং স দৃষ্টান্তঃ।

পরিশিষ্ট ৯২। গৌতম ১।১।২৫।

লৌকিকে পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে ॥ ইত্যাদি।

কালিকাভাস ৪৫২। গোভিলপুত্র কাত্যায়নের গৃহ্যাসংগ্রহ।

বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে।

কালিকা ১৫। আভাণক।

বঙ্গদেশং সমারভ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
গৌড়দেশঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥

পরিশিষ্ট ৪৮। শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

বচনং হি ন্যায়াদ্ বলীয়স্।

পরিশিষ্ট ১২৭, ২৬১, ২৬৪। শ্রাদ্ধবিবেক।

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্ কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু বেদান্।
আত্মৈকবোধেন বিনাপি মুক্তি র্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥

পরিশিষ্ট ১৮৫। বিবেকচূড়ামণি।

বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ॥

পরিশিষ্ট ২৬৭। মনু ৬।৩৩।

বরেণ্যং বরণীয়ং চ জন্মসংসারভীরুভিঃ।

পরিশিষ্ট ৩৫৬। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্বলাদর্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি।

পরিশিষ্ট ২৩৫। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ—পাণিনিদর্শন।

বর্ণাশ্রমসমাচারাঃ শৌচস্নানাদয়শ্চ যে।
আবশ্যকা স্তে নিত্যাঃ স্যুরকৃত্বা প্রত্যবৈতি যান্ ॥

পরিশিষ্ট ১১৩। শিষ্টসম্মিত স্মৃতিপ্রমাণ।

বর্ণাশ্রমাঃ স্বস্বধর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ

বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবিত্তবৃত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে বিষ্বঞ্চ বিপরীতা নশ্যন্তি।

কালিকা ৫০,১১৩। গৌতমধর্ম্মসূত্র ১।২।২৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতুই ধর্ম্মসূত্রকার গৌতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌতম শ্বেতকেতুর বংশোপাধি। ৪।৪।৫-৬ বৃহদারণ্যকের যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি স্মরণ করিয়াই সূত্রটী স্মৃত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—'যৎক্রতু র্ভবতি তৎকর্ম্ম কুরুতে, যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে। তদেষ শ্লোকো ভবতি—তদেব সক্তঃ সহকর্ম্মণৈতি" ইত্যাদি। অতিধন্বা শৌনকের প্রিয়শিষ্য উদবশাণ্ডিল্যও বলিয়াছেন—'ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ। যথাক্রতুরস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি'। (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)। চিন্তাধারাটী কাহার কর্ত্তৃক কিরূপে অনুমত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে "তদ্ য ইহ রমণীয়চরণাঃ" ইত্যাদি প্রমাণের মন্তব্য প্রকাশে দৃষ্ট হইবে।

বসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ২০০। সাত্বতসংহিতা।

বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্।
পাণিনিং সূত্রকারং চ প্রণতোঽস্মিমুনিত্রয়ম্॥

পরিশিষ্টে 'বাক্যকার' শব্দ। সিদ্ধান্তকৌমুদী।

বাক্যানি বাক্যাবয়বাশ্রয়াণি সত্যানি কর্ত্তুংকৃত এব যত্নঃ।

পরিশিষ্ট ২৪০,২৬৮। শ্লোকবার্ত্তিক ১৩৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'বাক্যাণি'র পরিবর্ত্তে 'কার্য্যাণি' এরূপ পাঠও হয়।

বাগর্থাবিব সংপৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥

পরিশিষ্টে 'কালিদাস'। রঘুবংশ।

বাগ্‌জাতং চ সর্ব্বমোঙ্কারানুবিদ্ধত্বাদোঙ্কারমাত্রম্,
কালত্রয়াতীতমোঙ্কারাতিরিক্তং জড়ং বস্তু নাস্ত্যেব।

পরিশিষ্টে 'ওঁ ভূঃ'। মাণ্ডূক্যটীকায় আনন্দগিরি।

বাগ্‌দণ্ডোঽথ মনোদণ্ডঃ কর্ম্মদণ্ড স্তথৈবচ।
যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডীতি চোচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ১৭৭। মনুসংহিতা ১২।১০।

মন্তব্যপ্রকাশ। এসম্বন্ধে কমলাকরভট্টপ্রণীত নির্ণয়সিন্ধুর সন্ন্যাসবিধি দ্রষ্টব্য। 'নিয়তা দণ্ডাঃ'—এইরূপ পাঠের পরিবর্ত্তে 'নিহিতা বুদ্ধৌ' এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

বাগ্‌ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্‌বদ্‌ ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

পরিশিষ্ট ৭৪,২২১। বিবেকচূড়ামণি।

মন্তব্য প্রকাশ। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—'বৈখরী বিশ্ববিগ্রহা'। 'বৈখরী শব্দনিষ্পত্তিঃ' ইত্যাদি দেখুন।

বাগ্‌বৈ পরাচ্যব্যাকৃতাবদৎ তে দেবা ইন্দ্রমব্রুবন্নিমাং নো বাচং...ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৫৯. কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ৬।৬।৪।৮।

বাগ্বৈ সরস্বতী।

পরিশিষ্ট ২৫৮। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ ৬।৬।১।২।

বাগেব বিশ্বা ভুবনানি জজ্ঞিরে।

পরিশিষ্ট ২৬০,২৬৩। পূর্ব্বমীমাংসায় কাশিকাধৃত শ্রুতিপ্রমাণ।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—বাচা বৈ সম্রাড্‌ বন্ধুঃ প্রজ্ঞায়ত ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু-

ব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানীষ্টং হুতমাশিতং পায়িতময়ং চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব সম্রাট্ প্রজ্ঞায়ন্তে, বাগ্‌ বৈ সম্রাট্‌ পরমং ব্রহ্ম।
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৪।১।২ জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ)।

বাগেবায়ং লোকঃ।

পরিশিষ্ট ২১৭। বৃহদারণ্যক ১।৫।৪।

বাগেবার্থং পশ্যন্তী বাগজীবীতি বাগর্থং নিহিতং সংতনোতি,
বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধং তদেকস্মাদেকং প্রবিভজ্যোপভুঙ্‌ক্তে।

পরিশিষ্ট ২১৮,২৫২,২৬৬। শতপথব্রাহ্মণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। উদ্দ্যোতের 'ছায়া'য় বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে প্রমাণটীর সমালোচনা করিয়াছেন। নির্ণয়সাগরমুদ্রিত মহাভাষ্যস্থিত প্রথমখণ্ডের একচত্বারিংশত্তম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাগেবাস্মিন্ সর্ব্বাণি নামানি অভিবিসৃজ্যন্তে, বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি।

পরিশিষ্ট ২৬০,২৬৩। কৌষীতকি ৩।৩।৪।

বাচৈব বিশ্বং বহুরূপং নিবদ্ধম্ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২১৮। শতপথব্রাহ্মণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'বাগেবার্থম্' ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

বাচ্যার্থমখিলং ত্যক্ত্বা বৃত্তিঃ স্যাদ্ যা তদান্বিতে।
গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবজ্জহতী লক্ষণা হি সা॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৯৬। তত্ত্বোপদেশ ৩৩।

বাচ্যার্থমপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্যার্থকে তু যা।
কথিতেয়মজহতী শোণোঽয়ং ধাবতীতিবৎ॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্টে ১৯৬। তত্ত্বোপদেশ ৩৫।

বাচ্যার্থস্যৈকদেশং চ পরিত্যজ্যৈকদেশকম্।
যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলক্ষণা॥

পরিশিষ্ট ১৯৬। তন্ত্রোপদেশ ৩য়।

বাচ্যার্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ।
ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যু স্তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥

পরিশিষ্ট ১০১। সাহিত্যদর্পণ ২য় পরিচ্ছেদ।

বাচ্যেকে জুহোতি প্রাণং প্রাণে বাচং চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্ব্বৃত্তিমক্ষয়াম্॥

কালিকাভাস ৪২৮। মনু ৪।২৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। কৌষীতকিরহস্যব্রাহ্মণে আম্নাত হইয়াছে—'যাবদ্বৈ পুরুষো ভাষতে ন তাবৎ প্রাণিতুং শক্নোতি, প্রাণং তদা বাচি জুহোতি। যাবদ্ধি পুরুষঃ প্রাণিতি ন তাবদ্ ভাষিতুং শক্নোতি, বাচং তদা প্রাণে জুহোতি'। গীতায় স্মৃত হইয়াছে—'অপানে জুহ্বতি প্রাণম্' ইত্যাদি।

বাজশ্চমে প্রসবশ্চমে……যজ্ঞেন কল্পতাম্।

কালিকাভাস ৪১৫। যজুর্ব্বেদ—বসুধারাহোম ১৮।১।

বাজায় স্বাহা প্রসবায় স্বাহা……ইত্যাদি।

কালিকাভাস ৪১৫। যজুর্ব্বেদ—নামগ্রাহহোম ১৮।১৮।

বাধকপ্রত্যয়াচ্ছেষা সাদৃশ্যাভাসতা মতা।
যথা পলালকূটস্য সাদৃশ্যং কুঞ্জবাদিনা॥

পরিশিষ্ট ১৩০। শ্লোকবার্ত্তিক।

বাপীকূপতড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥
একাগ্নিকর্ম্মহবনং ত্রেতায়াং যচ্চ হূয়তে।
অন্তর্ব্বেদ্যাং চ যদ্দানং তদিষ্টমভিধীয়তে॥

কালিকা ২৪৪। অত্রিসংহিতা ৪৪, লিখিত ৫, বরাহপুরাণ।

বায়ব্যং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত।

কালিকা ২২৬,২২৮। তৈত্তিরীয়সংহিতা ২।১।১।১।

বায়ব্যস্তু সদা স্পর্শ ত্বচা প্রজ্ঞায়তে চ সঃ।
ত্বক্‌স্থশ্চৈব সদা বায়ুঃ স্পর্শেন স বিধীয়তে ॥

পরিশিষ্ট ২৩১। অনুগীতা ৪৩।৩২।

বায়োরগ্নিঃ।

কালিকা ৪৫৮। তৈত্তিরীয়ারণ্যক ১।২, পৈঙ্গল—উ।

বার্তাবিচিত্রশালীনযাযাবরশিলোঞ্ছনম্।
বিপ্রবৃত্তিশ্চতুর্ধেয়ং শ্রেয়সী চোত্তরোত্তরা ॥

পরিশিষ্ট ১৮৯। ভাগবত ৭।১১।১৬।

বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ।

পরিশিষ্ট ২২১। বৃহদারণ্যক ৩।৫।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'অথ ব্রাহ্মণঃ' এবং 'তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যম্' ইত্যাদি দেখুন।

বাল্যেনৈব হি তিষ্ঠাসেন্নির্ব্বিদ্য ব্রহ্মবেদনম্।
ব্রহ্মবিদ্যাং চ বাল্যং চ নির্ব্বিদ্য মুনিরাত্মবান্ ॥

পরিশিষ্ট ৪১০। অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৪।৩৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'অথ ব্রাহ্মণঃ' দেখুন। সুবালোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্ বালস্বভাবোঽসঙ্গো নিরবদ্যঃ।

বাসনানাং পরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্।

পরিশিষ্ট ১৭১। যোগবাশিষ্ঠ।

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে ॥

পরিশিষ্ট ১৯৯। বিবেকচূড়ামণি।

মন্তব্যপ্রকাশ। যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তিপ্রকরণে স্মৃত হইয়াছে—

কর্ম্মণো জায়তে জন্তুর্বীজাদিব নবাঙ্কুরঃ।
জন্তোঃ প্রজায়তে কর্ম্ম পুনর্বীজমিবাঙ্কুরাৎ ॥ ৯৫।২১।

বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্।
প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥

পরিশিষ্ট ১৯৯। অন্নপূর্ণোপনিষৎ ৪।৮৬।

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানং কর্ত্তা জীবনিয়ামকঃ॥

পরিশিষ্ট ২০৫। শ্রীভাষ্যধৃত প্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রামানুজ-দর্শনে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

পরিশিষ্ট ১৭৮। বিষ্ণুভাগবত ১।২।৭।

বাহ্যে চাধ্যাত্মিকে চৈব দুঃখে চোৎপাদিতে ক্বচিৎ।
ন কুপ্যতি ন বা হন্তি সা ক্ষমা পরিকীর্ত্তিতা ॥

কালিকা ২২৩। বৃহস্পতি।

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৫। বিবেকচূড়ামণি।

বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেনচিৎ।
উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥

কালিকা ৬৩,৩৫০। মাণ্ডুক্যকারিকা—আগমপ্রং ২৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ৬৫ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। যোগবাশিষ্ঠের উৎপত্তি প্রকরণে লীলাকে সরস্বতীও বলিয়াছেন—

কল্পনাপি নিবর্ত্তেত কল্পিতা যদি কেনচিৎ।
সা শিলা সমপাস্তৈব যা নেহাস্তি কদাচন ॥ ২১।৬১।

বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ।

পরিশিষ্ট ৯৯। কুমারসম্ভব।

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮৪। বিবেকচূড়ামণি।

বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষু রক্ততা।
যত্র সা তনুতা মেতি প্রোচ্যতে তনুমানসী॥

পরিশিষ্ট ৬৭। ববাহোপনিষৎ ৪৫, মহোপনিষৎ ৫।২৯, এবং যোগবাশিষ্ঠ-উৎপত্তিপ্রকরণ ১২৮।১০।

বিচারাৎ তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদম্।
দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারো হি মহৌষধম্॥

পরিশিষ্ট ৫৪। যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষুব্যবহার প্রং ১৪।২।

বিজ্ঞানকোষোঽয়মতিপ্রকাশঃ প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ।
অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য যদাত্মধীঃ সংসরতি বিভ্রমেণ॥

পবিশিষ্ট ৬১। শঙ্করাচার্য্য।

বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি নাবিদ্বাংস স্তপস্বিনঃ॥

কালিকা ১৫২,২০০। শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৫।৪।১৬।

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ য স্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে॥

ভাষ্য ৩৮। যজুর্ব্বেদ ৪০।১৪, ঈশোপনিষৎ ১১।

বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃৎস্নম্।

কালিকা ৩৮৫। কঠ ৬।১৮।

বিধিনোক্তেন মার্গেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং প্রাহু স্তাপসা স্তপ উত্তমম্॥

কালিকা ১৯২। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ২।২।

মন্তব্যপ্রকাশ। জাবালদর্শনোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—

বেদোক্তেন প্রকারেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং যত্তপ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥ ২।৩।

উভয় শ্লোকেই 'আদি'শব্দের দ্বারা কৃচ্ছ্রসান্তপনের গ্রহণ হইয়াছে। কৃচ্ছ্রসান্তপনাদি কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বলিয়াছেন—

একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্।
এতচ্চ প্রত্যহাভ্যস্তং মহাসান্তপনং স্মৃতম্॥

ইহা ব্যতীত পরাশরসংহিতার দশমাধ্যায়ে সান্তপনাদির বিবরণ পাওয়া যাইবে।

বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥

পরিশিষ্ট ২০২। তিথিতত্ত্বধৃত কারিকা।

বিধি র্বিধায়কঃ।

পরিশিষ্ট ২০১। ন্যায়দর্শন ২।১।৬৩।

বিধিহীনে তথাঽপাত্রে যো দদাতি প্রতিগ্রহম্।
ন কেবলং হি তদ্দানং শেষমপ্যস্য নশ্যতি॥

পরিশিষ্ট ৮৮। দক্ষসংহিতা ৩।২৯।

বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।

ভাষ্য ২৯০। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩।

বিমুক্তিপ্রশংসা মন্দানাম্।

পরিশিষ্ট ৪৪৭। সাংখ্যসূত্র ৫।৬৮।

বি মে কর্ণা যতো বি মে চক্ষুর্বী ইদং জ্যোতির্হৃদয় আহিতংযৎ।
বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্ বক্ষ্যামি কিমু নু মনিষ্যে॥

পরিশিষ্ট ৯৪। শিষ্টসম্মিতশ্রুতি।

বিরাগকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে॥

পরিশিষ্ট ২০৮। মুক্তিকোপনিষৎ।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার প্রথমার্দ্ধ এইরূপ—

'স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যেত যঃ পুমান্।'

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বসংস্কারশেষোঽন্যঃ।

পরিশিষ্ট ২০৮। যোগদর্শন ১।১৮।

বিরোধিলক্ষণাভাবাদ্ ভক্তিকাঽভক্তিকা যথা।
সর্ব্বদুঃখবিয়োগস্তু যোগ ইত্যাহ কেশবঃ॥

পরিশিষ্ট ১৯৩। যোগদীক্ষাচিন্তামণি।

বিলাপ্য বিকৃতিং কৃৎস্নাং সম্ভবপ্রত্যয়ক্রমাৎ।
পরিশিষ্টং চ সন্মাত্রং চিদানন্দং বিচিন্তয়েৎ॥

কালিকা ২৪৭। জীবন্মুক্তিবিবেকধৃত প্রমাণবচন।

বিবিক্তদেশমাশ্রিত্য ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধচেতসা।
ভাবয়েৎ পূর্ণমাকাশং হৃত্বাকাশাশ্রয়ং বিভুম্॥

ভাষ্য ৩৯। শিষ্টসম্মিত স্মৃতিপ্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। আত্মবোধে উক্ত হইয়াছে—

বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ॥ ৩৭।

বিশেষাহংকৃতিঃ সূক্ষ্মাঙ্কুরবদ্ ব্যবহারিকী।
মহাজাগ্রদ্ বুধৈঃ প্রোক্তা ব্যষ্ট্যবস্থা ত্রয়ে তু সা॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তাখ্যেঽবস্থা জাগ্রদিতি স্মৃতা।

পরিশিষ্ট ৪। বোধসার।

বিশ্বং জুহোমি বসুধাদিশিবাবসানম্।

কালিকাভাস ৩৯৫। মন্ত্রবর্ণ।

বিশ্বরূপা বৃহস্পতেঃ।

কালিকাভাস ১৬৫। নিরুক্ত—নৈঘণ্টু ১।১৫।

বিষং বিষেণ ব্যথতে বজ্রং বজ্রেণ ভিদ্যতে।
গজেন্দ্রো দৃষ্টসারেণ গজেন্দ্রেণৈব বধ্যতে॥

কালিকাভাস ১৭৯। নীতিসার ৮.৬৭।

বিষয়প্রতিসংহারং যঃ করোতি বিবেকতঃ।
মৃত্যোর্ম্মৃত্যুরিতিখ্যাতঃ স বিদ্বানাত্মবিৎ কবিঃ॥

কালিকা ৭০,৪৩৮। শিষ্টসম্মিত স্মৃতিপ্রমাণ।

বিষমবিষধরাণাং দোষদংষ্ট্রোৎকটানাং
বিষমবিষবিষঙ্গব্যক্তদুশ্চেষ্টিতানাম্।

বিরম বিরম চেতঃ সন্নিধানাদমীষাং
সুখকণমণিহেতোঃ সাহসং মাস্ম কার্ষীঃ ॥

পরিশিষ্ট ৪৮৫। শান্তিশতক ৭৭।

বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতি র্হি সা।

পরিশিষ্ট ২১। অপরোক্ষানুভূতি।

বীজজাগ্রৎ তথা জাগ্রদ্ মহাজাগ্রৎ তথৈব চ।
জাগ্রৎস্বপ্ন স্তথা স্বপ্নঃ স্বপ্নজাগ্রৎ সুষুপ্তিকম্ ॥
ইতি সপ্তবিধো মোহঃ পুনরেষ পরস্পরম্।
শ্লিষ্টো ভবত্যনেকাগ্র্যং শৃণু লক্ষণ মস্য তু ॥

পরিশিষ্ট ৪। মহোপনিষৎ ৫।৮-৯।

বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ।
কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে ॥

পরিশিষ্টে 'কাত্যায়ন বার্ত্তিককার'। কাতন্ত্র-কৃদ্‌বৃত্তি।

বৃত্তভপঞ্জর মধ্যে কক্ষয়া পবিবেষ্টিতঃ খমধ্যগতঃ।
মৃজ্জলশিখিবায়ুময়ো ভূগোলঃ সর্ব্বতো বৃত্তঃ ॥

পরিশিষ্টে 'আর্য্যভট্ট'। আর্য্যসিদ্ধান্ত।

বৃত্তিহীনং মনঃ কৃত্বা ক্ষেত্রজ্ঞং পরমাত্মনি।
একীকৃত্য বিমুচ্যেত যোগোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে ॥

পরিশিষ্ট ২৭৫। দক্ষস্মৃতি ৭।১৫।

বৃদ্ধব্যবহারে চেমে বর্ণাঃ ক্রমাত্মনুগৃহীতা·· লঘীয়সী কল্পনা।

পরিশিষ্ট ২৭৩—৪। ১।৩।২৮ সূত্রের শারীরকভাষ্য।

বেদলৌকিকমার্গেষু কুৎসিতং কর্ম্ম যদ্ ভবেৎ।
তস্মিন্ ভবতি যা লজ্জা হ্রীঃ সৈবেতি প্রকীর্ত্তিতা ॥

পরিশিষ্ট ১১৮, ২৭৮। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।১০।

বেদশাস্ত্রোক্তবিধিনা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুণা।
যৎকৃতং কামনাপূর্ব্বং সা তপস্যা তু মধ্যমা ॥

পরিশিষ্ট ৭৯। বোধসার।

বেদানাং বেদঃ।

পরিশিষ্ট ২৫৮। ছান্দোগ্য।

বেদানুকারঃ স্বরবিশেষঃ, তেন সাদৃশ্যাদ্ বেদত্বাভিমানালম্বন মুক্তম্। মন্বাদিবাক্যেষিত্যর্থসাদৃশ্যাৎ। গৌড়মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকারঃ। গৌড়ো হি বেদাধ্যয়নাভাবাদ্ বেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসকস্তেত্যুক্তম্।

পরিশিষ্টে 'উদয়নাচার্য্য'। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিবোধনী।

মন্তব্যপ্রকাশ। পঞ্চিকাকার অর্থাৎ মীমাংসক শালিকনাথ মিশ্র। "ভবতি হি বেদানুকারণে" ইত্যাদি প্রমাণের মন্তব্যপ্রকাশ দেখুন।

বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগবিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৯৪। অত্রিসংহিতা ৩৭৬।

বেদান্তবাক্যং নিরপবাদমেবাদ্বিতীয়ব্রহ্মণি জ্ঞানমপরোক্ষং জনয়তীতি নিরবদ্যম্।

পরিশিষ্টে 'অমলানন্দ'। চিৎসুখ আচার্য্য।

বেদান্তবাক্যজজ্ঞানভাবনাজাঽপরোক্ষধীঃ।
মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ভ্রমত্বং ন প্রপদ্যতে॥

কালিকা ৩১৫-৬, ৩৮০। অমলানন্দপ্রণীত কল্পতরু।

মন্তব্যপ্রকাশ। সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—বেদান্তবচসাং স্বার্থে প্রামাণ্যং ন বিহন্যতে। (সম্বন্ধ-বার্ত্তিক ৫৭৪)। চিৎসুখ আচার্য্যও বলিয়াছেন—বেদান্তবাক্যং নিরপবাদ ইত্যাদি।

বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসসংযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥

কালিকা ৩৬৬। মুণ্ডক ৩।২।৬ এবং কৈবল্যোপনিষৎ ৪।

বেদান্তশ্রবণং কুর্ব্বং তস্মিন্ যোগং সমভ্যসেৎ।

উপক্রমণিকা। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য ৫।৯।

বেদান্তাঃ সম্যগভ্যস্তা অথো ধ্যেয়ো মহেশ্বরঃ।
প্রাপ্তাতিসৌরভে ভৃঙ্গে রসপানং গুণাধিকম্ ॥

পরিশিষ্ট ৬৮। বোধসার।

বেদান্তো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। মহাভাষ্যধৃত প্রাচীন আভাণক।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

কালিকা ২০২, ৩০৬,৩৩৭। যজুর্ব্বেদ ৩১।১৮,ঋগ্বেদ ৮।৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। কূর্ম্মপুরাণের অন্তর্গত ঈশ্বরগীতায় স্মৃত হইয়াছে—বেদাহমেতং...। তং বিজ্ঞায় পরিমুচ্যেত বিদ্বান্ নিত্যানন্দী ভবতি ব্রহ্মীভূতঃ ॥ ৯।১২। পুরুষসূক্ত হইতে এই জাতীয় স্মৃতি অনুগৃহীত হইয়াছে।

বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং ধর্ম্মার্থযুক্তবচনং প্রমাণম্।
এতৎ প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ্ বচনং প্রমাণম্ ॥

কালিকাভাস ৩৯৭। যমসংহিতা।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈ রহমেব বেদ্যঃ।

ভাষ্য ২৯৩। গীতা ১৫।১৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। কৈবল্যোপনিষদে আম্নাত হইয়াছে—

বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো
ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি ॥ ২।২২।

বেদোক্তেন প্রকারেণ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিভিঃ।
শরীরশোষণং যত্তত্তপ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

পরিশিষ্ট ১১৬। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। যোগিযাজ্ঞবল্ক্যে ইহার অনুরূপ শ্লোকস্মৃত হইয়াছে। 'বিধিনোক্তেন মার্গেণ' ইত্যাদি প্রমাণ দ্রষ্টব্য।

বৈখরী শব্দনিষ্পত্তি র্মধ্যমা শ্রুতিগোচরা।
আন্তরার্থা চ পশ্যন্তী সূক্ষ্মা বাগনপায়িনী॥

পরিশিষ্ট ২১৯। 'উদ্দ্যোত'ধৃত প্রমাণবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'উদ্দ্যোত' কৈযটপ্রণীত প্রদীপের টীকা। বৈখরী সম্বন্ধে বামকেশ্বরাদি স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—'বৈখরী বিশ্ববিগ্রহা'। তান্ত্রিক গুরুসম্প্রদায় ইহার প্রপঞ্চ করিয়া বলেন—'আদি-ক্ষান্তাক্ষরবাশিময়াখিলপ্রপঞ্চনির্ম্মাত্রী সর্ব্বশব্দাত্মিকা বৈখরী'তি।

বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যা সা মতি র্ভবেৎ।

পরিশিষ্ট ১১৮। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।১০।

বৈরাগ্যং চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্যোপজায়তে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ॥

পরিশিষ্ট ২১০। বিবেকচূড়ামণি।

বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো বোধস্যোপরতিঃ ফলম্।
স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তি রেষৈবোপরতিঃ ফলম্॥

পরিশিষ্ট ২১। বিবেকচূড়ামণি।

বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।১০৪।

ব্যক্তমব্যক্তং বা সত্ত্বমাত্মত্বেনাভিপ্রতীত্য তস্য সংপদং মন্বান স্তস্য ব্যাপদমনুশোচত্যাত্মব্যাপদং স সর্ব্বোঽপ্রতিবুদ্ধঃ।

কালিকা ৬২। যোগভাষ্যধৃত পঞ্চশিখবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা গাথাষষ্টিসহস্রের প্রমাণবচন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ব্যক্তা তু প্রথমা মাত্রা দ্বিতীয়াঽব্যক্তসংজ্ঞিতা।
মাত্রা তৃতীয়া চিচ্ছক্তিরর্দ্ধমাত্রা পরং পদম্॥

পরিশিষ্ট ২১৭। হাদিমতোক্ত প্রাচীনকারিকা।

ব্যঞ্জকধ্বনিগতং কত্বগত্বাদিকং স্ফোটে ভাসতে।

পরিশিষ্ট ২৫৫ ৬। কোণ্ডভট্ট।

ব্যপেতকল্মষো নিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।

পরিশিষ্ট ২৮। সংগ্রহস্মৃতিপ্রমাণ।

ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতূকর্ণ্যঃ কপিঞ্জলঃ।
উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

পরিশিষ্টে 'জাতূকর্ণ্য'। হেমাদ্রি—দানখণ্ড।

ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

পরিশিষ্টে 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন'। আভাণক।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ এইরূপ—

শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ম্।

ব্যূহেদেকাক্ষরী ভাবান্ পাদেধূনেষু সম্পদি।
ক্ষৈপ্রবর্ণাংশ্চ সংযোগান্ ব্যবেয়াৎ সদৃশৈঃ স্বরৈঃ॥

পরিশিষ্ট ৩১৬। ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ১৭।১৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই প্রমাণানুসারে ছন্দঃ-শাস্ত্রে সূত্রিত হইয়াছে—ইয়াদি পূরণঃ।

ব্রতদানৈ স্তপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ।
মাঘমজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি কেশবঃ॥

কালিকাভাস ৪২০। কৃত্যতত্ত্বে মাঘকৃত্য দ্রষ্টব্য।

শক্তয় স্তিস্র এব চ।

পরিশিষ্ট ২১০। রামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ ১৬।

শক্তি র্দ্রব্যাদিকস্বরূপমেব।

পরিশিষ্ট ২১০। ব্যোমশিবাদিত্যেব সপ্তপদার্থী।

শক্তি হি জগতো মূলং সৈব জগৎপ্রসবিনী।

পরিশিষ্ট ২১২। গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৩৭ পটল।

শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ

. পরিশিষ্ট ২১০। স্বচ্ছন্দশাস্ত্র।

শক্তিশ্চ কারণস্থ কার্য্যনিয়মার্থা কল্প্যমানা নান্যা নাপ্যসতী বা কার্য্যং নিযচ্ছেৎ, অসত্ত্বাবিশেষাদন্যত্বাবিশেষাচ্চ। তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ শক্তে শ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।

পরিশিষ্ট ২১৩। ২।১।১৮ ব্রহ্মসূত্রের শারীরকভাষ্য।

শতেষু জায়তে শূরঃ সহস্রেষু চ পণ্ডিতঃ।
বক্তা শতসহস্রেষু দাতা ভবতি বা ন বা॥

পরিশিষ্ট ৮৮। ব্যাসসংহিতা ৪।৫৮।

শমো দম স্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

ভাষা ২০৬। গীতা ১৮।৪২।

শয্যাসনস্থোঽথ পথি ব্রজন্ বা
স্বস্থঃ পরিক্ষীণবিতর্কজালঃ।
সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমাণঃ
স্যান্নিত্যযুক্তোঽমৃতভোগভাগী॥

পরিশিষ্ট ১১৭। যোগভাষ্যধৃত পারমর্ষী গাথা।

শরীরপক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানং তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি॥

পরিশিষ্ট ৩৭২। মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।

পরিশিষ্ট ২৪১। বেদান্তদর্শন ১।৩।২৮।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥

পরিশিষ্ট ২১৮। বিষ্ণুভাগবত ১১।১১।১৮।

মন্তব্যপ্রকাশ। ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ বলেন—

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে তু শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ১৭।

মহাভারতে স্মৃত হইয়াছে—

দ্বে ব্রহ্মে বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ মোক্ষধর্ম্ম।

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।

পরিশিষ্ট ২৫৯। ব্রহ্মবিন্দূপনিষৎ ১৭ এবং মহাভারত—

মোক্ষধর্ম্ম ২৩১।৬২।

শব্দব্রহ্মৈব তেষাং হি পরিণামি প্রধানবৎ।

বৈখরী মধ্যমা সূক্ষ্মা বাগবস্থাবিভাগতঃ॥

পরিশিষ্ট ২১৯। শ্লোকবার্ত্তিকের ১১২ প্রত্যক্ষসূত্রের

টীকায় সুচরিতমিশ্রধৃত প্রমাণবচন।

শব্দলক্ষণমাকাশং বায়ুস্তু স্পর্শলক্ষণম্।

জ্যোতিষাং লক্ষণং রূপমাপশ্চ রসলক্ষণাঃ॥

ধারিণী সর্ব্বভূতানাং পৃথিবী গন্ধলক্ষণা।

পরিশিষ্ট ২৩০-১। অনুগীতা ৪৩।২২-২৩।

শব্দস্পর্শাদযো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।

ততো বিভক্তা তৎসংবিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৩৪৬ ৭। পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেক।

শব্দাধিক্যাদর্থাধিক্যম্।

পরিশিষ্ট ১৩৩। মীমাংসান্যায়।

শব্দার্থপ্রত্যয়ানামিতরেতরাধ্যাসাৎ সঙ্কর স্তস্য প্রবিভাগ-
সংযমাৎ সর্ব্বভূতরুতজ্ঞানম্।

পরিশিষ্ট ২৩৬, যোগদর্শন—বিভূতিপাদ ১৭ সূত্র।

শব্দো ধ্বনিশ্চ বর্ণশ্চ মৃদঙ্গাদিভবো ধ্বনিঃ।

কণ্ঠাদিযোগজন্মানো বর্ণাস্তাঃ কাদযো মতাঃ॥

পরিশিষ্ট ১০২। ভাষাপরিচ্ছেদ।

শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রোক্তং সতুষং ধান্যমুচ্যতে।

নিস্তুষ স্তণ্ডুলঃ প্রোক্তঃ সিদ্ধমন্নমুদাহৃতম্॥

পরিশিষ্ট ৮৪। রঘুনন্দনধৃত বশিষ্ঠবচন।

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসতে যতো দেবীং গায়ত্রীং পরমাক্ষরীম্।

পরিশিষ্ট ২১৫। নির্ব্বাণতন্ত্র ৩ পটল।

শান্ত উপাসীত।

কালিকা ২৪৭। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১।

শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষু র্ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।

কালিকা ১৬৯, ২১৫, ১৯৩। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২৩।

শালগ্রামশিলা যত্র তত্তীর্থং যোজনদ্বয়ম্।
তত্র দানং চ হোমশ্চ সর্ব্বং কোটিগুণং ভবেৎ॥

পরিশিষ্ট ৯০। লিঙ্গপুরাণ।

শাস্ত্রজ্ঞানাৎ পাপপুণ্যলোকানুভবশ্রবণাৎ প্রপঞ্চোপরতো দেহ-বাসনাং শাস্ত্রবাসনাং লোকবাসনাং ত্যক্ত্বা বমনান্নমিব সর্ব্বং হেয়ং মত্বা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো যঃ সংন্যসতি স এব জ্ঞান-সন্ন্যাসী।

পরিশিষ্ট ৫৭। সন্ন্যাসোপনিষৎ।

শাস্ত্রফলং প্রয়োক্তরি।

পরিশিষ্ট ১৩৩। পূর্ব্বমীমাংসা ৩।৭।১৮।

শাস্ত্রসজ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্ব্বকম্।
সদ্বিচারপ্রবৃত্তি র্যা প্রোচ্যতে সা বিচারণা॥

পরিশিষ্ট ৬৭। বরাহোপনিষৎ ৪।৪, মহোপনিষৎ ৫।২৮, এবং যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রঃ ১১৮।৯।

শিরামুখৈঃ স্যন্দত এব রক্ত মদ্যাপি দেহে মম মাংসমস্তি।
তৃপ্তিং ন পশ্যামি তবাপি তাবৎ কিং ভক্ষণাৎ ত্বং বিরতো গরুত্মন্

পরিশিষ্ট ৮৫। কথাসরিৎসাগর।

শিবমেকমজং বুদ্ধমর্হদগ্র্যং স্বয়ম্ভুবম্।

পরিশিষ্টে 'অমরসিংহ'। দুর্গসিংহ—কাতন্ত্রবৃত্তি।

শিবশক্তিময়ং বিদ্ধি চেতনাচেতনং জগৎ।

কালিকা ৪০৫। আগম।

শিবস্য বিষ্ণোরগ্নেশ্চ সন্নিধৌ দত্তমক্ষয়ম্।

পরিশিষ্ট ৯০। পদ্মপুরাণ।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

পরিশিষ্ট ২১২। আনন্দলহরী।

শীতোষ্ণবৃষ্টিতেজাংসি জায়ন্তে তানি বৈ সদা।
আলয়ঃ সুকৃতানাং চ স্বর্লোকঃ স উদাহৃতঃ॥

পরিশিষ্ট ১৮০। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

শুচিঃ পবিত্রপাণিশ্চ গৃহ্ণীয়াদুত্তরামুখঃ।
অভীষ্টদেবতাং ধ্যায়ন্ মনসা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কৃতোত্তরীয়কো নিত্য মন্তর্জানুকব স্তথা।
দাতুরিষ্ট মভিধ্যাযন্ প্রতিগৃহ্যাদলোলুপঃ॥

পরিশিষ্ট ৮৮। ব্রহ্মাণ্ডপুবাণ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্।
জনিত্বা যোগমেবৈতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ॥

কালিকা ৩৬০-১। যোগবাশিষ্ঠ—নির্ব্বাণ প্রঃ১২৬।৫০।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভগবান্ যাহা বলিযাছেন তাহা
গীতার ৬।৪১-৪২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ, আদিবিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ, ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশযৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকাযমধিষ্ঠায সম্প্রদায়প্রোতকোঽনুগ্রাহক শ্চেতি পাতঞ্জলাঃ, লোকবেদ-বিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ, শিব ইতি শৈবাঃ, পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ, পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ, যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ, সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ, নিবাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ, উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ, লোকব্যবহাবসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ, যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ।

পরিশিষ্ট ৫৪-৫৫। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥
কালিকা ৫৭। গীতা ৯।২৮।

শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনাসরিৎ।
পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি ॥
পরিশিষ্ট ১০। যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষুব্যবহার প্রং ৯।৩০।

শুভৈরাপ্নোতি দেবত্বং নিষিদ্ধৈ র্নারকীং গতিম্।
উভাভ্যাং পুণ্যপাপাভ্যাং মানুষ্যং লভতে নরঃ ॥
কালিকা ৫৫। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ১।৪১।

শুশ্রূষা শ্রবণং চৈব গ্রহণং ধারণং তথা।
উহাপোহার্থ-বিজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং চ ধীগুণাঃ ॥
পরিশিষ্ট ৩৬১। কামন্দকীয়স্মৃতি।

শূন্যং তত্ত্বং ভাবো বিনশ্যতি।
কালিকা ৩৯০। সাংখ্যপ্রবচন ১।৪৪।

শূন্যং শূন্যে সমুচ্ছূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি বৃংহিতম্।
সত্যং বিজৃম্ভিতে সত্যে পূর্ণে পূর্ণমিব স্থিতম্ ॥
পবিশিষ্ট ৪৫৬। যোগবাশিষ্ঠ—নির্ব্বাণ প্রং ৫।১১।

শূন্যভাবিতভাবাত্মা পুণ্যপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
পবিশিষ্ট ২৯৬। ব্রহ্মাণ্ডপুবাণীয় উত্তবগীতা ৩৪।

শূন্যরূপং নিরাকাবং সহস্রবিঘ্ননাশনম্।
সর্ব্বপবঃ পরো দেব স্তস্মাত্ত্বং বরদো ভব ॥
কালিকা ৩৮৯। শূন্যপুবাণ।

শূন্যাচ্ছূন্যপরিত্যাগে শূন্যমেবাবশিষ্যতে।
তয়োর্দ্বয়োঃ সমাযোগে ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন ॥
কালিকা ৩৯৯-৪০০। গাণিতিক আভাণক।
মন্তব্যপ্রকাশ। ৯৬ পৃষ্ঠার কলিকাভাসে এই জাতীয় অন্য আভাণক দ্রষ্টব্য।

শৃণু হৃদয় রহস্যং যৎ প্রশস্তং মুনীনাং

ন খলু ন খলু যোষিৎসন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ।

'স্ত্রীপিণ্ড' ইত্যাদি। শান্তিশতক ২৮।

শৃণোতি য ইমং স্ফোটং সুপ্তশ্রোত্রে চ শূন্যদৃক্।
যেন বাগ্ব্যজ্যতে যস্য ব্যক্তিরাকাশ আত্মনঃ॥

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৪০।

শেষে যজুঃশব্দঃ।

কালিকা ১৮০। মীমাংসা ২।১।৩৭।

শোকো হি পরমা পূজা শোকো বৈরাগ্যসাধনম্।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।

পরিশিষ্ট ১১৫-৬। যোগদর্শন ২।৩২।

শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি।

পরিশিষ্টে 'পাণিনি'। অষ্টাধ্যায়ী ৪।৩।১০৬।

শ্যাবাঃ সবিতুঃ।

কালিকাভাস ১৬৫। নিরুক্ত—নিঘণ্টু ১।১৫।

শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত।

কালিকা ২২৮। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র ৩।৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। সম্পূর্ণ সূত্রটী এইরূপ—শ্যেনাজিরাভ্যামভিচরন্ যজেত অর্থাৎ শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত এবং অজিরেণাভিচবন্ যজেত। শ্যেন অর্থাৎ বাজপক্ষী এবং অজির অর্থাৎ ভেক। শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত অর্থাৎ হিংসাচরণ করিয়া শ্যেনপক্ষীর দ্বারা হবন করিবে। অভিপ্রায় এই যে, শ্যেনপক্ষীর অস্থিধারণ পূর্ব্বক মুক্তকেশে বামহস্তের দ্বারা আহুতি দিবে এবং আহুতি দিবার সময় "হুর্শ্মিত্রিয়া স্তম্ভ সন্ত হুঁফট্" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ক্ষুরখণ্ডিত রিপুপ্রতিকৃতি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। মাৎস্যে স্মৃত হইয়াছে—হুর্শ্মিত্রিয়া স্তম্ভ সন্ত তথা হুংফড়িতীতি চ। শ্যেনাভিচারমন্ত্রেণ

ক্ষুরং সমভিমন্ত্র্য চ॥ প্রতিরূপং রিপোঃ কৃত্বা ক্ষুরেণ পরিকর্ত্তয়েৎ। রিপুরূপস্য শকলান্যথৈবাগ্নৌ বিনিক্ষি-পেৎ॥ ৯৩।১৫৩ ইত্যাদি।

এসম্বন্ধে অন্যান্যবিষয় নারায়ণবৃত্তিতে দেখিতে পাওয়া যাইবে। শাবীরকভাষ্যে, ঋগ্বেদের উপোদ্ঘাতে মীমাংসাপরিভাষায় এবং তিথিতত্ত্বাদিনিবন্ধগ্রন্থে প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্।

পরিশিষ্ট ৮৯। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-শিক্ষাবল্লী।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

পরিশিষ্ট ১৭৯। ভাগবত ৭।৫।২৩—প্রহ্লাদোক্তি।

শ্রবণায়াঽপি বহুভিঃ।

ভাষ্য ১৪৮। কঠ ২।৭।

শ্রুতশৌর্য্যতপোবিদ্যাশিষ্যযাজ্যান্বয়াগতম্।
ধনং সপ্তবিধং শুদ্ধং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্॥

পরিশিষ্ট ৯০। রত্নাকর।

শ্রুতিগম্যতত্ত্বং হি নাহংবুদ্ধ্যাবগম্যতে।
অবিবেকাদতো দেহাত্মাত্মন্যধ্যস্তমিষ্যতাম্॥

পরিশিষ্টে 'অমলানন্দ'। শাস্ত্রদর্পণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটী জিজ্ঞাসাধিকরণের উত্তর পক্ষ। 'জিজ্ঞাস্যম্' ইত্যাদি শ্লোকে উহার পূর্ব্বপক্ষ দৃষ্ট হইবে।

শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানম্।

পরিশিষ্ট ১৫৭। পূর্ব্বমীমাংসা ৩।৩।২৪৫ সূত্র।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।
তত্র শ্রৌতং প্রমাণং তু তয়োর্দ্বৈধে স্মৃতির্বরা॥

পরিশিষ্ট ২৭৪। ব্যাসসংহিতা ১।৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহা হইতে উপপন্ন হইতেছে যে, বেদে ও স্মৃতিতে যে সকল বিষয় প্রস্ফুটিত নহে, তাহার সম্বন্ধে পুরাণই চূড়ান্ত প্রমাণ। স্কান্দের প্রভাসখণ্ডেও স্মৃত হইয়াছে—

যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টংস্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥

শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।
অবিরোধে সদা কার্য্যং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ সদা॥

পরিশিষ্ট ২৭৪। জাবালবচন।

শ্রুতিস্মৃতিবিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ। শিষ্টঃ পুনরকামাত্মা।

পরিশিষ্ট ৯৫। বসিষ্ঠ স্মৃতি ১।২-৪।

শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং কর্ম্ম সম্যগ্ বর্ণাশ্রমাত্মকম্।
অধ্যাত্মজ্ঞানং সহিতং মুক্তয়ে সততং কুরু॥

কালিকা ৩৩৭। কূর্ম্মপুরাণ।

শ্রুতীনাং শাস্ত্রতাৎপর্য্যং স্বীকৃত্যেদমিহেরিতম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যপরত্বাত্তু তাসাং তন্নৈব বিদ্যতে॥

কালিকা ২৭৫। শাস্ত্রদর্পণ।

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যাদ্ মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্ব্বিকল্পম্॥

পরিশিষ্ট ১১৫। বিবেকচূড়ামণি।

শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্‌বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রে তথাঽচার্য্যে গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু॥

কালিকা ৩৫২। মনু ২।২০৩, উশনঃসংহিতা, ৩।২৩।

শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।

কালিকা ২৬৯। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫।

শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেভ্যো মন্তব্য শ্চোপপত্তিভিঃ।
মত্বা চ সততং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ॥

পরিশিষ্ট ৮৬। বৃহদারণ্যক বার্ত্তিক ১০৮৩ শ্লোক।

শ্রোত্রোপলব্ধি বুদ্ধিনিগ্রাহ্যঃ প্রয়োগেনাভিজ্বলিত আকাশদেশঃ শব্দঃ।

পরিশিষ্ট ২৩৭। মহাভাষ্য।

শ্রৌতে স্মার্ত্তে চ বিশ্বাসো যত্তদাস্তিক্যমুচ্যতে।

পবিশিষ্ট ১১৭। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।৬।

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
মমেতি মূলং দুঃখস্থ ন মমেতি চ নিবৃত্তিঃ॥
নির্ম্মমত্বং বিরাগায় বৈরাগ্যাদ্ যোগসঙ্গতিঃ।
যোগাৎ সংজায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ মুক্তিঃ প্রজায়তে॥

কালিকা ১৩৫। মধুসূদনধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্॥

মহানির্ব্বাণের আত্মজ্ঞাননির্ণয়ে স্মৃত হইয়াছে—

ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥ ৫।

শ্বঃকার্য্য মদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
ন হি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতং বাস্য ন বা কৃতম্॥

পরিশিষ্ট ১৩৪। মহাভারত এবং বিষ্ণুসংহিতা ২০।৪১।

ষড়্দর্শনানি মেঽঙ্গানি পাদৌ কুক্ষিঃ করৌ শিরঃ।
তেষু ভেদস্তু যঃ কুর্য্যাদ্ মমাঙ্গং ছেদয়েত্তু সঃ॥

পরিশিষ্ট ৮৫। কুলার্ণব তন্ত্র ২য় উল্লাস।

ষড়্ভূমিকাচিরাভ্যাসাদ্ ভেদস্যানুপলম্ভনাৎ।
যৎস্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা জ্ঞেয়া তুর্য্যগা গতিঃ॥

পরিশিষ্ট ৭০। বরাহোপনিষৎ ৪।১০, মহোপনিষৎ ৫।৩৪, এবং যোগবাশিষ্ঠ—উৎপত্তি প্রকরণ ১১৮।১৫।

ষড়্বস্থাপরিত্যাগে সুষুপ্তিঃ সপ্তমী মতা।

পরিশিষ্ট ৫। বোধসার।

ষষ্ঠীগুণক্রিয়াজাতিরূঢ়য়ঃ শব্দহেতবঃ।
নাত্মন্যস্তমোহমীষাং তেনাত্মা নাভিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ১৫। অনুভূতিপ্রকাশ।

সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিং চ প্রচক্ষতে।
চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানি তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরিশিষ্ট ২৩২। সাংখ্যভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুধৃত মহাভারতবচন।

সংখ্যাভাবাৎ।

পরিশিষ্ট ২৫০। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।২০।

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনি র্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥

ভাষ্য ৩৯। গীতা ৫।৬।

সংমাননা পরাং হানিং যোগর্দ্ধেঃ কুরুতে যতঃ।
জনেনাবমতো যোগী যোগসিদ্ধিং চ বিন্দতি॥

ভাষ্য ১২২। পরাশরোপপুরাণ।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।

পরিশিষ্ট ১৯৩। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ।
সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদ স্তেন নাস্তি বৈ॥

পরিশিষ্ট ১৮,৬৪ মাণ্ডুক্য—অলাতপ্রং ৫৭।

সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কথং মে স্যাৎ কদাবিধে।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধি র্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা॥

পরিশিষ্ট ১৮৬। অপরোক্ষানুভূতি।

স ইমমেবাত্মানং দ্বেধা পাতয়ৎ, ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।

কালিকা ৪০৫। বৃহদারণ্যক ১।৪।৩।

স একাকী ন রমতে।

কালিকা ৩৩৫। বৃহদারণ্যক ১।৪।৫।

স এব জীবো বিবরপ্রসূতিঃ প্রাণেন ঘোষেণ গুহাং প্রবিষ্টঃ।
মনোময়ং সূক্ষ্মমপেত্য রূপং মাত্রা স্বরা বর্ণ ইতি প্রবিষ্টঃ॥

পরিশিষ্ট ২১৮। বিষ্ণুভাগবত।

স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।
কুল্লূকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরং তথা॥

পরিশিষ্টে 'কুল্লূকভট্ট'। বংশাবলী।

সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎপুনঃ।
প্রাণ স্তত্র স এবাহমহংস ইতি চিন্তয়েৎ॥

কালিকা ৪৩৩-৪। গোরক্ষ-সংহিতা।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটীর দ্বারা 'সোহং' মন্ত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 'সোহং' হংসের ব্যতিহার। নিরুত্তর তন্ত্রের চতুর্থ পটলে আম্নাত হইয়াছে—

হকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস ইতি পরং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥

অতএব সাধারণ জীবের হংসই যোগজ্ঞানসম্পন্ন সাধকের সোহম্। এই 'সোহং' মন্ত্র স্ববসবাহী হইয়া তত্ত্ববিষয়িণী ধ্রুবা স্মৃতি উৎপাদন করে। সেই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।

সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ।

পরিশিষ্টে ১৩৫। উদ্বাহতত্ত্বধৃত মীমাংসান্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে ১১।১।২৮ জৈমিনিসূত্র-ভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনেও ন্যায়টী আলোচিত হইযাছে।

সকৃদুচ্চারিতঃ শব্দঃ সকৃদেবার্থং গময়তি।

পরিশিষ্ট ১৩৪। রঘুনন্দনধৃত মীমাংসা ন্যায়।

মন্তব্যপ্রকাশ। দত্তকমীমাংসায় ন্যায়টী উদ্ধৃত হইয়াছে।

স খল্বয়ং ব্রাহ্মণো যথা যথা ব্রতানি বহূনি সমাদিৎস্যতে, তথা তথা প্রমাদকৃতেভ্যো হিংসানিদানেভ্যো নিবর্ত্তমান স্তামেবাবদাতরূপামহিংসাং করোতীতি।

কালিকা ২২৫। ২।৩ সূত্রের যোগভাষ্য।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাং স্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিযম্য সমন্ততঃ॥

ভাষ্য ৪০। গীতা ৬।২৪।

সঙ্কেতবলাদেব পদার্থপ্রতীতৌ কিং স্ফোটেন? বর্ণানাং বহূনামেকার্থপ্রতিপাদকত্বমেকং ধর্ম্মমভিপ্রেত্য একং পদমিতি ভাক্তো ব্যবহারঃ।

পরিশিষ্ট ২৪০, ২৬৯। শঙ্করমিশ্র—উপস্কাব।

মন্তব্যপ্রকাশ। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্টাদি পূর্ব্বতন আচার্য্যকে অনুসবণ কবিয়া শঙ্করমিশ্র কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ইত্যাদি।

কালিকা ৪৭। গীতা ২।৬২-৬৩।

সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণোঽকর্ণ ইব সমনা অমনা ইব ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৫৯। বৃহদারণ্যক।

স চ প্রত্যয়ো লিঙ্লোট্লেট্তব্যকৃত্যপ্রত্যয়রূপঃ।

পরিশিষ্ট ২০১। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়।

স চ শব্দো দ্বিবিধো বুদ্ধিহেতুকোঽবুদ্ধিহেতুকশ্চেতি।

পরিশিষ্ট ২১৫। বৈয়াকরণভূষণসার।

স চায়ং স্ফোট আন্তরপ্রণবরূপ এব।

পরিশিষ্ট ২৫৬। লঘুমঞ্জুষা।

সচ্চ ত্বচ্চাভবৎ।

পরিশিষ্ট ২২৬। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তি স্ততো নাদ স্তস্মাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥
পরঃ শক্তিময়ঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিদ্যতে পুনঃ।
বিন্দুর্নাদবীজমিতি তস্য ভেদাঃ সমীরিতাঃ॥
বিন্দুঃ শিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তয়োর্মিথঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ॥
রৌদ্রী বিন্দো স্ততো নাদাজ্জ্যেষ্ঠা বীজাদজায়ত।
বামা তাভ্যঃ সমুৎপন্না রুদ্রব্রহ্মসমাধিনা॥
তে জ্ঞানেচ্ছা ক্রিয়াত্মানো বহ্নীন্দ্বর্কস্বরূপিণঃ।
ভিদ্যমানাৎ পরাদ্ বিন্দোরব্যক্তাত্মরবোঽভবৎ॥
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহুঃ সর্ব্বাগমবিশারদাঃ।
শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ॥
ন হি তেষাং তয়োঃ সিদ্ধির্জ্জড়ত্বাদুভয়োরপি।
চৈতন্যং সর্ব্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতি মে মতিঃ॥
তৎপ্রাপ্য কুণ্ডলীরূপং প্রাণিনাং দেহমধ্যগম্।
বর্ণাত্মনাবির্ভবতি গদ্যপদ্যাদিভেদতঃ॥
অথ বিন্দ্বাত্মনঃ শম্ভোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মনঃ।
অজায়ত জগৎসাক্ষী সর্ব্বব্যাপী সদাশিবঃ॥
সদাশিবাদ্ ভবেদীশ স্ততো রুদ্রসমুদ্ভবঃ।
ততো বিষ্ণু স্ততো ব্রহ্মা তেষামেব সমুদ্ভবঃ॥
মূলভূতাত্ততোঽব্যক্তাদ্ বৈকৃতাৎ পরবস্তুনঃ।
আসীৎ কিল মহত্তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্॥
অভূত্তস্মাদহংকার স্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ।
বৈকারিকাদহংকারাদ্দেবা বৈকারিকা দশ॥
তাহার পর—'দিগবাতার্কঃ' ইত্যাদি দেখুন।

পরিশিষ্ট ২১৮। সারদাতিলক-প্রথম পটল।

সচ্চিদানন্দসত্যত্বে মিথ্যাত্বে নামরূপয়োঃ।

বিজ্ঞাতে কিমিদং জ্ঞেয়মিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥

পরিশিষ্ট ৩১০। বেদান্তডিণ্ডিম।

সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৫০। বেদান্তসারে উদ্ধৃত প্রাচীনকারিকা।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপশারীরক ২।৫৭-৭০ শ্লোক, ১।২।২১ ব্রহ্মসূত্রের কল্পতরু এবং পঞ্চদশী ১৩।৬-১০ দ্রষ্টব্য।

সতঃ পরমদর্শনং বিষয়ানাগমাৎ।

পরিশিষ্ট ২৪৮। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।১৩।

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণ মন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ।

পরিশিষ্টে—'কালিদাস'। শকুন্তলা।

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥

পরিশিষ্ট ২৩। বিবেকচূড়ামণি।

মন্তব্যপ্রকাশ। বিষ্ণুভাগবতে স্মৃত হইয়াছে—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্ ॥ ৭।১।২৭।

সতো হি মায়য়া জন্ম যুজ্যতে ন তু তত্ত্বতঃ।
তত্ত্বতো জায়তে যস্য জাতং তস্য হি জায়তে ॥

কালিকা ৯৬। মাণ্ডূক্যকারিকা—অদ্বৈতপ্র ৯৪।২৭।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্।

পরিশিষ্ট ৩৯। যোগদর্শন ৩।৫৫।

সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং চ।

পরিশিষ্ট ৩৯। যোগদর্শন ৩।৪৯।

মন্তব্যপ্রকাশ। সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্ব কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—সর্ব্বেষাং ব্যবসায়-

ব্যবসেয়াত্মকানাং গুণপরিণামরূপাণাং ভাবানাং স্বামি-
বদাক্রমণং সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বম্। (সর্ব্বদর্শনে
পাতঞ্জলদর্শন)।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।

পরিশিষ্ট ১৫৭। সাংখ্যসূত্র ১।৬১।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চ পরানন্দং পরং ধ্রুবম্।
প্রত্যগিত্যবগন্তব্যং বেদান্তশ্রবণং বুধাঃ॥

পরিশিষ্টে ১১৮। জাবালদর্শনোপনিষৎ ২।৯।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।

কালিকা ৩৩২। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবল্লী ১।১।

সত্যং তু সপ্তমো লোকো ব্রহ্মণঃ সদনস্ততঃ।
সর্ব্বেষাং চৈব লোকানাং মূর্দ্ধ্নি সন্তিষ্ঠতে সদা॥

পরিশিষ্ট ১৮১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

সত্যং শিবং সুন্দরম্।

পরিশিষ্ট ২৮২। আর্ষোক্তি।

সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা ইত্যাদি।

'স্বতন্ত্র মস্বতন্ত্রং চ' ইত্যাদি শ্লোক। পৈঙ্গীশ্রুতি।

সত্যপি সমস্তবর্ণপ্রত্যবমর্শে যথা ক্রমানুরোধিন্য এব
পিপীলিকাঃ পঙ্‌ক্তিবুদ্ধিমারোহন্ত্যেবং ক্রমানুরোধিন
এব বর্ণাঃ পদবুদ্ধিমারোক্ষ্যন্তি।

পরিশিষ্ট ২৪২। ১।৩।২৮ সূত্রের শারীরকভাষ্য।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতং চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।

পরিশিষ্ট ২২৬। বিষ্ণুভাগবত।

মন্তব্যপ্রকাশ। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—
'সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ্‌তেজাংসি, ত্যচ্ছব্দেন বায়্বাকাশৌ।
এবং সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং ভূতপঞ্চকম্'। 'ঋতসত্যনেত্রে'

সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'ঋতেন সহ সত্যে সমদর্শনে নেত্রং প্রবর্ত্তনা যস্য স ঋতসত্যনেত্রঃ'।

সৎসংপ্রয়োগে পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্মতৎপ্রত্যক্ষম্, অনিমিত্তং বিদ্যমানোপলম্ভত্বাৎ।

পরিশিষ্ট ১৩৪। জৈমিনিসূত্র ১।৪।

সৎসঙ্গঃ পরমা পূজা সৎসঙ্গো মোক্ষসাধনম্।
অসৎসঙ্গঃ পরা পূজা যত্র মোহঃ পরীক্ষ্যতে॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

সৎসমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥

পরিশিষ্ট ১২২। অধ্যাত্মোপনিষৎ ৬৪।
মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটী বিবেক-চূড়ামণিতেও পঠিত হইয়াছে।

সদক্ষরং ব্রহ্ম য ঈশ্বরঃ পুমান্
গুণোর্ম্মিসৃষ্টিস্থিতিকালসংলয়ঃ।
প্রধানবুদ্ধ্যাদিজগৎপ্রপঞ্চসূঃ
স নোঽস্তু বিষ্ণু র্গতিভূতিমুক্তিদঃ॥

পরিশিষ্ট ১৬১। বিষ্ণুপুরাণ ১।১।২।

সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।

কালিকা ২৪৭। গীতা ৮।৬।

সদাশিবঃ শক্ত্যাত্মা।

পরিশিষ্ট ২১০। হংসোপনিষৎ ২।

সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।

কালিকা ৩০১। ছান্দোগ্য ৬।২।১।

সদৈব বাসনাত্যাগঃ শমোঽয়মিতিশব্দিতঃ।
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে॥

কালিকাভাস ২২৯, পরিশিষ্ট ২২১। অপরোক্ষানুভূতি।

সদ্ঘনং চিদ্ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥

পরিশিষ্ট ১২১-২। বিবেকচূড়ামণি।

সনকাদ্যা স্তপঃসিদ্ধা যে চান্যে ব্রহ্মণঃ সুতাঃ।
অধিকারনিবৃত্তাস্তু তিষ্ঠন্ত্যস্মিং স্তপস্ততঃ ॥

পরিশিষ্ট ১৮১। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

সন্নিকৃষ্ট মধীয়ানং ব্রাহ্মণং যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥

পরিশিষ্ট ৮৯। শাতাতপ।

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তু মযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনি র্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥

ভাষ্য ৩৯। গীতা ৫।৬।

সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থা স্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকাবিরহিতাঃ পরবাদবিবর্জ্জিতা শ্চাপি ॥

পরিশিষ্ট ১৪৩। সাংখ্যকারিকা।

সপ্তবিংশতিতমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতূকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ ॥

পরিশিষ্টে 'জাতূকর্ণ্য'। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ—অনুষঙ্গপাদ।

সপ্তাঙ্গং চ চতুষ্পাদং ত্রিস্থানং পঞ্চদৈবতম্।
ওঙ্কারং যো ন জানাতি স কথং ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥

পরিশিষ্ট ৩৫২। তন্ত্রশাস্ত্র।

মন্তব্য প্রকাশ। সপ্তাঙ্গ অর্থাৎ অ, উ, ম, নাদ (৺), বিন্দু (০), কলা (—), কলাতীত (=)। তান্ত্রিকমতে চতুষ্পাদের অর্থ—স্থুল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। বৈদিক-মতে চতুষ্পাদের অর্থ মাণ্ডূক্যবর্ণিত জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। তান্ত্রিকমতে ত্রিস্থানের অর্থ—যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি (বৃহদারণ্যক দেখুন)। বৈদিক মতে ত্রিস্থানের অর্থ—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। তান্ত্রিকমতে পঞ্চদেবতার অর্থ—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর। বৈদিকমতে পঞ্চদেবতার অর্থ—অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা, বিজ্ঞানময় আত্মা ও আনন্দময় আত্মা।

স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ ? স্বে মহিম্নি।

ভাষ্য ৩৭০। ছান্দোগ্য ৭।২৪।১।

সভাস্বরা বর্হিষদোঽগ্নিষ্বাত্তাস্তথৈব চ।
ত্রয়োমূর্ত্তিমন্ত শ্চৈষাং চত্বারশ্চাপ্যমূর্ত্তয়ঃ॥
ক্রব্যাদা শ্চোপহূতাশ্চ আজ্যপাশ্চ সুকালিনঃ।
মূর্ত্তিমন্তঃ পিতৃগণা শ্চত্বাবশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরিশিষ্ট ৩। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১।১৬৮।৩-৪।

স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।

কালিকা ৩৭৭। শ্বেতাশ্বতর ৩।১৪।

সমং তত্র দর্শনম্।

পরিশিষ্ট ২৪৮। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।১২।

সমমব্রাহ্মণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্মণব্রুবে।
প্রাধীতে শতসাহস্রমনন্তং বেদপারগে॥

কালিকা ২১৪ এবং কালিকাভাস ২১৭। মনু ৭।৮৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। অব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ সূচীতে দ্রষ্টব্য। ব্যাসীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের ৪।৩৯ শ্লোক ইহার সমানার্থক। ‘বেদপারগ’ কাহাকে বলে তৎসম্বন্ধেও ব্যাসসংহিতায় স্মৃত হইয়াছে।

মীমাংসতে চ যো বেদান্ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সবিস্তরৈঃ।
ইতিহাস পুরাণানি স ভবেদ্ বেদপারগঃ॥৪।৪৫।

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাৎ তদন্যে তু জ্ঞায়ন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া॥

পরিশিষ্ট ২২৭। পঞ্চদশী ১।২৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। “তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে

ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া"—এরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়।

সমস্তং খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মেদমাততম্।
অহমন্য ইদং চান্যদিতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ॥
পরিশিষ্ট ৫৩৯। মহোপনিষৎ ৬।১২।

সমঃ স্বস্থো বিশোকোঽস্মি ব্রহ্মাহমিতি সত্যতা।
কলাকলঙ্কমুক্তোঽস্মি / সর্ব্বমস্মি নিরাময়ঃ॥
পরিশিষ্ট ২৮১। যোগবাশিষ্ঠ-নির্ব্বাণ প্রং ১১।৫৯।

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে॥ ইত্যাদি।
পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৩৭।

সম্প্রদায়বিহীনানাং ফলং ন স্যাদ্ মহেশ্বরি।
কালিকা ৪২৪। তন্ত্রশাস্ত্র।

সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদশ্চ নেষ্যতে।
পরিশিষ্ট ১৩৪,৩৬৩। শ্লোকবার্ত্তিক-প্রত্যক্ষসূত্র ৯।

সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
কালিকা ২০৭। মনুসংহিতা ২।১৬২।

মন্তব্যপ্রকাশ। স্মৃত্যন্তরে পঠিত হইয়াছে—'অসম্মানাৎ তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তু তপঃক্ষয়ঃ'। কিন্তু সমদর্শী বৈদান্তিক মনে করেন—'মান এব পরা পূজা মান্যতে পরমেশ্বরঃ। অপমানঃ পরাপূজা যোগী সিধ্যেদমানতঃ॥'

স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবদ্ধঃ।
পরিশিষ্ট ১৩৫। ছান্দোগ্য ৬।৮।

স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাস্ত উদকমন্ববিলীয়তে।
কালিকাভাস ১৮৩,কালিকা ২৭৬। বৃহদারণ্যক ২।৪।১২।

মন্তব্যপ্রকাশ। বৃহদারণ্যকে পুনরায় আম্নাত হইয়াছে—'স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ'।

সরূপাণামেকশেষঃ।

পরিশিষ্টে 'ব্যাড়ি'। অষ্টাধ্যায়ী ১।২।৬৪।

স বা এষ আত্মা হৃদি তস্যৈতদেব নিরুক্তং হৃদয়মিতি।

ভাষ্য ৪।২। ছান্দোগ্য ৮।৩।৪।

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ মন্ত্রনির্ণয় এব চ।
দেবতানাং চ সংস্থানং তীর্থানাং চৈব বর্ণনম্॥
তথৈবাশ্রমধর্ম্মাশ্চ বিপ্রসংস্থানমেব চ।
সংস্থানং চৈবভূতানাং যন্ত্রাণাং চৈব নির্ণয়ঃ॥
উৎপত্তি র্বিবুধানাং চ তরূণাং কল্পসংজ্ঞিতম্।
সংস্থানং জ্যোতিষাং চৈব পুরাণাখ্যানমেব চ॥
কোষস্য কথনং চৈব ব্রতানাং পরিভাষণম্।
শৌচাশৌচস্য চাখ্যানং নরকাণাং চ বর্ণনম্॥
হরচক্রস্য চাখ্যানং স্ত্রীপুংসোশ্চৈব লক্ষণম্।
রাজধর্ম্মো দানধর্ম্মো যুগধর্ম্ম স্তথৈব চ॥
ব্যবহারো গদিতশ্চ তথা চাধ্যাত্মবর্ণনম্।
ইত্যাদিলক্ষণৈ র্যুক্তং তন্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

পরিশিষ্ট ৭৮। বারাহীতন্ত্র।

মন্তব্যপ্রকাশ। তান্ত্রিক গুরুসম্প্রদায় বলেন—
গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ। প্রশ্নোত্তর-
পদৈর্বাক্যৈ স্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ॥

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতং চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

পরিশিষ্ট ১৫৪। বিষ্ণুপুরাণ ৩।৬।২৫, কূর্ম্মপুরাণ ১।১২।

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।

কালিকা ৪৬৯। গীতা ৪।৩৩।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

কালিকা ১০২, ২৫০। ছান্দোগ্য ৩।১৪।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। নারায়ণদৃষ্ট পুরুষসূক্তই প্রমাণটীর
মূল। মহোপনিষদেও আম্নাত হইয়াছে—'সমস্তং

খল্বিদং ব্রহ্ম সর্ব্বমাত্মেদমাততম্। অহমন্য ইদং চান্যদিতি ভ্রান্তিং ত্যজানঘ॥' যোগবাশিষ্ঠে স্মৃত হইয়াছে—'নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়াদ্ বধ্যতে মনঃ। সর্ব্বং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ সুদৃঢ়ান্ মুচ্যতে মনঃ॥'- উৎপত্তিপ্রকরণ ১১৪।২৩।

সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্ত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্।

পরিশিষ্ট ১৯৪। বিষ্ণুভাগবত ১১।২২।২৫।

সর্ব্বং বলবতঃ পথ্যম্।

পরিশিষ্ট ১৩৫। তন্ত্রবার্ত্তিকধৃত মীমাংসান্যায়।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

কালিকা ৩৭৭। গীতা ১৩।১৩।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটী শ্বেতাশ্বতরীয় মন্ত্রের অনুস্মরণমাত্র। শ্বেতাশ্বতরের ৩।১৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বভব্যানতিক্রম্য লঘুমাত্রঃ পরিব্রজেৎ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ॥

পরিশিষ্ট ৩৩৯। অনুগীতা ৪৬।৪০।

সর্ব্বত্র যৌগপদ্যাৎ।

পরিশিষ্ট ২৫০। পূর্ব্বমীমাংসা ১।১।৯।

সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।

কালিকা ৮৭। মূর্ত্তিরহস্য।

সর্ব্বশক্তিঃ পরং ব্রহ্ম নিত্যমাপূর্ণমব্যয়ম্।

পরিশিষ্ট ৫৫,২১০। যোগবাশিষ্ট—উৎপত্তিপ্রকণ ১০০।৫।

সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসং সমাধিস্থস্য লক্ষণম্।
ত্রিশূন্যং যো বিজানীয়াৎ স তু মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥

পরিশিষ্ট ২৬৯। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণীয় উত্তরগীতা ১৩।

সর্ব্বাণি চ ভূতানি বাচৈব প্রজ্ঞায়ন্তে…বাগ্বৈ…পরং ব্রহ্ম।

পরিশিষ্ট ২৬০, ২৬৩ বৃহদারণ্যক ৪।১।২।

সর্ব্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে।

পরিশিষ্টে 'বিজ্ঞানভিক্ষু'। সাংখ্যসার।

সর্ব্বার্থাক্ষেপসংযোগা দস্থধাতুসমন্বয়াৎ।
আদ্য ইত্যুচ্যতে ঘোবো হ্যহংকারো গুণো মহান্॥

ভাষ্য ৪২। সংগ্রহশ্লোক।

সর্ব্বা দিশ উর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্
প্রকাশয়ন্ ভ্রাজতে যদ্বদনড্বান্।

কালিকা ৩৮৯। শ্বেতাশ্বতর ৫।৪।

সর্ব্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রযাঃ।
সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তং হি জীবিতম্॥

কালিকা ১৪। অনুগীতা ৪৬।১৯,কাত্যায়নসংহিতা ২২।

মন্তব্যপ্রকাশ। বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন—'ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ সর্ব্বে পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রযাঃ' ইত্যাদি। সংযোগাদি যে দুঃখোচ্ছেদের কারণ নহে, তৎসম্বন্ধে সূত্রিত হইয়াছে—সংযোগাশ্চ বিযোগান্তা ইতি ন দেশাদিলাভোঽপি। সাংখ্য-প্রবচন ৫।৮০।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি॥

কালিকা ৩৬৮। কঠ ১।২।১৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে'। ১১।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং মতম্।

ভাষ্য ৪০। স্মৃতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। মনু বলিয়াছেন—'সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং বেদস্মৃতিবিধানতঃ। গৃহস্থ উচ্যতে শ্রেষ্ঠঃ স ত্রীনেতান্ বিভর্ত্তি হি॥' ৬।৮৯।

সর্ব্বেষাং ব্যবসায়ব্যবসেয়াত্মকানাং গুণপরিণামরূপাণাং ভাবানাং স্বামিবদাক্রমণং (সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বম্)।

পরিশিষ্ট ২৩১। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—পাতঞ্জলদর্শন।

সর্ব্বেষ্টানিষ্টভাবানামিষ্টত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নীরাগদ্বেষতা চিত্তে যা সৈব শিবপূজনম্॥
পীড়ৈব পরমা পূজা যথা চরণপীড়নম্।
দুঃখমেব পরা পূজা রুক্ষমুদ্বর্ত্তনং যথা॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৮০। বোধসার।

স বা এষ ন কদাচনাস্তমেতি নোদেতি তং যদস্তমেতীতি মন্যন্তেঽহ্ন এব তদন্তমিত্বাঽথাত্মানং বিপর্য্যস্যতে রাত্রীমেবাবস্তাৎ কুরুতেঽহঃ পরস্তাদথযদেনং প্রাতরুদেতীতি মন্যন্তে রাত্রেরেব তদন্তমিত্বাঽথাত্মানং বিপর্য্যস্যতেঽহরেবাবস্তাৎ কুরুতে রাত্রীং পরস্তাৎ স বা এষ ন কদাচন নিম্রোচতি ন হ বৈ কদাচন নিম্রোচতি।

পরিশিষ্টে 'আর্য্যভট্ট'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৪।৬।৪৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই ব্রাহ্মণভাগের তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য কখনও উদিত হন না বা অস্ত যান না। অর্থাৎ পৃথিবীর গতিহেতু সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রতীয়মান হয় মাত্র। ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে—পৃথিবীর একস্থানে রাত্রি হইলে অন্যস্থানে দিন হয়। মূলে 'অবস্তাৎ' ও 'পরস্তাৎ' আছে। সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন—'অবস্তাদ্ অতীতে দেশে রাত্রিমেব কুরুতে, পরস্তাদ্ আগামিনি দেশেঽহঃ কুরুতে'। বেদের ভৌগোলিক তত্ত্বটী আর্য্যভট্টীয় সিদ্ধান্তের এবং ভাস্করীয় সিদ্ধান্তের আকরস্বরূপ। 'ভ পঞ্জরঃ' ইত্যাদি শ্লোক দেখুন।

স বা এব ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ ইত্যাদি।

কালিকাভাস ৬৯৭। নৃসিংহতাপিন্যুপনিষৎ।

সবিতা সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বভাবান্ প্রসূয়তে।

পরিশিষ্ট ২৫৮। যোগিযাজ্ঞবল্ক্য।

সবিতুরিতি সৃষ্টিস্থিতিলয়লক্ষণকস্য সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সমস্তদ্বৈত-বিভ্রমস্যাধিষ্ঠানং লক্ষ্যতে।

পরিশিষ্ট ৩৫৫। শঙ্করাচার্য্যকৃতগায়ত্রীভাষ্য।

স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনি র্জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।

পরিশিষ্ট ৩৭০। শ্বেতাশ্বতর ৬।১৬।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। (বা সংপ্রসীদতি)।

পরিশিষ্ট ১৭৭। বিষ্ণুভাগবত ১।২।৬।

সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ।
ত্রিঃ পঠেদাযতপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥

পরিশিষ্ট ৩৬৫। অগ্নিপুরাণ। ইত্যাদি।

স স্বরাড্ ভবতি।

কালিকা ২০। ছান্দোগ্য ৭।২৫।২, নৃসিংহ উং ৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। স্বরাট্ অর্থাৎ স্বতন্ত্র। বেদান্তমতে যিনি কর্ম্মবশ্য নহেন, তিনিই স্বরাট্ বা স্বতন্ত্র। সুরেশ্বরাচার্য্যের নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি দ্রষ্টব্য।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

পরিশিষ্ট ১০৫। পুরুষসূক্ত।

মন্তব্যপ্রকাশ। অহির্বুধ্নসংহিতার ৫৯ অধ্যায়ে এই মন্ত্রের প্রয়োগাদি স্মৃত হইযাছে।

স হি বিদ্যাত স্তং জনয়তি, তচ্ছ্রেষ্ঠং জন্ম, শরীরমেব মাতাপিতরৌ জনয়তঃ।

ভাষ্য ৩৪৩। আপস্তম্ব।

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিযোঃ।

পরিশিষ্ট২৭০,২২৬। তত্ত্ববৈশারদী ৪।১৪,বিবরণপ্রমেয়।

মন্তব্যপ্রকাশ। বৈনাশিক বৌদ্ধেরা বলেন—

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈ র্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥
অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তি-ভেদবানিব লক্ষ্যতে॥

ইহা নিরাকরণ করিয়া বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলিয়াছেন—

সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
অন্যচ্চেৎসংবিদো নীলং ন তদ্ ভাসেত সংবিদি॥
ভাসতে চেৎ কুতঃ সর্ব্বং ন ভাসেতৈকসংবিদি।
নিয়ামকং ন সম্বন্ধং পশ্যামো নীলতদ্ধিয়োঃ॥

পরিশিষ্ট ২২৬। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ।

স হোবাচ কিং মেঽন্নং ভবিষ্যতীতি। যৎকিঞ্চিদিদমাশ্বভ্য আশকুনিভ্য ইতি হোচুঃ।

কালিকা ২২৫। ছান্দোগ্য ৫।২।১।

স হোবাচাধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি। স তূষ্ণীং বভূব। তং হ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ব্রূমঃ খলু ত্বং তু ন বিজানাসি, উপশান্তোঽয়মাত্মা।

কালিকা। ২৭৫। বৃদ্ধোক্তপ্রকারশ্রুতি।

মন্তব্যপ্রকাশ। ৩।২।১৭ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্যে শ্রৌতপ্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা বাহ্ব-বাস্কলির সংবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাস্কলিব গুরু বাহ্ব একজন ব্রহ্মর্ষি।

সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাচ্চ কপিলাদিভিরুচ্যতে।

পরিশিষ্ট ২৩২। মৎস্যপুরাণ ৩ অধ্যায়।

সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী।

পরিশিষ্ট ৪১৮। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্র।

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

পরিশিষ্ট ৭৫। শাণ্ডিল্যসূত্র।

সাঽপরোক্ষা নৈব নিশা শৃণু তস্যাস্তু লক্ষণম্।

প্রথমঃ স্বচমৎকারঃ স্বরূপানন্দলক্ষণঃ॥

ব্রহ্মত্বসংস্মৃতিঃ সৈব সৈব জীবত্ববিস্মৃতিঃ।

তদেবাজ্ঞানমরণ মমৃতত্বং তদেব হি।

পরিশিষ্ট ৬৯। স্মৃতি।

সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ্বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ববৃত্তিতঃ।

প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ ভুক্তেরস্তিহেতুরলৌকিকঃ॥

উপক্রমণিকা। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।

সাপেক্ষনিরপেক্ষয়ো নিরপেক্ষস্য বলবত্বম্।

পরিশিষ্ট ১২৫। বাচস্পতিমিশ্রধৃতমীমাংসান্যায়।

সা প্রসূতে কুণ্ডলিনী শব্দব্রহ্মময়ী বিভুঃ।

শক্তিং ততো ধ্বনি স্তস্মান্নাদস্তস্মান্নিবোধিকা॥ ইত্যাদি।

পবিশিষ্ট ১০৩,২২০-১। সারদাতিলক।

সালোক্যমথসারূপ্যং সার্ষ্টিঃ সামীপ্যমেব চ।

সাযুজ্যঞ্চেতি মুনয়ো মুক্তিং পঞ্চবিধাং বিদুঃ।।

পবিশিষ্ট ৭৫। বিষ্ণুপুরাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। মুক্তিবাদে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ড মুক্তিকে ষড়্বিধ নির্ণয় করিয়া বলেন—সার্ষ্টিসালোক্য-সারূপ্যসামীপ্যসাম্যলীনতাম্। বদন্তি ষড়্বিধাং মুক্তিং মুক্তা মুক্তিবিদো বিভো॥৬।১৭।

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

পরিশিষ্ট ৭৫। বিষ্ণুভাগবত ৩।২৯।১৩ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ—প্রকৃতি খণ্ড ১৮।৪০।

সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।

পরিশিষ্টে 'কপিল'। গীতা ১০।২৬।

সিনীবালী কুহূরাকা ত্বেবং চানুমতিঃ শুভা।

পরিশিষ্ট ৭। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ১।৪১।১৫।

সুক্ষেত্রে বাপয়েদ্ বীজং সুপাত্রে দাপয়েদ্ধনম্।

সুক্ষেত্রে চ সুপাত্রে চ ক্ষিপ্তং নৈব বিদুষ্যতি॥

পরিশিষ্ট ৮৭। ব্যাসসংহিতা ৪।৪৯।

(যথা) সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি, এবং তস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে জীবাঃ সর্ব্ব এবাত্মনো ব্যুচ্চরন্তি।

কালিকা ২৭৪। বৃহদারণ্যক ২।১।২০।

মন্তব্যপ্রকাশ। প্রমাণটী ভেদাভেদবাদীর উপজীব্য।

সুষারথি রশ্বানিব যন্ মনুষ্যান্ নেনীয়তেঽভীশুভির্বাজিন ইব ;

হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্প মস্তু॥

কালিকাভাস ৪১১। যজুর্ব্বেদ—যাজ্ঞবল্ক্যদৃষ্ট মন্ত্র।

সুষুপ্তিঃ পরমা পূজা সমাধি র্যোগিনাং হি সঃ।

কর্ম্মযোগঃ পরা পূজা কর্ম্ম ব্রহ্মার্পণং হরৌ॥

পরিশিষ্ট ১৯২। বোধসার।

সুস্নাতঃ সম্যগাচান্তঃ কৃতসন্ধ্যাদিকক্রিয়ঃ।

কামক্রোধবিহীনশ্চ পাষণ্ডস্পর্শবর্জ্জিতঃ॥

জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী পাত্রং দাতা চ শস্যতে।

পরিশিষ্ট ৮৮। বরাহপুরাণ।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্।

বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥

কালিকা ৩৭৮। শ্বেতাশ্বতর ৪।১৪।

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।

সংহরামি মহারুদ্ররূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া॥

দুর্ব্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।

ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥

কালিকাভাস ৩৯৫। দেবীভাগবত।

সৃষ্টিশ্চ জ্যোতিষাখ্যানং নিত্যকৃত্যপ্রদীপনম্।
ক্রমসূত্রং বর্ণভেদো জাতিভেদ স্তথৈব চ॥
যুগধর্ম্মশ্চ সংখ্যাতো যামলস্যাষ্টলক্ষণম্

পরিশিষ্ট ৭৮। তন্ত্রশাস্ত্র।

সৃষ্টিশ্চ প্রলয়শ্চৈব দেবতানাং যথার্চ্চনম্।
সাধনং চৈব সর্ব্বেষাং পুরশ্চরণমেব চ॥
ষট্‌কর্ম্মসাধনং চৈব ধ্যানযোগশ্চতুর্ব্বিধঃ।
সপ্তভির্লক্ষণৈর্যুক্ত মাগমং তদ্বিদু র্বুধাঃ॥

পরিশিষ্ট ৭৭। বারাহীতন্ত্র।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা বিদ্যা প্রকৃতি স্তেন কীর্ত্তিতা।

পরিশিষ্ট ১৫৭। গায়ত্রীতন্ত্র।

সেবায়াং পবমং কষ্টং মৎকীটস্তু কৃষীবলঃ।
দ্যূতে সর্ব্বস্বনাশঃ স্যাচ্চৌর্য্যে বাজভয়ং মহৎ॥
নাকাশাৎ পততি দ্রবং জীবিকা সুখদা কথম্।

পরিশিষ্ট ১৯৮। বোধসার।

সোঽহম্।

কালিকাভাস ৩০৯ এবং পরিশিষ্ট ১৩। নির্ব্বাণোপনিষৎ, দক্ষিণামূর্ত্ত্যুপনিষৎ ১৫, নৃসিংহোত্তরতাপিন্যুপনিষৎ ৯, গন্ধর্ব্বতন্ত্র ৫, ইত্যাদি।

স্তুতি র্নিন্দা পরকৃতিঃ পুবাকল্প ইত্যর্থবাদঃ।

পরিশিষ্ট ১১। ন্যায়সূত্র ২।১।৬৪।

স্তুতিরেব পরা পূজা স্তুতৌ দেবঃ প্রসীদতি।
নিন্দৈব পরমাপূজা সুহৃদাং গালয়ো যথা॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

স্তোষ্যামি প্রযতো দেবীং শরণ্যাং বহ্বৃচপ্রিয়াম্।
সহস্রসম্মিতাং দুর্গাং জাতবেদসে সুনবাম সোমম্॥

কালিকাভাস ৪১৯। ঋগ্বেদ—রাত্রিপরিশিষ্ট।

স্ত্রীপিণ্ডসংপর্ককলুষিতচেতসো বিষয়বিষাক্তা ব্রহ্ম ন জানন্তি।

ভাষ্য ৬১, কালিকা ৪৩৯। শিষ্টসম্মিত স্মৃতি-প্রমাণ।

মন্তব্যপ্রকাশ। যোষিৎসেবার দোষ দেখিয়া শান্তিশতকে শিল্‌হণ মিশ্র বলিয়াছেন—

শৃণু হৃদয়রহস্যং যৎ প্রশস্তং মুনীনাং

ন খলু ন খলু যোষিৎসন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ। ইত্যাদি।২৮।

স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।

স্মরেদ্ বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥

পরিশিষ্ট ৪১৮। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্র।

স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।

যোঽর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞানবিধূতপাপ্মা॥

কালিকাভাস ১৯৬। নিরুক্ত-নৈগমকাণ্ড ১।৬।

স্থানাদ্ বীজাদুপষ্টম্ভা ন্নিস্যন্দান্নিধনাদপি।

কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥

কালিকাভাস ৭৫। ২।৫ যোগভাষ্যধৃত পাবমর্ষী গাথা।

মন্তব্যপ্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত উত্তর গীতায় স্মৃত হইযাছে।

অত্যন্তমলিনো দেহো দেহী চাত্যন্তনির্ম্মলঃ।

উভয়োরন্তরং মত্বা কস্য শৌচং বিধীয়তে॥১।৫৭।

স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।

কালিকা ৭৩। যোগদর্শন ৩।৫১।

স্থিতত্বং পরমা পূজা তদুপস্থানমাত্মনঃ।

পতনং পরমা পূজা নমস্কারস্বরূপিণী॥

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

স্থিতঃ কিং মূঢ এবাস্মি প্রেক্ষেঽহং শাস্ত্রসজ্জনৈঃ।

পরিশিষ্ট ৬৬। বরাহোপনিষৎ ৪।৩, যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রং ১১৮।৮।

স্থিত্যদনাভ্যাম্।

পরিশিষ্ট ৯৪। ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৬।

স্থূলে বিনির্জ্জিতং চিত্তং ততঃ সূক্ষ্মে নিবেশয়েৎ ॥

কালিকা ২৪৯, ৩০৭। শিবপুরাণ।

স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটঃ। ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২৩৫। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ—পাণিনিদর্শন।

স্ফোটস্তাবানেব, ধ্বনিকৃতা বৃদ্ধিঃ।

পরিশিষ্ট ২৪৯। মহাভাষ্য।

স্ফোটবাদিনস্তু দৃষ্টহানিরদৃষ্টকল্পনা চ। বর্ণাশ্চেমে ক্রমেণ গৃহ্যমাণাঃ স্ফোটং ব্যঞ্জয়ন্তি, স চ স্ফোটোঽর্থং ব্যনক্তীতি গরীয়সী কল্পনা স্যাৎ।

পরিশিষ্ট ২৪৪। ১।৩।২৮ ব্রহ্মসূত্রের শারীরক ভাষ্য।

স্ফোট স্তং বর্ণসংশ্রয়ঃ।

পরিশিষ্ট ২৫৬। হরিবংশ ১৬।৫২।

স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।
স্থিতিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে ॥

পরিশিষ্ট ১০৩, ২৩৮-৯। বাক্যপদীয় ১।৭৭।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ৪১৯। দক্ষসংহিতা ৭।৩১।

স্মৃতি র্মনোজন্যা ন তু সংস্কারজন্যা, সংস্কারস্তু মনস স্তদর্থসন্নিকর্ষরূপ এব।

পরিশিষ্ট ২৭৪। মধ্বাচার্য্য।

স্মৃতরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ।

পরিশিষ্ট ৭। ১।১।১ শারীরকভাষ্য।

স্যাদেতৎ, ঈশ্বরবচ্ছক্তিরপি কার্য্যেণৈবানুমীয়তে।

পরিশিষ্ট ১৪০, ২১৩। তত্ত্বচিন্তামণি।

স্বকর্ম্মণ্যভিযুক্তো যো রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতঃ।
পূজিত স্তদ্বিধৈ র্নিত্যমাপ্তো জ্ঞেয়ঃ স তাদৃশঃ ॥

পরিশিষ্ট ২১৫। মাঠরাচার্য্যধৃত স্মৃতিপ্রমাণ।

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।

স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু র্নির্দোষাখিলসদ্‌গুণঃ ॥

কালিকা ২৭৩, পরিশিষ্ট ৭৩,২৭৯। তত্ত্ববিবেক।

স্বতন্ত্র-মস্বতন্ত্রং চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিষ্যতে।

স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণু র্ভাবাভাবৌ দ্বিধেতরৎ ॥

কালিকা ২৭৪, পরিশিষ্ট ৭৩, ২৭৯। তত্ত্বসংখ্যান।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা' ইত্যাদি পৈঙ্গীশ্রুতি এবং 'আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ" ইত্যাদি ভাল্লবেয় শ্রুতি অবলম্বন করিয়া মধ্বাচার্য্য জীবব্রহ্মের বাস্তবভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য এই জাতীয় শ্লোকের সন্নিবেশ করিয়াছেন।

মধ্বাচার্য্য ভেদবাদী। তিনি অভেদশ্রুতিসম্বন্ধে বলেন যে, 'আদিত্যো যূপঃ' এই শ্রৌতবাক্যানুসারে যজ্ঞীয় যূপ আদিত্য না হইলেও উহাকে যেমন মিত্রের* ন্যায় উপকারক বলিয়া আদিত্য সদৃশ বলা হয়, সেই-রূপ জীব ব্রহ্ম না হইলেও প্রশংসার নিমিত্ত উহাকে ব্রহ্মসদৃশ বলা হইয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া ভেদবাদিগণ যাহা বলেন, তাহা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত ভেদাভেদবাদী মাধবমুকুন্দের পরপক্ষ-গিরিবজ্র নামক গ্রন্থে বিশেষরূপে সমালোচিত হইয়াছে।

স্বদেহমলনির্মোক্ষো মৃজ্জলাভ্যাং মহামুনে।

যত্তচ্ছৌচং ভবেদ্‌বাহ্যং মানসং মননং বিদুঃ ॥

অহং শুদ্ধ ইতি জ্ঞানং শৌচমাহুর্মনীষিণঃ।

---

* সূর্য্যের নামও মিত্র। আদিত্য ও মিত্রের নিরুক্তি লইয়া বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে স্মৃত হইয়াছে—আদিত্য স্বং তথা দানাদ্ মিত্র স্বং মৈত্র-ভাবতঃ। (১।৩০।১৬)।

পরিশিষ্ট ১১৬। জাবালদর্শনোপনিষৎ ১।২০-২১।

স্বদেহাশুচিগন্ধেন ন বিরজ্যতে যঃ পুমান্।
বিরাগকারণং তস্য কিমন্যদুপদিশ্যতে ॥

পরিশিষ্ট ২০৮। মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৬।

স্বধাম্নো ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্ বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
স সর্ব্বমন্ত্রোপনিষদ্ বেদবীজং সনাতনম্ ॥

পরিশিষ্ট ২৫৬। বিষ্ণুভাগবত ১২।৬।৪১।

স্বপ্নবিষয়াভিমানবদয়ং প্রমাণপ্রমেযাভিমানঃ।

পরিশিষ্ট ৪৩। ন্যায়দর্শন ৪।২।৫০।

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্ব-ময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহংকারাদিদেহান্তং প্রত্যগাত্মেতি গীযতে ॥
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগত স্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥

পরিশিষ্ট ৩০৫। শুকরহস্যোপনিষৎ ১১।

স্বযং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বযমিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বযং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ১৭। বিবেকচূড়ামণি।

স্বযমকুরুত।

কালিদাস ৩০৬। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ২।৭।১।

মন্তব্যপ্রকাশ। 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' এই জাতীয় শ্রৌতপ্রমাণের দ্বারা অদ্বৈতবাদিগণ পরমেশ্বরকে নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ বলিয়া গ্রহণ করিযাছেন।

স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি ?

পরিশিষ্ট ২৬৯। আভাণক।

স্বরব্যঞ্জনসংস্কারা ভারতী শব্দলক্ষণা।

পরিশিষ্ট ২৩১। অম্বুগীতা ৪৩।২৩।

স্বর্গং প্রয়াতি চ ততো ভবতীপ্রসাদা-

শ্লোকদ্বয়েঽপি ফলদা নমু দেবী তেন।

কালিকা ৮৩, পরিশিষ্ট ৩৬। সপ্তশতী ৪।১৬।

স্বল্পঃ সঙ্করঃ সুপরিহরঃ (সপরিহারো বা) সপ্রত্যবমর্শঃ কুশলস্য নাপকর্ষায়ালম্। কস্মাৎ? কুশলং হি মে বহ্বন্যদস্তি যত্রায়মাবাপং গতঃ স্বর্গেঽপ্যপকর্ষমল্পং করিষ্যতি।

কালিকা ১১০,২২৭। ২।১৪সূত্রের যোগভাষ্যধৃত পঞ্চশিখবচন।

মন্তব্যপ্রকাশ। ইহার ব্যাখ্যাদি ১১২ পৃষ্ঠার কালিকাভাসে দ্রষ্টব্য। পঞ্চশিখ আচার্য্যের অভিপ্রায় এই যে, অপকর্ষের স্বল্পত্বহেতু উহা যজমানের দুঃখপ্রদ নহে। এই প্রমাণবচনের তাৎপর্য্য লইয়া ভঙ্গিভেদে যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন—যথা চিত্রময়ে পুংসি ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ। তথা সংকল্পপুরুষে ক্ষতে ক্ষীণে ন তৎক্ষতিঃ। নির্ব্বাণ প্রকরণ ২৯।১২।

স্বল্পায়ুঃ পরমা পূজা সদ্যোঽস্মাদ্বিমুচ্যতে।

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসার।

স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।

পরিশিষ্ট ১৬০। যোগদর্শন ২।৫৪।

স্বসংবেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম জাত্যন্ধো হি যথা ঘটম্।
অযোগী নৈব জানাতি কুমারী স্ত্রীসুখং যথা॥

কালিকাভাস ৮৭, কালিকা ৩৮৫, পরিশিষ্ট ১৫। দক্ষসংহিতা ৭।২৪।

মন্তব্যপ্রকাশ। এই জাতীয় স্মৃতির দ্বারা যোগপ্রধানা জ্ঞানোপসর্জ্জনা ব্রহ্মবিদ্যা সমর্থিত হইয়া থাকে। মহর্ষি দক্ষ একজন স্মৃতিকার।

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ পরার্থে স্বসমর্পণম্।
উপাদানং লক্ষণঞ্চেত্যুক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা॥

কালিকা ৩০৪। কাব্যপ্রকাশ ২।১।

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে ॥
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে ॥

কালিকা ২৮৪। মাণ্ডূক্যকারিকা-অদ্বৈত প্রঃ ৮৭।১৭।১৮।

স্বস্তীতি ব্রাহ্মণে ব্রূয়াদায়ুষ্মানিতি রাজনি।
বর্দ্ধতামিতি বৈশ্যেষু শূদ্রে ত্বারোগ্যমেব চ ॥

পরিশিষ্ট ১০৬। কল্পতরুধৃত যমবচন।

স্বাদিষ্বসর্ব্বনামস্থানে।

পরিশিষ্ট ১৮৬। পাণিনি ১।৪।১৭।

স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ।
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে ॥

পরিশিষ্ট ১১৬,১৯৭। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৬।২।

মন্তব্যপ্রকাশ। শ্লোকটী সাধারণতঃ পারমর্ষী গাথা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক। যোগভাষ্যে পুনঃ পুনঃ উহার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ।

কালিকা ৩৪৯,পরিশিষ্ট ১১৬। তৈত্তিরীয়ারণ্যক ২।১৫।

মন্তব্যপ্রকাশ। শঙ্খীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে স্মৃত হইয়াছে—গ্রামাদাহৃত্য চাশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ সমাহিতঃ। স্বাধ্যায়ং চ সদা কুর্য্যাজ্জটাশ্চ বিভৃয়াত্তথা ॥ ৬।৪।

স্বাভাসফলকারূঢ় স্বদজ্ঞানজভূমিষু।
তৎস্থোঽপি তদসম্বদ্ধ ঈশ্বরাত্মাত্মতাং মতঃ ॥

কালিকা ৫৩। সুরেশ্বরাচার্য্য।

স্বে মহিম্নি।

কালিকা ৪৭৬। মৈত্রেয়্যুপনিষৎ।

হকারেণ বহি র্যাতি সকারেণ বিশেৎপুনঃ।

পরিশিষ্ট ৫২৯। নিরুত্তর তন্ত্র—৪ পটল, কালীতন্ত্র-কেবলীকুম্ভক।

হবিত আদিত্যস্য।

কালিকাভাস ১৬৫। নিরুক্ত—নিঘণ্টু ১।১৫।

হরিরিন্দ্রস্থ।

কালিকাভাস ১৬৫। নিরুক্ত—নিঘণ্টু ১।১৫।

হানিবেব পরাপূজা বৈবাগ্যং সাধয়েদ্ যতঃ

পরিশিষ্ট ১৯১। বোধসারঃ।

হিতমিতমেধ্যাশনং তপঃ।

পরিশিষ্ট ৭৮। প্রাচীন আভাণক।

হিত্বা সঙ্গময়ান্ পাশান্ মৃত্যুজন্মজবোদয়ান্।
নির্ম্মমো নিরহংকারো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

পরিশিষ্ট ৩৩৬। অনুগীতা।

হিংসা চৈব ন কর্ত্তব্যা বৈধহিংসা তু রাজসী।
ব্রাহ্মণৈঃ সা ন কর্ত্তব্যা যতস্তে সাত্ত্বিকা মতাঃ॥

কালিকা ২২৫-৬। বৃহন্মনু।

মন্তব্যপ্রকাশ। ভগবান্ মনু বলিযাছেন—কুর্য্যাদ্ ঘৃতপশুং সঙ্গে কুর্য্যাৎ পিষ্টপশুং তথা। ন ত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন॥ ৫।৩৭।

হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।

কালিকাভাস ৩৯১। যাজ্ঞবল্ক্য।

মন্তব্যপ্রকাশ। এ সম্বন্ধে সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের পাতঞ্জলদর্শন দ্রষ্টব্য।

হিরণ্যনিধিং নিহিতমক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি তং চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেবেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহ র্গচ্ছন্ত এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্ত্যনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ।

পরিশিষ্ট ১৩৬। ছান্দোগ্য ৮।৩।

হিরণ্যা গগনা রক্তা কৃষ্ণান্যা সুপ্রভা মতা।
বহুরূপাতিরক্তা চ সাত্ত্বিক্যো ভোগকর্ম্মসু॥

পরিশিষ্ট ৩২। শ্বেতাশ্বতরঃ ৪।১৭।

মন্তব্যপ্রকাশ। গোপালভট্ট গোস্বামীর হরিভক্তি বিলাসের ২য় বিলাসে মন্ত্রটীর এইরূপ পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে—হিরণ্যা গগনারক্তা তথা কৃষ্ণা চ সুপ্রভা। বহুরূপাতিরূপা চ সপ্তজিহ্বা বসো রিমা॥

হৃদা মনীষী মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এনং বিদুরমৃতা স্তে ভবন্তি।

পরিশিষ্ট ৩৭। শ্বেতাশ্বতর ৪।১৭।

হেতুফলাশ্রয়ালম্বনৈঃ সংগৃহীতত্বাদেষামভাবে তদভাবঃ।

কালিকা ৫৫। যোগদর্শন ৪।১১।

হেত্বভাবে ফলাভাবাৎ প্রমাণেঽসতি ন প্রমা।
চক্ষুবাদ্যুক্তবিষয়ং পরতন্ত্রং বহির্মনঃ॥

পরিশিষ্টে ১২৯। মণ্ডনমিশ্রপ্রণীত বিধিবিবেক।

মন্তব্যপ্রকাশ। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে উক্ত হইয়াছে—

হেত্বভাবে ফলাভাবাৎ প্রমাণেঽসতি ন প্রমা
তদভাবাৎ প্রবৃত্তির্ন কর্ম্মবাদেঽপ্যয়ং বিধিঃ॥

(ঐতিহাসিক)

পরিশিষ্ট (গ)

এই গ্রন্থে যে সকল গ্রন্থকারের নাম, প্রমাণ বা মতবাদ উল্লিখিত হইয়াছে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অক্ষপাদ—গৌতম দেখুন। পৌরাণিকেরা বলেন—গৌর্ব্বাক্ তয়ৈব তময়ন্ পবান্ গোতম উচ্যতে। গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ॥

অঘমর্ষণ—প ২৯৮। মধুচ্ছন্দা ঋষির পুত্র এবং বিশ্বামিত্রের পৌত্র। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—বিশ্বামিত্রশ্চ গাধেযো দেবরাজস্তথা বলঃ। তথা বিদ্বান্ মধুচ্ছন্দা ঋষযশ্চাঘমর্ষণঃ॥ 'ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত' ইত্যাদি সন্ধ্যামন্ত্র অঘমর্ষণ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়। মনু বশিষ্ঠ গৌতম বৌধায়ন যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষি ঋগ্বেদের কতিপয় তদ্দৃষ্ট মন্ত্রকে পাপ নাশক বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন।

অঘমর্ষণ কালবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে কারণবারির সহিত মহাকালের সংস্রব হওয়ায় জগৎসৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অঘমর্ষণের অভিপ্রায় অনুসরণ করিয়া মৈত্রেয্যুপনিষদের শাকায়ন্য মুনি সৃষ্টির পুর্ব্বাবস্থিত মহাকালকে অকাল বলিয়া সৃষ্ট পদার্থের গতিকম্পনাদিসম্বলিত অবস্থাকে কাল বলিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৮।৮।৪৮ বর্গে অঘমর্ষণের মতবাদ দ্রষ্টব্য।

অত্রি (সংহিতাকার)—প ৭৪, ৯৪।

অত্রির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়স্থিত ৩৫ শ্লোকাদি দ্রষ্টব্য। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে স্মৃত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা যে সাতটী ঋষির সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অত্রিও অন্যতম ঋষি ছিলেন।

অনিরুদ্ধ ভট্ট। ২৭৩, ২৭৮, প ২৪১।

১৪—১৫ খ্রীষ্ট শতাব্দী। ইনি সাংখ্যসূত্রের একজন বৃত্তিকার। দানসাগরাদি প্রণেতা বল্লাল সেন রাজার গুরু স্মার্ত্ত অনিরুদ্ধ ভট্ট দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক।

অন্নং ভট্ট (তর্কসংগ্রহকার)। প ১৬১।

১৬ খ্রীষ্ট শতাব্দী। অন্নং ভট্ট দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রাচীন ও নবীন ন্যায়েব সামঞ্জস্য কবিয়া তর্ক সংগ্রহাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তর্কসংগ্রহের উপর তৎপ্রণীত টীকার নাম তত্ত্বসংগ্রহদীপিকা।

অপ্পয় দীক্ষিত বা অপ্পয্য দীক্ষিত (সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহকার)। প ২৫, ২৮, ১৩৯, ২২২। ১৬ খ্রীষ্টশতাব্দী। কাঞ্চীনগরবাসী আচার্য্য দীক্ষিতেব পৌত্র এবং রঙ্গবাজেব পুত্র। অপ্পয়দীক্ষিত অদয়প্পলম্‌ নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আপস্তম্বশাখাভুক্ত ভরদ্বাজবংশীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পিতার নিকট শিক্ষিত এবং সুন্দরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। অপ্পয় বিজয়নগবেব বাজা বেঙ্কটদেবের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। 'নীলকণ্ঠচম্পূ'প্রণেতা নীলকণ্ঠ দীক্ষিত ইহাব ভ্রাতার পৌত্র। নীলকণ্ঠ জগন্নাথের যুক্তি খণ্ডনপূর্ব্বক অপ্পয়কে সমর্থন কবিয়া 'চিত্রমীমাংসাদোষধিক্কাব' প্রণয়ন করেন।

নির্গুণ ব্রহ্মবাদে শিক্ষিত হইলেও অপ্পয় দীক্ষিত শিবভক্ত ছিলেন। সেইজন্য কল্পতরুর উপব পবিমল এবং শ্রীকণ্ঠভাষ্যের উপর শিবার্কমণিদীপিকা বচনা কবেন। শৈব হইলেও তাঁহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। তিনি বৈষ্ণবগ্রন্থেরও টীকা লিখিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের কোনও বিশিষ্ট সভায় স্বীয় ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া অপ্পয় দীক্ষিত বলেন—"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে জনার্দ্দনে বা জগদন্তরাত্মনি। ন বস্তুভেদপ্রতিপত্তিরস্তু মে তথাপি ভক্তি স্তরুণেন্দুশেখরে॥" তাঁহাতে শিববিষ্ণুর ভেদ ছিল না বলিয়া সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোজি

দীক্ষিতের স্থায় বৈষ্ণবও তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। অপ্পয় দীক্ষিতের মহোপনিষদ্ভাষ্যাদি দেখিলে মনে হয় যে, তিনি বহিঃশৈব হইলেও অন্তঃশাক্ত ছিলেন।

অপ্পয় দীক্ষিতের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। ব্যাকরণে নক্ষত্রবাদাবলী এবং অলংকারে কুবলয়ানন্দ ও চিত্রমীমাংসা দীক্ষিতকে যশোভাগী করিয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসায় বিধিরসায়ন এবং উত্তরমীমাংসায় শিবার্কমণিদীপিকা, পরিমল ও সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহাদি গ্রন্থ লিখিয়া তিনি অমরত্ব পাইয়াছেন। দর্শনক্ষেত্রে দীক্ষিতকে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অভিনব গুপ্তাচার্য্য (লোচনকার)। প ১০১।

১০-১১ খৃষ্ট শতাব্দী। অভিনব গুপ্ত কাশ্মীরবাসী ছিলেন। কাব্যকৌতুক প্রণেতা ভট্টতৌত এবং ভট্টেন্দুরাজ ইঁহার গুরু। ইনি প্রত্যভিজ্ঞাবাদী, সুতরাং শৈবধর্ম্মাবলম্বী। ইঁহার গীতাভাষ্যে স্পন্দকারিকাকার কল্লটেন্দু ভট্টের মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। অভিনব গুপ্তের বৃহৎপ্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিণী বা বৃহতীবৃত্তি, শিবদৃষ্ট্যালোচনা এবং ধ্বন্যালোকের উপর লোচননামক-টীকা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। চন্দ্রিকা নাম্নী টীকাকে উপজীব্য করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। চন্দ্রিকাও তাহার পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। কারণ লোচনে চন্দ্রিকা হইতে বিভিন্ন মতের উপসংহার করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"অলং পূর্ব্ববংশৈঃ সহ বিবাদেন"। ভট্টতৌতপ্রণীত কাব্যকৌতুকের উপর তিনি বিবরণ নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। অভিনব গুপ্ত স্পন্দপ্রদীপিকাকার উৎপলাচার্য্যের প্রায় সামসময়িক।

অমর সিংহ (কোষকার)। ৩৮২, প ৮৬, ১৪২।

৫-৬ খ্রীষ্ট শতাব্দী। অমরকোষ নামক ইঁহার কোষগ্রন্থ বিশেষ আদরের বস্তু। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে পুরুষোত্তমদেব

এই গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ ত্রিকাণ্ডশেষ রচনা করেন। অমর সিংহ বৌদ্ধ পণ্ডিত। সেই জন্য অমরকোষে তিনি মাঙ্গলিক ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া বুদ্ধের প্রতিশব্দ দিবার পর হিন্দু-দেবতার প্রতিশব্দ দিয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, উরুবিল্ব-গ্রামে তিনি একটী বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কাতন্ত্রবৃত্তির "শিবমেকমজং বুদ্ধমর্হদগ্র্যং স্বয়ম্ভুবম্ ইত্যাদি" শ্লোক দেখিয়া কেহ কেহ অমরসিংহকে দুর্গসিংহ বলিযা নির্ণয় করেন। কিন্তু ইহা চিন্তনীয়। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, উভয়ই বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

অমরসিংহ কালিদাসাদির সামসময়িক বলিযা একটী প্রসিদ্ধি আছে। বোধ হয়, "ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু" ইত্যাদি শ্লোকই ইহাব মূল। কালিদাস অমরসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ধন্বন্তরি কালিদাসেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং শ্লোকটীর প্রামাণ্য গ্রহণ কবা যায় না। "ধন্বন্তরি" ইত্যাদি শ্লোকের মন্তব্যপ্রকাশ দেখুন।

অমলানন্দ যতি (কল্পতরুকার)। ২৮০, ৩৮২, প ২৮ ১৩৮ ২০৬। ১৩ খ্রীষ্ট শতাব্দী। অমলানন্দ মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যাদববংশীয মহাদেবরামচন্দ্রাদি রাজেন্দ্রগণেব এবং হেমাদ্রিবোপদেবাদি পণ্ডিতগণের সামসময়িক। স্বামী অনুভবানন্দ তাঁহার গুরু ছিলেন।

ভামতীর উপর অমলানন্দের বেদান্তকল্পতরু একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। সেই জন্য সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অপ্পয়দীক্ষিতও ইহার উপর পরিমল রচনা করেন। অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকার ব্রহ্মানন্দসরস্বতীপ্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণের মতে ব্রহ্মসূত্র, শারীরক ভাষ্য, ভামতী, কল্পতরু এবং পরিমল—এই পাঁচখানি গ্রন্থই বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান।

অমলানন্দ অদ্বৈতবাদী। বেদান্তের প্রতি তাঁহার অকাট্য বিশ্বাস এই শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে—"বেদান্তবাক্যজজ্ঞান-

ভাবনাগ্রাহ্যপরোক্ষধীঃ। মূলপ্রমাণদার্ঢ্যেন ভ্রমত্বং ন প্রপদ্যতে ॥"
এ সম্বন্ধে চিৎসুখাচার্য্যও বলিয়াছেন—'বেদান্তবাক্যং নিরপবাদমেবাদ্বিতীয়ব্রহ্মণি জ্ঞানমপরোক্ষং জনয়তীতি নিরবদ্যম্'।

অমলানন্দের শাস্ত্রদর্পণ একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া উত্তরপক্ষের দ্বারা বেদান্তের অধিকরণগুলি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যেমন জিজ্ঞাসাধিকরণে পূর্ব্বপক্ষ হইয়াছে—

জিজ্ঞাস্যং ধর্ম্মবদ্ বুদ্ধিসন্দিগ্ধং সপ্রয়োজনম্।
নাসন্দিগ্ধমনর্থং চ ঘটবৎ করটাঙ্গবৎ ॥
অহং ধিয়াত্মনঃ সিদ্ধে স্তস্যৈব ব্রহ্মভাবতঃ।
তজ্‌জ্ঞানাদ্ মুক্ত্যভাবাচ্চ জিজ্ঞাসা নোপপদ্যতে ॥

উত্তরপক্ষে ইহার এইরূপ সমাধান লিখিত হইয়াছে—

শ্রুতিগম্যাত্মতত্ত্বং হি নাহং বুদ্ধ্যাবগম্যতে।
অবিবেকাদতো দেহাদ্যাত্মত্বধ্যস্ত মিষ্যতাম্ ॥

অশ্বঘোষ (বুদ্ধচরিতাদি প্রণেতা)। ভাস দেখুন।

১-২ খ্রীষ্ট শতাব্দী। সাকেত নগরে কোন এক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং সুবর্ণাক্ষির গর্ভে অশ্বঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার সৌন্দরনন্দ, কুন্দমালা ও বুদ্ধচরিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কিছুকাল পূর্ব্বে তুরফান নামক স্থান হইতে 'শারিপুত্রপ্রকরণ'বলিয়া অশ্বঘোষপ্রণীত একখানি অসম্পূর্ণ নাটক পাওয়া যায়। শারিপুত্র একজন ব্রাহ্মণ সন্তান। তিনি বুদ্ধদেবের নিকট দীক্ষা লইবার প্রস্তাব করিলে নীচবর্ণের নিকট উচ্চবর্ণের দীক্ষা গ্রহণ বিহিত নহে বলিয়া মৌদ্‌গলায়নাদি ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রস্তাবে আপত্তি করেন। 'নিম্ন জাতির হস্তেও ঔষধ ফলপ্রদ হয়' বলিয়া শারিপুত্র আপন ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে উপনীত হন। পরে মৌদ্‌গলায়নও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই ঘটনাসমূহ নাটকখানিতে বিবৃত হইয়াছে। বসুমিত্র এবং নাগার্জ্জুন অশ্বঘোষের সামসময়িক। অশ্বঘোষ সাহিত্যে সুপণ্ডিত হইলেও

দর্শনশাস্ত্রে তিনি নাগার্জ্জুনের স্থায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না। সম্রাট্ কণিষ্ক অশ্বঘোষ-নাগার্জ্জুনাদির অধ্যক্ষতায় কাশ্মীরে চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন।

অসহায় আচার্য্য (মনুসংহিতার ভাষ্যকার)। ভর্তৃযজ্ঞ, মেধাতিথি ও শান্তরক্ষিত দেখুন। অসহায় আচার্য্য কুমারিলের পূর্ব্ববর্ত্তী। বোধ হয়, তিনি ৫-৬ খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। প্রাচীনগ্রন্থ হইতে বুঝা যায় যে, অসহায় আচার্য্য মনুসংহিতার একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়স্থিত ১৫৫ শ্লোকেব ভাষ্যে মেধাতিথি অসহায়ের নাম করিয়াছেন।

আনন্দ গিরি বা আনন্দজ্ঞান। প ২৩৮, ৩০০।

১১ খ্রীষ্ট শতাব্দী। আনন্দগিরি বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্ত্তী, কারণ ভামতীব অনেক বাক্যাংশ ইঁহাব টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে আনন্দগিরির মতামত দৃষ্ট নহে বলিয়া ইঁহাকে মাধবাচার্য্যেবও পরবর্ত্তী বলা হয়। তবে ইনি অপ্পয় দীক্ষিতের পূর্ব্ববর্ত্তী, কাবণ সিদ্ধান্তলেশে আনন্দগিরিব 'স্থায়-নির্ণয়' উল্লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ আনন্দগিবিকে শঙ্কবাচার্য্যেব সাক্ষাৎ-শিষ্য বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আনন্দগিবিপ্রণীত টীকার বাক্যাংশই ভামতীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আনন্দগিরিও অবশ্য কোন কোনও টীকাব পুষ্পিকায় লিখিয়াছেন—"শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যানন্দজ্ঞান" ইত্যাদি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য নহেন। কাবণ, অনেক টীকার পুষ্পিকায় তিনি আপনাকে শুদ্ধানন্দেব শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তবে যে কোন কোনও টীকাব পুষ্পিকায় ঐরূপ দৃষ্ট হয়, উহা কেবল শঙ্করাচার্য্যকে সাম্প্রদায়িক মর্য্যাদা দিবার জন্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা যায়।

শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য ত্রোটক আনন্দগিরি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বোধ হয়, এই জন্য কেহ কেহ টীকাকার আনন্দ-

গিরিকে শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য বলিয়া স্থির করিয়া থাকিবেন।

আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্‌বিজয় নামক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। এতদ্‌ভিন্ন তিনি বহু উপনিষদের এবং সূত্রাদির টীকা ও ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

আনন্দ তীর্থ—মধ্বাচার্য্য দেখুন।

আনন্দ বর্দ্ধন (ধ্বন্যালোক প্রণেতা)। প ১০১, ৩০৪।

৯ খৃষ্ট শতাব্দী। আনন্দ বর্দ্ধন কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত ছিলেন। কলহণ মিশ্রের মতে তিনি কাশ্মীরপতি অবন্তিবর্ম্মার রাজত্ব কালে বিদ্যমান ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৫।৩৪)। অবন্তিবর্ম্মা ৮৫৫ হইতে ৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। দেবীশতক ও ধ্বন্যালোক বা কাব্যালোক ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ধ্বন্যালোকের বৃত্তিও আনন্দ বর্দ্ধনের রচিত। অভিনবগুপ্তাচার্য্য ধ্বন্যালোকের উপর 'লোচন' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। আনন্দ-বর্দ্ধন সহৃদয়ের শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, ধ্বন্যালোকের কারিকাগুলি সহৃদয়ের রচিত, এবং আনন্দবর্দ্ধন উহার উপর আলোকনাম্নী বৃত্তি প্রণয়ন করিয়াছেন। ধ্বনিসম্বন্ধে আনন্দ-বর্দ্ধন বলিয়াছেন—'পরম্পরয়া সমাম্নাতঃ'। বোধ হয়, এই জন্য ঐরূপ অনুমানের উদয় হইয়াছে। কিন্তু উহা ঠিক নহে, কারণ স্ফোটবাদ হইতে ধ্বনিব্যাপার গৃহীত হইয়াছে বলিয়াই তিনি ঐরূপ লিখিয়া থাকিবেন। রাজশেখর এ মতবাদ সমর্থন করেন। ধ্বন্যালোকের বৃত্তিভাগে আনন্দবর্দ্ধন বলিয়াছেন—'প্রথমতো হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণা ব্যাকরণমূলকত্বাৎ সর্ব্ববিদ্যানাম্। তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি'। আনন্দবর্দ্ধন রাজা অবন্তিবর্ম্মার সভাপণ্ডিত ছিলেন। রাজতরঙ্গিণী হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।

আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতী (বাশিষ্ঠমহারামায়ণতাৎপর্য্যপ্রণেতা)। প ২১৩। ১৮ খৃষ্ট শতাব্দী। ইনি বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী-

কার গঙ্গাধর সরস্বতীর শিষ্য। বাশিষ্ঠমহারামায়ণকেই যোগবাশিষ্ঠ বলে।

আপস্তম্ব (সংহিতাকার)। ৫০, ১১৪, ১১৭, ৩৪৮, ৩৪৯, প ৭১।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে আপস্তম্বের নামোল্লেখ আছে। সংহিতাকার আপস্তম্ব ইহার বংশধর। । দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্রাজ্যে কৃষ্ণা নদীর নিকটে ইহারা বসবাস করিতেন। ধর্ম্মসূত্রকার, কল্পসূত্রকার এবং সংহিতাকার একই আপস্তম্ব কি না তাহা চিন্তনীয়।

আর্য্যভট্ট (গাণিতিক)। প ৩৯।

প্রত্নতত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণের মতে তিনজন আর্য্যভট্টের আবির্ভাব হয়—(১) বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট, (২) আর্য্যভট্টীয়প্রণেতা আর্য্যভট্ট, এবং (৩) আর্যসিদ্ধান্তকার আর্য্যভট্ট। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্য্যভট্টের আলোচনা করিবার পর প্রথম আর্য্যভট্টের বিষয় আলোচিত হইবে।

আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থের 'কালক্রিয়া' নামক তৃতীয় খণ্ডে 'ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টিঃ' ইত্যাদি শ্লোকে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, কলি যুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইবার সময় তাঁহার ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে আমরা অবগত হই যে, কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইলে শকাব্দের আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং ৩৬০০-৩১৭৯ অর্থাৎ ৪২১ শকাব্দে আর্য্যভট্টীয়কারের বয়স ২৩ বৎসর ছিল। অতএব তিনি ৩৯৮ শকাব্দে বা ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর্য্যভট্টীয়প্রণেতা গণিতখণ্ডের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—"আর্য্যভট্টস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চিতং জ্ঞানম্"। এই দেখিয়া ঐতিহাসিকগণ কুসুমপুরে অর্থাৎ পাটালিপুত্রে তাঁহার জন্মস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারাও বলেন এই আর্যাভট্ট ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দেই জন্মগ্রহণ করেন।

আর্য্যসিদ্ধান্তকার আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন যে, আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া তাঁহার আর্য্যসিদ্ধান্ত অর্থাৎ মহাসিদ্ধান্ত রচিত হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভট্টীয়কার হইতে আর্য্যসিদ্ধান্তকার একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইহা ব্যতীত উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সংখ্যা প্রকাশ করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী দেখিলেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়।

সিদ্ধান্তশিরোমণিতে ভাস্করাচার্য্য আর্য্যসিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে সিদ্ধান্তশিরোমণি শেষ করেন। সুতরাং আর্য্যসিদ্ধান্তকার ৫ খ্রীষ্ট শতাব্দীর পর এবং ১২ খ্রীষ্ট শতাব্দীর পূর্ব্বে অবশ্যই বিদ্যমান ছিলেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে দশম খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়াছেন।

আর্য্যসিদ্ধান্তে 'বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট' নামক এক জ্যোতির্ব্বিদের উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের অধিকাংশই ইহাকে আর্য্যভট্টীয়কার বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াও মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, আর্য্যভট্টীয়ের সংক্ষিপ্ততাহেতু তৎপূর্ব্বে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থের অনুমান অসঙ্গত নহে। প্রকৃতপক্ষেও আর্য্যভট্টীয়ের প্রথম খণ্ডে ১০টী মাত্র শ্লোক গীতিচ্ছন্দে রচিত এবং অবশিষ্ট তিনখণ্ডে ১০৮টী মাত্র শ্লোক আর্য্যাছন্দে রচিত। সেইজন্য ব্রহ্মগুপ্তের ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্তে আর্য্যভট্টীয়ের প্রথমখণ্ড 'দশগীতিকা, এবং অবশিষ্ট তিনখণ্ড 'আর্য্যাষ্টশত' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই সমস্ত কারণ দেখিয়া পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী বলেন যে, বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট একজন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন এবং তাহার বিস্তৃত আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় আর্য্যভট্ট তাঁহার দশগীতিকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট সূর্য্যসিদ্ধান্তকার কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

কোন কোনও বিষয় লইয়া ভাস্করাচার্য্য আর্য্যসিদ্ধান্তকারের নিকট সাক্ষাদ্‌ভাবে ঋণী বলিয়া অনুমান করা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের "স বা এষ ন কদাচনাস্তমেতি নোদেতি" * ইত্যাদি প্রমাণানুসারে আর্যভট্ট বলিয়াছেন—"ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেব বৃত্যাবৃত্য" ইত্যাদি। অর্থাৎ নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল স্থির হইলেও স্বীয় মেরুদণ্ড অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবী ভ্রমণ করে বলিয়া গ্রহনক্ষত্রগণের উদয়াস্ত প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি আবার বলিলেন—'বৃত্তভপঞ্জরমধ্যে কক্ষয়া পরিবেষ্টিতঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ নিরক্ষরেখাপরিবেষ্টিত পঞ্চভূতাত্মক ভূগোলক অন্তরীক্ষদেশের স্বীয় কক্ষমধ্যেই অবস্থান করিতেছে। এইরূপ চিন্তাধারা লইয়াই ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন—'নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে' ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীর কোনও আধার নাই, তিনি নিয়ত অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন, এবং আমরা তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বাস করিতেছি। কেবল ইহাও নহে, আর্য্যভট্টের চিন্তাধারা লইয়া ভাস্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—'প্রোক্তো যোজন-সংখ্যয়া কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাব্ধয় স্তদ্‌ব্যাসঃ কুভুজঙ্গসায়ক-ভুবঃ সিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ' ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধি ৪৯৬৭ যোজন এবং ইহার ব্যাস ১৫৮১২৪ যোজন। প্রায় ৫ মাইলে মাগধীয় এক যোজন হয়, সুতরাং ইহাতে পৃথিবীর পরিধি ২৪,৮৩৫ মাইল এবং ব্যাস ৭৯০৫'৫ মাইল নির্ণীত হইতেছে। আধুনিক ভূগোলবিৎ পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিবেন না।

আবট্য। প ৬১। মহামুনি জৈগীষব্যের গুরু। যোগভাষ্যে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

আশ্মরথ্য (প্রাচীন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)। ২৭৯, পরিশিষ্ট ২০৬, ২৮০। ঋগ্বেদের বিশ্বকর্ম্মদৃষ্ট মন্ত্রগুলি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান

---

* সম্পূর্ণ প্রমাণটী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য, অথবা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১৪।৬।৪৪ দেখুন।

উপজীব্য। ঋগ্বেদ ১০।৬।৮২।৩-৭ দ্রষ্টব্য। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পোষকতায় ভগবান্ আশ্মরথ্য এই সকল মন্ত্রের তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। সেইজন্য বেদান্তেও সূত্রিত হইয়াছে—'অভিব্যক্তে রিত্যাশ্মরথ্যঃ'। সম্ভবতঃ প্রথমে আশ্মরথ্য মীমাংসব ছিলেন এবং তারপর বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হন। সেই হেতু উভয় মীমাংসাই তাঁহার মতোদ্ধার করিয়াছেন। বোধায়ন, দ্রমিড়াচার্য্য এবং রামানুজাদি পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ আশ্মরথ্যের পথ অবলম্বন করেন।

আশ্বলায়ন। পরিশিষ্ট ২৭, ৭৭।আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রাদি প্রণয়ন করেন। গৃৎসমদ-শৌনকের বংশধর মহাশাল-শৌনক ইঁহার গুরু ছিলেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, গুরুশিষ্য একযোগে ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ দুইভাগ সঙ্কলন করিয়াছেন। এরূপ হইলে ইঁহারা অবশ্য ঐতরেয় মহিদাসের পরবর্ত্তী। স্মৃতিকাব লঘ্বাশ্বলায়ন একজন স্বতন্ত্র ঋষি। কেহ কেহ তাঁহাকে ৭-৬ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর লোক বলিয়া থাকেন।

ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য (সাংখ্যকারিকাপ্রণেতা)। পরিশিষ্ট ১৪৩, ২০৯। ২য় খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। প্রথম খৃষ্টশতাব্দীতে মাঠরাচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার উপর একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। কারিকার আর্য্যাছন্দঃ দেখিয়া কেহ কেহ কালিদাসকে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, কারণ নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকায় এবং চরকসংহিতায় সাংখ্যকারিকার প্রভাব উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ইঁহাকে দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। কেহ কেহ ইঁহাকে ভগবান্ পঞ্চশিখের শিষ্য বলিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ পঞ্চশিখের সাক্ষাৎ-শিষ্য হইতে পারেন না। কারণ মহাভারতে পঞ্চশিখের নাম আছে, কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণের নাম নাই। তবে ঈশ্বরকৃষ্ণ পঞ্চশিখের ষষ্টিতন্ত্র পড়িয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে, পাটলিপুত্রের রাজা চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪র্থ খৃষ্টশতাব্দীতে সাংখ্যকারিকা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের পুত্র সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তও উহা অধ্যয়ন করেন।

উৎপলাচার্য্য (স্পন্দপ্রদীপিকাকার)। প ১৩২।

৯-১০ম খৃষ্টশতাব্দী। উৎপলাচার্য্য অভিনবগুপ্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী। কল্লটেন্দুপ্রণীত স্পন্দকারিকার উপর ইনি স্পন্দ-প্রদীপিকা নামক টীকা রচনা করেন। ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞাসূত্রে ইনি আপনাকে উৎপলদেব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। শিবদৃষ্টিকার সোমানন্দ ইঁহার গুরু। উৎপলাচার্য্য কাশ্মীরবাসী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, প্রত্যভিজ্ঞাকারিকার রচয়িতা উৎপলাচার্য্য এবং স্পন্দপ্রদীপিকার রচয়িতা উৎপল বৈষ্ণব। সুতরাং ইঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু কাশী হইতে ভেনিস্ সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত স্পন্দপ্রদীপিকায় এরূপ মতবাদ সমর্থিত নহে। সেই জন্য আমরাও আপাততঃ উভয়কে একব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

উদয়নাচার্য্য (নব্যন্যায়ের উদ্ভাবয়িতা)। প ২৯, ৫৭, ১০৭ ১৪০ ২১৩। ৯-১০ম খৃষ্টশতাব্দী। উদয়নাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের শিষ্য বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়-সূচীনিবন্ধে লিখিয়াছেন—ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে। শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসুবৎসরে॥ অর্থাৎ ৮৯৮ বৎসরে তাঁহার উক্ত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। এই ৮৯৮ কে শকাব্দ ধরিলে ৯৭৬ খৃষ্টাব্দ হয়। এ দিকে আবার উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ৯০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লক্ষণাবলী প্রণীত হইয়াছে। এই জন্য বোধ হয়, উদয়না-চার্য্যের সহিত বাচস্পতি মিশ্রের গুরুশিষ্য সম্বন্ধ বিষয়ক-প্রসিদ্ধিটী প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্রের ৮৯৮ কে সংবৎ ধরিলে অবশ্য ৮৪১ খৃষ্টাব্দ হইয়া থাকে।

সুত ়াং উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রের সাক্ষাৎ-শিষ্য কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

উদয়নাচার্য্যকে কেহ কেহ মিথিলাবাসী এবং কেহ কেহ বঙ্গবাসী বলেন। এইরূপ সমস্যা হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য কোন কোনও পণ্ডিত তাঁহাকে গৌড়বাসী বলিয়াই নীরব হইয়াছেন। সকলমতের সামঞ্জস্য রাখিয়া ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার মহাশয় এসিয়েটিক্ সোসাইটি হইতে প্রকাশিত কুসুমাঞ্জলির ভূমিকায় লিখিয়াছেন—উদয়নাচার্য্য গৌড়দেশীয হইলেও গৌড়ের প্রদেশান্তরই তাঁহাব বসতিস্থান ছিল। কথাটী পরিস্ফুট নহে এবং ইতিহাসের সহায়তা না লইলে কথাটী পরিস্ফুট হইবে না। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইলে ৭ম খৃষ্ট-শতাব্দীতে বঙ্গদেশের পালবংশীয় রাজা গোপালদেবাদি উত্তর-কোশল এবং বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া তাঁহারা উভয়দেশকেই গৌড বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদেব পর কেহ কেহ এরূপ ব্যবস্থার বিরোধী হইয়া বঙ্গদেশকেই গৌড বলিবার নিমিত্ত গৌড হইতে উত্তরকোশলেব ব্যবচ্ছেদ করেন। সেই জন্য তর্কালংকার মহাশয় প্রাচীন-মতানুসারে উত্তর কোশলান্তর্গত মিথিলাকে গৌড়ের অন্তর্গত ধরিয়া এবং নবীন মতানুসারে গৌড হইতে মিথিলাকে ব্যবচ্ছিন্ন ভাবিয়া ঐরূপ শব্দবিন্যাস করিয়াছেন। যাহাই হউক, ইহার দ্বারা উদয়নাচার্য্যকে মিথিলাবাসীই বলা হইয়াছে।

প্রকৃত পক্ষেও উদয়নাচার্য্য বঙ্গবাসী হইতে পারেন না। কারণ বঙ্গবাসী হইলে বৈদিক অনভিজ্ঞতা লইয়া তিনি বঙ্গ-বাসীব প্রতি কর্কশ বিদ্রূপ করিতেন না। গুরু প্রভাকরের শিষ্য প্রকরণপঞ্চিকাপ্রণেতা শালিকনাথ মিশ্র বঙ্গবাসী ছিলেন। তিনি না কি বৈদিক স্বরোচ্চারণ করিয়া মনুসংহিতা পাঠ করিতেন। উদয়নাচার্য্য মিথিলাকে গৌড় হইতে

ব্যবচ্ছিন্ন ধরিয়া গৌড়বাসী শালিকনাথের সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"ভবতি হি বেদানুকারেণ পঠ্যমানেষু মন্বাদিবাক্যেষু অপৌরুষেয়ত্বাভিমানিনো গৌড়মীমাংসকস্থার্থনিশ্চয়ঃ"। ইহা যে শালিকনাথের প্রতি উদ্দিষ্ট তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ ন্যায়কুসুমাঞ্জলিবোধনীতে বরদরাজ ইহার ব্যাখ্যাবসরে বলিয়াছেন—"বেদানুকারঃ স্বরবিশেষঃ, তেন সাদৃশ্যাদ্ বেদত্বাভিমানালম্বনমুক্তম্। মন্বাদিবাক্যেম্বিত্যর্থসাদৃশ্যাৎ। গৌড়ো মীমাংসকঃ পঞ্চিকাকারঃ। গৌড়ো হি বেদাধ্যয়না-ভাবাদ্ বেদত্বং ন জানাতীতি গৌড়মীমাংসকস্যেত্যুক্তম্"। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, বঙ্গবাসী হইলে উদয়নাচার্য্য বঙ্গবাসীর প্রতি এরূপ কর্কশধী হইতেন না। ন্যায়কন্দলীকার বঙ্গবাসী শ্রীধরাচার্য্য উদয়নাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। উহাও বোধ হয় বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহাব বিরক্তির অন্যতম কারণ।

উদয়নাচার্য্যকে নব্যন্যায়ের উদ্‌ভাবয়িতা বলা যায়। কাবণ চিন্তামণিকারাদি পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ ন্যায়শাস্ত্রের যে সকল সূক্ষ্ম বিচাব করিয়াছেন, তাহাব চিন্তাধারা উদয়নাচার্য্য কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক হইলেও উদয়নাচার্য্য পরম ভক্ত ছিলেন। প্রগাঢ় ভগবদ্‌ভক্তি বশতঃ তিনি সৌগত-চার্ব্বাকাদি সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। এমন কি, ঈশ্বরসম্বন্ধে কর্ম্মমীমাংসক ভট্টপাদ কুমারিলাদি যে স্থলে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও খণ্ডন করিতে উদয়নাচার্য্য কখন পশ্চাৎপদ হন নাই। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, কিবণাবলী, তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি এবং আত্মবিবেকাদি গ্রন্থ ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজ (ন্যায়বার্ত্তিককার)। প ১০৭, ১৩৬, ১৯৯, ২২৭, ২৪৫। ৬ষ্ঠ খৃষ্টশতাব্দী। ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকরের বংশোপাধি। তিনি থানেশ্বরে জন্মগ্রহণ করেন এবং হর্ষবর্দ্ধনের

পিতা রাজা প্রভাকর বর্দ্ধনের প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে। ন্যায়বার্ত্তিকের "এষ পন্থা শ্রুঘ্নং গচ্ছতি"—এইরূপ বাক্যপ্রয়োগ দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ কথার সমর্থন করেন। শ্রুঘ্ন অর্থাৎ বর্ত্তমান 'শুঘন' গ্রাম। উহা থানেশ্বর হইতে ২০ ক্রোশ দূরে যমুনার পশ্চিমকুল্যায় অবস্থিত। উদ্দ্যোতকর শৈব ছিলেন। ন্যায়বার্ত্তিকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—ইতি শ্রীপরমর্ষিভারদ্বাজপাশুপতাচার্য্য শ্রীমদুদ্দ্যোতকরকৃতৌ ন্যায়বার্ত্তিকে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ'।

ভারদ্বাজের স্থিতিকাল লইয়া অনেক বিবাদ আছে। তবে যে তিনি দিঙ্‌নাগের পরবর্ত্তী এবং হিউএন্ চোয়াঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দিঙ্‌নাগের পরবর্ত্তী, কারণ তিনি ন্যায়বার্ত্তিকে দিঙ্‌নাগভদন্তপ্রণীত প্রমাণসমুচ্চয়ের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। (ন্যায়বার্ত্তিক ১।১।৪ ৭ দ্রষ্টব্য)। দিঙ্‌নাগ কালিদাসের সামসময়িক, সুতরাং তিনি ৪-৫ খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ভারদ্বাজ হিউএন্ চোয়াঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ "সি-যু-কী" নামক ভারতীয় বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থে বৌদ্ধপ্রতিবাদী উদ্দ্যোতকরের সম্বন্ধে হিউএন্ চোয়াঙ্গ কোনও প্রকার উল্লেখই করেন নাই। হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকালে অথবা ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিউএন্ চোয়াঙ্গ ভারতের বৃত্তান্তসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ন্যায়বার্ত্তিকের আঘাত বৌদ্ধসমাজে অসহ্য হইলেও ধর্ম্মকীর্ত্তি ভারদ্বাজের যুক্তি খণ্ডন করিবার নিমিত্ত ন্যায়বিন্দু নামক একখানি ন্যায়গ্রন্থ এবং প্রমাণ-সমুচ্চয়ের উপর একখানি প্রমাণবার্ত্তিক লিখিয়া বৌদ্ধসমাজের অনেকটা সুস্থতা আনয়ন করিয়াছিলেন। সেইজন্য চীন পরিব্রাজক হিউএন্ চোয়াঙ্গ তাঁহার 'সি-যু-কী' নামক গ্রন্থে উদ্দ্যোতকরের সম্বন্ধে কোনও কথা লিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। হর্ষবর্দ্ধনের সভায় যদি হিউএন্ চোয়াঙ্গের সহিত উদ্দ্যোতকরের সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে

এ সম্বন্ধে সি-যু-কী কখন নীরব থাকিত না। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া আমরা ভারদ্বাজের স্থিতিকাল ছয় খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যেই অনুমান করিতে বাধ্য হইলাম।

পরমর্ষি ভারদ্বাজ যে কেবল দিঙ্‌নাগকে পরাভব করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন তাহা নহে। পুরাকালে বৌদ্ধাদি ধর্ম্মপ্রচারকগণ স্বকীয় প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত হিন্দুধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান্ হইলে প্রথমে ভগবান্ উপবর্ষ বেদবাহ্য ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ করিয়া মীমাংসাশাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ করেন। ইহাতে মহাকাশ্যপ, উপালি, আনন্দ এবং রেবতাদি আচার্য্যগণ পার্শ্বনাথ-মহাবীর-বুদ্ধ-অজিতকেশ-কম্বলী-পুরাণকাশ্যপাদি ধর্ম্মবীরগণের প্রাচীন রীতি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বপক্ষে বলবতী যুক্তি দেখাইবার নিমিত্ত গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রগুলির বেদবিরুদ্ধ স্বাধীনব্যাখ্যা শুনাইয়া জনসাধারণকে বৌদ্ধাদিধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা করেন। এই দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ আবার নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে গৌতম সূত্রের শ্রুতিসঙ্গত অর্থ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয় সংঘটিত হয়। চাণক্য দেখিলেন, মীমাংসাশাস্ত্রের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্পাদিত হইলেও বিধর্ম্মিগণ ন্যায়শাস্ত্রের যেরূপ শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ দিয়াছেন, তাহা খণ্ডন করিয়া একটী শ্রুতিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রচার না করিলে সাধারণ ব্যক্তিগণ বৌদ্ধ ও জৈন আচার্য্যগণের বিরুদ্ধে ন্যায়শাস্ত্রের বেদানুকূলতা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে না। চাণক্য কর্ম্মবীর হইলেও বৃহস্পতিকল্প ছিলেন। কিন্তু পাছে রাজনীতির সংশ্লেষ হেতু তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ উপেক্ষিত হয়, সেইজন্য প্রৌঢ়াবস্থায় গোত্রসম্বন্ধীয় বাৎস্যায়ন নাম দিয়া তিনি তৃতীয়খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে ন্যায় শাস্ত্রের উপর একখানি অলৌকিক ভাষ্য প্রচার করেন। এই ভাষ্যের আঘাত দুঃসহ হওয়ায় অশোকের রাজত্বকালে মুদ্‌গলী-

পুত্র তিষ্যপাদ আচার্য্য 'বিনয়সমুৎকর্ষ' এবং 'অনাগতভয়-সূত্রাদি' প্রণয়ন করিয়া বাৎস্যায়নের কবল হইতে বৌদ্ধগণকে রক্ষা করিতে প্রচেষ্ট হন। ইহার পর, সম্রাট্ কণিষ্কের রাজত্ব-কালে বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন বাৎস্যায়নকে আক্রমণ করিয়া ন্যায়দ্বারতারকশাস্ত্রাদি প্রকাশ করেন। এই সমস্ত কারণে পরমর্ষি ভারদ্বাজ বাৎস্যায়নকে সমর্থন করিয়া তিষ্যনাগা-র্জ্জুনাদির যুক্তিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বাৎস্যায়নভাষ্যের তাৎপর্য্যই গৌতমমুনির অভিপ্রেত অর্থ বলিয়া তিনি ন্যায়বার্ত্তিকের শেষভাগে বলিয়াছেন—'যদক্ষপাদপ্রতিমো ভাষ্যং বাৎস্যায়নো জগৌ। অকারি মহতস্তস্য ভারদ্বাজেন বার্ত্তিকম্॥' বাৎস্যায়নকে প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধ আচার্য্যগণ সূত্রসম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সত্তর্ক নহে বলিয়া তিনি বার্ত্তিকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—'যদক্ষপাদঃ প্রবরো মুনীনাং শমায় শাস্ত্রং জগতো জগাদ। কুতার্কিকাজ্ঞাননিবৃত্তিহেতুঃ করিষ্যতে তস্য ময়া নিবন্ধঃ॥'

উপবর্ষ। প ২০৬, ২৪১, ২৪৫। ৫-৪র্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। ভগবান্ উপবর্ষ বার্ত্তিককার কাত্যায়নের গুরু। কথাসরিৎসাগরে সোমদেব ভট্ট ইহাকে পাণিনিরও গুরু বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা সুচিন্তিত নহে। (কাত্যায়ন ও পাণিনি দেখুন)।

বুদ্ধের দেহান্ত হইলে মহাকাশ্যপের অধ্যক্ষতায় উপালি এবং আনন্দাদি আচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম স্থিরীকৃত হয়। ঐ ধর্ম্মের প্রচার আরব্ধ হইলে ভগবান্ উপবর্ষ বেদাদিরক্ষার নিমিত্ত উভয়মীমাংসার বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম প্রতিপ্রচার আরম্ভ করেন। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থসমূহ কালগর্ভে নিমগ্ন। কিন্তু শবর স্বামী এবং অন্যান্য পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ উহা দেখিয়াছিলেন।

বাক্যকার কাত্যায়নও গুরুর পথ অবলম্বনপূর্ব্বক স্বকীয় ধর্ম্ম ও শাস্ত্র রক্ষা করিবার নিমিত্ত উভয়মীমাংসার বৃত্তি এবং

ব্যাকরণের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়া বেদবাহ্য ধর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বাৎস্যায়ন, প্রশস্তপাদ, উদ্দ্যোতকর, উদয়নাচার্য্য ও গঙ্গেশাদি নৈয়ায়িকগণ, শবরস্বামী, তৌতাতিত ভট্ট, কুমারিল ভট্ট ও গুরুপ্রভাকরাদি কর্ম্মমীমাংসকগণ, গৌড়পাদাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, পদ্মপাদাচার্য্য, সুরেশ্বরাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যাদি জ্ঞানমীমাংসক গণ, এবং বাচস্পতিমিশ্র, পার্থসারথিমিশ্র, শালিকনাথমিশ্র ও সায়ণাচার্য্যাদি শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ—ইঁহারা সকলেই ভগবান্ উপবর্ষ ও কাত্যায়নের আদর্শ লইয়া বেদাদিশাস্ত্ররক্ষা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়ত্বসম্পাদনে জীবনপাত করিয়াছেন।

উম্বেক (ভাবনা বিবেকাদির টীকাকার)। প ২৩০।

উম্বেকের প্রসিদ্ধ নাম ভবভূতি। ভবভূতি দেখুন।

উবটাচার্য্য (যজুর্ব্বেদের ও ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ভাষ্যকার)। ৪১৮, প ২৩৯। ১০-১১শ খৃষ্টশতাব্দী। আনন্দপুরে উবটাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দপুর কাশ্মীরের অন্তর্গত। তাঁহার পিতার নাম বজ্রট। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন— "আনন্দপুরবাস্তব্যবজ্রটাখ্যস্য সূনুনা। মন্ত্রভাষ্যমিদং কৃৎস্নং পদবাক্যৈঃ সুনিশ্চিতৈঃ ॥" মন্ত্রভাষ্যের শেষভাগ হইতে বুঝা যায় যে, উবট অবন্তিনগরে ভোজসভ্য ছিলেন। মম্মট এবং কৈয়ট উবটের পুত্র।

সূনুশব্দের অর্থ পুত্র বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহা ব্যতীত আবার ভক্তিমাহাত্ম্যে লিখিত হইয়াছে—"উবটো মম্মটশ্চৈব কৈয়টশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। কৈয়টো ভাষ্যটীকাকৃদুবটো বেদভাষ্যকৃৎ ॥" এই দেখিয়া কেহ কেহ মম্মটকে এবং কৈয়টকে উবটের ভ্রাতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিমাহাত্ম্যের শ্লোক হইতে ইহা উপপন্ন নহে। আর সূনুশব্দ যদি ভ্রাতার অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভক্তিমাহাত্ম্যের

শ্লোকে বজ্রটশব্দ উপেক্ষিত কেন? কাব্যপ্রকাশের ব্যাখ্যা-শ্লোকে পঠিত হইয়াছে—"শ্রীমান্ কৈয়ট ঔবটো হ্যবরজঃ" ইত্যাদি। এই জন্য আমরা বজ্রটকে উবটের পিতা এবং কৈয়টকে তাঁহার পুত্র বলিয়া অনুমান করিতেছি। মম্মট যে কৈয়টের ভ্রাতা তদ্বিষযে কোনও মতভেদ নাই। দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষ মম্মটের ভাগিনেয়, সুতরাং উবটের দৌহিত্র।

উশনাঃ (সংহিতাকার)। প ৩১। উশনাঃ শুক্রাচার্য্যের নামান্তর। স্মৃতি বলিয়াছেন—কবীনামুশনাঃ কবিঃ। (গীতা ১০।৩৭)।

ঔডুলোম (প্রাচীন ভেদাভেদবাদী)। ২৭৩, ২৭৪, প ২৪, ২০৬, ২৮০। ব্রহ্মসূত্রাদি হইতে জানা যায় যে, ঔডুলোম ঋষি একজন প্রাচীন ভেদাভেদবাদী বৈদান্তিক ছিলেন। ইহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় 'ক' পরিশিষ্টের ২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কণাদ (বৈশেষিকসূত্রকার)। প ১০। কণভক্ষ কণাদের নামান্তর। তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া ইনি মহাদেবের আরাধনা করেন এবং তাঁহার বরে বৈশেষিক সূত্র প্রণয়ন করিতে সমর্থ হন। কণাদের প্রকৃত নাম উলূক। এই জন্য বৈশেষিক ঔলূক্যদর্শন বলিয়া অভিহিত হয। বায়ুপুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি প্রভাসে জন্মগ্রহণ করেন এবং সোমশর্ম্মা ইহার গুরু।

কপিল (তত্ত্বসমাসাদিসূত্রকার)। ৩৯০, ও ২৩, ২৫, ২৬, ১৪২, ২৩৩। শ্বেতাশ্বতরে আম্নাত হইয়াছে—"ঋষিং প্রসূতং কপিলং য স্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি" ইত্যাদি। (৫।২)। কপিল আদিবিদ্বান্ বলিয়া অভিহিত হন। আদিবিদ্বান্ অর্থাৎ স্বারসিক চৈতন্যবিশিষ্ট। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন—সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ। (গীতা ১০।২৬)। ইহার দ্বারা বলা হইল যে, জন্মতঃ যাঁহারা ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কপিলই অগ্রণী।

ভাগবতের মতে কপিল বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। কর্দ্দমের ঔরসে এবং দেবহূতির গর্ভে তিনি পুষ্করে জন্মগ্রহণ করেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তিনি পিতামাতাকে সংসারমুক্ত করেন বলিয়া একটী শাস্ত্রীয়প্রসিদ্ধি আছে। ভাগবতপুরাণের মতে সগরবংশ-ধ্বংসকারী কপিলই সাংখ্যবক্তা, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কারণ, ২।১।১ শারীরক ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—'অন্যস্য চ কপিলস্য সগরপুত্রাণাং প্রতপ্তু বাসুদেবনাম্নঃ স্মরণাৎ।' কপিলের প্রধান শিষ্য আসুরি। শতপথব্রাহ্মণে আসুরির নাম পঠিত হইয়াছে।

কমলাকর ভট্ট (নির্ণয়সিন্ধুকার) প ১৫৬।

১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। দাক্ষিণাত্যের পৈঠন্ বা প্রতিষ্ঠান নগরে বৃত্তরত্নাকরের টীকাকার ও স্মার্ত্ত নারায়ণভট্টের পুত্র রামকৃষ্ণ ভট্টের ঔরসে কমলাকরের জন্ম হয়। রামকৃষ্ণভট্ট নীলকণ্ঠভট্টের পিতা দ্বৈতনির্ণযকার শঙ্করভট্টের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পৈঠন্ বা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ পৈঠান্। ইহা অরঙ্গবাদের নিকটে গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। 'ভাট্টদিনকর'প্রণেতা দিনকর ভট্ট কমলাকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এবং গাগা ভট্ট তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অর্থাৎ দিনকরের পুত্র। গাগাভট্ট ১৬৭৪ খ্রীষ্টশতাব্দীতে শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করিযাছিলেন। (নির্ণয়সিন্ধুর মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য)। নির্ণয়সিন্ধু স্মৃতিগ্রন্থ। ইহা মহারাষ্ট্রদেশে বিশেষভাবে আদৃত হইলেও অন্যত্র অনাদৃত নহে।

কল্লটেন্দু ভট্ট বা ভট্ট কল্লট (স্পন্দকারিকাকার)। প ৪৩২।

৯ম খৃষ্টশতাব্দী। কল্লটেন্দু কাশ্মীরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্পন্দবাদী ছিলেন। তাঁহার স্পন্দকারিকা ৫৩ কারিকায় সমাপ্ত। "ন দুঃখং ন সুখং যত্র ন গ্রাহ্যং গ্রাহকং ন চ" ইত্যাদি পঞ্চমকারিকায় স্পন্দতত্ত্ব নির্নীত হইয়াছে। প্রত্যভিজ্ঞাবাদের সহিত স্পন্দবাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। কারণ, শৈব-

তন্ত্রের শিবসূত্রই উভয়ের আকর। উৎপলাচার্য্য স্পন্দকারিকার উপর প্রদীপিকা নাম্নী টীকা রচনা করেন।

কল্লটেন্দুর পূর্ব্বে বসুগুপ্তের স্পন্দামৃত এবং সোমানন্দের শিবদৃষ্টি প্রণীত হয়।

কল্‌হণ মিশ্র (রাজতরঙ্গিণীকার)। ৩২১।

১২শ খৃষ্টশতাব্দী। কল্‌হণের প্রকৃত নাম কল্যাণ মিশ্র। কাশ্মীরান্তর্গত পরিহাসপুরে চন্‌পকের ঔরসে কল্‌হণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশ্মীরের রাজা হর্ষদেবের এবং পরে জয়সিংহের আশ্রিত ছিলেন। ইঁহার রাজতরঙ্গিণী একখানি সুন্দর ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

কাত্যায়ন (বার্ত্তিককার)। প ১৯৯। ৫-৪র্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। কাত্যায়ন বররুচি দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু উত্তরভারতে ভগবান্ উপবর্ষের নিকট শিক্ষিত হন। তিনি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়া বাক্যকারনামে অভিহিত হন। সেইজন্য সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রণামাঞ্জলিশ্লোকে পঠিত হইয়াছে—"বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্। পাণিনিং সূত্রকারং চ প্রণতোঽস্মি মুনিত্রয়ম্॥"

কাত্যায়ন সম্ভবতঃ মহানন্দের মন্ত্রী ছিলেন। বৌদ্ধগণ ঐ সময়ে বেদাদিশাস্ত্রের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইলে তিনি গুরুর আদর্শে উভয়মীমাংসার বৃত্তি প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়ত্ব সম্পাদন করেন। এক্ষণে কাত্যায়নপ্রণীত কোনও বৃত্তি পাওয়া যায় না সত্য, কিন্তু রামানুজ আচার্য্য শ্রীভাষ্যে বাক্যকারের নাম করিয়া তাঁহার অনেক মতোদ্ধার করিয়াছেন।

কথাসরিৎসাগরপ্রণেতা সোমদেব ভট্টের মতে কাত্যায়ন পাণিনির সতীর্থ। কথাটী সুচিন্তিত নহে, কারণ পাণিনি বুদ্ধের বা মহাবীরের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

কাতন্ত্রস্থিত কুদবৃত্তির প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

"বৃক্ষাদিবদমী রূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ। কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে ॥" এই দেখিয়া কেহ কেহ বার্ত্তিক-কারকে কাতন্ত্রের কৃদ্‌বৃত্তিকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রমাদমূলক, কারণ কৌমারব্যাকরণের বহুপূর্ব্বে কাত্যায়নের কাল নির্ণীত হইয়াছে। বোধ হয় অন্য কোনও বররুচি ঐ কৃদ্‌বৃত্তির সন্নিবেশ করিয়াছেন, এবং সেই হেতু বররুচি কাত্যায়নে উহার কর্ত্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে।

কাত্যায়ন (গোভিলপুত্র)। ৪৫২। গোভিলপুত্র কাত্যায়ন গৃহ্যাসংগ্রহ এবং ছন্দঃপরিশিষ্ট বা কর্ম্ম-প্রদীপ প্রণয়ন করেন। উক্ত গৃহ্যাসংগ্রহে 'বি-গ-পুং-সী-জা-নি-না-অ-চ-উ' নামক দশবিধ সংস্কার আচরিত হইয়াছে। 'বিগপুংসীজানি-নাঅচউ' অর্থাৎ বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, এবং উপনয়ন। 'নামৈকদেশগ্রহণে নামমাত্রগ্রহণম্'—এই ন্যায়ানুসারে 'প্রেকো-চৈচা' কিংবা 'আকামাবৈ' প্রভৃতি প্রাতিস্বিকসংজ্ঞার ন্যায় বিবাহাদি অর্থে 'বিগপুংসী' প্রভৃতির ব্যবহার হইয়া থাকে। কর্ম্মপ্রদীপে শ্রাদ্ধহোমাদির বিষয় আচরিত হইয়াছে।

বৈদিক অনুক্রমণীপ্রণেতা কাত্যায়ন একজন স্বতন্ত্র ঋষি। তিনি বিশ্বামিত্রের বংশধর এবং সংহিতাদিপ্রণেতা।

কামন্দক (নীতিসারপ্রণেতা)। প ৪৪৬।

৬ষ্ঠ খৃষ্টশতাব্দী। কামন্দক বরাহমিহিরের সমসময়িক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি কৌটিল্যশাস্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া নীতিসার প্রণয়ন করেন। গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন—"নীতিশাস্ত্রামৃতং ধীমানর্থশাস্ত্রমহোদধেঃ। সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে ॥" মহাভারতে একজন কামন্দকের এবং একজন কামন্দকির উল্লেখ আছে। তাঁহারা প্রাচীন ঋষি।

কালিদাস (বিশ্বকবি) প ৯৯।

৪-৫ম খ্রীষ্টশতাব্দী। কালিদাসের জন্মস্থান লইয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ-

পণ্ডিত গণের মতভেদ আছে। তবে আপাততঃ সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি মালব ও বুন্দেলখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রাচীন দশপুরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মেঘদূতের ২৯ হইতে ৪৩ শ্লোক পড়িলে উজ্জয়িনীকে তাঁহার বসতিস্থান বলিয়াও অনুমান করা যায়।

কালিদাসের স্থিতিকাল লইয়া অনেক বিবাদ আছে। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে তিনি প্রথমখৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর লোক। আবার বল্লালপ্রণীত ভোজপ্রবন্ধের প্রমাণানুসারে তাঁহাকে ১১শ খ্রীষ্ট শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। ভোজপ্রবন্ধের কথা হিতোপদেশাদির ন্যায় কপোলকল্পিত, সুতরাং উহা প্রামাণিক নহে। কারণ কুমারিল ভট্ট ভোজের বহুপূর্ব্বে তাঁহার তন্ত্রবার্ত্তিকে শকুন্তলা হইতে "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ" এই বাক্যাংশের প্রয়োগ করিয়াছেন। আর ৬৩৪ খৃষ্টাব্দে চৌলুক্যপতি পুলকেশিপ্রদত্ত তাম্রশাসনে ভারবি ও কালিদাসের নামও প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত মন্দাসোর বা দশপুরস্থিত সূর্য্যমন্দিরে ৪৭২ খৃষ্টাব্দে বৎসভট্টিরচিত প্রশস্তিতে মেঘদূতাদির অনুকৃতিও দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব কালিদাসের স্থিতিকাল লইয়া ভোজপ্রবন্ধের উপর কখনই নির্ভর করা যায় না। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের কথাও প্রমাণযোগ্য নহে, কারণ ভাস অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী এবং কালিদাস ভাসেরও পরবর্ত্তী। ভাস অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী, কারণ ১-২য় খৃষ্টশতাব্দীতে কণিষ্কের রাজত্বকালে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত প্রণয়ন করেন এবং ভাস তাঁহার প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে বুদ্ধ-চরিতকে কটাক্ষ করিয়াছেন এবং বুদ্ধচরিতের অনেক শ্লোকও গ্রহণ করিয়াছেন। কালিদাস ভাসেরও পরবর্ত্তী, কারণ মালবিকাগ্নিমিত্রে কালিদাস ভাসের নাম করিয়া বলিয়াছেন—'প্রথিতযশসাং * ভাস-সৌমিল্ল-কবিরত্নাদীনাং

* কোনও কোন পুস্তকে 'ভাস'শব্দের পরিবর্ত্তে 'ধাবক'শব্দ পঠিত হইয়াছে।

প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্ত্তমানকবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ কিং কৃতো বহুমানঃ ?' সুতরাং অশ্বঘোষ যদি খ্রীষ্টপরাব্দের লোক হন এবং ভাস যদি অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী হন, তাহা হইলে কালিদাস জ্যোতির্বিদাভরণের মতে খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দের লোক বলিয়া কিরূপে গৃহীত হইতে পারেন ? তবে যদি রাজশেখরের মতে কেহ তিনজন কালিদাসের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে আবার অন্য কথা আসিয়া পড়ে। যাহাই হউক, রঘুবংশাদি প্রণেতা কালিদাসের কালনির্ণয় লইয়া আমরা জ্যোতির্বিদা-ভরণের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে পারি না।

বুদ্ধদেব যেমন মৃগদাবে (সারনাথে) বিহার করিয়া উত্তরভারতে উহাকে ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থান করিয়াছিলেন, নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্বও সেইরূপ বুন্দেলখণ্ডস্থিত শ্রীরামসেবিত চিত্রকূটপর্ব্বতে অর্থাৎ রামগিরিতে বা বর্ত্তমান রামঠেক্ নামক স্থানে বিহার করিয়া মধ্যভারতের ঐ স্থানকে ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থান করেন। ঐ স্থানে নাগার্জ্জুনের মন্দির অদ্যাবধি বিদ্য-মান আছে এবং উহা এখনও বৌদ্ধদিগের একটী তীর্থস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত। মুসলমানগণ যেমন হিন্দুদিগের তীর্থস্থানে মস্‌জিদ্ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বদা উদ্যুক্ত, প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণও সেইরূপ হিন্দুগণের বারাণসী-চিত্রকূটাদি তীর্থস্থানে মঠ, বিহার, আশ্রম বা মন্দির করিবার জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল ছিলেন।

দিঙ্‌নাগ নামক একজন বৌদ্ধ আচার্য্য দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চীপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া রামঠেক্ বিহারের অধ্যক্ষ অসঙ্গ আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রাভ্যাস করেন। অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। দিঙ্‌নাগের গ্রন্থ হইতে

ইহাতে কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কারণ প্রাচীনেরা ভাসকেই ধাবক বলিতেন। কবিবিমর্শে রাজশেখর বলিয়াছেন—'কারণং তু কবিত্বস্য ন সম্পন্নকুলীনতা। ধাবকোঽপি হি যদ্ভাসঃ কবীনামগ্রিমোঽভবৎ ॥' ধাবকের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় হর্ষবর্দ্ধনের জীবনবৃত্তান্তে দ্রষ্টব্য।

জানা যায় যে, নাগার্জ্জুনকে তিনি আরাধ্যদেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ইহা ব্যতীত বামঠেক্ বিহারের বৌদ্ধগণ বলেন, দিঙ্‌নাগ আচার্য্য বসুবন্ধুব সহিত মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থে রামগিরিস্থিত নাগার্জ্জুন বিহারে অবস্থান করিতেন এবং ঐ স্থান হইতেই তাঁহার প্রমাণসমুচ্চয়াদি গ্রন্থ ও বসুবন্ধুর বোধিচিত্তোৎপাদনাদি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। শাস্ত্রবিশেষজ্ঞগণ জানেন যে, পরমর্ষি ভাবদ্বাজের উদয় হইবার পূর্ব্বে হিন্দুগণ রামগিরিস্থিত বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগের বিষম তাড়না সহ্য কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মেঘদূতের মেঘ অভিশপ্ত যক্ষেব সংবাদ লইয়া রামগিরি হইতে হিমালযে প্রস্থান কবিবে। তদুপলক্ষে কালিদাস লিখিয়াছেন—অদ্রেঃ শৃঙ্গং হবতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখীভি দৃ´ষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ। স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্‌মুখঃ খং দিঙ্‌নাগানাং পথি পবিহবন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ (মেঘদূত ১৪)। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ —'হে মেঘ, তুমি যখন এই রামগিরির আশ্রম হইতে বিনিক্রান্ত হইবে, তখন তোমাকে আর দিঙ্‌নাগাদির স্থূল শুণ্ডবিক্ষেপ (অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক অভিঘাত) সহ্য করিতে হইবে না।' ইত্যাদি। মল্লিনাথ বলেন, কালিদাস দিঙ্‌নাগ আচার্য্যকে লক্ষ্য কবিয়াই এই শ্লোক বচনা করিয়াছেন। শ্লোকটী পড়িলেও মল্লিনাথের কথা অবিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, দিঙ্‌-নাগ শব্দের দ্বারা অষ্টনাগকে * বুঝাইতেছে। তাঁহাদের মতে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর টীকাকার মল্লিনাথ কালিদাস-দিঙ্‌নাগের সামসময়িকতা বলিবার যোগ্য নহেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে আমরা রামগিরিসম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার

* অষ্টনাগ অর্থাৎ আটটী দিগ্‌গজ। যথা—ঐরাবতো পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঞ্জনঃ। পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ॥ সারদাতিলক ৮ম পটল।

বিবৃতি করিয়াছি, তাহা মল্লিনাথকেই সমর্থন করিতেছে; কিংবা অন্ততঃ কালিদাসকে দিঙ্‌নাগের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে।

বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, বসুবন্ধু ও দিঙ্‌নাগ অসঙ্গ আচার্য্যের শিষ্য। পঞ্চম খ্রীষ্টশতাব্দীতে বসুবন্ধুর বোধি-'চিত্তোৎপাদন' নামকগ্রন্থ কুমারজীব কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এইজন্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বসুবন্ধুকে চতুর্থ-শতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বসুবন্ধু চতুর্থশতাব্দীর লোক হইলে দিঙ্‌নাগও চতুর্থশতাব্দীর লোক হইতেছেন। কালিদাস ও দিঙ্‌নাগ সামসময়িক হইলে কালিদাসের স্থিতি-কাল চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রীষ্টশতাব্দীতে সুস্থিত হয়। ইহা ব্যতীত কালিদাস বিক্রমসভ্য বলিয়াও প্রসিদ্ধ। চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য চতুর্থ শতাব্দীতে রাজ্য করেন। তাঁহার পুত্র কুমার গুপ্তের জন্মোপলক্ষে কালিদাস 'কুমারসম্ভব' লিখিয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিলেন—এরূপ অনুমান যদি অসঙ্গত না হয়, তাহা হইলে কালিদাস অবশ্যই দিঙ্‌নাগের সামসময়িক।

বহুগ্রন্থ কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ, ঋতুসংহার এবং শকুন্তলাদি গ্রন্থ যে কালিদাসের রচিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল গ্রন্থসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কালিদাস প্রথমে কুমার-সম্ভব, পরে মেঘদূত এবং তারপর রঘুবংশ ও ঋতুসংহার রচনা করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধিও আছে, সরস্বতীকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে গিয়া ভগবতীর প্রসাদে কবিত্বশক্তি লাভপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিলে তাঁহার স্ত্রী কমলা দেবী প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন—'অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌-বিশেষঃ'। এই কয়টী পদ লইয়া তিনি পরে কুমারসম্ভবাদি প্রণয়ন করেন। কুমারসম্ভবের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে—'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা' ইত্যাদি, মেঘদূতের প্রথমে

লিখিত হইয়াছে—'কশ্চিৎ কান্তা বিরহগুরুণা' ইত্যাদি, রঘুবংশের প্রথমে লিখিত হইয়াছে—'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে' ইত্যাদি এবং ঋতুসংহারের প্রথমে লিখিত হইয়াছে—'বিশেষসূর্য্যঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাঃ' ইত্যাদি। 'বিশেষ'-শব্দের অপেক্ষা 'প্রচণ্ড'শব্দের যোগ্যতা অধিকতর হইলেও কালিদাস 'বিশেষ'শব্দের প্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাদি গ্রন্থ কালিদাসের নামে প্রচলিত থাকিলেও উহা কালিদাসের রচিত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। নলোদয় কালিদাসের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ উহা নারায়ণ পণ্ডিতের পুত্র রবিদেব কর্ত্তৃক প্রণীত হয়।

কোন কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কালিদাসের মৃত্যু লইয়া একটী অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সিংহলদ্বীপস্থিত মহাতীর্থ নগরের সপ্তবোধিবট নামক স্থানে একজন বারব্রতা নারীর বসবাস ছিল। সিংহলের রাজা কুমারদাস ঐ নারীর প্রতি আসক্ত হন। রাজা কালিদাসের বিশেষ প্রশংসক এবং প্রণয়িজন ছিলেন। জানকীহরণাদি কাব্যও রাজাকে কবির উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিল।

একদিন রাজা কুমারদাস পাদপূরণের জন্য উক্ত বারব্রতা নারীকে এই শ্লোকার্দ্ধ দিয়াছিলেন—'কমলে কমলোৎপত্তিঃ শ্রূয়তে ন তু দৃশ্যতে'। পাদপূরণ উপযুক্ত হইলে নারীকে বিপুল পুরস্কার দিবার জন্যও রাজা প্রতিশ্রুত হন। কিছুদিন পরে কবিবর কালিদাস সিংহলে আসিয়া ঐ বারব্রতা নারীর আতিথ্য স্বীকার করিলে তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া উক্ত শ্লোকসম্বন্ধে এইরূপ সমস্যাপূরণ করেন—'বালে তব মুখাম্ভোজে কথমিন্দীবরদ্বয়ম্'। কালিদাস উপস্থিত থাকিলে পাছে প্রশ্নের সদুত্তর তাঁহারই কৃতি বলিয়া গৃহীত হয়, সেইজন্য কালিদাস একটী

গুপ্তস্থানে ঐ নারী কর্ত্তৃক নিহত হন। পরে সমস্যাপূরণ দেখাইয়া পুরস্কার-লাভের চেষ্টা করিলে রাজা নারীর কথায় বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া তাহাকে বহুবিধ ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক সমস্যাপূরকের মৃতদেহ বাহির করান। কালিদাসের এইরূপ পরিণাম দেখিয়া শোকার্ত্ত রাজা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করেন। তার পর শব চিতারূঢ় হইলে রাজা ঐ চিতায় প্রাণ-ত্যাগ করেন। এইরূপে কোন কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কালিদাসের অবসান নির্ণয় করিয়াছেন।

প্রাত্নিকগণের এরূপ সিদ্ধান্ত শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। সিংহলের রাজা কুমারদাস অবশ্যই সুকবি ছিলেন। তিনি কালিদাসের রচনাকৌশল অনুসরণ করিয়া কতকটা কৃত-কৃত্যতাও পাইয়াছিলেন। এমন কি, কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্রপালের প্রধান সভাপণ্ডিত কর্পূরমঞ্জরীপ্রণেতা কবি রাজশেখর ৯ম খ্রীষ্টশতাব্দীতে রঘুবংশের সহিত তুলনা করিয়া জানকীহরণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

জানকীহরণং কর্ত্তুং রঘুবংশে স্থিতে সতি।
কবিঃ কুমারদাসশ্চ রাবণশ্চ যদি ক্ষমঃ॥

কিন্তু তাই বলিয়া কুমারদাসকে কালিদাসের প্রণয়িজন বা সামসময়িক বলা যায় না। কুমারদাস বৌদ্ধ ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান্ এবং সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন্-চোয়াঙ্গ ও ইট্-সিং নামক পর্য্যটকগণ চীন হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঐ ঐ সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বা সিংহলে বৌদ্ধ ব্যাপার-সংক্রান্ত যাহা যাহা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন বা শুনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্তে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফা-হিয়ানের 'ফো-কু-কি' নামক ভ্রমণবৃত্তান্ত, হিউ-এন্-চোযাঙ্গের 'সি-যু-কি' নামক ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং ইট্-সিংএর 'ভারত-কি-শিখাইতে-পারে?' নামক ভ্রমণবৃত্তান্তকে ভারতবর্ষের তিন খানি বৌদ্ধ ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বৌদ্ধ কুমারদাস রাজা

হইয়াও সুপ্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি ৫ম হইতে ৭ম খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান থাকিলে ঐ সকল বৌদ্ধগ্রন্থে অবশ্যই তাঁহার নাম দৃষ্ট হইত। ইহাতে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ঐ সকল চীনপর্য্যটকের পরবর্ত্তিকালেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায় যে, কুমারদাসেব নিকট জয়াদিত্যবামনের কাশিকাবৃত্তি অপরিচিত ছিল না। জয়াদিত্য ও বামন ৮-৯ম খৃষ্টশতাব্দীর লোক হইলে কুমারদাস তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। তবে কর্পূরমঞ্জরী প্রণেতা কবি রাজশেখর ৮-৯ম খৃষ্টশতাব্দীব লোক হইয়াও যখন জানকীহরণের নাম করিয়াছেন, তখন কুমারদাসও অবশ্য ৮-৯ম খৃষ্টশতাব্দীব পরবর্ত্তী হইতে পাবেন না। এই সমস্ত কাবণবশতঃ সিংহলদেশে কালিদাসের মৃত্যুবিষয়ক সিদ্ধান্তটী আমাদের নিকট অপসিদ্ধান্ত বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে।

কাশকৃৎস্ন। প ২০৬, ২৮০। কবিকল্পদ্রুমের "ইন্দ্রচন্দ্রকাশকৃৎস্নাপিশলিশাকটাযনাঃ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে কাশকৃৎস্নের শাব্দিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। 'অবস্থিতে রিতি কাশকৃৎস্নঃ' এই বেদান্তসূত্র হইতে জানা যায যে, তিনি একজন প্রাচীন অদ্বৈতবাদী ছিলেন। বাদবাযণ কাশকৃৎস্নীয় মতবাদের পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। গৌড়পাদ এবং শঙ্করাচার্য্যাদি বৈদান্তিকগণ কাশকৃৎস্নীয়মতাবলম্বী ছিলেন। এ সম্বন্ধে ১।৪।২২ সূত্রের শারীরকভাষ্যাদি দ্রষ্টব্য। অতিপ্রাচীন কাশকৃৎস্নকে অনতিপ্রাচীন বাক্যকার বররুচি কাত্যায়নের সহিত তুলনা করা যায়। কাবণ, কাত্যায়নের ন্যায় ইনিও বৈয়াকরণ, কোষকার এবং বৈদান্তিক ছিলেন। তবে পার্থক্য এই যে—কাত্যায়ন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী কিন্তু কাশকৃৎস্ন অদ্বৈতবাদী।

কাশীরাম বাচস্পতি (শুদ্ধিতত্ত্বাদির টীকাকার)। ১৩৩।
রামকৃষ্ণের পৌত্র এবং রাধাবল্লভের পুত্র।

কুমার স্বামী (প্রতাপরুদ্রযশোভূষণের টীকাকার)। মল্লিনাথ

দেখুন। ১৫শ খৃষ্টশতাব্দী। মল্লিনাথের পুত্র। ইনি বিদ্যানাথ প্রণীত প্রতাপরুদ্রযশোভূষণের টীকা লিখিয়াছেন। ইহার টীকার নাম 'রত্নাপণ'।

কুমারদাস (জানকীহরণপ্রণেতা)—কালিদাস দেখুন। ৮-৯ম খৃষ্ট-শতাব্দী। কুমারদাস সিংহলের রাজা ছিলেন। ইহার 'জানকীহরণ'নামক কাব্যের কতকাংশ লুপ্ত হইয়াছে। 'জানকীহরণ' সম্বন্ধে কবি রাজশেখর যাহা বলিয়াছেন, তাহা কালিদাসের জীবনবৃত্তান্তের শেষভাগে দ্রষ্টব্য। কোন কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎপণ্ডিত কুমারদাসকে কালিদাসের সামসময়িক বলিয়াছেন। কালিদাসের জীবনবৃত্তান্তে এরূপ সিদ্ধান্তের যুক্তিহীনতা দেখান হইয়াছে।

কোনও একজন প্রথিতনামা পাশ্চাত্যপণ্ডিত কুমারদাসকে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন। জানকীহরণের লুপ্তোদ্ধৃতাংশে এই শ্লোকটী পাওয়া যায়—
'অয়ি বিজহীহি দৃঢোপগূহনং ত্যজ নবসঙ্গমভীরুবল্লভম্।
অরুণকরোদ্গম এষ বর্ত্ততে বরতনু সংপ্রবদন্তি কুক্কুটাঃ ॥'
শ্লোকের চতুর্থ চরণটী পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও দৃষ্ট হয়। সেই জন্য ১।৩।৪৮ কাশিকাবৃত্তিতেও উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া উক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতপ্রবর অনুমান করেন যে, জানকীহরণ হইতেই পতঞ্জলি ঐ শ্লোকাংশ গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ বৈয়াকরণেরা প্রায়শঃ কবিগণের শ্লোক লইয়া উদাহরণ-রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্বের লোক বলিয়া নিঃসন্দেহে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। কালিদাসের জীবনবৃত্তান্তে আমরাও কুমারদাসকে ৮-৯ম খৃষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছি। সুতরাং আমরা কখনই ঐরূপ অনুমানের পক্ষ-পাতী হইতে পারি না। আমাদের মনে হয়, 'বরতনু সংপ্রবদন্তি কুক্কুটাঃ'—এই চরণটী পতঞ্জলির সময়ে যে শ্লোকের অংশ

ছিল, সেই শ্লোকটী লুপ্ত হওয়ায় পরবর্ত্তিকবিগণ উহার পাদপূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই প্রকার চেষ্টার বশবর্ত্তী হইয়া কুমারদাসও 'অয়ি বিজহীহি' ইত্যাদি শ্লোক লিখিয়া থাকিবেন। আমাদের এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে, কারণ হরদত্তও এই চরণটীর সন্নিবেশ করিয়া তাঁহার পদমঞ্জরীতে লিখিযাছেন—'অপনয় পাদসরোজমক্কতঃ শিথিলয় বাহুলতাং গলাদৃতাম্। ক চ বদনেঽহশুকমাকুলী-কৃতং বরতনু সংপ্রবদন্তি কুক্কুটাঃ॥' ইহা ব্যতীত অন্যান্য কবিও এই চরণটী লইযা আরও শ্লোক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু রাযমুকুট বলেন, ভারবি এই চরণটীর আদিম রচযিতা। ইহা সম্ভবপর নহে, কারণ চরণটী মহাভাষ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কুমারিল ভট্ট বা ভট্টপাদ (পূর্ব্বমীমাংসার বার্ত্তিককার)। ৩০৮, প ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, ১৬২, ১৭৬, ১৮৯, ১৯৪, ১৯৯, ২০১, ২০২, ২০৪, ২২৩, ২২৫, ২৩০, ২৪০, ২৪৫।

৭ম খৃষ্টশতাব্দী। কুমারিল বাক্যপদীযকার ভর্ত্তৃহরির কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। কারণ স্ফোটবাদসম্বন্ধে ভর্ত্তৃহরি যাহা বলিযাছেন, কুমারিল তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। এমন কি, তদীয় তন্ত্রবার্ত্তিকে বাক্যপদীযের "অস্ত্যর্থঃ সর্ব্বশব্দানাম্" (২।১ ১) ইত্যাদি শ্লোকও উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬৭৩ খৃষ্টাব্দে চীনদেশীয সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ইট্-সিঙ্ ভ্রমণোপলক্ষে ভারতে আগমন করিয়া তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি বৌদ্ধ নৈয়াযিক ধর্ম্মকীর্ত্তিকে দেখিয়াছেন, কিন্তু ভর্ত্তৃহরিকে তিনি দেখেন নাই। কারণ ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ভর্ত্তৃহরির দেহান্ত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত আরার তিব্বতভাষায লিখিত তারানাথের ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতি-হাস হইতেও জানা যায় যে, মীমাংসাবার্ত্তিকপ্রণেতা কুমারিল প্রমাণবার্ত্তিক প্রণেতা ধর্ম্মকীর্ত্তির সামসময়িক এবং উক্ত ধর্ম্ম-

কীর্ত্তি ভোটদেশে স্রোন্-সন্-গম্-পো নামক রাজার রাজত্ব-কালে বিদ্যমান ছিলেন। ঐ রাজা ৬২৯ হইতে ৬৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই সমস্ত দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে কুমারিলকে সপ্তমশতাব্দীর লোক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, এবং ইহাতে আমাদেরও ব্যক্তব্য কিছুই নাই। কুমারিলের সময় সুস্থিত থাকিলে গোবিন্দযোগীন্দ্র, শঙ্করাচার্য্য, মণ্ডনমিশ্র, প্রভাকর, ভবভূতি, পদ্মপাদ, সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি এবং বাচস্পতি মিশ্রাদির স্থিতিকাল অনায়াসে নির্ণীত হইতে পারে।

ভট্টপাদের বসতিস্থান লইয়া অনেক বিবাদ আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে আর্য্যাবর্ত্তবাসী এবং কেহ কেহ তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলিয়াছেন। আবার কাহার কাহারও মতে তিনি কামরূপবাসী ছিলেন। এই শেষোক্তসম্প্রদায় যেরূপ বলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। কারণ, কামরূপের পারি-পার্শ্বিক ঘটনাবলী এবং তত্রত্য কতকগুলি আচারব্যবহার পরীক্ষা করিলে এই সম্প্রদায়ের মতবাদ নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত হইতে পারে না।

সপ্তম শতাব্দীতে অরিমত্তের বংশধর মহারাজ কুমারভাস্কর বর্ম্মন্ কামরূপের সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তখনকার 'কামরূপ' বলিলে বর্ত্তমান করতোয়া নদী হইতে সুবর্ণভূমি (অর্থাৎ ব্রহ্ম দেশ বা বর্ম্মা) পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। সেইজন্য মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক তিনি ব্রহ্মরাজ বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। কুমার-ভাস্কর সাতিশয় বিদ্যাপ্রিয় ছিলেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মণ-গণও তাঁহার সন্তোষার্থে বিশেষ অনুরাগের সহিত বিদ্যানুশীলন ও শাস্ত্রচর্চ্চা করিতেন। এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে অর্থাৎ বর্ত্তমান গৌহাটিতে ভট্টপাদ কুমারিল সংস্কৃতসাহিত্যে পারদর্শী হন।

কামরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রচলন ছিল না। মহারাজ

কুমারভাস্কর ও তাঁহার পারিপার্শ্বিক সামন্তগণ প্রাণপণে হিন্দু-ধর্ম্মেরই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। অকস্মাৎ কুমারভাস্কর ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে বা সপ্তম খৃষ্টশতাব্দীর দ্বিতীয় পাদস্থিত কোনও সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্-চোয়াঙ্গের অসাধারণ পাণ্ডিত্য শুনিয়া পাটনার নিকটবর্ত্তী 'বড়গাঁও'স্থিত নালন্দাবিশ্ববিদ্যালয় হইতে কামরূপে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। ঐ সময়ে জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্র নামক একজন পূর্ব্ববঙ্গীয় পণ্ডিত নালন্দার প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। হিউ-এন্-চোয়াঙ্গ তখন প্রজ্ঞাভদ্রের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মের রহস্যশিক্ষায় ব্যাপৃত বলিয়া তিনি নালন্দা পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইলে উক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ তাঁহাকে রাজার নিমন্ত্রণোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে ও কামরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারার্থে যাইবার অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি কামরূপে যাইয়া রাজার তুষ্টিসাধনপূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। পরে সম্রাট্ শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন রাজমহলস্থিত কক্ষীবৎপর্ব্বতে * এবং ভাগলপুরের পশ্চিমে বর্ত্তমান সুলতানগঞ্জস্থিত জহ্নাশ্রমে † দানসত্র করিবার নিমিত্ত মহারাজ কুমারভাস্করকে আহ্বান করিলে এবং তদুপলক্ষে কুমারভাস্কর মগধে যাত্রা করিলে হিউ-এন্-চোয়াঙ্গ সমতটাদিদেশ হইয়া সুবর্ণভূমির দিকে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য কামরূপ পরিত্যাগ করেন।

---

* শাব্দিক আচার্য্য শোটায়নের নাম কক্ষীবান্। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন, সম্ভবতঃ ইহার নামানুসারে অথবা বৈদিকমন্ত্রদ্রষ্টা দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষির নামানুসারে এই পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রাচীন ঋষি-গণের সমাগম ছিল, নচেৎ উহার নিকটবর্ত্তী কহোলগ্রামাদি নাম এখনও প্রচলিত কেন?

† এই স্থানে সুহোত্রের পুত্র রাজর্ষি জহ্নু যজ্ঞ করিবার উদ্যোগ করিলে লীলাময়ী গঙ্গাদেবী তাঁহার যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইয়া দেন এবং সেই জন্য জহ্নুও তাঁহাকে অবরোধ করেন। পরে ভগীরথের অনুরোধে গঙ্গার মোচন হয়। সেই সময় হইতে গঙ্গা জাহ্নবী ও ভাগীরথী বলিয়া খ্যাত হন এবং স্থানটীও জহ্নাশ্রম বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

কুমারিল ঐ স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখিয়া তাহার উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে পার্ব্বত্য দেশ হইতে শালস্তম্ভ নামক এক প্রতাপবান্ তান্ত্রিক রাজা কুমার ভাস্করকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ম্মূল করেন। অকস্মাৎ এইভাবে কুমারিলের মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় তিনি কামরূপ হইতে মগধে আসিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ঐ স্থানের বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বা জৈনপণ্ডিতগণ হিন্দুদর্শনে পারদর্শী হইয়া তাহার খণ্ডনে উদ্যুক্ত হইতেন দেখিয়া কুমারিলও নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপক জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্রের শিষ্য জয়সেনের নিকট প্রথমে জৈন-দর্শনাদি শিক্ষা করেন এবং পরে সেই সেই দর্শনে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া জৈন ও বৌদ্ধ আচার্য্যগণকে তর্কযুদ্ধে পরাভব-পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ডের প্রচারে প্রবৃত্ত হন। জীবনের কর্ত্তব্যতা শেষ হইলে তিনি গুরুদ্রোহের প্রায়শ্চিত্তরূপে প্রয়াগস্থিত অক্ষয়-বটের সমীপে অনশন করিয়া তুষানলে দেহপাত করেন।

কুমারিল ভট্টের শাস্ত্রসমাধান নিরতিশয় সুন্দর। শ্লোক-বার্ত্তিক, তন্ত্রবার্ত্তিক, এবং লঘুবার্ত্তিক অর্থাৎ টুপ্ টীকা ইঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রভাকর ও ভবভূতি ইঁহার প্রিয়শিষ্য ছিলেন। মীমাংসকগণের মধ্যে প্রভাকর গুরু বলিয়া এবং ভবভূতি উম্বেক বলিয়া পরিচিত। উভয়ভারতী কুমারিলের ভগিনী এবং বিশ্বরূপ মণ্ডনমিশ্র তাঁহার ভগিনীপতি। প্রয়াগে শঙ্করাচার্য্য যখন কুমারিলকে শারীরকভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিবার জন্য অনুরোধ করিতে যান, তখন তিনি প্রাপ্তকাল বলিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বিশ্বরূপের দ্বারা বার্ত্তিক লেখাইবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ মণ্ডনমিশ্রই পরে সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

কেহ কেহ কুমারিলকে নাস্তিক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। শ্লোকবার্ত্তিকের প্রারম্ভেই তিনি বলিয়াছেন—

'প্রায়েণৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা। তামাস্তিক্য-পথে কর্ত্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া॥' (তর্কপাদ—গ্রন্থকার-প্রতিজ্ঞা ১০)। অন্যত্রও তিনি পরমেশ্বরের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—"ন হি যেন প্রমাণত্বং লব্ধপূর্ব্বং কদাচন। তেন তৎ সর্ব্বদা লভ্যমিত্যাজ্ঞাপয়তীশ্বরঃ॥" বেদান্ত-বিষয়ক আত্মতত্ত্বসম্বন্ধেও তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা "ইত্যাহনাস্তিক্যনিরাকরিষ্ণুঃ" ইত্যাদি শ্লোকে দ্রষ্টব্য। কুমারিলের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় নারায়ণভট্টের মানমেয়োদয়ে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

কুমারিল ও প্রভাকর গুরুশিষ্য হইলেও কোন কোনও প্রসঙ্গে তাঁহাদের মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কারণ কুমারিল ঔপবর্ষমতোপজীবী হইয়া 'মীমাংসাবার্ত্তিক' রচনা করিয়াছেন, এবং প্রভাকর কাত্যায়নমতোপজীবী হইয়া 'বৃহতী' প্রণয়ন করিয়াছেন। কাত্যায়নমতে গুরুমত প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কুমারিলের নিকট প্রভাকর মতদ্বৈধের জন্য অপরাদ্ধ হন নাই। বরংচ তাঁহাদের দৃষ্টিভেদে উপবর্ষের এবং কাত্যায়নের মতবাদ সংরক্ষিত হওয়ায় কুমারিল সমাশ্বস্তই হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রভাকরের জীবনবৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য

কুল্লূক ভট্ট (মনুসংহিতার টীকাকার)। ২২৯, প ৩৩।

১৩-১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বঙ্গীয় সর্ব্বোচ্চধর্ম্মাধিকরণ (কলিকাতার ৪৮ সংখ্যক ভারতীয় ব্যবহারবৃত্তান্তের ৬৮৮ পৃষ্ঠায়) কুল্লূক ভট্টকে ১৫শ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক্ হয় নাই। কারণ রত্নাকরপ্রণেতা চণ্ডেশ্বর ঠাকুর রাজনীতিরত্নাকরে কুল্লূকভট্টের নাম করিয়াছেন এবং বিবাদ-রত্নাকরের পুষ্পিকায় গ্রন্থসমাপ্তিসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—'রস-গুণ-ভুজচন্দ্রৈঃ সংমিতে শাকবর্ষে' ইত্যাদি। রস=৬, গুণ=৩, ভুজ=২, চন্দ্র=১ অর্থাৎ ৬৩২১। 'অঙ্কস্য বামা গতিঃ' এই ন্যায়ানুসারে ১২৩৬ শকাব্দ হইতেছে। ১২৩৬

শকাব্দ অর্থাৎ ১৩১৪ খৃষ্টাব্দ। নিবন্ধকার চণ্ডেশ্বর যদি চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কুল্লূক ভট্টের নাম করেন, তাহা হইলে কুল্লূকভট্ট কখনও পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না।

কেহ কেহ আবার কুল্লূক ভট্টকে উদয়নাচার্য্যের সামসময়িক অর্থাৎ দশম খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়াও স্থির করিয়াছেন। কারণ ভাদুড়িগণের 'বংশাবলী' নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"স এবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী। কুল্লূকং ভট্টমাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরং তথা॥" ইত্যাদি। ইহাও কিন্তু ঠিক্ নহে। 'লক্ষণাবলী' হইতে আমারা অবগত হই যে, উদয়ন দশম খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কুল্লূক ভট্ট মনু সংহিতার ৮।১৮৪ শ্লোকের টীকায় ধারেশ্বর ভোজদেবের নাম করিয়া লিখিয়াছেন—' ঈদৃশ এব পাঠক্রমো মেধাতিথি-ভোজ দেবাদিভি র্নিশ্চিতঃ। গোবিন্দরাজেন তু" ইত্যাদি। ভোজদেব একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে রাজত্ব করেন। রাজমৃগাঙ্কে তিনি স্বয়ং একথার সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং কুল্লূক ভট্ট অবশ্যই একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী হইবেন। কেবল ইহাও নহে। তিনি পুনঃ পুনঃ গোবিন্দরাজের নাম করিয়াছেন। গোবিন্দরাজ ভোজদেবের এবং বিজ্ঞানেশ্বরের পরবর্ত্তী। কারণ, মিতাক্ষরা ভোজদেবের নাম করিলেও গোবিন্দরাজের নাম করেন নাই। এদিকে আবার গোবিন্দরাজও ভোজদেব এবং বিজ্ঞানেশ্বরের নাম স্পষ্টতঃ না করিলেও তাঁহাদের মতবাদ সমালোচনা করিয়াছেন। এরূপ বস্তুগতি দেখিয়া কুল্লূক ভট্টকে কেহ উদয়নাচার্য্যের সামসময়িক বলিতে পারেন না। সুতরাং বংশাবলীব শ্লোকটী সমীক্ষণপূর্ব্বক লিখিত নহে।

মনুসংহিতাব উপর কুল্লূকপ্রণীত টীকার নাম মন্বর্থমুক্তাবলী। 'গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি' ইত্যাদি শ্লোকে ইনি আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বা পারাশব বা বাদরায়ণ বা ব্যাস। ৪, ৩৭, ৮৩, ২১৪, ২১৭, ৩০১, প ২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৬, ৬৮, ৬১, ৭৮, ১১২, ১৪৮, ২০৪, ২২৬, ২৪৭, ইত্যাদি। যমুনাদ্বীপে পরাশরের ঔরসে এবং সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি বেদব্যাস দ্বৈপায়নাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। অপান্তরতমা ঋষির পব যাজ্ঞিকগণের নিমিত্ত ইনি বেদবিভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম পাইয়াছেন। বদরিকাশ্রমে নিত্যবাস প্রযুক্ত ইহাকে বাদরায়ণ বলা হয়।

সাধাবণের জন্য মহর্ষি বেদব্যাস ইতিহাসপুবাণাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, যোগিগণের জন্য যোগভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং ঔপনিষদগণের জন্য বেদান্তসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। একাধাবে কবিত্বের ও দার্শনিকত্বেব কাষ্ঠাপ্রাপ্তি দেখিয়া উক্ত হইয়াছে—'ব্যাসো নারায়ণঃ স্বযম্'। মহর্ষির অন্যান্য বিবরণ আকরে দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণধূর্জ্জটি দীক্ষিত (সিদ্ধান্তচন্দ্রোদযপ্রণেতা) প ২০১। ১৭শ খৃষ্টশতাব্দী। বেঙ্কটেশ দীক্ষিতের ঔবসে এবং শেষীর গর্ভে কোমংপুরগ্রামে কৃষ্ণধূর্জ্জটি জন্মগ্রহণ কবেন। ইঁহার সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

কৃষ্ণং ভট্ট বা কৃষ্ণভট্ট আর্ডে কাশীবাসী (মঞ্জুষাপ্রণেতা) প ২২০। ১৭-১৮শ খৃষ্টশতাব্দী। বঘুনাথ ভট্টের ঔরসে কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শেষবয়সে নির্ণযসিন্ধুব উপর দীপিকা নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। মঞ্জুষা বা জাগদীশী টীকা ইহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

কৃষ্ণমিশ্র (প্রবোধচন্দ্রোদয়প্রণেতা) প ৪৮। ১১শ খৃষ্টশতাব্দী। প্রবোধচন্দ্রোদয় একখানি উৎকৃষ্ট দার্শনিক নাটক। শঙ্করাচার্য্যেব মতবাদ উপজীব্য কবিয়া ইহা রচিত। কৃষ্ণমিশ্রের ন্যায় বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিকও ত্রয়োদশ খৃষ্টশতাব্দীতে রামানুজ মতানুগত 'সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়' নামক একখানি এই জাতীয় নাটক

রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্তদেশিকের পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তি কৃষ্ণমিশ্রের অপেক্ষা ন্যূন নহে। তবে শঙ্করমতানুগত বলিয়াই 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'কে 'সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়' লঙ্ঘন করিতে পারে নাই। এই দুইখানি গ্রন্থের অনুকরণে ১৬শ খৃষ্টশতাব্দীর মধ্যভাগে চৈতন্যচরিতামৃতপ্রণেতা কবিকর্ণপূর অর্থাৎ পরমানন্দদাস 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু গ্রন্থকার যশোভাগী হন নাই।

বুন্দেলখণ্ডের রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার পরিতোষের নিমিত্ত ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' তাঁহার সমক্ষে অভিনীত হয়। গিধৌড়ের রাজগণ কীর্ত্তিবর্ম্মার বংশধর।

কৈয়ট (প্রদীপকার)। প ২৪০, ২৪৫। ১০-১১শ খৃষ্টশতাব্দী। উবটের পুত্র, মতান্তরে জৈয়টের পুত্র। কৈয়ট মহাভাষ্যের উপর 'প্রদীপ'নামকটীকা প্রণয়ন করেন। ইহা জয়াদিত্য-বামনপ্রণীত কাশিকার পরবর্ত্তী। ইনি মম্মটভট্টের অনুজ এবং দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষের মাতুল। কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করিলেও সম্ভবতঃ অবন্তিনগর ইঁহার বসতিস্থান। উবটাচার্য্য দেখুন।

কৌণ্ড ভট্ট (বৈয়াকরণভূষণসারাদিপ্রণেতা)। প ১০৩। ১৭শ খৃষ্ট-শতাব্দী। কৌণ্ড ভট্ট লক্ষ্মীধরের পৌত্র এবং ভট্টোজি দীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি ন্যায়শাস্ত্রেও পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার তর্কপ্রদীপ এবং ন্যায়পদার্থদীপিকাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

কৌটিল্য (অর্থশাস্ত্র প্রণেতা)। চাণক্য দেখুন।

ক্রমদীশ্বর (সংক্ষিপ্তসার প্রণেতা)। প ৬৮০। ১১-১২শ খৃষ্ট-শতাব্দী। সংক্ষিপ্তসারের পর মুগ্ধবোধ ও সুপদ্ম ব্যাকরণ রচিত হয়। ক্রমদীশ্বর ব্রাহ্মণেতর বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে।

ক্ষেমেন্দ্র (বৃহৎকথামঞ্জরীপ্রণেতা)। গুণাঢ্য ও শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য দেখুন। ১১শ খৃষ্টশতাব্দী। ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরদেশীয়

পণ্ডিত। ইঁহার পদ্যকাদম্বরী অর্থাৎ কাদম্বরীর পদ্যময় অনুবাদ, ঔচিত্যবিচারচর্চ্চা, কবিকণ্ঠাভরণ, কলাবিলাস, দশাবতারচরিত, ভারতমঞ্জরী, রামায়ণমঞ্জরী এবং বৃহৎকথামঞ্জরী সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বৃহৎকথামঞ্জরীতে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিবর ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরপতি অনন্তদেবের প্রধান সভা-পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অভিনব গুপ্তের শিষ্য, প্রকাশেন্দ্রের পুত্র, এবং সিন্ধুর পৌত্র। শিবসূত্রের উপর ইঁহার ভাষ্য দেখিলে ইঁহাকে শৈব বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ ক্ষেমেন্দ্রকে বৈষ্ণব বলেন।

খণ্ডদেব (মীমাংসাকৌস্তুভপ্রণেতা)। প ১৫৭। ১৬-১৭শ খৃষ্ট-শতাব্দী। খণ্ডদেবের পিতার নাম রুদ্রদেব। ইঁহার ভাট্টদীপিকা, ভাট্টরহস্য এবং মীমাংসাকৌস্তুভ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মীমাংসাকৌস্তুভ জৈমিনিসূত্রের টীকা। রসগঙ্গাধর-প্রণেতা জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ খণ্ডদেবের শিষ্য বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে।

গঙ্গাধর সরস্বতী (বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরীপ্রণেতা)। প ৪৪৬। ১৮শ খৃষ্টশতাব্দী। রামচন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য এবং আনন্দ-বোধেন্দ্র সরস্বতীর গুরু। অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচিত।

গঙ্গেশ উপাধ্যায় (তত্ত্বচিন্তামণিকার) প ১০, ১০৭, ১৩৬, ১৩৮, ১৪০, ১৬০, ২১৩। ১২-১৩শ খৃষ্টশতাব্দী। কেহ কেহ চিন্তামণিপ্রণেতাকে চতুর্দ্দশ খৃষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ খৃষ্টশতাব্দীর শেষভাগে চিৎসুখাচার্য্য তাঁহার তত্ত্বপ্রদীপিকায় গঙ্গেশের মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রীহর্ষকে সমর্থন করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার মনে করেন, চতুর্দ্দশ খৃষ্টশতাব্দীতে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের পাণিনিদর্শনে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র বর্দ্ধমান মহোপাধ্যায়ের বাক্য প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাও ঠিক্ নহে। কারণ ‘গণরত্ন

মহোদধি'প্রণেতাকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি বর্দ্ধমানের নাম করিয়াছেন। এ বর্দ্ধমান গঙ্গেশের পুত্র নহে। সুতরাং যাঁহারা উপাধ্যায়কে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলেন, তাঁহাদের মত গ্রহণ করাই সমীচীন।

কেহ কেহ উপাধ্যায়কে বঙ্গবাসী বলেন। কিন্তু বঙ্গদেশে তাঁহার পিত্রালয় হইলেও তিনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন। তবে যে তিনি গৌড়বাসী ছিলেন—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ এক সময়ে মিথিলা গৌড়ের অন্তর্গত ছিল।

প্রসিদ্ধি আছে, বাল্যকালে উপাধ্যায় জড়ধীব ন্যায় কাল-যাপন করিতেন। কিন্তু আত্মাশক্তির প্রসাদে অসীমধীসম্পন্ন হইয়া তিনি তত্ত্বচিন্তামণি নামক নব্যন্যায়ের মূল প্রকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে 'কিং গবি গোত্বম্' ইত্যাদি শ্লোক প্রথমে নির্গত হইয়াছিল।

তত্ত্বচিন্তামণি চারিখণ্ডে বিভক্ত—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ। প্রত্যক্ষখণ্ডে মঙ্গলবাদ, প্রামাণ্যবাদ, অন্যথাখ্যাতি-বাদ, সন্নিকর্ষবাদ, সমবায়বাদ, অনুপলব্ধ্যপ্রামাণ্যবাদ, অভাব-বাদ, প্রত্যক্ষকারণবাদ, মনোঽণুত্ববাদ, অনুব্যবসায়বাদ, নির্ব্বিকল্পবাদ ও সবিকল্পবাদ আচরিত হইয়াছে। অনুমান-খণ্ডে অনুমিতিনিরূপণ, ব্যাপ্তিবাদ অর্থাৎ ব্যাপ্তিপঞ্চক এবং সিংহব্যাঘ্রোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণাদি ছয়টী বিষয়, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়, সামান্যলক্ষণা, উপাধিবাদ, পক্ষতা, পরামর্শ, কেবলান্বয়ী অনু-মান, কেবলব্যতিরেকী অনুমান, অর্থাপত্তি, স্বার্থানুমান, পরার্থানুমান, ন্যায়, অবয়ব, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন, হেত্বাভাস ও ঈশ্বরানুমান আলোচিত হইয়াছে। উপমানখণ্ডে উপমানের প্রমাণত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সাংখ্যা-চার্য্যগণ ও ন্যায়ৈকদেশী আচার্য্যগণ অনুমানে উপমানের অন্তর্ভাব বলেন এবং মীমাংসকগণ ন্যায়োক্ত চারিটী প্রমাণের

অতিরিক্ত অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য ও প্রাতিভ জ্ঞানাদিকেও প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন। তৃতীয়খণ্ডে এই সকল বিষয়ের সমালোচনা হইয়াছে। শব্দখণ্ডে শব্দনিরূপণ, শব্দবোধ, শব্দ-প্রামাণ্যবাদ, শব্দাকাঙ্ক্ষাবাদ, যোগ্যতাবাদ, আসত্তিবাদ, তাৎপর্য্যবাদ, শব্দানিত্যতাবাদ, উচ্ছন্নপ্রচ্ছন্নবাদ, বিধিবাদ, অপূর্ব্ববাদ, শক্তিবাদ, সমাসবাদ, আখ্যাতবাদ, ধাতুবাদ, উপসর্গবাদ এবং প্রামাণ্যবাদ আচরিত হইয়াছে।

অনাত্মবাদের তীব্র আক্রমণ হইতে শাশ্বতবাদকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই নব্যন্যায়ের উদ্ভাবন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক বৌদ্ধগণ বিতাড়িত হইলেও তাঁহাদের যুক্তিবাদ ভৃষ্ট-বীজের ন্যায় অপ্রসবধর্ম্মা হয় নাই। সেই হেতু শঙ্করাচার্য্যের পরেও ঔপনিষদকল্পিত আত্মবাদ খণ্ডন করিযা স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ সংস্থাপনের জন্য কমলশীলাদি আচার্য্যগণ বৌদ্ধতর্কসংগ্রহাদি গ্রন্থ রচনা করেন। এই সময়ে বাচস্পতিমিশ্র বৌদ্ধযুক্তি নিরাস করিয়া উদ্দ্যোতকরের মতবাদ সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত 'ন্যাযবার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা' রচনা করেন। ইহাতে বার্ত্তিককার সমর্থিত হইলেও বিশেষভাবে ঈশ্বরবাদ কীর্ত্তিত নহে বলিয়া উদয়নাচার্য্য তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থে ঈশ্বরবাদ সংকীর্ত্তিত হইলেও বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের যুক্তিবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যুক্ত হয় নাই। ইহা ব্যতীত আবার উদয়নাচার্য্যের পরেও অভযদেব সূরি, আনন্দ সূরি (সিংহ), অমরচন্দ্র সূরি (ব্যাঘ্র), ও দেবসেন ভট্টারকাদি জৈননৈয়ায়িকগণ আপ্তমীমাংসা, প্রমাণমীমাংসা, প্রমাণসমুচ্চয়, প্রমাণপরীক্ষা, এবং নয়চক্রাদি ন্যায়গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শাশ্বতবাদের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হন। এই সকল বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর প্রমাণবাদকে দগ্ধবীজবৎ করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায় চিন্তামণি প্রণয়ন করেন।

মিথিলাসম্ভূত হইলেও তত্ত্বচিন্তামণি এখন ভারতের

সম্পত্তি। মিথিলায় বৰ্দ্ধমান উপাধ্যায়, যজ্ঞপতি উপাধ্যায়, পক্ষধর মিশ্র, রুচিদত্ত, ভগীরথ ঠকুর, মহেশঠকুর ও শঙ্কর মিশ্রাদি পণ্ডিতগণ; বঙ্গদেশে বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, হরিদাস ন্যায়ালংকার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, হরিরাম তর্কবাগীশ ও গদাধর ভট্টাচার্য্যাদি পণ্ডিতগণ; ছিন্নপত্তনে (মাদ্রাজে) রাজচূড়ামণি ও ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্রাদি পণ্ডিতগণ; মহারাষ্ট্রে মৌনী গোপীনাথাদি পণ্ডিতগণ এবং কাশীতে কৃষ্ণ ভট্টাদি পণ্ডিতগণ তত্ত্বচিন্তামণির টীকা টিপ্‌পনী ও ব্যাখ্যাদি লিখিয়া আচার্য্য শিরোমণির আদরাতিশয় দেখাইয়াছেন।

গদাধর ভট্টাচার্য্য (দীধিতিপ্রকাশিকাদিপ্রণেতা)। প ১০, ১০৫, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ২৪৫। ১৭শ খৃষ্টশতাব্দী। গদাধর পাবনা জেলায় জীবাচার্য্যের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, হরিরাম তর্কবাগীশের শিষ্য, জয়রামের গুরু এবং ভাষাপরিচ্ছেদপ্রণেতা বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের পরমগুরু। সেইজন্য কথায় বলে—'হরির গদা গদার জয়। জয়ার বিশু লোকে কয়'॥ যৌবনকালে গদাধর ভট্টাচার্য্য জগদীশ তর্কালঙ্কারকে দেখিয়াছিলেন।

গাদাধরী ব্যতীত ইঁহার মুক্তিবাদ, যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদাদি গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ। গদাধর ভট্টাচার্য্য দ্বৈতবাদী ছিলেন। ইঁহার ব্রহ্মনির্ণয়ে দ্বৈতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে॥ 'ক' পরিশিষ্টে ন্যায়শাস্ত্র দেখুন।

গাগা ভট্ট বা বিশ্বেশ্বর ভট্ট (কায়স্থধর্ম্মদীপাদি প্রণেতা)। প৫৮৫ পৃষ্ঠা দেখুন। ১৭ খৃষ্ট শতাব্দী। গাগা ভট্ট রামকৃষ্ণের পৌত্র, দিনকর ভট্টের পুত্র এবং কমলাকরের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ইনি ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর রাজ্যাভিষেকে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ইঁহার কায়স্থধর্ম্মদীপ একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। জয়দেবপ্রণীত চন্দ্রালোকের উপর ইনি 'রাকাগম' নামকটীকা

প্রণয়ন করিয়াছেন। 'চন্দ্রালোক' অলংকার শাস্ত্রের গ্রন্থ। এ জয়দেব নৈয়ায়িক হইলেও পক্ষধর মিশ্র নহেন। পক্ষধর মিশ্র দেখুন।

গুণরত্ন (ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার)। প ২৩০। ১৪শ খ্রীষ্ট-শতাব্দী। ইনি একজন বৌদ্ধপণ্ডিত।

গুণাঢ্য (বৃহৎকথাপ্রণেতা)। শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য দেখুন।

১-২য় খৃষ্টশতাব্দী। গোদাবরীব নিকটস্থিত কোনও স্থানে বা মঙ্গলীপত্তনে গুণাঢ্যের জন্ম হয়। ইঁহার রচিত 'বৃহৎকথা' প্রাচীন স্বপ্নবাসবদত্তাদির আকর। এমন কি, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেব মতে 'বৃহৎকথার' তাৎপর্য্য লইযা বনাযুদেশে আরব্য উপন্যাসও বচিত হইযাছে। সপ্তম শতাব্দীতে বাণভট্ট কাদম্বরীকে 'অতিদ্বয়ী কথা' বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি অবশ্য 'বৃহৎকথা' দেখিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে উহা পাওয়া যায় না। স্বপ্নবাসবদত্তাদি দেখিয়া মনে হয, 'বৃহৎকথা'য় অনেক ঐতিহাসিক ঘটনাও সংগৃহীত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজগণ মধ্যভারত হইতে উত্তরভারতের কতকাংশ অধিকার কবিযা মালবান্তর্গত উজ্জয়িনীতে রাজধানী করেন। তন্মধ্যে অবিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল সাতবাহন খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর বাজা ছিলেন। ইহারই প্রধান মন্ত্রী 'বৃহৎ-কথা'প্রণেতা গুণাঢ্য এবং প্রধানসভ্য 'কলাপ'ব্যাকরণ-প্রণেতা শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য। সংস্কৃতসাহিত্যে গুণাঢ্য বা শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, মহারাজ হাল সাত-বাহনকেও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তদ্রূপ বলিলে অত্যুক্তি হয না। কারণ সপ্তশতক নামক তাঁহাব মহাবাষ্ট্রীয় গ্রন্থ এখনও ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাতে শবরস্বামীর পুত্র শকারি বিক্রমা-দিত্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

একদিন জলক্রীড়ায় রাজাকে বিদুষী রাণী বলিয়া ছিলেন—'মোদকং দেহি রাজন্' অর্থাৎ আমার অঙ্গে আর

জল দিবেন না। রাজা ভাবিলেন, লড্ডুকভোজনে রাণীর ইচ্ছা হইয়াছে এবং তদনুসারে লড্ডুক আনিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে কৌতুকময়ী রাণী উপহাস করিলে রাজা আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া সভায় আগমন-পূর্ব্বক বলিলেন, যিনি আমাকে অচিরে সংস্কৃতভাষা শিখাইয়া দিবেন তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। এই শুনিয়া মন্ত্রীবর গুণাঢ্য রাজাকে ছয় বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত শিখাইবার প্রস্তাব করিলে শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য তাঁহাকে ছয়মাসেব মধ্যে শিখাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহাতে গুণাঢ্য পণ করিলেন, শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কৃতকার্য্য হইলে তিনি সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলন ত্যাগ কবিয়া বনবাসী হইবেন। শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কুমারপ্রসাদে 'কলাপ'ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া রাজাকে ছয়মাসে কৃতবিদ্য কবিলে গুণাঢ্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া শুক্তিমান্ পর্ব্বতে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন কবিয়াছিলেন।

নবীন প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এই সমস্ত গবেষণা ক্ষেমেন্দ্র ও সোমদেবাদি প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ সমর্থন কবেন। সুতরাং ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। কেবল নেপালমাহাত্ম্যে উক্ত হইযাছে যে, গুণাঢ্য ও শর্ব্ব-বর্ম্মাচার্য্য উজ্জয়িনীতে মদনরাজার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ হাল সাতবাহন যেমন সুশ্রী সেইরূপ রমণীপ্রিয় ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে কন্দর্পদেব বলিত। বোধ হয়, সেইজন্য নেপাল-মাহাত্ম্যে ঐরূপ উক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।

গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (গোয়ীচন্দ্রটীকার ব্যাখ্যাকার)। প ১৬।
গোয়ীচন্দ্র সংক্ষিপ্তসারের টীকাকার। গোয়ীচন্দ্রের টীকা গোপালচন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী (হরিভক্তিবিলাসপ্রণেতা)। প ৩০৮।
১৫-১৬ শ খৃষ্টশতাব্দী। গোপাল ভট্ট চৈতন্যভক্ত ছিলেন।

ইঁহার হরিভক্তিবিলাস বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদৃত। ইনি চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী কিন্তু রঘুনন্দনের সামসময়িক। রঘুনন্দন হরিভক্তিবিলাস হইতে অনেক প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তোষণীটীকার ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, সনাতন যখন ভাগবতের টীকা রচনা করেন তখন গোপালভট্ট তাঁহার সহচর ছিলেন। বৃন্দাবনে সনাতনের সহিত তিনি মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে।

গোভিল (গৃহ্যসূত্রকার)। ৪৫২। গোভিল সামবেদের গৃহ্যসূত্র প্রণয়ন করেন। গৃহ্যাসংগ্রহকার কাত্যায়ন ইঁহার পুত্র।

গোরক্ষনাথ (গোরক্ষপদ্ধতিকার)। প ১০০, ২৩০। ১৫শ খৃষ্টশতাব্দী। মৎস্যেন্দ্রনাথের পুত্র। নয়নাথের একনাথ অর্থাৎ আদিনাথাদি নয়জন গুরুর মধ্যে ইনি অন্যতম গুরু। অবধূত হইয়াও হঠযোগ অপেক্ষা ইনি রাজযোগের পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহার গোরক্ষসংহিতাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

গোবিন্দভট্ট বা গোবিন্দরাজ (মনুসংহিতার টীকাকার)। প ৪৫। ১১-১২ শ খৃষ্টশতাব্দী। ইনি মাধবভট্টের পুত্র। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির উপর ইঁহার মঞ্জরী নাম্নী টীকাও সুপ্রসিদ্ধ। শূলপাণিরঘুনন্দনাদি স্মার্ত্তগণ ইঁহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

গোবিন্দ যোগীন্দ্র। প ৪৫-৪৬। ৭ম খৃষ্টশতাব্দী। গৌড়পাদের শিষ্য, বঙ্গীয় শারদামন্দিরস্থিত ব্রহ্মানন্দ ঠাকুরের সতীর্থ এবং শঙ্করাচার্য্যের গুরু। সম্ভবতঃ ইনি মালবদেশীয় ছিলেন।

গোবিন্দানন্দ (রত্নপ্রভাকার)। প ১৭৩। ১৬-১৭ শ খৃষ্টশতাব্দী। ইনি গোপাল সরস্বতীর শিষ্য এবং কবিকাঙ্কনাচার্য্য বলিয়াও প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণীকার রামানন্দ সরস্বতী ইঁহার শিষ্য। রত্নপ্রভা শারীরক ভাষ্যের টীকা। অদ্বৈতবাদে ইহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

৬-৭ম খৃষ্টশতাব্দী। গৌড়পাদ গৌড়বাসী ছিলেন। তৎসম্বন্ধে পরিশিষ্টের ৪৬ হইতে ৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তিনি শাক্তবেদান্তী ছিলেন বলিয়া সপ্তশতীর উপর চিদ্‌বিলাসানন্দ নামকটীকা রচনা করেন। গুরুপরম্পরা হইতে জানা যায় যে, আচার্য্যের দুইটী প্রিয়শিষ্য ছিল—মালবদেশীয় গোবিন্দ যোগীন্দ্র এবং বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর। ইঁহারা সকলেই শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন।

উত্তরগীতার বা সাংখ্যকারিকার ভাষ্যকার এই গৌড়-পাদ কি না, তাহা সুচিন্তিত নহে। কারণ কারিকার গৌড়পাদ একজন উচ্চাধিকারী ঋষিবিশেষ। পরিশিষ্ট ৪৬ ৫০ পৃষ্ঠা দেখুন।

অক্ষপাদ বা গোতম গৌতমের নামান্তর। পৌরাণিকেরা বলেন—"গৌর্ব্বাক্ তয়ৈব তময়ন্ পরান্ গোতম উচ্যতে। গোতমান্বয়জন্মেতি গৌতমোঽপি স চাক্ষপাৎ॥" গৌতমের বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তির জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে মেধাতিথি বলিয়াছেন। মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

ইতিহাসপুরাণাদি শাস্ত্র গৌতমকেই অক্ষপাদ বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কোনও প্রাত্নিক হিন্দুপণ্ডিত গৌতম ও অক্ষ-পাদকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছেন। এরূপ গবেষণা শাস্ত্রপ্রতিকূল। সেইজন্য তাঁহাদের মতবাদ এস্থলে উদ্ধৃত হইল না।

গৌতম (ধর্ম্মসূত্রকার)। ১৯৫। প ৮৮। কেহ কেহ ধর্ম্মসূত্র-কার গৌতমকে এবং ন্যায়সূত্রকার মেধাতিথি গৌতমকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। আমরা কিন্তু একথার সমর্থন করিতে পারি না।

কাশিকাপ্রণেতা বামনের পুত্র মস্করী খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীতে গৌতমধর্ম্মসূত্রের একখানি ভাষ্য লিখিয়াছেন। পদমঞ্জরীপ্রণেতা হরদত্ত দ্বাদশশতাব্দীতে উহাকে উপজীব্য করিয়া গৌতমধর্ম্মসূত্রের উপর মিতাক্ষরা নাম্নী একখানি টীকা লিখিয়াছেন। মস্করী ও হরদত্ত উভয়ই গৌতমধর্ম্মসূত্রের অনেক অপাণিনীয় পদ দেখাইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, গৌতম পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। লাট্যায়ন, দ্রাহ্যায়ণ এবং গোভিল গৌতমের নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং গৌতম ইহাদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী।

কেহ কেহ উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতুকে ধর্ম্মসূত্রকার বা ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌতম বলিয়া মনে করেন, কারণ গৌতম ইহাদের বংশোপাধি। উদ্দালক গান্ধারবাসী হইলেও কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্তের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্বেতকেতু তক্ষশিলায় শিক্ষিত হইয়া মহারাজের শ্রীকরণাধিপ হন।

পুরুষপ্রকৃতির মিলনে সংসার প্রতিষ্ঠিত। বিবাহ এইরূপ মিলনের রূপক। বিবাহ না হইলে গৃহধর্ম্মাদি পালিত হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া উদ্দালক মন্ত্রবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। মন্ত্রবাদে উদ্দালক বিবাহসম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রে গৌতম তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ মতৈক্যহেতু শ্বেতকেতুই ধর্ম্মসূত্রকার বা ধর্ম্মশাস্ত্রকার গৌতম কি না, তাহা চিন্তনীয়।

পুরাকালে কেবল সামবেদী ব্রাহ্মণগণই গৌতমধর্ম্মসূত্রের দ্বারা অনুশিষ্ট হইতেন। কিন্তু এখন এরূপ কোনও নিয়ম

নাই। তন্ত্রবার্ত্তিকে ভট্টপাদ কুমারিল বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সামবেদীর গৌতমধর্ম্মসূত্র, 'ঋগ্বেদীর বশিষ্ঠধর্ম্মসূত্র, বাজসনেয়ীর শঙ্খীয় ধর্ম্মসূত্র এবং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীর আপস্তম্ববৌধায়ন প্রণীত ধর্ম্মসূত্র বিহিত থাকিলেও পরবর্ত্তিকালে ঐরূপ ভেদ তিরোহিত হইয়াছে। স্বচ্ছন্দঃশাস্ত্রে কিন্তু ঐরূপ ভেদব্যবহার এখনও প্রচলিত আছে। কারণ তন্ত্র বহুবিধ হইলেও তাহার কতক গুলি অশ্বক্রান্তায়, কতকগুলি রথক্রান্তায় এবং কতকগুলি বিষ্ণুক্রান্তায় উপদিষ্ট হইযাছে। তবে কোনও বিষয় লইয়া যদি একটী ক্রান্তার নির্দ্দিষ্ট তন্ত্র নীরব থাকে, তাহা হইলে অন্যক্রান্তার নির্দ্দিষ্ট তন্ত্র হইতে উহার সমাধান করা যায়। আবার যেমন কোনও একটী বিষয় কালীকুলে দৃষ্ট না হইলে ঐ কুলেব উপাসকগণ শ্রীকুলের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ঘনবাম চক্রবর্ত্তী (ধর্ম্মমঙ্গলকার)। প ১৯৫। ১৭শ খৃষ্ট শতাব্দীতে বর্দ্ধমান জেলার কৃষ্ণপুরগ্রামে গৌরীকান্তের ঔরসে ঘনরামের জন্ম হয়। কাশীরামাদির ন্যায় ইহার সুন্দর কবিত্বশক্তি ছিল। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল ব্যতীত ঘনরামের অন্য গ্রন্থ দৃষ্ট নহে। ইহা একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ।

চণ্ডেশ্বর (গৃহস্থরত্নাকরাদি প্রণেতা)। কল্লূক দেখুন। ১৩-১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বীরেশ্বরেব ঔরসে চণ্ডেশ্বরের জন্ম হয়। প্রথমে তিনি ত্রিহুতেশ্বর হরিসিংহদেবেব ধর্ম্মাধিকরণে প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং পরে মহারাজের প্রধান মন্ত্রী হন।

চণ্ডেশ্বর একজন মৈথিল নিবন্ধকার। তাঁহার রত্নাকর বা স্মৃতিরত্নাকর সাত ভাগে বিভক্ত—কৃত্যরত্নাকর, দানরত্নাকর, ব্যবহাররত্নাকর, শুদ্ধিরত্নাকর, পূজারত্নাকর, বিবাদরত্নাকর, এবং গৃহস্থরত্নাকর। প্রত্যেক রত্নাকর আবার কতকগুলি তরঙ্গে বিভক্ত। রত্নাকরের প্রামাণ্য রঘুনন্দন কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

চণ্ডেশ্বর একজন দানবীর ছিলেন। তিনি নেপালে তুলাপুরুষ দান করেন। সেইজন্য বিবাদরত্নাকরে লিখিত

হইয়াছে—'বাগ্‌বত্যাঃ সন্নিতস্তটে সুরধুনীসাম্যং দধত্যাঃ শুচৌ। মার্গে মাসি যথোক্তপুণ্যসময়ে দত্তস্তুলাপূরুষঃ'॥

চরক (সংহিতাকার)। প ১৪৪।

সুশ্রুতের ন্যায় চরক একটী উপাধিমাত্র। কায়মনোবাক্যে ভগবদুপাসনা ব্যতীত দুঃখের আত্যন্তিক নাশ হয় না। কায়মনোবাক্য নির্ম্মল না হইলে পাছে উপাসনা নিষ্ফল হয়, সেইজন্য ভগবান্ অনন্তদেব কৃপাবশতঃ পৃথিবীতে তিনবার অবতীর্ণ হইয়া যোগসূত্রের দ্বারা মনের, মহাভাষ্যের দ্বারা বাক্যের এবং চিকিৎসাগ্রন্থের দ্বারা কায়ের বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। মহাভাষ্যের প্রণামাঞ্জলি শ্লোকেও পঠিত হইয়াছে—'যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন। যোঽপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি॥' চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাণি দত্তও লিখিয়াছেন—'পাতঞ্জলমহাভাষ্য-চরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ। মনোবাক্‌কায়দোষাণাং হর্ত্রেঽহিপতয়ে নমঃ॥'

ভাবপ্রকাশাদি হইতে জানা যায় যে, মুনিপুঙ্গব চরক অগ্নিবেশাদিপ্রণীত বৈদ্যকগ্রন্থের সংস্কার করিয়া চরকসংহিতা প্রণয়ন করেন। ইহা আটভাগে বিভক্ত —সূত্র, নিদান, বিমান, শারীর, ইন্দ্রিয়, চিকিৎসিত, কল্প এবং সিদ্ধি। প্রত্যেক বিভাগটী 'স্থান' নামে অভিহিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে চরক মুনি সম্রাট্ কণিষ্কের সময়ে পুরুষপুরের রাজবৈদ্য ছিলেন। সুশ্রুতকেও তাঁহারা কণিষ্কের অস্ত্রোপচারক বলেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইঁহারা সম্ভবতঃ ১-২য় খ্রীষ্টশতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া থাকিবেন। কারণ, ইতিহাসে আপাততঃ কণিষ্কের রাজত্বকাল ঐসময়ে নির্দ্ধারিত রহিয়াছে।

বস্তুগতি এরূপ হইলেও প্রাচীনকালে আর একজন

চরক মুনি ছিলেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। 'চরক'পদের ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য খ্রীষ্টশতাব্দীর বহু পূর্ব্বে পাণিনির ব্যাকরণেও মুদ্রিত হইয়াছে—'কঠচরকাল্লুক্'। (৪।৩।১০)। মহাভারতে চরকের নাম দৃষ্ট হয়। এমন কি, যজুর্ব্বেদের শাখা-গণনায় চরকশাখার নামও পঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত দেখিয়া মনে হয়, পুরুষপুরের রাজবৈদ্য 'চরক'-উপাধিধারী ছিলেন এবং প্রাচীন চরকের সংহিতার উপর তিনি কলোপযোগী সংস্কার করিয়া থাকিবেন। সুশ্রুতের সম্বন্ধেও শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি আছে যে, বৃদ্ধসুশ্রুতের চিন্তাধারা লইয়া নবীন সুশ্রুত অস্ত্রোপচারের বিবৃতি করিয়াছেন মাত্র। বৃদ্ধসুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং ধন্বন্তরির শিষ্য। ইন্দ্রের অনুরোধে ধন্বন্তরি পুনরায় কাশী-ধামে রাজকুলে জন্ম লইয়া দিবোদাস নামে প্রসিদ্ধ হইলে বিশ্বামিত্রের অনুরোধে সুশ্রুত একশত ঋষিবালক লইয়া তাঁহার নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। (ভাবপ্রকাশ দেখুন)। কোন কোনও প্রাত্নিকপণ্ডিত ১৫-১৪ খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে প্রাচীন চরক এবং সুশ্রুতের স্থিতিকাল অনুমান করিয়া থাকেন।

চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত—অঙ্গুল-মল্লনাগ-কৌটিল্য। প ১৯৪। চতুর্থ ও তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। চাণক্য বহুনামে অভিহিত হইতেন। জৈনকোষকার হেমচন্দ্র সুরি দ্বাদশশতাব্দীর লোক। অভিধানচিন্তামণিতে তিনি চাণক্যের নামসম্বন্ধে বলিয়াছেন—বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্য শ্চণকাত্মজঃ। দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তঃ স এব হি॥

এতগুলি নাম অবশ্য শিশুর নামকরণোপলক্ষে পিতা-মাতার দ্বারা প্রদত্ত হইতে পারে না। অতএব কখন্ কি হেতু কোন্ নামে তিনি অভিহিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধেয়।

চণকের পুত্রকে চাণক্য বা চণকাত্মজ বলা স্বাভাবিক।

এই চণকমুনি গান্ধারবাসী হইলেও যে কোনও কারণ-বশতঃ তাঁহার পুত্রটী দাক্ষিণাত্যের পঞ্চদ্রাবিড়ান্তর্গত একটী স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সেই হেতু চাণক্যের নাম 'দ্রামিল'। বিষ্ণুগুপ্তই তাঁহার পিতৃদত্ত নাম। হেমচন্দ্র বলিয়াছেন—বিষ্ণুগুপ্তঃ স এব হি। ইহার দ্বারা কবি যেন বলিতে চাহেন, যাঁহাকে বাৎস্যায়নাদি বলা হইতেছে তিনিই সেই বিষ্ণুগুপ্ত। তবে সকল নামের অপেক্ষা তাঁহার চাণক্য নামই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথমশতাব্দীতে 'বৃহৎকথায়' গুণাঢ্য তাঁহার চাণক্য নামের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

চাণক্যনাম্না তেনাথ শকটালগৃহে রহঃ।
কৃত্যাং বিধায় সহসা সপুত্রো নিহতো নৃপঃ॥
যোগানন্দে যশঃশেষে পূর্ব্বনন্দসুত স্ততঃ।
চন্দ্রগুপ্তঃ কৃতো রাজা চাণক্যেন মহৌজসা॥ *

কথাসরিৎসাগরে সোমদেব ভট্টও গুণাঢ্যের ন্যায় বলিয়াছেন—

মন্ত্রিত্বে তস্য চাভ্যর্থ্য বৃহস্পতিসমং ধিয়া।
চাণক্যং স্থাপয়িত্বা তং স মন্ত্রী † কৃতকৃত্যতাম্॥
মত্বানো যোগনন্দস্য কৃতবৈরপ্রতিক্রিয়ঃ।
পুত্রশোকেন নির্ব্বিণ্ণঃ প্রবিবেশ মহদ্বনম্॥

কামন্দক অবশ্য তাঁহাব প্রকৃত নাম প্রয়োগ করিয়া লিখিয়াছেন—'সমুদ্দধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে'। যাহাই হউক, 'বিষ্ণুগুপ্ত' নামটী দেখিলে আমাদের মনে হয়, নারায়ণের কৃপায় শৈশবকালে রিষ্ট্যাদি দোষ হইতে বা কোনও প্রকার তীব্রসঙ্কট হইতে রক্ষিত হওয়ায় পিতামাতা তাঁহার 'বিষ্ণুগুপ্ত' নাম রাখিয়াছিলেন। আর

---

* দশম খৃষ্টশতাব্দীতে বিষ্ণুপুত্র ধনঞ্জয় ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া 'দশরূপক' নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহার উপর 'অবলোক' নামক টীকায় ধনঞ্জয়ের ভ্রাতা ধনিক 'বৃহৎকথা' হইতে উক্ত দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কৃত্যাং বিধায় অর্থাৎ আভিচারিকীং দেবতাং নির্ম্মায়।

† স মন্ত্রী অর্থাৎ শকটাল।

চাণক্যের অন্যান্য নামের যোগ্যতাদি পরীক্ষা করিলে তাঁহার প্রকৃত নাম বিষ্ণুগুপ্ত বলিয়া অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গতও নহে। মুদ্রারাক্ষসে বিশাখদত্তও চাণক্যের প্রকৃত নাম 'বিষ্ণুগুপ্ত' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

চাণক্যের একটী নাম 'অঙ্গুল'। সুধন্বা যোগানন্দ তাঁহার মন্ত্রী শকটালের সহিত কলহ করিয়া রাক্ষসকে নিযুক্ত করেন। প্রতিহিংসার নিমিত্ত শকটাল চাণক্যকে প্রাপ্ত হন। আমাদের অঙ্গুলি যেমন দ্রব্যাদির গ্রহণে উপযোগী, নন্দবংশের লোপ করিবার নিমিত্ত চাণক্যও শকটালের সেইরূপ উপযোগী হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই জন্য তিনি শকটালের 'অঙ্গুল' বলিয়া খ্যাত হন।

কামসূত্রের টীকাকার যশোধর বলেন, মল্লনাগ চাণক্যাপবপর্য্যায় বাৎস্যায়নের সাংস্কারিক নাম। আমাদের মনে হয়, প্রবল পরাক্রমের সহিত নন্দবংশের ধ্বংস করায় চাণক্য * সম্ভবতঃ মল্লনাগনামে অভিহিত হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে রাজা † করিয়া অতিশয় যোগ্যতাসহকারে কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত তিনি মন্ত্রিরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তাঁহার অর্থশাস্ত্র ও কামসূত্রাদি গ্রন্থ প্রণীত হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ বলেন, চাণক্যের ভ্রাতা বাৎস্যায়ন কর্ত্তৃক কামসূত্র প্রণীত হয়। কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ দেখিতে পাই না।

---

* স্কন্দপুরাণে পঠিত হইয়াছে—"ততোঽপি দ্বিসহস্রেষু দশাধিকশতত্রয়ে। ভবিষ্যং নন্দরাজ্যং চ চাণক্যো যান্ হনিষ্যতি॥" ভাগবতে পঠিত হইয়াছে—"নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ॥"

† ভাগবতে পঠিত হইয়াছে—স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি। তৎসুতো বিন্দুসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ॥ বিষ্ণুপুরাণেও পঠিত হইয়াছে—নব চৈতান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

চাণক্য যে ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত গৌরবজনক নহে। সুতরাং তাঁহাকে শীঘ্রই ঐ সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে হইবে বুঝিলেন। কিন্তু রাক্ষস বিপক্ষ থাকিলে তাঁহার অবর্ত্তমানে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব নিষ্কণ্টক থাকিবে না। সেইজন্য অজস্র কূটজাল বিস্তার করিয়া তিনি যখন রাক্ষসকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বার্জ্জিত 'কৌটিল্য' নামেব অধিকতব প্রচার হইয়াছিল। মুদ্রারাক্ষসে বিশাখ দত্তও বলিয়াছেন—'কৌটিল্যঃ কুটিলমতিঃ স এষঃ' ইত্যাদি। এই সকল কারণবশতঃ আমরা কৌটিল্যাদি নাম চাণক্যের উপাধিরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

চাণক্যের ন্যায় বেদবিৎপণ্ডিত কোন কালেই সুলভ নহে। একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিশেষপরিশ্রম-সহকারে যে সময়ে একখানি বেদ পাঠ করিতেন, সেই সময়ের মধ্যে চাণক্য অবলীলাক্রমে চারিখানি বেদ আয়ত্ত করিয়া তক্ষশিলার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাব বিদ্যাবত্তাসম্বন্ধে কামন্দক বলিয়াছেন—'জাতবেদা ইবার্চ্চিষ্মান্ বেদান্ বেদবিদাং বরঃ। যোঽধীতবান্ সুচতুরশ্চতুরোঽপ্যেকবেদবৎ ॥' তক্ষশিলায় পঠন-পাঠনাদিজনিত পরমানন্দের স্মরণহেতু চাণক্য রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া বানপ্রস্থাশ্রমে পুনবায় গবীয়সী বিদ্যার সেবাকার্য্যে ব্রতী হইবার সঙ্কল্প করিলেন।

দেশ বৌদ্ধধর্ম্মে প্লাবিত। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ উপবর্ষ ও বাক্যকার কাত্যায়ন মীমাংসাশাস্ত্রের সহায়তা লইয়া কোনও প্রকারে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। মহাকাশ্যপ-রেবতাদি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ উপবর্ষাদির যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিবার জন্য গৌতম সূত্রগুলির বেদবিরুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধাবলম্বিত ন্যায়শাস্ত্রের তীব্র কশাঘাত

ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অসহ্য হইয়াছে। ধর্ম্মের প্রতি এবং দেশের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তিনি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন।

চতুরতায় চাণক্য চিরপ্রসিদ্ধ। রাজকার্য্যে তিনি চতুরতার কাষ্ঠাপ্রাপ্তি দেখাইয়াছেন। চতুরতা তাঁহার চিত্তে বদ্ধমূল। চতুরতা ব্যতীত কালক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া ভাবিলেন—'যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী। পূর্ব্বে রাজকার্য্য লইয়া তুচ্ছ চতুরতা দেখাইয়াছি, এক্ষণে ভগবৎকার্য্যে অমূল্য চতুরতা দেখাইতে হইবে'। সেইজন্য তিনি গৌতমসূত্রের উপর একখানি বেদানুকূল ভাষ্য লিখিয়া বৌদ্ধযুক্তির অসারতা প্রতিপাদন-পূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। রাজকীয় সম্পর্কে চাণক্যনামের মলিনতাহেতু গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির নামানু-সারে তিনি তাঁহার ভাষ্যটীকে বাৎস্যায়নকৃত বলিয়া লোকের নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কেবল যুক্তির দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়ত্ব সম্পাদন করিয়া চাণক্য তৃপ্ত হন নাই। তিনি ভাবিলেন, যে ন্যায়শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া বিপক্ষগণ সত্যনাশে প্রবৃত্ত, সেই ন্যায়-শাস্ত্রের বেদানুকূল যথার্থ ব্যাখ্যা লোকমধ্যে প্রচার না করিলে তাঁহারা কখনই নিরস্ত হইবেন না। কিন্তু বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচার করিতে হইলে বেশপরিবর্ত্তন আবশ্যক। সেইজন্য তিনি সংসারের নামাদিগত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক পক্ষিল স্বামী হইয়া ভাষ্যপ্রচারের নিমিত্ত বলিতেন—সেয়মান্বীক্ষিকী প্রমাণাদিপদার্থৈর্বিভজ্যমানা—

প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে গরীয়সী ॥

পুরাণাদিকথিত এই মহামনীষী চাণক্যই ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়ন বা পক্ষিল স্বামী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা একথার প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদেব মতামত 'পক্ষিল-

স্বামী'র বৃত্তান্তে সমালোচিত হইবে। কেহ কেহ বলেন, ন্যায়-ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন চাণক্যের ভ্রাতা এবং তিনিই পক্ষিল স্বামী হইয়া ন্যায়ভাষ্য প্রচার করেন। কিন্তু চাণক্যের ভ্রাতা ছিল কি না, সংস্কৃতগ্রন্থে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সেই জন্য প্রাত্নিকের এ কথায় আমরা আস্থাবান্ নহি।

চিৎসুখ আচার্য্য (তত্ত্বপ্রদীপিকাপ্রণেতা)। প ৪৭, ১৩০, ১৩৮।
১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির টীকাকার জ্ঞানোত্তম মিশ্র চিৎসুখের গুরু। গঙ্গেশ উপাধ্যায় দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে শ্রীহর্ষ-প্রণীত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রচেষ্ট হন। চিৎসুখাচার্য্য তদ্বিষয়ে প্রতিবাদ করিয়া খণ্ডনখণ্ডসম্মত অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন। সুতরাং চিৎ-সুখাচার্য্য অবশ্যই গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী।

চিৎসুখী তত্ত্বপ্রদীপিকার নামান্তর। ইহা চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে চতুরধ্যায়ি ব্রহ্মসূত্রের সমন্বয়, অবিরোধ,সাধন ও ফল প্রধানভাবে আচরিত হইয়াছে। চিৎসুখীর উপর প্রত্যক্-স্বরূপ ভগবান্ 'নয়নপ্রসাদিনী' নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণের উপর চিৎসুখাচার্য্যের একখানি টীকা আছে। শ্রীধর স্বামী অনেক স্থলে উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র। প ১৩৯।
১৫-১৬ শ খ্রীষ্টশতাব্দী। নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে এবং শচীদেবীর গর্ভে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইহার স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মী দেবী। বিশ্বম্ভর, নিমাই এবং গৌরাঙ্গাদি চৈতন্যদেবের নামান্তর। ইহার সহিত শুদ্ধাদ্বৈত-বাদী বল্লভাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। উভয়ই মথুরা-বৃন্দাবনের সংস্কার সাধন করেন। চৈতন্যদেবের স্বরূপসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—'চৈতন্যো ভগবদ্ভক্তো ন চ পূর্ণো ন চাংশকঃ'। ইনি বিষ্ণুভক্ত জয়দেবের ভাবে অনুপ্রাণিত।

চৈতন্যদেবের স্বকৃত কোনও গ্রন্থ নাই। রূপগোস্বামী,

সনাতন গোস্বামী এবং জীব গোস্বামীর মতবাদই চৈতন্ত দেবের মতবাদ বলিয়া গৃহীত হয়। ইহারা সকলেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। এই মতবাদকে উপজীব্য করিয়া অষ্টাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তের 'গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়াছেন।

জগদীশ তর্কালংকার (শব্দশক্তিপ্রকাশিকা প্রণেতা)। প ১০, ১৩৭, ১৩৯। ১৬—১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। নবদ্বীপে যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ঔরসে জগদীশ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভবানন্দের শিষ্য। জাগদীশী এবং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। বৃদ্ধবয়সে জগদীশ তর্কালংকার গদাধর ভট্টাচার্য্যের অভ্যুত্থান দেখিয়া গিয়াছেন।

জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ ('রসগঙ্গাধর' প্রণেতা)। প ১০২। ১৬-১৭ শ খ্রীষ্টশতাব্দী। অলংকারশাস্ত্রে পণ্ডিতরাজ বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার পীযূষলহরী প্রভৃতি স্তোত্র এবং ভামিনীবিলাস নামক কাব্য সাহিত্যসেবার পরিচয় দিয়াছে। সাহজাহানের সভায় অলংকারশাস্ত্রের বিচারে ইঁহার নিকট অপ্পয় দীক্ষিত এবং ভট্টোজি দীক্ষিত পরাস্ত হন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে। অপ্পয়দীক্ষিতের 'চিত্রমীমাংসা' এবং ভট্টোজি দীক্ষিতের 'প্রৌঢমনোরমা' খণ্ডন করিবার জন্য ইনি 'চিত্র মীমাংসাখণ্ডন' ও 'মনোরমাকুচমর্দ্দন' নামক গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করেন। ভট্টোজির একজন শিষ্য 'মনোরমাকুচমর্দ্দনকীচকবধ' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়া জগন্নাথকে সম্যক্ উত্তর দিয়াছিলেন। অলংকারশাস্ত্রে জগন্নাথের 'রসগঙ্গাধর' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারার হস্তে ইনি নিহত হন বলিয়া একটী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। কেহ কেহ বলেন—পণ্ডিতরাজ শেষবয়সে দিল্লী ত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হন।

জয়দেব (গীতগোবিন্দ প্রণেতা)। প ১৪৭।

১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত ‘কেন্দুবিল্বগ্রামে’ ভোজদেবের ঔরসে এবং রমাদেবীর গর্ভে জয়দেবের জন্ম হয়। প্রথমে তিনি লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন এবং পরে উৎকলরাজের সভাকবি হন। ভক্তিমাহাত্ম্যে জয়দেবের জীবনী বিবৃত হইয়াছে।

গীতগোবিন্দ জয়দেবকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। ইহা শৃঙ্গাররসবহুল হইলেও প্রসাদাদিগুণবিশিষ্ট। ভাগবতের অধ্যাত্মভাব অনুসরণ করিয়া ইহার উপলব্ধি করাই বিধেয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন হইয়াও মায়াবশতঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হন। আবাধনায় জীবাত্মার প্রত্যভিজ্ঞা জন্মে এবং তদ্বলে জীবাত্মা ব্যাকুলতাসহকারে ভূমিকারোহণন্যায় অনুসরণপূর্ব্বক তৎসামীপ্য প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে ভাসমান হয়। উপাসনার এই রহস্য জয়দেবের নিকট উদ্ঘাটিত হওযায় তিনি আরাধনাব নিমত্তই গীতগোবিন্দ রচনা করিয়া ছিলেন।

চন্দ্রালোক ও প্রসন্নবাঘব প্রণেতা জযদেব অর্থাৎ পীযূষবর্ষ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহাব পিতার নাম মহাদেব মিশ্র এবং মাতাব নাম সুমিত্রা। তিনিও ১২-১৩শ খৃষ্টশতাব্দীর লোক। সিঙ্গভূপালের ‘রসার্ণবসুধাকরে’ এবং শার্ঙ্গধরের ‘শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি’তে তৎপ্রণীত প্রসন্নরাঘবের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। শার্ঙ্গধর হাম্বীরের সভাপণ্ডিত ছিলেন। হাম্বীর ১৩শ খৃষ্টাব্দীতে রাজত্ব করেন। রঘুনাথ শিরোমণির গুরু পক্ষধর মিশ্রের নামও জয়দেব, কিন্তু তিনি ১৫—১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক।

জয়ন্তভট্ট (ন্যাযমঞ্জরীকার)। প ৫৪৩,। ৯-১০ম খ্রীষ্টশতাব্দী। জয়ন্ত-ভট্ট কাশ্মীরবাসী ছিলেন। ইঁহার ন্যায়মঞ্জরী একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে ভট্টপাদের ‘অভিহিতান্বয়বাদ’ এবং প্রভাকরের ‘অন্বিতাভিধানবাদ’ নিরপেক্ষভাবে সমালোচিত হইয়াছে।

বাচস্পতি মিশ্রের বাক্যাংশ জয়ন্তকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বাদশশতাব্দীতে জৈনপণ্ডিত রত্নপ্রভ সূরি জয়ন্তের বাক্যাংশ উদ্ধার কবিয়া তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। এইজন্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ জয়ন্তকে ১০-১১ শতাব্দীর লোক বলিয়াও অনুমান করেন।

জয়াদিত্য (কাশিকাকার)। প ১৭১।

৭—৮ম খ্রীষ্টশতাব্দী। জয়াদিত্য কাশ্মীরের একজন রাজা ছিলেন। জয়াপীড় বা জয়পীড় তাঁহার নামান্তর। ৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজত্ব কবেন। 'কুট্টিনীমত'প্রণেতা দামোদর গুপ্ত তাঁহার প্রথম মন্ত্রী ছিলেন। জয়াদিত্য এবং তাঁহার দ্বিতীয় মন্ত্রী বামন পাণিনি ব্যাকরণেব কাশিকা নাম্নী বৃত্তি প্রণয়ন করেন। কাশিকার প্রথম চারি অধ্যায় জয়াদিত্য কর্তৃক এবং শেষ চারি অধ্যায বামন কর্তৃক রচিত হয। কিন্তু ভট্টোজি দীক্ষিতের মতে কেবল শেষেব তিনটী অধ্যায় বামন বর্তৃক বচিত। বোধ হয়, জয়াদিত্য বাজা হইলে তাঁহাব সময়াভাববশতঃ বামন উহা শেষ কবিয়াছেন। বামনেব কাব্যালংকাবসূত্র অলংকাব-শাস্ত্রে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা বোধ হয় ৯ম শতাব্দীতে বচিত হয। 'কুট্টিনীমত' প্রণেতা দামোদর গুপ্ত রাজাব প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু বামনও তাঁহাব মন্ত্রী ছিলেন। কারণ বাজতরঙ্গিনীতে উক্ত হইযাছে—মনোরথঃ শঙ্খদত্ত শ্চটকঃ সন্ধিমাং স্তথা। বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥ (৪।৪৯৭)।

জাতূকর্ণ্য (স্মৃতিকার এবং বৈদ্যগ্রন্থকার)। প ৮৯।

জাতূকর্ণ্য একজন উপস্মৃতিকার। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গ পাদেব ২৩ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—"সপ্তবিংশতিতমে প্রাপ্তে পরিবর্তে ক্রমাগতে। জাতূকর্ণ্যো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ॥" হেমাদ্রিব দানখণ্ডে পঠিত হইয়াছে—"ব্যাঘ্রঃ কাত্যায়নশ্চৈব জাতূকর্ণ্যঃ কপিঞ্জলঃ। উপস্মৃতয় ইত্যেতাঃ

প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥' ইহার পিতা জাতূকর্ণ। তিনিও একজন উপস্মৃতিকার।

জীমূতবাহন (দায়ভাগাদি প্রণেতা)। রঘুনন্দন দেখুন।

১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। দায়ভাগের পুষ্পিকায় লিখিত হইয়াছে 'পারিভদ্রকুলোদ্ভূতঃ শ্রীমান্ জীমূতবাহনঃ। দায়ভাগং চকারেমং বিদুষাং সংশয়চ্ছিদে॥' রাঢ়ীশ্রেণীর মধ্যে যে সকল ব্রাহ্মণ 'পড়িয়াল' বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহারা পূর্ব্বে পারিভদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বঙ্গদেশে আদিশূর যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের মধ্যে নারায়ণ ভট্ট বঙ্গীয় পারিভদ্র বংশের আদিপুরুষ। নারায়ণ ভট্ট হইতে জীমূতবাহন নবম পুরুষ। এডু মিশ্রের কুলকারিকা হইতে জানা যায় যে, বিশ্বকসেনের রাজত্বকালে জীমূতবাহন বঙ্গদেশের প্রধান ধর্ম্মাধিকারী অর্থাৎ চিফ্ জস্টিস্ ছিলেন।

জীমূতবাহনের ধর্ম্মরত্ন অর্থাৎ দায়ভাগ, কালবিবেক ও ব্যবহারমাতৃকা বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। দায়ভাগের উপর শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির ও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের টীকা সুপ্রসিদ্ধ।

জীব গোস্বামী (ষট্‌সন্দর্ভকার)। ২৮০, প ১৭৯।

১৬-১৭শ খৃষ্টশতাব্দী। জীব গোস্বামী রূপসনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সনাতনের শিষ্য। চৈতন্যদেবের তিরোভাব হইলে ইনি বৃন্দাবনে রাধাদামোদরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগবতের উপর ইহার ক্রমসন্দর্ভ নামকটীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীজীবের ষট্‌সন্দর্ভাদিগ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ।

জৈমিনি (মীমাংসাসূত্রকার)। ১৮০, ৩৩৭, প ২৩, ৬১, ৬২, ১০৫, ১০৯, ১৩৩, ১৩৪, ১৫০, ২০১, ২২০, ২২৫, ২৪৫, ২৪৮। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনিমুনি কর্ম্মমীমাংসার সূত্রগুলি প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধি আছে, ইনি ভারতসংহিতা নামক

একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের অশ্বমেধ পর্ব্ব ব্যতীত অন্য কোন ও অংশ পাওয়া যায় না।

জৈমিনির সঙ্কর্ষণকাণ্ড বৈষ্ণবদিগের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। সঙ্কর্ষণকাণ্ডকে কেহ কেহ ভক্তিমীমাংসা বলিয়াছেন।

রামানুজ আচার্য্যের মতে মীমাংসাশাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত—কর্ম্মমীমাংসা, জ্ঞানমীমাংসা এবং ভক্তিমীমাংসা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এরূপ বিভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে জৈমিনি প্রণীত সঙ্কর্ষণকাণ্ড মীমাংসার অন্তর্ভূত নহে।

পঞ্চতন্ত্রে বিষ্ণুশর্ম্মা বলিয়াছেন, জৈমিনিমুনি হস্তিপেষণে নিহত হইয়াছিলেন। কথাটী কতদূর সত্য তাহা চিন্তনীয়। কারণ অন্য কোনও গ্রন্থে ইহা দৃষ্ট নহে।

জ্ঞানোত্তম মিশ্র (চন্দ্রিকাকার)। প ৪৭।

১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। জ্ঞানোত্তম মিশ্র চিৎসুখের গুরু। তত্ত্ব-প্রদীপিকার মঙ্গলাচরণে চিৎসুখ আচার্য্য স্বয়ং এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির উপর জ্ঞানোত্তম মিশ্রের 'চন্দ্রিকা' নাম্নী টীকা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

তারানাথ—(ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস প্রণেতা)। প ৫৯৮।

১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। তারানাথ তির্ব্বতদেশীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত। ইহার ইতিহাসে অনেক প্রাচীন সংবাদ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের নিকট এইগ্রন্থ বিশেষ আদৃত।

তৌতাতিত আচার্য্য। প ২৪২, ২৪৫। ৩—৪র্থ খ্রীষ্টশতাব্দী।

অনেকেই স্থির করিয়াছেন, তৌতাতিত ভট্ট বা তুতাত ভট্ট কুমারিলের নামান্তর। কারণ বাচস্পতিমিশ্র তৌতাতিতের নাম করিয়া কুমারিলের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু তৌতাতিত একজন স্বতন্ত্র মীমাংসক। তাঁহার অনেক শ্লোক কুমারিল ভট্ট অবিকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা

তৌতিতের কোন গ্রন্থ না দেখিলেও বাচস্পতি মিশ্র হইতে মাধবাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই উহা দেখিয়া থাকিবেন। সেই জন্য তাঁহারা কুমারিলের মতোদ্ধার করিয়া পুনরায় উহার অব্যবহিত পরেই তৌতাতিত মতের সন্ধান করিযাছেন। সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহস্থিত পাণিনিদর্শনে "তদুক্তং ভট্টাচার্য্যৈ মীমাংসা শ্লোকবার্ত্তিকে" ইত্যাদি হইতে "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" ইত্যাদি পর্য্যন্ত বাক্যাংশ সমীক্ষণ কবিলে আমাদেব অনুমান সঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে।

পদ্ধতিকাব ভবদেব ভট্ট দ্বাদশ শতাব্দীব লোক। তিনি 'ভট্টোক্তমীমাংসানীতি' লিখিয়া পুনবায 'তৌতাতিত মততিলক' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিযাছেন। লুপ্তমতের উদ্ধার করিযা চিরস্মবণীয় হইবার জন্য শেষোক্ত গ্রন্থেব পুষ্পিকায় তিনি লিখিয়াছেন—যো নাম কশ্চিদিহ প্রমেয়ং গ্রন্থান্তরে লিখতি বা বদতি স্বয়ং বা মৎকর্ত্তৃতামনমুকীর্ত্ত্য স কীর্ত্তিলোপান্নিঃসন্ততি র্জগতি জন্মশতানি ভূয়াৎ॥

সম্ভবতঃ কুমারিলের পূর্ব্বে শাববভাষ্যের উপর তৌতাতিত আচার্য্য একখানি কাবিকা বচনা কবিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে উহা পাওয়া যায না। কুমাবিলোক্ত 'সংগ্রহ' নামক মীমাংসা গ্রন্থ কাহাব প্রণীত তাহা অনুসন্ধেয়। বোধ হয, এই সংগ্রহই তৌতাতিতপ্রণীত 'মীমাংসা কবিকা'ব নামান্তব।

'কাব্যকৌতুক' প্রণেতা ভট্টতৌত একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি অভিনবগুপ্তাচার্য্যের গুরু। তাঁহাব কাব্যকৌতুকের উপর অভিনব গুপ্তাচার্য্য 'বিববণ' নাম্নী একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তৎপ্রনীত 'লোচন' হইতে ইহাব আভাস পাওয়া যায়।

দণ্ডী (কাব্যাদর্শাদি প্রনেতা)। প ১০১।

৭ম খ্রীষ্টশতাব্দী। 'প্রতিজ্ঞাহেতুদৃষ্টান্তহানি দোষঃ' (কাব্যাদর্শ ৩।১২৭) ইত্যাদি শ্লোক পরীক্ষা করিযা দণ্ডীকে ভামহের পরবর্ত্তী

বলা যায়। ভামহ ধর্ম্মকীর্ত্তির অনেক শ্লোক উদাহরণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি সপ্তম খ্রীষ্টশতাব্দীতে স্রন্-সন্-গম্-পো নামক ভোটরাজের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং দণ্ডী সপ্তম খ্রীষ্টশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন।

এদিকে আবার অলংকারসারসংগ্রহে উদ্ভটভট্ট দণ্ডীর নাম করিয়াছেন। উদ্ভট কৌঙ্কণ হইলেও কাশ্মীরপতি জয়পীড়ের একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। ৭৭৯ হইতে ৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়পীড় রাজত্ব করেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ দণ্ডী অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

কাব্যাদর্শের তৃতীয়পরিচ্ছেদস্থিত "নাসিক্যমধ্যা পরিত শ্চতুর্বর্ণ বিভূষিতা" ইত্যাদিশ্লোক দেখিলে দণ্ডীকে কাঞ্চীবাসী বলিয়া অনুমান করা যায়। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ এবং দশকুমারচরিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই দুইখানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, কিন্তু নবমশতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা মহেন্দ্র পালের সভাপণ্ডিত কর্পূরমঞ্জরী প্রণেতা রাজশেখর দণ্ডীর কথা লইয়া বলেন —"ত্রয়োঽগ্নয় স্ত্রয়ো বেদা স্ত্রয়ো দেবা স্ত্রয়ো গুণাঃ। ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥" চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের রাজা হম্মীরের সভাপণ্ডিত শার্ঙ্গধর তাঁহার 'পদ্ধতি'নামক সংগ্রহগ্রন্থে উক্ত শ্লোকটীর সন্নিবেশ করিয়াছেন। এইরূপ পুরাতনী প্রসিদ্ধি শুনিয়া প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দণ্ডীর তৃতীয় গ্রন্থ উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন।

আর একটী প্রসিদ্ধি আছে যে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে কোনও পররচিত শ্লোক গৃহীত হয় নাই। মৃচ্ছকটিকের প্রথমাঙ্কে শূদ্রক লিখিয়াছেন—"লিম্পতীব তমোঽঙ্গানি বর্ষতীবাঞ্জনং নভঃ। অসৎপুরুষসেবেব দৃষ্টি র্বিফলতাং গতা॥" এই শ্লোকটীর প্রথমার্দ্ধ কাব্যাদর্শের দ্বিতীয়পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেইজন্য পুরাতত্ত্ববিৎ পিশেল্ সাহেব

বলিয়াছেন যে, দণ্ডীই 'মৃচ্ছকটিক'নাটক প্রণয়ন করিয়া শূদ্রকের নামে প্রচাব করিয়াছেন। কিন্তু ঐ শ্লোকটীর উপর নির্ভব কবিয়া এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ তৃতীয় খ্রীষ্টশতাব্দীতে অর্থাৎ দণ্ডীর বহুপূর্ব্বে ভাস প্রণীত চারুদত্তে শ্লোকটী পঠিত হইয়াছে। এদিকে আবাব মম্মট ভট্ট ১০-১১ খ্রীষ্টশতাব্দীতে কাব্যপ্রকাশের দশমোল্লাসে শ্লোকটী দুইবার ব্যবহাব করিয়াছেন। এমন কি ১২-১৩ শতাব্দীতে পীযূষবর্ষ অর্থাৎ জয়দেব তাঁহার চন্দ্রালোকে (৬।৩০) উক্ত শ্লোকটীর প্রয়োগ করিয়াছেন। এই সকল দেখিযা মনে হয়, উহা একটী প্রাচীন উদ্ভটশ্লোক। শ্লোকটী আভাণকের ন্যায় প্রচলিত হওয়ায সকলেই প্রয়োজনানুসাবে উহার ব্যবহাব কবিয়া থাকিবেন। আর দণ্ডী কখনও পবেব শ্লোক গ্রহণ কবেন নাই, ইহাও ঠিক্ বলা যায় না। অগ্নিপুরাণের ৩৩৭ হইতে ৩৪৭ অধ্যায় পর্য্যন্ত অলংকারশাস্ত্র আচবিত হইয়াছে। অগ্নিপুরাণের ঐ স্থান হইতে দণ্ডী অনেক শ্লোক গ্রহণ কবিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ভামহের কাব্যালংকার হইতেও দণ্ডী কযেকটী শ্লোক লইযাছেন। ভামহ যে দণ্ডীব পূর্ব্ববর্ত্তী তদ্বিষয়ে কোনও পুবাবেত্তা আপত্তি করিতে পাবেন না। আব কাব্যাদর্শে দণ্ডী লিখিয়াছেন—'ছন্দোবিচিত্যাং সকল স্তৎপ্রপঞ্চো নিদর্শিতঃ '(১।১২)। সুতরাং ছন্দোবিচিতি নামক দণ্ডীর আবও একখানি গ্রন্থ ছিল, কিন্তু এক্ষণে উহা পাওয়া যায় না। ছন্দোবিচিতি যদি দণ্ডীর তৃতীয গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে শূদ্রকের অস্তিত্বহানি কবিয়া মৃচ্ছকটিককে দণ্ডি-প্রণীত বলিবাব কোনও প্রকার প্রযোজন উপলব্ধ নহে।

মল্লিকামারুত নামে একখানি গ্রন্থ দণ্ডিকৃত বলিয়া পরিচিত আছে। কিন্তু উহা উদ্দণ্ডিকৃত, কাব্যাদর্শপ্রণেতা দণ্ডীর নহে। মল্লিকামারুত ১৭-১৮ খ্রীষ্টশতাব্দীতে রচিত হয়।

দণ্ডীকে মহাকবি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কেহ

কেহ বলেন—"জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধীয়তে।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয় স্ত্বয়ি দণ্ডিনি॥" (উদ্ভট)
বোধ হয়, দণ্ডীকে কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবিয়া এইরূপ শ্লোক রচিত হইযাছে।

দত্তাত্রেয় মুনি। প ৪৩৩। দত্তাত্রেয় মুনি বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। ইনি কুশিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। মুনির বংশোপাধি আত্রেয। সুতরাং ইহা গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষির নামানুসারেই উক্ত হইয়াছে।

আমাদেব নিকট ভগবান্ শঙ্কবাচার্য্য যেরূপ ভক্তি-ভাজন, প্রাচীনদিগেব নিকট ভগবান্ দত্তাত্রেয়ও সেইরূপ ছিলেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণ বলেন, মদালসার পুত্র অলর্ক দত্তাত্রেয মুনির নিকট যোগশিক্ষা করিযাছিলেন। (১৬।১২)। ভাগবত পুরাণের মতে প্রহ্লাদ এবং অলর্ক উভয়ই ইহার নিকট প্রথমে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা এবং তারপর যোগাদিশাস্ত্র অধ্যযন কবিয়াছিলেন। (১।৩।১২)। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১৫।১৯ অধ্যাযে এই সকল বিষয বিবৃত হইয়াছে।

দত্তাত্রেয়সংহিতা এবং দত্তাত্রেযোপনিষৎ সন্ন্যাসিগণের বিশেষ আদবেব বস্তু। গিব্নার্ পর্ব্বতে দত্তাত্রেয় সম্প্রদায় এখনও বিদ্যমান আছে। দত্তাত্রেয একজন যুক্তযোগী এবং বিদ্বৎসন্ন্যাসী ছিলেন।

দিঙ্নাগ (প্রমাণসমুচ্চযাদিপ্রণেতা)। প ৫৯৩।

৪-৫ম খ্রীষ্টশতাব্দী। কাঞ্চীনগবে অর্থাৎ বর্ত্তমান কন্জী-ভেরমে দিঙ্নাগ আচার্য্য জন্মগ্রহণ কবেন। ইনি নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্বেব পববর্ত্তী, কালিদাসের সামসময়িক এবং উদ্দ্যোতকব ভরদ্বাজের পূর্ব্ববর্ত্তী। উদ্দ্যোতকর ও কালিদাস দেখুন।

ন্যায়প্রবেশ ও প্রমাণসমুচ্চয়াদি গ্রন্থে দিঙ্নাগ আচার্য্য

বাৎস্যায়নমতের খণ্ডন করিয়া নাগার্জ্জুনকে সমর্থন করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর আবার তাঁহার ন্যায়বার্ত্তিকে নাগার্জ্জুন ও দিঙ্‌নাগের মতবাদ খণ্ডন করিয়া বাৎস্যায়নকে সমর্থন করিয়াছেন। দিঙ্‌নাগ একজন বৌদ্ধ কবি এবং দার্শনিক পণ্ডিত।

দেবল (স্মৃতিকার)। প ৮৭, ৯০, ৯৮, ১১৮।

অসিতমুনির পুত্র এবং ব্যাসদেবের শিষ্য।

দীর্ঘতমা (মন্ত্রদ্রষ্টা)। কুমারিল দেখুন।

উতথ্যের পুত্র এবং কক্ষীবানের পিতা। ইনি অন্ধ ছিলেন বলিয়া শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি আছে। ঋগ্বেদের ১।২১।১৭০ প্রভৃতি মন্ত্রের নিগূঢ় রহস্য ইহার কর্তৃক উপলব্ধ হয়। ঋগ্বেদের ১।১০।৫।১৩ ঋকের সায়ণভাষ্যে দীর্ঘতমার বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে।

দেবাচার্য্য (সিদ্ধান্তজাহ্নবীকার)। প ১৭৩, ২৩৩।

১২ ১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। তৈলঙ্গদেশে দেবাচার্য্যের জন্ম হয়। ইনি কৃপাচার্য্যের শিষ্য। বেদান্তপারিজাতের উপর ইহার সিদ্ধান্তজাহ্নবী নাম্নী বৃত্তি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

দোদ্দয়াচার্য্য (চণ্ডমারুত প্রণেতা)। প ১৭৩।

১৬শ খৃষ্টশতাব্দী। দোদ্দয়াচার্য্য শোলিঙ্গুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। শতদূষণীর উপর ইহার চণ্ডমারুত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইনি মহাচার্য্য বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

দ্রামিড়াচার্য্য। প ২০৫, ২০৬।

৩য় খ্রীষ্টশতাব্দী। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া দ্রমিড়াচার্য্য একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। উহা এক্ষণে পাওয়া যায় না, কিন্তু রামানুজ আচার্য্য শ্রীভাষ্যে উহার উল্লেখ করিয়াছেন।

ধন্বন্তরি। প ৪২৭।

ভাবপ্রকাশে লিখিত হইয়াছে, ইন্দ্রের অনুরোধে ধন্বন্তরি কাশীধামের রাজবংশে দিবোদাস নামে ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্র সুশ্রুতকে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইবার নিমিত্ত ধন্বন্তরির নিকট প্রেরণ করেন। সুতরাং বিক্রমসভ্য ধন্বন্তরি বলিয়া যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তিনি ইঁহার অনেক পরবর্ত্তী হইবেন।

ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র (বেদান্তপবিভাষাপ্রণেতা)। প ১৪০।

১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ভেদধিক্কারাদিপ্রণেতা নৃসিংহমুনি ধর্ম্মরাজের পবমগুরু ছিলেন। ইহার বেদান্তপরিভাষা শাঙ্কর-দর্শনের প্রবেশিকা।

নন্দ পণ্ডিত (দত্তকমীমাংসাদি প্রণেতা)। ১৩৪ ১৫৫।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বিনায়ক পণ্ডিত নন্দপণ্ডিতের নামান্তর। ইনি বাম পণ্ডিত ধর্ম্মাধিকারীব পুত্র। রামপণ্ডিতেব উর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ লক্ষ্মীধব ভাগনগর হইতে অর্থাৎ হায়দারবাদ্ হইতে কাশীতে আসিযা বাসস্থান কবেন।

নন্দপণ্ডিত মাদুরাব কেশব নায়কের উৎসাহে 'কেশব-বৈজয়ন্তী' এবং হরিবংশ বর্ম্মার উদ্যোগে 'সংস্কারনির্ণয়' রচনা কবেন। 'কেশব-বৈজয়ন্তী' বিষ্ণুস্মৃতির টীকা। ইহার কাশী-প্রকাশতত্ত্ব, মুক্তাবলী, শ্রাদ্ধমীমাংসা, হরিবংশবিলাস এবং দত্তকমীমাংসাদি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছে।

নরহরি (বোধসারপ্রণেতা)। প ৫৭, ৫৮ ইত্যাদি।

১৮শ খ্রীষ্টশতাব্দী। নরহরি দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন। পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কাশীতে অবস্থান করেন। কাব্য-প্রকাশের টীকাকার নরহরি সরস্বতীতীর্থ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব (ন্যায়দ্বারতারকশাস্ত্রাদি প্রণেতা)। ৩৮৯, প ১০৬-৭। ১-২য় খ্রীষ্টশতাব্দী। স্বয়ং মহারাজ কণিষ্কই নাগার্জ্জুন কি না, তাহা এখনও অনুসন্ধেয়। যাহাই হউক,

কল্‌হণাদি পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ যখন নাগার্জ্জুনকে কণিষ্কের সামসময়িক বলিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলাই যুক্তিযুক্ত। ইতিহাসে প্রথম হইতে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট-শতাব্দীতে কণিষ্কের স্থিতি কাল নির্ণীত হইয়াছে। ইহা আমাদেরও আপাততঃ সিদ্ধান্ত। বোধ হয়, শীঘ্রই কণিষ্কের রাজত্বকাল আরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইবে।

নাগার্জ্জুন বিদর্ভনগরে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তক্ষশিলায় শিক্ষিত হন। পরে রাহুলভদ্রের নিকট বৌদ্ধ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মাধ্যমিকসূত্রাদি প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা 'মহাযান' নামে পরিচিত।

মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে বসুমিত্র এবং অশ্বঘোষ কর্ত্তৃক নাগার্জ্জুনের অধ্যক্ষতায় একটী বৌদ্ধসঙ্গীতি আহূত হয়। ঐ সঙ্গীতির কার্য্য শেষ হইলে নাগার্জ্জুন বিদর্ভনগরের অনতি-দূরে চিত্রকূটের সমীপে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া মধ্য-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন।

বাৎস্যায়নাদির ভাষ্যে প্রাচীন বৌদ্ধগণের যুক্তিবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে মুদ্‌গলী-পুত্র তিষ্যপাদ 'বিনয়সমুৎকর্ষ' এবং 'অনাগতভয়সূত্র' প্রণয়ন করিলেও বৌদ্ধশাস্ত্র তখনও দর্শনপদবাচ্য হয় নাই। এই ন্যূনতার পূরণার্থে মহারাজ অশোক অন্ততঃ দুই হাজার কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া বৌদ্ধগণের কতকটা সুস্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু অশোকের পর আবার শবরস্বামী মীমাংসাভাষ্যে তিষ্যপাদের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করিয়া বৌদ্ধগণকে হীনবল করিয়াছেন। সেই জন্য নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব ন্যায়দ্বারতারকাদিশাস্ত্রে শাশ্বতবাদের প্রতিবাদ করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্রকে দর্শনপদবাচ্য করেন। এসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় পরিশিষ্টের ১০৬-৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

নাগেশ ভট্ট (পরিভাষেন্দুশেখরাদি প্রণেতা)। প ১৫৪, ১৭৩

২২০, ২৪৫। ১৭-১৮শ খ্রীষ্টশতাব্দী। শিবভট্টের ঔরসে এবং সতীদেবীর গর্ভে মহারাষ্ট্রদেশে নাগেশ ভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়া ভট্টোজি দীক্ষিতের পৌত্র হরিদীক্ষিতের নিকট শিক্ষিত হন। প্রয়াগের নিকটে শৃঙ্গবেরের রাজা রামদেবের সভায় ইনি প্রধান সভাপণ্ডিত ছিলেন। মণিরাম ভট্ট ইঁহার পৌত্র এবং বালংভট্টের পিতা বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে ইঁহার প্রধান শিষ্য।

নাগেশ ভট্টের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ছিল। নাগেশ অলংকারশাস্ত্রে কাব্যপ্রকাশের উপর 'বৃহদুদ্দ্যোতোদাহরণ-দীপিকা' এবং রসগঙ্গাধরের উপর 'গুরুমর্ম্মপ্রকাশ' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে তৎপ্রণীত পরিভাষেন্দু-শেখর, প্রদীপোদ্দ্যোত, বৈয়াকরণভূষণ, এবং বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জুষাদি গ্রন্থ বৈয়াকরণগণের বিশেষ আদরের বস্তু। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার পদার্থদীপিকা (ন্যায়গ্রন্থ), সাংখ্য-সূত্রবৃত্তি, যোগসূত্রবৃত্তি এবং ব্যাসসূত্রেন্দুশেখরাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রেও ইনি চণ্ডীর টীকা এবং বেদসূক্ত-ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন।

নাথমুনি—লোকাচার্য্য ও যামুনাচার্য্য দেখুন।

নারায়ণ ভট্ট (বল্লভাচার্য্যের গুরু)। প ২০৬।

১৫-১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ইনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদী ছিলেন। বৃত্ত-রত্নাকরের টীকাকার স্মার্ত্ত নারায়ণ ভট্টও ১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী রামেশ্বরের পুত্র এবং নির্ণয়-সিন্ধুপ্রণেতা কমলাকরের পিতামহ। এই নারায়ণ ভট্টই বল্লভাচার্য্যের গুরু কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

নিম্বার্ক আচার্য্য (বেদান্তপারিজাতসৌরভকার)। ২৭৯, প ২০৫, ২০৬। ১১শ খ্রীষ্টশতাব্দী। নিয়মানন্দ বা নিম্বাদিত্য নিম্বার্কের নামান্তর। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ। ইনি আপনাকে নারদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

নিম্বার্কাচার্য্য 'নিমাৎ' শাখার প্রবর্ত্তক। ইনি বৃন্দাবনস্থ ধ্রুবপর্ব্বতে সিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ইঁহার মতোপজীবী। ভট্টভাস্করীয় ভাবে প্রভাবিত হইয়া নিম্বার্কাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের উপর 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ' নামক একখানি ভেদাভেদপর ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। জয়দেব ও চৈতন্যদেব ইঁহার ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

নীলকণ্ঠ (দেবীভাগবতের টীকাকার)। প ১৫৪, ২২২।

১৬-১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। রঙ্গনাথ দেশিকের ঔরসে এবং লক্ষ্মী দেবীর গর্ভে নীলকণ্ঠ দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গুরুর নাম কাশীনাথ ও শ্রীধর। রত্নজীর অনুরোধে ইনি দেবীভাগবতের টীকা প্রণয়ন করেন। সপ্তশতীর উপর ইঁহার 'শক্তিবিমর্ষিণী' একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। নীলকণ্ঠ একজন শাক্তবেদান্তী ছিলেন।

নীলকণ্ঠ সূরী (মহাভারতের টীকাকার)। প ১৪০, ১৪৮।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। নীলকণ্ঠ গোবিন্দসূরীর পুত্র। মহাভারতের উপর ইনি 'ভারতভাবদীপ' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। কেহ কেহ ইঁহাকে শৈব বলেন।

ভারতভাবদীপের অন্তর্গত নীলকণ্ঠের গীতাব্যাখ্যা পড়িলে তাঁহাকে অদ্বৈতবাদী বলিতে হইবে। তবে কোন কোনও অবান্তরস্থলে তিনি শঙ্করমতের অনুসরণ করেন নাই। সেই জন্য ধনপতি সূরী তাঁহার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় ঐ সকল কথার বিশ্লেষণ করিয়া শাঙ্করমতের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন।

পক্ষধরমিশ্র (আলোককার)। প ১০, ১৩৯।

১৫-১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। পক্ষধরের প্রকৃত নাম জয়দেব। তিনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং যজ্ঞপতি উপাধ্যায়ের শিষ্য হরিমিশ্রের নিকট শিক্ষিত হন। উৎকলরাজ্যের সভায় পক্ষকালব্যাপী তর্কে জয়লাভ করিয়া জয়দেব পক্ষধর হইয়া-

ছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং রঘুনাথ শিরোমণি ইঁহার শিষ্যস্থানীয়। ইনি তত্ত্বচিন্তামণির উপর 'আলোক' বা 'মণ্যালোক' নামক টীকা রচনা করেন। ইহা ব্যতীত বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন—'নৈয়ায়িক হইলেও জয়দেব অর্থাৎ পক্ষধর মিশ্র সুকবি ছিলেন; ইঁহার 'প্রসন্নরাঘব' ও 'চন্দ্রালোক' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।' 'প্রসন্নরাঘব' কাব্যগ্রন্থ এবং 'চন্দ্রালোক' অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থ। চন্দ্রালোকের উপর গাগাভট্ট 'রাকাগম' নামক টীকা লিখিয়াছেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন—'জয়দেবস্যৈব পীযূষবর্ষ ইতি নামান্তরম্'। কারণ চন্দ্রালোকে লিখিত হইয়াছে—'চন্দ্রালোক মমুং স্বয়ং বিতনুতে পীযূষবর্ষঃ কৃতী'। কিন্তু জয়দেবই কবির নাম, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং রচনার লালিত্য-হেতু তিনি 'পীযূষবর্ষ' উপাধি পাইয়া থাকিবেন। জয়দেব এবং পক্ষধর একই ব্যক্তি কি না—তাহাই এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য বিষয় হইতেছে।

দ্বাদশশতাব্দীর উত্তরার্দ্ধে কান্যকুব্জের রাঠোররাজ জয়চাঁদের সভাপণ্ডিত কবিবর শ্রীহর্ষ 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' প্রণয়ন করেন। তত্ত্বচিন্তামণিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় ইহার বিষয়বিশেষ লইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গেশকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক বলা যায়। গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান, বর্দ্ধমানের পুত্র যজ্ঞপতি, যজ্ঞপতির শিষ্য হরিমিশ্র, হরিমিশ্রের শিষ্য পক্ষধর, পক্ষধরের শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি এবং রঘুনাথ চৈতন্যদেবের সামসময়িক। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ অবস্থায় বুঝা যায় যে, পঞ্চদশ হইতে ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর মধ্যে মণ্যালোক-প্রণেতা জয়দেব পক্ষধর অবশ্যই বিদ্যমান ছিলেন। আরও বলা যায় যে, গঙ্গেশ ও পক্ষধরের মধ্যে গঙ্গেশ, বর্দ্ধমান, যজ্ঞপতি, এবং হরিমিশ্র আছেন বলিয়া পক্ষধরকে ১৫-১৬ শ

শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গতও নহে। এরূপ হইলে পক্ষধরের সহিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কিংবা রঘুনাথ শিরোমণির দেখাশুনা হওয়া সম্ভবপর হয় এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণের মধ্যে যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে, সেগুলিকেও মিথ্যামূলক বলিয়া কল্পনা করিতে হয় না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রুয্যক কর্ত্তৃক 'অলংকারসর্ব্বস্ব' প্রণীত হয়। এই 'অলংকারসর্ব্বস্ব'কে উপজীব্য করিয়া জয়দেব অর্থাৎ পীযূষবর্ষ 'চন্দ্রালোক' নামক একখানি অলংকারগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এদিকে আবার 'চন্দ্রালোক'কে উপজীব্য করিয়া ষোড়শ খৃষ্টশতাব্দীতে অপ্পয়দীক্ষিত তাঁহার 'কুবলয়ানন্দ' নামক অলংকারগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, দ্বাদশ হইতে ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর মধ্যেই 'চন্দ্রলোক'প্রণেতা পীযূষবর্ষের স্থিতিকাল নির্ণীত হওয়া কর্ত্তব্য।

শিঙ্গভূপালকৃত রসার্ণবসুধাকরে এবং শার্ঙ্গধরকবি-সংগৃহীত শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে জয়দেবকৃত প্রসন্নরাঘবের কতক-গুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 'রসার্ণবসুধাকর' ১৪শ খ্রীষ্ট-শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রণীত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে হম্মীরের রাজত্বকালে তাহার সভাপণ্ডিত 'হম্মীরকাব্য' প্রণেতা শার্ঙ্গধর কতকগুলি প্রাচীন কবির সুভাষিত শ্লোক লইয়া 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' প্রস্তুত করেন। হম্মীর ১২৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ-পুতনার রণস্তম্ভগড়ে অর্থাৎ রণথম্বরদুর্গে জন্মগ্রহণ করেন, এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে 'শার্ঙ্গধরপদ্ধতি' সংগৃহীত হইয়াছিল। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই গ্রন্থ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, চতুর্দ্দশ খৃষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী কবির কোনও শ্লোক ইহাতে সন্নিবিষ্ট বা প্রক্ষিপ্ত হয় নাই।

রসার্ণবসুধাকরে এবং শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে জয়দেবকৃত

প্রসন্নরাঘবের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে,'প্রসন্নরাঘব'প্রণেতা জয়দেব অন্ততঃ ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কারণ জনসমাজে প্রসন্নরাঘবের প্রচার না হইলে উহার শ্লোক কখনই অন্যগ্রন্থে উদ্ধৃত হইতে পারে না। সুতরাং ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতাব্দীব প্রারম্ভে যদি জয়দেব জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সামসময়িক হইতেছেন। যজ্ঞপতি উপাধ্যায গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পৌত্র হইলে এবং পক্ষধর মিশ্র যজ্ঞপতির প্রশিষ্য হইলে পক্ষধর কখনই প্রসন্নরাঘবাদিপ্রণেতা জয়দেব হইতে পারেন না।

'প্রসন্নরাঘব'প্রণেতা এবং 'চন্দ্রালোক'প্রণেতা একই ব্যক্তি। ইনি মহাদেব নামক এক ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং সুমিত্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মণ্যালোকপ্রণেতা পক্ষধরের পিতামাতার নাম অজ্ঞাত। অতএব মণ্যালোকপ্রণেতা পক্ষধর মিশ্রকে প্রসন্নরাঘবাদিপ্রণেতা জয়দেব বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রাত্মিক পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন না কেন, আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের মতে মণ্যালোকপ্রণেতা জয়দেব বা পক্ষধর ১৫।১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দীব লোক, কিন্তু প্রসন্নরাঘবাদি প্রণেতা জয়দেব বা পীযূষবর্ষ ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী হইতে পারেন না।

পক্ষিল স্বামী—৩৮০ প ১৪২।

৪র্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন। অভিধানচিন্তামণিতে হেমচন্দ্র সূরি বলিয়াছেন—বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্য শ্চণকাত্মজঃ। দ্রামিড়ঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তঃ স এব হি॥ সুতরাং পক্ষিলস্বামী বা বাৎস্যায়ন চাণক্যের নামান্তর। ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তম দেবও একথার সমর্থন করিয়াছেন।

পক্ষিলস্বামীকে বাৎস্যায়ন বলিতে কাহারও আপত্তি নাই, কিন্তু চাণক্য বলিতে অনেকের আপত্তি আছে। ভাল, বাৎস্যায়ন যদি চাণক্য না হন, তবে তিনি কোন্ সময়ের লোক? ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, নাগার্জ্জুনের পরে এবং দিঙ্‌নাগের পূর্ব্বে অর্থাৎ ২ হইতে ৪র্থ খ্রীষ্ট শতাব্দীর মধ্যে বাৎস্যায়নের আবির্ভাব হইয়াছিল। কারণ, তাঁহারা ন্যায়ভাষ্যে নাগার্জ্জুনোক্ত যুক্তির খণ্ডন দেখিতেছেন এবং ন্যায়ভাষ্য অপেক্ষা মহাভাষ্যের সরলতা অনুভব করিতেছেন।

কিন্তু ন্যায়ভাষ্যে নাগার্জ্জুনের নাম দেখা যায় না, এবং উহাতে যে সকল বৌদ্ধযুক্তি খণ্ডিত হইয়াছে তাহা নাগার্জ্জুনের বহুপূর্ব্বে মহাকাশ্যপ-রেবতাদি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল—একথা তাঁহারা কিরূপে স্থগিত রাখিবেন? আর ভাষা সরল হইলেই উহা যে অর্ব্বাকৃতন বা আধুনিক হইবে—এরূপ ত কোনও নিয়ম দেখা যায় না। ভারবির অপেক্ষা কালিদাসের ভাষা সরল বলিয়া বা কালিদাসের অপেক্ষা বাল্মীকের ভাষা সরল বলিয়া কেহই ত কালিদাসকে ভারবির পরবর্ত্তী বলিতে কিংবা বাল্মীকিকে কালিদাসের পরবর্ত্তী বলিতে উদ্‌গ্রীব নহেন। এরূপ অবস্থায় ন্যায়ভাষ্য ও মহাভাষ্যের সম্বন্ধে প্রাত্নিকগণের সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে সমর্থ নহি।

অন্য এক সম্প্রদায় বাৎস্যায়নকে চাণক্য বিষ্ণুগুপ্ত না বলিয়া তাঁহাকে চাণক্য বিষ্ণুগুপ্তের সামসময়িক বলিয়া অনুমান করেন। বাৎস্যায়ন যদি চাণক্য না হন, তাহা হইলে বাৎস্যায়নের পিতা কে, বা তাঁহার বসতিস্থান কোথায়, বা ন্যায়ভাষ্য ব্যতীত তাঁহার জীবনে অন্যান্য কি প্রকার ঘটনা সম্ভাবিত হইয়াছে—এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিলে কেহই সদুত্তর প্রদান করিতে পারেন না। কিন্তু বিষ্ণুগুপ্তকে বাৎস্যায়ন বা পক্ষিল

স্বামী ধরিলে পূর্ব্বোক্ত কোনও প্রকার প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া আমরা অভিধানচিন্তামণিতে হেমচন্দ্রের শ্লোক বা ত্রিকাণ্ডশেষে পুরুষোত্তমদেবের শ্লোক প্রমাণরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখিতে পাই না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতিমিশ্র এবং উদয়নাচার্য্যাদি প্রাচীন দার্শনিকগণ পক্ষিলস্বামীর নাম দিয়া বাৎস্যায়নভাষ্যের বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন। ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্য 'পক্ষিল-শবরস্বামিনৌ' বলিয়া বাৎস্যায়নকে পক্ষিল স্বামী বলিয়াছেন। 'নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ সপুত্রাণুদ্ধরিষ্যতি' ইত্যাদি ভাগবত-শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীও চাণক্যকেই বাৎস্যায়ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় হেমচন্দ্রের কথায় অনাস্থা দেখাইবার কারণ উপলব্ধ নহে। চাণক্য যদি ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বা পক্ষিলস্বামী না হন এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের যদি আবার পক্ষিলস্বামী বলিয়া একটী উপনাম থাকে, তবেই হেমচন্দ্রের কথায় সন্দেহ আসিবে। কিন্তু এরূপ কষ্টকল্পনার আবশ্যকতা কি? ইহাতে কি পরিসংখ্যাদোষ * অর্থাৎ শ্রুতহানি এবং অশ্রুতাভ্যুপগম দোষ সম্ভাবিত হয় না? আর সন্ন্যাসগ্রহণহেতু পক্ষিলস্বামী যদি ভাষ্যকারের উপনাম হয় এবং বাৎস্যায়ন যদি তাঁহার গোত্রবাচক নাম হয়, তাহা হইলে ন্যায়ভাষ্যকারের সাংস্কারিক নাম কি কেহ বলিতে পারেন? চাণক্য হইতে বাৎস্যায়নকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি করিয়া এই সকল অসুবিধা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি তাহা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ অবশ্য বাৎস্যায়নকে প্লেটো অ্যারিস্‌টটল্ প্রভৃতি গ্রীক্ দার্শনিকগণের পরবর্ত্তী করিবার জন্য তাঁহাকে চাণক্য হইতে স্বতন্ত্র করিতে প্রচেষ্ট হইয়াছেন,

---

* শ্রুতার্থস্য পরিত্যাগাদশ্রুতার্থস্য কল্পনাৎ।
প্রাপ্তস্য বাধাদিত্যেবং পরিসংখ্যা ত্রিদূষণা॥

কিন্তু ইহাতে দেশীয় পণ্ডিতগণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করিতেছেন—ইহাই বিচিত্র। চাণক্য হইতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করিলে দেশীয় পণ্ডিতগণ কি আর তাঁহাকে চাণক্যের সামসময়িক বলিয়া প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবেন? কখনই নহে। চাণক্য-ভাষ্যকারের একত্বসম্বন্ধে দেশীয় পণ্ডিতগণ কোটিচ্যুত হইলেই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নকে ৮০০ বৎসরের অর্ব্বাকৃতন করিয়া ফেলিবেন, গৌতম হইতে অক্ষপাদকে পৃথক্ করিয়া উভয়কে পুষ্যমিত্রের ও অগ্নিমিত্রের সামসময়িক করিবার চেষ্টা করিবেন, এমন কি, আমাদের সমস্ত দর্শনগুলিকে সদ্যোজাত বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্যও ত্রুটি করিবেন না। চাণক্যের স্থিতিকাল ইতিহাসে সুস্থিত হইয়াছে বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বাৎস্যায়নের ন্যায় চাণক্যের অপকর্ষ সাধন করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য তাঁহারা সত্যের অপলাপ করিয়াও চাণক্য-ভাষ্য-কারের পার্থক্য প্রতিপাদনে যত্নশীল হইয়া থাকেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যদি চাণক্য হন, তাহা হইলে আমাদের দর্শনগুলি ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে। কারণ, প্রায় চাণক্যের সময় হইতেই ইতিহাসের কাল আরব্ধ হইয়াছে। চাণক্য-ভাষ্যকারের একত্বসম্পাদনে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কতকগুলি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলেও সত্যের অপলাপ করা কর্ত্তব্য নহে। সেইজন্য আমরা নিরপেক্ষ ভাবে চাণক্যকেই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়া গ্রহণ করিলাম। (চাণক্যও দেখুন)।

পঞ্চশিখ আচার্য্য (ষষ্টিতন্ত্রকার)। ৩৩, ৬৩, ১১৪, ২৩৬। প ৩০। পরি-শিষ্টের ১৪১—১৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন। অহির্বুধ্নসংহিতায় ষষ্টিতন্ত্রের কতকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাতে সাংখ্যের প্রৌঢ়িবাদ উপলব্ধ নহে।

পতঞ্জলি (মহাভাষ্যকার)। প ১২৪, ১৪৪, ২০১, ২২০, ২৩৭, ২৩৮, ২৪২, ২৪৪, ২৪৭।

৩—২য় খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। গোণ্ডানগরে পতঞ্জলির জন্ম হয়। সেইজন্য 'গোনর্দ্দীয়' পতঞ্জলির নামান্তর। বৃদ্ধবয়সে ইনি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞে অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। মহাভাষ্যেও স্মৃত হইযাছে—'পুষ্যমিত্রো যজতে যাজকা যাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজয়তে যাজকা যাজয়ন্তীতি'। (৩।১।২।২৬)। পুষ্যমিত্র মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া ১৮৫ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন।

মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি অনন্তদেবের অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ('চরক' দেখুন)। মহাভাষ্যের অপর নাম ফণিভাষ্য। সেই জন্য নৈষধচরিতের দ্বিতীয় সর্গে শ্রীহর্ষ বলিযাছেন—'ফণি-ভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমা কুণ্ডলনামবাপিতা'। মহাভাষ্য দুর্গম হইলেও ব্যাকরণশাস্ত্রে এরূপ বিচারমূলক গ্রন্থ জগতের অন্য কোনও স্থানে কখনও রচিত হয় নাই। ইহাকে ব্যাকরণের ব্যাকরণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বার্ত্তিক লিখিলেও কাত্যায়ন মুনি অষ্টাধ্যায়ীকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেন নাই। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি অষ্টাধ্যায়ীর রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া বার্ত্তিকের দোষ অপসারণ করিযাছেন। সেইজন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহাকে 'চূর্ণীকৃৎ' বলিতেন। ভর্ত্তৃহরি, কৈয়ট এবং নাগেশাদি পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহার দুর্গমত্ব যথাসম্ভব তিরোহিত হইয়াছে।

পতঞ্জলি অনন্তদেবের অংশ বলিয়া এবং পিঙ্গলের 'নাগ'—উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে এবং ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গলাচার্য্যকে একই ব্যক্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু পিঙ্গলের 'নাগ' উপাধি শ্রেষ্ঠার্থবাচক।

ইহা ব্যতীত স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাভাষ্যকার হইতে ছন্দঃসূত্রকার প্রাচীনতর। কারণ চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের সভায় পিঙ্গল নাগ বিদ্যমান ছিলেন। সে সময়ে তিনি পিঙ্গল বৎস বা বৎসদেশীয় পিঙ্গলাচার্য্য বলিয়াও অভিহিত হইতেন। গণনার দ্বারা অশোকের রাজ্যপ্রাপ্তি ঘোষণা করায় অশোক রাজা হইয়া তাঁহাকে 'আর্য্যভট্ট' উপাধি দিয়াছিলেন। আর্য্যসিদ্ধান্তে ইনিই 'বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। (আর্য্যভট্ট ও পিঙ্গল দেখুন)।

পতঞ্জলি (যোগসূত্রকার)। ২০১, ২৭৭, ২৫১, ২৫৫, ২৬১, ৩৫০। প ৩৬, ৫৭, ৪৬, ৭৩, ১০০, ১৭৪, ১৬০, ১৬১, ১৭৮, ২২৭, ২২৮, ২৩৬, ২৩৭, ২৪৭।

পতঞ্জলি অনন্তদেবের প্রথম অবতার বলিযা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধি আছে। ব্যাসদেব পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য লিখিযাছেন। সুতরাং ইনি চরকের বা মহাভাষ্যকারের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যোগশাস্ত্রের উল্লেখ আছে।

পদ্মপাদ আচার্য্য (পঞ্চপাদিকাকার)। ২১৭, ২১৭, ২৮০। প ১৪৫, ২০৬, ৩০০। ৭-৮ম খ্রীষ্টশতাব্দী। পরিশিষ্টের ১৪৫ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পরাশর (সংহিতাকার)। ১৮৮, ২১২, ২১৪, ২১৭, ২৮০। প ১০৮, ১৪৮, ১২৮, ২০৬, ২২১।

শক্তি বা শক্ত্রির ঔরসে এবং অদৃশ্যন্তীর গর্ভে পরাশরের জন্ম হয়। ইনি বশিষ্ঠের পৌত্র এবং ব্যাসদেবের পিতা। 'পরাসুঃ স যতস্তেন' ইত্যাদি শ্লোকে ইহার নামনিরুক্তি দ্রষ্টব্য।

সংহিতাকার পরাশরের বচন হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে বিষুবৎকাল অর্থাৎ সমরাত্রিন্দিবকাল শ্রবণীনক্ষত্রের দশমাংশে অর্থাৎ ১০ডিগ্রীতে সংঘটিত হইত। বরাহমিহিরীয় বৃহৎসংহিতা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ৪২১ শকাব্দে অর্থাৎ

৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিষুবৎকাল অশ্বিনীনক্ষত্রের আদিতেই সংঘটিত হইয়াছিল। সেইজন্য বরাহমিহির ঐ শকাব্দকে করণাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। ২৭ নক্ষত্রে ৩৬০ অংশ বা ডিগ্রী হইলে প্রত্যেক নক্ষত্রে ১৩°-২০', কলা বা মিনিট হইবে। তাহা হইলে ভরণীর ১০ অংশ বা ডিগ্রী হইতে অশ্বিনীর আদি পর্য্যন্ত ১০ × ১৩°-২০'=২৩° — ৪০ কলা বা মিনিট হইতেছে। বিষুবৎকাল প্রতিবৎসর ৫০" বিকলা বা সেকেণ্ড বক্রগতির দ্বারা পিছাইয়া থাকে। সুতরাং ২৩°—২০' অর্থাৎ ৮৪, ০০০" বিকলা বা সেকেণ্ড পিছাইতে উহার ১৬৮০ বৎসর লাগিবে। এরূপ হইলে সংহিতাকার পরাশর ১১৮১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বিদ্যমান ছিলেন বলিতে হইবে। প্রতীচ্য জ্যোতির্বিদ্‌গণ এইরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী হইয়াছেন।

বরাহমিহিরীয় বৃহৎসংহিতার টীকাকার ভট্টোৎপল পরাশরতন্ত্রাপরপর্য্যায় পরাশরসিদ্ধান্ত হইতে এই বচনটী উদ্ধার করিয়াছেন—'সৌম্যাদ্যাৎ আর্দ্রার্দ্ধং গ্রীষ্মঃ'। অর্থাৎ মৃগশিরার প্রথম হইতে অশ্লেষার অর্দ্ধ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল। রবির উত্তরায়ণ শেষ হইলেই গ্রীষ্ম-ঋতুর অবসান হয়। এখন আর্দ্রার আদিতে রবির উত্তরায়ণ শেষ হইতেছে। সুতরাং পরাশরের সময় হইতে এক্ষণে অয়ন সাড়ে তিন নক্ষত্র পিছাইয়া পড়িয়াছে। বিষুবৎকাল যে হারে পিছাইতেছে, অয়নও সেই হারে পিছাইয়া থাকে। অর্থাৎ উভয়ই প্রতিবৎসর ৫০" সেকেণ্ড বা বিকলা পিছাইতেছে। সাড়ে তিন নক্ষত্র অর্থাৎ ৩½ × ১৩⅓ ডিগ্রী বা অংশ অর্থাৎ $\frac{7}{2} \times \frac{40}{3}$ × ৬০ × ৬০ সেকেণ্ড বা বিকলা। অতএব উহা পিছাইতে অয়নের ($\frac{7}{2} \times \frac{40}{3}$ × ৬০ × ৬০) — ৫০ বা ৩৩৬০ বৎসর লাগিয়াছে। সুতরাং পরাশর এখন হইতে ৩৩৬০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টের (৩৩৬০—১৯৩০) বা ১৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাই প্রাচ্যপণ্ডিত-গণের সিদ্ধান্ত।

পাণিনি (সূত্রকার)। প ১০২, ১২৪, ১৭২, ১৮৬, ২৩৫, ২৪১, ২৪৫। গান্ধারের অন্তর্গত 'শলাতুর'গ্রামে অর্থাৎ বর্ত্তমান 'আটক্'নগরে দেবলপুত্রের ঔরসে ও দাক্ষীর গর্ভে পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'শলাতুর' পদও অষ্টাধ্যায়ীর ৪।৩।৯৪ সূত্রে দৃষ্ট হয়। ৭ম খ্রীষ্টশতাব্দীতে হিউএন্ চোয়াঙ্গ শলাতুরে পাণিনির একটী প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিও দেখিয়াছিলেন। এই সমস্ত কারণবশতঃ শলাতুরে পাণিনির জন্মস্থান অনুমিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পঞ্চনদের সন্নিকটবর্ত্তী সরস্বতীতীরে বা অন্য কোনও যজ্ঞবহুল স্থানে আসিয়া তিনি বাস করিয়াছিলেন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, যুধিষ্ঠিরাদির পরে এবং জন্মেজয়াদির পূর্ব্বে পাণিনি বিদ্যমান ছিলেন। তৎপক্ষে যুক্তি এই যে, অষ্টাধ্যায়ীতে 'গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যুধিষ্ঠিরাদিপদ সাধিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে জনমেজয়াদিপদ সাধিত হয় নাই। এরূপ মতবাদে সম্যক্ আস্থা দেওয়া যায় না, কারণ অষ্টাধ্যায়ীর 'এজেঃ খশ্' (৩।২।২৮) সূত্রের দ্বারা জন্মেজয়াদি পদের ব্যুৎপত্তি লক্ষ্য করা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ পাণিনি যখন "কলাপি-বৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ" (৪।৩।১০৪) এবং "শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি" (৪।৩।১০৬) ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বৈশম্পায়ন ও শৌনকাদির নাম করিয়াছেন, তখন তিনি জন্মেজয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কিরূপে হইতে পরেন? কারণ, বৈশম্পায়ন ও শৌনকাদি ঋষিগণ জন্মেজয়ের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

মহাদেবের প্রসাদে পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। সেই জন্য নন্দিকেশ্বরের কাশিকায় উক্ত হইয়াছে—'নৃত্যাবসানে নটরাজরাজো ননাদ ঢক্কাং নবপঞ্চবারান্। উদ্ধর্ত্তুকামঃ সনকাদিসিদ্ধানেতদ্ বিমর্শে শিবসূত্রজালম্॥' এই মতবাদ যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা

পাণিনিকে ভগবান্ উপবর্ষের শিষ্য ও কাত্যায়নের সতীর্থ বলিয়া থাকেন। (কাত্যায়ন দেখুন)।

পাণিনি মুনি ব্যাকরণের উদ্ভাবয়িতা নহেন। কারণ ব্যাকরণ বেদাঙ্গের অন্তর্গত এবং উহা স্মৃতিপদবাচ্য। পাণিনির পূর্ব্বে ঋকৃপ্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল। কেহ কেহ বলেন, পাণিনির পূর্ব্বে 'মাহেশ' নামেও একখানি সুবৃহৎ ব্যাকরণগ্রন্থ প্রচলিত ছিল এবং ব্যাসাদি ঋষিগণ উহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই জন্য উক্তিও আছে—'যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ। তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে ॥" ভাষাব অনেকাংশ পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এবং লোকের ধীশক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কতকটা ক্ষীণ হওয়ায় শ্রুতিস্মৃতি-সমুদ্ধৃত মাহেশব্যাকরণেব সারসংগ্রহ করিয়া পাণিনির অষ্টাধ্যায়িরচনা বিচিত্রও নহে। কিন্তু প্রাচীনতম ঋকৃপ্রাতিশাখ্যাদি গ্রন্থে যেরূপ উপদেশ প্রথা আছে বা মাহেশাদি ব্যাকরণে যেরূপ উপদেশপ্রথা প্রচলিত ছিল,তাহার ব্যত্যয় করিযা পাণিনি ব্যাকরণশাস্ত্রকে কালোপযোগী করিবার নিমিত্ত অষ্টাধ্যায়ীতে একটী যে নূতন প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কালপ্রবাহেব সঙ্গে সঙ্গে উপদেশপ্রথার পরিবর্ত্তন হয়—এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পাবেন না। সেইজন্য মহাভাষ্যে পতঞ্জলিই বলিযাছেন—"পুরাকল্প এতদাসীৎ সংস্কারোত্তবকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকবণং স্মাধীয়তে। তেভ্য স্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে। তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি—'বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ'। অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এব বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যোঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্রমন্বাচষ্টে"। 'অন্বাচষ্টে'পদ' দেখিয়া কেহ কেহ 'আচার্য্য'শব্দে পতঞ্জলিকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, পতঞ্জলি আপনাকে পাণিনির

সমকালবর্ত্তী কল্পনা করিয়া পাণিনির কালকেই 'অদ্যতন' বলিয়াছেন এবং পাণিনিকেই আচার্য্য বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থাৎ যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া পাণিনি কর্ত্তৃক এই ব্যাকরণ প্রণীত হয়, পতঞ্জলি সেই ভাবই ব্যক্ত করিয়াছেন। পাণিনি মাহেশাদির ন্যায় কোন না কোনও গ্রন্থকে অনুসরণ না করিলে পতঞ্জলি কখনই 'অন্বাচষ্টে' বলিতেন না। ইহা ব্যতীত অষ্টাধ্যায়ী হইতে জানা যায় যে, অত্রি, আঙ্গিরস, আপিশলি, কঠ, গালব, চরক, পারস্কর, জাবাল, তিত্তিরি, ভারদ্বাজ, বৈশম্পায়ন, শৌনক, স্ফোটায়ন এবং শাকল্যাদি শাব্দিক আচার্য্যগণ পাণিনির পূর্ব্বে অতীত হইয়াছেন।

তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম যে,মাহেশ বলিয়া কোনও ব্যাকরণ ছিল না এবং উহা একটী লৌকিক প্রসিদ্ধিমাত্র। কিন্তু ব্যাড়ির লক্ষশ্লোকাত্মক 'সংগ্রহ' নামক ব্যাকরণ পাণিনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট নহে—ইহা ত কখনও বলা যায় না। কথাসরিৎসাগর প্রণেতা সোমদেবভট্টের মতে পাণিনি যদি কাত্যায়নের সামসময়িক হন, তাহা হইলে উভয় ঋষিই 'সংগ্রহ' নামক ব্যাকরণ দেখিয়াছেন। কারণ ১।২।৬৪ সূত্রের ৪৫ বার্ত্তিকে এবং অন্যান্য স্থানেও কাত্যায়ন মুনি সংগ্রহের বা সংগ্রহকারের উল্লেখ করিয়াছেন। আর পাণিনি যদি কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী হন, তাহা হইলে ব্যাড়ি কখন পাণিনির পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। কারণ, যে শৌনককে পাণিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াছেন, সেই শৌনকই ঋক্প্রাতিশাখ্যের তৃতীয় পটলে ব্যাড়ির প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিয়াছেন। (ব্যাড়ি দেখুন)। সুতরাং পাণিনি যে ব্যাড়িপ্রণীত'সংগ্রহ'নামক ব্যাকরণ দেখিয়াছিলেন, তাহাতে কাহারও সন্দেহ করিবার অবকাশ উপলব্ধ নহে।

সপ্তমাধ্যায়ের এবং অষ্টমাধ্যায়ের তৃতীয় পাদে পাণিনি গার্গ্যশাকটায়নাদির নাম ভূয়ো ভূয়ঃ উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্যাড়ির ন্যায় এই সকল আচার্য্যের নিরুক্ত ও ব্যাকরণ উভয়-বিধ গ্রন্থই ছিল। সেই জন্য পাণিনির পূর্ব্বাচার্য্য যাস্ক-ঋষি নিরুক্তের উপোদ্‌ঘাতে বলিয়াছেন—"তত্র নামান্যাখ্যাতজানীতি শাকটায়নো নৈরুক্তসময়শ্চ, ন সর্ব্বাণীতি গার্গ্যো বৈয়াকরণানাং চৈকে"। (১।১২।২-৩)। গার্গ্যাদিপ্রণীত ব্যাকরণ-গ্রন্থ কেবল যে যাস্কই দেখিয়াছেন—তাহা নহে, পতঞ্জলিও দেখিয়া থাকিবেন। এইসকল গ্রন্থ পতঞ্জলি না দেখিলে 'উনাদযো বহুলম্' (৩।৩।১) এই পাণিনি সূত্রের মহাভাষ্যে তিনি কখনই বলিতেন না—'নাম চ ধাতুজমাহ নিরুক্তে ব্যাকরণে শকটস্য চ তোকম্। যন্ন পদার্থবিশেষসমুত্থং প্রত্যয়তঃ প্রকৃতেশ্চ তদূহ্যম্॥' যে সকল গ্রন্থ অন্ততঃ যাস্কের সময় হইতে পতঞ্জলিব সময় পর্য্যন্ত সমালোচিত হইয়াছে, তাহা কখনও পাণিনির নিকট অপবিচিত থাকিতে পাবে না। অতএব পাণিনিব দ্বারা নূতনভাবে ব্যাকবণশাস্ত্রের উপদেশ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলেও তাঁহাকে ব্যাকরণের উদ্ভাবয়িতা বলা যায় না।

ভগবান্ পাণিনি ব্যাকরণশাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা না হইলেও তাঁহাকে স্মৃতিকার বলিতে কেহ আপত্তি করিতে পারেন না। কারণ পাণিনি-দর্শন স্মৃতিপদবাচ্য। পূর্ব্বগ্রন্থের সহায়তা লইয়া অষ্টাধ্যায়ী প্রণীত হইলেও উহাব স্মৃতিনাম ব্যাহত নহে। অগ্নিবেশাদিপ্রণীত বৈদ্যগ্রন্থেব সহায়তা লইয়া চরকমুনি চরকসংহিতা প্রণযন করিয়াছেন বলিয়া চরক-সংহিতার 'স্মৃতি'নাম কি ব্যাহত হইয়াছে? কখনই নহে। কারণ শাখাদিসংবলিত শ্রুতির তাৎপর্য্য স্মরণ করিয়াই ঋষিগণ ঐ সকল শাস্ত্র প্রণযন করিয়াছেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, সম্যগ্‌ভাবে পাণিনি-দর্শনের অনুশীলন কবিলে পুরুষ মোক্ষভাক্ হইতেও পারেন। কথাটী অর্থবাদ নহে, কাবণ শ্রুতি বলিয়াছেন—একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্ ভবতি'।

পার্থসারথি মিশ্র (শাস্ত্রদীপিকাদিপ্রণেতা)। প ১০৫, ১৩৪, ১৫৭।
৯ম খ্রীষ্টশতাব্দী। পার্থসারথি একজন সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক। ইনি জৈমিনিসূত্রের উপর শাস্ত্রদীপিকা নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত মীমাংসাবার্ত্তিকের উপর ইহার ন্যায়রত্নাকর একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ।

পিঙ্গলাচার্য্য (ছন্দঃসূত্রকার)। ১৮১, ১৮২।
পিঙ্গলাচার্য্য 'নাগ' বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেইজন্য কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিই পিঙ্গলাচার্য্য। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

পিঙ্গলাচার্য্য একজন প্রচীন ঋষি। ইনি জন্মেজয়ের সর্পসত্রে অধ্বর্য্যু বা সদস্য ছিলেন বলিয়া 'নাগ' উপাধি পাইয়াছিলেন। জৈমিনিকৌৎসাদি ঋষি ইহাব সামসময়িক। মহাভারতস্থিত আদিপর্ব্বের অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—'উদ্‌গাতা ব্রাহ্মণো বৃদ্ধো বিদ্বান্ কৌৎসোঽথ জৈমিনিঃ। ব্রহ্মাভবচ্ছার্ঙ্গরবোঽথাধ্বর্য্যুশ্চাপি পিঙ্গলঃ॥' ইহার পরেই দেখা যায় যে, আর একজন পিঙ্গল ঋষি উক্ত সর্পযজ্ঞের সদস্য হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহাদের মধ্যে একজন পিঙ্গল ছন্দঃসূত্রকার কি না তাহা অনুসন্ধেয়।

বিন্দুসারের প্রধান সভাপণ্ডিত বৎসদেশীয় পিঙ্গলাচার্য্য প্রাচীন ছন্দঃসূত্রের কালোপযোগী সংস্করণ করিয়া বর্ত্তমান ছন্দঃসূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ভবিষ্যতে অশোকের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘোষনা করায় অশোক রাজা হইয়া ইহাকে 'আর্য্যভট্ট' উপাধি দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী আর্য্যভট্টগণ ইহাকে বৃদ্ধ আর্য্যভট্ট বলিয়াছেন। আর্য্যভট্ট দেখুন।

প্রকাশাত্ম যতি (পঞ্চপাদিকা-বিবরণকার)। প ১৩৮, ১৪৫।
১১-১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। প্রকাশাত্ম যতি পদ্মপাদমতোপজীবী বলিয়া ইহাকে পদ্মপাদের শিষ্য বলা হয়, কিন্তু ইনি অনন্তানুভব স্বামীর সাক্ষাৎ-শিষ্য। পদ্মপাদপ্রণীত পঞ্চপাদিকার

বিবরণ লিখিয়া ইনি যশোভাগী হইয়াছেন। পরিশিষ্টের ১৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রকাশানন্দ (বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলীকার)। প ২০৬।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ইনি জ্ঞানানন্দ স্বামীর শিষ্য। মল্লিকার্জ্জুন যতীন্দ্র প্রকাশানন্দের নামান্তর। বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী ইঁহাকে যশোভাগী করিয়াছে। ইনি চৈতন্যদেবের শিষ্য ছিলেন বলিযা প্রসিদ্ধি আছে।

প্রভাকর বা গুরু (বৃহতীপ্রণেতা অর্থাৎ মীমাংসাসূত্রভাষ্যকার)। প—১৫৭,১৮২, ২১৩, ২৪০, ২৪৫।

৭ম খ্রীষ্টশতাব্দী। প্রভাকর কুমারিলের শিষ্য এবং শালিকনাথ মিশ্রেব গুরু। "অত্র তুনোক্তং তত্রাপিনোক্তমতঃ পৌনরুক্ত্যম্" এই বাক্যাংশের অর্থসঙ্গতি কবায় তিনি ভট্টপাদ কুমারিল কর্ত্তৃক গুরুনামে অভিহিত হন। সেই জন্য এখনও পর্য্যন্ত প্রভাকবের মতবাদকে গুরুমত বলা হয়।

পুরাকালে ভগবান্ উপবর্ষ এবং তাঁহার শিষ্য বাক্যকার কাত্যায়ন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক মীমাংসাসূত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করিযাছিলেন। অবান্তরবিষয়ে কুমারিল-প্রভাকরের ন্যায় ইঁহাদেরও মতভেদ ছিল। পরে শবরস্বামী যথাশক্তি উভয়মতের সামঞ্জস্য করিযা মীমাংসাসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। তদনন্তর ভবদাস ও ভর্ত্তৃমিত্রাদি মীমাংসকগণ ঔপবর্ষমতের প্রাধান্য দেখাইয়া এবং তুতাতভট্ট ও হরিমিশ্রাদি মীমাংসকগণ কাত্যায়নমতেব প্রাধান্য দেখাইয়া মীমাংসাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন। কুমারিলাদির পূর্ব্বে ইঁহাদের সকলেরই মতবাদ 'সংগ্রহ' নামক একখানি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এখনকাব লোকের নিকট পবিচয় না থাকিলেও ভব-দাসাদি প্রাচীন মীমাংসকের নাম বা সংগ্রহাদি প্রাচীন গ্রন্থের নাম কুমারিলের মীমাংসাবার্ত্তিকে, গুরুপ্রভা-করের বৃহতীতে, পার্থসারথি মিশ্রের শাস্ত্রদীপিকায় বা

শালিকনাথ মিশ্রের ঋজুবিমলাদি ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

কুমারিল ও প্রভাকর গুরুশিষ্য হইলেও কোন কোন ও প্রসঙ্গে তাঁহাদের মতভেদ দৃষ্ট হয়। কারণ ভট্টপাদ কুমারিল উপবর্ষের দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া মীমাংসাবার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, এবং গুরুপ্রভাকর কাত্যায়নমতোপজীবী হইয়া বৃহতী প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং বিষয়বিশেষে ইঁহাদের মতদ্বৈধ ব্যক্তিগত নহে। উহাতে প্রাচীন মীমাংসকদ্বয়ের দৃষ্টিভেদ প্রতিফলিত রহিয়াছে বলিয়া উক্ত গুরুশিষ্যের মতবিরোধ দোষাবহ হয় নাই। বরং চ গুরুমতে কাত্যায়নের মতবাদ সংরক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া ভট্টপাদসমাশ্বস্তই হইয়াছিলেন।

প্রশস্তপাদ আচার্য্য (পদার্থধর্ম্মসংগ্রহকার)। প ১৬৪, ২২৭।

৪-৫ম খ্রীষ্টশতাব্দী। প্রশস্তপাদ দিঙ্‌নাগের সাময়িক। 'পদার্থধর্ম্ম সংগ্রহ' বৈশেষিকসূত্রের ভাষ্য হইলেও উহাতে অন্যান্য বিষয় আচরিত হইয়াছে। কিন্তু অধিকরণবলে ঐ সকল বিষয়ের প্রাপ্তিও দুর্ঘট নহে। ১০-১১শ শতাব্দীতে ইহার উপর শ্রীধরের ন্যায়কন্দলী ও উদয়নের কিরণাবলী লিখিত হইয়াছে।

বল্লাল সেন (সাগরপ্রণেতা)। প ৫৬৯

১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। আনন্দভট্টের বল্লালচরিতে লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজাধিরাজ বল্লাল সেন রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা এই পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন। কেহ কেহ মহারাজকে বৈদ্য বলিয়াছেন, কিন্তু অনেকের মতে তিনি কায়স্থ ছিলেন। বল্লালচরিতে তিনি ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৌদ্ধপ্লাবিত গৌড়দেশকে পালবংশের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তিনি সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হন। যাহাতে দেশ পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মে আক্রান্ত না হয় তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণকায়স্থগণের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার ব্যবস্থা করিয়া সমাজের দৃঢ়তা সম্পাদন করেন।

মহারাজ বল্লাল সেনের আচারসাগর, প্রতিষ্ঠাসাগর, দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর বঙ্গদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। মদনপারিজাতে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত আচার-সাগরের প্রামাণ্য গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্ভুতসাগর বল্লাল সেন কর্ত্তৃক আরব্ধ হইলেও উহা লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক সমাপ্ত হইয়াছিল। দান সাগরে উক্ত হইযাছে—'লোকে প্রসিদ্ধমেতদ্-বিষ্ণুরহস্যং চ শিবরহস্যং চ দ্বয়মিহ ন পরিগৃহীতং সংগ্রহরূপত্বম-বধার্য্য'। ইহা লইয়া একাদশীতত্ত্বে রঘুনন্দন বলিয়াছেন—'বিষ্ণুরহস্যানার্ষত্বস্য দানসাগবে অনিরুদ্ধভট্টেনাভিহিতত্বাচ্চ।' স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যেব অভিপ্রায় এই যে, অনিরুদ্ধ ভট্টই দানসাগবাদি গ্রন্থ প্রণয়ন কবিযা মহারাজেব নামে প্রচার করিযাছেন। কিন্তু দানসাগবে স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে—"শ্রীবল্লালনবেশ্বরো বিচরযত্যেতং গুবোঃ শিক্ষয়া" ইত্যাদি। বোধ হয গ্রন্থকাব ব্রাহ্মণেতব বলিয়াই রঘুনন্দন ঐ রূপ অনুমান কবিযাছেন।

মহাবাজ বিজয় সেনের ঔবসে বল্লাল সেনের জন্ম হয। ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেন পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইযাই মহাবাজ বল্লাল সেন গৌড হইতে পালবংশকে বিতাড়িত কবেন। এই সমযে মিথিলাও তাঁহার হস্তগত হয়। মিথিলাপ্রাপ্তিব সময়ে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। এই দুইটী ঘটনা চিবস্মবণীয করিবার জন্য ১০৪১ শকে অর্থাৎ ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাবাজ কর্ত্তৃক লক্ষ্মণসংবৎ (লসং) প্রচলিত হয়।

মহাবাজ বল্লালসেন ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত অনিরুদ্ধ ভট্ট নামক একজন কুলাচার্য্যের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং ক্রমশঃ বিবিধভাবে অভিষিক্ত হইয়া কৌলধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কৌলীন্যধর্ম্মে জাতিবিভাগ তিরোহিত বলিয়া বল্লাল সেন দান-সাগবাদি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আগন্তুক

ধর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করায় অনিরুদ্ধ ভট্টও ইহাতে কোনও আপত্তি করেন নাই। বেদে স্ত্রীলোকের বা শূদ্রের অধিকার নাই, তথাপি ব্রহ্মজ্ঞানহেতু অম্ভৃণকন্যা বাগ্‌দেবী বা কক্ষশ মুনি ঋষিত্ব পাইয়া ঋগ্বেদের মন্ত্র দর্শন করিয়াছিলেন। যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বাগ্‌দেবী 'অহং দেবেভিঃ' ইত্যাদি ঋগ্‌বেদীয় দেবীসূক্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, মহারাজ বল্লাল সেনও ব্রাহ্মণেতর হইলেও সেইভাবেই দানসাগরাদিগ্রন্থের সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন।

বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের মিলন ঘটাইবার জন্য মহারাজ নানাবিধ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাতে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রতি নানাবিধ অপবাদের আরোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তথাপি তিনি শাস্ত্রোক্ত বেদতন্ত্রমিশ্রিত আচারপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিরোভাবের পূর্ব্বে মহারাজ স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের প্রতি ভাগবতাদি পুরাণোক্ত এবং মহানির্ব্বাণাদিতন্ত্রোক্ত মিশ্রপূজাপদ্ধতি প্রচার করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মগুপ্ত (ব্রহ্মসিদ্ধান্তকার)। প ৫৭৫

৬—৭ম খৃষ্টশতাব্দী। ৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মগুপ্ত মূলস্থানে অর্থাৎ মূলতানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম বিষ্ণু। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্রহ্মসিদ্ধান্তের পুনঃসংস্করণ করেন। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ব্রহ্মগুপ্তের স্বরচিত নহে, কারণ উহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ১ম খৃষ্টশতাব্দীতে দ্বিতীয় বরাহমিহির ব্রহ্ম-সিদ্ধান্তের প্রথমসংস্করণ প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ প্রত্যেক সংস্করণেই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত একখানি অঙ্কশাস্ত্রের গ্রন্থ। পৃথূদক স্বামী ইহার টীকাকার। ব্রহ্মগুপ্তের খণ্ডখাদ্য একখানি করণগ্রন্থ। আমরাজ ইহার টীকাকার।

ভট্টভাস্কর (রুদ্রাধ্যায় ভাষ্যকার)। প ৮৩, ১০৫।

১০ম খৃষ্টশতাব্দী। যজুর্ব্বেদের উপর ভট্টভাস্করের জ্ঞানযজ্ঞ নামক ভাষ্য একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইনি বেদান্তভাষ্যকার ভাস্করাচার্য্যের বংশধর এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ।

ভট্টোজি দীক্ষিত (সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রণেতা)। প ১৩৯, ১৭৩।

১৬-১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ভট্টোজি দীক্ষিত লক্ষ্মীধর সূরির পুত্র, বীরেশ্বর দীক্ষিতের পিতা এবং হরিহব দীক্ষিতের পিতামহ। কোণ্ডভট্টের পিতা রঙ্গোজি দীক্ষিত ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। শেষশ্রীকৃষ্ণেব নিকট ইনি ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রেব 'প্রক্রিয়াকৌমুদী' অনুসরণ করিয়া ভট্টোজি দীক্ষিত 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' প্রণয়ন করেন। তাঁহার প্রৌঢমনোরমা সিদ্ধান্তকৌমুদীর টীকাস্থানীয়। অলংকারশাস্ত্রেও দীক্ষিতেব প্রবীণতা ছিল। সেইজন্য প্রসিদ্ধি আছে যে, শাহ্‌জাহানের সভায় 'রসগঙ্গাধব' প্রণেতা জগন্নাথের সহিত তিনি বিচারযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অপ্পয়দীক্ষিতের নিকট বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভট্টোজি দীক্ষিত অদ্বৈতবাদী হন। মহাভাষ্যের উপব 'শব্দকৌস্তভ' এবং শাঙ্কর ভাষ্যের উপর 'তত্ত্বকৌস্তুভ' ইঁহার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ভর্ত্তৃহরি (বাক্যপদীয়প্রণেতা এবং ভট্টিকাব্য প্রণেতা)। ১০৩, ১০৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪৪।

৭ম খ্রীষ্টশতাব্দী। জয়মঙ্গলায় উক্ত হইয়াছে, ভর্ত্তৃহরি শ্রীস্বামীর ঔরসে জন্মগ্রহণ কবেন। ভট্টিস্বামী বা ভর্ত্তৃস্বামী ইঁহার নামান্তর। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্ চোয়াঙ্গের এবং ইট্‌সিঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তদ্বয় হইতে ভর্ত্তৃহরির স্থিতিকাল নির্ণীত হইয়া থাকে। (কুমারিল দেখুন)। গুজ্‌রাট্ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত বল্লভীপুবে রাজা শ্রীধর সেনের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া ইনি বাক্যপদীয় অর্থাৎ হবিকারিকা এবং ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভট্টির ২২শ সর্গেও লিখিত হইয়াছে

—কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বল্লভ্যাং শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্। (৩৫ শ্লোক)। সুবিচক্ষণ টডের এবং ফার্গুসনের পুরাবৃত্তদ্বয় হইতে জানা যায় যে, মগধপতি ভট্টারক ৪৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হইয়া গুজ্‌রাটে রাজ্যস্থাপন করেন এবং তাঁহার বংশই বল্লভীবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই বংশে রাজা শ্রীধর সেন জন্মগ্রহণ করেন এবং সপ্তম খ্রীষ্টশতাব্দীতে তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হন।

বল্লভীপুরের নৃপতিগণ আপনাদিগকে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। সেইজন্য বোধ হয় কবি 'যা লোকদ্বয় সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী'—এই ন্যায় অবলম্বন পূর্ব্বক ভট্টিকাব্য লিখিয়া ঐহিক ও পারলৌকিক শ্রেয়ঃকর্ম সাধন করেন। ভট্টিকাব্য চারিকাণ্ডে বিভক্ত। ১ম হইতে ৫ম সর্গের নাম প্রকীর্ণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম সর্গের নাম অধিকারকাণ্ড, ১০ম হইতে ১৩শ সর্গের নাম প্রসন্নকাণ্ড এবং এবং ১৪শ হইতে ২২শ সর্গের নাম তিঙন্তকাণ্ড। উক্ত প্রসন্নকাণ্ডে অলংকারশাস্ত্র উদাহৃত হইয়াছে। সেইজন্য কবিবর ভর্তৃহরিকে সকলেই আলংকারিক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। বাক্যরণি ও রচনাপদ্ধতি দেখিয়া এই ভর্তৃহরিকে বাক্যপদীয়-প্রণেতা বলিয়া আপাততঃ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে।

ভর্তৃহরি মালবেশ্বর (বৈরাগ্যশতকাদিপ্রণেতা)। প ১০৭। ৬-৭ শ খ্রীষ্টশতাব্দী। গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে ভর্তৃহরির জন্ম হয়। ইনি মালবান্তর্গত উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতাহেতু ভোগমার্গে বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসী হইবার জন্য ইনি বলিয়াছিলেন—"যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা সাপ্যন্য মিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ। অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ॥" রাজাবলীতে ও বত্রিশসিংহাসনে ভর্তৃহরির বিবরণ দৃষ্ট হয়।

বিরক্তিহেতু ভর্ত্তৃহরি রাজ্যত্যাগ করিয়া তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা যশোধর্ম্মাকে রাজ্যাধিকার প্রদান করেন। যশোধর্ম্মা মিহিরকুলকে এবং অন্যান্য হূণগণকে পরাস্ত করিয়া বিক্রমাদিত্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এদিকে ভর্ত্তৃহরি সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া চুণার পর্ব্বতে সমাধিস্থ হন। ইঁহার শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক নামে তিন খানি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়।

রাজ্যকালে ভর্ত্তৃহরি বৌদ্ধগণের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করেন নাই। বরং চ তাঁহার ভ্রাতা যশোধর্ম্মাই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হূণগণকে নির্য্যাতন করিয়া বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। ধর্ম্মসম্বন্ধে রাজা ভর্ত্তৃহরির যথেষ্ট তিতিক্ষা শুনিয়া চীনদেশীয় পর্য্যটক ইট্‌সিঙ্‌ তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তদনুসারে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভর্ত্তৃহরিপ্রণীত "ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তাঃ" ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া ইট্‌সিঙ্‌কে সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবপক্ষে ভর্ত্তৃহরি যোগদৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই ঐ সকল শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্‌ব্যতীত "একো দেবঃ কেশবো বা শিবো বা" ইত্যাদি শ্লোক দেখিয়া কে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিতে পারেন? চুণারে এখনও ভর্ত্তৃহরির সমাধিস্থান রক্ষিত আছে, এবং হিন্দুমাত্রই চুণারে যাইলে সেই পুণ্যস্থান দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও বৌদ্ধসন্ন্যাসী তীর্থবুদ্ধিতে ঐ স্থানে গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না।

ভর্ত্তৃহরির অলৌকিক কবিত্ব সকলের নিকটেই পরিচিত আছে। তাঁহার কোন কোনও কবিতা দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে স্বভাবকবি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। স্বভাবকবি হইলেও ভট্টিকাব্যপ্রণেতার ন্যায় তাঁহাকে ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ বলা যায় না। বরং চ তাঁহার কোন কোনও শ্লোকে

অপাণিনীয় পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় রাজা ভর্তৃহরিকে বাক্যপদীয়ের রচয়িতা বলিয়া অনুমান করা সঙ্গত নহে।

ভবদেব (দশকর্ম্মপদ্ধতি এবং তৌতাতিতমততিলকাদি প্রণেতা)। প ৬১৮। ১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। গোবর্দ্ধন গঙ্গোপাধ্যায়ের ঔরসে রাঢ়দেশে ভবদেব ভট্টের জন্ম হয়। ইহারা কৌথুমিশাখান্তর্গত সামবেদী সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। ভবদেব ভট্ট প্রথমে রাজা হরিবর্ম্মদেবের শ্রীকরণাধিপ (সেক্রেটারী) ছিলেন, এবং পরে তাঁহার বিশ্রাম-সচিব হন। ভবদেবের কর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতি অর্থাৎ দশকর্ম্মপদ্ধতি বা দশকর্ম্মদীপিকা অনুসারে আমাদের উপনয়নাদি সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার ব্যবহারতিলক একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ব্যবহারতিলক আইনবিষয়ক গ্রন্থ। তৌতাতিতমততিলকে ভবদেব ভট্ট অনেক প্রাচীন বিষয়ের গবেষণা করিয়াছেন। ইহার পুষ্পিকায় তিনি লিখিয়াছেন— "যো নাম কশ্চিদিহ সংবিদিতং প্রমেয়ং গ্রন্থান্তরে লিখতি বা বদতি স্বয়ং বা। মৎকর্তৃতা মননুকীর্ত্ত্য স কীর্ত্তিলোপা স্নিঃসন্ততির্জগতি জন্মশতানি ভূয়াৎ॥" শ্লোকটী যখন লিখিয়াছেন, তখন বলিবার কিছুই নাই। তবে ইহা না লিখিলেই ভাল হইত।

ভবভূতি (মহাকবি এবং মীমাংসক)। প ২৫০।

৭—৮ম খ্রীষ্টশতাব্দী। ভবভূতি যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ। মালতী-মাধব হইতে জানা যায় যে, তিনি বিদর্ভরাজ্যের অর্থাৎ বেরারের অন্তর্গত পদ্মাবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পারা অর্থাৎ পার্ব্বতী ও দক্ষিণসিন্ধু নামক নদীদ্বয়ের সঙ্গমবর্ত্তী নগরই পদ্মাবতী বা পদ্মপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কোন কোনও পুরাবেত্তা বলেন, পদ্মনগরের নিকটবর্ত্তী কলাবতীগ্রামে নীলকণ্ঠের ঔরসে এবং জাতুকর্ণীর গর্ভে ভবভূতির জন্ম হয়। শেষবয়সে নীলকণ্ঠ বিশেষ যোগসম্পত্তির অধিকারী হইয়া-

ছিলেন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীকণ্ঠনীলকণ্ঠ ভবভূতির নামান্তর।

জ্ঞাননিধির নিকট বিদ্যালাভ করিয়া ভবভূতি ভট্টপাদ কুমারিলের নিকট মীমাংসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার সভায় তিনি ৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে সভাপণ্ডিত হন। মালতীমাধব, মহাবীর চরিত এবং উত্তর-রামচরিত ভবভূতিকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মালতীমাধবের শেষাংশ সুব্রহ্মণ্যকবি কর্ত্তৃক প্রণীত হয়।

চিৎসুখ আচার্য্য এবং প্রত্যক্স্বরূপ ভগবান্ বলেন যে, উম্বেক ভবভূতির নামান্তর। কিছুকাল পূর্ব্বে শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গপণ্ডিত এ সম্বন্ধে একখানি প্রাচীন মালতীমাধব গ্রন্থে তিনটী প্রমাণও পাইয়াছেন। প্রমাণ তিনটী এইরূপ—

(১) 'ইতি শ্রীভট্টকুমারিলশিষ্যকৃতে মালতীমাধবে তৃতীয়োঽঙ্কঃ।'

(২) 'ইতি শ্রীকুমারিলস্বামিপ্রসাদপ্রাপ্তবাগ্‌বৈভবশ্রীমদুম্বেকাচার্য্য-বিরচিতে মালতীমাধবে ষষ্ঠোঽঙ্কঃ।

(৩) 'ইতি শ্রীভবভূতিবিরচিতে মালতীমাধবে দশমোঽঙ্কঃ'।

হস্তলিখিত মালতীমাধবখানি চিৎসুখাচার্য্যের কথা সমর্থন করিয়াছে। মণ্ডনমিশ্রপ্রণীত ভাবনাবিবেকাদির উপর উম্বেকের টীকা সুপ্রসিদ্ধ। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্ন বলেন, মীমাংসাশাস্ত্রে উম্বেক গুরুপ্রভাকরের ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী মীমাংসক ছিলেন। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—"উম্বেকঃ কারিকাং বেত্তি তন্ত্রং বেত্তি প্রভাকরঃ।"

কেহ কেহ মণ্ডন মিশ্রকে উম্বেক বলিয়া অনুমান করেন। কারণ মিশ্রেরও একটী নাম উম্বেক। কিন্তু ভাবনাবিবেকাদি গ্রন্থ যখন মণ্ডনমিশ্রকৃত বলিয়া পরিচিত, তখন গ্রন্থকারের স্বরচিত টীকাসমূহকে উম্বেককৃত বলিয়া পরিচয় দিবার কোনও বলবৎ কারণ উপলব্ধ নহে। এতদ্ব্যতীত আমরা উল্লিখিত যে

সকল লৌকিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ দেখিতে পাই, তাহাতে ভবভূতিকেই উম্বেক বলিয়া গ্রহণকরা কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে।

ভর্তৃযজ্ঞ (মনুসংহিতাদির ভাষ্যকার) ১৯৭, প ৫০১। ভর্তৃযজ্ঞ অসহায় আচার্য্যের পরবর্ত্তী এবং মেধাতিথির পূর্ব্ববর্ত্তী। মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়স্থিত তৃতীয়শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি ভর্তৃযজ্ঞের নাম করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভর্তৃযজ্ঞ মনুসংহিতার একজন প্রাচীন ভাষ্যকার। সম্ভবতঃ ইনি কুমারিল ভট্টের সামসময়িক। আপস্তম্বসূত্রার্থ-ধ্বনিতার্থকারিকায় ভর্তৃযজ্ঞের নাম দৃষ্ট হয়। 'যথাঽধ্যয়নসংসিদ্ধঃ' ইত্যাদি শ্লোকও দেখুন। চণ্ডেশ্বর চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার গৃহস্থরত্নাকরাদি গ্রন্থ দেখিলে মনে হয়, তিনিও ভর্তৃযজ্ঞের গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে উহা পাওয়া যায় না।

ভামহ (কাব্যালংকার প্রণেতা)। প ৬২৮।

৭ম খ্রীষ্টশতাব্দী। ভামহ রক্রিল গোমিলের পুত্র। পিতার নাম দেখিয়া কেহ কেহ ভামহকে বৌদ্ধ পণ্ডিত বলেন। কিন্তু ইহা চিন্তনীয়। ভামহ কাশ্মীরবাসী পণ্ডিত ছিলেন।

ভারতীতীর্থ বা আনন্দভারতীতীর্থ (বৈয়াসিকন্যায়মালা প্রণেতা) প ৬০, ১০৭, ১৩৬, ১৩৯, ২০৬।

১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ভারতী তীর্থ বিদ্যারণ্যমুনির অর্থাৎ মাধবাচার্য্যের গুরু। ইনি শৃঙ্গগিরির অর্থাৎ শৃঙ্গেরীর মঠে মঠাধীশ হইয়াছিলেন।

ভারতীতীর্থের বৈয়াসিকন্যায়মালা এবং দৃগ্‌দৃশ্য বিবেকাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। বৈয়াসিকন্যায়মালার অনুকরণে বিদ্যারণ্যমুনি জৈমিনীয়ন্যায়মালা রচনা করিয়াছেন। বিদ্যারণ্য মুনির সহিত ভারতীতীর্থ পঞ্চদশী প্রণয়ন করেন।

ভারবি (কিরাতার্জ্জুনীয় প্রণেতা)। প ৫৯০।

৫-৬ষ্ঠ খ্রীষ্টশতাব্দী। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে চালুক্যরাজপ্রদত্ত তাম্র-

শাসনে ভারবির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোনও পুরাবিৎ পণ্ডিত কাঞ্চীনগরে ভারবির বসতিস্থান বলিয়াছেন। কিন্তু প্রবাদ আছে, হিমালয় পর্ব্বতে তিনি কিরাতার্জ্জুনীয় নামক মহাকাব্যখানি রচনা করেন।

কিরাতার্জ্জুনীয় অর্থগৌরবে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই জন্য উক্ত হইয়াছে—'উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্'। বহুকাব্যাদিটীকাকৃদ্ মল্লিনাথ বলিয়াছেন —"নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্‌বিভজ্যতে।

স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকা যথেপ্সিতম্॥

ভাবগণেশ বা ভাবাগণেশ দীক্ষিত (সাংখ্যতত্ত্বপ্রদীপিকাদিপ্রণেতা)। প ৫০২। ১৬-১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। গণেশদীক্ষিত ভাববিশ্বনাথের পুত্র। ইনি বিজ্ঞান ভিক্ষুর প্রধান শিষ্য ছিলেন।

ভাস (স্বপ্নবাসবদত্তাদি প্রণেতা)—প ৫৯১

২-৩য় খ্রীষ্টশতাব্দী, মতান্তরে ৫ম খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। ভাস কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ মালবিকাগ্নিমিত্রে কালিদাস লিখিয়াছেন—'ভাসসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্' ইত্যাদি। মালবিকাগ্নিমিত্রের কোন কোনও সংস্করণে লিখিত হইয়াছে— 'ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্'। এইরূপ পাঠান্তর দেখিয়া মনে হয়, ধাবক * ভাসের নামান্তর বা উপাধিবিশেষ। কারণ কবিবিমর্শে রাজশেখর লিখিয়াছেন—কারণং তু কবিত্বস্য ন সম্পন্নকুলীনতা। ধাবকোঽপি হি যদ্‌ভাসঃ কবীনামগ্রিমোঽভবৎ॥ অতএব কালিদাস ভাসই লিখুন, আর ধাবকই লিখুন, ইহাতে আমাদের অনুমান অসঙ্গত হইবে না। ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায় যে, ভাসের গ্রন্থে যাহা মুকুলিত বা অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত, কালিদাসের গ্রন্থে তাহা সম্পূর্ণ বিকশিত। প্রতিমা-নাটকে ভাস লিখিয়াছেন—'সর্ব্বশোভনীয়ং সুরূপং

---

* ধাবক অর্থাৎ দূত বা রজক।

নাম'। শকুন্তলায় কালিদাস এই বাক্যান্তর্গত ভাবটীর বিকাশ করিবার জন্য বলিলেন—

সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যং
মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি।
ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥

প্রতিমা-নাটকের স্থানান্তরে আবার অর্থান্তরন্যাসের দ্বারা ভাস তপস্যাজনিত ক্লেশসহন লইয়া বলিয়াছেন—

যোঽস্যাঃ করঃ শ্রাম্যতি দর্পণেঽপি
স নৈতি খেদং কলশং বহন্ত্যাঃ।
কষ্টং বনং স্ত্রীজনসৌকুমার্য্যং
সমং লতাভিঃ কঠিনীকরোতি ॥

এই জাতীয় ভাবের পরিমার্জ্জন করিয়া নিদর্শনার দ্বারা শকুন্তলায় কালিদাস বলিলেন—

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপু
স্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষি র্ব্যবস্যতি ॥

প্রতিমানাটকের নায়ক বলিয়াছেন—অপি তপো বর্দ্ধতে? কালিদাসের দুষ্যন্তও বাক্যটীর আবৃত্তি করিয়াছেন। প্রতিমা-নাটকে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন—

আপৃচ্ছ পুত্রকৃতকান্ হরিণান্ দ্রুমাংশ্চ।
বিন্ধ্যং বনং তব সখী র্দয়িতা লতাশ্চ ॥

পরিমার্জ্জিত ভাবে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য লইয়া শকুন্তলায় কালিদাস লিখিয়াছেন—

ভো ভোঃ সন্নিহিতা স্তপোবনতরবঃ!
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাঽপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্।

আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্ ॥

এইরূপে ভাসের অনেক শ্লোক পরিমার্জ্জিত ভাবে মেঘদূত কুমারসম্ভব এবং রঘুবংশাদি কাব্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণবশতঃ কেহই ভাসকে কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে অনিচ্ছুক হন নাই।

ভাস অশ্বঘোষের পরবর্ত্তী। কালিদাস যেমন অনেক বিষয় লইয়া ভাসের নিকট ঋণী, ভাসও সেইরূপ কোন কোনও বিষয় লইয়া অশ্বঘোষের নিকট ঋণী আছেন। অশ্বঘোষের অনেক নীরস ভাব লইয়া ভাস তাহাতে ওজস্বিতা দিয়াছেন। যেমন বুদ্ধচরিতের ত্রয়োদশ সর্গে অশ্বঘোষ লিখিয়াছেন—

কাষ্ঠং হি মন্থন্ লভতে হুতাশং
ভূমিং খনন্ বিন্দতি চাপি তোয়ম্।
নির্ব্বন্ধিনঃ কিঞ্চন নাস্ত্যসাধ্যং
ন্যায়েন যুক্তং চ কৃতং চ সর্ব্বম্ ॥

এই শ্লোকটীতে যে ভাব নিহিত আছে, ভাস তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে বলিলেন—

কাষ্ঠাদগ্নি র্জ্জায়তে মথ্যমানাদ্
ভূমি স্তোয়ং খন্যমানা দদাতি।
সোৎসাহানাং নাস্ত্যসাধ্যং নরাণাং
মার্গারব্ধাঃ সর্ব্বযত্নাঃ ফলন্তি ॥ ১।১৮।

অশ্বঘোষের অপেক্ষা ভাসের শ্লোকটী অধিকতর সুন্দর হইয়াছে—ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং শ্লোকটী লইয়া ভাসের নিকট অশ্বঘোষ ঋণী—এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ উৎকৃষ্ট দেখিয়া অপকৃষ্ট দেখাইবার প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ নহে। অশ্বঘোষ ১-২য় খৃষ্টশতাব্দীতে চতুর্থবৌদ্ধ-

সঙ্গীতির অধ্যক্ষতা করিয়াছেন। কালিদাসের স্থিতিকাল ৪-৫ খৃষ্টশতাব্দীতে সুস্থিত হইয়াছে। কালিদাসের বাল্যাবস্থায় ভাস প্রথিতযশা বলিয়া আমরা অবগত হইয়াছি। ভাস শূদ্রকেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বা সামসময়িক। কারণ, মৃচ্ছকটিক লইয়া ভাসের নিকট শূদ্রক কতকটা ঋণী। মৃচ্ছকটিক দেখিয়া ভাস চারুদত্ত বা দরিদ্রচারুদত্ত লিখিয়াছিলেন—এ কথাও বলা যায় না। কারণ উৎকৃষ্ট দেখিয়া অপকৃষ্ট দেখাইবার প্রবৃত্তি স্বাভাবিক নহে। সুতরাং ভাসকে ২—৩য় খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

'কারণং তু কবিত্বস্য' ইত্যাদি শ্লোকে রাজশেখর ভাসকে ধাবক অর্থাৎ রজক বা ধোপা বলিয়াছেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজচরিতের টীকাকার ভাসকে মুনি বলিয়াছেন। 'সৎকার্য্যসংহারবিধৌ খলানাম্' ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে তিনি লিখিয়াছেন—সোঽগ্নিরপি ভাসমুনেঃ কাব্যং বিষ্ণুধর্ম্মাংশ্চ মুখাৎ ত্যক্তবান্ নাদহদিত্যর্থঃ'। এইরূপ বিরোধ দেখিয়া আমাদের মনে হয়, মহাভারত রামায়ণাদি বিষয়ক সৎকাব্য লিখিয়া দুর্জ্জনদিগের চিত্তমল ক্ষালন করিবার হেতু জনসাধারণ তাঁহাকে রহস্যচ্ছলে ধাবক উপাধি দিয়াছিলেন।

পণ্ডিতপ্রবর গণপতি শাস্ত্রী ভাসকে ৫ম খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু তাঁহার যুক্তিসমূহের বলবত্তা উপলব্ধ নহে। তবে এসম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক বক্তব্য এই যে, 'লুবাখ্যায়িকাভ্যো বহুলম্' এই বার্ত্তিকপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিবার সময় মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনি 'বাসবদত্তা' নাম্নী আখ্যায়িকার নাম করিয়াছেন। (মহাভাষ্য ২য় খণ্ড ২২৮ এবং ৩১৩ পৃষ্ঠা)। এ 'বাসবদত্তা' যদি 'স্বপ্নবাসবদত্তা হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু পতঞ্জলি কি নাটককে আখ্যায়িকা বলিবেন? (শূদ্রক দেখুন)।

শাস্ত্রী মহাশয় ত্রিবাঙ্কুর হইতে যে কয়খানি পুঁথী আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ভাসপ্রণীত কি না—তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার অবকাশ উপলব্ধ নহে। কারণ সাংখ্য-সূত্রের ন্যায় ভাসপ্রণীত গ্রন্থগুলি বেশী দিন লুপ্ত থাকে নাই। কালিদাস, বাণভট্ট, বাক্‌পতি, দণ্ডী, বামন, ভামহ, রাজশেখর, অভিনব গুপ্তাচার্য্য এবং চন্দ্রালোকপ্রণেতা জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ ভাসের গ্রন্থগুলি দেখিয়াছিলেন। এমন কি, গঙ্গাদাস সুরীও সম্ভবতঃ ভাসের গ্রন্থ দেখিয়াছেন। ছন্দোমঞ্জরীতে মাণবক ছন্দের উদাহরণ দেখাইবার জন্য তিনি লিখিয়াছেন—

চঞ্চলচূড়ঞ্চপলৈ র্বৎসকুলৈঃ কেলিপরম্।
ধ্যায় সখে স্মেরমুখং নন্দসুতং মাণবকম্॥

শ্লোকটী ভাসপ্রণীত বালচরিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ অন্যান্য শ্লোকও তিনি ভাসের গ্রন্থ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

গত ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় ভাসপ্রণীত উরুভঙ্গ, পঞ্চরাত্র, কর্ণভার, দূতঘটোৎকচ, দূতকাব্য, বালচরিত, দরিদ্র-চারুদত্ত ও স্বপ্নবাসবদত্তাদি নাটক দক্ষিণত্রিবাঙ্কুর হইতে প্রাপ্ত হইযাছেন। স্বপ্নবাসবদত্তা ভাসের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার সম্বন্ধে কর্পূরমঞ্জরীপ্রণেতা রাজশেখর বলিয়াছেন—"ভাস-নাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্। স্বপ্নবাসবদত্তায়া দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥' ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভাসের নাটকগুলি সমালোচনারূপ অগ্নিতে নিঃক্ষিপ্ত হইলে ঐ অগ্নি স্বপ্নবাসবদত্তাকে দগ্ধ করিতে পারে নাই।

উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকাদি লিখিয়া কবিবর ভাস আমাদিগকে অনুপম রত্ন দিয়াছেন—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ কাব্য জগতে ভাসের আবির্ভাব না হইলে কালিদাসের আবির্ভাব হইত কিনা, তাহা সন্দেহজনক। আমাদের মনে হয় বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া শঙ্করাচার্য্য যেমন বিশ্বের

দার্শনিকশিরোমণি হইয়াছেন, সেইরূপ ভাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কালিদাসও বিশ্বের কবিসম্রাট্ হইয়াছেন।

ভাস্করাচার্য্য (বেদান্তভাষ্যকার)। প ১৭৩, ২০৬।

৯ম খ্রীষ্টশতাব্দী। দাক্ষিণাত্যের বিজ্জড়বিড় গ্রামে ত্রিবিক্রমের ঔরসে ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। রাজা মিহিরভোজ ইঁহাকে 'কবিচক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রদান করেন। ইনি সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার ভাস্করের ঊর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ।

ভাস্করাচার্য্য ভেদাভেদবাদী ছিলেন। তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অন্তর্ভুক্ত। বাচস্পতি মিশ্র কর্ত্তৃক ইঁহার মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

ভাস্করাচার্য্য (সিদ্ধান্তশিরোমণিকার)। ৫৯০, প ১৪, ১৮, ৪৫, ৭১, ১৬৯। ১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। পরিশিষ্টের ৪৫ এবং ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পশ্চিমজগতের গাণিতিকশিরোমণি নিউটন্ যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্রের আবর্ত্তন লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন, তখন বৃক্ষ হইতে একটী 'সেও'ফলের পতন দেখিয়া তিনি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির আবিষ্কার করেন। পূর্ব্ব-জগতের গাণিতিকশিরোমণি ভাস্করাচার্য্য যখন নিরাধার পৃথিবীর অবস্থা চিন্তা করিতে ছিলেন, তখন ধনুর্নিঃসৃত ঊর্দ্ধগত একটী বাণের পতন দেখিয়া "আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ" ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের হৃদ্গত অভিপ্রায় অনুসরণ পূর্ব্বক বলেন—

আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীতয়া যৎ স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখংস্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে॥

শ্লোকটীতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তি এবং গ্রহনক্ষত্রাদির আপীড়নশক্তি অবধারিত হইয়াছে। কারণ 'মহী'শব্দ ঘনতার পরিচায়ক। যদিও বাসনাভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন —আকৃষ্টিশক্তিশ্চ মহীত্যনেন ভূমেরধঃপতনং তৎতির্য্যগধঃ-স্থিতানাং চাধঃপতনশঙ্কা নিরস্তা', তথাপি উহা সাধারণের

বোধগম্য করাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে।

ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ের "প্রোক্তো যোজনসংখ্যয়া" (৩।৫২) ইত্যাদি শ্লোকে পৃথিবীর ৪৯৬৭ যোজন পরিধি এবং ১৫৮১ $\frac{১}{২৪}$ যোজন ব্যাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন! ৫'১ মাইলে মাগধীয় যোজন হয়। এরূপ হইলে আধুনিক ভূগোলবিৎ পণ্ডিতগণেব সহিত ভাস্করাচার্য্যের কোনও বিরোধ নাই। ইহা ব্যতীত উক্ত পরিধি-ব্যাসের আনুপাতিক সম্বন্ধ ৪৯৬৭ ÷ ১৫৮১ $\frac{১}{২৪}$ বা $\frac{১১৯২০৮}{৩৭৯৪৫}$ অর্থাৎ ৩'১৪১৫৯ বলিয়া ভাস্করাচার্য্য কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আধুনিক গাণিতিকগণ এই সংখ্যাটীকে 'পাই' (π) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং এ সম্বন্ধেও অর্ব্বাচীন মতবাদের সহিত প্রাচীন মতবাদের কোনও পার্থক্য উপলব্ধ নহে।

লল্লাচার্য্য পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তদনুসারে ভাস্করাচার্য্য উহার সমতলতা প্রতিষেধ করিয়া বলেন—"যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ। উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥" অর্থাৎ ভগবতী পৃথিবী যদি দর্পণাদির ন্যায় সমতলক্ষেত্র হন, তাহা হইলে দেবাদির ন্যায় ক্ষিতিতলগত দূরবর্ত্তী তরণি অর্থাৎ নৌকাদি [illegible] দৃষ্টিপথগোচর হয় না কেন? [illegible] মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক দূরস্থিত কিন্তু দৃষ্টিসীমানুবর্ত্তী [illegible] [illegible] নিশ্চিতরূপে পৃথিবীর [illegible] করিতেছে। যেজন্য পৃথিবী সমতল বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার কারণ নির্দ্দেশপূর্ব্বক তিনি বলিয়াছেন—"সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্। নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥" অর্থাৎ মনুষ্য পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবী

গোল হইলেও চক্রাকার সমতলক্ষেত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

পৃথিবী গোল বলিয়া তদুপরিস্থিত মনুষ্যগণ স্বীয় স্বীয় স্থানকে ঊর্দ্ধাদিরূপে কল্পনা করিতেছে। সেইজন্য পৃথিবীর প্রতিলোমতত্ত্ব বা কুদলান্তরতা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে ভাস্করাচার্য্য বলিলেন—"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থমাত্মানমস্যা উপরিস্থিতং চ। স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থা মিথশ্চ তে তির্য্যগিবামনন্তি॥ অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থা শ্ছায়ামনুষ্যা ইব নীরতীরে। অনাকুলা স্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাঽত্র॥" ইহা ব্যতীত গোলাধ্যায়ের "লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ" ইত্যাদি শ্লোক দেখিলেও বুঝা যায় যে, তিনি ক্ষিতিপরিধির ৩৬০° অংশকে চারিটী ৯০° অংশে ভাগ করিয়াছেন এবং কোন্ কোন্ অংশের প্রতিলোমে কি কি দেশ অবস্থিত তাহারও পরিচয় দিয়াছেন।

সিদ্ধান্তশিরোমণির কতকগুলি শ্লোক বিশেষভাবে সমীক্ষণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পাটীগণিত, বীজগণিত, স্থিতিগণিত (ষ্ট্যাটিক্স্), গতিগণিত (ডাইনামিক্স্), বলগণিত (কায়্নেটিক্স্) জলগণিত (হায়ড্রোষ্ট্যাটিক্স্), ভূমিতি, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যাতত্ত্ব, কোটজ্যাতত্ত্ব স্পর্শারেখাতত্ত্ব, কোটিস্পর্শরেখাতত্ত্ব, প্রঘাতসারণী, চক্রতত্ত্ব, ভগণতত্ত্ব, ভূগোলতত্ত্ব, খগোলতত্ত্ব, বর্গাঙ্ক, যুগপদঙ্ক, দ্বিপদাঙ্ক, * [illegible] † ব্যাসকলন বা চলগণিত (ডিফারেন্‌শ্যাল্ ক্যাল্‌কুলাস্), সমাসকলন (ইন্‌টিগ্র্যাল্ ক্যাল্‌কুলাস্), এবং শঙ্কুচ্ছেদাদি ‡ শাস্ত্ররহস্য ভাস্করাচার্য্যের নিকট কখনই অপরিচিত ছিল না।

---

* বাইনোমিয়েল্ থিয়োরেম্।

† এক্স্‌পোনেন্‌শ্যাল্ থিয়োরেম্।

‡ কনিক্‌সেক্‌সন্।

ভারতবর্ষে 'ক্যাল্‌কুলাস্' বা সূক্ষ্মরাশিগণিত অর্থাৎ চল-গণিত সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ নাই। পশ্চিমজগতে গাণিতিক শিরোমণি নিউটন্ কর্ত্তৃক উহা আবিষ্কৃত হয়। সেইজন্য পাশ্চাত্যপণ্ডিত গণের মধ্যে কেহ কেহ শ্লাঘা প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্যাল্‌কুলাসের উপর বীজগণিতাদির ন্যায় কোনও বিভিন্ন গ্রন্থ দৃষ্ট নহে সত্য, কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের নিকট উহার নিয়মগুলি কখনই অবিদিত ছিল না। তিনি গোলাকার বস্তুর গোলপৃষ্ঠফল ও গোলঘনফল এবং ডিম্বাকার বস্তুর ডিম্বপৃষ্ঠফল ও ডিম্বঘনফল বাহির করিতে পারিতেন। ক্যাল্‌কুলাসের নিয়ম জানা না থাকিলে ঐ সকল ফল কি কেহ বাহির করিতে সমর্থ হন? কেবল ভাস্করাচার্য্য কেন, তাঁহার পূর্ব্বে লঘুমানস প্রণেতা মুঞ্জাল এবং 'মহাসিদ্ধান্ত' প্রণেতা আর্য্যভট্ট ক্যাল্‌কুলাসের নিয়মগুলি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যেমন দ্বিপাদাঙ্ক ও ঘাতাঙ্কাদি না জানিলে ক্যাল্‌কুলাস্ জানা যায় না, সেইরূপ ক্যাল্‌কুলাস না জানিলে গোলপদার্থাদির পৃষ্ঠফল বা ঘনফল কখনই বাহির করা যায় না। মুঞ্জাল, আর্য্যভট্ট এবং ভাস্করা-চার্য্যাদি গাণিতিক পণ্ডিতগণ ঐ সকল ফল বাহির করিয়াছেন বলিয়া আমরা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয়ও সিদ্ধান্তশিরোমণির টিপ্পনীতে লিখিয়াছেন—"চলিত (ডিফারেন্‌সিয়াল ক্যাল-কুলাস্) প্রকারেণৈতৎ সম্যগ্ উপপদ্যতে। কিংচাচার্য্যা অপি চলিতগণিতমবিদুরিত্যত্র সাধনমেষ প্রকার ইত্যপি বক্তুং সুশকম্"।

ভোজরাজ বা ভোজদেব (রাজমার্ত্তণ্ডাদিপ্রণেতা)। ৩০৫, প ১৭৯। ১০—১১শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ধারানগরে সিন্ধুলরাজার ঔরসে এবং সাবিত্রীর গর্ভে ভোজরাজ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার শৌর্য্য বীর্য্য প্রতাপ ও বিদ্যাবত্তা সুপ্রসিদ্ধ। চালুক্যবংশীয় তৃতীয় জয়সিংহকে, চেদিরাজ ইন্দ্ররথকে, ভীমরাজকে, এবং

কর্ণাটের তোগলকুকে পরাজয় করিয়া ভোজরাজ মালবদেশে শান্তি স্থাপন করেন। তিনি সুলতান্ মামুদের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভোজরাজের স্ত্রীর নাম লীলাবতী, পুত্রের নাম উদয়াদিত্য, এবং কন্যার নাম ভানুমতী। ইঁহারা উভয়ই বিদুষী ছিলেন। সীতাদেবী এবং লীলাদেবী নামে দুইজন বিদুষী লীলাবতীর সহচরী ছিলেন। স্বয়ম্বরসভায় ভানুমতী চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যকে বরণ করিয়াছিলেন। এই সভায় বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে মিতাক্ষরাপ্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর উপস্থিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যেব জীবনবৃত্তান্ত তাঁহার সভাপণ্ডিত কাশ্মীরদেশীয় বিল্হণ বিদ্যাপতি বিক্রমাঙ্কদেব চরিতে বর্ণন করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্যকে কেহ কেহ বিক্রমাঙ্কও বলেন।

ভোজরাজ সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। বল্লালপ্রণীত ভোজপ্রবন্ধে তাঁহার অনেক কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ ভোজদেবের রচিত সরস্বতীকণ্ঠাভরণাদিগ্রন্থ অলংকারশাস্ত্রে, আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ জ্যোতিঃশাস্ত্রে, রাজমার্ত্তণ্ডাদিগ্রন্থ যোগশাস্ত্রে, রাজমৃগাঙ্কাদি গ্রন্থ বৈদ্য-শাস্ত্রে, শব্দানুশাসনাদি গ্রন্থ ব্যাকরণশাস্ত্রে এবং ব্যবহার-সমুচ্চয়াদিগ্রন্থ ধর্ম্মশাস্ত্রে সবিশেষ আদৃত হইয়াছে। ভোজরাজ স্বয়ং বলিয়াছেন—'শব্দানামনুশাসনং বিদধতা পাতঞ্জলে কুর্ব্বতা বৃত্তিং রাজমৃগাঙ্কসংজ্ঞকমপি ব্যাতম্বতা বৈদ্যকে'। বিজ্ঞানেশ্বর, কুল্লুকভট্ট, শূলপাণি এবং রঘুনন্দনাদি স্মার্ত্তগণ কর্ত্তৃক ইঁহার বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। গাণিতিক ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টভাস্কর ভোজসভ্য ছিলেন। ভোজরাজ তাঁহাকে 'বিদ্যাপতি' উপাধি দান করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, ভোজরাজা ইন্দ্রজালবিদ্যার উন্নতি করিয়াছিলেন।

৮৪০ হইতে ৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঞ্চালান্তর্গত কান্যকুব্জে মিহিরপরিহার নামক একজন ভোজরাজ রাজত্ব করিতেন। ইঁহাকে একজন প্রতাপশালী সম্রাট্ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, মগধও ইঁহার করদরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। বাচস্পতিমিশ্র ভোজরাজবার্ত্তিকের নাম করিয়াছেন। কেহ কেহ ভোজরাজবার্ত্তিককে সংক্ষেপে রাজবার্ত্তিক বলেন। ইহা প্রবচনসূত্রের বার্ত্তিক। সম্ভবতঃ মিহিরপরিহার ভোজরাজ কর্ত্তৃক এইগ্রন্থ প্রণীত হয়, কারণ ধারেশ্বর ভোজরাজ বাচস্পতি মিশ্রের পরবর্ত্তী। সুতরাং ধারেশ্বরভোজের 'রাজমার্ত্তণ্ড' অবশ্যই বাচস্পতি মিশ্রের পরে প্রণীত হইয়াছে। এই কান্যকুব্জ-রাজ ভোজদেব সাংখ্য এবং যোগের উপর কোন বার্ত্তিক লিখিয়াছিলেন কি না, এবং বাচস্পতি মিশ্র কান্যকুব্জের ভোজসভ্য ছিলেন কি না, তাহার গবেষণা আবশ্যক। কিন্তু মিহিরপুত্র মহেন্দ্রপালের শিক্ষক এবং সভাপণ্ডিত রাজশেখর এরূপ কথার কোনও প্রকার আভাস দেন নাই।

মণ্ডন মিশ্র (বিধিবিবেকাদি প্রণেতা)। প ১০৭, ১২৮।

৭—৮ম খ্রীষ্টশতাব্দী। বিশ্বরূপ মণ্ডনমিশ্রের নামান্তর। কেহ কেহ বলেন, উম্বেকও তাঁহার নামান্তর। ইনি কুমারিলের শিষ্য এবং ভগিনীপতি। ইঁহার স্ত্রীর নাম সরসবাণী বা ভারতী। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইনি মণ্ডনকারিকা, ভাবনা বিবেক ও বিধিবিবেকাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মণ্ডনমিশ্র শঙ্করাচার্য্যের নিকট পরাজিত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসাশ্রমে ইনি সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। শৃঙ্গগিরিমঠের মঠাধীশ হইয়া সুরেশ্বর বৃহদারণ্যকাদিবার্ত্তিক, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি এবং ব্রহ্মসিদ্ধি প্রণয়ন করেন। সুরেশ্বরাচার্য্য দেখুন।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ (তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি-টীকাকার)। প ১০, ১৩৯, ১৪১।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। পরিশিষ্টের ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। মথুরানাথ রামতর্কবাগীশের পুত্র এবং রঘুনাথ শিরোমণির শিষ্য। ইঁহার দীধিতিটীকা মাথুরী বলিয়া প্রসিদ্ধ। নব্যন্যায়ে ইহা বিশেষ আদৃত। ইঁহার অর্থাপত্তিরহস্য, পক্ষতারহস্য, বিধিবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, শক্তিবাদরহস্য এবং শব্দরহস্যাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

মধুসূদন সরস্বতী (অদ্বৈতসিদ্ধিকার)। ২৭৬, ২৮২, প ১৩৯।
১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। কাশ্যপগোত্রীয় পুরন্দর আচার্য্য মধুসূদনের পিতা। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ২০ বৎসর বয়সে বারাণসী-ধামে বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর শিষ্য হইয়া দণ্ডগ্রহণ করেন। দণ্ডী হইবার পর শ্রীক্ষেত্রে মধুসূদনের সিদ্ধিলাভ হয়। গোবর্দ্ধনমঠের মঠাধীশ হইবার পর ইনি দেহরক্ষা করেন। ঐ মঠের পার্শ্বে এখনও মধুসূদনের সমাধিস্থান রক্ষিত আছে। 'অদ্বৈতসিদ্ধি' মধুসূদনের অত্যুৎকৃষ্ট অদ্বৈতপ্রতিপাদনপর গ্রন্থ। ইহাতে চিৎসুখাদির পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণের অদ্বৈত-বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ দীপিকা, প্রস্থানভেদ, ভাগবতোক্ত প্রথমশ্লোকের ব্যাখ্যা, সংক্ষেপ-শারীরকটীকা এবং সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দু প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। মধুসূদনের বিদ্যাসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

মধুসূদনসরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যা মধুসূদনসরস্বতী॥

মধ্বাচার্য্য, বাসুদেব বা আনন্দতীর্থ (পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনকার)। ২৭৯, প ৭৩, ১৩০, ১৩৮, ১৫৬, ১৮৩, ২০৪, ২০৬।
১২—১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। দক্ষিণাপথের অন্তঃপাতী বেলিগ্রামে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে এবং বেদবতীর গর্ভে মধ্বাচার্য্য জন্ম-গ্রহণ করেন। মধ্বাচার্য্যের বাল্যনাম বাসুদেব। শুদ্ধানন্দ

বা অচ্যুত প্রেক্ষাচার্য্য তাঁহার দীক্ষাগুরু। দীক্ষাকালে তিনি গুরুদত্ত পূর্ণপ্রজ্ঞ নাম পাইয়াছিলেন। বৈরাগ্যহেতু সংসার পরিত্যাগ করিবার পর তিনি আনন্দ তীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। অক্ষোভ্যমুনি তাঁহার প্রধান শিষ্য।

মধ্বাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যই পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। তিনি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্‌সত্তা স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাকে দ্বৈতবাদী বলা হয়।

মনু (সংহিতাকার)। ৪০, ৬১, ১২২, ১৩৮, ৩৪২, ৫৫৩, ৪০৪, ৪০৬, ৪২৮, প ৫, ৯, ২৮, ৩৪, ৮৪, ১০৫, ১১২, ১২৯, ১৭৬, ১৯৭, ২০০।

প্রতিকল্পে চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হন। ৪৩,২০০০০ বৎসরে সত্যাদি চারিটী যুগ সমাপ্ত হইয়া থাকে। প্রত্যেক মনু চারিযুগের একসপ্ততিবার আবর্ত্তনে অর্থাৎ ৪৩, ২০০০০ × ৭১ বৎসর যাবৎ পৃথিবী শাসন করেন। এই নির্দ্দিষ্ট কালের নাম মন্বন্তর। এইরূপে চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয় এবং কল্প-ক্ষয়ে মহাপ্রলয় হইবার পর পুনরায় সৃষ্টিব্যাপার আরব্ধ হইয়া থাকে। কোন কোনও পুরাণ মহাপ্রলয়কে প্রাকৃত প্রলয় বলিয়াছেন। নৈয়ায়িকগণ মন্বন্তরকে খণ্ডপ্রলয় এবং প্রাকৃত প্রলয়কে মহাপ্রলয় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে "জন্য দ্রব্যানধিকরণকালত্বং খণ্ডপ্রলয়ত্বং জন্যভাবানধিকরণকালত্বং মহাপ্রলয়ত্বম্"। কিন্তু নব্যন্যায়ে খণ্ডপ্রলয় স্বীকৃত হইলেও মহাপ্রলয় স্বীকৃত হয় নাই। সে যাহাই হউক্।

পুরাকালে পৃথিবীর কক্ষটী বৃত্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। সৌরজগতের আপীড়নশক্তির পরিবর্ত্তন হেতু ঐ বৃত্তটী বৃত্তা-ভাসে পরিণত হইতেছে। যতকাল এই বৃত্তাভাসের দীর্ঘাক্ষ দীর্ঘতর হইতে দীর্ঘতম হয়, সুতরাং যতকাল ইহার হ্রস্বাক্ষ হ্রস্বতর হইতে হ্রস্বতম হয়, তাহা এই মন্বন্তরের অর্দ্ধপরিমিত কাল অর্থাৎ উহা ৪৩,২০০০০ × ৩৫½ মনুষ্যমান বৎসর।

পরে যখন এই বৃত্তাভাসের দীর্ঘাক্ষ হ্রস্ব হইয়া এবং ইহার হ্রস্বাক্ষ দীর্ঘ হইয়া উভয়রেখা ব্যাসদ্বয়ে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন বৃত্তাভাসটী পুনরায় বৃত্তের ন্যায় আকার ধারণ করে, তখন একটী মন্বধিকারের সমাপ্তিকাল বুঝিতে হইবে।

এক্ষণে পৃথিবীর কেন্দ্রাক্ষ কক্ষতল হইতে ৯০° অংশে না থাকিয়া অর্থাৎ সরলভাবে না থাকিয়া তদপেক্ষা ২৩/° ৩০″ কলা তির্য্যগ্‌ভাবে অবস্থান করিতেছে। বৃত্তাভাসগত দীর্ঘাক্ষের দীর্ঘত্ব অনুসারে কেন্দ্রাক্ষের তির্য্যগ্‌ভাব আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বৃত্তাভাস পুনরায় বৃত্তাকাব ধারণ করিলে অর্থাৎ প্রত্যেক মন্বন্তরের আরম্ভে পৃথিবীর কেন্দ্রাক্ষ উত্তরোত্তর সরল হইয়া কক্ষতল হইতে ৯০° অংশে অবস্থান করে।

যখন সৌরজগতের আপীড়নবিশেষে উপহত হইয়া পৃথিবী-কক্ষের পূর্ব্বোক্ত ব্যাসপরিণত হ্রস্বাক্ষ পূর্ব্বোক্ত ব্যাসপরিণত দীর্ঘাক্ষ অপেক্ষা দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য একটী মনুর অধিকারকাল আরব্ধ হইয়া থাকে। এই সময় হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রাক্ষও পূর্ব্বধৃত তির্য্যগ্‌ভাবের বিপরীতে পুনরায় উত্তরোত্তর অনুরূপ তির্য্যগ্‌ভাব অবলম্বন করে। এক্ষণে স্বায়ম্ভুবাদি ছয়টী মন্বন্তব অতীত হইয়া বৈবস্বতাধিকারে সপ্ত-বিংশতি যুগচতুষ্টয় প্রবাহিত হইতেছে।

সৃষ্টি হইতে অদ্যাবধি প্রায় ৬½ মন্বন্তর অতীত হইয়াছে। যদিও ইহার কালসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তথাপি ভূতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ 'আর্কিয়ন্' যুগ হইতে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত যে কাল-পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা ৭½ মন্বধিকার-কালের পরিমাণ অধিক নহে। তবে তাঁহারা বিবর্ত্তনবাদী বলিয়া 'আর্কিয়ান্' যুগান্তর্গত 'ইয়োজয়িক্' নামক খণ্ডযুগে সামান্যজীবের অস্তিত্ব, 'পেলিওজয়িক্' যুগে কশেরুকাস্থিহীন জীবের ও মৎস্যাদির অস্তিত্ব, 'মেসোজয়িক্' যুগে সরীসৃপাদির অস্তিত্ব, এবং 'সিনোজয়িক্' যুগান্তর্গত 'টার্সিয়ারি' নামক খণ্ড-

যুগে স্তন্যপায়ী-বৃহৎকায় জীবসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তদন্তর্গত 'কোয়্টার্নারি' নামক খণ্ডযুগে মনুষ্যের আবির্ভাব কল্পনা করিয়াছেন, আর আমরা সৃষ্টিবাদী বলিয়া সময়বিশেষে মৎস্যাবতার, কূর্ম্মাবতার বা বরাহাবতারাদি শাস্ত্রোক্তি হেতু ঐ সকল জীবের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও সকলকালেই মনুষ্যের অস্তিত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তাহাকে বিশ্বসৃষ্টির গরিষ্ঠ জীব বলিয়া থাকি। উভয় সম্প্রদায়ের এই পার্থক্য বিষয়গত হইলেও কালগত নহে।

স্বায়ম্ভুবাদি মনুর পর বহুকাল অতীত হইলেও ভৃগুপরম্পরা-ক্রমে আমরা মানবশাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে মানব-সংহিতা কতবার সংকলিত বা ব্যবকলিত হইয়াছে তাহা আমরা জানি না, তবে বর্ত্তমান মানবসংহিতা যে ঐতিহাসিক কালের পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান আছে, তাহাতেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পাবে না। কিন্তু কোন কোনও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনুকে ও মানবসংহিতাকে ১ হইতে ৯ খৃষ্ট শতাব্দীর মধ্যে কল্পনা করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সুতরাং মনুর নাম বা মানবসংহিতা যে সমস্ত ঐতিহাসিক কালে পরিব্যাপ্ত আছে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য এক্ষণে আমরা যত্নবান্ হইব।

৭-৮ম খৃষ্টশতাব্দীতে কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য ভূয়োভূয়ঃ মনুসংহিতার শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব ৮-৯ খ্রীষ্টশতাব্দীতে কখন মনুসংহিতার উৎপত্তি হইতে পারে না। মৃচ্ছকটিকে মহারাজ শূদ্রক লিখিয়াছেন—'অয়ং হি পাতকী বিপ্রো ন বধ্যো মনুরব্রবীৎ'। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে ৩৩-৩৪ কলিশতাব্দীতে অর্থাৎ ২-৩ খ্রীষ্টশতাব্দীতে শূদ্রকের রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণও ২-৩য় খৃষ্ট-শতাব্দীতে মৃচ্ছকটিকের রচনাকাল বলিয়াছেন। সুতরাং ঐ সময়ে মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা মহারাজ শূদ্রক অবশ্যই মনু-

সংহিতা পড়িয়াছেন। প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষ জাতিবিভাগের বিরুদ্ধে মনুর নাম করিয়া এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন—"অবনীগর্ভসম্ভূতঃ কঠোনাম মহামুনিঃ। তপসা ব্রাহ্মণো জাতস্তস্মাজ্জাতিরকারণম্॥" শ্লোকটী বর্ত্তমান মনু-সংহিতায় দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ঐসময়ে মনুসংহিতার প্রামাণ্য বিষয়ে কোন সন্দেহের কারণ নাই। ১।১।২ জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী বলিয়াছেন—"উপদিষ্টবন্তশ্চ মন্বাদয় স্তস্মাৎ পুরুষাৎ সন্তো বিদিতবন্তশ্চ।" শবরস্বামী অন্ততঃ প্রথম খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর লোক, কারণ তাঁহার পুত্র উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য মালব হইতে শাক্যক্ষত্রপগণকে বিতাড়িত করিয়া ৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মালবসংবতের প্রচলন করাইয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি দ্বিতীয় খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর প্রারম্ভে শুঙ্গবংশীয় অগ্নিমিত্রেব পিতা মহারাজ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে তৃতীয় খৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর লোক বলা অসঙ্গত নহে। মহাভাষ্যের তৃতীয়খণ্ডে মনুসংহিতার এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—ঊর্দ্ধং প্রাণা হ্যুৎক্রামন্তি যূনঃ স্থবিব আয়তি। প্রত্যুত্থানাভি-বাদাভ্যাং পুন স্তান্ প্রতিপদ্যতে॥" অতএব পতঞ্জলিও মনুসংহিতা পড়িয়াছিলেন।

কৌটিল্য চাণক্যের নামান্তর। তিনি চন্দ্রগুপ্তের সাম-সময়িক। চন্দ্রগুপ্ত ৩২২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। সুতরাং চাণক্য চতুর্থখৃষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর লোক। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বলিয়াছেন—"অসংভাষ্যে দেশে সাক্ষিভি র্মিথঃ সংভাষতে।" (৩।১)। বাক্যটী মনুবচনের অনুস্মৃতিমাত্র। কারণ মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—"অসংভাষ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সংভাষতে মিথঃ।" (৫৫)। অর্থশাস্ত্রে এইরূপ অনুস্মৃতি প্রায়শঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব চাণক্যও মনুসংহিতা পড়িয়াছেন।

মনুসংহিতার অষ্টমাধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—"সাক্ষিণঃ সন্তি মেত্যুক্ত্বা"। 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই পাণিনিসূত্রহেতু 'মেত্যুক্ত্বা'র পরিবর্ত্তে 'ম ইত্যুক্ত্বা' বা 'ময়িত্যুক্তা' বলা আবশ্যক। এতদ্ ব্যতীত আরও অনেক অপাণিনীয় পদ মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়। ইহাতে সিদ্ধান্তিত হয়, বর্ত্তমান মনুসংহিতা পাণিনিরও পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল অনুমান নহে, পাণিনি যে সকল পূর্ব্বাচার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ মনুর নাম করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন—'নিক্ষেপানন্তরং প্রোক্তো ভৃগুণা স্বামিবিক্রয়ঃ'। অতএব এই ভৃগুসঙ্কলিত মনুসংহিতা তিনিও দেখিয়া ছিলেন।

মহাভারতস্থিত শান্তিপর্ব্বের ৫৬ অধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে —"মনুনা চৈব রাজেন্দ্র গীতৌ শ্লোকৌ মহাত্মনা। ধর্ম্মেষু স্বেষু কৌরব্য হৃদি তৌ কর্ত্তুমর্হসি॥" পুনরায় উহার অনুশাসনপর্ব্বে স্মৃত হইয়াছে—"মনুনাভিহিতং শাস্ত্রং যদ্যপি কুরুনন্দন। তত্রাপ্যেষ মহারাজ দৃষ্টো ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" (৪৭।৩৫)। এমন কি, রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেও মনুসংহিতার কোন কোনও শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এদিকে আবার মনুসংহিতায় রামায়ণ-মহাভারতের নামগন্ধও উপলব্ধ নহে। এরূপ অবস্থায় মনুকে বা মনুসংহিতাকে রামায়ণ-মহাভারতের পরবর্ত্তী বলা কখনই সঙ্গত নহে। আর ভাষা দেখিয়া গ্রন্থকারের সময়নিরূপণ করিবার প্রথা অভ্রান্ত নহে। ভাষা দেখিয়া গ্রন্থকারের সময়নিরূপণ করিলে ভারবি বেদব্যাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন, কিম্বা বাল্মীকি কালিদাসের পরবর্ত্তী হইতেও পারেন।

মনুসংহিতার দশমাধ্যায়ে স্মৃত হইয়াছে—পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ। পারদাঃ পহ্লবা শ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ॥ (৪৪)। মহারাজ অশোকের শিলালিপিতে কাম্বোজাদির নাম উৎকীর্ণ দেখিয়া এবং আলেক্-

জেওয়ারের পর যবনগণ ভারতে আসিয়াছিলেন ভাবিয়া কোন কোনও পাশ্চাত্যপণ্ডিত তৃতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীতে মনুসংহিতার রচনাকাল নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ বহু প্রাচীনকালেও ঐ সকল জাতি ব্রাত্য ক্ষত্রিয়াদি বলিয়া পরিচিত ছিল। সেইজন্য উক্ত শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্মৃত হইয়াছে—"শনকৈস্তু ক্রিয়া-লোপাদিমাঃ ক্ষত্রিযজাতযঃ। বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা-দর্শনেন চ॥" (৪৩)। শান্তিপর্ব্বের ৬৪ অধ্যায়ে মান্ধাতাও বলিয়াছেন—'যবনাঃ কিরাতা গান্ধারা শ্চীনাঃ শবরবর্ব্বরাঃ। শকা স্তুষারাঃ কঙ্কাশ্চ পহ্লবা শ্চান্ধ্রমদ্রকাঃ॥ পৌণ্ড্রাঃ পুলিন্দা রমঠাঃ কাম্বোজাশ্চৈব সর্ব্বশঃ। ব্রহ্মক্ষত্রপ্রসূতাশ্চ বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মানবাঃ॥ কথং ধর্ম্মাং শ্চরিষ্যন্তি সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ। মদ্বিধৈশ্চ কথং স্থাপ্যাঃ সর্ব্বে বৈ দস্যুজীবিনঃ॥" মহাভারতের এই তাৎপর্য্য পুনরায় হরিবংশে সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীনকালে ঐ সকলজাতি ছিল না, এরূপ কথা কখনই বলা যায় না। কোন কোনও শাস্ত্রে উক্ত হইযাছে যে, বিশ্বামিত্রপুত্রসমূহেব বংশধরগণ ঐ সকল জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। অন্ধ্রজাতির উল্লেখ বেদেও দৃষ্ট হয় (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭।১৮১)।

'যবন'শব্দের দ্বাবা গ্রীস্‌বাসী গৃহীত হইতে পারে বা মিশরবাসীও গৃহীত হইতে পারে। যাহারাই গৃহীতহউক্ না কেন, তাহাতে কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কাবণ, প্রাচীনকালে ধর্ম্মভ্রষ্ট আর্য্যসন্তানগণ অর্থলোভে উভয়দেশেরই অধিবাসী হইয়াছিলেন। এই সকল আর্য্যগণকে ঋগ্বেদ 'পণি' এবং পরবর্ত্তী কোষকারগণ পণিক * আপণিক ‡ কিংবা বণিক্ বলিয়াছেন।

---

* বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বাত্তিকঃ পণিকো বণিক্। নির্ঘণ্ট।

‡ পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রয়বিক্রয়িকশ্চ সঃ। অমরকোষ।

ভারতের ধর্ম্মভ্রষ্ট আর্য্যগণ যে গ্রীসে বসবাস করিয়া 'গ্রীক্‌স্' নামে খ্যাত হইয়াছিল, তাহা স্বয়ং 'ফিলস্ট্রেটস্' সাহেব তাঁহার 'ইণ্ডিয়া ইন্ গ্রীস্' নামক পুস্তকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। 'প্রকারান্তরে' বলিবার কারণ এই যে, ফিলস্ট্রেটসেব মতে ভারতের কতকগুলি আর্য্যসন্তান রাজহত্যার পাপে লিপ্ত হইয়া গ্রীস্‌দেশে আগমনপূর্ব্বক গ্রীক্‌স্ নামে খ্যাত হন। আর ধর্ম্মচ্যুত ভারতীয় আর্য্য-গণই যে অদ্য হইতে অন্ততঃ ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বে মিশর-বাসী হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মিসরপুরাবিৎ পণ্ডিতপ্রবর ব্রগ্‌স্‌বে সাহেব বহুতর যুক্তি দেখাইয়াছেন। ইহা ব্যতীত অধ্যাপক হীরেন্ সাহেব তাঁহার 'এসিয়েটিক্ নেস্‌ন' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে স্পষ্টতঃ স্বীকার করিযাছেন যে, ভারতবর্ষই আর্য্যগণের আদিম বাসস্থান বলিয়া তাঁহাবা কখন মিশরমূলক হইতে পারে না, বরং চ মিশরবাসিগণই যে ভারতমূলক তাহাব যথেষ্ট প্রমাণ উপলব্ধ হইতেছে।

এরূপ অবস্থায় মনুসংহিতায, রামায়ণে বা মহাভারতে যবনাদি শব্দ দেখিযা ঐ সকল গ্রন্থকে আলেক্‌জেণ্ডারের পরবর্ত্তী বলা কখনই সঙ্গত নহে; বরং চ ইহার দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, পুরাকালে ভাবতবর্ষের আর্য্য-সন্তানগণই জগতে সভ্যতা বিস্তার করিবাব একমাত্র হেতু হইয়া ছিলেন।

মম্মট ভট্ট রাজানক (কাব্যপ্রকাশপ্রণেতা) প ১২, ২৪০।

১১শ খ্রীষ্টশতাব্দী। যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের সভাপণ্ডিত ভীমসেন দীক্ষিত ১৮শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে কাব্যপ্রকাশের উপর 'সুধাসাগর' নামক একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। উহাতে তিনি মম্মট ভট্টকে জয়টের পুত্র এবং উবটের ও কৈয়টের ভ্রাতা বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু বক্তব্য আছে

তাহা উবট-বৃত্তান্তে প্রদত্ত হইয়াছে। মম্মট ভট্টকে কেহ কেহ রাজানক বলেন, কারণ ইহা কাশ্মীরদেশীয় ব্রাহ্মণের উপাধি-বিশেষ। মম্মটের পিতা উবটাচার্য্য ভোজসভ্য ছিলেন। ধারেশ্বর ভোজদেবকে মম্মটভট্ট যেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতে তিনিও ভোজসভ্য বলিয়া অনুমিত হন। কোন কোনও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মম্মটকে মহিমভট্ট বলিয়াছেন, কিন্তু ইহা প্রমাদমূলক। কারণ ব্যক্তিবিবেক-কার মহিমভট্ট একজন স্বতন্ত্র আলংকারিক পণ্ডিত। তিনি শ্রীধৈর্য্যের পুত্র এবং রাজানক মহিমভট্ট তাঁহার নামান্তর। মম্মটাচার্য্য কাব্যপ্রকাশের 'পরিকরালংকার' অবধি রচনা করেন, পরে অবশিষ্টাংশ অল্লটসূরি কর্ত্তৃক রচিত হয়। সেইজন্য উক্ত হইয়াছে—কৃতঃ শ্রীমম্মটাচার্য্যবর্য্যৈঃ পরিকরাবধিঃ। প্রবন্ধঃ পূরিতঃ শেষো বিধায়াল্লটসূরিণা॥ সাহিত্যকৌমুদীকার বিদ্যাভূষণ বলেন যে, পুরাকালে কাব্যপ্রকাশের কারিকাগুলি ভরতমুনি কর্ত্তৃক প্রণীত হয় এবং মম্মটভট্ট উহার বৃত্তিভাগ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাভূষণের এ মতবাদ আস্থেয় নহে। রাজানক মম্মট ভট্টের 'শব্দব্যাপারবিচার' নামক গ্রন্থে অভিধা ও লক্ষণা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

মল্লিনাথ কোলাচল ভট্ট (মহাকাব্যের টীকাকার)। প ১৩১, ১৭২। ১৪-১৫ খ্রীষ্টশতাব্দী। মল্লিনাথ দাক্ষিণাত্যে দেব-পুরে জন্মগ্রহণ করেন। ক্যানারিভাষায় লিখিত 'কথাসংগ্রহ' নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, প্রথমজীবনে বুদ্ধিমান্দ্যের জন্য মল্লিনাথের ডাক্‌নাম পেড্ডভট্ট ছিল, এবং পরে কাশীতে শিবের উপাসনা করিয়া তিনি সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া-ছিলেন। পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি মল্লিনাথ নাম গ্রহণ করেন বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে। কোলাচল তাঁহার বংশোপাধি। বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ কোলাচলে বাস করিতেন।

মল্লিনাথ দক্ষিণাবর্ত্তনাথাদির টীকা অবলম্বন করিয়া বহু-কাব্যের টীকা লিখিয়াছেন। রঘুবংশের ও কুমারসম্ভবের 'সঞ্জীবনী' নাম্নী টীকা, শিশুপালবধের 'সর্ব্বঙ্কষা' নাম্নী টীকা, কিরাতার্জ্জুনীয়ের 'ঘণ্টাপথ' নামক টীকা, নৈষধের 'জীবাতু' নামক টীকা এবং ভট্টিকাব্যের 'সর্ব্বপাঠী' নামে টীকা লিখিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই ছয় খানি মহাকাব্য ব্যতীত অলংকারশাস্ত্রে বিদ্যাধরপ্রণীত একাবলীর উপর তিনি 'তরল' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার রঘুবীরচরিত নামক কাব্যের কতকাংশ এক্ষণে দৃষ্ট হইয়াছে।

মল্লিনাথ নৈয়ায়িক ছিলেন। ইহা যে কেবল তৎকৃত টীকা হইতেই ব্যক্ত হয়, তাহা নহে। তিনি বরদরাজের তার্কিকরক্ষার উপর নিষ্কণ্টক নামক টীকাও রচনা করিয়াছেন। ইহার সমস্তাংশ পাওয়া যায় নাই।

মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী। বিদ্যানাথপ্রণীত প্রতাপ-রুদ্রযশোভূষণের উপর তিনিও 'রত্নাপণ' নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

মহীধর আচার্য্য (যজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার)। ৪১৮, প ৫৩।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। সায়ণমাধব উবটাচার্য্যের পরবর্ত্তী এবং মহীধর আচার্য্য সায়ণমাধবের পরবর্ত্তী। যজুর্ব্বেদের ভাষ্যারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—'প্রণম্য লক্ষ্মীং নৃহরিং গণেশং ভাষ্যং বিলোক্যৌবটমাধবীয়ম্। যজুর্ম্মনূনাং বিলিখামি চার্থং পরোপকারায় নিজেক্ষণায় ॥' ইঁহার ভাষ্যের নাম বেদদীপ। ইহা ব্যতীত মহীধরের কাত্যায়নগৃহ্যসূত্রভাষ্য, কাত্যায়ন-শুল্বসূত্রভাষ্য, ঈশোপনিষদ্ ভাষ্য, রামগীতা টীকা, বিষ্ণুভক্তি-কল্পলতাপ্রকাশ এবং একাক্ষরকোষাদি গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। এক্ষণে যে মন্ত্রমহোদধি আমরা দেখিতে পাই, তাহা মহীধর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। লক্ষ্মণাচার্য্যের সারদাতিলক যেমন সংগ্রহগ্রন্থ, মহীধরের ইহাও তদ্রূপ। কারণ শঙ্করাচার্য্য ৭-৮ খ্রীষ্টশতাব্দীতে

মন্ত্রমহোদধির নাম করিয়াছেন। মহীধর আচার্য্য রামভক্তের ঔরসে বারাণসীধামে জন্মগ্রহণ করিয়া রত্নেশ্বর মিশ্রের নিকট শিক্ষালাভ করেন।

মাঘ (শিশুপালবধ প্রণেতা)। প ৫৭, ৩৮, ৩৯।

৬-৭ম খ্রীষ্টশতাব্দী। মাঘের পিতার নাম শ্রীদত্তক সর্ব্বাশ্রয়। তিনি সুপ্রভদেবের পৌত্র। সুপ্রভদেব বর্ম্মলাভ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। শিশুপালবধ মাঘকে মহাকবির আসন দিয়াছে। শিশুপালবধের ৪।২০ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, ঘণ্টামাঘ তাঁহার নামান্তর। সম্পূর্ণ নাম ঘণ্টামাঘ হইলেও সংক্ষেপার্থ তিনি মাঘ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। মাঘসম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিতেন - পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ। নদীষু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ॥ মাঘের সম্বন্ধে আরও উক্ত হইয়াছে— "উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্। নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ।

মাঠরাচার্য্য (সাংখ্যকারিকার বৃত্তিকার)। প ১৪৩, ২১৫।

১ম খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী হইতে ১ম খ্রীষ্টশতাব্দী। কণিষ্কের সময়ে বা তাঁহার কিছু পূর্ব্বে বোম্বাই বিভাগস্থিত বর্ত্তমান খেড়া জেলার অন্তর্গত মাঠর গ্রামে মাঠরবৃত্তি প্রণীত হইয়াছে। মাঠরাচার্য্যের নামানুসারে ঐ গ্রামের নাম মাঠর হইয়াছে। যেমন—কহোল ঋষির নামানুসারে কহোল গ্রাম বা কহোল গাঁও হইয়াছে। মাঠরের পূর্ব্বে সাংখ্যকারিকার উপর অন্য কোনও টীকা বা বৃত্তি ছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। পাটলিপুত্রের রাজা চন্দ্রগুপ্ত ও তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্ত তৃতীয় চতুর্থ খ্রীষ্টশতাব্দীতে সাংখ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া একটী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। চতুর্থ খ্রীষ্টশতাব্দীতে চীনদেশীয় পণ্ডিতগণ মাঠরবৃত্তির সহায়তা লইয়া সাংখ্যকারিকার অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি (জীবন্মুক্তিবিবেকাদি প্রণেতা)।
প ১৫, ৬০, ১০৭, ১১৪, ১৩১, ১৩২, ১৩৬, ১৩৯, ২০৩, ২০৬ ২০৮, ২৩৪, ২৫৫। ১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। মায়নের ঔরসে এবং শ্রীমতী সুকীর্ত্তি দেবীর গর্ভে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী হাম্পি-নগরের নিকটে মাধবাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সায়ণা-চার্য্যের এবং ভোগনাথের ভ্রাতা। কেহ কেহ*সায়ণাচার্য্যকেই মাধবাচার্য্য বলেন, কিন্তু ইতিহাসে তাঁহাদের ভিন্নত্ব প্রতি-পাদিত হইয়াছে। লক্ষ্মীধর মাধবের ভাগিনেয়।

মাধবাচার্য্য কোন কোনও গ্রন্থ স্বয়ং লিখিয়াছেন এবং কোন কোনও গ্রন্থ সায়ণাচার্য্যের সঙ্গে একযোগেও লিখিয়াছেন। সেইজন্য রূপসনাতনের ন্যায় সায়ণমাধবকে এক ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই ভ্রম করিয়াছেন। পরাশরমাধবীয়ে তিনি বলিয়াছেন "শ্রীমতী জননী যস্য সুকীর্ত্তি র্মায়ণঃ পিতা। সায়ণো ভোগনাথশ্চ মনোবুদ্ধী সহোদরৌ॥ যস্য বৌধায়নং সূত্রং শাখা যস্য চ যাজুষী। ভারদ্বাজং কুলং যস্য সর্ব্বজ্ঞঃ স হি মাধবঃ॥" ভোগনাথ দ্বিতীয় সঙ্গমের নর্ম্মসচিব হইয়াছিলেন। মাধবাচার্য্য প্রথম হরিহরের অর্থাৎ হুক্কের এবং পরে বুক্কের মন্ত্রী ছিলেন। ১৩৬১-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করানন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে বিদ্যারণ্যমুনি হন। প্রথম মহম্মদ্ শাহ্ কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য আক্রান্ত হইলে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ৭০ বৎসর বয়সে সৈন্যাদি চালনা পূর্ব্বক মুসলমানগণকে বিদূরিত করেন। পরে রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া পুনর্বায় যজ্ঞোপবীত গ্রহণান্তর উহার বর্জ্জনপূর্ব্বক তিনি ১৩৭৭

* বংশব্রাহ্মণের ভূমিকায় বর্ণেল সাহেব সায়ণমাধবকে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন। বর্ণেল সাহেব কাশীনাথের নিকট হইতে না কি এ কথার আভাস পাইয়াছেন। কিন্তু কাশীনাথ তাঁহার বিঠ্ঠল খণ্ড মন্ত্রসারভাষ্যে বলিয়াছেন—'মাধবাচার্য্যেণ বেদভাষ্যাদিষু সায়ণাদেঃ স্বভ্রাতুর্নাম লিখিতমিতি চেৎ?' কিন্তু ইহাতে উভয়কে একব্যক্তি বলা হয় নাই।

খ্রীষ্টাব্দে শৃঙ্গেরি মঠের মঠাধীশ হইয়া জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য-রূপে পরিচিত হন। এই সময়ে বুক্করাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিশুপুত্র দ্বিতীয় হরিহরের প্রতিনিধিরূপে সায়ণাচার্য্য ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। সুতরাং নর্ম্মসচিব ভোগনাথের ন্যায় সায়ণাচার্য্যও মাধবাচার্য্য হইতে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

মাধবাচার্য্য নিরতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ ছিলেন। ধর্ম্মে কর্ম্মে এবং সন্ন্যাসে সর্ব্বত্র তাঁহার মনোরথ অপ্রতিহত হইয়াছিল। চাণক্যের পর এপর্য্যন্ত মাধবাচার্য্যের ন্যায় নীতিকুশল ব্যক্তি দৃষ্ট নহে। তবে চাণক্যের ন্যায় তিনি কোনও কূটনীতির প্রয়োগ করেন নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে তাঁহার শাসনপ্রণালীর কঠোরতা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার সত্যতা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। শাস্ত্রেও মাধবাচার্য্যের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। ব্যাকরণ হইতে ব্রহ্মদর্শন পর্য্যন্ত সকল শাস্ত্রই তাঁহার করায়ত্ত ছিল। ব্যাকরণে মাধবীয়ধাতুবৃত্তি, ইতিহাসে শঙ্করবিজয়, স্মৃতিশাস্ত্রে কালনির্ণয় ও পরাশর-মাধবীয় ব্যাখ্যা, পুরাণে সূতসংহিতার টীকা, বেদে তৈত্তিরীয়াদি উপনিষদ্‌দীপিকা, মীমাংসায় জৈমিনীয় ন্যায়মালা বেদান্তে বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ ও পঞ্চদশী এবং অধ্যাত্ম বিদ্যায় জীবন্মুক্তিবিবেক ও অনুভূতিপ্রকাশাদিগ্রন্থ মাধবাচার্য্যকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে তাঁহার দার্শনিকতা সুপ্রসিদ্ধ। তবে কেহ কেহ বলেন যে, সায়ণাচার্য্যের পুত্র মাধবাচার্য্য কর্ত্তৃক ইহা রচিত হইয়াছে। কিন্তু এই মতবাদ এখনও সুস্থিত হয় নাই। সায়ণাচার্য্য দেখুন।

মাধবাচার্য্য বেদান্তী হইলেও তার্কিক ছিলেন। দ্বৈতবাদী অক্ষোভ্যমুনিকে তর্কে পরাজয় করিয়া অদ্বৈতমতের প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার সম্বন্ধে বেদান্তদেশিক বেঙ্কটনাথ বলিয়াছেন

—অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারণ্যো মহামুনিঃ। কিন্তু শৃঙ্গেরি মঠের মঠাধীশ হইবার পর পরমগুরু গৌড়পাদের দৃষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক তিনি বুঝিয়াছিলেন—

স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে॥
অদ্বৈতং পরমার্থো হি দ্বৈতং তদ্ভেদ উচ্যতে।
তেষামুভয়থা দ্বৈতং তেনায়ং ন বিরুধ্যতে॥

মার্কণ্ডেয়। ৩, ৩২, ২'৪।

মৃকণ্ডুর ঔরসে এবং মনস্বিনীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পত্নীর নাম ধূমাবতী এবং পুত্রের নাম বেদশিরাঃ। মার্কণ্ডেয় কিরূপে চিরায়ুঃ হইয়াছেন তাহা নৃসিংহপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তশতী মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কণচণ্ডীপ্রণেতা। প ৪৮।

১৬-১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য প্রণয়ন করেন। কবিকঙ্কণ ইহার উপাধি। বর্দ্ধমান জেলার দামুন্যাগ্রামে হৃদয়মিশ্রের ঔরসে মুকুন্দরামের জন্ম হয়। পরে ইনি মেদিনীপুর জেলায় ব্রাহ্মণরাজ বাঁকুড়াদেবের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। চণ্ডীমঙ্গল কবিকঙ্কণের নামান্তর।

মেধাতিথি (মনুসংহিতার টীকাকার)। প ৫৭৩

৯ম খ্রীষ্টশতাব্দী। মেধাতিথি বীরস্বামীর পুত্র। পিতার নাম দেখিয়া ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যবাসী বলা হয়, কিন্তু ইনি কাশ্মীরবাসী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন সিন্ধে অর্থাৎ সিন্ধুদেশে কচ নামক ব্রাহ্মণ রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি মনুসংহিতার ভাষ্য রচনা করেন। মেধাতিথি কুমারিলভট্টের নাম করিয়াছেন। (ভাষ্য ১।৩ এবং ২।১৮ দেখুন)। 'লীলাবত্তু লীলাকৈবল্যম্' এই বেদান্তসূত্রের শারীরকভাষ্য হইতে মেধাতিথি শঙ্করাচার্য্যের বাক্যাংশ উদ্ধার করিয়াছেন। (মেধাতিথিভাষ্য ১।৮০ দেখুন)। মনুসংহিতার ১২।১১৮ শ্লোকের ভাষ্যে তিনি

বাচস্পতি মিশ্রেরও নাম করিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, তিনি নবমশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন।

৭-৮ খ্রীষ্ট শতাব্দীতে শান্তরক্ষিত মনুসংহিতার উপর তত্ত্বসংগ্রহনামক একখানি কারিকা প্রণয়ন করেন। শান্ত-রক্ষিতের পূর্ব্বে ভর্ত্তৃযজ্ঞ এবং ভর্ত্তৃযজ্ঞের পূর্ব্বে অসহায় আচার্য্য মনুসংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকলগ্রন্থ উপজীব্য করিয়া মেধাতিথি মনুসংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়স্থিত তৃতীয় এবং শতাধিক পঞ্চপঞ্চাশত্তম শ্লোকে তিনি ভর্ত্তৃযজ্ঞ ও অসহায়ের নামও করিযাছেন।

যজ্ঞপতি উপাধ্যায়। ১৩৮। ১৪-১৫শ খ্রীষ্টশতাব্দী। যজ্ঞপতি উপাধ্যায় বর্দ্ধমানের পুত্র বলিয়া ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। তবে যে তিনি বর্দ্ধমানের শিষ্য, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যজ্ঞপতি তত্ত্বচিন্তামণিপ্রভা প্রণয়ন করেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভার প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।

যাজ্ঞবল্ক্য (ঋষি)। ৮৯, ৯৪, ৩০১ ৩১১। প ২৭, ৮১, ১২২। বাজসনেয় যাজ্ঞবল্ক্যের নামান্তর। গুরু বৈশম্পায়ন তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে তিনি সূর্য্যের প্রসাদে শুক্লযজুর্ব্বেদ সঙ্কলন করিতে সমর্থ হন। মহর্ষি কণ্ব এবং মহর্ষি মধ্যন্দিন যাজ্ঞ-বল্ক্যের নিকট হইতে শুক্লযজুর্ব্বেদের যে যে শাখা প্রাপ্ত হন, তাহাই কাণ্বশাখা এবং মাধ্যন্দিন শাখা নামে অভিহিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আকরে দ্রষ্টব্য।

যাদব প্রকাশ বা যাদবাচার্য্য (বৈজয়ন্তীকার)। প ২০৬। ১১শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ইনি যতিধর্ম্মসমুচ্চয়, বিষ্ণুস্মৃতির টীকা, এবং বৈজয়ন্তীনামক অভিধান প্রণয়ন করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, যাদব প্রকাশ রামানুজের গুরু হইয়াও পরে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

যামুনাচার্য্য (সিদ্ধিত্রয়কার)। লোকাচার্য্য দেখুন। ১০

১০ম খ্রীষ্টশতাব্দী। বীরনারায়ণপুরে অর্থাৎ মাদুরায় নাথমুনির পুত্র ঈশ্বরের ~~নাথমুনির~~ ঔরসে যামুনাচার্য্যের জন্ম হয়। ইনি রামানুজের মাতা কান্তিমতীর পিতামহ। রামানুজ আচার্য্য যামুনাচার্য্যের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ইঁহার গুরুর নাম শ্রীভাষ্যাচার্য্য। রামানুজ আচার্য্য বোধ হয় পরমগুরুর নাম স্মরণ করিয়া স্বরচিত বেদান্তভাষ্যের নামকরণ করিয়াছেন।

যামুনাচার্য্য দ্বাদশবৎসর বয়সে কোলাহল নামক একজন পণ্ডিতকে পরাভব করিয়া পাণ্ড্যরাজের নিকট হইতে বিপুল বৈভব প্রাপ্ত হন, কিন্তু ৩২ বৎসর বয়সে ঐ সকল বৈভব ত্যাগ করিয়া তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। যামুনাচার্য্যের সিদ্ধিত্রয়ে আত্মসিদ্ধি, ঈশ্বরসিদ্ধি এবং সংবিৎসিদ্ধি আলোচিত হইয়াছে। ইঁহার গীতার্থসংগ্রহ একখানি সুপ্রসিদ্ধগ্রন্থ। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন।

যাস্ক (নিরুক্তকার ১৬৪, ১৬৫, ১৯১, ২১৩, ৩৭৮।
প ১৪, ১১৮। যাস্ক পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী। পাণিনি দেখুন।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বা স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য। ২৩৭, ২৩৮। প৯৮, ১২৭ ১৩২, ১৩৯, ১৪০।
১৫-১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রঘুনন্দন তাঁহার সামসময়িক। তিনি শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির এবং বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য।

লুপ্তপ্রায় শাস্ত্রতত্ত্ব উদ্ধার করিয়া রঘুনন্দন বঙ্গদেশীয় সমাজ সংস্কারের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন ইঁহার স্মৃতিতত্ত্ব ২৮ ভাগে বিভক্ত। শাস্ত্রীয় মতবাদকে সময়োপযোগী করিবার জন্য ইনি অনেকস্থলে কেবল যুক্তিরও অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ ঐ সময়ে মুসলমান প্রভাবে সমাজ

প্রপীড়িত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রঘুনাথ শিরোমণি (তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিকার)। প ১০, ১০৫, ১৩৬, ১৫৯, ১৪১, ২১০। ১৫-১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। শ্রীহট্টে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ঔরসে এবং সীতাদেবীর গর্ভে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমতঃ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের এবং পরে মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক তিনি নৈয়ায়িকশিরোমণি হইয়াছিলেন। একটী চক্ষু ছিল না বলিয়া রঘুনাথ কাণভট্টনামেও খ্যাত ছিলেন। রঘুনাথের দৈবাগত অঙ্গহানির প্রতি লক্ষ্য করিয়া পক্ষধর বলিয়াছিলেন—আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষ স্ত্রিলোচনঃ। অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্ব্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥ বোধ হয়, আচার্য্যপক্ষে ইহা সুরুচির পরিচয় নহে।

রঘুনাথের দীধিতি এবং আত্মতত্ত্ববিবেকাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ব্যুৎপত্তিবাদ ও লীলাবতী তাঁহার বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল। অনূঢ় অবস্থায় কেহ বিবাহের কথা উত্থাপন করিলে তিনি বলিতেন—'পুত্রকন্যার জন্যই বিবাহ, ব্যুৎপত্তিবাদ আমার পুত্র এবং লীলাবতী আমার কন্যা'।

রঘুনাথ ব্রহ্মসূত্রের উপর একখানি বৃত্তি প্রণয়ন করেন। তিনি নৈয়ায়িক হইলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—ওঁ নমঃ সর্ব্বভূতানি বিষ্টভ্য পরিতিষ্ঠতে। অখণ্ডানন্দবোধায় পূর্ণায় পরমাত্মনে॥

রঙ্গরামানুজ (বৃহদারণ্যকপ্রকাশিকাকার)। প ১৭৩। ১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ইনি অনেক উপনিষদের টীকাভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ঈশকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডুক্যাদির টীকাভাষ্যাদি সুপ্রসিদ্ধ।

রাঘবভট্ট (শারদাতিলকের টীকাকার)। প ৩৩। ১২-১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। রাঘবভট্ট পৃথ্বীধরের পুত্র। ইনি সারদা-

১২-১৩ খ্রীষ্টশতাব্দী। রাঘব ভট্ট পৃথ্বীধরের পুত্র। ইনি সারদা তিলকের উপর 'পদার্থাদর্শ' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। ১১৯৬ সংবতে ইনি ন্যায়সারবিজয়গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের বাক্যাদি উদ্ধার করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে ভট্টরাঘবও বলেন। তন্ত্রসারে ইহার বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'শকুন্তলা'র টীকাকারও রাঘবভট্ট।

রাজশেখর (কর্পূরমঞ্জরী প্রণেতা)। প ৬৬১।

৯ম খ্রীষ্ট শতাব্দী। মহারাষ্ট্রীয় যাযাবর ক্ষত্রিয়বংশে দুহিকের ঔরসে এবং শীলাবতীর গর্ভে রাজশেখর জন্মগ্রহণ করেন। রাজশেখরের স্ত্রী অবন্তিসুন্দরী একজন বিদুষী ছিলেন। কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর তাঁহার মতোদ্ধার করিয়াছেন।

রাজশেখর কিছুদিনের জন্য কান্যকুব্জের মিহির পরিহার নামক ভোজরাজের পুত্র নির্ভয়ের অর্থাৎ মহেন্দ্র পালের শিক্ষক ছিলেন। এই সময়ে অবন্তিসুন্দরীর অনুরোধে তিনি প্রাকৃত ভাষায় কর্পূরমঞ্জরী নাম্নী নাটিকা প্রণয়ন করেন। তারপর তিনি কালচুরিরাজের সভাপণ্ডিত হইয়া রাজার অনুরোধে বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাম্নী নাটিকা রচনা করেন। তদনন্তর পুনরায় মহেন্দ্রপালের আশ্রয়ে আসিয়া তিনি বালরামায়ণ ও বালভারত প্রণয়ন করেন। বালভারত একখানি অসম্পূর্ণ নাটক।

রাজশেখর 'কবিবিমর্শ' নামক একখানি সমালোচনাবহুল গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি এক ব্যক্তিকেই ভাস ও ধাবক বলিয়াছেন। রাজশেখরের এরূপ মতবাদ এক্ষণে ভ্রমাত্মক বলিয়া গৃহীত হইতেছে। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে ধাবক বলিয়া সত্য সত্যই কোনও কবি ছিলেন কি না তাহা এখনও নিঃসন্দেহে বলা যায় না। (হর্ষবর্দ্ধন ও ভাস দেখুন)। কবিবিমর্শে 'ভাসনাটকচক্রেঽপি' ইত্যাদি শ্লোকে স্বপ্নবাসবদত্তা সমালোচিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে যে, নবম শতাব্দীতে মহেন্দ্র পালের পুত্র মহীপালের সভাতেও রাজশেখর বিদ্যমান ছিলেন।

রামাই পণ্ডিত (ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি-প্রবর্ত্তক)। প ৯৫, ৯৬, ৯৭।
১১শ খ্রীষ্টশতাব্দী। রাঢ়দেশের দ্বারকাগ্রামে ইনি বিশ্বনাথের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বৎসর বয়সে কেশবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। গৌড়াধিপতি ধর্ম্মপালের শ্যালিকা এবং লাউসেনের মাতা রঞ্জাবতী ইঁহাকে গুরুরূপে বরণ করেন।

রামাই পণ্ডিত বঙ্গীয় ধর্ম্মপূজার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। চাঁপাতলা ও ময়নাপুরেব মধ্যবর্ত্তী হাকন্দগ্রামে তিনি দেহমুক্ত হন। তাঁহার পুত্রের নাম ধর্ম্মদাস। বঙ্গদেশে এক্ষণে ধর্ম্ম-পূজা শববস্ত্রাদিহাবক মুষ্টিকগণের (ডোমদিগের) মধ্যে প্রচলিত আছে। ঐ পূজার নির্ম্মাল্যাদি এক্ষণে দ্বিজগণ চক্ষুব দ্বারা স্পর্শ করেন মাত্র।

রামানন্দ সরস্বতী (ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী প্রণেতা)। প ২৪১।
১৭শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী ব্রহ্মসূত্রের টীকা। রামানন্দ সরস্বতী গোবিন্দানন্দের শিষ্য। ইনি রামকিঙ্কর বলিয়াও পরিচিত।

যোগসূত্রের উপর রামানন্দপ্রণীত 'মণিপ্রভা' নাম্নী একখানি বৃত্তি দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই রামানন্দ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কারণ, ইনি শিবরাম সরস্বতীর শিষ্য।

রামানুজ আচার্য্য (শ্রীভাষ্যকার)। ২৭৯, ৩০৬। প ৭২, ১১৪, ১২৭, ১৫১, ১৫৭, ২০৩, ২০৫, ২০৬।
১১-১২শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে কেশব ভট্টের ঔরসে এবং কান্তিমতীর গর্ভে রামানুজ আচার্য্য দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। কান্তি-মতী যামুনাচার্য্যের পৌত্রী। রামানুজের অপর নাম লক্ষ্মণ স্বামী এবং ইঁহার ডাক্ নাম ইলার্য়া পেরুমল। যামুনাচার্য্যের নিকট ইনি কাঞ্চীদেশে বেদান্তাদি অধ্যয়ন করেন। ১৬ বৎসর

বয়সে ইঁহার বিবাহ হয় এবং পরে মহাপূর্ণ আচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীরঙ্গমে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করেন। শ্রীরঙ্গমের রাজা অধিরাজেন্দ্র চোলকুলতুঙ্গ শৈব ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সহিত সাংপ্রদায়িক বিসংবাদ হওয়ায় আচার্য্য শ্রীরঙ্গম হইতে মহীসুরে গমন করিতে বাধ্য হন। পরে অধিরাজেন্দ্রের মৃত্যু হইলে পুনরায় তিনি ঐস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই আচার্য্যের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয়।

রামানুজ আচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। আশ্মরথ্য, বাদরি, ঔড়ুলোমি, বোধায়ন এবং দ্রামিড়াচার্য্যাদির মতবাদ অবলম্বন করিয়া তিনি শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন। রামানুজের গুরু যামুনাচার্য্য এবং যামুনাচার্য্যের গুরু শ্রীভাষ্যাচার্য্য। বোধ হয়, পরমগুরুর নামানুসারেই বেদান্তভাষ্যের নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বমীমাংসায় রামানুজ আচার্য্য গুরু প্রভাকরের অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার তন্ত্ররহস্য গুরুমতের বিবৃতিমাত্র। বৈষ্ণবগণ রামানুজ আচার্য্যকে বিষ্ণুর অবতার-বিশেষ বলিয়া থাকেন।

রূপগোস্বামী (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুকার)। প ৫৩, ১৭৩। ১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দী। রূপ গোস্বামী মুকুন্দের পৌত্র, কুমারের পুত্র, সনাতনের ভ্রাতা এবং জীব গোস্বামীর পিতৃব্য ছিলেন। ইনি চৈতন্য দেবের শিষ্য হইয়া একজন প্রথিতনামা বৈষ্ণব আচার্য্য হন।

রূপ গোস্বামী বিবিধ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। সেইজন্য গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দিন্ হোসেন্ তাঁহাকে মন্ত্রিপদে নিয়োগ করেন। সনাতনের সহিত তিনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রণয়ন করায় উভয় আচার্য্য একত্র সায়ণমাধবের ন্যায় রূপ-সনাতন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বৈষ্ণবগণের একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অন্যান্য বিষয় আকরে দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্মণসেন (অদ্ভুতসাগরপ্রণেতা)। বল্লালসেন দেখুন। ১২-১৩শ

খ্রীষ্টশতাব্দী। ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বল্লালসেন পিতৃ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইহার কিছুদিন পরেই মিথিলার বিজয়কালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়। মিথিলাজয় এবং পুত্রপ্রাপ্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ১০৪১ শকে অর্থাৎ ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক লক্ষ্মণসংবৎ (লসং) প্রচলিত হইয়াছিল।

১১৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পিতৃসিংহাসনে অধি-রোহণ করেন। মহারাজ বল্লালসেনের সময়ে তিনটী প্রধান রাজধানী ছিল—একটী উত্তরবঙ্গে মালদহ জেলার অন্তর্গত প্রাচীন গৌড, একটী নবদ্বীপ, এবং অপরটী পূর্ব্ববঙ্গস্থিত বিক্রমপুর। মহারাজ লক্ষ্মণসেন এই গৌডরাজধানীর নানা-বিধ সংস্কার করিয়া লক্ষ্মণাবতী নাম দিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লক্ষ্মণাবতীকে 'লখ্‌নৌতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের আগমনে লক্ষ্মণসেন জগন্নাথ-দর্শনচ্ছলে পলায়ন করেন বলিয়া একটী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ প্রসিদ্ধির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণই ঐরূপ মিথ্যামূলক প্রসিদ্ধির প্রচার করিয়াছিলেন। তবে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন এবং গৌড়ীয় সেনা-বিভাগের অধঃপতন হেতু মহারাজ লক্ষ্মণসেন রাজ্যের কিয়দংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বলিয়াও আমরা বিশ্বাস করি।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সময়ে পশুপতি ভট্ট প্রবীণমন্ত্রী এবং হলায়ুধ আচার্য্য প্রধান ধর্ম্মাধিকারী (চিফ্‌ জস্‌টিস্‌) হইয়া-ছিলেন। বৈদিক এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের বিরোধ ভঞ্জন করিবার জন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন হলায়ুধের দ্বারা মৎস্যসূক্ত সঙ্কলন করাইয়াছিলেন। তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণ পাছে বৈদিক

আচার পরিত্যাগ করেন, সেইজন্য পশুপতি এবং তাঁহার ভ্রাতা ঈশানভট্ট 'সংস্কারপদ্ধতি' ও 'আহ্নিকপদ্ধতি' প্রণয়ন করেন। হলায়ুধও ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বাদি লিখিয়া ইহাদের সহায়তা করিয়াছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন গৃহী হইলেও গুপ্তাবধূত ছিলেন। তাহাকে পরম কৌল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানে সকল সম্প্রদায়ের দেবদেবীগণের উপাসনা করিতেন। তাঁহার নিকট বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, মহালক্ষ্মী, সরস্বতী বা নীল সরস্বতীর কোনও প্রভেদ ছিল না। সেইজন্য তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দে, হলায়ুধের শৈবসর্ব্বস্বে বা বৈষ্ণবসর্ব্বস্বে বা ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে, এবং তান্ত্রিকবৌদ্ধগণের মহাচীনক্রমে সমানরূপে আস্থাবান্ ছিলেন।

গীতগোবিন্দপ্রণেতা জয়দেব এবং পবনদূতপ্রণেতা ধোয়ী মহারাজ লক্ষ্মণসেনেব সভাপণ্ডিত ছিলেন। পবনদূত পাঠ করিলে ঐ সময়ের সামাজিক অবস্থা প্রশংসনীয় বলিয়া গৃহীত হয় না। সেইজন্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন মুসলমান কবল হইতে রাজ্যের কিয়দংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এজন্য তাৎকালিক বঙ্গবাসিগণ যতদূর দায়ী, মহারাজ লক্ষ্মণসেন ততদূর দায়ী নহেন।

'অদ্‌ভুতসাগর' নামক গ্রন্থের কতকাংশ লিখিত হইবার পর মহারাজ বল্লালসেনের মৃত্যু হয়। মহারাজ লক্ষ্মণসেন তাঁহার পিতৃপ্রণীত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে লক্ষ্মণসেন তিরোহিত হন।

লক্ষণাচার্য্য (সারদাতিলকাদিসঙ্কলনকর্ত্তা)। প ১০৩, ২২০, ২২১। ১০ম খ্রীষ্টশতাব্দী। বারেন্দ্রবংশে কৃষ্ণবিজয় আচার্য্য নামক একজন বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণের ঔরসে লক্ষণাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ ইঁহাকে লক্ষ্মণ দেশিকও বলিয়াছেন। ইঁহার: তারাপ্রদীপ এবং সারদাতিলক বিশেষ আদরের বস্তু।

সারদাতিলকে প্রাচীন তান্ত্রিক গুরু-সম্প্রদায়ের মতবাদ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা তন্ত্রসার-জাতীয় গ্রন্থ। দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে রাঘব ভট্ট ইহার উপর 'পদার্থাদর্শ' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে এবং তন্ত্রসারে লক্ষ্মণাচার্য্যের ও রাঘবভট্টের বাক্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মণাচার্য্য উৎপলাচার্য্যের শিষ্য। উৎপলাচার্য্য কাশ্মীর-বাসী ছিলেন। শৈবতন্ত্রে তাঁহাব প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

লক্ষ্মীদেবী (কালনির্ণয়াদির টীকাকর্ত্রী)—বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে দেখুন। ১৮শ খ্রীষ্টশতাব্দী। লক্ষ্মীদেবী বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের স্ত্রী এবং বালংভট্টের মাতা। মিতাক্ষরার উপর বালংভট্টী নামে টীকা ইহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। পতির মৃত্যু হইলে শোক-নিবৃত্তির জন্য টীকাখানি প্রণয়ন করিয়া লক্ষ্মীদেবী তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নামানুসারে ইহার নাম বালংভট্টী রাখিয়া ছিলেন। সেইজন্য অনেকেই ইহাকে বালংভট্টপ্রণীত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। কারণ বালংভট্টীর আচারকাণ্ডে ইনি বলিযাছেন—"পায়গুণ্ডোপাখ্য-বৈদ্যনাথপত্নী পতিব্রতা। মিতাক্ষবায়া বিবৃতিং তনুতে সর্ব্বসংবিদে॥" বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে নাগোজি ভট্টের শিষ্য। বালংভট্টীর কোন কোনও স্থানে লক্ষ্মী দেবী নাগোজিকে গুরু বলিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, বৈদ্যনাথ টীকাটী প্রণয়ন করিয়া স্ত্রীর নামে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্মী দেবীর কথা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। পত্নীর পক্ষে পতির গুরুকে গুরু বলা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নহে। লক্ষ্মী দেবী যে কেবল মিতাক্ষরার উপরই টীকা লিখিয়াছেন তাহা নহে। মাধবাচার্য্যপ্রণীত 'কালনির্ণয়' একখানি সুন্দর স্মৃতিগ্রন্থ। ইহার উপরেও লক্ষ্মী দেবী 'লক্ষ্মী' নাম্নী টীকা লিখিয়াছেন।

সম্ভবতঃ লক্ষ্মী দেবীর সুপণ্ডিত পুত্র বালকৃষ্ণ বা বালংভট্ট পায়গুণ্ডে ত্যক্তশৈশব হইলে টীকাখানি প্রচারযোগ্য করিয়া থাকিবেন। সেইজন্যও উহা বালম্ভট্টী বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। আর বালকৃষ্ণও বেশী দিনের লোক নহেন। ১৮শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে তিনি কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। বালম্ভট্টীতে যদি লক্ষ্মী দেবীর কৃতিত্ব না থাকে, তাহা হইলে কোল্‌ব্রুক্ সাহেব কি এ সম্বন্ধে কোনও কথা না বলিয়া নীরব থাকিতেন ?

কোন কোনও প্রাচ্যিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, মিথিলাপতি চন্দ্রসিংহের পত্নী লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয়ে বালংভট্ট প্রতিপালিত বলিয়া তিনি মিতাক্ষরার টীকাখানি রাণীর নামে প্রচার করিয়া ছিলেন। এরূপ উক্তি অনবধানতার ফলমাত্র। কারণ আচার কাণ্ডে লক্ষ্মী দেবীর পরিচয়ই প্রদত্ত হইয়াছে। আর বালংভট্ট রাণী লক্ষ্মী দেবীর আশ্রয়ে কখনও প্রতিপালিত হন নাই। তিনি কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। মিথিলার রাণী লক্ষ্মীদেবী চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বভাগে বিদ্যমান ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ কিথ্ সাহেব লক্ষ্মী দেবীকে বালংভট্টের স্ত্রী বলিয়াছেন। ইহাও সমীক্ষণের অভাব মাত্র।

লক্ষ্মীধর (কল্পতরুপ্রণেতা)। প ১৩৯।

১১-১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। লক্ষ্মীধর হৃদয়ধরের পুত্র এবং কান্যকুব্জাধিপতি গোবিন্দ চন্দ্র দেবের মন্ত্রী ছিলেন। দান-কল্পতরু, রাজধর্ম্মকল্পতরু, ব্যবহারকল্পতরু এবং কৃত্যকল্পতরু লক্ষ্মীধর কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। এই কয়খানি গ্রন্থ সংক্ষেপে কল্পতরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

গাণিতিক ভাস্করাচার্য্যের পুত্র লক্ষ্মীধর গ্রহযাগবিশারদ বলিয়া খ্যাত। তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি, কিন্তু কল্পতরু-কারের প্রায় সামসময়িক।

দেবরায়ের মন্ত্রী লক্ষ্মীধর সায়ণাচার্য্যের ভাগিনেয়। তিনি ১৪-১৫ খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ~~প-১৭৯-পৃষ্ঠা~~ পৃষ্ঠা দেখুন।

লল্লাচার্য্য (শিষ্যধীবৃদ্ধিদমহাতন্ত্র প্রণেতা)। প ৬৬৭।

১০ম খ্রীষ্টশতাব্দী। লল্লাচার্য্য ত্রিবিক্রম ভট্টের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি আর্য্যসিদ্ধান্তকার আর্য্যভট্টের শিষ্য ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে শিষ্যগণের বুদ্ধিবৃত্তি যাহাতে উত্তমরূপে স্ফুরিত হয়, তজ্জন্য তিনি শিষ্যধীবৃদ্ধিদমহাতন্ত্র নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ ব্যতীত তাঁহার-গণিতাধ্যায় এবং গোলাধ্যায়াদি গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ।

পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রাচীনকালে লল্লাচার্য্য বলিয়াছেন—"সমতা যদি বিদ্যতে ভুব স্তরব-স্তালনিভা বহুচ্ছ্রয়াঃ। কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং নুরহো যান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ॥" অনেক বিষয়ে লল্লাচার্য্যের নিকট ভাস্করাচার্য্যও ঋণী আছেন। ভাস্করাচার্য্য দেখুন।

লোকাচার্য্য (বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার)। প ১৮৩।

১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। দশম খ্রীষ্টশতাব্দীতে যামুনাচার্য্যের পিতামহ নাথমুনি বিষ্ণুপুরাণের একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। সেই টীকাকে উপজীব্য করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লোকাচার্য্য বিষ্ণুপুরাণের 'তত্ত্বত্রয়' নামক টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহার অষ্টাক্ষরমন্ত্রব্যাখ্যা এবং লোকাচার্য্যসিদ্ধান্ত নামক বেদান্ত-গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

লৌগাক্ষি ভাস্কর (অর্থসংগ্রহাদি প্রণেতা)। প ১২৪, ১৩৯, ১৯৬, ২০১, ২০২ ২৮৪।

১০ম খ্রীষ্টশতাব্দী। বিজ্ঞানেশ্বর যোগী মিতাক্ষরায় লৌগাক্ষি ভাস্করের শ্লোকোদ্ধার করিয়াছেন। ১১শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরা প্রণয়ন করেন। ১১-১২শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে মিতাক্ষরার টীকাকার অপরার্কও লৌগাক্ষির উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং লৌগাক্ষি ভাস্কর ১১শ খ্রীষ্টশতাব্দীর

পরবর্ত্তী হইতে পারেন না। পণ্ডিতপ্রবর কিথ্ সাহেব ইঁহাকে চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। ইহা ভ্রান্তিমূলক। কারণ লৌগাক্ষিভাস্কর বাচস্পতির পরবর্ত্তী এবং বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া দশম খ্রীষ্টশতাব্দীতে তাঁহার স্থিতিকাল নিঃসন্দেহে অনুমিত হইতেছে। লৌগাক্ষির অর্থ-সংগ্রহ, তর্ককৌমুদী এবং ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীপ্রকাশাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। লৌগাক্ষির পিতা মুদ্‌গল ভট্ট।

বরদরাজ বা বরদাচার্য্য (তার্কিকরক্ষাপ্রণেতা)। প ১৬৩। ১১—১২ খ্রীষ্টশতাব্দী। বরদরাজ বামদেব মিশ্রের পুত্র। ইনি ন্যায়কুসুমাঞ্জলির উপর 'বোধনী' নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। গঙ্গেশপুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বরদরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে বরদরাজ ১১—১২ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমিত হইতেছেন। তার্কিকরক্ষার ভূমিকায় পণ্ডিতপ্রবর বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী এই সকল বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়াছেন।

বরদরাজের ন্যায়দীপিকা, তার্কিকরক্ষা, এবং ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিব উপর বোধনী নাম্নী টীকা অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তার্কিকরক্ষার উপর মল্লিনাথ নিষ্কণ্টক নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার সমস্তাংশ এক্ষণে পাওয়া যায় না। জ্ঞানপূর্ণের লঘুদীপিকা নাম্নী টীকা নিষ্কণ্টকের অভাব পূরণ করিয়াছে। বরদাচার্য্যের বসন্ততিলক একখানি সুপ্রসিদ্ধ ভাণগ্রন্থ।

তত্ত্বনির্ণয়প্রণেতা বরদাচার্য্য একজন স্বতন্ত্রব্যক্তি। তিনি দেবরাজের পুত্র এবং শ্রীভাষ্যকার রামানুজের ভাগিনেয় ও শিষ্য। উক্ত দেবরাজ শ্রুতপ্রকাশিকাকার সুদর্শন আচার্য্যের গুরু।

বরাহমিহির (বৃহৎসংহিতাকার)। প ৬৪৫।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ চারিজন বরাহমিহিরের অস্তিত্ব অনুমান

করিয়া থাকেন। উজ্জয়িনীনগরে মীমাংসাভাষ্যকার শবর স্বামীর পুত্র মহারাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রথম খ্রীষ্ট-পূর্ব্বশতাব্দীতে প্রথম বরাহমিহির বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম বরাহ। খনা তাঁহারই স্ত্রী বলিয়া বঙ্গদেশে একটী প্রবাদ আছে। কিন্তু ইহার ঐতিহাসিক সত্যতা উপলব্ধ হয় না। এই বরাহমিহিব মূলবৃহৎসংহিতা সঙ্কলন বা প্রণয়ন করেন।

প্রথম খ্রীষ্টশতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় বরাহমিহির 'ব্রহ্ম সিদ্ধান্ত' নামক প্রাচীন গ্রন্থের একটী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় নাই।

তৃতীয় খ্রীষ্টশতাব্দীর শেষভাগে তৃতীয় বরাহমিহিরের আবির্ভাব হয়। ইনি বৃহৎসংহিতার সংস্কার সাধন করেন। ইহা ব্যতীত এ সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। ৫০৫ খৃষ্টাব্দে আদিত্যদাসের ঔরসে চতুর্থ বরাহ-মিহির অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ কাম্পিল্লনগরে তিনি শিক্ষিত হন। কারণ বৃহজ্জাতকের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—"আদিত্যদাসতনয় স্তদবাপ্তবোধঃ কাম্পিল্লকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।" কাম্পিল্ল কাম্পিল্যের নামান্তর। ব্রহ্মগুপ্তপ্রণীত খণ্ডখাদ্যের টীকায় অমররাজ বলিয়াছেন—"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিবাচার্য্যো দিবং গতঃ।" তাহা হইলে ৫০৯ শকে অর্থাৎ ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান বৃহৎসংহিতা আমরা ইঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছি।

বৃহজ্জাতক ব্যতীত চতুর্থ বরাহমিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর এবং পৈতামহ এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত হইতে উহা সঙ্কলিত হইয়াছে।

হূণরাজ তোরামাণের পুত্র মিহিরকুলকে যশোবর্ম্মা ৫২৮

খ্রীষ্টাব্দে পরাজয় করিয়া উজ্জয়িনীতে রাজধানী করেন। ইহার কিছুকাল পরেই সুবন্ধু এবং চতুর্থ বরাহমিহির মহারাজ যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত হন।

খনার সহিত শেষোক্ত বরাহমিহিরেরও নানাবিধ সম্বন্ধের প্রবাদ অনেক দেশেই প্রচলিত আছে। কিন্তু উহাতে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্যতা উপলব্ধ নহে। এই বরাহ-মিহির একই ব্যক্তি। কারণ তিনি নিজেই আপনাকে 'আদিত্যদাসতনয়' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ববাহমিহিরের পত্নী হইলে খনা বাংলাভাষার প্রয়োগ করিতেন কি না তাহা সন্দেহজনক, কারণ বরাহমিহির বাংলা জানিতেন না। কিন্তু খনা নিশ্চয়ই বাঙ্গালীর মেয়ে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, বরাহমিহিরের জাতকাদিশাস্ত্র-প্রমাণের সহিত খনারচিত বচনের অনেকটা মতৈক্য উপলব্ধ হয়। আমাদের মনে হয়, ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বে এবং চতুর্থ বরাহমিহিরের পরে তিনি বঙ্গদেশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান উপাধ্যায় (প্রকাশকার)। প ১৩৮।

১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ইনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র এবং শিষ্য। ১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য্য বর্দ্ধমানের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এ বর্দ্ধমান গঙ্গেশ-পুত্র নহে। কারণ তিনি ১১৪০ খ্রীষ্টাব্দে গণরত্নমহোদধি নামক ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন কবেন। গঙ্গেশপুত্র বর্দ্ধমানের তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, ন্যায়-কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-প্রকাশ এবং কিরণাবলীপ্রকাশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধির উপর ইনি ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ লিখিয়াছেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ (গোবিন্দভাষ্যকার)। ২৮০। প ৫৩, ২০৬।

১৮শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বলদেব বিদ্যাভূষণ বালেশ্বর জেলায়

জন্মগ্রহণ করেন ইনি প্রথমতঃ রাধাদামোদরের এবং তারপর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য হন। রূপ, সনাতন এবং শ্রীজীব— এই গোস্বামিত্রয়ের মতবাদ প্রায়শঃ অনুসরণ করিয়া বলদেব ব্রহ্মসূত্রের উপর অচিন্ত্যভেদাভেদপর গোবিন্দভাষ্য রচনা করেন। স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজীউর আদেশানুসারে ভাষ্যটী রচিত হওয়ায় ইহার নাম গোবিন্দভাষ্য হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, বলদেব একমাসে ভাষ্যখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ভক্তিমীমাংসার উপর ইহার প্রমেয়রত্নাবলী একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বল্লভাচার্য্য বা বল্লভদীক্ষিত (অণুভাষ্যকার)। ২৭৯। প ৫, ১৩৯, ২০১, ২০৬, ২২২।

১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দী। বল্লভাচার্য্য ত্রৈলিঙ্গদেশীয় লক্ষণ ভট্টের পুত্র, কিন্তু বারাণসীর নিকটবর্ত্তী চম্পারণ্য নগরে ইহার জন্ম হয়। ইনি নারায়ণ ভট্টের ও ত্রিলোচনের শিষ্য হইয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত হন। শ্রীশ্রী৺বালকৃষ্ণই বল্লভাচার্য্যের উপাস্য দেবতা। বৃন্দাবনে ইনি শ্রীনাথের মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। বল্লভাচার্য্য প্রথমে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া তারপর গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন। শাস্ত্রানুসারে ইহা অত্যন্ত দোষাবহ। মধ্বাচার্য্যমতে প্রভাবিত হইয়া ইনি বেদান্তের অণুভাষ্য রচনা করেন।

বল্লভাচার্য্যের মতে উপাসনার জন্য উপবাস, কায়ক্লেশ বা বিলাসবর্জ্জন করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এ সম্বন্ধে বল্লভমতাবলম্বিগণ মধ্বমতাবলম্বী হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছেন। ইনি চৈতন্যদেবের সামসময়িক। বৃন্দাবনে উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল বলিয়া একটী প্রসিদ্ধিও আছে।

বল্লভাচার্য্য অনেকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবদ্‌গীতার উপর সুবোধিনী নাম্নী টীকা, জৈমিনি-সূত্রভাষ্য, পূর্ব্বমীমাংসাকারিকা, ভাগবততত্ত্বদীপ, এবং বেদান্ত-

সূত্রের অণুভাষ্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে বল্লভাচার্য্যের মৃত্যু হয়।

ন্যায়লীলাবতী-প্রণেতা বল্লভাচার্য্য একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ন্যায়লীলাবতীর গুণবিচারস্থিত উপমানভঙ্গপ্রকরণে তিনি কিরণাবলীকার উদয়নাচার্য্যের নাম করিয়াছেন এবং গঙ্গেশপুত্র বর্দ্ধমান উপাধ্যায় তাঁহার ন্যায়লীলাবতীর উপর 'প্রকাশ' নামক টীকা লিখিয়াছেন। সুতরাং উক্ত বৈশেষিক বল্লভাচার্য্য ১১-১২ খ্রীষ্টশতাব্দীর পরবর্ত্তী নহেন।

বশিষ্ঠ। ১২, ৭৮, ২১৬, ২১৭, ২৯১, ৩৬০, প ২৩, ২৭, ৯৪, ১৪৮, ২০৬ ২১১। বশিষ্ঠের উৎপত্তি লইয়া শাস্ত্রে নানাবিধ আখ্যান দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে বৃহদ্দেবতা নামক বৈদিকগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাচীনাচারক্রমতন্ত্রাদি দ্রষ্টব্য।

শাট্যায়নব্রাহ্মণের মতে বশিষ্ঠপুত্রের নাম 'শক্তি'। ভাগবতের মতে শক্তি শক্তৃর নামান্তর। বশিষ্ঠের স্ত্রীর নাম অরুন্ধতী। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলে অনেক ঋক্ বশিষ্ঠদৃষ্ট বলিয়া আম্নাত হইযাছে। লক্ষ্মীতন্ত্র সপ্তশতীর মেধস্ মুনিকে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন।

বাগ্‌দেবী। ৪৭২, ৪৮১, প ৯৩, ৯৫।

অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাগ্‌দেবী কর্ত্তৃক ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত দৃষ্ট হইয়াছিল। দেবীভাগবতে বাগ্‌দেবীর নামোল্লেখ আছে।

বাচস্পতি মিশ্র (ভামতীকার)। ২৩৭, ২৭৮, প ১০৭, ১৩৬, ২০৬ ২২৯, ২৪৫, ২৮৩, ২৮৬।

৯ম খ্রীষ্টশতাব্দী। (উদযনাচার্য্য দেখুন)। বাচস্পতি মিশ্র মার্ত্তণ্ডতিলকস্বামীর শিষ্য। তাঁহার পত্নীর নাম ভামতী। পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি শারীরকভাষ্যের নাম 'ভামতী' রাখিয়াছেন। পরবর্ত্তী টীকাকারগণও তাঁহাকে ভামতীপতি বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্রের প্রতিভা সর্ব্বতো-

মুখী ছিল। তিনি ন্যায়বার্ত্তিকের উপর ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্য, সাংখ্যকারিকার উপর তত্ত্বকৌমুদী, পাতঞ্জলদর্শনের উপর তত্ত্ববৈশারদী, পূর্ব্বমীমাংসায় ন্যায়কণিকা ও তত্ত্ববিন্দু, উত্তর-মীমাংসায় ভামতী এবং সুরেশ্বরপ্রণীত ব্রহ্মসিদ্ধির উপর তত্ত্বসমীক্ষা লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, শাস্ত্রসম্বন্ধে স্বীয় কর্ত্তব্যতা শেষ করিবার জন্য বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্যই বাচস্পতিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'সুরেশ্বরাচার্য্য দেখুন'।

ভামতীর শেষে বাচস্পতি লিখিয়াছেন—'তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্ত্তৌ শ্রীমন্ নৃগেঽকারি ময়া প্রবন্ধঃ'। বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী মহাশয়ের মতে দশম খৃষ্টশতাব্দীতে চতুরমান বা চাহমান অর্থাৎ চৌহান বংশে 'নৃগ' নামক এক জন রাজা ছিলেন। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ এ কথার সমর্থন করেন নাই এবং আমরাও আপাততঃ এরূপ রাজার কোনও প্রকার সন্ধান পাই নাই।

ন্যায়সূচীনিবন্ধে বাচস্পতি লিখিয়াছেন—ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিযাং মুদে। শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসু-বৎসরে। অর্থাৎ ৮৯৮ বৎসরে তাঁহার এই ন্যায়সূচীনিবন্ধ সমাপ্ত হয়। ৮৯৮ কে সংবৎ ধরিলে ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হয়।* এই

* ৮৯৮কে সংবৎ ধরিলে ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ হয় এবং উহাকে শকাব্দ ধরিলে ৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কিন্তু ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্টের পুত্র অভিনন্দ ভট্ট নবম খ্রীষ্ট শতাব্দীর শেষ ভাগে কাদম্বরীকথাসার নামক একখানি পদ্যাত্মক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তৎপূর্ব্বে জয়ন্তভট্ট কর্ত্তৃক বাচস্পতি মিশ্রের অনেক বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় সূচীনিবন্ধ প্রণীত হইতে পারে না। সুতরাং ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দেই উহা রচিত হইয়া থাকিবে।

জয়ন্ত ভট্টকে যাঁহারা ১০-১১ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলেন, তাঁহাদের কথা আদরণীয় নহে। বোধ হয়, অভিনন্দের ব্যাপার না জানিয়াই তাঁহারা ঐরূপ ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সময়ে প্রবলপ্রতাপান্বিত মিহিরপরিহার ভোজরাজ কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন। ইনি বহুরাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়া বাচস্পতি মিশ্রের 'নৃগ' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধেয়।

বাচস্পতির সময়ে সাংখ্যযোগের উপর ভোজরাজবৃত্তি নামক একখানি গ্রন্থের প্রচলন ছিল। তিনি ঐ গ্রন্থের প্রামাণ্য লইয়া ভোজরাজকে প্রচুর সম্মান দেখাইয়াছেন। এ ভোজরাজ অবশ্য সিন্ধুলপুত্র ধারেশ্বর ভোজ নহেন, কারণ তিনি মিশ্রের অনেক পরবর্ত্তী। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, মহনীয়কীর্ত্তি মহোদয়পতি মিহিরপরিহার ভোজরাজের আশ্রয়ে থাকিয়াই বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তবে ইহা আমাদের অনুমান মাত্র।

স্মার্ত্ত চিন্তামণিকার বাচস্পতি মিশ্র একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহাকে সকলেই অভিনব বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া থাকেন। তিনি ১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দীতে মিথিলাধিপতি হরিনারায়ণের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। তাঁহার বিবাদচিন্তামণি একখানি উৎকৃষ্ট ব্যবহারগ্রন্থ।

বাণভট্ট (হর্ষচরিতাদি প্রণেতা)। প ৬১০।

৬-৭ খৃষ্টশতাব্দী। বাণভট্ট চিত্রভানুর পুত্র, অর্থপতির পৌত্র এবং পাশুপতের প্রপৌত্র। ইহারা বাৎস্যগোত্রাপত্য বেহার-দেশীয় ব্রাহ্মণ। মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের আশ্রয়ে থাকিয়া বাণভট্ট পার্ব্বতীপরিণয়, কাদম্বরী এবং শ্রীহর্ষচরিত প্রণয়ন করেন। শ্রীহর্ষচরিতে মহারাজের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। শার্ঙ্গধরপদ্ধতি হইতে জানা যায় যে, বাণের সহিত সূর্য্যশতক-প্রণেতা কবিবর ময়ূর ভট্টও মহারাজের সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

বাণভট্টের পুত্র ভূষণবাণ কাদম্বরীর সমাপ্তি করেন। কারণ, গ্রন্থ শেষ করিবার পূর্ব্বেই বাণের মৃত্যু হইয়াছিল।

বাণভট্ট প্রিয়দর্শিকাদি নাটকের প্রণেতা কিনা, তাহা হর্ষবর্দ্ধনের জীবনবৃত্তান্তে আলোচিত হইয়াছে।

বাৎস্যায়ন বা পক্ষিল স্বামী (ন্যায়ভাষ্যকার)। ১৬৩, ৩৮০, প ১২৫, ১৩০, ১৩৬, ১৪২, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬ ১৬৭, ১৯৫, ২৪৫।

৪র্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। অভিধানচিন্তামণিপ্রণেতা হেমচন্দ্র সূরি ও ত্রিকাণ্ডশেষপ্রণেতা মহারাজ পুরুষোত্তমদেব চাণক্যকেই ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন। ভাগবতে স্মৃত হইয়াছে —'নবনন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ সপুত্রামুদ্ধরিষ্যতি'। ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামীও বলিয়াছেন—"দ্বিজঃ কৌটিল্য-বাৎস্যায়নাদিপর্য্যায় শ্চাণক্যঃ"। (চাণক্য ও পক্ষিল স্বামী দেখুন)। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে সমাজকে সুস্থ রাখিবার জন্য চাণক্যবিষ্ণুগুপ্ত রাজশক্তির সহায়তা ব্যতীত অন্যান্য উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি কৌটিল্য নামে অর্থশাস্ত্রের প্রচারপূর্ব্বক বাৎস্যায়ন নামে কামশাস্ত্র এবং ন্যায়ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলে সংসার ত্যাগ অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু বর্ণাশ্রমে থাকিলে সমানভাবে ত্রিবর্গের ভোগ হইয়া থাকে। কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছেন—'ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ'। এই অভিপ্রায় জন সাধারণের নিকট স্পষ্টতঃ উপস্থাপিত করিবার জন্যই তিনি অর্থশাস্ত্রের এবং কামশাস্ত্রের প্রপঞ্চ করিয়াছিলেন।

চাণক্য ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রপঞ্চ করিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। কারণ ঋষিগণ কর্ত্তৃক উহার যথেষ্ট প্রপঞ্চই প্রাচীন কালে সাধিত হইয়াছিল। অর্থলাভে বা কামভোগে লোকের প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া সমাজের অন্ততঃ প্রাকৃতজনসমূহ ধর্ম্মসঙ্গত ভোগের পরিহারপূর্ব্বক ধর্ম্মবিরহিত ত্যাগমার্গের পক্ষপাতী হইবে না—এইরূপ উদ্দেশ্য পোষণ করিয়াই তিনি

অর্থশাস্ত্র এবং কামসূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। পাছে শিক্ষিত সম্প্রদায় বৌদ্ধগণের ন্যায়াভাসে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, সেইজন্য তিনি ন্যায়শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করিয়া গৌতমসূত্রের একখানি বেদানুকূল ন্যায় ভাষ্যও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

রাজনীতি এবং তদন্তর্গত অর্থনীতি কুটিলতা ব্যতীত সুসাধ্য নহে বলিয়া চাণক্য তাঁহার কৌটিল্য নামেই অর্থশাস্ত্রের প্রচার করেন। কৌটিল্যনামে কামশাস্ত্র বিবৃত হইলে পাছে উহা লাম্পট্যশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হয়, সেই জন্য তিনি উহার সহিত বাৎস্যায়ননামের সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। কারণ রাজসংসর্গের পর ন্যায়ভাষ্যাদি প্রচার হেতু তাঁহার বাৎস্যায়ন-নামে মুনিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল। এই এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের রক্ষণার্থে চাণক্য বৌদ্ধগণের চেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। চাণক্যের আশা ফলবতী হয় নাই—এরূপ কথা বলা যায় না, কারণ আশা ফলবতী না হইলে পরবর্ত্তিকালে মহারাজ অশোক বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে দৃঢ়ীকৃত করিবার চেষ্টা করিবেন কেন?

বাদরায়ণ (ব্রহ্মসূত্রকার)। ৮৩, প ২৪, ২৫, ৩৬, ১১২, ২০৪, ইত্যাদি। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস দেখুন।

বামন (কাশিকাকার)। প ১৭২।

৭-৮ম খ্রীষ্টশতাব্দী। রাজতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, বামন ও দামোদর কাশ্মীরের রাজা জয়াদিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। এই দামোদর গুপ্ত কুট্টনীমত প্রণয়ন করেন। তিনি ললিতাদিত্যেরও মন্ত্রী ছিলেন। জয়াদিত্য জয়াপীড়ের নামান্তর এবং ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের নামান্তর। জয়াদিত্য এবং বামন কর্ত্তৃক পাণিনি ব্যাকরণের কাশিকা-বৃত্তি এবং অলংকারশাস্ত্রে কাব্যালংকারসূত্র প্রণীত হয়। (জয়াদিত্য দেখুন)।

বার্ষগণ্য—প ১৪৩। বাচস্পতি মিশ্রের মতে ষষ্টিতন্ত্র বার্ষগণ্যপ্রণীত। কিন্তু অহির্বুধ্ন্যসংহিতায় উহা পঞ্চশিখ-প্রণীত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ৬ষ্ঠ খ্রীষ্টশতাব্দীতে সাংখ্য কারিকার উপর পরমার্থকৃত ব্যাখ্যায় অহির্বুধ্ন্যসংহিতার মতবাদ সমর্থিত হইয়াছে। পরমার্থ একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত। পরিশিষ্ট ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বালম্ভট্ট বা বালকৃষ্ণ পায়গুণ্ডে—১৮-১৯ খ্রীষ্টশতাব্দী। বালংভট্ট বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডের ঔরসে এবং লক্ষ্মী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। পতিবিয়োগের পর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের নামানুসারে লক্ষ্মী দেবী মিতাক্ষরার একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি ঐ টীকার নাম বালম্ভট্টী রাখেন। ত্যক্তশৈশবে বালম্ভট্ট সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ঐ টীকাখানি প্রচার-যোগ্য করেন বলিয়া উহা বালম্ভট্ট প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে (বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে ও লক্ষ্মী দেবী দেখুন)। বালম্ভট্ট কোল্‌ব্রুক্ সাহেবের পণ্ডিত ছিলেন। কোলব্রুক্ সাহেব অষ্টাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর শেষভাগে লর্ড্ ওএলেস্‌লির সময়ে নাগপুরে দৌত্যকর্ম্মে অবস্থান করেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম (তত্ত্বচিন্তামণি-ব্যাখ্যাকার) প ১৫৯। ১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দী। বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পুত্র। পিতার নিকট স্মৃতিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বাসুদেব মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সম্ভবতঃ ইনি ১৫ শ শতাব্দীতেই চিন্তামণির ব্যাখ্যা লিখিয়া থাকিবেন। চৈতন্যদেব, রঘুনাথ শিরোমণি,রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, এবং তন্ত্রসারপ্রণেতা কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য ইহার শিষ্য। শেষবয়সে সার্ব্বভৌম সম্ভবতঃ উৎকলে গজপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত হন। চৈতন্যদেবের শিষ্য তত্ত্বদীপিকা-প্রণেতা বাসুদেব সার্ব্বভৌম একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

বিজ্ঞান ভিক্ষু (প্রবচনভাষ্যাদিপ্রণেতা)। প ৪৪, ১০৮, ১৩৯, ১৯৯, ২১১, ২৪৫।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বিজ্ঞান ভিক্ষু উত্তরভারতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভাবাগণেশের গুরু। ইঁহার সাংখ্যসার, প্রবচন ভাষ্য, যোগসার, যোগবার্ত্তিক, এবং ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইনি সাংখ্যদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া বেদান্তের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ভিক্ষুকে সমন্বয়বাদী বলা যায়। কারণ, তিনি সাংখ্যবেদান্তের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহাই হউক্, তিনি যে একজন চিন্তাশীল দর্শনাচার্য্য তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাকে সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

বিজ্ঞান ভিক্ষুর 'বিজ্ঞান' নাম এবং 'ভিক্ষু' উপনাম দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বৌদ্ধসন্ন্যাসী বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। তিনি নিরতিশয় ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। সাংখ্য-সারের প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন—'সর্ব্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্ব্বজিষ্ণবে'। প্রবচনভাষ্যের মঙ্গলাচরণেও তিনি বলিয়াছেন—'প্রীয়তাং মোক্ষদো হরিঃ'।

বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্যাচার্য্য হইলেও বেদান্তে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল। সেই জন্য তিনি যোগবার্ত্তিকের শেষে সাংখ্যোক্ত পুরুষবহুত্বের প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক বলিয়াছেন—'এতেন প্রীয়তামীশো য আত্মা সর্ব্বদেহিনাম্'।

বিজ্ঞানেশ্বর যোগী (মিতাক্ষরাপ্রণেতা)। প ৬০৩।

১০-১১ খ্রীষ্টশতাব্দী। বিজ্ঞানেশ্বর যোগী পদ্মনাভ ভট্টের ঔরসে কল্যাণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। দাক্ষিণাত্যের চৌলুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের অর্থাৎ বিক্রমাঙ্কদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি মিতাক্ষরা প্রণয়ন করেন। মিতাক্ষরা যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির

টীকাবিশেষ। বিক্রমাদিত্য ভোজরাজার জামাতা। তিনি ভুবনমল্ল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বিল্হণপ্রণীত বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতে তাঁহার বৃত্তান্ত দৃষ্ট হইবে।

বিদ্যাধর (একাবলীপ্রণেতা)। প ৬৮১।

১৩-১৪ খৃষ্টশতাব্দী। বিদ্যাধর শ্রীহর্ষের নাম করিয়াছেন। শ্রীহর্ষ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। মল্লিনাথ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে একাবলীর উপর 'তরল' নামক টীকা লিখিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যাধরকে ১৩-১৪ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। একাবলী অলংকারশাস্ত্রের গ্রন্থ। ইহাতে কাব্যপ্রকাশ ও অলংকার-সর্ব্বস্বাদি গ্রন্থ অনুসৃত হইয়াছে।

বিদ্যাধরকে কেহ কেহ উৎকলবাসী বলেন, কারণ একাবলীতে উৎকলরাজ নরসিংহের প্রশংসাসূচক অনেক শ্লোক উদাহরণরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। রসার্ণবসুধাকরে শিঙ্গভূপাল বলিয়াছেন—'উৎকলাধিপতেঃ শৃঙ্গাররসাভিমানিনো নরসিংহদেবস্য চিত্তমনুবর্ত্তমানেন বিদ্যাধরেণ কবিনা বাঢ়মত্যন্তরীকৃতোঽসি'। ইত্যাদি। শিঙ্গভূপালও ১৩-১৪ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক।

বিদ্যানাথ (প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ প্রণেতা)। প ৬৮১।

১৩-১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বিদ্যানাথ দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ একখানি আলংকারিক গ্রন্থ। অরুণকুণ্ড-পত্তনে বা একশিলায় অর্থাৎ ওয়ার‍্যাংগল্ নগরে রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়ে ইনি প্রতিপালিত। গ্রন্থের উদাহরণ-গুলিতে রাজার যশোগুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রতাপরুদ্রযশোভূষণের উপর মল্লিনাথের পুত্র কুমার স্বামী রত্নাপণ নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

বিদ্যারণ্য মুনি—মাধবাচার্য্য দেখুন।

বিশাখদত্ত (মুদ্রারাক্ষসপ্রণেতা)। প ৬২০।

৮-৯ খ্রীষ্টশতাব্দী। পুরাতত্ত্ববিৎ স্মিথ্ সাহেবের মতে মুদ্রারাক্ষস

৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে বিশাখদত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর ত্র্যম্বক তেলাং বিশাখদত্তকে অষ্টম খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। কেহ কেহ আবার তাঁহাকে একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোকও বলিয়া থাকেন।

৯৭৪ হইতে ৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধারেশ্বর ভোজদেবের পিতৃব্য মুঞ্জবাক্‌পতিরাজদেব মালবদেশে রাজত্ব করেন। ধনঞ্জয় এবং ধনিক নামে দুই ভ্রাতা ইঁহার সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক দশরূপক নামে একখানি অলংকার গ্রন্থ প্রণীত হয়। ধনিকও ইহার উপর অবলোক নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। ইঁহারা উদাহরণ রূপে মুদ্রারাক্ষসের শ্লোক ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং বিশাখদত্তকে খ্রীষ্টীয় একাদশশতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তীই বলিতে হইবে।

মুদ্রারাক্ষসের শেষ শ্লোকে 'ম্লেচ্ছ' শব্দের উল্লেখ আছে। অষ্টম খ্রীষ্টশতাব্দীতে খলিফ্ ওমরের সেনাপতি কাসেম্ ইয়োরোপীয় দেশ জয় করিয়া ভারত আক্রমণ করিলে রাজপুতনার বীরচূড়ামণি বাপ্পাদেব কর্ত্তৃক তিনি বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং ইহার কিছুকাল পরেই হারুণ্-অল্-রসিদের পুত্র মামুন্ ইয়োরোপে সার্লামেনের নিকট যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পুনরায় ভারত আক্রমণ করিলে বাপ্পাদেবের পৌত্র কমনদেব কর্ত্তৃক তিনিও বিতাড়িত হন। এই জন্য কেহ কেহ বলেন, বিশাখদত্ত স্বয়ং এই সকল ঘটনা দেখিয়া মুসলমানগণের উদ্দেশে মুদ্রারাক্ষসের ভরতবাক্যে 'ম্লেচ্ছ'শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সময়ে আলেক্‌জেণ্ডার ও সেলুকস্ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাও পুরুরাজকর্ত্তৃক ও চন্দ্রগুপ্তকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থাহেতু ভরতবাক্যে গ্রীক্‌গণের উদ্দেশে 'ম্লেচ্ছ'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে বলিলেও কোন প্রকার প্রসঙ্গভেদ

বা অসামঞ্জস্ত হয় না। সুতরাং ইহার দ্বারা বিশাখদত্তের কালনির্ণয় সম্ভবপর নহে।

মুদ্রারাক্ষসের দ্বিতীয়াঙ্কে লিখিত হইয়াছে—"প্রারভ্যতে ন খলু বিঘ্নভয়েন নীচৈঃ প্রারভ্য বিঘ্নবিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ। বিঘ্নৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহন্যমানাঃ প্রারব্ধমুত্তমগুণা ন পরিত্যজন্তি॥" 'প্রারভ্য চোত্তমজনা ন পরিত্যজন্তি'—এই পাঠান্তরের সহিত শ্লোকটী রাজা ভর্তৃহরির নীতিশতকে দৃষ্ট হয়। সেই জন্য কেহ কেহ বলেন, মুদ্রারাক্ষস হইতেই শ্লোকটী ভর্তৃশতকে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এই দেখিয়া বিশাখদত্তকে ভর্তৃহরির পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায় না। কারণ শ্লোকটীর জন্য কে কাহার নিকট ঋণী তদ্বিষয়ে কোনও প্রমাণ দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন, বিশাখদত্ত মৌখরীরাজ অবন্তিবর্ম্মার সামসময়িক। অবন্তিবর্ম্মা ৮৫৫ হইতে ৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। আমরা আপাততঃ এই মতটী গ্রহণ করিলাম। কারণ মুদ্রারাক্ষসের প্রস্তাবনায় চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা ৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ডিসেম্বর তারিখেই প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

পৃথুদত্তের বা ভাস্কর দত্তের ঔরসে বিশাখদত্তের জন্ম হয়। বটেশ্বরদত্ত তাঁহার পিতামহ ছিলেন। মগধের নিকটেই ইঁহাদের একটী করদরাজ্য ছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তবে কেহ কেহ বলেন যে, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর নিকট চন্দ্রগুপ্তনগরে বিশাখদত্ত বিদ্যমান ছিলেন। বিশাখদত্তের আর অন্য কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণ প্রণেতা)। প ১০২।

১৪-১৫ খ্রীষ্টশতাব্দী। চন্দ্রশেখরের ঔরসে বিশ্বনাথের জন্ম হয়। ইঁহারা উৎকলদেশীয় মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কবিত্বশক্তির জন্য উৎকলরাজের নিকট হইতে বিশ্বনাথ 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সাহিত্যদর্পণের রচনাকাল লইয়া অনেক বিবাদ করিয়াছেন। যে সময়েই রচিত হউক না কেন, উহা যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ জয়দেবের প্রসন্নরাঘব হইতে সাহিত্যদর্পণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হইয়াছে—'কদলী কদলী করভঃ করভঃ করিরাজকরঃ করিরাজকরঃ' ইত্যাদি।

ত্রয়োদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর শেষ ভাগে আলাউদ্দীন্-খাল্‌জি এবং তাঁহার সেনাপতি মালিক্ কাফুর্ সন্ধিপত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া দাক্ষিণাত্যের অরুণকুণ্ডপুর বা একশিলানগর (ওয়ার‍্যাংগল্) আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করেন। সাহিত্যদর্পণের চতুর্থপরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে—'সন্ধৌ সর্ব্বস্বহরণং বিগ্রহে প্রাণনিগ্রহঃ। অলাবদীননৃপতৌ ন সন্ধি র্ন চ বিগ্রহঃ॥' এই দেখিযা আমরা বিশ্বনাথকে আলা-উদ্দীনের সামসময়িক বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন (ভাষাপরিচ্ছেদাদি প্রণেতা)। প ১৪০, ১৭০।

১৭ খ্রীষ্টশতাব্দী। বিশ্বনাথ বিদ্যানিবাসের পুত্র, জয়রামের শিষ্য এবং গদাধরের প্রশিষ্য। 'গদাধর দেখুন'।

বিশ্বনাথের ভাষাপরিচ্ছেদ নব্যন্যায়ের প্রবেশিকা। ইহার উপর তিনি সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায়সূত্রবৃত্তিও একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

বিষ্ণুস্বামী। প ১৩৯, ২০৬।

১২-১৩ খ্রীষ্টশতাব্দী। বিষ্ণুস্বামীর কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু শ্রীনিবাস প্রণীত 'সকলাচার্য্যমতসংগ্রহে' ইহাব মতবাদ বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামী দ্বৈতবাদী ছিলেন। ভক্তিমাহাত্ম্যের ২১ অধ্যায়ে পঠিত হইয়াছে—'আসন্ সিদ্ধান্তকর্ত্তার শ্চত্বারো বৈষ্ণবা দ্বিজাঃ। যৈ রয়ং পৃথিবীমধ্যে ভক্তিমার্গো দৃঢ়ীকৃতঃ॥ বিষ্ণুস্বামী প্রথমতো নিম্বাদিত্যো দ্বিতীয়কঃ। মধ্বাচার্য্য স্তৃতীয়স্তু তুর্য্যো রামানুজঃ স্মৃতঃ॥' বস্তুতঃ শ্লোকে

আচার্য্যগণের ক্রম বিবক্ষিত নহে, কারণ মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বে বিষ্ণুস্বামী, বিষ্ণুস্বামীর পূর্ব্বে রামানুজ এবং রামানুজের পূর্ব্বে নিম্বাদিত্যের স্থিতিকাল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে।

বিল্‌হণ বিদ্যাপতি (বিক্রমাঙ্কদেবচরিত প্রণেতা)। প ৬৭০।

১০-১১ খ্রীষ্টশতাব্দী। কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত হইলেও বিদ্যাপতি দাক্ষিণাত্যের চৌলুক্যবংশীয় ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত লিখিয়া ইনি বিক্রমাদিত্যকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। বিক্রমাঙ্কদেবচরিত একখানি সুন্দর ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এই বিক্রমাঙ্ক বা বিক্রমাদিত্য ধারেশ্বর ভোজদেবের জামাতা। তিনি বিল্‌হণকে বিদ্যাপতি উপাধি দিয়াছিলেন।

বিল্‌হণ জ্যেষ্ঠ-কলশের ঔরসে এবং নাগদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজকলস বিল্‌হণের পিতামহ এবং মুক্তিকলস ইঁহার প্রপিতামহ। ইঁহারা সকলেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বিল্‌হণাদি নামে কেহ কেহ 'ল'কারের পর 'হ'কারের পরিবর্ত্তে 'হ'কারের পর 'ল'কার দিয়া অক্ষরবিন্যাস করেন; অর্থাৎ তাঁহারা বিল্‌হণ না লিখিয়া বিহ্লণ লিখিয়া থাকেন। ইহা প্রামাদিক।

বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক (শতদূষণীকার)। প ১৭৩, ২০৩।

১৩-১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। কাঞ্চীনগরীর উপকণ্ঠে অনন্ত সুরীর ঔরসে এবং তোতারম্বার গর্ভে বেঙ্কটনাথের জন্ম হয়। তিনি স্বীয় মাতুল আপ্পুলার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। বেঙ্কটনাথ সুকবি ছিলেন। তিনি একরাত্রে পাদুকাসহস্র লিখিয়া 'কবিতার্কিক সিংহ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হইলেও বেঙ্কটনাথ সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। দ্বৈতবাদী অক্ষোভ্য মুনির সহিত অদ্বৈতবাদী মাধবাচার্য্যের তর্কযুদ্ধ হইলে উভয়পক্ষই

বেঙ্কটনাথকে মধ্যস্থ করেন। যুদ্ধের ফলাফল লইয়া বেঙ্কটনাথ বলিয়াছিলেন—'অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ামাস বিদ্যারণ্যো মহামুনিঃ।'

বেঙ্কটনাথের ভক্তিনম্রস্বভাব নিরতিশয় মনোহর। কোনও কুরসিক বৈষ্ণব আপন গৃহদ্বারে পাদুকা ঝুলাইয়া বেঙ্কটনাথকে গৃহমধ্যে লইয়া যান। বেঙ্কটনাথের ধৈর্য্যাদি পরীক্ষা করাই বৈষ্ণবের অভিপ্রায়। বেঙ্কটনাথও ইহাতে রুষ্ট না হইয়া প্রবেশকালে পাদুকাখানি চুম্বন করিয়া বলিলেন —কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিজ্ জ্ঞানাবলম্বকাঃ। বয়ং তু হরিদাসানাং পাদরসাবলম্বকাঃ॥

শঙ্করমতানুগত প্রবোধচন্দ্রোদয় দেখিয়া বেঙ্কটাচার্য্য রামানুজমতানুগত 'সঙ্কল্পসূর্য্যোদয়' নামক একখানি নাটক রচনা করেন। ইহা ব্যতীত তিনি শ্রীভাষ্যের অধিকরণগুলির তাৎপর্য্য লইয়া 'অধিকরণসারাবলী' এবং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের প্রত্যুত্তরস্বরূপ 'শতদূষণী' প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দূষণীর উপর দোদ্দয়াচার্য্যের 'চণ্ডমারুত' সুপ্রসিদ্ধ। বেঙ্কটনাথের তাৎপর্য্যচন্দ্রিকাদি গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, তিনি শতবৎসর জীবিত ছিলেন।

বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে (ছায়াকার)। প ৩০৩।

১৮শ খ্রীষ্টশতাব্দী। মহাদেবের ঔরসে এবং বেণীদেবীর গর্ভে বৈদ্যনাথ দাক্ষিণাত্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নাগেশের শিষ্য। ইঁহার স্ত্রীর নাম লক্ষ্মীদেবী এবং পুত্রের নাম বালম্ভট্ট বা বালকৃষ্ণ। পায়গুণ্ডের স্ত্রী যেরূপ বিদুষী ছিলেন, তাঁহার পুত্রও সেইরূপ বিদ্বান্ হইয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথপ্রণীত 'ছায়া' প্রদীপোদ্দ্যোতের টীকাস্থানীয়। ইঁহার পরিভাষেন্দুশেখরসংগ্রহাদি গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ। বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে লক্ষ্মীদেবীকে এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বালংভট্টকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে তৎপত্নী লক্ষ্মীদেবী মিতাক্ষরার

একখানি টীকা লিখিয়া অপত্যস্নেহবশতঃ উহার নাম 'বালম্ভট্টী' রাখিয়া ছিলেন। বালংভট্ট ত্যক্তশৈশব হইলে ঐ টীকাখানি প্রচার করেন। কিন্তু লোকের নিকট এক্ষণে উহা বালম্ভট্ট প্রণীত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। 'লক্ষ্মীদেবী দেখুন'।

অপ্পয় দীক্ষিত প্রণীত কুবলয়ানন্দের উপর অলংকারচন্দ্রিকা নামক টীকা বৈদ্যনাথ তৎসৎ কর্ত্তৃক প্রণীত হয়। এই বৈদ্যনাথ তৎসৎ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু জয়দেবপ্রণীত চন্দ্রালোকের উপর 'রমা' নাম্নী টীকা বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডেই প্রণয়ন করিয়াছেন।

বোধায়ন বা বৃত্তিকার। ২৭৯, প ২০৫, ২০৬।

ভগবান্ উপবর্ষের এবং কাত্যায়নের মীমাংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের উপর বোধায়ন একখানি বিশিষ্টাদ্বৈতপর বৃত্তি রচনা করেন। শ্রীভাষ্যে ঐ বৃত্তির উল্লেখ থাকিলেও এক্ষণে উহা পাওয়া যায় না। বোধায়ন দাক্ষিণাত্যবাসী এবং দ্রামিড়াচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্ভবতঃ ইনি ২-১ খ্রীষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর লোক। কিন্তু সূত্রকার বৌধায়ন একজন প্রাচীন ঋষি। তিনি ঐতিহাসিক কালের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

বোপদেব (মুগ্ধবোধ প্রণেতা)। প ১৩৮।

১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। কেশবের ঔরসে বোপদেব দৌলতাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ধনেশ পণ্ডিতের নিকট শিক্ষিত হইয়া যাদবরাজ মহাদেবের সভাপণ্ডিত হন। বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ও কবিকল্পদ্রুম বঙ্গদেশে বিশেষ আদর পাইয়াছে। ভাগবতের উপর ইঁহার মুক্তাফল এবং হরিলীলা নামক গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। হরিলীলাতে লিখিত হইয়াছে—
"শ্রীমদ্ভাগবতস্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিরূপ্যতে। বিদুষা বোপদেবেন মন্ত্রিহেমাদ্রিতুষ্টয়ে॥"

যাদবরাজের শ্রীকরণাধিপ ও মন্ত্রী হেমাদ্রি বোপদেবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি মুক্তাফলের উপর কৈবল্যদীপিকা

'নাম্নী টীকা রচনা করিয়া বোপদেবের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন।

ব্যাড়ি (সংগ্রহকার)। প ৬৪৮।

মহর্ষি ব্যাড়ি প্রাচীনকালে একখানি কোষগ্রন্থ এবং সংগ্রহনামক লক্ষশ্লোকাত্মক একখানি ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য ইনি কোষকার এবং সংগ্রহকার বলিয়া অভিহিত হন। এক্ষণে ঐ সকল গ্রন্থ পাওয়া যায় না। ১।২।৬৪ পাণিনি-সূত্রের ৪৫ বার্ত্তিকে এবং অন্যান্য স্থানে ব্যাড়ির নাম দৃষ্ট হইলেও অষ্টাধ্যায়ীতে ইঁহার কোনও প্রকার উল্লেখ দেখা যায় না। এইজন্য কোন কোনও প্রাত্নতত্ত্বিক ব্যাড়িকে পাণিনির পরবর্ত্তী এবং কাত্যায়নের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথার সমর্থন করিতে পারি না। ঋক্‌প্রাতি-শাখ্যের তৃতীয়পটলের "মাত্রাল্পস্ততরৈকেষামুক্তে ব্যাড়িঃ সমস্বরে" এই শ্লোকে ভগবান্ শৌনক যখন ব্যাড়িকে প্রাচীন শব্দাচার্য্য বলিয়া তাঁহার মতোদ্ধার করিয়াছেন, তখন প্রাত্ন-তত্ত্বিকেরা ব্যাড়িকে কিরূপে পাণিনির পরবর্ত্তী বলিতে পারেন ? আর শৌনকও পাণিনির পরবর্ত্তী নহেন। কারণ অষ্টাধ্যায়ীব "শৌনকাদিভ্য শ্ছন্দসি" (৪।৩।১০৬) সূত্রে পাণিনি স্বয়ং শৌনকের প্রাচীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

এইরূপ বস্তুগতি দেখিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, সংগ্রহকার ব্যাড়ি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী এবং ব্যাড়ির সংগ্রহনামক লক্ষশ্লোকাত্মক ব্যাকরণকে সংক্ষেপ করিবার জন্যই পাণিনি চারিহাজার সূত্রাত্মক অষ্টাধ্যায়ী প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। আর কথাসরিৎসাগরপ্রণেতা সোমদেব ভট্টের মতানুসারে পাণিনি যদি কাত্যায়নের সামসময়িকই হন, তাহা হইলে ব্যাড়ি উভয় ঋষিরই পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন। কারণ "সরূপাণামেকশেষঃ" ইত্যাদি পাণিনিসূত্রের *

* অষ্টাধ্যায়ী ১।২।৬৪।

৪৫ বার্ত্তিকে এবং অন্যান্য স্থানে কাত্যায়ন মুনি স্পষ্টতঃ সংগ্রহকারের প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিয়াছেন।

ব্যাসরাজ স্বামী (ন্যায়ামৃতকার)। ২৭৫, ২৮০, প ১৭৩।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। ব্যাসরাজ ব্রহ্মণ্যতীর্থের শিষ্য। জয়তীর্থের 'বাদাবলী' অনুসরণ করিয়া ইনি পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের উপর ন্যায়ামৃত নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। মধুসূদনের অদ্বৈতসিদ্ধিতে ইঁহার মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের টীকা লিখিলেও ব্যাসরাজ স্বয়ং স্বতন্ত্রাস্বতন্ত্রবাদী ছিলেন। ইহা বিচিত্র নহে। অপ্পয়দীক্ষিতও শিবার্কমণিদীপিকা লিখিবার পর পুনরায় পরিমল লিখিয়াছেন।

শঙ্কর মিশ্র (উপস্কার প্রণেতা)। প ২৪০।

১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দী। শঙ্কর মিশ্র ভবনাথ মিশ্রের পুত্র। ইনি পিতার নিকটেই শিক্ষিত হন। দ্বারভাঙ্গা ইঁহাদের বসতিস্থান।

বৈশেষিক সূত্রের উপর শঙ্কর মিশ্রের উপস্কার নামক টীকা সকলস্থানেই আদর পাইয়াছে। ইঁহার তত্ত্বচিন্তামণিময়ূখাদি গ্রন্থও সুপ্রসিদ্ধ। বাল্যকালে ইনি 'পণ্ডিতবিজয়' প্রণয়ন করেন। ইহাতে উক্ত হইয়াছে—"বালোঽহং জগদানন্দো ন মে বালা সরস্বতী। অপূর্ণে পঞ্চমে বর্ষে বর্ণয়ামি জগত্রয়ম্॥"

শঙ্কর মিশ্র দ্বৈতবাদী ছিলেন। ভেদপ্রকাশে তাঁহার মতবাদ বিবৃত হইয়াছে। অদ্বৈতমতের নিরাকরণ করিবার জন্য ইনি 'অভেদধিক্কার' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। বিবরণভাবপ্রকাশিকাকার নৃসিংহ মুনি ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে অভেদধিক্কারের প্রত্যুত্তরস্বরূপ 'ভেদধিক্কার' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য, আচার্য্য বা আচার্য্যপাদ (শারীরকভাষ্যাদিপ্রণেতা)। ৬৫, ৮৪, ১৬৬, ২৩৭, ৩০৫, ৩৮৬, প ৭, ৮, ১২,

১৯, ২১, ৩১, ৩২, ৪৫-৪৭, ৫২, ৫৩, ৬০, ৬১, ৮৩, ৮৪, ১০২, ১১৩, ১১৪, ১১৭, ১২১, ১২৬, ১৪৪, ১৪৫, ১৫১, ১৫৭, ১৬৪, ১৮১—১৮৮, ১৯৫, ১৯৯, ২০৭, ২১০, ২১২, ২১৩, ২১৯, ২২১, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২৪১—২৪৪, ইত্যাদি।

৭-৮ খ্রীষ্টশতাব্দী। শঙ্করাচার্য্যের স্থিতিকাল লইয়া অনেক বিবাদ আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে তিনি ৭৮৮ হইতে ৮২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দীতে কুমারিল ভট্টের সময় ইতিপূর্ব্বে সূচিত হইয়াছে। মণ্ডন মিশ্র কুমারিলের ভগিনীপতি এবং শিষ্য ছিলেন। মণ্ডন মিশ্র শঙ্করের শিষ্য হইয়া সুরেশ্বরাচার্য্য নামে অভিহিত হন। শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে শৃঙ্গেরি মঠের মঠাধীশ করিয়াছিলেন। প্রয়াগে কুমারিলের সহিত শঙ্করের সাক্ষাৎ হয়। ঐতিহাসিকগণের মতবাদ গ্রহণ করিলে এই সকল সাহিত্যিক ও সাম্প্রদায়িক প্রসিদ্ধি ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সেইজন্য আমরা শঙ্করাচার্য্যকে ৭-৮ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিতেছি। আমাদের অনুমান বিশ্বকোষে সমর্থিত হইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাধর তিলকের মতে শঙ্করাচার্য্য ৬৮০ হইতে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শরীর ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ হইলে তাঁহার বয়স ৩২ বৎসরের অধিক হইয়া পড়ে।

কেরলদেশে শিবগুরুর ঔরসে এবং সতীদেবীর গর্ভে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। ইনি গোবিন্দ যোগীন্দ্রের শিষ্য এবং গৌড়পাদ আচার্য্যের প্রশিষ্য। যৌবনকালেই আচার্য্যের দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে মাধবাচার্য্য প্রণীত শঙ্কর বিজয়ের ত্রয়োদশ সর্গ, উহার উপর ধনপতি সূরীর টীকা এবং আনন্দগিরিপ্রণীত শঙ্করবিজয়াদিগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দিগ্‌বিজয়ের পর শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত চারিটী মঠ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মহীশূরস্থিত শৃঙ্গগিরির মঠে সুরেশ্বরকে, উৎকলস্থিত গোবর্দ্ধনমঠে পদ্মপাদকে, দ্বারকা-

স্থিত দ্বারকামঠে হস্তামলককে এবং বিষ্ণুপ্রয়াগস্থিত জ্যোতির্মঠে ত্রোটককে আচার্য্যপদে নিযুক্ত করেন। বঙ্গদেশে তাঁহার কোনও মঠ না থাকিবার কারণ গৌড়পাদ আচার্য্যের জীবনবৃত্তান্তে দর্শিত হইয়াছে।

দার্শনিকসিদ্ধান্তসম্বন্ধে আচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥" কাশকৃৎস্নাদি প্রাচীন ঋষির মতবাদ অনুসরণ করিয়াই তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। চরমভূমিকায় আরোহণ করিয়া তিনি দেখিলেন, ব্যবহারিক সত্তা যেরূপে প্রাতিভাসিক সত্তার পূর্ব্ববৃত্ত হয়, পারমার্থিক সত্তাও সেইরূপেই ব্যবহারিক সত্তার পূর্ব্ববৃত্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, আচার্য্য কেবল যুক্তি অবলম্বন করিয়াই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। আচার্য্যের যুক্তি শাস্ত্রসঙ্গত। কারণ ভগবতী শ্রুতি স্বয়ং ঘোষণা করিয়াছেন——

অস্তীতি চেন্নাস্তি তদা নাস্তি চেদস্তি কিঞ্চন।
কার্য্যং চেৎ কারণং কিঞ্চিৎ কার্য্যাভাবে ন কারণম্॥
দ্বৈতং যদি তদাঽদ্বৈতং দ্বৈতাভাবে দ্বয়ং ন চ।
দৃশ্যং যদি দৃগপ্যস্তি দৃশ্যাভাবে দৃগেব ন॥
তস্মাদেতৎ ক্বচিন্নাস্তি ত্বং চাহং বা ইমে ইদম্।
নাস্তি দৃষ্টান্তিকং সত্যে নাস্তি দার্ষ্টান্তিকংহ্যজে॥
(তেজোবিন্দু ৫)।

বস্তুগতি এইরূপ দেখিয়া আচার্য্য সকল প্রকার বাদের খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদের প্রধান্য স্থাপন করিয়াছেন।

অদ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিলেই দ্বৈতভানের অপরমার্থতা বুঝিবার জন্য মায়া বা তজ্জাতীয় কোন শক্তিবিশেষের স্বীকার করিতে হয়। সেই জন্য ঋগ্বেদ "কো অদ্ধা বেদ" ইত্যাদি নাসদাসীয় সূক্তে মায়ার উপন্যাসও করিয়াছেন। ইহাতে

অদ্বৈতভঙ্গের আশঙ্কা নাই, কারণ অধ্যারোপ-অপবাদের দ্বারা বস্তুতত্ত্ব কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। বেদেও আম্নাত হইয়াছে—

অস্তিতালক্ষণা সত্তা সত্তা ব্রহ্ম ন চাপরা।
নাস্তি সত্তাতিরেকেণ নাস্তি মায়া চ বস্তুতঃ॥
যোগিনামাত্মনিষ্ঠানাং মায়া স্বাত্মনি কল্পিতা।
সাক্ষিরূপতয়া ভাতি ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধিতা॥

পাশুপতব্রহ্মোপনিষৎ।

এই সকল কারণ বশতঃ শাঙ্করদর্শনে মায়া অভ্যুপগত হইয়াছে। সেই জন্য শাঙ্করদর্শন মায়াবাদ বলিয়া অভিহিত হয়। কেহ কেহ ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়া থাকেন। ইহা ঠিক্ নহে। কারণ প্রকৃতপক্ষে শাঙ্করদর্শন শাশ্বতবাদ, কিন্তু বৌদ্ধদর্শন উচ্ছেদবাদ।

কেহ কেহ আচার্য্যকে যোগের বিরোধী বলিয়া মনে করেন। ইহাও ঠিক্ নহে। অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে বুঝা যায় যে, শমাদি সম্পত্তিকে তিনি যখন ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্ববৃত্ত বলিয়াছেন, তখন যোগও তৎকর্ত্তৃক অভ্যুপগত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বিবেকচূড়ামণিতে তিনি ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের নিমিত্ত যোগের উপযোগিতা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন। আচার্য্যের পরকায়-প্রবেশন সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহা যোগ ব্যতীত কখনই সম্ভবপর হয় না।

পুরাকালে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান সাধনার বিষয়ীভূত বলিয়া গৃহীত হইত। ঋষিগণ উহা লোকশিক্ষার জন্য ব্যক্ত করিতেন না। সেইজন্য বুদ্ধদেব, কনকমুনি বা মহাকাশ্যপাদি বোধিসত্ত্বগণ যখন বর্ণাশ্রম হইতে সনাতন হিন্দুগণকে বেদবাহ্য বৌদ্ধসন্ন্যাসে প্ররোচিত করিবার চেষ্টা করেন, তখন ভগবান্ উপবর্ষ প্রাচীন কার্ষ্ণাজিনি আত্রেয়ী ও বাদরির পন্থা অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের নিকট কর্ম্মকাণ্ডমূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রচারপূর্ব্বক

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচার করিয়াছিলেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেও ব্রহ্মাত্রেয়া মূলক অদ্বৈতবাদ প্রকাশ করেন নাই, কারণ ভগবতী স্মৃতি স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিয়াছেন—"নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ। যে মন্দা স্তেঽনুকম্প্যান্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ॥" ভগবান্ উপবর্ষের এইরূপ উপায়ানুষ্ঠানে কোনও ফল হয় নাই—এরূপ কথা বলা যায় না। কারণ ফল না হইলে রেবতাদি বোধিসত্ত্বগণ বৈভার পর্ব্বতে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার সাধন করিতেন না। দ্বিতীয় সঙ্গীতির সংস্কৃত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে উপবর্ষের শিষ্য কাত্যায়ন মুনি গুরুর পন্থা অবলম্বন করিয়া বিচলিত হিন্দুসমাজকে সুস্থ করিলেও নিশ্চয়কে নিশ্চয়তর করিবার জন্য নীতিবিদ্‌বরিষ্ঠ চাণক্য মীমাংসাপ্রচারের পরিবর্ত্তে নৈতিক উপায় প্রয়োগ করিয়া হিন্দুসমাজের ধর্ম্মবিপ্লব স্থগিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের যথেষ্ট প্রপঞ্চ করিয়াছেন দেখিয়া তিনি পুরাতন উপায়ের পরিবর্ত্তে অর্থশাস্ত্রের এবং কামশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার আয়ত্তে প্রভূত রাজ-শক্তি থাকিলেও তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, বর্ণাশ্রমে অবস্থান করিলে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম সমানভাবে ভোগের বিষয় হইয়া থাকে। কারণ শাস্ত্রই বলিয়াছেন—ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ। অর্থলাভে বা কাম-ভোগে লোকের প্রবৃত্তি স্বতঃসিদ্ধ এবং বৌদ্ধসন্ন্যাসীর অনুসরণ করিলে সংসারবিসর্জ্জন অবশ্যম্ভাবী—এই দুইটার বৈপরীত্য দেখাইয়াই চাণক্য ঐরূপ নীতিকৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাতে সমাজের প্রাকৃতজনসমূহ স্বীয় স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করে নাই সত্য, কিন্তু পাছে আত্মত্যাগী বিজ্ঞমণ্ডলী বৌদ্ধন্যায়ের প্রবাহে পতিত হইয়া স্বধর্ম্মচ্যুত হন, সেইজন্য বাৎস্যায়ন নামে গৌতমসূত্রের বেদানুকূল ভাষ্য লিখিয়া তাঁহাদেরও

সুস্থতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। চাণক্যের এই সকল উপায়ানুষ্ঠান নিষ্ফল হয় নাই। নিষ্ফল হইলে মহারাজ অশোক বিপুল অর্থব্যয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষা করিতে যত্নশীল হইতেন না।

মহারাজ অশোকের দুইশত বৎসর পরে মীমাংসাচার্য্য শবরস্বামী উপবর্ষকাত্যায়নমতের কালোপযোগী সামঞ্জস্য করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের বাধা প্রদান করেন এবং তাঁহার পুত্র শকারি বিক্রমাদিত্য ৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজশক্তির প্রয়োগ করিয়া পিতার সহায়স্বরূপ হন। এই প্রকার বাধার ফলে কিছুদিন ধরিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুসমাজের বিশেষ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে নাগার্জ্জুন নামক একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হয়। বৌদ্ধসম্প্রদায় ইহার ন্যায় দার্শনিক মল্ল কখনই উৎপাদন করেন নাই, এবং হিন্দুসম্প্রদায়ও ইহার ন্যায় দার্শনিক মল্লকে কখনই যুদ্ধপ্রদান করেন নাই। এই নাগার্জ্জুন হিন্দুগণের সমক্ষে স্পর্দ্ধা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিলেন। ভগবান্ উপবর্ষ নাই, কাত্যায়নমুনি নাই, নীতিবিদ্‌বরিষ্ঠ চাণক্যাপরপর্য্যায় ভগবান বাৎস্যায়নও নাই; এক্ষণে কে আর হিন্দুধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? এইরূপে প্রায় চারিশত বৎসর অতীত হইলে প্রশস্তপাদ আচার্য্য নাগার্জ্জুনের ন্যায়াংশে আঘাত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই অসামান্য বৌদ্ধপণ্ডিত দিঙ্‌নাগভদন্ত কর্ত্তৃক তিনি আক্রান্ত হন। সুতরাং হিন্দুগণের যে অবস্থা ছিল তাহার পরিবর্ত্তন হইল না। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে হিন্দুধর্ম্মের দশাবিপর্য্যয় দেখিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। সেই জন্য কুরুক্ষেত্রের নিকটে ভগবান্ স্থাণীশ্বর শ্রুঘ্নগ্রামে উদ্দ্যোতকর ভারদ্বাজের সৃষ্টি করেন। এই উদ্দ্যোতকর ভরদ্বাজ তাঁহার ন্যায়বার্ত্তিকে

নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্বের এবং দিঙ্‌নাগভদন্তের যুক্তি সমূহ খণ্ডন করিয়া বাৎস্যায়নভাষ্য সমর্থন করিয়াছেন। বৌদ্ধগণের যুক্তিসমূহ খণ্ডিত হইলেও ধর্ম্মকীর্ত্তি ভদন্তাদির উদ্যোগবশতঃ হিন্দুসমাজের প্রাকৃতজনসমূহ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সমধিক আস্থাবান্ ছিল। সেইজন্য ভারদ্বাজের পর কুমারিল ভট্ট ভগবান্ উপবর্ষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এবং গুরুপ্রভাকর কাত্যায়ন মুনির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধে মীমাংসাশাস্ত্রেব প্রচাব করেন। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্প্রবাহ হইলেও উচ্ছিন্ন হয় নাই। পাছে পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম বিপদাপন্ন হয়, সেইজন্য গৌড়পাদাচার্য্য ভাবত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিবার সঙ্কল্পে বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধে অদ্বৈতবাদরূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিবাব চেষ্টা করেন। যে অস্ত্র প্রাচীনেবা কোনও মতেই ব্যবহাব করেন নাই, এক্ষণে তাহার আংশিক প্রয়োগ দেখিয়া ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিঃসঙ্কোচে উহার গ্রহণপূর্ব্বক ভারত হইতে বৌদ্ধাদিবাদেব উন্মূলন করিয়াছেন।

বেদান্তের তিনটী প্রস্থান—শ্রুতি, স্মৃতি এবং ন্যায়। আচার্য্য অদ্বৈতপক্ষে তিনটী প্রস্থানেরই ভাষ্য লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে ঈশাদি দশখানি উপনিষদ্‌ভাষ্য শ্রুতিপ্রস্থানের অন্তর্গত, গীতাভাষ্যাদি স্মৃতিপ্রস্থানের অন্তর্গত, এবং শারীরকভাষ্য ন্যায় প্রস্থানের অন্তর্গত হইতেছে। ইহা ব্যতীত অধ্যাত্মবিষয়ে বিবেকচূড়ামণি, সিদ্ধান্তবিন্দু, অপরোক্ষানুভূতি, উপদেশ সাহস্রী, অজ্ঞানবোধিনী, আত্মানাত্মবিবেক, তত্ত্বোপদেশ, আনন্দলহরী এবং অন্যান্য গ্রন্থ লিখিয়া সাধারণ জীবের প্রতি তিনি যথেষ্ট অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন।

শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য (কলাপব্যাকরণ প্রণেতা)। প ৬১১।

১-২ খ্রীষ্টশতাব্দী। নেপালমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে যে, গুণাঢ্য এবং শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য উজ্জয়িনীরাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

ইতিহাসের মতে দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্ররাজগণ মধ্যভারত হইতে উত্তরভারতের কতকাংশ অধিকার করিয়া মালবান্তর্গত উজ্জয়িনীতে রাজধানী করেন। তন্মধ্যে অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল সাতবাহন খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর রাজা ছিলেন। ইঁহারই প্রধান মন্ত্রী বৃহৎকথাপ্রণেতা গুণাঢ্য। মহারাজের সপ্তশতক নামক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ হইতেও একথা সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যেব স্থিতিকাল ১-২ খ্রীষ্টশতাব্দী অনুমান কবা অসঙ্গত নহে। মহারাজ হাল, গুণাঢ্য এবং শর্ব্ববর্ম্মাব সম্বন্ধে যে সকল সাহিত্যিক প্রসিদ্ধি আছে, তাহা গুণাঢ্যেব জীবনবৃত্তান্তে বিবৃত হইয়াছে।

সাতবাহনকে সংস্কৃতভাষা অনায়াসে শিখাইবার জন্য শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কার্ত্তিকেয়ের উপাসনা করিয়া যে ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, তাহার নাম কুমারব্যাকরণ। সাধারণতঃ ইহা কলাপ বা কাতন্ত্র বলিয়াও অভিহিত হয়। যতগুলি লৌকিক ব্যাকরণ প্রচলিত আছে তন্মধ্যে কলাপকেই আদিম বলিতে হইবে। ইহা ত্রিমুনিবচিত ব্যাকরণের কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হইয়াছে। দুর্গসিংহ কলাপেব বৃত্তি প্রণয়ন করেন। কেহ কেহ অমরসিংহকেই দুর্গসিংহ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা চিন্তনীয়।

বররুচিকে কলাপের কৃদ্‌বৃত্তিকার বলা হয়। এ বররুচি অবশ্য বাক্যকাব বররুচি কাত্যায়ন নহেন। কারণ মহাভাষ্য-কার পতঞ্জলির তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির তিনশত বৎসর পরে শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের স্থিতিকাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত মহাভাষ্যেও কলাপের কোন প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয় না। (অমরসিংহ, গুণাঢ্য এবং কাত্যায়ন দেখুন)।

এই শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যই বুধস্বামীর শ্লোকসংগ্রহদৃষ্ট 'তন্ত্রাখ্যায়ি-কা'র প্রকৃত রচয়িতা। সুতরাং মহিলারোপ্যপতি অমরশক্তির

সভাসদ্ বিষ্ণুশর্ম্মা বা কুসুমপুরপতি সুদর্শনের সভাসদ্ নারায়ণ পণ্ডিত পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের জন্য ইঁহার নিকটেই ঋণী বলিয়া অনুমিত হন। পঞ্চতন্ত্রে কুমারসম্ভবের দ্বিতীয়সর্গস্থিত ৫৫ শ্লোক দৃষ্ট হয়। কিন্তু এদিকে ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে আবার সাসেনিয়াপতি খসরু অনুশীর্ব্বানের আদেশানুসারে বার্জই পণ্ডিত পহ্লবী ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং বর্ত্তমান পঞ্চতন্ত্রাদি কালিদাসের পরবর্ত্তী হইলেও ষষ্ঠ খ্রীষ্ট-শতাব্দীর পূর্ব্বেই অবশ্য রচিত হইয়া থাকিবে।

শবর স্বামী (মীমাংসা ভাষ্যকার)। প ১০৭, ২৪০।

২-১ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দী। শবরস্বামী দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠান-নগরস্থিত ব্রাহ্মণরাজগণের একজন নিকটাত্মীয় হইতেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম আদিত্যদেব। কেহ কেহ তাঁহাকে দীপ্ত-স্বামীর পুত্র বলিয়া অনুমান করেন। দীপ্তস্বামীর পুত্র শবর-স্বামী পাণিনীয় লিঙ্গানুশাসনের টীকা করেন সত্য, কিন্তু তিনিই এই শবরস্বামী কি না তাহা সুচিন্তিত নহে।

বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রচার হেতু বৌদ্ধগণেব এবং জৈন ধর্ম্মাবলম্বী শাক্যক্ষত্রপের অত্যাচাব সহ্য করিতে না পারিয়া আদিত্যদেব ব্যাধসম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মগোপন করেন এবং সেই সময়ে মীমাংসাভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়া তিনি শবর স্বামী বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

উত্তরভারতের তক্ষশিলায় শিক্ষিত হইবার পর আদিত্যদেব একটী ক্ষত্রিয় কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই কন্যার গর্ভে এবং তাঁহার ঔরসে একটী পুত্রসন্তান হয়। এই পুত্রটী যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিবার পর পিতৃবৈরিতার প্রতিশোধ লইবার জন্য কতকগুলি রাজপুতসৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক উজ্জয়িনী হইতে শাক্যক্ষত্রপকে বিতাড়িত করিয়া শকারি বিক্রমাদিত্য হন এবং ৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মালবীয় সংবৎপ্রবর্ত্তক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্তগঙ্গানাথ ঝা

মহাশয় শ্লোকবার্ত্তিকের অনুবাদভূমিকায় শবর স্বামীকে এই বিক্রমাদিত্যের পিতা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন।

৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে একটী মালবীয় সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল জানিয়াও তাৎকালিক মুদ্রা, প্রশস্তিপত্র বা তাম্রশাসনাদির অভাব প্রযুক্ত প্রাত্নিকসম্প্রদায় এই বিক্রমাদিত্যকে কবিকল্পিত বলিয়া থাকেন। কিন্তু মুদ্রাদি পদার্থ কোনও প্রাচীন রাজার কালাদিনির্ণয়ে সাধনবিশেষ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং মুদ্রাদির অভাব থাকিলেও যদি কোনও শাস্ত্রীয় বচন বা সাহিত্যিক গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দীয় বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে পর্য্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যের শাবর-বিক্রমীয় প্রসিদ্ধিটী একেবারে ভিত্তিশূন্য বলিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রবন্ধচিন্তামণি এবং কালকাচার্য্যকথাপাঠ নামক জৈন-গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, উজ্জয়িনীতে ৭৪ হইতে ৫৭ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত শকাধিকার বিদ্যমান ছিল এবং তৎকালে সাতবাহনবংশীয় শাতকর্ণিগণ প্রতিষ্ঠাননগরে রাজত্ব করিতেন। এই সকল সাতবাহনকে পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ 'প্রাচীন সাতবাহন' বলিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডেও লিখিত হইয়াছে যে, কলিযুগের ৩০০০ বৎসর গত হইলে দক্ষিণাপথে একজন বিক্রমাদিত্য আবির্ভূত হইবেন। ব্রহ্ম-গুপ্তের ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে আমরা অবগত হই যে, কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর অতীত হইলে শকাব্দের আরম্ভ হইয়াছিল। এদিকে আবার ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শকাব্দ আরব্ধ হইলে ৩১০১ কল্যব্দে খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ হয়। সুতরাং ৩০০০ কল্যব্দে অর্থাৎ ১০১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে স্কন্দপুরাণীয় বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইহা ব্যতীত প্রথম খ্রীষ্টশতাব্দীতে অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র মহারাজ হালসাতবাহন মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় তাঁহার সপ্তশতক নামক গ্রন্থে শবরপুত্র মহারাজ বিক্রমাদিত্যের

উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎকথাপ্রণেতা গুণাঢ্য সাতবাহনের মন্ত্রী ছিলেন এবং কলাপ ব্যাকরণপ্রণেতা শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য তাঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত ও শিক্ষাবিভাগের কুলপতি ছিলেন। তাঁহাদের অনুমোদনসহকারেই অবশ্য সপ্তশতক লিখিত হইয়াছিল। আর শবরপুত্র বিক্রমাদিত্য আমাদের নিকট যত প্রাচীন, তাঁহাদের নিকট সেরূপ নহেন। তাঁহাদের সহিত বিক্রমাদিত্যের ১০০ বৎসর মাত্র ব্যবধান ছিল। সুতরাং শিলালিপি বা তাম্রশাসনাদি অপেক্ষা এই জাতীয় সাহিত্যিক গ্রন্থ বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্ব প্রতিপাদনে কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

মালবীয় সংবৎপ্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য ১০১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পিতা শবরস্বামী অবশ্যই দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর লোক হইতেছেন। অতএব মালবিকাগ্নিমিত্রের অগ্নিমিত্র তাঁহার সামসময়িকই হইবেন।

উপবর্ষ প্রণীত এবং কাত্যায়ন-প্রণীত মীমাংসাবৃত্তিদ্বয় অনুসরণ করিয়া শবরস্বামী বৌদ্ধমতের প্রতিবাদপূর্ব্বক মীমাংসাশাস্ত্রের একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের প্রচার কার্য্যে বদ্ধপরিকর হন। মহারাজ অশোক বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া যে বৌদ্ধধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছিলেন, ইনি তাহার মূলে এরূপ কুঠারাঘাত করেন যে, কুশনবংশীয় মহারাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ সঙ্গীতির নিমিত্ত নাগার্জ্জুনের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত বৌদ্ধগণের আর উপায়ান্তর ছিল না।

শাতাতপ (সংহিতাকার)। প ৮৯।

যাজ্ঞবল্ক্য শাতাতপের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার সংহিতা ছয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। শরভঙ্গ ঋষিকে ইনি যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই শাতাতপসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

শান্তরক্ষিত (তত্ত্বসংগ্রহকার)। প ৬৮৬।

৭-৮ খ্রীষ্টশতাব্দী। শান্তরক্ষিত মনুসংহিতার উপর তত্ত্বসংগ্রহ

নামক একখানি কারিকা প্রণয়ন করেন এবং তাঁহার শিষ্য কমলশীল উহার উপর একখানি টীকা রচনা করেন। ইহাকে উপজীব্য করিয়া সিন্ধুদেশে মেধাতিথি নবমখ্রীষ্টশতাব্দীতে মনুসংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। শান্তরক্ষিত আবার ভর্ত্তৃযজ্ঞপ্রণীত মনুভাষ্য অবলম্বন করিয়া তত্ত্বসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। ভর্ত্তৃযজ্ঞের পূর্ব্বে অসহায় আচার্য্যের মনুভাষ্য প্রণীত হইয়াছিল। মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়স্থিত ৩ এবং ১৫৫ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

শালিকনাথ মিশ্র (প্রকরণপঞ্চিকাকার)। প ২৪০।

৮-৯ খ্রীষ্টশতাব্দী। শালিকনাথ গৌড়বাসী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বঙ্গবাসী বলিয়াও অনুমান করেন। শালিকনাথ গুরুপ্রভাকরের শিষ্য ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় উদয়নাচার্য্যের জীবন বৃত্তান্তে দৃষ্ট হইবে।

শালিকনাথের প্রকরণপঞ্চিকা, ঋজুবিমলা, এবং দীপশিখা সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসাগ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত তিনি শবরভাষ্যের ও পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের টীকা লিখিয়াছেন।

শিল্‌হণ (শান্তিশতকাদি প্রণেতা)। প ৫৩৭।

১২-১৩ খ্রীষ্টশতাব্দী। কাশ্মীর দেশে শান্তিশতক প্রণীত হয়।

শিবাদিত্য মিশ্র ন্যায়াচার্য্য— প ২১৩।

১০ম খ্রীষ্টশতাব্দী। শিবাদিত্য জিজাকাভুক্তি বা বুন্দেলখণ্ড নামক দেশে সপ্তপদার্থী প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে ন্যায়-বৈশেষিকের অংশাংশিসম্বন্ধ কতক পরিমাণে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উপর মাধব সরস্বতীর মিতভাষিণী এবং শেষানন্তের পদার্থচন্দ্রিকা নামক টীকাদ্বয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শূদ্রক (মৃচ্ছকটিক প্রণেতা)—প ৫১৬।

২-৩ য় খ্রীষ্টশতাব্দী। অধ্যাপক পিশেল্ সাহেবের মতে শূদ্রক একটী কল্পিত নাম এবং দণ্ডীই মৃচ্ছকটিকের প্রকৃত রচয়িতা। দণ্ডীর জীবনবৃত্তান্তে এ কথার প্রতিবাদ করা

হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন, শূদ্রক বলিয়া কোনও ব্যক্তি না থাকিলেও কবিবর ভাসই মৃচ্ছকটিক প্রণয়ন করিয়া শূদ্রকের নামে প্রচার করিয়াছেন। শূদ্রকই যদি না থাকেন, তাহা হইলে এরূপ কার্য্যে ভাসের অভিপ্রায় কি? সকলেই জানেন—প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে। ইহা ব্যতীত 'দরিদ্রচারুদত্ত' প্রকাশ করিয়া মৃচ্ছকটিকের সময়ে তিনি নাম গোপন করিলেন—ইহা সম্ভবপর নহে। 'কারণ দরিদ্র-চারুদত্ত' অপেক্ষা 'মৃচ্ছকটিক' অধিকতর যশঃপ্রদ। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকেই উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে যে, কবির বহ্নিপ্রবেশের পর মৃচ্ছকটিকস্থিত প্রস্তাবনার কোন কোনও অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ নান্দ্যন্তে দৃষ্ট হয়—'লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ'। ইহাতে পৃথ্বীধর বলেন—'জাতকাদিগণিতদ্বারা জ্ঞাত্বা' ইত্যাদি। আমাদের মনে হয়, পরবর্ত্তিকালে এই জাতীয় শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইতেও পারে।

মৃচ্ছকটিকের নবমাঙ্কে লিখিত হইয়াছে——

অঙ্গারকবিরুদ্ধস্য প্রক্ষীণস্য বৃহস্পতেঃ।

গ্রহোঽয়মপরঃ পার্শ্বে ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ॥

জ্যোতিষের এই মতবাদ বরাহমিহির কর্ত্তৃক স্বীকৃত নহে বলিয়া মৃচ্ছকটিকের প্রণয়নকাল চতুর্থ বরাহমিহিরের পূর্ব্বেই অনুমিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য হেতুবলেও প্রাজ্ঞেরা ২-৩য় খ্রীষ্টশতাব্দীতে মৃচ্ছকটিকের প্রণয়নকাল অনুমান করিয়াছেন। আমরাও ইহা আপাততঃ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেছি।

২-৩য় খ্রীষ্টশতাব্দীতে কবিবর ভাস তাঁহার গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। (ভাস দেখুন)। মৃচ্ছকটিক দেখিলে ভাস অবশ্য দরিদ্রচারুদত্ত প্রণয়ন করিতেন না। কারণ

উৎকৃষ্ট দেখিবার পর অপকৃষ্ট দেখাইবার প্রবৃত্তি স্বভাবসিদ্ধ নহে। এই প্রকার হেতুবলে সিদ্ধান্তিত হইতেছে যে, 'দরিদ্র-চারুদত্ত' প্রকাশিত হইবার পর 'মৃচ্ছকটিক' প্রণীত হইয়াছে। উভয়গ্রন্থের কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও নিশ্চয়রূপে একখানিকে অন্যখানির আকর বলা সঙ্গত নহে।

মহাভাষ্যোক্ত 'বাসবদত্তা' নাম্নী আখ্যায়িকা দেখিয়া কবিবর ভাস উহাকে নাটকাকারে পরিণত করিয়া 'স্বপ্নবাসবদত্তা' প্রণয়ন করিয়াছেন এবং প্রাচীন গ্রন্থ হইতে নবীন গ্রন্থের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তিনি 'বাসবদত্তা' নামের পূর্ব্বে একটী অনুবন্ধ দিয়াছেন। এইরূপ দেখিয়া অনুমিত হয় যে, পূর্ব্বকালে 'চারুদত্ত' নামে একখানি আখ্যায়িকাগ্রন্থের প্রচলন ছিল এবং ঐ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে নবীন গ্রন্থের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিবার জন্য 'চারুদত্ত' শব্দের পূর্ব্বে 'দরিদ্র'শব্দ উপপদরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহাই হউক, নামবিষয়ে প্রাচীন ধারাবলম্বন না করিয়া মহারাজ শূদ্রক একটী নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই জন্য 'চারুদত্তের' বা 'দরিদ্র-চারুদত্তে'র পরিবর্ত্তে তাঁহার গ্রন্থখানি 'মৃচ্ছকটিক' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রকার অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে প্রাচীন 'চারুদত্ত' নাম্নী আখ্যায়িকাকে উভয় গ্রন্থের আকর বলা যায়।

সাহিত্যে অনেকগুলি শূদ্রকনামের উল্লেখ দেখা যায়। স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে একজন শূদ্রকের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আমরা আরও দেখিতে পাই, বেতালপঞ্চবিংশতির একজন শূদ্রক বর্দ্ধমানে রাজত্ব করিতেন এবং কথাসরিৎ-সাগরের একজন শূদ্রক শোভাবতীর অর্থাৎ কনকপুরের রাজা ছিলেন। ইহা ব্যতীত বাণভট্ট তাঁহার হর্ষচরিতে একজন শূদ্রকের নাম করিয়াছেন। হর্ষচরিতের ষষ্ঠ অধ্যায়ে শিশুনাগ, প্রদ্যোত, কাকবর্ণ, বৃহদ্রথ, পুষ্যমিত্র, দেবভূতি এবং

বসুদেবাদি প্রাচীন রাজগণের পরিচয় দিবার কালীন তিনি শূদ্রকের নাম করিয়াছেন। ঐতিহাসিক ব্যক্তিগণের মতে শিশুনাগাদি নৃপতিগণ যদি কল্পিত না হন, তাহা হইলে মহারাজ শূদ্রকই বা কল্পিত হইবেন কেন? ঐতিহাসিক ব্যক্তির পরিচয় দিতে দিতে একটা কল্পিত নাম দিবার কিছুই উদ্দেশ্য দেখা যায় না। কাদম্বরী কথা-শ্রেণীর গ্রন্থ হইলেও হর্ষচরিত আখ্যায়িকা-শ্রেণীর গ্রন্থ হইতেছে। সত্যাবধারণে কথাজাতীয় গ্রন্থ অপেক্ষা আখ্যায়িকাজাতীয় গ্রন্থের গুরুত্ব অধিক, ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আর, হর্ষচরিত যদি কথাজাতীয় গ্রন্থই হইত, তাহা হইলেও কি উহার সকলাংশই অবিশ্বাস করিতে হইবে? আলঙ্কারিক পণ্ডিত ভামহ আচার্য্যও এরূপ অভিপ্রায়ে কথা এবং আখ্যায়িকার ভেদ নির্ণয় করেন নাই। পারস্য উপন্যাস মিথ্যা বলিয়া হারুণ্-অল্-রসিদ্‌কেও কি মিথ্যা বলিতে হইবে? সুতরাং হর্ষচরিতপ্রোক্ত শূদ্রক বলিয়া কোনও লোক ছিল না—এরূপ বলা কখনই সঙ্গত নহে।

বাণভট্টের 'শূদ্রক' ভোপালের নিকটস্থিত বিদিশায় অর্থাৎ বর্ত্তমান ভিলসায় রাজত্ব করিতেন। স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে ৩৩-৩৫ কলিশতাব্দীতে অর্থাৎ ২-৩য় খ্রীষ্টশতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের রাজা শূদ্রকের রাজত্বকাল নির্ণীত হইয়াছে। প্রাত্নিকগণের মতে দ্বিতীয় তৃতীয় খ্রীষ্টশতাব্দীতে যদি মৃচ্ছকটিক প্রণীত হয়, স্কন্দপুরাণের মতে ঐ সময়ে যদি একজন শূদ্রকের রাজত্বকাল স্থিরীকৃত হয়, এবং বাণভট্টের মতে বিদিশায় যদি তিনি রাজত্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মৃচ্ছকটিক-রচয়িতাকে কল্পিত ব্যক্তি বলিবার প্রয়োজন কি?

মহারাজ শূদ্রকের কোনও প্রকার প্রশস্তিপত্র, তাম্রশাসন, বা স্তম্ভলিপি পাওয়া যায় নাই সত্য, কিন্তু কেবল সেই জন্যই তাঁহাকে কল্পিত ব্যক্তি বলিতে হইবে—এরূপ যুক্তির কিছুই

বলবত্তা নাই। কারণ সাহিত্যগ্রন্থে যাহা প্রমাণরূপে উপলব্ধ হয়, তাহা কি তাম্রশাসনাদি অপেক্ষা কোনও অংশে দুর্ব্বল? পৌরাণিক মতে শবর স্বামীর পুত্র শকারি বিক্রমাদিত্য ৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে উজ্জয়িনীর রাজা হইয়া মালবসংবতের প্রচলন করেন এবং এখনও ঐ সংবৎ প্রচলিত আছে। ভূরি ভূরি সাহিত্যগ্রন্থও এই সকল ব্যাপারের সাক্ষ্য দিতেছে। উক্ত বিক্রমাদিত্যের আদর্শানুসারে পরবর্ত্তিকালের অনেক রাজা 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে শেষোক্ত বিক্রমাদিত্যগণের তাম্রশাসনাদি পাওয়া যাইলেও শকারি বিক্রমাদিত্যের কোনও প্রকার তাম্রশাসনাদি পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় না বলিয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের ন্যায় আমরাও কি শকারি বিক্রমাদিত্যকে কল্পিত ব্যক্তি বলিব? এরূপ চিন্তাধারার পক্ষপাতী না হইয়া আমরা বিদিশাধিপতি মহারাজ শূদ্রককেই আপাততঃ মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

দরিদ্রচারুদত্তের সহিত মৃচ্ছকটিকের সম্বন্ধ দেখিয়া কবিবর ভাসকে শূদ্রকসভ্য বলা যায় কি না—তাহা চিন্তনীয়। 'বিক্রমাদিত্য' উপাধির ন্যায় 'রাজসিংহ'ও রাজাদিগের একটী উপাধি ছিল। মহারাজ শূদ্রকের "রাজসিংহ' উপাধি ছিল কি না—এখনও তাহা জানা যায় নাই। যদি 'রাজসিংহ' তাঁহার উপাধি হয়, তাহা হইলে ভাসকে শূদ্রকসভ্য বলিয়া অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না। কারণ অভিষেক, পঞ্চরাত্র, স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, এবং অবিমারকাদি নাটকের ভরতবাক্যে তিনি লিখিয়াছেন—ইমমপি মহীং কৃৎস্নাং রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ।

শূলপাণি (শ্রাদ্ধবিবেকাদি প্রণেতা)—প ১০৭।

১৩-১৪ খ্রীষ্টশতাব্দী। শূলপাণি অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষ্মীধরের পুত্র রুদ্রদমন শূলপাণিকে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ

বলিয়াছেন। তাঁহার কোন কোনও গ্রন্থের পুষ্পিকা দেখিলে লক্ষ্মীধরের কথায় অবিশ্বাস হয় না। বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি আছে যে, শূলপাণি লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বে ধর্ম্মাধিকরণাধিপ হইয়াছিলেন। এ কথা সত্য হইলে তিনি ১২খৃষ্ট শতাব্দীর লোক হইবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, তিনি লক্ষ্মণ সেনের বংশধর লাক্ষ্মণেয়ের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন।

শূলপাণির তিথিবিবেক, প্রায়শ্চিত্তবিবেক, শ্রাদ্ধবিবেক, সম্বন্ধবিবেক এবং দুর্গোৎসববিবেকাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

শৌনক (চরণব্যূহপ্রণেতা)—প ১৫৬।

শৌনক ঋষি সূত্রকার আশ্বলায়নের গুরু। গুরুশিষ্য একযোগে ঐতরেয় আরণ্যকের শেষ দুইভাগ সঙ্কলন করেন। শৌনক ঋষির পূর্ব্বপুরুষ ঋগ্বেদে গৃৎসমদ নামে প্রসিদ্ধ।

শ্যাবাশ্ব ঋষি—প ২১৬, ৩৯৯। ঋগ্বেদের "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং"—"তৎসবিতুর্বৃণীমহে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী।

শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য্য (শ্রীকণ্ঠভাষ্যকার)—প ১৩৯, ২২২।

৯ম খ্রীষ্টশতাব্দী। নীলকণ্ঠ শ্রীকণ্ঠের নামান্তর। অপ্পয় দীক্ষিত-প্রণীত শিবার্কমণিদীপিকার মঙ্গলাচরণ হইতে বলা যায় যে, শ্রীকণ্ঠ একজন যোগী ছিলেন। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কারণ রামানুজপ্রণীত বিষ্ণুপর ব্যাখ্যার ন্যায় ইনি ব্রহ্মসূত্রের শিবপর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠ রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী। রামানুজ-দর্শনে ঈশ্বর, চিৎ এবং অচিতের ন্যায় শ্রীকণ্ঠের শৈবদর্শনে পশুপতি, পশু, এবং পাশ গৃহীত হইয়াছে।

শ্রীকণ্ঠের ভাষ্যে বৃথাবাক্য প্রযুক্ত হয় নাই। উহার শব্দবিন্যাসও যেমন সরল সেইরূপ সুন্দর। এমন কি, গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন—'মধুরো ভাষাসন্দর্ভো মহার্থো নাতিবিস্তরঃ'। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের গভীরতা হেতু অপ্পয় দীক্ষিত ইহার উপর শিবার্কমণিদীপিকা নাম্নী টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীধরাচার্য্য (ন্যায়কন্দলীকার) প ৬৫২।

১০ম খ্রীষ্ট শতাব্দী। শ্রীধরাচার্য্য বঙ্গদেশের একটী উজ্জ্বলতম রত্ন। দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠিক বা ভুরসুট গ্রামে বলদেব ভট্টাচার্য্যের ঔরসে এবং অব্বোকা দেবীর গর্ভে শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুদাস নামক জনৈক হিন্দুরাজা তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

রাজা পাণ্ডুদাসের উৎসাহে শ্রীধরাচার্য্য ৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের উপর ন্যায়কন্দলী নাম্নী টীকা রচনা করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজশেখর ইহার উপর পঞ্জিকা অর্থাৎ ন্যায়-কন্দলীপঞ্জিকা রচনা করেন।

শ্রীধরাচার্য্য এবং উদয়নাচার্য্য প্রায় একসময়েই বিদ্যমান ছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীধর বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের মতখণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীধর স্বামী (ভাগবতভাবার্থদীপিকাদি-প্রণেতা)—প ১৫৪, ১৭৯, ১৮৮, ১৮৯, ২২৬, ২৮৬। শ্রীধর স্বামী গুজরাটে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দীর কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী। কারণ ইহার আত্মপ্রকাশে চিৎসুখপ্রণীতটীকা হইতে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীধর স্বামী গীতার উপর সুবোধিনী নাম্নী টীকা, ভাগবতের উপর ভাবার্থদীপিকা, এবং বিষ্ণু-পুরাণের উপর একখানি টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীহর্ষ (রত্নাবলীপ্রণেতা)—হর্ষবর্দ্ধন দেখুন।

শ্রীহর্ষ মিশ্র (খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-নৈষধচরিতাদি প্রণেতা)।

প ৪৫, ১৩৮। ১১-১২ খ্রীষ্টশতাব্দী। ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহীর এবং মাতার নাম মামল্ল দেবী। রাজ-শেখরের প্রবন্ধকোষ হইতে জানা যায় যে, ইনি বারাণসীধামে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহর্ষ উবটাচার্য্যের দৌহিত্র এবং মম্মট ভট্টের ভাগিনেয়। ইনি কান্যকুব্জের রাঠোররাজ জয়চাঁদের সভাকবি ছিলেন, এবং জয়চাঁদের আদেশেই ইনি নৈষধচরিত

রচনা করেন। নৈষধচরিত ষট্‌কাব্যের অন্যতম কাব্য। ইহার সম্বন্ধে প্রাচীনেরা বলিতেন—উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।

নৈষধীয়কাব্য শ্রীহর্ষকে মহাকবির আসন প্রদান করিলেও খণ্ডনখণ্ডখাদ্য তাঁহাকে স্বাবাজ্যসিদ্ধি প্রদান করিয়াছে। ইহা অদ্বৈতবাদের একখানি প্রমেয়বহুল প্রকরণ গ্রন্থ। রামানুজাদি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এবং উদয়নশ্রীধরাদি নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ কর্তৃক অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ মতদ্বয় খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত শ্রীহর্ষ মিশ্র খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ-নৈয়ায়িকগণের দ্বৈতসত্যত্বে এরূপ কুঠারাঘাত করিয়াছিল যে, তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের ন্যায় ব্যক্তিও ইহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি খণ্ডনের কারিকা উদ্ধার করিয়া তদ্বিরুদ্ধে স্বকীয় যুক্তি দিবার পর বলিয়াছেন—'এতেন খণ্ডনকারমতমপাস্তম্'। ১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে চিৎসুখ আচার্য্য গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতবাদ খণ্ডন করিয়া তত্ত্বপ্রদীপিকায় পুনরায় খণ্ডনখণ্ডখাদ্যোক্ত অদ্বৈতবাদের প্রাধান্য স্থাপন করেন। পরে চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে বেঙ্কটনাথ বেদান্তাচার্য্য খণ্ডনখণ্ডের প্রত্যুত্তরস্বরূপ শতদূষণীনামক একখানি প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করেন এবং ষোড়শ খ্রীষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে বেদান্তদেশিক দোদ্দয়মহাচার্য্য তাহার উপর চণ্ডমারুত নামক টীকা লিখিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতমতের প্রচারকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপে কিছুকাল অভিবাহিত হইলে সপ্তদশ খ্রীষ্টশতাব্দীর প্রথম পাদে যুগপ্রবর্ত্তক বঙ্গবাসী মধুসূদন সরস্বতী ন্যায়শাস্ত্রানুগত বিচার কৌশলের সহিত অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণয়ন করিয়া অদ্যাবধি খণ্ডনখণ্ডোক্ত মতবাদের সুদৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন।

সদানন্দ যতি—কাশ্মীরক (অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিকার)। প ৪২, ১৪০, ৩০০। ১৬-১৭ খ্রীষ্টশতাব্দী। সদানন্দ যতির অদ্বৈত-ব্রহ্মসিদ্ধি শাঙ্করদর্শনে একখানি উৎকৃষ্ট প্রকরণ গ্রন্থ। ইহার যুক্তি যেরূপ বলবত্তী ভাষাও সেইরূপ মনোহারিণী। ইহাতে পরমাণুখণ্ডনাদি বিষয় সুন্দরভাবে আচরিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্য ১৫-১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক। তিনি চৈতন্য-দেবের এবং রঘুনাথ শিরোমণির সামসময়িক। সদানন্দ যতি অণুভাষ্যের মতবাদ খণ্ডন করেন নাই বলিয়া পণ্ডিতপ্রবর বামনশাস্ত্রী মহাশয়ের মতে তিনি বল্লভাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু বল্লভাচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি দ্বৈতবাদী। সুতরাং আমরা বলিব, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে সাধারণভাবে আরম্ভবাদ খণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া পৃথগ্‌ভাবে অণুভাষ্যের মতবাদ সমালোচিত হয় নাই। আরও বলা যায়, বল্লভাচার্য্য দাক্ষিণাত্যবাসী এবং সদানন্দ যতি কাশ্মীর-বাসী ছিলেন; সুতরাং সদানন্দের সময়ে অণুভাষ্যের প্রসিদ্ধি কি কাশ্মীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল?

অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিতে সদানন্দ যতি রঘুনাথ শিরোমণির মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"এতেন যৎ পদার্থখণ্ডনে শিরোমণিনা—'পরমাণুসদ্ভাবে মানাভাবাৎ ত্রুটাবেব বিশ্রান্তিঃ। ন চ যোগজপ্রত্যক্ষং মানমিতি বাচ্যম্। তর্হি যোগিন এব পন্থা প্রষ্টব্যাঃ'। ইত্যাদি বল্লিতং তদপ্যা-পাস্তম্। অপসিদ্ধান্তত্বাৎ"। অতএব সদানন্দ যতি রঘুনাথ শিরোমণির পরবর্ত্তী। রঘুনাথ শিরোমণি, চৈতন্যদেব এবং বল্লভাচার্য্য এক সময়েই আবির্ভূত হন। সুতরাং সদানন্দ যতিকে বল্লভাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না।

সদানন্দ যতির 'স্বরূপনির্ণয়' এবং 'স্বরূপপ্রকাশ' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সদানন্দ যোগীন্দ্র (বেদান্তসারপ্রণেতা)। প ৫৯, ৯৯, ১৩৯, ১৫০, ২০৪, ২২৭, ২৩৪। ১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দী। সদানন্দ যোগীন্দ্র অদ্বয়ানন্দের শিষ্য। বেদান্তসার ইঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। ইহা একখানি সরল প্রকরণগ্রন্থ। অদ্বৈতবাদে এরূপ গ্রন্থ দুর্ল্লভ। নৃসিংহ সরস্বতী, রামতীর্থ স্বামী এবং আপদেব ইহার টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী (যোগসুধাকরাদিপ্রণেতা)। প ৪২৭। ১৮ শ খ্রীষ্টশতাব্দী। সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী পরমশিবেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, ইনি গোপালেন্দ্র সরস্বতীর নিকট শিক্ষালাভ করেন। করুরগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়।

সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী বেদান্তে এবং যোগশাস্ত্রে সমভাবে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। বেদান্তে ইঁহার 'ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিকা' নামে ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি এবং যোগশাস্ত্রে ইঁহার 'যোগসুধাকর' সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ শিবার্কমণিদীপিকাপ্রকাশকার রামেশ্বর আচার্য্য সদাশিবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন।

সনাতন গোস্বামী (তোষণীকার)। প ১৭৯।
১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দী। সনাতন গোস্বামী কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধ দেবের বংশধর কুমার দেবের পুত্র, বাসুদেব সার্ব্ব-ভৌমের শিষ্য, রূপগোস্বামীর ভ্রাতা, জীব গোস্বামীর পিতৃব্য এবং চৈতন্যদেবের একজন প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ গৌড়েশ্বর সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন্ শাহ্‌র সভাসদ্ থাকেন এবং পরে বৈরাগ্যবশতঃ কাশীধামে চৈতন্য-দেবের সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন।

সনাতনের হরিভক্তিবিলাস এবং তোষণী নাম্নী ভাগবত-ব্যাখ্যা বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইনি রূপগোস্বামীর সহিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রণয়ন করেন। সেই জন্য বঙ্গদেশে উভয়ই রূপসনাতন বলিয়া একনামে খ্যাত হইয়াছেন।

রূপগোস্বামী সনাতনের কনিষ্ঠ হইলেও সমস্তপদে তাঁহার নাম অগ্রে গৃহীত হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ 'রূপ'শব্দে স্বরবর্ণ অল্প, দ্বিতীয়তঃ 'রূপ'শব্দ অগ্রে বসিলে সমস্তপদটী শ্রুতিমধুর হয়, এবং তৃতীয়তঃ সনাতনের পূর্ব্বেই রূপগোস্বামী চৈতন্য দেবের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। উৎকলের ভক্ত-কবি অচ্যুতদাস সনাতনের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি (সংক্ষেপশারীরককার) ২৮২, প ১০৭, ২০৬, ২২৩। ৮-৯ খ্রীষ্টশতাব্দী। নিত্যবোধাচার্য্য সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামান্তর। সংক্ষেপশারীরকের শেষে 'শ্রীদেবেশ্বরপাদপঙ্কজরজঃসম্পর্কপূতাশয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোকে তিনি দেবেশ্বরের শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে উক্ত গ্রন্থের টীকাকার-দ্বয় মধুসূদন সরস্বতী এবং রামতীর্থ স্বামী বলেন যে, গুরুর নামগ্রহণ বিধিগর্হিত বলিয়া সুরেশ্বরাচার্য্যকেই সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি দেবেশ্বর বলিয়াছেন। এই জন্য তিনি সুরেশ্বরের শিষ্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন।

সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি মনুকুলাদিত্য অর্থাৎ রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া সংক্ষেপশারীরক প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি শারীরক ভাষ্যের বার্ত্তিকস্থানীয়। কারণ ইহাতে শারীরকের সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন, এবং ফল বার্ত্তিকনিয়মানুসারেই আচরিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারও ইহাকে প্রকরণ-বার্ত্তিক বলিয়াছেন।

সায়ণাচার্য্য (বেদভাষ্যকার)—৪১৯, প ১৩৩। ১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরবর্ত্তী হাম্পিন-নগরের নিকটে মায়নের ঔরসে এবং শ্রীমতী দেবীর গর্ভে সায়ণাচার্য্যের জন্ম হয়। সায়ণাচার্য্য মাধবাচার্য্যের অনুজ এবং ভোগনাথের অগ্রজ। লক্ষ্মীধর ইঁহার ভাগিনেয়।

সায়ণাচার্য্য প্রথমতঃ বিদ্যাতীর্থের এবং তারপর শঙ্করানন্দের শিষ্য হইয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠনাথকেও কেহ কেহ ইঁহার গুরু-

বলিয়া থাকেন। পঞ্চদশীর টীকাকার রামকৃষ্ণ সায়ণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় হরিহর শৈশবে পিতৃহীন হইলে সায়ণাচার্য্য রাজপ্রতিনিধিরূপে তাঁহার রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। তৎকালে তিনি তিরুভেলম্ যুদ্ধে চম্পাদি চোলরাজগণকে পরাজিত করেন, দ্বিতীয় মহম্মদ্‌শাহের করকবল হইতে রাজ্য রক্ষা করেন এবং গরুড়নগর আক্রমণ করিয়া উহার শাসনাধিকার স্বহস্তে আনয়ন করেন। এই সমস্ত কারণে সায়ণাচার্য্য একজন যোদ্ধা এবং রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াও প্রসিদ্ধ। তিনি ১৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

ঋগ্বেদভাষ্য, তৈত্তিরীয়সংহিতা-ভাষ্য, সামবেদভাষ্য, অথর্ব্ববেদভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্য, ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্য, আশ্বলায়নাদিসূত্রভাষ্য এবং কতকগুলি উপনিষদের ভাষ্য সায়ণাচার্য্যকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ঋগ্‌বেদের সায়ণকৃত বেদানুক্রমণিকায় দেখা যায় যে, তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদের ভাষ্যই প্রথমে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কাণ্বশাখার ভাষ্য দৃষ্ট হইলেও মাধ্যন্দিনশাখার ভাষ্য এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, ঋগ্বেদভাষ্য এবং তৈত্তিরীয়ভাষ্য তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই বলিয়া জীবনান্তে তাঁহার শিষ্যগণ ঐ ঐ ভাষ্যের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কথাটী উপেক্ষা করা যায় না; কারণ ঐ ভাষ্যের পূর্ব্বভাগে যেরূপ গাম্ভীর্য্য, প্রবীণতা ও বিচক্ষণতা দেখা যায়, ভাষ্যের উত্তরভাগে সেরূপ দৃষ্ট নহে।

কতকগুলি গ্রন্থে উভয় ভ্রাতার নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে কেহ কেহ মাধবাচার্য্যকে এবং সায়ণাচার্য্যকে একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, মাধবাচার্য্যের সহায়তায় ঐ সকল গ্রন্থ রচিত বলিয়াই উভয়-

নাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কারণ ঋগ্বেদের ভাষ্যোপক্রমাতে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে—

> যৎ কটাক্ষেণ তদ্রূপং দধদ্ বুক্কমহীপতিঃ।
> আদিশন্ মাধবাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥
> যে পূর্ব্বোত্তরমীমাংসে তে ব্যাখ্যায়াতিসংগ্রহাৎ।
> কৃপালু র্মাধবাচার্য্যো বেদার্থং বক্তুমুদ্যতঃ॥
> স প্রাহ নৃপতিং রাজন্ সায়ণাচার্য্যো মমানুজঃ।
> সর্ব্বং বেত্ত্যেষ বেদানাং ব্যাখ্যাতৃত্বে নিযুজ্যতাম্॥
> ইত্যুক্তো মাধবার্য্যেণ বীরবুক্কমহীপতিঃ।
> অন্বগাৎ সায়ণাচার্য্যং বেদার্থস্য প্রকাশনে॥

সায়ণাচার্য্যের একটী পুত্রের নাম মায়ন বা মাধবাচার্য্য। কেহ কেহ ইহাকেই সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রচয়িতা বলিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা সুচিন্তিত নহে। 'মাধবাচার্য্য' দেখুন।

সুদর্শনাচার্য্য বা সুদর্শন ব্যাসভট্ট (শ্রীভাষ্যবৃত্তিকার)—প ৬৭, ১৩৭, ১৩৮, ১৭৩, ২০৬। ১৩-১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দী। সুদর্শনাচার্য্য বাগ্‌বিজয়ের (বিশ্বজয়ীর) ঔরসে দাক্ষিণাত্যে হারীতগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ডাক্‌নাম 'নৈনার'। ইনি বরদাচার্য্যের শিষ্য। বরদাচার্য্য রামানুজ আচার্য্যের ভাগিনেয়। রঙ্গরাজের আদেশে সুদর্শনাচার্য্য শ্রীভাষ্যের উপর শ্রুতপ্রকাশিকা নাম্নী বৃত্তি রচনা করেন। রামানুজ আচার্য্যের ভাগিনেয় বরদাচার্য্যের নিকট তিনি যেরূপ শুনিয়াছেন, ঠিক্ সেইভাবেই শ্রীভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়া ব্যাখ্যাটীর নাম শ্রুতপ্রকাশিকা হইয়াছে।

১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি মালিক কাফুর্ মাদুরা যাইবার পূর্ব্বে শ্রীরঙ্গম্ আক্রমণ করিলে বহুলোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া ছিল। সেই সময়ে সুদর্শনাচার্য্যও নিহত হন।

সুরেশ্বরাচার্য্য (বৃহদারণ্যকাদির বার্ত্তিককার)—৪৩, ৬৩, ৬৫, ২১৪,

২১৭, ২৮০, পং ১, ২৯, ৪৭, ৮৬, ৯৯, ১০০, ১২৫, ১২৬, ১৩৬, ১৪৪, ১৬৩, ১৯৯, ২২৭, ২৫০, ২৩৮, ২৭৯, ইত্যাদি। ৭-৮ম খ্রীষ্টশতাব্দী পূর্ব্বাশ্রমে সুরেশ্বরাচার্য্য মণ্ডনমিশ্র বলিয়া খ্যাত। তিনি কুমারিলের ভগিনীপতি এবং শিষ্য। মাহিষ্মতী নগরে মণ্ডনমিশ্রের পূর্ব্বনিবাস ছিল। মাধবাচার্য্যের এবং আনন্দ গিরির 'শঙ্কর বিজয়' হইতে ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়। (মণ্ডন মিশ্র দেখুন)। পরাশরমাধবীয়ে মাধবাচার্য্য স্মৃতি-নিবন্ধকার বিশ্বরূপের নাম দিয়া বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, বার্ত্তিককার সুরেশ্বরা-চার্য্য এবং স্মৃতিনিবন্ধকার বিশ্বরূপাচার্য্য একই ব্যক্তি। সংক্ষেপশারীরকের শেষে সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি সুরেশ্বরকে দেবেশ্বর বলিয়াছেন। সুতরাং দেবেশ্বরও তাঁহার নামান্তর।

সন্ন্যাসাশ্রমে সুরেশ্বরাচার্য্য মহীসুরের শৃঙ্গেরিমঠে মঠাধীশ হইয়া শঙ্করাচার্য্যের জীবদ্দশায় বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকাদি গ্রন্থ, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, স্বারাজ্যসিদ্ধি এবং ব্রহ্মসিদ্ধি প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থসমূহ আচার্য্যকর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় ইহাদের প্রামাণ্য তাঁহার স্বপ্রণীত গ্রন্থ অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। ব্রহ্মসিদ্ধি সুরেশ্বরের প্রিয়তম গ্রন্থ বলিয়া একটী প্রসিদ্ধি আছে।

শঙ্করাচার্য্য সুরেশ্বরের দ্বারা শারীরকভাষ্যের বার্ত্তিক লেখাইবার জন্য কুমারিল ভট্টের উপদেশানুসারে তাঁহাকে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর স্বমতে প্রবর্ত্তিত করেন। সুরেশ্বরও ঐরূপ বার্ত্তিক লিখিবার তীব্র বাসনা পোষণ করিতেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্য উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করায় তিনি সুরেশ্বরকে শারীরক ভাষ্যের বার্ত্তিক ব্যতীত অন্যান্য ভাষ্যের বার্ত্তিক লিখিয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করিবার অনুরোধ করেন। এই সমস্ত কারণে প্রসিদ্ধি আছে যে, বাসনাতৃপ্তির জন্য সুরেশ্বরাচার্য্য বাচস্পতিরূপে জন্মান্তর স্বীকার করিয়া

শারীরক ভাষ্যের উপর ভামতী নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্য সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি শারীরক ভাষ্যের বার্ত্তিকস্থানীয় সংক্ষেপশারীরক লিখিলেও তিনি স্বয়ং কখনই গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করেন নাই। সেই জন্য বাচস্পতিরূপে তিনি ভামতী লিখিয়াছিলেন, কিন্তু শারীরকভাষ্যের বার্ত্তিকগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র আবার সুরেশ্বরের প্রিয়তম গ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধির উপর 'তত্ত্বসমীক্ষা' নাম্নী টীকা রচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধিটীর দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়াছেন।

সুবন্ধু (বাসবদত্তা প্রণেতা)। প ৬৯৯।

৬ষ্ঠ খ্রীষ্টশতাব্দী। উজ্জয়িনীতে রাজা ভর্ত্তৃহরির ভ্রাতা যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের সভায় সুবন্ধু এবং বরাহমিহির বিরাজ করিতেন।

সুবন্ধুর বাসবদত্তা একখানি বক্রোক্তিপূর্ণ শ্লেষপ্রধান গদ্য-কাব্য। বক্রোক্তিসম্বন্ধে সুবন্ধু বাণভট্টের সমকক্ষ। কবিরাজ মাধব ভট্ট তাঁহার রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যে বলিয়াছেন—

সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ।
বক্রোক্তিমার্গনিপুণাশ্চতুর্থো বিদ্যতে ন বা॥

শ্লেষসম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষর-শ্লেষময়-প্রবন্ধবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিনিবন্ধম্। এই শ্লেষাদির জন্য বাণভট্টও স্বীকার করিয়াছেন—কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া। (হর্ষচরিত)।

বাসবদত্তা কথাশ্রেণীর গ্রন্থ কি আখ্যায়িকাশ্রেণীর গ্রন্থ, তাহা লইয়া অনেক বিবাদ আছে। দণ্ডীর মতে ইহা কথা-শ্রেণীর গ্রন্থ। বাণভট্ট বলেন, ইহা একখানি আখ্যায়িকা।

প্রাচীনকালে আরও একখানি 'বাসবদত্তা' নামক গ্রন্থ ছিল। 'লুবাখ্যায়িকাভ্যো বহুলম্' এই বার্ত্তিকপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি 'বাসবদত্তা' নাম্নিকা আখ্যায়িকার নাম করিয়াছেন। (মহাভাষ্য ২য় খণ্ড

২২৮ এবং ৩১৩ পৃষ্ঠা)। সম্ভবতঃ এ বাসবদত্তায় নায়িকা বাসবদত্তা মালবরাজ চন্দ্রপ্রদ্যোত মহাসেনের কন্যা, সিংহল-রাজ বিক্রমবাহুর ভাগিনেয়ী, কৌশাম্বীনগরের বৎসরাজ শতানীক পরন্তপের পুত্রবধূ, এবং বৎসরাজ উদয়নের সহধর্ম্মিণী। ইঁহারা বুদ্ধদেবের সামসময়িক। বাসবদত্তাই 'স্বপ্নবাসবদত্তার' আকর।

সুবন্ধুপ্রণীত বাসবদত্তার প্রবন্ধ প্রাচীন বাসবদত্তার বা স্বপ্নবাসবদত্তার প্রবন্ধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রাজপুত্র কন্দর্পকেতু ইহার নায়ক এবং পাটলীপুত্রের রাজদুহিতা বাসবদত্তা ইহার নায়িকা। সুতরাং মহাভাষ্যোক্ত বাসবদত্তা-গ্রন্থের বা স্বপ্নবাসবদত্তাগ্রন্থের নায়কনায়িকাদ্বয়ের সহিত ইঁহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই।

সুশ্রুত (সুশ্রুতসংহিতাকার) প ৬১৭।

সুশ্রুত চরকের প্রায় সামসময়িক। প্রাত্নিকগণ বলেন, ইনি কণিষ্কের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। অস্ত্রোপচারে ইঁহার পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তিকালে 'চরক'শব্দের ন্যায় 'সুশ্রুত'শব্দ একটী উপাধিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধি আছে, পার্শ্বক্ষপণকের প্ররোচনায় মহারাজ কণিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিলে চরক এবং সুশ্রুত রাজসংসর্গ ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। এই সময়ে তাঁহারা বৈদ্য-শাস্ত্রের জীর্ণোদ্ধার বা পুনঃসংস্করণ করেন।

সুশ্রুতপ্রণীত গ্রন্থের নাম সুশ্রুততন্ত্র। কণিষ্কের রাজত্ব-কালে ইহা সংস্কৃত হইবার পর সুশ্রুতসংহিতা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুশ্রুতের টীকাকার ডল্লনাচার্য্য এ প্রসিদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন।

অত্যন্ত প্রাচীনকালে সুশ্রুতগ্রন্থ প্রণীত হয়। কণিষ্কসভ্য সুশ্রুত ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সুশ্রুতসংহিতা প্রণয়ন করেন। সেইজন্য তাঁহার টীকাকারগণ বৃদ্ধসুশ্রুতের

উল্লেখ করিয়াছেন। এই বৃদ্ধসুশ্রুত বিশ্বামিত্রের পুত্র। (গরুড়পুরাণ ১৫শ অধ্যায়)। সমুদ্রমন্থনকালে ধন্বন্তরি উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধসুশ্রুতকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেন। কোন কোনও গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ধন্বন্তরি ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কাশীধামের কাশীরাজকুলে দিবোদাস নামক ক্ষত্রিয় হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিশ্বামিত্র তাঁহার পুত্র সুশ্রুতকে দিবোদাসের নিকট শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দেন। সুশ্রুত ১০০ ঋষি বালকের সহিত ধন্বন্তরির নিকট শিক্ষা করিয়া জগতের মঙ্গলহেতু চিকিৎসাশাস্ত্র প্রচার করেন।

সোমদেব ভট্ট (কথাসরিৎসাগর প্রণেতা)—প ৮৫, ৯১।

১১শ খ্রীষ্টশতাব্দী। রামচন্দ্র নামক একজন ব্রাহ্মণের ঔরসে সোমদেব ভট্ট কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। জালন্ধরের শোক-সন্তপ্তা রাণী সূর্য্যমতীর সন্তোষার্থে কথাসরিৎসাগর প্রণীত হয়। বোধ হয়, প্রাচীন ইতিহাস এবং গুণাঢ্যের বৃহৎকথাদিগ্রন্থই ইহার আকর। বৃহৎকথা এক্ষণে লুপ্ত হইয়াছে। ইহার অনুপাতে ক্ষেমেন্দ্রও বৃহৎকথামঞ্জরী প্রণয়ন করেন। ক্ষেমেন্দ্র সোমদেবের সামসময়িক। সোমদেব বৃহৎকথামঞ্জরীও দেখিয়া-ছিলেন।

স্কন্দ স্বামী (নিরুক্তভাষ্যকার)। ৪০৮। প ১৩৪।

নিরুক্তভাষ্যকার স্কন্দ স্বামী এবং কলাপ ব্যাকরণপ্রণেতা শর্ব্ব বর্ম্মাচার্য্য একই ব্যক্তি কিনা, তাহা এখনও অনুসন্ধেয়। এরূপ হইলে তিনি প্রথম খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক। স্কন্দস্বামী রুদ্রস্বামী বলিয়াও পরিচিত।

হরদত্ত (পদমঞ্জরীকার)। প ১২৪।

১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। হরদত্ত দ্রাবিড়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুদর্শন মিশ্র তাঁহার নামান্তর। ইনি রুদ্রকুমারের পুত্র এবং অগ্নি-কুমারের ভ্রাতা। জয়াদিত্যবামনপ্রণীত কাশিকাবৃত্তির উপর ইহার পদমঞ্জরী একখানি সুন্দর ব্যাকরণগ্রন্থ। কিন্তু প্রাচীনেরা

বলিতেন—অনধীতে মহাভাষ্যে ব্যর্থা স্যাৎ পদমঞ্জরী। অধীতে হি মহাভাষ্যে ব্যর্থা সা পদমঞ্জরী ॥ যাহাই হউক, হরদত্ত একজন বিচক্ষণ বৈয়াকরণ ছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

এবং প্রকটিতোঽস্মাভি র্ভাষ্যে পরিচয়ঃ পরঃ।
তস্য নিঃশেষতো মন্যে প্রতিপত্তাপি দুর্লভঃ ॥
প্রক্রিয়াতর্কগহনপ্রবিষ্টো হৃষ্টমানসঃ।
হরদত্তহরিঃ স্বৈরং বিহরন্ কেন বার্য্যতে ॥

শ্লোকদুইটী শ্লাঘাসূচক হইলেও ব্যাকরণে হরদত্তের পাণ্ডিত্য অস্বীকার করা যায় না।

পদমঞ্জরী ব্যতীত হরদত্ত গৌতমধর্ম্মসূত্রের উপর মিতাক্ষরা নাম্নী টীকা, আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের উপর উজ্জ্বলা নাম্নী টীকা, এবং চতুর্ব্বেদতাৎপর্য্যসংগ্রহাদি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। কোন কোনও প্রাচ্যিক পণ্ডিত বৈয়াকরণ হরদত্তকে স্মার্ত্ত হরদত্ত হইতে পৃথক্ ভাবিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক্ নহে। দ্বৈতনির্ণয়ে শঙ্কর ভট্টও উভয়কে একই ব্যক্তি বলিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ১।২।৫।১৮ আপস্তম্বধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যা এবং ৮।২৮৩ পাণিনি সূত্রের পদমঞ্জরী দেখিলে তৎসম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না।

দর্শনশাস্ত্রে হরদত্তের কোনও গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। সাধনায় উৎসাহ দিবার জন্য সাংখ্যবেদান্তের সামঞ্জস্য করিয়া উজ্জ্বলায় তিনি একাত্মবাদ ও অনেকাত্মবাদসম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কিং পুনরয়মাত্মা এক আহোস্বিন্নানা? কিমনেন জ্ঞাতেন? যং তাবদেবং-বিধচিদেকরসো নিত্যনির্ম্মলঃ কলুষসংসর্গাৎ কলুষতামিব গতঃ, তদ্বিয়োগ স্তে মোক্ষঃ। ত্বয়ি মুক্তে বদ্ধস্তে সন্তি তে সংসরিষ্যন্তি। কা তে ক্ষতিঃ? অথ ন সন্তি, তথাপি ক স্তে লাভঃ?"

হরিভদ্র সূরি (ষড়্দর্শনসমুচ্চয় প্রণেতা)। প ১৬৫।

৮-৯ খ্রীষ্টশতাব্দী। হরিভদ্র সূরি বঙ্গবাসী ছিলেন। জৈন-পণ্ডিত হইয়াও তিনি প্রজ্ঞাপারমিতার ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ষড়্দর্শনসমুচ্চয় তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছে। ১৪শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে গুণরত্ন এই গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন।

বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপালের রাজত্বকালে হরিভদ্র সূরির স্থিতিকাল নির্ণীত হইয়াছে। ধর্ম্মপালকে বজ্রভট্টের বংশধর বলিয়া প্রতিপাদন করিবার জন্য তাঁহার সমধিক চেষ্টাও পরিলক্ষিত হয়।

হর্ষবর্দ্ধন (প্রিয়দর্শিকাদিপ্রণেতা) প ৬৮৯।

৬-৭ম খ্রীষ্টশতাব্দী। মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন বা শ্রীহর্ষ থানেশ্বরপতি প্রভাকর বর্দ্ধনের পুত্র এবং রাজ্যবর্দ্ধনের ভ্রাতা। উত্তরপশ্চিম-বঙ্গদেশস্থিত কাণসোনা হইতে নরেন্দ্রাদিত্যের পুত্র রাজা শশাঙ্কদেব কর্ত্তৃক থানেশ্বর আক্রমণকালে রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইলে হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। তিনি থানেশ্বর হইতে কান্যকুব্জে রাজধানী আনিয়া প্রায় সমগ্র উত্তরভারত অধিকার করেন। চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুল-কেশীর নিকট তীব্র বাধা পাইয়া হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্যে রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন নাই। ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কাদম্বরীপ্রণেতা বাণভট্ট মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার হর্ষচরিত হইতে মহারাজের অনেক বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাবিষয়ে মহারাজের সাতিশয় উৎসাহ ছিল। তাঁহারই সময়ে বীতাশোকপ্রতিষ্ঠিত নালন্দা-বিশ্ব-বিদ্যালয় জগতে সর্ব্বোচ্চ বিদ্যালয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। উহাতে হিন্দুদর্শন, বৌদ্ধদর্শন এবং জৈনদর্শনাদির অনুশীলন হইত। চীনদেশীয় পর্য্যটক হিউ-এন্ চোয়াঙ্ তাঁহার সি-যু-কী নামক ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, ঐ সময়ে

নালন্দাবিদ্যালয়ে দশহাজার বিদ্যার্থী সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত এবং একশত গ্রামের আয় হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয়কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্র নামক একজন বাঙ্গালী তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা হেতু ঐ সময়ে নালন্দার কুলপতি (চান্‌সেলার্‌) হইয়াছিলেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কেবল বিদ্যোৎসাহী বলিয়া প্রসিদ্ধ নহেন। তিনি নিজেও সুকবি এবং সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রত্নাবলী, নাগানন্দ এবং প্রিয়দর্শিকা এখনও কালগ্রস্ত নহে। গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা' হইতে এই সকল গ্রন্থের প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে। রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকার নায়ক কৌশাম্বী নগরের মহারাজ শতানীক পরন্তপের পুত্র বৎসরাজ উদয়ন। নাগানন্দে বিদ্যাধররাজপুত্র জীমূতবাহনের আত্মত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে। তিনখানি নাটকেই মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের কবিত্ব উপলব্ধ হয়।

একাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে কাব্যপ্রকাশের প্রথমোল্লাসে "কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে" ইত্যাদি কারিকার বৃত্তিভাগে রাজানক মম্মট-ভট্ট লিখিয়াছেন—"কালিদাসাদীনামিব যশঃ, শ্রীহর্ষাদে র্ধাবকাদীনা মিব ধনম্‌"। ইহার ব্যাখ্যাবসরে সপ্তদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দীতে পণ্ডিত মহেশ্বর ন্যায়ালংকার তাঁহার 'প্রকাশাদর্শে' লিখিয়াছেন—'শ্রীহর্ষো রাজা, ধাবকেন রত্নাবলীং কৃত্বা বহুধনং লব্ধম্‌'। এই দেখিয়া অষ্টাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে নাগেশ ভট্ট তাঁহার প্রদীপোদ্দ্যোতে বলিয়াছেন—"ধাবকঃ কবি, স হি শ্রীহর্ষনাম্না রত্নাবলীং কৃত্বা বহুধনং লব্ধবান্‌"। নাগেশভট্টের শিষ্য বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে উদ্দ্যোতের ছায়া নাম্নী টীকাতে এ কথার সমর্থনও করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ধাবক কবি প্রথমে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের নামে 'নাগানন্দ' নামক নাটকখানি প্রচার করিয়া হর্ষসভ্যের পদে নিযুক্ত হন। এরূপ অনুমানের হেতু

এই যে, কবিবিমর্শের একটী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—"নাগানন্দং সমালোক্য যস্য শ্রীহর্ষবিক্রমঃ। অমন্দানন্দভরিতঃ স্বসভ্যমকরোৎ কবিম্ ॥" এই শ্লোক দেখিয়া সমালোচকেরা বলেন যে, শ্রীহর্ষের নামে যে সকল গ্রন্থের প্রচলন আছে, ধাবক কবিই তাহাদের প্রকৃত রচয়িতা।

কাশ্মীরদেশে কাব্যপ্রকাশের যে সকল পুঁথী দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কোন কোনও পুঁথীতে লিখিত আছে—'শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনম্।' ইহাতে কোনও টীকাকার বলেন, বাণভট্টই শ্রীহর্ষের নামে নাটকগুলি প্রচার করিয়া বহুধন লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ টীকা দেখিয়া মনে হয়, শ্রীহর্ষের নাটকগুলি বাণভট্ট কর্ত্তৃকই রচিত, ধাবক কর্ত্তৃক নহে। অতএব মম্মটভট্ট ঠিক্ যে কি লিখিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ অপসারিত নহে। যাহাই হউক্, আমরা এই সমস্যার উভয়কোটি গ্রহণ করিয়া তত্ত্বনির্ণয়ে যত্নবান্ হইব।

বাণভট্ট কখনও দারিদ্র্যদুঃখে প্রপীড়িত হন নাই। তিনি বিপুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহার অর্থসঙ্গতি লইয়া তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—'সৎস্বপি পিতৃপিতামহোপাত্তেষু ব্রাহ্মণজনোচিতেষু বিভবেষু' ইত্যাদি। অতএব অর্থের জন্য তিনি গ্রন্থের স্বামিত্ব বিক্রয়রূপ নীচকার্য্য করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। তদ্ব্যতীত যে সকল কবি পরের দ্রব্য অপহরণ করিয়া আপন পুষ্টিসাধন করিতেন, তাঁহাদের প্রতি বাণভট্ট ঘৃণাসূচক বাক্যই প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"সন্তি শ্বান ইবাসংখ্যা জাতিভাজো গৃহে গৃহে। উৎপাদকা ন বহবঃ কবয়ঃ শরভা ইব ॥" অতএব বাণভট্টের পক্ষে গ্রন্থবিক্রয় করা দূরে থাকুক, মহারাজ যদি পরপ্রণীতগ্রন্থে স্বামিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিও বাণভট্টের ঐরূপ তীব্র কটূক্তির লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছেন। বাজাস্থগ্রন্থে

পুষ্ট হইয়া যিনি হর্ষচরিত লিখিয়াছেন, তিনি কখনই রাজার বিরুদ্ধে এরূপ কর্কশধী হইতে পারেন না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রত্নাবলীনাগানন্দাদি নাটক শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃকই রচিত হইয়াছিল, অন্য কর্ত্তৃক নহে।

তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম, বিপুলধনলোভে বাণভট্ট রাজাকে গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া জনসাধারণকে নিঃসন্দেহ রাখিবার জন্য ভণ্ডের ন্যায় ঐ সকল উক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থলাভই যদি বাণের একমাত্র অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তিনি রাজাকে কাদম্বরী বিক্রয় করেন নাই কেন? পরপ্রণীত গ্রন্থে স্বামিত্ব পাইবার জন্য রাজা যদি এতই লুব্ধ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বোধ হয় কাদম্বরী পাইলে তিনি বাণকে রাজ্যের একটী অংশ দিতেও ত্রুটী করিতেন না।

টীকায় মূলের যেরূপ অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিয়া আমরা বিষয়টীর সমালোচনা করিলাম। কিন্তু এক্ষণে মূলের অর্থ পরীক্ষা করিতেও আমরা বিরত থাকিব না। কাব্যের দ্বারা অর্থ হয়—ইহার উদাহরণ দেখাইবার অভিপ্রায়ে মম্মটভট্ট লিখিয়াছেন—'শ্রীহর্ষাদে র্বাণাদীনামিব ধনম্'। অর্থাৎ 'যেমন শ্রীহর্ষের নিকট হইতে বাণাদির ধনলাভ'। ইহাতে টীকাকারগণ রত্নাবলীর কথা কোথা হইতে আনিলেন? রাজা বিদ্যোৎসাহী হইলে পণ্ডিতগণের কৃতিত্ব দেখিয়া ধনবিতরণ করেন। মহারাজ শ্রীহর্ষ কাব্যপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বাণভট্টের কাব্য দেখিয়া তাঁহাকে প্রভূত ধনসম্পত্তি দিয়াছিলেন। মম্মট ভট্ট এই ঘটনাটী তাঁহার কারিকার উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু টীকাকারগণ ধান ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে উচ্চৈঃস্বরে শিবের গীত আরম্ভ করিলেন কেন, তাহা কেবলমাত্র তাঁহারাই জানিতেন। আমরা আর কিছুই বলিব না; এ সম্বন্ধে সুধীগণই আমাদের শেষ প্রমাণ।

মম্মটভট্ট কি 'ভাস'শব্দের পরিবর্ত্তে 'ধাবক'শব্দ লিখিয়াছিলেন ? আশ্চর্য্য নহে। ভট্ট রাজানক যদি ভাসের পরিবর্ত্তে ধাবকের নাম লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে 'ধাবক' শব্দের দ্বারা ভাসই অভিপ্রেত হইয়াছে। কারণ ১০-১১ খ্রীষ্ট শতাব্দীর পণ্ডিতগণ ভাসকেই ধাবক বলিতেন। এইজন্য কবিবিমর্শে রাজশেখর লিখিয়াছেন—"কারণং তু কবিত্বস্য ন সম্পন্নকুলীনতা। ধাবকোঽপি হি যদ্‌ভাসঃ কবীনামগ্রিমোঽভবৎ॥" কেবল ইহাও নহে,ঐ সময়ের পণ্ডিত-গণ ভাসকে শ্রীহর্ষের সামসময়িক বলিয়াও জানিতেন। কবিবিমর্শ ই ইহার প্রমাণ। উহাতে লিখিত হইয়াছে—"আদৌ ভাসেন রচিতা নাটিকা প্রিয়দর্শিকা। নিরীর্ষ্যস্য রসজ্ঞস্য কস্য ন প্রিয়দর্শনা॥ তস্য রত্নাবলী নূনং রত্নমালেব রাজতে। দশরূপককামিন্যা বক্ষস্যত্যন্তশোভনা॥ নাগানন্দং সমালোক্য যস্য শ্রীহর্ষবিক্রমঃ। অমন্দানন্দভরিতঃ স্বসভ্যমকরোৎ কবিম্॥" এই কয়টী শ্লোকের তাৎপর্য্য হইতেছে যে, ধাবকাপরপর্য্যায় ভাসকর্ত্তৃক প্রিয়দর্শিকাদি গ্রন্থ প্রণীত হয় এবং মহারাজ শ্রীহর্ষ ধাবক-ভাসেব নাগানন্দ দেখিয়া তাঁহাকে সভাপণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। রাজশেখরের এই মতবাদটী পরীক্ষা করিবার জন্য ঐতিহাসিক দৃষ্টি অবলম্বন করিলে সকল সন্দেহ অপসারিত হইবে।

কালিদাস ভাসের পববর্ত্তী। তৎপ্রতি হেতু এই যে, মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় তিনি "ভাসসৌমিল্লকবিরত্না-দীনাং" বা "ধাবকসৌমিল্লকবিপুত্রাদীনাম্" লিখিয়া ভাস বা ধাবকের নাম কারিয়াছেন। কলিদাস যাণভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ কালিদাসের প্রশংসা করিয়া বাণভট্ট হর্ষচরিতে লিখিয়াছেন—"নির্গতাসু ন বা কস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু। প্রীতি র্মধুরসান্দ্রাসু মঞ্জরীষ্বিব জায়তে॥" বাণবট্ট হর্ষবর্দ্ধনের সামসময়িক। হর্ষচরিতই ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। হর্ষবর্দ্ধনের

রাজত্বকাল ইতিহাসে নিরূঢ় হইয়াছে। উহা এ পর্য্যন্ত প্রমাণান্তরের দ্বারা বাধিত হয় নাই। তিনি ৬০৬ হইতে ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সমগ্র ভারতের তাম্রশাসন হইতে শিলালিপি পর্য্যন্ত এবং সংস্কৃতগ্রন্থ হইতে 'সি-যু-কী' নামক চৈনিকগ্রন্থ পর্য্যন্ত এ কথার সাক্ষ্য দিয়াছে। ভারত বর্ষের স্থানে স্থানে এখনও পর্য্যন্ত যে একটী হর্ষাব্দের প্রচলন আছে, তাহা আবার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। কারণ উক্ত হর্ষাব্দ ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আবদ্ধ হইয়াছে।

এই সকল ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে রাজশেখরের উক্তি কিরূপে গৃহীত পারে? যদি ধাবক বলিয়া কোনও ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি রাজ-শেখরের মতে ভাস ব্যতীত অন্য কেহই হইতে পারেন না। প্রাচীনকালে ভাস যদি প্রিয়দর্শিকাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, পরবর্ত্তিকালে পুষ্করবংশীয় মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন কি তাহা অপহরণ করিবেন? ইহাতে কি তাঁহার রাজমর্য্যাদার হানি হইবে না? আর রাজশেখর যদি ভাসের সহিত হর্ষবর্দ্ধনের দেখাশুনা করাইতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার কবিবিমর্শ নামক সাহিত্যিক ইতিহাস ভোজপ্রবন্ধের অপেক্ষা মূল্যবান্ নহে।

সপ্তম খ্রীষ্টশতাব্দীতে অর্থাৎ ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইট্-সিং ভারতভ্রমণ করিয়া "ভারত কি শিখাইতে পারে?" নামক একখানি ভারতীয় বৃত্তান্তমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উহাতে তিনি হর্ষবর্দ্ধনকে 'নাগানন্দ' নাটকের রচয়িতা বলিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আবার অষ্টম খ্রীষ্টশতাব্দীতে কাশিকাপ্রণেতা কাশ্মীরপতি জয়াদিত্যের মন্ত্রী দামোদরগুপ্ত তাঁহার 'কুট্টনীমত' নামক গ্রন্থে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনকে রত্নাবলীর রচয়িতা বলিয়াছেন। এই সমস্ত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় যে,

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃকই প্রিয়দর্শিকাদি গ্রন্থ রচিত হয় এবং এই সকল গ্রন্থের সহিত ধাবকের বা বাণের কোনও প্রকার সম্বন্ধ ছিল না। হর্ষবর্দ্ধনের জীবন বৃত্তান্ত ইতিহাসাদি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হলায়ুধ (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বাদি প্রণেতা)। প ১৭০, ১৭৬, ১৯৬।

১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। বাৎস্যগোত্রে হলায়ুধ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়। তিনি মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রধান ধর্ম্মাধিকারী (চিফ্ জস্‌টিস্) ছিলেন। * গোবর্দ্ধন, শরণদেব, জয়দেব, উমাপতিধর এবং ধোয়ী তাঁহার সামসময়িক।

হলায়ুধ বঙ্গবাসী বলিয়া বঙ্গবাসীর জন্য তিনি ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব, শৈবসর্ব্বস্ব, বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব, মীমাংসাসর্ব্বস্ব এবং পণ্ডিতসর্ব্বস্বাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার মন্ত্রী সংস্কারপদ্ধতিকার পশুপতি ভট্টকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি মৎস্যসূক্ত সঙ্কলন করিয়া বৈদিক এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের অর্থাৎ মিশ্র পূজার ভূয়িষ্ঠ প্রচার সাধন করিয়াছেন। মৎস্যসূক্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গবাসিগণ মিশ্রপূজার যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছিলেন, এখনও সেই প্রণালীতেই হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে।

অভিধানরত্নমালাপ্রণেতা হলায়ুধ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তিনি দশম খ্রীষ্টশতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে এবং ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার কবিত্ব সুপ্রসিদ্ধ।

হেমচন্দ্র সূরি (অভিধানচিন্তামণিকার) প ১৯৮।

১১-১২শ খ্রীষ্টশতাব্দী। অর্দ্ধাষ্টম (আমেদাবাদ) প্রদেশের অন্তর্গত ধন্ধুকগ্রামে চাচিঙ্গের ঔরসে এবং পাহিনীর গর্ভে

* গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ। কবিরাজ অর্থাৎ ধোয়ী।

১০৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। শৈশবে হেমচন্দ্র 'চংদেব' নামে অভিহিত হইতেন। ইনি জাতিতে বৈশ্য ছিলেন।

চংদেবের পিতামাতা হিন্দু হইলেও মাতা জৈনধর্ম্মে সমধিক আস্থা দেখাইতেন। তাঁহার এবং সচিবশ্রেষ্ঠ উদয়নের সহায়তায় জৈনাচার্য্য দেবচন্দ্র সুরি ১০৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চংদেবকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। দীক্ষার পূর্ব্বে পাহিনীর অনুমতি লইলেও তাঁহারা চংদেবের পিতা চাচিঙ্গের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই। এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া অষ্টমবর্ষীয় বালক ধর্ম্মচ্যুত হইলেও পরিণত বয়সে তিনি বেদান্তের প্রতি অনুরক্ত ও আস্থাপরায়ণ হইয়াছিলেন। সেইজন্য হেমচন্দ্র সোমনাথের পূজা করিয়া এই শ্লোকটী মন্ত্রের ন্যায় মনন করিতেন—

ভববীজাঙ্কুরজননা রাগাদ্যাঃ ক্ষয়মুপাগতা যস্য।
ব্রহ্মা বা বিষ্ণুর্বা হরো জিনো বা নমস্তস্মৈ॥
যত্র যত্র সময়ে যোঽসি সোঽস্যভিধয়া যয়া তয়া।
বীতদোষকলুষঃ স চেদ্‌ভবানেক এব ভগবন্নমোঽস্তু তে॥

জৈনধর্ম্মে আন্তরিক আস্থা থাকিলে শিবমূর্ত্তির সমক্ষে করযোড় করিয়া এইরূপ স্তব কেহই পাঠ করেন না। বশিষ্ঠদেবও শ্রীরামচন্দ্রকে ব্রহ্মোপদেশ দিবার সময় বলিয়াছেন—

অহংকারমনোবুদ্ধিদৃষ্টয়ঃ সৃষ্টিকল্পনাঃ।
একরূপতয়া প্রোক্তা যা ময়া রঘুনন্দন॥
নৈয়ায়িকৈরিতরথা তাদৃশৈঃ পরিকল্পিতাঃ।
অন্যথা কল্পিতৈঃ সাংখ্যৈশ্চার্ব্বাকৈরপিচান্যথা॥
জৈমিনীয়ৈশ্চার্হতৈশ্চ বৌদ্ধৈর্বৈশেষিকৈস্তথা।
অন্যৈরপি বিচিত্রৈস্তৈঃ পাঞ্চরাত্রাদিভিস্তথা॥
সর্ব্বৈরেব চ গন্তব্যং তৈঃ পদং পারমার্থিকম্।
বিচিত্রং দেশকালোত্থৈঃ পুরমেকমিবাধ্বগৈঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ উৎপত্তি প্রঃ ৯৬।৪৮-৫১)।

উচ্চ ভূমিকায় শাস্ত্রের এইরূপ গতিবিধি দেখিয়া দশম খ্রীষ্ট-শতাব্দীতে পরেশনিষ্ঠ উদয়নাচার্য্যও ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে বলিয়াছেন *—"ইহ যদ্যপি যং কমপি পুরুষার্থমর্থয়মানাঃ শুদ্ধ-বুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ, আদিবিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ, ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈ রপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায় মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়-প্রদ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ, লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ, শিব ইতি শৈবাঃ, পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ, পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ, যজ্ঞ-পুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ, সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ, নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ, উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ, লোকব্যবহার-সিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ, যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ, কিং বহুনা যং কারবোঽপি বিশ্বকর্ম্মেত্যুপাসতে, তস্মিন্নেবং

---

* প্রমাণটীর কঠিনাংশ ব্যাখ্যাত হইতেছে। ইহ—এই প্রকরণে। পদটী আক্ষেপসূচক, 'ইহ কিং নিরূপণীয়ম্?'—এইরূপ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ—কেবল অর্থাৎ অদ্বিতীয়। বুদ্ধ—স্বপ্রকাশ। কারণ দ্বিতীয় বস্তুর অভাব হেতু পরপ্রকাশ্যত্ব সম্ভবপর নহে। আদিবিদ্বান্—স্বারসিকচৈতন্যযুক্ত। সিদ্ধ—কূটস্থনিত্য। ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। তন্মধ্যে অবিদ্যা—বিপরীত খ্যাতি, অস্মিতা অহন্তাভিমান, রাগ—সুখসাধন-বিষয়ক বৃত্তিবিশেষ, দ্বেষ—দুঃখসাধনবিষয়ক বৃত্তিবিশেষ, অভিনিবেশ—ঐশ্বর্য্য ভঙ্গের ভয়। কর্ম্ম—ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন। বিপাক—জাত্যায়ুর্ভোগ। তন্মধ্যে জাতি অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি, আয়ুঃ অর্থাৎ বর্ত্তমান শরীর হইতে প্রাণবায়ুর একান্ত গতিবিচ্ছেদ, ভোগ অর্থাৎ স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফলের সাক্ষাৎকার। আশয়—ফল-নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপে যাহা লিঙ্গশরীরে বর্ত্তমান থাকে অর্থাৎ অপূর্ব্ব। অপরামৃষ্ট—অসংস্পৃষ্ট। এরূপ হইলে পরমেশ্বর কিরূপে বেদব্যবহারের প্রবর্ত্তক বা পাপ-পুণ্যের অনুগ্রাহক হইতে পারেন? তাৎপর্য্য এই যে, নির্ম্মাণার্থ স্বেচ্ছানুসারে আকার ধারণ করিয়া তিনি সম্প্রদায়দ্যোতক বা অনুগ্রাহক হইতে পারেন।

জাতিগোত্রপ্রবরচরণকুলধর্ম্মাদিবদাসংসারং সুপ্রসিদ্ধানুভবে ভগবতি সন্দেহ এব কুতঃ কিং নিরূপণীয়ম্।”

বালকের ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মাতার অভিমতি দেখিয়া পিতা সংসারে বিরক্ত হইলে চংদেব উদয়নের তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সেই সময়ে বালকের উদীয়মান প্রতিভা দেখিয়া পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইতেন। তিনি একুশবৎসর বয়সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে জৈনাচার্য্য দেবচন্দ্র তাঁহাকে ‘হেমচন্দ্র’ অর্থাৎ ‘সোনার চাঁদ’ বলিয়া ‘সূরি’ উপাধি দিয়াছিলেন. সেই সময় হইতে চংদেব হেমচন্দ্র সূরি নামে প্রসিদ্ধ হন।

ইহার কিছুদিন পরে হেমচন্দ্রের প্রতি চৌলুক্যপতি সিদ্ধরাজের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কারণ বস্তুতঃ জৈনধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্তরে অন্তরে তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। প্রসিদ্ধিও আছে যে হেমচন্দ্র সিদ্ধরাজের সহিত সোমনাথের পূজা করিতে যাইতেন। সিদ্ধরাজকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি রাজার নাম যোজনা করিয়া “সিদ্ধ-বাক্যানুশাসন” নামে একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তারপর হেমচন্দ্রের ‘অভিধানচিন্তামণি” প্রণীত হয়।

সিদ্ধরাজের পর কুমারপাল রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে হেমচন্দ্র তাঁহার প্রধান সভাপণ্ডিত হন। এই সময়ে তিনি রাজার দ্বারা সোমনাথমন্দিরের জীর্ণসংস্কার করাইয়াছেন বলিয়া একটী ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। কুমারপালের রাজত্বকালে হেমচন্দ্র ‘ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত’ ‘রামায়ণ’ এবং ‘দেশীশব্দসংগ্রহ’ নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হেমচন্দ্রের মৃত্যু হয়। সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। জৈনধর্ম দর্শন সম্বন্ধেও তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

হেমাদ্রি (চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি প্রণেতা)। প ১৫৪।

১৩শ খ্রীষ্টশতাব্দী। হেমাদ্রি বাৎস্যগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি বাসুদেব পণ্ডিতের পৌত্র এবং কামদেব পণ্ডিতের পুত্র।

প্রথমে হেমাদ্রি দেবগিরির অর্থাৎ দৌলতাবাদের যাদব-বংশীয় রাজা মহাদেবের শ্রীকরণাধিপ ছিলেন এবং পরে তাহার প্রধান মন্ত্রী হন। ইনি মাধবাচার্য্যের ন্যায় রাজকার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না সেইজন্য আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুরের কবল হইতে হেমাদ্রি রাজাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই

শাস্ত্রে হেমাদ্রির অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। স্মৃতিসম্বন্ধে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত —দানখণ্ড, ব্রতখণ্ড, পরিশেষখণ্ড এবং প্রায়শ্চিত্তখণ্ড। দাক্ষিণাত্যে এই গ্রন্থের বিশেষ প্রচলন আছে। বোপদেব-রচিত মুক্তাফলের উপর ইহার কৈবল্যদীপিকা নাম্নী টীকা সুপ্রসিদ্ধ। হেমাদ্রি বোপদেবের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। মহা-রাষ্ট্রদেশে তিনি অনেক মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৬ ৩২ সং।

(ধারাবাহিক)

পরিশিষ্ট 'ক'।

পাণিনিমুনির পরবর্ত্তী রাজনৈতিক এবং সাহিত্যিক ঘটনাসমূহের বিবরণ।

৯-৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, মহাবংশাদিবৌদ্ধগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ এবং বর্ত্তমান ইতিহাসাদি হইতে সংগৃহীত)।

কাশীর রাজা ইক্ষাকুবংশীয় অশ্বসেনের ঔরসে এবং বামা দেবীর গর্ভে পার্শ্বনাথের জন্ম। অযোধ্যার রাজা প্রসেনজিতের কন্যা প্রভাবতীর সহিত পার্শ্বনাথের বিবাহ। জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত ও শিক্ষিত হইয়া ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্করপদে পার্শ্বনাথের অধিরোহণ। মল্লদেশস্থিত সমেত শিখর অর্থাৎ বর্ত্তমান হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত পরেশনাথ পর্ব্বতে ৭৫০ (মতান্তরে ৭৭৭) খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথের দেহত্যাগ।

মগধে বার্হদ্রথবংশীয় রিপুঞ্জয়[১] রাজার প্রজাপীড়ন। তাহার মন্ত্রী শুনকপুত্র কর্ত্তৃক রিপুঞ্জয়ের রাজ্যচ্যুতি ৭৮৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে শুনকপুত্র প্রদ্যোতের রাজ্যাভিষেক।

৯-৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

(বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রাদি এবং কামশাস্ত্রাদি হইতে গৃহীত এবং অনুমিত)।

মহারাজ বাভ্রব্য ধর্ম্মার্থের সহিত ত্রিবর্গান্তর্গত কামের সম্বন্ধ দেখাইয়া নন্দীশ্বর কৃত কামশাস্ত্রের সংস্কার করেন।

বাহুদন্তিপুত্র ঐরূপে অন্য দুইটীর সহিত ত্রিবর্গান্তর্গত অর্থের সম্বন্ধ দেখাইয়া বার্হস্পত্য অর্থশাস্ত্রের সংস্কার করেন।

১। মৎস্য পুরাণের মতে রিপুঞ্জয়, কিন্তু বায়ুপুরাণের মতে অরিঞ্জয়। বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে মৎস্যপুরাণ সমর্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ রিপুঞ্জয় নামই গ্রহণ করিয়াছেন।

৮-৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(পুরাণ, ইতিহাস, কামশাস্ত্রাদি, এবং বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনুমিত)।

ঋষিগণের প্রতি বিধর্ম্মিগণের অত্যাচার বিধর্ম্মিগণকে শাসন করিবার জন্য রাজপুতনায় অর্ব্বুদ (আবু) পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গস্থিত অনলকুণ্ডে আহুতি দিয়া ঋষিগণ কর্ত্তৃক অগ্নিকুলসম্ভূত পরিহার, প্রমার, শোলাঙ্কি, চৌহান (চাহমান বা চতুরমান) এবং চৌলুক্যাদি নূতন ক্ষত্রিয়জাতির সৃষ্টি।

বর্ত্তমান মোজাফ্ফাপুর জেলার অন্তর্গত বৈশালী[১] নগরে লিচ্ছিবি[২] জাতির রাজা সাতাকদেবের কন্যা ত্রিশলা দেবীর জন্ম। বৈশালীনগরে ত্রিশলার সহিত মহাবীর বর্দ্ধমানের পিতা সিদ্ধার্থের বিবাহ।

কপিলবস্তুতে[৩] শুদ্ধোদনের পিতা সিংহহনুর রাজত্ব। সিংহহনুর কন্যা অমিতার সহিত অনুহিমবৎপ্রদেশে কোল-রাজর্ষির বিবাহ। সিংহহনুর ঔরসে শুদ্ধোদনের এবং তদীয় ভ্রাতৃত্রয়ের জন্ম। অমিতার একটী কন্যার সহিত দেবদহ-জনপদের শাক্যরাজ সুভূতিদেবের বিবাহ।

১। বৈশালী বিশালপুরী নামেও খ্যাত। পৌরাণিক রাজা তৃণবিন্দুর পুত্র বিশালদেব কর্ত্তৃক এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে ইহাকে উত্তর ভারতের প্রাচীন-উজ্জয়িনী বলিয়া থাকেন। এক্ষণে উহা 'বেসারা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

২। ভগ্নোৎপন্ন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম লিচ্ছিবিগণের উল্লেখ মনুসংহিতা ১০।২২ আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ভ্রমবশতঃ 'লিচ্ছবি' শব্দের পরিবর্ত্তে লিচ্ছবি বা লিচ্ছবি লিখিয়া থাকেন। তিব্বতের অধিবাসিগণকে লিচ্ছিবি বলে, লিচ্ছিবি বা লিচ্ছবি নহে।

৩। বস্তিজেলার মনুস্র পরগণায় বর্ত্তমান ভুইলা নামক স্থানই প্রাচীন কপিলবস্তু। উহা অযোধ্যার ১০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত।

মগধের রাজধানী গিরিব্রজপুরে মতান্তরে রাজগৃহে[১] শিশুনাগের[২] রাজত্ব, এবং কাশীতে তৎপুত্র কাকবর্ণের[৩] রাজত্ব। শিশুনাগের দেহান্তে ৬১৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কাকবর্ণের মগধপ্রাপ্তি।

৮-৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

(বর্তমান অর্থশাস্ত্রাদি এবং কামশাস্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত ও অনুমিত)।

গণিকাপুত্র কামশাস্ত্রের কালোপযোগী প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ঘোটকমুখাদি আচার্য্য অর্থশাস্ত্রের কালোপযোগী প্রতিসংস্কৃত-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৬-৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(পুরাণ, বৌদ্ধগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ এবং [illegible] হইতে সংগৃহীত)।

মগধে কাকবর্ণের দেহান্তে ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর প্রারম্ভে ক্ষেমধর্ম্মের রাজ্যপ্রাপ্তি। পরে ৫৭০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে ক্ষত্রৌজের এবং তদনন্তর ৫৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বিম্বিসারের রাজ্যলাভ।

১। গয়ার প্রায় ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে রাজগৃহ অবস্থিত। গিরিব্রজপুর গয়ার ১৫ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। বৈভারগিরি, বিপুলগিরি অর্থাৎ প্রাচীন বরাহগিরি, রত্নগিরি, ঋষিগিরি অর্থাৎ প্রাচীন বৃষভগিরি, উদয়গিরি অর্থাৎ প্রাচীন ঋষিগিরি, এবং সোণগিরি অর্থাৎ প্রাচীন চৈত্যক—এই পাঁচটী পর্ব্বতের দ্বারা [illegible] বেষ্টিত। [illegible] রাজধানী ছিল।

২। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাবংশাদির মতে শিশুনাগ, কিন্তু বায়ুপুরাণের মতে শিশুনাক।

৩। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাবংশাদির মতে কাকবর্ণ, কিন্তু বায়ুপুরাণের মতে শকবর্ণ।

৪। বিষ্ণুপুরাণের মতে ক্ষেমধর্ম্মা, মৎস্যপুরাণের মতে ক্ষেমধামা, বায়ুপুরাণের মতে ক্ষেমবর্ম্মা, কিন্তু মহাবংশ ও ঐতিহাসিক মতে ক্ষেমধর্ম্ম।

৫। মহাবংশ এবং টীকাকারদের মতে বিম্বিসার, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণের মতে বিম্বসার, এবং বায়ুপুরাণের মতে বিবিসার।

তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ করিয়া বিম্বিসারের সভায় বঙ্গবাসী জীবকের রাজবৈদ্যের পদপ্রাপ্তি। ব্রহ্মদত্তের কন্যা ক্ষেমকার সহিত বিম্বিসারের বিবাহ এবং যৌতুকস্বরূপ ক্ষেমকার কাশীরাজ্য প্রাপ্তি। পরে লিচ্ছবি-রাজকন্যা বাসবীর সহিত পুনরায় বিম্বিসারের বিবাহ। বিম্বিসারের ঔরসে এবং বাসবীর গর্ভে অজাতশত্রুর জন্ম। পিতার প্রতি অজাতশত্রুর অত্যাচার এবং তদুপলক্ষে বিম্বিসারের মৃত্যু। পতিশোকে ক্ষেমকার প্রাণত্যাগ এবং ৪৯০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অজাতশত্রুর রাজ্যাধিকার। ক্ষেমকার মৃত্যুপলক্ষে অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে ব্রহ্মদত্তের পুত্র প্রসেনজিতের যুদ্ধ। অজাতশত্রুকে পরাভব করিয়া প্রসেনজিতের কাশীরাজ্য গ্রহণ। সন্ধিসূত্রে শান্তি স্থাপিত হইলে প্রসেনজিতের কন্যা বাজিরার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ এবং তদুপলক্ষে দম্পতীকে প্রসেনজিতের কাশীরাজ্যপ্রদান। অজাতশত্রুর ঔরসে এবং বাজিরার গর্ভে দর্শকের জন্ম। অজাতশত্রুর অবসানে তৎপুত্র দর্শকের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং দর্শকের অবসানে ৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে তৎপুত্র উদয়াশ্বের রাজ্যপ্রাপ্তি। রাজগৃহ হইতে কুসুমপুরে অর্থাৎ পাটলিপুত্রে বা পাটলিপুরে উদয়াশ্বের রাজধানীপ্রতিষ্ঠা। উদয়াশ্বের পর নন্দী বর্দ্ধনের সিংহাসন-প্রাপ্তি। নন্দিবর্দ্ধনের অবসানে ৪২০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মহানন্দির রাজ্যলাভ এবং তদনন্তর ৩০৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে তৎপুত্র পিঙ্গমখের রাজ্যলাভ। ৩৮৫ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মহানন্দির শূদ্রাজপুত্র নন্দ কর্ত্তৃক পিঙ্গমখের মৃত্যু এবং নন্দের রাজ্যাধিকার। বার্ত্তিককার বররুচি কাত্যায়নের মন্ত্রিত্ব।

কুণ্ডগ্রামে সিদ্ধার্থের ঔরসে সীতাক কন্যা ত্রিশলার গর্ভে ৫৯৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অর্থাৎ ক্ষেমধর্ম্মের রাজত্বকালে মহাবীর বর্দ্ধমানের

১। বায়ুপুরাণের মতে দর্শক, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণমতে দর্ভক।

২। বায়ুপুরাণ-বিষ্ণুপুরাণের মতে মহানন্দি, কিন্তু মহাবংশের মতে কালাশোক মহানন্দ।

জন্ম। ক্ষেমধর্ম্ম, ক্ষত্রৌজা এবং বিম্বিসারের রাজত্বকালে মহাবীর বর্দ্ধমানের জৈনধর্ম্মপ্রচার। ৫২৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পাটলিপুত্র নগরে মহাবীরের দেহত্যাগ।

মালব দেশে চন্দ্রপ্রদ্যোত মহাসেনের রাজত্ব। লঙ্কাদ্বীপের রাজা বিক্রমবাহুর ভগিনী অঙ্গারবতীর সহিত চন্দ্রপ্রদ্যোতের বিবাহ। চন্দ্রপ্রদ্যোতের ঔরসে এবং অঙ্গারবতীর গর্ভে মালবদেশে বাসবদত্তার[১] জন্ম। বিক্রমবাহুর ঔরসে লঙ্কায় রত্নাবলীর জন্ম। বঙ্গদেশীয় কুমার বিজয় সিংহের[২] নিকট উদয়নের এবং বিক্রমবাহুর পরাজয়।

প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী বৎসদেশে শতানীক পরন্তপের রাজত্ব। শতানীক পরন্তপের ঔরসে কৌশাম্বীনগরে উদয়নের[৩] জন্ম। পরন্তপের অবসানে উদয়নের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং যৌগন্ধরায়ণের মন্ত্রিত্ব। চন্দ্রপ্রদ্যোত মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার সহিত, দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতীর সহিত, এবং বিক্রমবাহুর কন্যা রত্নাবলীর সহিত যৌগন্ধরায়ণের উদ্যোগে বৎসরাজ উদয়নের বিবাহ। উদয়নের সহিত আরুণির যুদ্ধ।

১। এই বাসবদত্তা মহাভাষ্যোক্ত 'বাসবদত্তা' নাম্নী আখ্যায়িকার এবং ভাসপ্রণীত স্বপ্নবাসবদত্তা নামক নাটকের নায়িকা। ভাসের যৌগন্ধরায়ণে ও শ্রীহর্ষের প্রিয়দর্শিকা এবং রত্নাবলীতেও ইঁহার প্রাধান্য দৃষ্ট হইবে। ইনি বৎসরাজ উদয়নের প্রধানমহিষী।

২। কুমার বিজয় সিংহ বঙ্গাধিপতি মহারাজ সিংহবাহুর পুত্র। প্রজাপীড়নের জন্য পিতা কর্ত্তৃক সপ্ত শত অনুচরবর্গের সহিত দাক্ষিণাত্যে নির্ব্বাসিত হইলে তিনি দ্রাবিড়দেশে কৃষ্ণানদীর তীরে 'বিজয়বাড়া' নামক একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ বিজয়বাড়া এক্ষণে 'বেজোয়াড়া' নামে প্রসিদ্ধ।

৩। যৌগন্ধরায়ণ, স্বপ্নবাসবদত্তা, রত্নাবলী এবং প্রিয়দর্শিকাদি গ্রন্থে উদয়নের বৃত্তান্ত নিরূঢ় হইয়াছে।

কপিলবস্তুতে সিংহহনুর দেহাবসানে শুদ্ধোদনের রাজ্য-প্রাপ্তি। সুভূতির কন্যাদ্বয় মায়াদেবী এবং মহাপ্রজাবতী দেবীর সহিত শুদ্ধোদনের বিবাহ। ৫৬৭ (মতান্তরে ৫৫৭) খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে শুদ্ধোদনের ঔরসে এবং মায়াদেবীর গর্ভে লাম্বিনী[১] কাননে সিদ্ধার্থের[২] জন্ম ও মায়দেবীর মৃত্যু।

সিদ্ধার্থকে মহাপ্রজাবতী দেবীর লালন-পালন। দণ্ডপাণির কন্যা গোপাদেবীর সহিত সিদ্ধার্থের বিবাহ এবং তৎপুত্র রাহুলের জন্ম। বৈশালীর সন্ন্যাসিমঠে সিদ্ধার্থের গমন। তদনন্তর উরুবিল্বগ্রামে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে রুদ্রক নামক একজন অবধূত কর্ত্তৃক সিদ্ধার্থের যোগদীক্ষাভিষেক এবং পরে তাঁহার বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। বুদ্ধত্বের পর ধর্ম্মপ্রচারের কেন্দ্রস্থল করিবার জন্য কাশীর উপকণ্ঠস্থিত মৃগদাবে যাইযা তাঁহার সারঙ্গনাথ[৩] এবং লোকনাথ[৪] এই নামদ্বয়প্রাপ্তি। পরে

১। নেপালের পাদদেশস্থিত শালবনের নাম লাম্বিনী। ঐ স্থানে শুদ্ধোদন একটী উদ্যান করিয়াছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকপণ্ডিত প্রমাদ-বশতঃ ইহাকে লুম্বিনীকানন বলিয়াছেন।

২। সিদ্ধার্থ পরে বুদ্ধ হইবেন। শাক্যমুনি-চরিত প্রণেতা সাধু অঘোরনাথ বলেন—চীনদেশীয়ধর্ম্মমন্দিরস্থ প্রশস্তপ্রস্তরখণ্ডে খৃষ্টীয়শকস্য অশীত্যুত্তর-নবতি (১৮০) বৎসরাৎ পূর্ব্বং শাক্যস্য জন্ম ত্যক্তিতম্। ইহা অনৈতিহাসিক।

৩। সম্ভবতঃ মৃগবহুলস্থানে অহিংসার জন্যই তিনি সারঙ্গনাথ নাম পাইয়া থাকিবেন। বুদ্ধের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম সারনাথ হইয়াছে। এখনও সারনাথের একটী স্তূপমন্দিরে সারঙ্গনাথ এবং লোকনাথ নামে দুইটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তত্রত্য সেবায়েৎসম্প্রদায় এই দুইটী লিঙ্গমূর্ত্তিকে বিশ্বেশ্বরের শ্যালক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

৪। ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন হিরণ্যগর্ভের ন্যায় বৌদ্ধগণ আদিবুদ্ধ হইতে অবলোকিতেশ্বরের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। লোকনাথ এই অবলোকিতে-শ্বরের নামান্তর। বোধ হয়, আদরাতিশয় দেখাইবার জন্যই বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ তাঁহাকে লোকনাথ উপাধি দিয়াছিলেন।

বৈভার পর্ব্বতে এবং লিচ্ছবিরাজ্যের আম্রদ্বারকাদিস্থানে১ বুদ্ধদেবের ধর্ম্মপ্রচার। ৪৮৭ (মতান্তরে ৪৭৭) খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে কান্যকুব্জের নিকটবর্ত্তী কুশীনগরে বুদ্ধের দেহত্যাগ। ৪৭৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বৈভারপর্ব্বতের শতপর্ণী গুহায় মহাকাশ্যপের২ এবং বৌদ্ধ কনকমুনির৩ অধ্যক্ষতায় প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে উপদেশাত্মক সূত্র, নিয়মাত্মক বিনয় এবং দর্শনাত্মক অভিধর্ম্ম একত্র সংগৃহীত হইয়া ত্রিপিটক নামে অভিহিত হয়।

শ্রাবস্তীনগরে৪ ব্রহ্মদত্তের বানপ্রস্থাবলম্বনে প্রসেনজিতের রাজ্যপ্রাপ্তি। বাসবক্ষত্রিয়া নামে একটী দাসীকন্যাকে শাক্যরাজ-কুমারী জানিয়া তাহার সহিত প্রসেনজিতের বিবাহ। এই প্রবঞ্চনার নিমিত্ত শকদিগের বিরুদ্ধে প্রসেনজিতের যুদ্ধ এবং শকদিগের পরাভব। প্রসেনের ঔরসে এবং বাসবক্ষত্রিয়াব গর্ভে পুত্র বীরুধকের এবং কন্যা বাজিরার জন্ম। ভগিনীপতি অজাতশত্রুব বিরুদ্ধে প্রসেনজিতের যুদ্ধ এবং পরে সন্ধি স্থাপিত

১। আম্রদ্বারকা বৈশালীর নিকটে অবস্থিত। ইহা ত্রিহুতের অন্তর্গত।

২। একাধারে মহাকাশ্যপ, কনকমুনি এবং বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে সংরক্ষিত হইয়াছে।

৩। কপিলবস্তুর নিকটস্থিত একটী গ্রামের নাম কনকপুর। ঐস্থানে বুদ্ধ কনকমুনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐস্থানে ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্যও সাংখ্য-কারিকা প্রণয়ন করেন। সেইজন্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জৈনগণ তাঁহাদের অনুযোগদ্বারসূত্র নামক গ্রন্থে আমাদের সাংখ্যসপ্ততিকে অর্থাৎ সাংখ্য-কারিকাকে কনকসপ্ততি বলিয়াছেন।

৪। শ্রাবস্তী শ্রাবস্থীর নামান্তর। এক সময়ে এই নগরী উত্তর কোশলের রাজধানী হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে 'শেঠ্-মহেঠ্' নামক গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'শেঠ্-মহেঠ্' অযোধ্যার প্রায় ২৩।২৪ ক্রোশ উত্তর-উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কেহ কেহ ফয়জাবাদকে শ্রাবস্তী বলেন। সম্ভবতঃ ফয়জাবাদের বর্ত্তমান নাম শারবস্তী বলিয়া ঐরূপ অনুমান হইয়াছে। মৎস্যপুরাণের মতে এই শ্রাবস্তী পঞ্চগৌড়ের অন্তর্গত।

হইলে বাজিরার সহিত অজাতশত্রুর বিবাহ। প্রসেনের অবসানে বীকধকের রাজ্যপ্রাপ্তি।

বঙ্গদেশে মহারাজ সিংহবাহুর রাজত্ব। সিংহবাহুর পুত্র কুমার বিজয়ের প্রজাপীড়ন এবং তজ্জন্য পিতার আদেশে সশস্ত্র অনুচর-বর্গের সহিত কুমারের দ্রাবিড়যাত্রা। দ্রাবিড়ে 'বিজয়বাড়ী' নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়া কুমারের লঙ্কাযাত্রা এবং ৫৪২ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে বিক্রমবাহুকে পরাজয় করিয়া তাঁহার লঙ্কাধিকার। কুমার কর্ত্তৃক লঙ্কায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা এবং স্থানীয় লোকগণকে সভ্যতা-মূলক শিক্ষাপ্রদান[১]।

৫৪১খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে উত্তর ভারত অধিকার করিবার জন্য পারস্যের রাজা সাইরাসের আগমন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সাইরাসের প্রত্যাগমন। ৫১২খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে পুনরায় পারস্যের রাজা ডেরায়েসের ভারতাক্রমণ এবং তৎকর্ত্তৃক ভারতান্তর্গত ঊর্দ্ধস্থান (কাবুল) এবং গান্ধার (কন্দাহার) অধিকার।

বৌদ্ধাদিযুক্তির অসারতা দেখাইয়া পাটলিপুত্রে ভগবান্ উপ-বর্ষের মীমাংসা-বৃত্তি প্রণয়ন এবং বৌদ্ধগণের বিরুদ্ধে প্রতিপ্রচারের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের দৃঢ়ত্ব সম্পাদন। সেই হেতু উদয়াশ্বের মতানুসারে ত্রিহুতের রাজা কালাশোক কর্ত্তৃক বৈশালীনগরীতে রেবতের অধ্যক্ষতায় ৪৪৩ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পুনরায় দ্বিতীয় বৌদ্ধসঙ্গীতির আহ্বান এবং উহার অধিবেশনে ত্রিপিটকের সংস্কারসাধন। সংস্কৃত বৌদ্ধধর্ম্মের দোষ প্রতিপাদন করিবার জন্য ভগবান্ উপবর্ষের শিষ্য বার্ত্তিককার বররুচি কাত্যায়নের প্রচেষ্টা।

১। মহাবংশের ৬ হইতে ৮ এবং ৫৫ হইতে ৫৮ অধ্যায়ে কুমারের লঙ্কাবিজয় বিবৃত হইয়াছে। সার্ ইমার্সন্ টেনেন্টের 'সিংহল-ইতিহাসে' এবং অপ্হাম্ সাহেবের সিংহলসংক্রান্ত গ্রন্থেও এই সকল ঘটনা নিরূঢ় হইয়াছে।

৬-৫ম খ্রীষ্ট পূর্ব্বশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

মহাকাশ্যপ ও বৌদ্ধ কনকমুনি প্রথমসঙ্গীতির ত্রিপিটকে বৌদ্ধমতের সংগ্রহ করেন।

ভগবান্ উপবর্ষ তাঁহার মীমাংসাবৃত্তিতে বেদের উৎকর্ষ দেখাইয়া জৈনধর্ম্মের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে বাধা প্রদান করেন।

রেবতী বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে ত্রিপিটকের সংস্কার পূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্রের শ্রুতিপ্রতিকূল ব্যাখ্যা করিয়া পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার করেন।

বররুচি কাত্যায়ন উপবর্ষের নিকট শিক্ষিত হইয়া পাণিনির বার্ত্তিক প্রণয়ন করেন।

দত্তক, সুবর্ণলাভ এবং কুচুমারাদি আচার্য্যগণ কামশাস্ত্রের প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পিশুনপুত্র কিঞ্জল্কাদি আচার্য্যগণ অর্থশাস্ত্রের প্রতিসংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৫-৪র্থ খ্রীষ্ট পূর্ব্বশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ এবং ইতিহাসাদি হইতে সংগৃহীত)।

নন্দের দিগ্‌বিজয় এবং মহাপদ্ম-উপাধিগ্রহণ। বররুচি কাত্যায়নের অধ্যক্ষতায় মহাপদ্ম নন্দের সাম্রাজ্যাভিষেক। নন্দের নিকট কাত্যায়নের মন্ত্রিত্ব-পদপ্রাপ্তি। মহাপদ্ম নন্দের যোগানন্দ-উপাধিগ্রহণ। নন্দের ঔরসে এবং পট্টরাণীর গর্ভে সুমাল্যাদির জন্ম। পাটালিপুর নিবাসী 'মুর্' জাতীয় পারস্য বণিকের কন্যা মুরা সুন্দরীর সহিত বৃদ্ধ মহারাজ নন্দের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ। নন্দের ঔরসে ও মুরাসুন্দরীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। মহাপদ্ম নন্দের অবসানে তৎপুত্র সুমাল্য নন্দের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং তদীয় ভ্রাতা অন্যান্য নন্দ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য-পরিচালন। কাত্যায়নের অবসরগ্রহণে সুমাল্যের নিকট শকটালের মন্ত্রিত্ব। অষ্টম নন্দ দশসিদ্ধিকের স্ত্রীর সহিত সেনাপতি ইন্দ্র-

দত্তের অবৈধ প্রণয় এবং তৎফলে সুধন্বার (মতান্তরে উগ্রধন্বার) জন্ম। সপুত্র দশসিদ্ধিককে হত্যা করিয়া এবং অন্যান্য নন্দগণকে পরাভব করিয়া সুধন্বাকে ইন্দ্রদত্তের রাজ্যপ্রদান। চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সুধন্বার অত্যাচার। মগধ হইতে সুধন্বা কর্ত্তৃক চন্দ্রগুপ্তের অপসারণ। উহাতে আপত্তি করায় প্রধান মন্ত্রী শকটালের কারাবাস এবং রাক্ষসের মন্ত্রিত্ব। উত্তর ভারতে আলেক্‌জেণ্ডারকে মগধ আক্রমণ করাইবার নিমিত্ত চন্দ্রগুপ্তের প্ররোচনা। সুধন্বারও যোগানন্দ-উপাধিগ্রহণ। শকটালের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সুধন্বা কর্ত্তৃক পুনরায় তাঁহার পদ-প্রাপ্তি। শকটালের সহিত চাণক্যের আকস্মিক মিলন[১]। চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিবার পণ করিলে শকটালের বন-গমন[২]। চন্দ্রগুপ্তের সহিত চাণক্যের মিলন। নন্দবংশের ধ্বংস এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তি[৩]। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র অমিত্রঘাত বিন্দুসারের (মতান্তরে বারিসারের) জন্ম। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রাদিপ্রণয়ন। রাজকার্য্যের ব্যবস্থাপূর্ব্বক রাক্ষসকে মন্ত্রিপদে নিযোগ করিয়া রাজসংসর্গ হইতে চাণক্যের অপক্রমণ। চাণক্যের বাৎস্যায়ন নামে কামশাস্ত্র প্রণয়ন। বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের কবল হইতে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য তৎকর্ত্তৃক সমানভাবে ত্রিবর্গসেবার উপদেশপ্রচার। নর্ম্মদাতীরস্থিত শুক্লতীর্থে চাণক্যের ন্যায়ভাষ্য প্রণয়ন।

১। 'চাণক্যনাম্না তেনাথ শকটালগৃহেরহঃ' ইত্যাদি অবলোকধৃত বৃহৎ-খা দ্রষ্টব্য।

২। মন্ত্রানো যোগনন্দস্য কৃতবৈরপ্রতিক্রিয়ঃ।
পুত্রশোকেন নির্ব্বিণ্ণঃ প্রবিবেশ মহদ্বনম্॥ কথাসরিৎসাগর।

৩। যোগানন্দে যশঃশেষে পূর্ব্বনন্দসুতস্ততঃ।
চন্দ্রগুপ্তঃ কৃতোরাজা চাণক্যেন মহৌজসা॥
অবলোকধৃত বৃহৎকথাংশ দ্রষ্টব্য।

বাৎস্যায়ন নাম লইয়া সর্ব্বত্র চাণক্যের ন্যায়ভাষ্য প্রচার। পরিব্রজ্যাহেতু চাণক্যের পক্ষিল নামে প্রসিদ্ধি।

শলাতুর অর্থাৎ বর্ত্তমান অ্যাটাক্ হইয়া তক্ষশিলায় গ্রীস্ দেশীয় মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডারের আগমন। বিতস্তা-চন্দ্রভাগার মধ্যবর্ত্তীস্থানে অর্থাৎ ঝেলাম্ এবং চেনাব্ নামক নদীদ্বয়ের মধ্যে পুরুরাজের সহিত তাঁহার ভীষণ যুদ্ধ। বীরভূম-বর্দ্ধমানের গঙ্গারাঢ়ী[১] সৈন্যের বীরত্বহেতু যুদ্ধে জয়ের আশা পরাহত দেখিয়া পুরুরাজের সহিত আলেক্‌জেণ্ডারের সন্ধি-স্থাপন। মগধযাত্রার জন্য আলেক্‌জেণ্ডারকে চন্দ্রগুপ্তের অনুরোধ। পুরুরাজের বীরত্ব দেখিয়া সৈন্যগণের অনিচ্ছা-ব্যপদেশ আলেক্‌জেণ্ডারের মগধজয়ের সঙ্কল্পত্যাগ। এসিয়া-মাইনরে এবং সিরিয়ায় সত্রপ রাখিয়া আলেক্‌জেণ্ডারের স্বদেশ যাত্রা। চাণক্যের সহযোগে নন্দগণকে পরাভব করিয়া চন্দ্রগুপ্তমৌর্য্যের রাজ্যপ্রাপ্তি দেখিয়া আলেক্‌জেণ্ডারের প্রতিনিধি সেলুকাসের ভারত আক্রমণ। চন্দ্রগুপ্তের নিকট সেলুকসের পরাজয় এবং চন্দ্রগুপ্তকে তাঁহার কন্যাদান দ্বারা সন্ধিস্থাপন[২]। চন্দ্রগুপ্তের সভায় সেলুকস্‌প্রেরিত দূত মেগস্থিনিসের আগমন।

৫-৪র্থ খ্রীষ্ট পূর্ব্বশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

বররুচি কাত্যায়ন ভগবান্ উপবর্ষের পথ অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় সঙ্গীতির সংস্কৃত ত্রিপিটকের অসারতা প্রতি-

১। পুরুরাজের গঙ্গারাঢ়ীসৈন্যগণকে মেগাস্থিনিস্ গঙ্গারিদাই সৈন্য বলিয়াছেন। ইহারা বীরভূমি এবং বর্দ্ধমান হইতে গৃহীত হইত। প্রাচীন কালে এই দুইটী স্থানের সৈন্যগণ বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বীরভূমির প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া বর্দ্ধমানের নাম বর্দ্ধমান হইয়াছিল। বীরভূমি এক্ষণে বীরভূম বলিয়া পরিচিত।

২। চন্দ্রগুপ্ত-সেলুকসের সন্ধিপত্র পরীক্ষা করিলে এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে।

পাদন পূর্ব্বক মীমাংসাদ্বয়ের বৃত্তি প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধগণের ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিপ্রচার করেন।

চাণক্য কৌটিল্যনামে অর্থশাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং বাৎস্যায়ন নামে কামশাস্ত্র এবং ন্যায়ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

ভদ্রবাহু কর্ত্তৃক অঙ্গ নামক জৈন গ্রন্থ সংকলিত হয়।

৩য় খ্রীষ্ট পূর্ব্বশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মহাবংশ এবং ইতিহাসাদি হইতে গৃহীত)।

দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণানদীর নিকটবর্ত্তী চন্দ্রগুপ্তনগরে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রাজকার্য্য হইতে পরাবৃত্ত হইলে তৎপুত্র বিন্দুসার (মতান্তরে বারিসার) অমিত্রঘাতের ময়ূরসিংহাসনপ্রাপ্তি। বিন্দুসারের ১৫।১৬টী বিবাহ এবং তদ্দ্বারা ১০১টী সন্তানলাভ। তন্মধ্যে প্রধানা মহিষী ধর্ম্মার গর্ভে প্রথম পুত্র সুষীমের জন্ম এবং অন্য এক মহিষী সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে দ্বিতীয় পুত্র চণ্ডাশোকের এবং তৃতীয়পুত্র বীতাশোকের জন্ম। বিন্দুসারের রাজত্বকালে খল্লাতকের এবং পরে রাধাগুপ্তের মন্ত্রিত্ব। চণ্ডাশোকের রাজ্য প্রাপ্তি লইয়া গণনার দ্বারা বৎসদেশীয় ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গলাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী। ২৭৪[১] খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে

১। কলিকাতা মিউজিয়ামের তক্ষকপ্রদর্শনীতে ২৭৪ হইতে ২৩৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত অশোকের রাজত্বকাল বলিয়া নিরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণের "ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়াম্ গাইড (১৯৩০ সাল)" নামক গ্রন্থে ২৬৭ হইতে ২৩০ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত অশোকের রাজত্বকাল বলিয়া লিখিত আছে। তক্ষকপ্রদর্শনীর সহিত নির্দ্দেশক-গ্রন্থের বিরোধ দেখিয়া মিউজিয়াম্ কর্ত্তৃক অবধারিত উভয়কালই প্রত্যাখ্যাত হইল। সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত যে সকল ঐতিহাসিক পণ্ডিতের বিরোধ নাই, তাঁহাদের মতবাদই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

মহারাজের মৃত্যু হইলে মন্ত্রিদ্বয়ের সাহায্যে সুষীমকে পরাজয় করিয়া চণ্ডাশোকের অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ অশোক বর্দ্ধনের বা অশোকের রাজ্যলাভ। রাজা হইয়া বৎসদেশীয় পিঙ্গলাচার্য্যকে 'আর্য্যভট্ট' উপাধিপ্রদান। পিঙ্গলের আকস্মিক মৃত্যু[১]। অশোকের দিগ্‌বিজয় এবং রাজ্যবিস্তার। অশোকের নিকট আন্‌টিওকস্‌ প্রভৃতি গ্রীক্‌সেনাপতিগণের পরাজয়। মিশর (ইজিপ্ট), আসাইরিয়া এবং মেসিডোনিয়া প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত অশোকের সন্ধিস্থাপন। যুদ্ধকালে মনুষ্যহত্যায় বিরক্ত হইয়া মথুরাবাসী উপগুপ্তের প্ররোচনায় অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন রাজার আদেশে ২৪৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে মুদ্‌গলিপুত্র (পালিভাষায় মুগ্‌গলীপুত্র) তিষ্য বোধিসত্ত্বের অধ্যক্ষতায় বৌদ্ধধর্ম্মের পুনঃসংস্কারজন্য পাটলিপুরে তৃতীয় সঙ্গীতির অধিবেশন। এই অধিবেশনে 'বিনয়সমুৎকর্ষ' এবং 'অনাগত ভয়সূত্র' প্রণয়ন করিয়া উপবর্ষ, কাত্যায়ন এবং বাৎস্যায়ন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ত্রিবর্গাত্মক ধর্ম্মার্থকামের প্রভাব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের রক্ষণার্থ মহারাজের বিপুল অর্থদান[২]। ঐ অর্থের একাংশে নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং দশ হাজার শিষ্যকে ভরণপোষণ করিয়া তাহাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের

---

১ সিংহো ব্যাকরণস্য কর্ত্তুরহরৎ প্রাণান্ প্রিয়ান্ পাণিনে
মীমাংসাকৃতমুন্মমাথ তরসা হস্তী মুনিং জৈমিনিম্।
ছন্দোজ্ঞাননিধিং জঘান মকরো বেলাতটে পিঙ্গল-
মজ্ঞানাবৃতচেতসা মতিরুষাং কোঽর্থস্তিরশ্চাং গুণৈঃ॥ প্রাচীন উদ্ভট।

২। বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতি করিয়া হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসাভিপ্রায়ে মহারাজ অশোক একশত কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বৌদ্ধমঠের পোষণার্থে তিনি শেষবয়সে রাজ্যের একটী অংশও প্রদান করেন। একশত কোটি স্বর্ণমুদ্রাই দুইহাজার পাঁচশত কোটি রৌপ্যমুদ্রার তুল্যপরিমাণ হইতেছে। বর্ত্তমান অর্থশাস্ত্রের নিয়মানুসারে ঐ দানের তাৎকালিক মূল্য যাহা নিরূপিত হয়, তাহা বিগত জর্ম্মান যুদ্ধে উভয়পক্ষের ব্যয়মাত্রা অপেক্ষা অনেক অধিক।

শিক্ষা প্রদান। নালন্দা[১]-বিশ্ববিদ্যালয়ে মুদ্গলীপুত্র তিষ্যের প্রথম কুলপতিত্ব (চান্সেলারসিপ্)। অশোকপত্নী তিষ্যরক্ষিতার চক্রান্তে তক্ষশিলায় কুঞ্জরকর্ণের বিদ্রোহ। বিদ্রোহীকে দমন করিবার জন্য অশোকের জ্যেষ্ঠপুত্র কুণালের তক্ষশিলায় গমন। কুঞ্জরকর্ণের সহিত কুণালের যুদ্ধ এবং তৎফলে কুণালের চক্ষুঃহানি। ধর্ম্মচর্চ্চায় মহারাজ অশোকের একান্তসেবায় এবং কুণালের অন্ধত্ব রাজকার্য্যের বাধাজনক হওয়ায় ২৩৭ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে রাধাগুপ্তের মন্ত্রিত্বে কুণালপুত্র সম্পাদির রাজ্যপালন। ২২৭[২] খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পুত্রপৌত্রগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করিয়া রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী সৌবর্ণগিরিতে অর্থাৎ সোণগিরিতে মহারাজ অশোকের বানপ্রস্থাবলম্বন। ২২১ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অশোকের অবসানে তৎপুত্র কুণালের পঞ্জাব, কাম্বোজ (আফ্গানিস্থান) ও গান্ধারাদি দেশপ্রাপ্তি; তৎপুত্র জলৌকার কাশ্মীর প্রাপ্তি; তৎপুত্র সুযশার পাটলিপুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তি, এবং তৎপৌত্রের অর্থাৎ কুণালপুত্র সম্পাদির উজ্জয়িনী-রাজ্য প্রাপ্তি।

পাটলিপুত্রে সুযশার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দশরথের রাজ্যাধিকার। কাশ্মীরে জলৌকার শৈবধর্ম্মগ্রহণ। কাশ্মীর হইতে কন্যাকুব্জ[৩] পর্য্যন্ত জলৌকার রাজ্যবিস্তার। উজ্জয়িনীতে

১। প্রাচীনকালে প্রাকৃতজন সর্পকে 'নালন্দ' বলিত। সর্পের বন্ধন-স্বভাবত্বই বোধ হয় ঐরূপ নামের কারণ। বড়গ্রামের নিকটস্থিত একটী হ্রদে এক বিপুলকায় সর্প বাস করিত। সেইজন্য ঐ স্থানটীকে লোকে নালন্দার বলিত। উচ্চারণসৌকর্য্যের অনুরোধে বর্ণনাশ স্বীকার করিয়া দেশজ পদটী নালন্দ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

২। ৭৬৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩। কান্যকুব্জ প্রাচীনকালে কন্যাকুব্জ বলিয়া অভিহিত হইত। রামায়ণের আদিকাণ্ড দ্রষ্টব্য।

৭ম খ্রীষ্টশতাব্দীতে হিউ-এন্ চোয়াঙ বলেন, মহাবৃক্ষ ঋষির অভিশাপে রাজা ব্রহ্মদত্তের ৯৯ জন কন্যা কুব্জা হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম কন্যাকুব্জ। (সি-য়ু কি ৫)। হিউ-এন্-চোয়াঙের এরূপ কথার আকর কি, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

জৈনধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সম্পাদির জৈনাশোকনামে সুপ্রসিদ্ধি। সম্পাদির অবসানে তৎপুত্র বৃহস্পতির রাজ্যলাভ। ২২০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে অন্ধ্রবংশীয় শিমুকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। ২০৬ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে আন্‌টিওকাস্ এবং অন্যান্য গ্রীক্‌গণের নিকট কুণালের পরাজয়। তৎফলে বৈদেশিকগণের কাম্বোজদেশ (আফ্‌গনিস্থান) অধিকার।

৩য় খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

বিন্দুসারের রাজত্বকালে বৎসদেশীয় আচার্য্য পিঙ্গলনাগ ছন্দঃ-সূত্র প্রণয়ন করেন।

অশোকের রাজত্বকালে উক্ত পিঙ্গলাচার্য্য 'আর্য্যভট্ট' উপাধি পাইয়া একখানি বিস্তৃত আর্য্যভট্টীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সম্ভবতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তের একখানি কালোপযোগী সংস্করণ প্রকাশ করেন।

অশোকের রাজত্বকালে মুদ্‌গলীপুত্র তিষ্য বোধিসত্ত্ব তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশনে ত্রিপিটকের পুনঃ-সংস্করণোপলক্ষে 'বিনয় সমুৎকর্ষ' এবং 'অনাগত-ভয় সূত্র' প্রণয়ন করেন।

২য় খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

মৌর্য্যবংশীয় বৃহদ্রথের পাটলিপুর-সিংহাসনাধিকার। অশোকের রাজত্বকাল হইতে বৃহদ্রথের সময় পর্য্যন্ত বিধর্ম্মিগণ বল-পূর্ব্বক বৈদিক কার্য্যকলাপ বন্ধ করায় পাঞ্চালে (রোহিলখণ্ডে) এবং গোনর্দ্দে অর্থাৎ বর্ত্তমান পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি প্রমুখ ব্রাহ্মণগণের বিদ্রোহ। ব্রাহ্মণগণের সন্তোষার্থে শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্রকে বৃহদ্রথের সেনাপতিত্বপ্রদান। বৃহদ্রথের অত্যাচারহেতু তাঁহাকে হত্যা করিয়া পুষ্যমিত্রের রাজ্যগ্রহণ। উত্তরভারতে গ্রীসদেশীয় কাবুল নৃপতি মিনন্‌ডার

প্রভৃতি যবনগণের সহিত পুষ্যমিত্রের ভীষণ যুদ্ধ। পুষ্যমিত্রের নিকট যবনগণের সম্পূর্ণ পরাজয়। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলির অধ্যক্ষতায় পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্পাদন এবং সাম্রাজ্যাভিষেক। বিদিশায় অর্থাৎ বর্ত্তমান ভোপালের নিকটবর্ত্তী ভিল্‌সানগরে আত্মজ অগ্নিমিত্রকে পুষ্যমিত্রের শাসনাধিকার প্রদান। বিদর্ভদেশে অর্থাৎ বেরারে বা বড়নাগপুরে যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক মালবিকার ভ্রাতা মাধব সেনের রাজ্যচ্যুতি। অগ্নিমিত্রের শ্যালক এবং সেনাপতি বীরসেনের নিকট যজ্ঞসেনের পরাজয় এবং পুনরায় মাধবসেনের রাজ্যপ্রাপ্তি। অগ্নিমিত্রের সহিত মাধবসেনের ভগিনী মালবিকার বিবাহ। ১৪৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে পুষ্যমিত্রের দেহত্যাগ এবং অগ্নিমিত্রের রাজ্যপ্রাপ্তি। অগ্নিমিত্রের অবসানে তাঁহার ভ্রাতা সুজ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার। সুজ্যেষ্ঠের অবসানে বসুমিত্র এবং তদনন্তর অগ্নিমিত্রের পুত্র সুমিত্রেব রাজ্যলাভ। নাট্যমন্দিরে মিত্রদেবের হস্তে সুমিত্রের মৃত্যু এবং ভাগবতের রাজ্য প্রাপ্তি।

দাক্ষিণাত্যেব প্রতিষ্ঠাননগরে অর্থাৎ বর্ত্তমান পৈঠানে শালিবাহন বা সাতবাহন বংশীয় (মতান্তরে অন্ধ্রভৃত্যবংশীয়) শান্তকর্ণির[১] রাজত্ব। শান্তকর্ণির অবসানে শাতকর্ণির এবং পরে সুনন্দ শাতকর্ণির রাজত্ব। উজ্জয়িনীতে জৈনশাক্যসত্রপের রাজ্য।

২য় খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীব সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

ঈশ্বরকৃষ্ণাচার্য্য কপিলবস্তুর নিকটে কনকপুর[২] গ্রামে সাংখ্য কারিকা প্রণয়ন করেন।

১। হস্তিগুম্ফার শিলালিপি দ্রষ্টব্য।

২। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বৌদ্ধ কনকমুনি এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া গ্রামটীর নাম কনকপুর হইয়াছে। এই কনকপুরে ঈশ্বরকৃষ্ণও জন্মগ্রহণ করিয়া সাংখ্যকারিকা প্রণয়ন করেন। সেইজন্য কনকসপ্ততি সাংখ্যকারিকার নামান্তর। জৈনগণের অনুযোগদ্বার সূত্র নামক গ্রন্থ দেখুন। ইহা খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে রচিত হয়।

পতঞ্জলি পাটালিপুরে মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন।
দেবাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে শবরস্বামী নাম লইয়া মীমাংসা-
ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

১ম খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

মগধে শুঙ্গবংশীয় রাজা ভাগবতের অবসানে দেবভূতির রাজ্য-প্রাপ্তি। অধঃপতনহেতু স্বীয় দাসীপুত্রের হস্তে দেবভূতির মৃত্যু। দেবভূতির অবসানে তাঁহার মন্ত্রী কাণ্বংশীয় ব্রাহ্মণ বাসুদেবের রাজ্যগ্রহণ। বাসুদেবের অবসানের অন্যান্য কাণ্ববংশীয় নৃপতিগণের রাজত্ব।

দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠান-নগরে বা পৈঠানে শালিবাহন অর্থাৎ সাতবাহন বংশীয় সুনন্দ শাতকর্ণির পর চকোর শাতকর্ণির রাজত্ব। তদনন্তর শিবস্কন্দ শাতকর্ণি হইতে দন্তশ্রী শাতকর্ণির রাজত্ব। ধনকটকে অর্থাৎ গণ্টুরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান ধরণীকোটে শাতকর্ণি-গণের রাজধানীস্থাপন। মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করিবার জন্য গোদাবরীতীরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান-নগরে শাতকর্ণি কর্ত্তৃক রাজপ্রতিনিধি-রূপে যুবরাজের নিয়োগ। বোম্বাইবিভাগস্থিত খেড়া জেলার অন্তর্গত মাঠরগ্রামের মাঠরাচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের শাতকর্ণিসভায় শ্রীকরণত্ব।

শাতকর্ণির নিকটাত্মীয় বিদ্বৎপ্রবর কর্ম্মবীর দেবাচার্য্যের প্রতি উজ্জয়িনীপতি জৈন শাক্যক্ষত্রপের নির্য্যাতন। শাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবাচার্য্যের আত্মগোপন এবং শবরস্বামী নামে তাঁহার প্রসিদ্ধিলাভ। পিতার প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য দেবাচার্য্যের পুত্র প্রতিষ্ঠান-নগর হইতে আসিয়া রাজপুত-সৈন্য সংগ্রহপূর্ব্বক ৫৭খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে শাক্যক্ষত্রপকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার উজ্জয়িনীনগর অধিকার। উজ্জয়িনী অধিকার

করিয়া তাঁহার 'শকারি বিক্রমাদিত্য'[1] উপাধিগ্রহণ এবং মালবীয় সংবতের প্রবর্ত্তনা।

১ম খ্রীষ্টপূর্ব্বশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

মাঠরাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে সাংখ্যকারিকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

বিক্রমসভ্য প্রথম বরাহমিহির উজ্জয়িনীনগরে বৃহৎ-সংহিতা প্রণয়ন করেন।

বোধায়ন[2] দাক্ষিণাত্যে বেদান্তের 'কৃতকোটি'নামক বিশিষ্টা দ্বৈতপর বৃত্তি প্রণয়ন করেন।

১ম খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(পুরাণ, বৌদ্ধগ্রন্থ, মহারাষ্ট্রীয় সপ্তশতক এবং ইতিহাসাদি হইতে সংগৃহীত)।

গোদাবরীস্থিত প্রতিষ্ঠান-নগরে অরিষ্টকর্ম্মার পুত্র হাল সাতবাহনের রাজত্ব এবং গুণাঢ্যের মন্ত্রিত্ব। আর্য্যাবর্ত্তের কতকাংশে সাতবাহনের রাজ্য বিস্তার। সাতবাহনের সভায় শিক্ষাবিভাগের কুলপতি (চান্‌সেলার) হইয়া অর্য্যাবর্ত্তবাসী কলাপ-প্রণেতা শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের আসন গ্রহণ।

১। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিক্রমাদিত্যকে কল্পিত ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। কিন্তু ১ম খ্রীষ্টশতাব্দীতে গুণাঢ্য এবং শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ হাল সাতবাহন তাঁহার 'সপ্তশতী' গাথায় উক্ত বিক্রমাদিত্যের অস্তিত্বসম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতেছেন। ঐ গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত। উহার ৬৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

২। বোধায়নের গ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীভাষ্যে ভূয়ো ভূয়ঃ ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যে সকল আচার্য্যের মতানুসারে শ্রীভাষ্য লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের নাম করিয়া রামানুজ বলিয়াছেন—ব্যাস-বোধায়ন-গুহদেব-ভারুচি-ব্রহ্মনন্দি (টঙ্ক) দ্রবিড়াচার্য্য-শ্রীপরাঙ্কুশ-নাথমুনিযতীশ্বর-প্রভৃতীনাং মতানুসারেণ ইত্যাদি।

মগধে কাণ্ববংশীয় রাজা সুশর্ম্মার অবসানে মগধরাজ্যের পতন। মগধের পতনহেতু ব্যাক্‌ট্রিয়া হইতে কুশনবংশীয় শকরাজ দ্বিতীয় ক্যাডাফিসেস্‌এর উত্তরভারত অধিকার। ৭৮খ্রীষ্টাব্দে পুরুষপুরে অর্থাৎ বর্ত্তমান পেশোয়ারে কণিষ্কের রাজ্যারম্ভ এবং শকাব্দের প্রবর্ত্তনা। কণিষ্কের রাজ্যবিস্তার। কণিষ্কের অনুরোধে চরকের রাজকীয়বৈদ্যের পদগ্রহণ এবং সুশ্রুতের রাজকীয় অস্ত্রোপচারকের পদগ্রহণ। দ্বিতীয় বরাহমিহিরের কণিষ্কসভাস্থ প্রাপ্তি। পার্শ্বিকপণকের প্ররোচনায় কণিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন। চরকসুশ্রুতাদির রাজসংসর্গপরিত্যাগ এবং বানপ্রস্থাবলম্বন। চরকসুশ্রুতের মুনিত্বপ্রাপ্তি। অসাধারণ পাণ্ডিত্য হেতু নালন্দবিশ্ববিদ্যালয়ে নাগার্জ্জুনের কুলপতিত্ব (চান্‌সেলরসিপ্‌) প্রাপ্তি। নাগার্জ্জুনের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করাইয়া স্বীয় নামের অক্ষয়স্মৃতি রাখিবার জন্য কণিষ্কের বলবতী প্রবৃত্তি। অশ্বঘোষ-বসুমিত্রাদির পরামর্শে পুরুষপুরে কিন্তু মতান্তরে শতদ্রু-বিপাশার সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী তামসবনে অর্থাৎ পঞ্জাবের কাংড়া জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সুলতানপুরে কণিষ্ক কর্ত্তৃক চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতির[১] আহ্বান। চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতির অধিবেশনে নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার এবং বৌদ্ধশাস্ত্রের দর্শনপদবাচ্যত্ব প্রাপ্তি।

১ম খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

গুণাঢ্য পৈঠানে বৃহৎকথা প্রণয়ন করেন।

মহারাজ হাল সাতবাহন মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় সপ্তশতী গাথা প্রণয়ন করেন।

১। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীরের 'কুণ্ডলবন' নামক বৌদ্ধবিহারে এই সঙ্গীতি আহূত হয়। কাহারও কাহারও মতে ১০১ খ্রীষ্টাব্দে এই সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। বসুমিত্র এই সম্মিলনের সভাপতি হন এবং অশ্বঘোষ তাঁহার সহকারিত্ব করেন। নাগার্জ্জুন বিদগ্ধগুণীর প্রধান নেতা ছিলেন।

শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য পৈঠানে কলাপব্যাকরণাদি প্রণয়ন করেন।

শর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য বানপ্রস্থে স্কন্দ স্বামী নাম লইয়া নিরুক্তের ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

চরকমুনি প্রাচীন চরকসংহিতার কালোপযোগী সংস্করণ প্রকাশ করেন।

সুশ্রুতমুনি প্রাচীন সুশ্রুতসংহিতার কালোপযোগী বর্ত্তমান সংস্করণ প্রচারি করেন।

দ্বিতীয় বরাহমিহির মুল ব্রহ্মসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন।

জৈনপণ্ডিতগণ অনুযোগদ্বারসূত্র প্রণয়ন করেন।

নাগার্জ্জুন বোধিসত্ত্ব সাহিত্যিক গ্রন্থ এবং স্বায়দ্বারতারক-শাস্ত্র ও মাধ্যমিক কারিকাদি প্রণয়ন করেন।

পুণ্যাদিত্য অর্থাৎ অশ্বঘোষ চাণক্যের অর্থশাস্ত্র-কামশাস্ত্রের উত্তর দিবার জন্ত সৌন্দরনন্দ ও বুদ্ধচরিত* নামক কাব্যদ্বয় প্রণয়ন করেন এবং বৌদ্ধদর্শনসম্বন্ধে 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

---

*। ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা যো হ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্তঃ—এই নিয়মানুসারে চাণক্যের কৌটিল্যনামে অর্থশাস্ত্র এবং বাৎস্যায়ন নামে কামসূত্র প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবৃত্তিমার্গ এইরূপে দেখাইয়া চাণক্য হিন্দুসমাজের প্রাকৃত জনসাধারণকে ধর্ম্মবিপ্লব হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষ চাণক্যের এই অভিপ্রায় বুঝিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নিবৃত্তিমার্গাদি প্রচার করিবার জন্ত সৌন্দরনন্দ ও বুদ্ধচরিত প্রণয়ন করেন। সৌন্দরনন্দের উপসংহারে তিনি স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—'ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থগর্ভাকৃতিঃ, শ্রোতৄণাং গ্রহণার্থমন্যমনসাং কাব্যোপচারাৎ কৃতা। যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যদত্র হি ময়া তৎ কাব্যধর্ম্মাৎ কৃতং, পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হৃদ্যং কথং স্যাদিতি।" অর্থাৎ আনন্দদানের জন্ত এই গ্রন্থ রচিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের নিবৃত্তিমার্গ প্রচার করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে যে ইহা কাব্যাকারে গ্রথিত হইয়াছে সে কেবল রোগীকে মধুসংযোগে তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্ত বলিয়াই বুঝিতে হইবে।

২-৩য় খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(পুরাণ, সাহিত্যিক গ্রন্থ এবং ইতিহাসাদি হইতে গৃহীত)।

পুরুষপুরে কণিষ্কের রাজত্ব। তদনন্তর হুভিষ্কের ও জুষ্কের রাজত্ব। পরে কণিষ্কের পৌত্র বাসুষ্কের রাজত্ব। বৌদ্ধধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বাসুষ্কের হিন্দুধর্ম্মগ্রহণ। হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাসুষ্কের বাসুদেব নাম প্রাপ্তি।

মগধে শ্রীগুপ্তের রাজত্ব। শ্রীগুপ্তের অবসানে তৎপুত্র ঘটোৎকচগুপ্তের রাজত্ব।

বিদিশায় মহারাজ শূদ্রকের রাজত্ব। পৈঠানে গৌতমীপুত্র যজ্ঞশ্রী এবং অন্যান্য অন্ধ্রভৃত্য বংশীয় সাতবাহনের রাজত্ব। কাঞ্চী-নগরে পহ্লবরাজ শিবস্কন্দের রাজত্ব। শিবস্কন্দের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন।

২-৩ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

কবিবর ভাস মধ্যভারতে স্বপ্নবাসবদত্তাদি প্রণয়ন করেন।
মহারাজ শূদ্রক মৃচ্ছকটিক প্রণয়ন করেন।
কামন্দক নীতিসার প্রণয়ন করেন।
তৃতীয় বরাহমিহির মূল/ বৃহৎসংহিতার কালোপযোগী
সংস্করণ প্রকাশ করেন।
প্রথম বাগ্‌ভট বৈদ্যশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গহৃদয় প্রণয়ন করেন।

৩-৪ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

পুরুষপুরে বাসুদেবের রাজত্ব। বাসুদেবের অবসানে কুশন-বংশের পতনহেতু পাটলিপুত্রে ঘটোৎকচের পুত্র চন্দ্রগুপ্তের স্বাধীনতালাভ। লিচ্ছিবি রাজকন্যা কুমারদেবীর সহিত চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ। লিচ্ছিবিগণের সহায়তায় প্রয়াগ পর্য্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তার। চন্দ্রগুপ্তের অবসানে তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্তের রাজত্ব। ভারতের নেপোলিয়ন্‌স্বরূপ সমুদ্রগুপ্তের আর্য্যাবর্ত্ত, উত্তরবঙ্গ ও

মধ্যভারতাদি অধিকার। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধযজ্ঞসম্পাদন। সমুদ্রগুপ্তের অবসানে তৎপুত্র দেবগুপ্তের অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা দ্বিতীয় শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব। চন্দ্রগুপ্তের ঔরসে এবং ধ্রুবা দেবীর গর্ভে কুমারগুপ্তের জন্ম। চীনদেশীয় পর্য্যটক ফা-হিয়ানের ভারতভ্রমণ[১]।

দাক্ষিণাত্যে বিজয়দেবের রাজত্ব। বিজয় দেবের পর চন্দ্রশ্রী এবং পৌলমী প্রভৃতি নৃপতিগণের রাজত্ব।

৩-৪ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব বিজ্ঞানবাদের উপর বোধিসত্ত্বভূমি এবং মহাযানসূত্রালংকার প্রণয়ন করেন।

প্রশস্তপাদ আচার্য্য পদার্থধর্ম্মসংগ্রহ প্রণয়ন করেন।

দিঙ্‌নাগ ভদন্ত বা ক্ষপণক মধ্যভারতে কুন্দমালাদি সাহিত্যগ্রন্থ এবং প্রমাণসমুচ্চয়াদি দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বসুবন্ধু মধ্যভারতে গাথাসংগ্রহ, অভিধর্ম্মকোষ এবং বোধিচিত্তোৎপাদন নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কবিবর কালিদাস কুমারসম্ভবাদি প্রণয়ন করেন।

চীনপর্য্যটক ফা-হিয়ান্ ফো-কু-কী নামক ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন।

৪-৫ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

মগধে শকারি বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব। দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের অবসানে তৎপুত্র বালাদিত্যের অর্থাৎ কুমারগুপ্তের সহিত তদীয় ভ্রাতা চন্দ্রপ্রকাশের যুদ্ধ এবং চন্দ্রপ্রকাশের পরাজয়। আত্মজ

১। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফা-হিয়ান্ তম্রপুরে আগমন করেন। তম্রপুর বোধ হয় তাম্রলিপ্তের বা তমলুকের নামান্তর। তিনি ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নালন্দ, গৃধ্রকূট, বৈশালী এবং কুশীনগরাদি পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

স্কন্দগুপ্তকে মথুরায় কুমারগুপ্তের শাসনাধিকার প্রদান। কুমার-গুপ্তের অবসানে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যারম্ভ। রোমবিজয়ী হূণগণের পুনরায় ভারত-আক্রমণ। স্কন্দগুপ্তের নিকট হূণগণের পরাজয়। হূণগণকে জয় করিয়া স্কন্দগুপ্তের তৃতীয় বিক্রমাদিত্য উপাধি-গ্রহণ।

লঙ্কায় বুদ্ধদাস, মহানাম মেঘবর্ণ এবং ধাতুসেনাদির রাজত্ব।

৪-৫ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

কালিদাস রঘুবংশ-শকুন্তলাদি প্রণয়ন করেন।
আর্য্যভট্ট পাটলিপুত্রে আর্য্যভট্টীয়াদির সংস্করণ করেন।
ধাতুসেন কর্ত্তৃক লঙ্কায় মহাবংশ সঙ্কলিত হয়।
কুমারজীব চীনভাষায় বসুবন্ধুর বোধিচিত্তোৎপাদন অনুবাদ করেন।
কবি ঘটকর্পর ঘটকর্পরকাব্য প্রণয়ন করেন।
ফা-হিয়ান্ ফো-কু-কী শেষ করেন।

৫-৬ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

পশ্চিমবঙ্গের কাণসোণায় নরেন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব। নরেন্দ্রগুপ্তের 'শশাঙ্কদেব' উপাধিগ্রহণ। শশাঙ্কদেবের দিগ্‌বিজয়। বুদ্ধগয়ায় শশাঙ্কদেব কর্ত্তৃক বোধিদ্রুমের উচ্ছেদসাধন। শশাঙ্কদেবের থানেশ্বর আক্রমণ। থানেশ্বরে রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত শশাঙ্কের যুদ্ধ এবং রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু।

মালবদেশে ভর্ত্তৃহরির রাজত্ব। হেরাট্ হইতে তোরামাণ এবং তৎপুত্র মিহিরকুল নামক শ্বেতহূণদ্বয়ের মালবদেশের কতকাংশ গ্রহণ। স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতা[১] দেখিয়া ভর্ত্তৃহরির সন্ন্যাসগ্রহণে তদীয় ভ্রাতা যশোধর্ম্মার রাজত্ব। শকদিগকে এবং শ্বেতহূণগণকে

১। যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য।

নির্য্যাতন করিয়া ৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দে যশোধর্ম্মার চতুর্থ 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিগ্রহণ এবং তদুপলক্ষে বঙ্গদেশে প্রচলিত সালের সূচনা।

সৌরাষ্ট্রে বা কাথিয়াবারে ভট্টারক কর্ত্তৃক বল্লভীবংশের প্রতিষ্ঠান।

থানেশ্বরে আদিত্যবর্দ্ধনের অবসানে প্রভাকর বর্দ্ধনের রাজত্ব। তদনন্তর তৎপুত্র রাজ্যবর্দ্ধনের সিংহাসনপ্রাপ্তি। বঙ্গাধিপতি শশাঙ্কদেব কর্ত্তৃক থানেশ্বর আক্রান্ত হইলে তদুপলক্ষে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু। রাজ্যবর্দ্ধনের অবসানে তদীয় ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসন-প্রাপ্তি।

৫-৬ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

অমরসিংহ অমরকোষ প্রণয়ন করেন।

দুর্গসিংহ কলাপের বৃত্তি রচনা করেন।

বররুচি প্রাকৃতপ্রকাশ এবং কলাপের কৃদ্বৃত্তি প্রণয়ন করেন।

মহারাজ ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্যশতকাদি প্রণয়ন করেন।

সিদ্ধসেন দিবাকর ন্যায়াবতার নামক জৈনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অসহায় আচার্য্য নারদস্মৃতির ভাষ্য[১] প্রণয়ন করেন।

৬-৭ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

মালবে যশোধর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের[২] রাজত্ব। পরে তদীয় পুত্র প্রথম শিলাদিত্যের অর্থাৎ প্রতাপশীলের রাজত্ব।

কাঞ্চীনগরের মহেন্দ্রবর্ম্মণের রাজত্ব। মহেন্দ্রের অবসানে তৎপুত্র নরসিংহ বর্ম্মণের রাজত্ব।

সৌরাষ্ট্রে বা কাথিয়াবারে ভট্টারকের অবসানে বল্লভীবংশীয় নরেন্দ্রদেবাদির রাজত্ব।

১। নারদস্মৃতির উপর কল্যাণভট্টভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। শবরস্বামীর পুত্র বিক্রমাদিত্য হইতে ইনি চতুর্থ বিক্রমাদিত্য।

থানেশ্বর হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্ব। থানেশ্বর হইতে কান্যকুব্জে দ্বিতীয় শিলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী প্রতিষ্ঠান। হর্ষবর্দ্ধনের বঙ্গজয় এবং রাজ্যবিস্তার। হর্ষবর্দ্ধনের সভায় ভারত ভ্রমণোপলক্ষে চীনদেশীয় পর্য্যটক হিউ-এন্-চোয়াঙ্গের আগমন।

মক্কায় ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদের জন্ম। পরে এসিয়ায় মহম্মদীয় ধর্ম্মপ্রচার।

৬-৭ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

চতুর্থ বরাহমিহির মালবদেশে সংস্কৃত বৃহৎসংহিতার পুনঃসংস্করণ করেন এবং পঞ্চসিদ্ধান্তিকাদি প্রণয়ন করেন।

সুবন্ধু বাসবদত্তা নাম্নী আখ্যায়িকা প্রণয়ন করেন।

ভর্ত্তৃহরি সৌরাষ্ট্রে অর্থাৎ সুরাটে নৈষধকাব্য এবং বাক্যপদীয় প্রণয়ন করেন।

মাঘ শিশুপালবধ প্রণয়ন করেন।

কামন্দক নীতিসার প্রণয়ন করেন।

জৈনপণ্ডিত হরিভদ্র সূরি বঙ্গদেশে ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয় প্রণয়ন করেন।

মহারাজ হর্ষবর্দ্ধন কান্যকুব্জে রত্নাবলী প্রিয়দর্শিকা এবং নাগানন্দ প্রণয়ন করেন।

বাণভট্ট কান্যকুব্জে হর্ষচরিত এবং কাদম্বরী প্রণয়ন করেন।

ময়ূরকবি কান্যকুব্জে সূর্য্যশতক প্রণয়ন করেন।

গৌড়পাদ আচার্য্য মাণ্ডুক্যকারিকা প্রণয়ন করেন।

সমন্তভদ্র আপ্তমীমাংসা[1] নামক জৈন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

হিউ-এন্-চোয়াঙ্গ সি-যু-কী নামক ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন।

১। সমন্তভদ্রের আপ্তমীমাংসা কুমারিলের মীমাংসাবার্ত্তিকে খণ্ডিত হইয়াছে।

ভর্তৃযজ্ঞ কাত্যায়ন-শ্রৌত-সূত্রের ভাষ্য[1] প্রণয়ন করেন।

৭-৮ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

(তন্ত্রশাস্ত্র, কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং সি-য়ু-কী ইতিহাসাদি হইতে গৃহীত)।

মন্তব্য। এই সময়ে গৌড়দেশ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত—কর্ণসুবর্ণ বা কাণসোণা বিভাগ এবং তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বিভাগ। পূর্ব্ববঙ্গ চারিভাগে বিভক্ত—কামরূপ-বিভাগ, পুণ্ড্রবিভাগ, সমতটবিভাগ এবং কামলঙ্কাবিভাগ (শ্যাম্ প্রভৃতি দেশ)।

কাণসোণায় কবিশূরের পৌত্র এবং মাধবশূরের পুত্র পঞ্চ-গৌড়েশ্বর আদিশূরের রাজত্ব। কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীর সহিত আদিশূরের বিবাহ। যাগযজ্ঞাদির জন্য কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে ভট্টনারায়ণাদি ব্রাহ্মণের আগমন। আদিশূরের অবসানে তৎপুত্র ভূশূর, ভূশূরের অবসানে তৎপুত্র ক্ষিতিশূর এবং ক্ষিতিশূরের অবসানে তৎপুত্র ধরাশূরের রাজত্ব।

পূর্ব্ববঙ্গের কামরূপবিভাগে কুমারভাস্কর বর্ম্মার রাজত্ব। নালন্দ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে হিউ-এন্-চোয়াঙকে আনিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশ্রয় দেওয়ায় তান্ত্রিক রাজা শালস্তম্ভের সহিত কুমার ভাস্করের যুদ্ধ। কুমার ভাস্করের পরাজয় এবং শালস্তম্ভের রাজ্যগ্রহণ।

কান্যকুব্জে চন্দ্রকেতুর অবসানে যশোবর্ম্মা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব এবং পরে কাশ্মীরপতি কর্কোটনাগ বংশীয় ললিতাদিত্যের অর্থাৎ মুক্তাপীড়ের কান্যকুব্জাধিকার।

কাশ্মীরে ললিতাদিত্যের অর্থাৎ মুক্তাপীড়ের রাজত্ব। কান্যকুব্জাদি জয় করিয়া ললিতাদিত্যের প্রত্যাগমন। তৎসঙ্গে ভবভূতি কবির কাশ্মীরগমন। ললিতাদিত্যের তুরস্কাদি মুসলমান-

---

১। এই ভাষ্য এক্ষণে লুপ্ত, কিন্তু পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ ভর্তৃযজ্ঞের নাম করিয়াছেন।

রাজ্য-জয়। অজ্ঞাতদেশজয়ে যাত্রা করিয়া আর্য্যাণকদেশে ললিতা-দিত্যের মৃত্যু। পরে তৎপুত্র কুবলয়াদির রাজত্ব। ক্ষীরপণ্ডিতের নিকট মুক্তাপীড়ের পৌত্র জয়াদিত্যের বিদ্যালাভ।

দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড্যবংশীয় রাজা নিডুমারণ দেবের রাজত্ব। নিডুমারণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধজৈনগণের নির্য্যাতন। বিজয়পুর বিভাগের তাৎকালিক রাজধানী নাসীকে চৌলুক্যবংশীয় পুলকেশীর রাজত্ব। দ্রাবিড়ে প্রবল পহ্লবরাজ শালিবাহনের রাজত্ব। শালিবাহন কর্ত্তৃক বিজয়পুর অধিকার।

রাজপুতনায় বাপ্পার রাজত্ব। পারস্যদেশের খলিফ্ ওয়ালিদের প্রধান সেনাপতি মহম্মদ কাশিমের স্পেন্ হইতে উত্তর ভারত পর্য্যন্ত জয় করিয়া রাজপুতনা প্রবেশ। বাপ্পাদেবের নিকট পুনঃ পুনঃ কাশিমের পরাজয় এবং ভারত হইতে তাঁহার পলায়ন।

উৎকলে বীর কেশরী হইতে কমলকেশরীর রাজত্ব।

তিব্বতদেশে স্রন্-সন্-গম্-পো নামক রাজার রাজত্ব।

৭০৮ খ্রীস্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

ব্রহ্মগুপ্ত মূলতানে ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত[১] করেন।

দামোদরগুপ্ত কাশ্মীরে 'কুট্টনীমত' প্রণয়ন করেন।

জয়াদিত্য কাশ্মীররাজ হইবার পূর্ব্বে কাশিকা প্রণয়ন আরম্ভ করেন।

দণ্ডী কাঞ্চীনগরে কাব্যাদর্শাদি প্রণয়ন করেন।

কুমারিল ভট্ট মীমাংসা বার্ত্তিকাদি প্রণয়ন করেন।

মণ্ডনমিশ্র জব্বলপুরের নিকট মাহিষ্মতী নগরে ভাবনাবিবেকাদি প্রণয়ন করেন।

১। অমররাজ কর্ত্তৃক ইহার টীকা প্রণীত হয়।

মণ্ডন মিশ্র বিশ্বরূপ নামে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির উপর বালক্রীড়া[1] নামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

মণ্ডনমিশ্র সুরেশ্বরাচার্য্য নামে শৃঙ্গেরিমঠে বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকাদি প্রণয়ন করেন।

গুরু প্রভাকর মীমাংসাসূত্রভাষ্যাদি প্রণয়ন করেন।

ধর্ম্মকীর্ত্তি ভুটানে প্রমাণবার্ত্তিক নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভবভূতি কান্যকুব্জে উত্তররামচরিতাদি প্রণয়ন করেন।

ভবভূতি উম্বেক নামে ভাবনাবিবেকাদির টীকা প্রণয়ন করেন।

বাক্‌পতিরাজ কান্যকুব্জে 'গৌড়বহ' প্রণয়ন করেন।

শঙ্করাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে শারীরকভাষ্যাদি প্রণয়ন করেন।

পদ্মপাদ আচার্য্য শ্রীক্ষেত্রের গোবর্দ্ধনমঠে পঞ্চপাদিকা প্রণয়ন করেন।

কবিরাজ রাঘবপাণ্ডবীয়-কাব্য প্রণয়ন করেন।

মাধবকর নিদানসংগ্রহ প্রণয়ন করেন।

ইট্ সিং 'ভারত কি শিখাইতে পারে?' নামক ভারতবৃত্তান্ত প্রণয়ন করেন।

শান্তরক্ষিত মনুসংহিতার উপর তত্ত্বসংগ্রহ নাম্নী কারিকা প্রণয়ন করেন।

ভারুচি[3] বিষ্ণুধর্ম্মসূত্রের টীকা প্রণয়ন করেন।

১। মাধবাচার্য্য পরাশর মাধবীয়ে বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকের 'আত্রেকস্মার্ত্ত ইত্যাদি হ্যাপস্তম্ব স্মৃতে র্বচঃ' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন—ইদং চ বাক্যং নিত্যকর্ম্মবিষয়ত্বেন বার্ত্তিকে বিশ্বরূপাচার্য্য উদাজহার'। এই জন্য বিশ্বরূপকে মণ্ডনমিশ্র বলিয়া অনুমান করা হয়।

২। কবির্বাক্‌পতিরাজ শ্রীভবভূত্যাদি সেবিতঃ।
জিতো যযৌ যশোবর্ম্মা তদ্‌গুণস্তুতিবন্দিতঃ॥ রাজতরঙ্গিনী।

৩। ভারুচির গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন। রামানুজ অনেকস্থানে তাঁহাকে পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া সম্মান দেখাইয়াছেন।

৮—৯ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

কাশ্মীরে কর্কোটনাগবংশীয় পৃথিব্যাপীড় ও সংগ্রামাপীড়ের পর জয়াপীড় বা জয়াদিত্যের রাজত্ব। দামোদর ও বামনাদির মন্ত্রিত্ব[১]। পরে ললিতাপীড়াদির রাজত্ব। জয়াদিত্যের প্রজাপীড়ন। ইট্টিলমুনির অভিশাপে রাজার ধ্বংস।

সিন্ধুদেশে কচব্রাহ্মণের রাজত্ব। পরে মহম্মদ কাশিমের সিন্ধু অধিকার। তদনন্তর কাশিমের পুত্র আমরুর রাজত্ব এবং ব্রাহ্মণ-নগরের অর্থাৎ বর্ত্তমান 'হালা'র মনসুর নাম প্রাপ্তি।

কান্যকুব্জে দ্বিতীয়নাগভট্টের পৌত্র এবং রামভদ্রের পুত্র মহোদয়পতি পরিহার ভোজের রাজত্ব। পরিহার ভোজের মধ্যভারতজয় এবং পরে পঞ্জাব হইতে বঙ্গের কতকাংশ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার। পরে তৎপুত্র মহেন্দ্রপালের রাজত্ব। কান্যকুব্জের শিক্ষাবিভাগে রাজশেখরের প্রধানপদপ্রাপ্তি।

রাজপুতনায় বাপ্পাদেবের প্রপৌত্র কমণের রাজত্ব। বাপ্পার নিকট মিরকাশিমের পরাজয়হেতু চিতোরের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য খোরাসান্ হইতে হারুণ্-অল্-রসিদের পুত্র এবং বীর সাবুলামেনের শিষ্য মামুনের রাজপুতনা-আক্রমণ। কমণের সঙ্গে ২৭টী যুদ্ধে মামুনের পরাজয় এবং ভারত হইতে তাঁহার প্রত্যাগমন।

বঙ্গদেশে শরাশূরের অবসানে প্রত্যুম্নশূর, বরেন্দ্রশূর এবং অনুশূরের রাজত্ব। শূরবংশ অস্তমিত হইলে পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে গোপালের রাজত্ব। পরে ধর্ম্মপালের সিংহাসন-

---

১। স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টনীমতকারিণম্।
কবিং কবিং বলিরিব ধুর্য্যং ধীসচিবং ব্যধাৎ॥
মনোরথঃ শঙ্খদত্তশ্চটকঃ সন্ধিমাংস্তথা।
বভূবুঃ কবয়স্তস্য বামনাদ্যাশ্চ মন্ত্রিণঃ॥ ৪।৭৯৬—৭।

প্রাপ্তি ও রাজ্যবিস্তার। দেবপালের উড়িষ্যা ও কামরূপ জয়। দেবপালের অবসানে তদীয় ভ্রাতা জয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের রাজত্ব। হৈহয়বংশীয়া রাজকুমারী লজ্জাদেবীর সহিত বিগ্রহপালের বিবাহ।

দাক্ষিণাত্যে চৌলুক্য এবং চোলবংশীয় রাজগণের রাজত্ব। রাষ্ট্রকূটবংশে সম্রাট্ অমোঘবর্ষের সাম্রাজ্য।

সিংহলে শিলামেঘ সেনের রাজত্ব। শিলামেঘের একান্ত-সেবায় কুমারদাসের রাজ্যপালন। শিলামেঘের অবসানে তৎপৌত্র দ্বিতীয় সেনের রাজ্যপ্রাপ্তি।

৮-৯ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

বামন কাশ্মীরে কাশিকার শেষাংশ প্রণয়ন করেন।

ভট্টনারায়ণ বঙ্গদেশে বেণীসংহার প্রণয়ন করেন।

ব্যোমশিবাচার্য্য পদার্থধর্ম্মসংগ্রহের উপর ব্যোমবতী প্রণয়ন করেন।

বিশাখদত্ত মগধে মতান্তরে দাক্ষিণাত্যের চন্দ্রগুপ্তনগরে মুদ্রা-রাক্ষস প্রণয়ন করেন।

শ্রীকণ্ঠাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন।

সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনি দাক্ষিণাত্যে সংক্ষেপশারীরক প্রণয়ন করেন।

মেধাতিথি কাশ্মীরে (মতান্তরে সিন্ধুদেশে) মনুভাষ্য প্রণয়ন করেন।

বৃন্দাচার্য্য সিদ্ধযোগ প্রণয়ন করেন।

কুমারদাস লঙ্কায় জানকীহরণ প্রণয়ন করেন।

আনন্দবর্দ্ধন কাশ্মীরে ধ্বন্যালোক প্রণয়ন করেন।

হরদত্ত কাশ্মীরে পদমঞ্জরী প্রণয়ন করেন।

বসুগুপ্ত কাশ্মীরে শিবসূত্র প্রণয়ন করেন।

সোমানন্দ কাশ্মীরে শিবদৃষ্টি প্রণয়ন করেন।

ভাস্করাচার্য্য কবিচক্রবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যে বেদান্তভাষ্য প্রণয়ন করেন।

পার্থসারথি মিশ্র জৈমিনিসূত্রের উপর শাস্ত্রদীপিকা এবং মীমাংসা বার্ত্তিকের উপর ন্যায়রত্নাকর প্রণয়ন করেন।

বাচস্পতি মিশ্র কান্যকুব্জে ভামতী প্রণয়ন করেন।

শালিক নাথ মিশ্র বঙ্গদেশে প্রকরণপঞ্চিকা প্রণয়ন করেন।

হরিভদ্র সূরি বঙ্গদেশে ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয় প্রণয়ন করেন।

পুষ্পদন্ত মহিম্ন স্তোত্র রচনা করেন।

জিনসেন হিন্দু পুরাণের অনুকরণে আদিপুরাণ নামক জৈন-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গুণভদ্র সূরি জৈন আদিপুরাণের পরিশিষ্টস্বরূপ উত্তরপুরাণ প্রণয়ন করেন।

মাণিক্যনন্দী পরীক্ষামুখসূত্র নামক জৈনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৯-১০ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

কাশ্মীরে কর্কোটনাগবংশীয় পৃথিব্যাপীড়ের, চিপ্‌পটের, অজিতাপীড়ের, অনঙ্গাপীড়ের ও উৎপলাপীড়ের রাজত্ব। কর্কোট-নাগ-বংশের অবসানে শৌণ্ডিকবংশীয় অবন্তিবর্ম্মার রাজ্যারম্ভ।

পঞ্জাবের লবপুরে (লাহোরনগরে) জয়পালের রাজত্ব। গজ্‌নীর বাদশাহ্‌ আলপ্‌টিগিনের ক্রীতদাস সুবক্তাগিণের সহিত জয়পালের যুদ্ধ এবং পরে সন্ধিস্থাপন। জয়পালের সন্ধিভঙ্গ এবং সুবক্তাগিনের সহিত যুদ্ধ। যুদ্ধে জয়পালের পরাজয় এবং মুসল-মানগণের মূলস্থান পর্য্যন্ত অধিকার।

অজমীরে চাহমান অর্থাৎ চতুরমান বা চৌহান বংশীয় রাজ-গণের রাজত্ব।

মালবদেশে পরমার (প্রমার) বংশীয় ভোজদেবের পিতা সিন্ধুল এবং খুল্লতাত মুঞ্জদেবের রাজত্ব।

বুন্দেলখণ্ডে চন্দেল বংশীয় রাজগণের ও যশোবর্ম্মার রাজত্ব এবং মধ্যভারতে গাঙ্গেয়দেব ও তৎপুত্র কর্ণদেবের রাজত্ব।

দাক্ষিণাত্যের চোলমণ্ডলে অর্থাৎ বর্ত্তমান মান্দ্রাজবিভাগে চোলবংশীয় রাজগণের রাজত্ব।

বঙ্গদেশে বিগ্রহ পালের রাজত্ব। পরে নারায়ণ পাল, রাজপাল এবং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্ব। পালবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের চরম অভ্যুদয়।

কান্যকুব্জে মহেন্দ্রপালের রাজত্ব। পরে মহীপালের রাজত্ব। রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্রদেবের সহিত মহীপালের যুদ্ধ এবং তদনন্তর শান্তিস্থাপন।

৯-১০ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

রাজশেখর কান্যকুব্জে কবিবিমর্শাদি প্রণয়ন করেন।
নাথ মুনি দাক্ষিণাত্যে বিষ্ণুপুরাণের টীকা প্রণয়ন করেন।
শিবাদিত্যমিশ্র বুন্দেলখণ্ডে সপ্তপদার্থী প্রণয়ন করেন।
ধনঞ্জয় মালবদেশে দশরূপক প্রণয়ন করেন।
ধনিক মালবদেশে অবলোক প্রণয়ন করেন।
উৎপলাচার্য্য কাশ্মীরে স্পন্দপ্রদীপিকা প্রণয়ন করেন।
কল্লটেন্দু ভট্ট কাশ্মীরে স্পন্দকারিকা প্রণয়ন করেন।
উদয়নাচার্য্য মিথিলায় ন্যায়কুসুমাঞ্জলী প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।
শ্রীধর ভট্ট বঙ্গদেশে ন্যায়কন্দলী প্রণয়ন করেন।
তৃতীয় আর্য্যভট্ট আর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করেন।
ভট্ট ভাস্কর রুদ্রভাষ্যাদি প্রণয়ন করেন।
জয়ন্ত ভট্ট কাশ্মীরে ন্যায়মঞ্জরী প্রণয়ন করেন।
শ্রীধর আচার্য্য গণিতসার প্রণয়ন করেন।
*শ্রীকর স্মৃতি-নিবন্ধ প্রণয়ন করেন।
মুঞ্জল লঘুমানস নামক গাণিতিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১০-১১খ্রীষ্ট শতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

কাশ্মীরে শৌণ্ডিকবংশীয় অবন্তিবর্ম্মার পর শঙ্করবর্ম্মা, গোপাল বর্ম্মা, সঙ্কট, সুগন্ধা, পার্থ, নির্জ্জিতবর্ম্মা, চক্রবর্ম্মা, দ্বিতীয় পার্থ, দ্বিতীয়চক্রবর্ম্মা এবং উন্মত্তারন্তী দেবের রাজত্ব[১]। পরে শৌণ্ডিক বংশের অবসানে যশস্করের ও বর্ণটাদির রাজত্ব।

মামুদের পঞ্জাব আক্রমণ। মামুদ কর্ত্তৃক থানেশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ ও সোমনাথাদি লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগে গ্রন্থাগার সমূহের ধ্বংস। মামুদের সঙ্গী আলবেরুণি কর্ত্তৃক বিকৃত ইতিবৃত্ত লিখন।

কান্যকুব্জে রাজ্যপাল পরিহারের রাজত্ব। সবক্তগিনের পুত্র মামুদের সহিত রাজ্যপালের যুদ্ধ এবং সন্ধি। সন্ধির নিমিত্ত গোয়ালিয়ার প্রভৃতি হিন্দু রাজগণের কান্যকুব্জ আক্রমণ। বিদ্যাধর কর্ত্তৃক রাজ্যপালের মৃত্যু। রাজ্যপালের পুত্র ত্রিলোচনপালের রাজত্ব।

মালবদেশে পরমার বংশীয় সিন্ধুদেবের পুত্র ভোজদেবের রাজত্ব। চৌলুক্যবংশীয় জয়সিংহ, চেদিরাজ ইন্দ্ররথ, ভীমরাজ, এবং কর্ণাটের তোগ্‌লক্ প্রভৃতি রাজগণের সহিত ভোজদেবের যুদ্ধ এবং জয়লাভ। সুলতান্ মামুদের সহিত ভোজদেবের যুদ্ধ এবং সন্ধি। ভোজদেবের কন্যা ভানুমতীর সহিত চৌলুক্যবংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের বিবাহ। ভোজদেব কর্ত্তৃক বহুশাস্ত্রের কালোপযোগী সংস্কার বিধান। উবটাদি পণ্ডিতের ভোজসভাত্ব।

---

*শ্রীকরের গ্রন্থ পাওয়া যায় না। তিনি সোস্যালিষ্টগণের ন্যায় মতবাদ পোষণ করিতেন। রাজনীতিরত্নাকরে চণ্ডেশ্বর তাঁহার মতোদ্ধার করিয়াছেন। তিনি বলেন শ্রীকরের মতে—রাজধনে দীনানাথাদিসকলপ্রাণিনামংশিত্বম্।

১ রাজতরঙ্গিনীর পঞ্চম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য।

দাক্ষিণাত্যের মালখেদে রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় গোবিন্দাদির রাজত্ব। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণবিভাগে চোলবংশীয় রাজা অনন্ত-বর্ম্মার রাজত্ব। অনন্তবর্ম্মা কর্তৃক[২] শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দির সংস্কার। শ্রীরঙ্গমে অধিরাজেন্দ্র চোলকুলতুঙ্গের রাজত্ব।

বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের অবসানে মহীপালের ও ন্যায়-পালের রাজত্ব। দিব্যকাদিপ্রমুখ কৈবর্ত্তগণের বিদ্রোহবশতঃ পালবংশের অস্তগমন। তদন্তর পূর্ব্ববঙ্গে ও মধ্যবঙ্গে বিজয়-সেনের রাজত্ব।

১০-১১ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

ধারেশ্বর ভোজদেব মালবে রাজমার্ত্তণ্ডাদি প্রণয়ন করেন।

বিজ্ঞানেশ্বর দাক্ষিণাত্যে মিতাক্ষরা প্রণয়ন করেন।

উবটাচার্য্য কাশ্মীরে বা মালবে মন্ত্রভাষ্যাদি প্রণয়ন করেন।

মম্মটভট্ট কাশ্মীরে কাব্যপ্রকাশ প্রণয়ন করেন।

কৈয়ট কাশ্মীরে মহাভাষ্যের প্রদীপ প্রণয়ন করেন।

অভিনবগুপ্তাচার্য্য কাশ্মীরে লোচনাদি প্রণয়ন করেন।

লক্ষ্মণাচার্য্য কাশ্মীর হইতে শিক্ষিত হইয়া বঙ্গদেশে সারদা-তিলক[৩] সঙ্কলন করেন।

রামাই পণ্ডিত বঙ্গদেশের হাকন্দগ্রামে ধর্ম্মপুরাণ ও হাকন্দ পুরাণ প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণমিশ্র মধ্যভারতে প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রণয়ন করেন।

যাদবপ্রকাশ দাক্ষিণাত্যে বৈজয়ন্তী প্রণয়ন করেন।

যামুনাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধিত্রয় প্রণয়ন করেন।

রামানুজ আচার্য্য দাক্ষিণাত্যে শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন।

---

২ কেহ কেহ বলেন, দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে গঙ্গাদেব কর্ত্তৃক জগন্নাথদেবের মন্দির সংস্কার সাধিত হয়।

৩। কাশ্মীরের শারদামন্দিরে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয় বলিয়া যাঁহারা অনুমান করেন, তাঁহারা 'সারদা' স্থলে 'শারদা' লিখিয়া থাকেন।

বরদরাজ দাক্ষিণাত্যে বোধনী ও তার্কিকরক্ষা প্রণয়ন করেন।

প্রকাশাত্ম যতি দাক্ষিণাত্যে পঞ্চপাদিকাবিবরণ প্রণয়ন করেন।

নিম্বার্ক আচার্য্য বৃন্দাবনে বেদান্তপারিজাতসৌরভ প্রণয়ন করেন।

কাশ্মীরী বিল্হণ পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যে বিক্রমাঙ্কদেবচরিত প্রণয়ন করেন।

~~সোমানন্দ ভট্ট কাশ্মীরে শিবদৃষ্টি প্রণয়ন করেন~~।

বরদাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে তত্ত্বনির্ণয় প্রণয়ন করেন।

সোমদেব ভট্ট জলন্ধরে কথাসরিৎসাগর প্রণয়ন করেন।

ক্ষেমেন্দ্র ~~ব্যাসদাস~~ কাশ্মীরে বৃহৎকথামঞ্জরী প্রণয়ন করেন।

কান্যকুব্জে লক্ষ্মীধর স্মৃতিবিষয়ক বিবিধ কল্পতরু প্রণয়ন করেন।

ক্ষীরস্বামী অমরকোষের টীকা প্রণয়ন করেন।

চক্রপাণি দত্ত চরকসুশ্রুতের টীকা প্রণয়ন করেন।

জৈনপণ্ডিত সিদ্ধর্ষি উপমিতিভাবপ্রপঞ্চকথা প্রণয়ন করেন।

বিল্বমঙ্গল বা লীলাশুক কৃষ্ণলীলামৃত প্রণয়ন করেন।

পদ্মগুপ্ত নবশশাঙ্কচরিত প্রণয়ন করেন।

ভাসর্ব্বজ্ঞ ন্যায়সার প্রণয়ন করেন।

পদ্মপণ্ডিত নাগরিক সর্ব্বস্ব প্রণয়ন করেন।

দামোদর মিশ্র ভোজদেবের আশ্রয়ে মহানাটক বা হনুমান নাটক প্রণয়ন করেন।

হলায়ুধ[৪] অভিধানরত্নমালা প্রণয়ন করেন।

১১-১২ খ্রীস্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

কাশ্মীরে ক্ষেমগুপ্তাদির[১] রাজত্ব। তদনন্তর সংগ্রামরাজের রাজত্ব। সংগ্রামরাজের পর হরিরাজের[২] রাজত্ব। পরে অনন্তদেবের রাজ্য।

৪। এ হলায়ুধ ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বাদি প্রণেতা নহেন। তিনি ১২শ খ্রীষ্টশতাব্দীর লোক।

আর্য্যাবর্ত্তে মুসলমান-রাজত্ব। পরে মহম্মদ ঘোরীর ভারত-আক্রমণ। পৃথ্বীরাজের নিকট মহম্মদ ঘোরীর পরাজয়। পরে মহম্মদ ঘোরীর আর্য্যাবর্ত্তের কতকাংশ অধিকার।

কান্যকুব্জে পরিহারবংশের অবসানে রাঠোরবংশীয় গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজত্ব। পরে তৎপৌত্র জয়চাঁদের রাজত্ব। জয়চাঁদের রাজ্যবিস্তার এবং অশ্বমেধযজ্ঞসম্পাদন। যজ্ঞের পর তৎকন্যা সংযুক্তার বিবাহোপলক্ষে স্বয়ম্বর সভা আহ্বান। অজমীরের রাজা চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চাঁদের কলহ, কিন্তু সংযুক্তার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ। মুসলমানগণের সহিত জয়চাঁদের যুদ্ধ ও এট্ওয়ার নিকট পতন।

বাজপুতনায় পৃথ্বীরাজের খুল্লতাত বিগ্রহরাজের রাজত্ব। পরে চৌহানকুলপতি পৃথ্বীরাজের রাজত্ব।

অজমীরপতি পৃথ্বীরাজের দিল্লী অধিকার। সংযুক্তার সহিত পৃথ্বীরাজের বিবাহ। থানেশ্বরে মহম্মদ ঘোরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ এবং জয়লাভ। পরে মহম্মদ ঘোরীর নিকট পৃথ্বীবাজের পরাজয় ও মৃত্যু।

গুজ্রাটে চৌলুক্যবংশীয় সিদ্ধরাজের পর কুমারপালের রাজত্ব। চৌলুক্যবংশের তিরোভাবে বাঘেলবংশীয় রাজা বীরধবলের রাজত্ব। বীরধবলের সহিত মহম্মদ ঘোরীর ভীষণ যুদ্ধ এবং মহম্মদ ঘোরীর সম্পূর্ণ পরাজয়।

দাক্ষিণাত্যে হৈশালবংশীয় এবং চৌলুক্যবংশীয় রাজগণের রাজত্ব। হৈশালবংশীয় রাজাব সেনাপতি বীর বল্লালেব হস্তে চৌলুক্যবংশীয় ব্রহ্মদেবের পরাজয়।

দেবগিরিতে অর্থাৎ দৌলতাবাদে যাদববংশীয় রাজার রাজধানী-স্থাপন। সেনাপতি ভিল্লমের উদ্যোগে যাদববংশের অভ্যুত্থান। বীরবল্লালের নিকট ভিল্লালের পরাজয়।

বিজয় সেনের পর বঙ্গদেশে বল্লালসেনের রাজত্ব। বল্লালসেনের মিথিলাদিজয় এবং ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসংবতের প্রচলন। রাঢ়,

বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগ্‌ড়ী (উপবঙ্গ), এবং মিথিলা এই পাঁচ খণ্ডে বঙ্গদেশের বিভাগ। শাস্ত্রোক্ত বৈদিক এবং তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মিশ্রপূজার প্রচার। লক্ষ্মণসেনপ্রমুখ বেদাচারী ব্রাহ্মণগণের বিদ্রোহ। বল্লাল সেনের বিদ্রোহদমন এবং লক্ষ্মণ-সেনের কারাবাস। মিশ্রপূজার প্রচারে স্বীকৃত হইলে লক্ষ্মণ-সেনের কারামুক্তি। পালবংশপ্রবর্ত্তিত বৌদ্ধপ্রভাব নিবারণ করিবার জন্য কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন। পরে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্ব।

মগধে বখ্‌তিয়ার পুত্র মহম্মদ খাল্‌জির রাজত্ব।

১১-১২খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

কেশব মিশ্র তর্কভাষা প্রণয়ন করেন।

শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জে নৈষধচরিত ও খণ্ডনখণ্ডখাদ্য প্রণয়ন করেন।

গঙ্গেশ উপাধ্যায় মিথিলায় তত্ত্বচিন্তামণি প্রণয়ন করেন।

ভাস্কারাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রণয়ন করেন।

মহেশ্বর বৈদ্য বঙ্গদেশে বিশ্বপ্রকাশ নামক কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

রাঘবভট্ট বঙ্গদেশে সারদাতিলকের উপর পদার্থাদর্শ প্রণয়ন করেন।

গোবিন্দভট্ট বঙ্গদেশে মনুসংহিতার টীকা প্রণয়ন করেন।

হেমচন্দ্র সূরি অভিধানচিন্তামণি প্রণয়ন করেন।

মধ্বাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন প্রণয়ন করেন।

বিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যে ভেদবাদ প্রচার করেন।

অচ্যুত প্রেক্ষাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে ভেদবাদ প্রচার করেন।

দেবাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধান্তজাহ্নবী প্রণয়ন করেন।

শিল্হণ মিশ্র কাশ্মীরে শান্তিশতকাদি প্রণয়ন করেন।

কল্হণ 'মিশ্র' কাশ্মীরে রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন।

১। কল্হণ মিশ্র রাজতরঙ্গিণীতে খাদশশতাব্দীর মধ্যভাগে হর্ষদেবের

মহারাজ বল্লালসেন প্রতিষ্ঠাসাগরাদি ও অদ্ভুতসাগরের কতকাংশ প্রণয়ন করেন।

মহোপাধ্যায় বর্দ্ধমান* গণরত্নমহোদধি প্রণয়ন করেন।

জয়দেব অর্থাৎ পীযূষবর্ষ চন্দ্রালোক ও প্রসন্নরাঘব প্রণয়ন করেন।

বাদীন্দ্র চক্রচূড়ামণি ক্রমদীশ্বর সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

১২-১৩ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

কাশ্মীরে অনন্তদেবের রাজত্ব। অনন্তদেবের পর উৎকর্ষদেবের এবং হর্ষদেবের* রাজত্ব। পরে উচ্চল, শঙ্খরাজ, সল্হণ, ভিক্ষাচর, সুস্সল এবং জয়সিংহের*² রাজত্ব। তদনন্তর পরমাণু দেবাদির রাজ্য।

দিল্লীতে দাসবংশীয় পাঠান কুতবুদ্দিনের রাজত্ব, পরে আল্তামসের রাজত্ব। আল্টামসের সময় হইতে মুদ্রাশব্দের পরিবর্ত্তে তঙ্কা বা টাকা শব্দের প্রচলন। প্রথম মোগল চেঙ্গিস খাঁর ভারত আক্রমণ এবং সন্ধিস্থাপন। তদনন্তর আল্টামাসের কন্যা সুলতানা

রাজত্ব পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন। ইহার পরে শ্রীবর পণ্ডিতাদি ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

* সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের পাণিনিদর্শনে এই বর্দ্ধমানের নামোল্লেখ আছে। ইনি গঙ্গেশপুত্র বর্দ্ধমান নহেন। গঙ্গেশপুত্র ইহার পরবর্ত্তী।

১। রাজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরঙ্গ সমাপ্ত।

২। কহ্লণ জয়সিংহের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। সেই জন্য আমরা তাঁহার নিকট হইতে জয়সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ইতিবৃত্ত পাইয়া থাকি। ইহার পরে জোনরাজ শ্রীবরপণ্ডিত এবং প্রিয়ভট্টাদি ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ রাজাবলীনামক কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন।

রিজিয়ার রাজত্ব। হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক বিজিয়ার মৃত্যু। আলউদ্দীন্ মসাউদ্ এবং নাসিরুদ্দীন্ মামুদের রাজত্ব। পরে গিয়াস্উদ্দীন্ বলবন্ ও খিল্জীবংশীয় জালাউদ্দীন্ ফিরোজশাহের রাজত্ব। পরে সুপ্রসিদ্ধ আলাউদ্দীনের রাজ্যারম্ভ।

দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে যাদববংশীয় মহাদেবাদি রাজগণের রাজত্ব। আলাউদ্দীনের সহিত যাদববংশীয় রাজা মহাদেবের কলহ।

উৎকলে নরসিংহ বা নৃসিংহ দেবের রাজত্ব। মূলস্থানের অর্থাৎ মুলতানের নৃসিংহমন্দির ও শাম্বপ্রতিষ্ঠিত সূর্য্যমন্দির দেখিয়া কোণাকোণায় (কোণারকে) উৎকলরাজ নৃসিংহ কর্ত্তৃক সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠা।

বঙ্গদেশে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব। লক্ষ্মণসেনের অবসানে অল্প সময়ের মধ্যে ক্রমান্বয়ে মাধবসেনের, কেশবসেনের ও লাক্ষ্মণেয়ের অর্থাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব[১] বখ্তিয়ারের[১] নিকট লক্ষ্মণসেনের পরাজয়।

১২-১৩ খ্রীস্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

বর্দ্ধমান[২] উপাধ্যায় মিথিলায় তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশাদি করেন।
* শরণদেব বঙ্গদেশে পাণিনির দুর্ঘটবৃত্তি প্রণয়ন করেন।
ঈশানভট্ট[৩] বঙ্গদেশে আহ্নিক পদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

১। কেহ কেহ বলেন, দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বখ্তিয়ার বঙ্গদেশে আগমন করেন। কিন্তু অনেকেই বলিয়াছেন, বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনের সময়েই বঙ্গদেশ আক্রান্ত হয়। এই গ্রন্থে আমরা শেষোক্তমতটীকে আপাততঃ সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি মাত্র।

২। ইনি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র।

* তারাচিহ্নিত ব্যক্তিগণ লক্ষ্মণসেনের সভায় পঞ্চরত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। ইনি পশুপতি ভট্টের ভ্রাতা।

পশুপতি[১] বঙ্গদেশে সংস্কারপদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

* জয়দেব বঙ্গদেশে গীতগোবিন্দাদি প্রণয়ন করেন।

* শ্রুতিধর পণ্ডিত ধোয়ী বঙ্গদেশে পবনদূত প্রণয়ন করেন।

* উমাপতিধর বঙ্গদেশে প্রশস্তপত্রীয়[২] কবিতা করেন।

* গোবর্দ্ধন আচার্য্য বঙ্গদেশে আর্য্যাসপ্তশতী নামক কাব্য প্রণয়ন করেন।

হলায়ুধ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বাদি প্রণয়ন করেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন বঙ্গদেশে অদ্ভুতসাগরের সমাপ্তি করেন।

মহারাজ পুরুষোত্তমদেব বঙ্গদেশে ত্রিকাণ্ডশেষ ও হারাবলী প্রণয়ন করেন।

হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যে চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি প্রণয়ন করেন।

বোপদেব দাক্ষিণাত্যে মুগ্ধবোধ ও মুক্তাফল প্রণয়ন করেন।

অমলানন্দ যতি দাক্ষিণাত্যে কল্পতরু প্রণয়ন করেন।

শ্রীধরস্বামী গুজ্‌রাটে ভাগবতভাবার্থদীপিকাদি করেন।

রঙ্গরামানুজ দাক্ষিণাত্যে বৃহদারণ্যকপ্রকাশাদি করেন।

লোকাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে বিষ্ণুপুরাণের টীকা প্রণয়ন করেন।

সুদর্শনাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে শ্রুতপ্রকাশিকা প্রণয়ন করেন।

জ্ঞানোত্তম মিশ্র চন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন।

চিৎসুখ আচার্য্য তত্ত্বপ্রদীপিকাদি প্রণয়ন করেন।

পণ্ডিত বল্লভাচার্য্য[৩] পদার্থ-ধর্ম্ম-সংগ্রহের উপর ন্যায়লীলাবতী প্রণয়ন করেন।

মংখদাস কাশ্মীরে মংখকোষ প্রণয়ন করেন।

যশোধর কামসূত্রের উপর জয়মঙ্গলা নামে টীকা করেন।

সোমেশ্বর দত্ত সুরথোৎসব প্রণয়ন করেন।

১। ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী।

২। কলিকাতা মিউজিয়মে উমাপতির কবিতাগুলি দৃষ্ট হইবে।

৩। অণুভাষ্যকার বল্লভাচার্য্য ইহার পরবর্ত্তী।

*। তারাচিহ্নিত ব্যক্তিগণ লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

১৩-১৪ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

দিল্লীতে আলাউদ্দীনের রাজত্ব। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণ। আলাউদ্দীনের মালব অধিকার, পরে হম্মীরের বীরত্বে চিতোরাদি স্থানের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র কুতবুদ্দীন্ মুবারকের রাজত্ব। পরে তোগলক্‌বংশীয় গিয়াসুদ্দীনের রাজত্ব। তদনন্তর সুপণ্ডিত কিন্তু রক্তপিপাসু মহম্মদ তোগলকের রাজত্ব। দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টা। পরে ফিরোজ্ তোগলকের রাজত্ব।

দেবগিরিতে অর্থাৎ দৌলতাবাদে যাদববংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজত্ব। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও সন্ধি। রামচন্দ্রের পুত্র হরপালের রাজত্ব মুসলমানগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ও পরাজয়।

দাক্ষিণাত্যের কুলবর্গায় অর্থাৎ বর্ত্তমান গুলবার্গে গঙ্গোব্রাহ্মণী হাসানের রাজত্ব। পরে বোম্বাই পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যবিস্তার। বিজয়নগরে গঙ্গোব্রাহ্মণীবংশের পরাজয়।

একশিলায় বা অকণকুণ্ডপুরে অর্থাৎ বর্ত্তমান তেলিংগানাস্থিত ওয়ারাংগলে প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব। মালিক কাফুরের নিকট প্রতাপরুদ্রের পরাজয়।

মহম্মদ তোগলক্ কর্ত্তৃক হৈশাল বংশের ধ্বংস হইলে তাঁহাদের করদরাজ্য বিজয়নগরে প্রথম হরিহর বুক্কের স্বাধীনতা প্রাপ্তি। হরিহরবুক্কের অধীনে মাধবাচার্য্যের মন্ত্রিত্ব*। পরে দ্বিতীয় হরিহরের প্রতিনিধিরূপে সায়ণাচার্য্যের* রাজ্যপরিপালন।

---

*। মাধবাচার্য্যের এবং সায়ণাচার্য্যের রাজ্যপালনের সুব্যবস্থা দেখিয়া পাশ্চাত্যের অগ্রদূত আব্দার্ রাজ্জাক্ বিশেষ প্রশংসাপূর্ব্বক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু শাসন প্রণালীর কঠোরতা লইয়া পোর্টুগীজ্ নুনিজ্ সাহেব যাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহা স্বার্থদুষিত বলিয়া বিশ্বাসযোগ্য নহে।

বঙ্গদেশে সাম্‌সুদ্দীন্ ইলিয়াস্ শাহ্ দিল্লীশ্বর মহম্মদতোগলকের অধীনতা অস্বীকার করিয়া গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া রাজা গণেশের শাসনভারগ্রহণ।

উৎকলে প্রতাপ নরসিংহের রাজত্ব।

১৩-১৪ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

বিদ্যাধর উৎকলে একাবলী প্রণয়ন করেন।

মল্লিনাথ দাক্ষিণাত্যে ষট্‌কাব্যের টীকা প্রণয়ন করেন।

ভারতীতীর্থ দাক্ষিণাত্যে বৈয়াসিক ন্যায়মালাদি করেন।

মাধবাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে জৈমিনীয় ন্যায়মালাদি করেন।

সায়ণাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে বেদাদির ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

শিঙ্গভূপাল রসার্ণবসুধাকর সঙ্কলন করেন।

পদ্মনাভ দত্ত[১] মিথিলায় সুপদ্ম ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

বেঙ্কটনাথ বেদান্তদেশিক দাক্ষিণাত্যে শতদূষনী প্রণয়ন করেন।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত দ্রাবিড়ে অলংকারকৌস্তুভ ও মদনপারিজাত প্রণয়ন করেন।

গুণবত্ন ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ের টীকা প্রণয়ন করেন।

রামানন্দের শিষ্য কবীর[২] বৈষ্ণবমতবিশেষের প্রচার করিয়া টক্‌সার শাস্ত্র প্রচার করেন।

কুল্লূক ভট্ট কাশীধামে মন্বর্থমুক্তাবলী প্রণয়ন করেন।

যজ্ঞপতি উপাধ্যায় মিথিলায় তত্ত্বচিন্তামণিপ্রভাদি প্রণয়ন করেন।

চণ্ডেশ্বর মিথিলায় স্মৃতিরত্নাকরাদি প্রণয়ন করেন।

১। পদ্মনাভদত্ত হলায়ুধের বংশধর। ইনি দামোদর দত্তের পুত্র।

২। ইহা কবীরপন্থীর মত। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মতে কবীর পঞ্চদশ খ্রীষ্টশতাব্দীতে ইব্রাহিম্ লোদীর পিতা সেকন্দর লোদীর রাজত্বকালে আবির্ভূত হন। জাতিতে কবীর তন্তুবায় ছিলেন।

বিদ্যানাথ দাক্ষিণাত্যে প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ প্রণয়ন করেন।
মল্লিনাথের পুত্র কুমারস্বামী রত্নাপণ প্রণয়ন করেন।
রায়মুকুট বঙ্গদেশে অমরকোষের উপর পদচন্দ্রিকা নাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।
শার্ঙ্গধর[১] শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি নামক সংগ্রহ গ্রন্থ করেন।
ভানুদত্ত রসমঞ্জরী ও রসতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন।
কেদার ভট্ট বৃত্তরত্নাকর প্রণয়ন করেন।
দুর্লভরাজ এবং তৎপুত্র জগদ্দেব সমুদ্রতিলক নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
জৈনপণ্ডিত মেরুতুঙ্গ প্রবন্ধচিন্তামণি[২] প্রণয়ন করেন।
কোনও ব্যক্তি কালিদাসের নামে জ্যোতির্বিদাভরণ[৩] করেন।
দ্বিতীয় বাগ্‌ভট বৈদ্যশাস্ত্রে রত্নসমুচ্চয় প্রণয়ন করেন।
শূলপাণি বঙ্গদেশে স্মৃতিবিষয়ক বিবিধ বিবেক প্রণয়ন করেন।
পুঞ্জরাজ[৪] সারস্বত ব্যাকরণের টীকা প্রণয়ন করেন।
নরহরি সরস্বতীতীর্থ কাব্যপ্রকাশের টীকা প্রণয়ন করেন।
পুণ্যরাজ হরিকারিকার টীকা প্রণয়ন করেন।
শ্রীবর পণ্ডিত কাশ্মীরে কথা কৌতুকাদি প্রণয়ন করেন।

১৪-১৫ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

দিল্লীতে ফিরোজ তোগ্‌লকের রাজত্ব। পরে মামুদ তোগ্‌লকের

১। ইনি রাঘবদেবের পৌত্র এবং দামোদরের পুত্র। শার্ঙ্গধর হম্বীরের আশ্রয়ে প্রতিপালিত।

২। মেরুতুঙ্গকে অনুসরণ করিয়া ১৬শ খ্রীষ্টশতাব্দীতে পণ্ডিত বল্লাল সেন ভোজপ্রবন্ধ প্রণয়ন করেন।

৩। গ্রহাদির অবস্থান দৃষ্টে ইহা পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের অনুমানমাত্র।

৪। পুঞ্জরাজ গিয়াসুদ্দীন্ তোগ্‌লকের মন্ত্রী ছিলেন।

রাজত্ব। মামুদ তোগ্‌লকের রাজত্বকালে ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমীর টাইমুরের দিল্লীগ্রহণ। এই সময় হইতে হিন্দী-উর্দ্দু[১] ভাষার বিশেষ প্রচলন। টাইমুরের ভারত পরিত্যাগ। মামুদ তোগলকের রাজ্যত্যাগ। তাঁহার পারিষদ লোদীবংশীয় দৌলৎখাঁর রাজ্যগ্রহণ। ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে দৌলতখাঁর হস্ত হইতে সৈয়দবংশীয় খিজির খাঁর দিল্লী গ্রহণ। সৈয়দবংশের প্রতিষ্ঠান। সৈয়দবংশীয় বাদশাহ্‌কে পরাজয় করিয়া লাহোরের শাসনকর্ত্তা বাহ্‌লুল লোডীর দিল্লীগ্রহণ এবং লোডীবংশের প্রতিষ্ঠান। পরে অগ্রবনে অর্থাৎ আগ্রায় সেকন্দর লোদীর রাজত্ব।

দাক্ষিণাত্যে বুক্কবংশের লোপ হওয়ায় তাঁহাদিগের শেষ মন্ত্রী নরসিংহের রাজ্যগ্রহণ।

উৎকলে গজপতি প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব। পরে গতিকান্ত শঙ্খভাস্থরের ও শঙ্খবাসুদেবের রাজত্ব।

বঙ্গদেশে রাজা গণেশের পুত্র মুসলমান্ হইয়া আলাউদ্দীনের নামে তাঁহার রাজ্যগ্রহণ। গণেশবংশের লোপে ইলিয়াসের বংশসম্ভূত নবাবের রাজ্যপ্রাপ্তি। এই সময়ে হাপ্‌সী (আবিসিনিয়ান্) এবং খোজা নামক বীরদ্বয়ের বঙ্গাধিকার। ইহার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সাবৃকি জাতীয় আলাউদ্দীন্ হোসেনের বঙ্গাধিকার।

কাশ্মীরে কোটারাণীর রাজত্বের পর ১৩৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সমসুদ্দীনের রাজত্ব।

১৪-১৫ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

পক্ষধর মিশ্র মিথিলায় মণ্যালোক প্রণয়ন করেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যা করেন।

১। মহারাষ্ট্রীয়, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী এবং দেশজভাষার মিলনে হিন্দীভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। হিন্দির সহিত আরবী, পারসী এবং তুর্কী ভাষার মিলনে উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি।

অভিনব বাচস্পতি মিথিলায় স্মৃতিবিষয়ক বিবিধ চিন্তামণি-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আনন্দগিরি দাক্ষিণাত্যে বেদান্ত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন।

অনিরুদ্ধ সাংখ্যসূত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করেন।

গোরক্ষনাথ গোরখ্‌পুরে গোরক্ষসংহিতার সঙ্কলন করেন।

নারায়ণ আচার্য্য আশ্বলায়ন সূত্রাদির বৃত্তি প্রণয়ন করেন।

বিশ্বনাথ কবিরাজ উৎকলে সাহিত্যদর্পণ প্রণয়ন করেন।

শকলকীর্ত্তি তত্ত্বার্থসারদীপিকা নামক জৈনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

দিল্লীতে সেকন্দর লোডীর রাজত্ব। আগ্রায় সেকন্দর লোডীর নগর প্রতিষ্ঠা। পরে তৎপুত্র এব্রাহিম হোসেন্ লোডীর রাজত্ব।

দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরে কৃষ্ণরায়দেবের রাজত্ব। পরে সদাশিবের রাজত্ব। সদাশিবের প্রতিনিধি রামরাজার সহিত তেলিকোটায় মুসলমানগণের যুদ্ধ ও বিজয়নগরের পতন।

ক্যালিকটে পোর্টুগীস্ নাবিক ভাস্-কো-ডি-গামার আগমন। পোর্টুগীস্‌গণের গোয়া অধিকার।

উৎকলে গজপতি প্রতাপরুদ্র দেবের রাজত্ব। পরে কলিঙ্গদেব ও কহ্লার দেবাদির রাজত্ব।

বঙ্গদেশে আলাউদ্দীন্ হোসেনের রাজত্ব। আলাউদ্দীন্ হোসেনের নিকট রূপসনাতনের কার্য্যাধিকারপদপ্রাপ্তি। আলাউদ্দীনের উড়িষ্যা-আক্রমণ। আলাউদ্দীনের অবসানে তৎপুত্র নসরত এবং মামুদের রাজত্ব। মামুদকে পরাজয় করিয়া সের খাঁ অর্থাৎ সের শাহ্‌র রাজত্ব।

১৫-১৬ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

বল্লভাচার্য্য দাক্ষিণাত্যে বা বৃন্দাবনে অণুভাষ্য প্রণয়ন করেন।

চৈতন্যদেব ভারতে নবদ্বীপ হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রচার করেন।

রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপে দীধিতি প্রণয়ন করেন।
রূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রণয়ন করেন।
সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে তোষণী প্রণয়ন করেন।
গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে হরিভক্তিবিলাস প্রণয়ন করেন।
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে বিবিধ স্মৃতিতত্ত্ব প্রণয়ন করেন।
বিজ্ঞানভিক্ষু যোগবার্ত্তিকাদি প্রণয়ন করেন।
নারায়ণ ভট্ট দাক্ষিণাত্যে বৃত্তরত্নাকরের টীকা প্রণয়ন করেন।
নীলকণ্ঠ সূরী দাক্ষিণাত্যে ভারতভাবদীপ প্রণয়ন করেন।
অন্নংভট্ট দাক্ষিণাত্যে তর্কসংগ্রহ প্রণয়ন করেন।
তুলসীদাস হিন্দীভাষায় রামায়ণ-তাৎপর্য্য অনুবাদ করেন।
দোদ্দয়াচার্য্য দাক্ষিণাত্যে চণ্ডমারুতাদি প্রণয়ন করেন।
ব্যাসরাজ দাক্ষিণাত্যে ন্যায়ামৃত প্রণয়ন করেন।
মহীধর আচার্য্য কাশীধামে যজুর্ব্বেদভাষ্যাদি প্রণয়ন করেন।
প্রকাশানন্দ দাক্ষিণাত্যে বেদান্তসিদ্ধান্তমুক্তাবলী করেন।
গোবিন্দানন্দ দাক্ষিণাত্যে রত্নপ্রভা প্রণয়ন করেন।
খণ্ডদেব দাক্ষিণাত্যে মীমাংসাকৌস্তুভাদি প্রণয়ন করেন।
লৌগাক্ষি ভাস্কর দাক্ষিণাত্যে অর্থসংগ্রহাদি প্রণয়ন করেন।
নানক পঞ্জাবে শিখধর্ম্মের প্রচার করেন।
ভাবমিশ্র ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
রামচন্দ্র দাক্ষিণাত্যে প্রক্রিয়াকৌমুদী প্রণয়ন করেন।
বিঠ্‌ঠলাচার্য্য প্রক্রিয়াকৌমুদীর উপর প্রসাদনাম্নী টীকা প্রণয়ন করেন।
গণেশ আচার্য্য (১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে) গ্রহলাঘব প্রণয়ন করেন।
মানরাজ (১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে) সিদ্ধান্তসুন্দর নামক জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
মকরন্দ (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে) মকরন্দ নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

জগজ্জ্যোতির্ম্মল্ল* নাগরিক সর্ব্বস্বের টীকা প্রণয়ন করেন। গঙ্গাদাস পুরী ছন্দোমঞ্জরী প্রণয়ন করেন।

১৬-১৭ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

আগ্রায় এব্রাহিম হোসেন্ লোদীর রাজত্ব। কাবুলের রাজা মোগল বংশীয় বাবরের ভারত আক্রমণ। পাণিপথে এবং ফতেপুরে এব্রাহিম হোসেন্ লোডীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ। বাবরের অবসানে তাঁহার প্রথমপুত্র হুমায়ুনের দিল্লীপ্রাপ্তি এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কাম্‌রাণের পাঞ্জাব প্রাপ্তি। বঙ্গাধিপতি সেরখাঁর সহিত পুনঃ পুনঃ হুমায়ুনের যুদ্ধ। চুণার, বক্‌সার এবং কান্যকুব্জের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুনের দিল্লীত্যাগ এবং কাম্‌রাণের নিকট গর্ভবতী স্ত্রীকে রাখিয়া হুমায়ুনের কাবুল পরিত্যাগ। কাম্‌রাণের আশ্রয়ে হুমায়ুনের পুত্র আক্‌বারের জন্ম।

দিল্লীর সিংহাসন লাভ করিয়া বঙ্গেশ্বর সেরখাঁর 'দিল্লীশ্বর সের শাহ্' নাম গ্রহণ। সের শাহ্‌র রাজত্বকালে মুদ্রার্থে তঙ্কার পরিবর্ত্তে 'রুপেয়া' শব্দের প্রচলন। চিতোর আক্রমণ করিবার পর সের শাহ্‌র কালিঞ্জরে গমন। কালিঞ্জরের রাজার সহিত যুদ্ধ। কালিঞ্জর অধিকার, কিন্তু যুদ্ধে আহত হইয়া সের শাহ্‌র মৃত্যু। সের শাহ্‌র অবসানে তৎপুত্র সেলিম শাহ্‌র রাজ্যপ্রাপ্তি। সেলিমের অবসানে তদীয় ভ্রাতা আদিল্ শাহ্‌র রাজ্যগ্রহণ। হেমচন্দ্র বা হিমু নামক একজন হিন্দু বণিকের হস্তে আদিল্‌শাহ্‌র রাজ্যভার প্রদান। হেমচন্দ্রের রণকৌশলে এব্রাহিম সুর এবং সেকন্দর সুর নামক বিদ্রোহিদ্বয়ের দমন। পারস্যপতির সাহায্যে

* ইনি নেপালের মহারাজ।

কাম্‌রাণের নিকট হইতে হুমায়ুনের কাবুল ও পাঞ্জাবাদি রাজ্য প্রাপ্তি। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু এবং তৎপুত্র আক্‌বরের রাজ্যপ্রাপ্তি। আক্‌বরকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য হেমচন্দ্রের পাঞ্জাব-যাত্রা। পাণিপথে হেমচন্দ্রের সহিত আক্‌বারের এবং তাঁহার সেনাপতি বৈরামের যুদ্ধ। যুদ্ধে হেমচন্দ্রের পতন এবং আক্‌বরের দিল্লীরাজ প্রাপ্তি। আক্‌বরের কাশ্মীরাদি জয় এবং গান্ধারে বিদ্রোহ-দমন। রাজা মানসিংহ এবং রাজা তোডরমল প্রভৃতি হিন্দুগণের সহিত আক্‌বরের সম্বন্ধস্থাপন। ফয়জি, আবুল ফজল, মিঞা তানসেন্ এবং বীরবলাদির আক্‌বর্‌সভ্যত্ব। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে আক্‌বরের পুত্র সেলিমের হস্তে আবুল ফজলের মৃত্যু। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রায় আক্‌বরের মৃত্যু।

আক্‌বরের অবসানে সেলিমের রাজ্যপ্রাপ্তি। সেলিমের জাহাঙ্গীর অর্থাৎ 'বিশ্ববিজয়' উপাধিগ্রহণ। নুর্‌জাহানের সহিত জাহাঙ্গীরের যাবনিক বিবাহ। ১৬১৫খ্রীষ্টাব্দে সার্ টমাস্ রো সাহেবের ভারতদর্শন। নুর্‌জাহানের স্মৃতিরক্ষার জন্য সম্রাটের তাজমহল নির্ম্মাণ। ফরাশী ডাক্তার বার্ণার সাহেবের দিল্লী পরিদর্শন এবং রাজবৈদ্যের পদপ্রাপ্তি। বাদ্‌শাহ্‌র বিরুদ্ধে তদীয় পুত্র অরঙ্গজেবের বিদ্রোহ। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক শাহ্‌জাহানের সিংহাসনচ্যুতি। ১৬৫৯ হইতে ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের হস্তে তদীয় ভ্রাতা দারা এবং মোরাদের মৃত্যু ও শুজার নির্ব্বাসন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কারারুদ্ধ শাহ্‌জাহানের মৃত্যু এবং অরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক। শিবাজির সহিত সম্রাটের কলহ।

বঙ্গদেশে সেরশাহ্‌র রাজত্ব। সেরশাহ্‌র বংশধরগণকে পরাজয় করিয়া সোলেমন্ কররণীর রাজত্ব। পরে তৎপুত্র দাউদের রাজত্ব। সেনাপতি কালযবন বা কালাপাহাড় কর্ত্তৃক শ্রীক্ষেত্র আক্রমণ। 'তারিখ-ই-দাউদী' নামক মুসলমান ইতিহাসের মতে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে কালীগঙ্গার তীরে আকবরসেনার তোপে

কালাপাহাড়ের মৃত্যু। পরে আকবর প্রভৃতির রাজত্ব।

উড়িষ্যায় চক্রপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্ব। পরে নৃসিংহজন, রঘুরাম, ছোট্টয়া এবং মুকুন্দদেবের রাজত্ব। যাজপুরের যুদ্ধে কালাপাহাড়ের নিকট মুকুন্দদেবের পরাজয় এবং মৃত্যু। পরে উড়িষ্যায় অরাজকতা।

মহারাষ্ট্রদেশে সাহুজি ভন্‌সালের ঔরসে ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজির জন্ম। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়ে শিবাজির দুর্গনির্ম্মাণ। দাক্ষিণাত্যের মোগলপ্রতিনিধি সায়েস্তা খাঁর সহিত শিবাজির যুদ্ধ এবং সুরাষ্ট্রনগর লুণ্ঠন। অরঙ্গজেবের নিকট শিবাজির পরাজয়। বিজয়পুরের রাজার সহিত অরঙ্গজেবের যুদ্ধ এবং অরঙ্গজেবের পক্ষে শিবাজির সহায়তা। দিল্লীতে শিবাজির নিমন্ত্রণ। সম্রাটের শত্রুতাভাব দেখিয়া দিল্লী হইতে শিবাজির পলায়ন।

কাশ্মীরে সমসুদ্দীনের রাজত্ব। পরে হোসেনচক্‌প্রমুখ চক্‌বংশীয় মুসলমান নৃপতিগণের রাজত্ব। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মোগল সাম্রাজ্যে কাশ্মীরের অধীনতা।

১৬-১৭ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

শঙ্কর মিশ্র মিথিলায় উপস্কারাদি প্রণয়ন করেন।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ নবদ্বীপে মাথুরী প্রভৃতি প্রণয়ন করেন।

জীব গোস্বামী বৃন্দাবনে ক্রমসন্দর্ভাদি প্রণয়ন করেন।

জগদীশ তর্কালঙ্কার নবদ্বীপে শব্দশক্তিপ্রকাশাদি গ্রন্থ করেন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশে চণ্ডীমঙ্গল প্রণয়ন করেন।

অপ্পয় দীক্ষিত কাশীতে সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহাদি প্রণয়ন করেন।

ভট্টোজিদীক্ষিত কাশীতে সিদ্ধান্তকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ করেন।

নন্দপণ্ডিত কাশীতে দত্তমীমাংসাদি প্রণয়ন করেন।

নীলকণ্ঠ শৈব দাক্ষিণাত্যে দেবীভাগবতের টীকা করেন।

জগন্নাথ পণ্ডিতরাজ দিল্লীতে রসগঙ্গাধরাদি প্রণয়ন করেন।

কমলাকর ভট্ট দাক্ষিণাত্যে নির্ণয়সিন্ধু প্রণয়ন করেন।

সদানন্দ যতি কাশ্মীরে অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি প্রণয়ন করেন।

সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসার প্রণয়ন করেন।

বল্লাল পণ্ডিত[১] ভোজপ্রবন্ধ প্রণয়ন করেন।

ভাস্কুজি দীক্ষিত[২] ব্যাখ্যাসুধা প্রণয়ন করেন।

নারায়ণ ভট্ট কেরলে মানমেয়োদয়[৩] প্রণয়ন করেন।

রাঘবানন্দ (১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে) সিদ্ধান্তরহস্য নামক সারণী প্রস্তুত করেন।

কাশীরাম দাস কাটোয়ান্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে মহাভারত তাৎপর্য্য অনুবাদ করেন।

মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার প্রকাশাদর্শ রচনা করেন।

১৭ খ্রীষ্টশতাব্দীর অর্থাৎ ১৬৬৭ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

দিল্লীতে অরঙ্গজেবের রাজত্ব। শিবাজির মৃত্যু হইলে অরঙ্গজেবের বিজয়পুরাদি অধিকার। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক শিবাজিপুত্র শম্ভুজির মৃত্যু।

দাক্ষিণাত্যের রায়গড় দুর্গে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস বাবাজীর অনুরোধে গাগাভট্ট কর্ত্তৃক শিবাজীর রাজ্যাভিষেক। গুজরাট্ হইতে কর্ণাট পর্য্যন্ত শিবাজির রাজ্যবিস্তার। অরঙ্গজেবের সহিত শিবাজির সন্ধি। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজির মৃত্যু। শিবাজির অবসানে তৎপুত্র শম্ভুজি বা শম্ভাজির রাজ্যপ্রাপ্তি। অরঙ্গজেবের নিকট শম্ভুজির পরাজয় এবং মৃত্যু। শম্ভুজির

১। মেরুতুঙ্গ প্রণীত প্রবন্ধচিন্তামণির ভঙ্গিমায় বল্লাল পণ্ডিতের এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

২। ইনি ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র।

৩। নারায়ণ ভট্ট রাজা মানদেবের আশ্রয়ে থাকিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

অবসানে অরঙ্গজেবের আদেশে তৎপুত্র শাহজির কারাবাস। মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত অরঙ্গজেবের যুদ্ধ। অরঙ্গজেবের কবল হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণের উড়িষ্যা অধিকার।

মোগলসম্রাজ্যে বঙ্গদেশের এবং কাশ্মীরের অধীনতা।

১৭ খ্রীষ্টশতাব্দীর অর্থাৎ ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

গাগাভট্ট দাক্ষিণাত্যে কায়স্থধর্ম্মদীপ ও বাকাগমাদি প্রণয়ন করেন।

ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র দাক্ষিণাত্যে বেদান্তপরিভাষা প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণধূর্জ্জটি দীক্ষিত দাক্ষিণাত্যে সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় প্রণয়ন করেন।

নাগেশভট্ট দাক্ষিণাত্যে পরিভাষেন্দুশেখরাদি প্রণয়ন করেন।

কোণ্ডভট্ট দাক্ষিণাত্যে বৈয়াকরণভূষণসারাদি প্রণয়ন করেন।

রামতীর্থ স্বামী দাক্ষিণাত্যে বেদান্তসারের ও সংক্ষেপশারীরকের টীকা প্রণয়ন করেন।

মধুসূদন সরস্বতী শ্রীক্ষেত্রের গোবর্দ্ধনমঠে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণয়ন করেন।

কৃষ্ণংভট্ট কাশীতে মঞ্জুষাদি প্রণয়ন করেন।

রামানন্দ সরস্বতী কাশীতে সন্ধ্যামৃততরঙ্গিনী প্রণয়ন করেন।

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশে ধর্ম্মমঙ্গল প্রণয়ন করেন।

গদাধর ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে দীধিতিবিবৃতি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বঙ্গদেশে ভাষাপরিচ্ছেদাদি প্রণয়ন করেন।

* ব্লামা তারানাথ তিব্বতদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস প্রণয়ন করেন।

---

* তিব্বতভাষায় অগ্রবর্ত্তী ব অনুচ্চার্য্য।

১৮ খ্রীষ্টশতাব্দীর রাজনৈতিক বৃত্তান্ত।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে অবঙ্গজেবের মৃত্যু এবং তৎপুত্র শাহ্ আলম্ বা প্রথম বাহাদুর শাহ্‌র রাজ্যপ্রাপ্তি। শাহুজির কারামুক্তি ও পিতৃরাজ্যপ্রাপ্তি। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুরের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জাহান্দার শাহ্‌র রাজ্যপ্রাপ্তি। বেহারের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ হাসান্ আলি এবং তদীয় ভ্রাতা এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ আবদুল্লা কর্ত্তৃক জাহান্দারের মৃত্যু এবং উভয়ের সহযোগিতায় জাহান্দারের ভ্রাতা ফরাখশাহ্‌র রাজ্যপ্রাপ্তি। সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক ফরাখ্‌শাহ্‌র মৃত্যু এবং ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহ্‌র পৌত্র মহম্মদ শাহ্‌র রাজ্যপ্রাপ্তি। দাক্ষিণাত্যে চিন্-ক্লিচ্-খাঁর বিদ্রোহ। মহম্মদ শাহ্‌কে পরাজয় করিয়া হায়দ্রাবাদে চিন্-ক্লিচের নিজাম-উল্-মল্ক্ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপন। হায়দ্রাবাদ যাত্রা করিবার কালীন বাদশাহ্ কর্ত্তৃক সৈয়দ হাসান্ আলির মৃত্যু। আবদুল্লা প্রতিহিংসা লইবার উপক্রম করিলে বাদ্‌শাহ্ কর্ত্তৃক তাঁহার মৃত্যু। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বালাজি বিশ্বনাথের পুত্র দ্বিতীয় পেশওয়া বাজিরাও কর্ত্তৃক দিল্লী আক্রমণ। মহম্মদ শাহ্‌র নিকট হইতে বাজিরাওএর স্বারাজ্য-সনন্দ প্রাপ্তি। মহম্মদ শাহ্‌র সম্মতিক্রমে 'পেশওয়া'র অধীনস্থ বেরারে অর্থাৎ নাগপুরে ভন্‌সালা রাজ, মালবে বা গোয়ালিয়রে সিন্ধিয়ারাজ, ইন্দোরে হুলকাররাজ, এবং বরদায় গুইকার রাজার অভ্যুত্থান। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে পারস্যের রাজা নাদির শাহ্‌র দিল্লী অধিকার। দুইমাস রাজত্ব করিয়া শাহ্‌জাহানের ময়ূরসিংহাসন এবং কোহিনুর প্রভৃতি রত্ন লইয়া আফ্‌গানিস্থানে নাদির শাহ্‌র প্রত্যাগমন। মহম্মদ শাহ্‌র পুনর্বার দিল্লী অধিকার। মহম্মদ শাহ্‌র সম্মতিক্রমে মাদ্রাজ বোম্বাই ও বঙ্গদেশে ইংরাজ এবং ফরাশীর বাণিজ্য-চেষ্টা। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে রোহিলপতি আহ্‌মদ্ শাহ্ আবদালি কর্ত্তৃক বাদ্‌শাহ্‌র রাজ্যচ্যুতি এবং জাহান্দার শাহ্‌র পুত্র দ্বিতীয়

আলামগীরের সিংহাসনপ্রাপ্তি। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় ক্লাইভের দেওয়ানী স্বত্ব প্রাপ্তি।

মোগল সাম্রাজ্যে কাশ্মীরের অধীনতা। কিন্তু ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আমেদ শাহ্ আবদালী কর্তৃক কাশ্মীরাধিকার।

দাক্ষিণাত্যে সাহুর রাজত্ব। সাহুর নিকট কোঙ্কণব্রাহ্মণ বালাজিবিশ্বনাথের মন্ত্রিত্ব। মন্ত্রিত্বপদ বংশানুগত করিবার জন্য তাঁহার 'পেশ্ওয়া' উপাধি গ্রহণ। দিল্লীর সৈয়দ্ হোসেন্ আলির নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যে স্বরাজ পাইবার জন্য বিশ্বনাথের প্রথম চেষ্টা। এই চেষ্টাফলে বিশ্বনাথের চৌথস্বত্বাদি প্রাপ্তি। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বনাথের অবসানে তৎপুত্র 'বাজিরাও'এর পেশ্ওয়াপদ প্রাপ্তি। বাজিরাও দ্বিতীয় পেশ্ওয়ার দিল্লী আক্রমণ। সন্ধিবশতঃ মহম্মদ শাহ্র নিকট হইতে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মালবাদি দেশে 'বাজি-রাও'এর স্বরাজসনন্দ প্রাপ্তি। 'বাজিরাও'এর উদ্যোগে মোগলশক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ভন্সালা, গোয়ালিয়ার, হোলকার, গেকার প্রভৃতি রাজগণের স্বাধীনতা রক্ষা। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে সাহুর মৃত্যু। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বালাজি কর্তৃক পুণ্যপত্তনে (পুণায়) রাজনগর প্রতিষ্ঠা। নাগপুরের রাজা রঘুজি ভন্সালার বঙ্গাদিদেশ লুণ্ঠন এবং বর্গীর অত্যাচার। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে রঘুজির সহিত নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সন্ধি। পাণিপথে আফ্গানদিগের নিকট মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণের পরাজয় এবং বালাজি 'বাজিরাও'এর মৃত্যু।

মাদ্রাজে ইংরাজগণকে ফরাশী প্রতিনিধি ডুপ্লের আক্রমণ। কর্ণাটতটে ফরাশী পোতসাধনের আগমন। ইংরাজকে সাহায্য করিবার জন্য ডুপ্লের বিরুদ্ধে আর্কটের নবাব আন্ওয়াকদ্দীনের বিপুল সৈন্যপ্রেরণ। মুষ্টিমেয় ফরাসী সৈন্যের নিকট সংহত ইংরাজ এবং নবাবের পরাজয়। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়োরোপে 'আয়লাস্তাপেল্'সন্ধি হেতু ডুপ্লে কর্তৃক ইংরাজগণকে মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডুপ্লের প্রত্যাগমন এবং ফরাশীপক্ষে বুশীর কর্তৃত্ব। ইংরাজপক্ষে ক্লাইভের অধ্যক্ষতা।

বন্দোবস্ত এবং পরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্কুররাজকে আক্রমণ করায় টিপুসুলতানের সহিত সংঘবদ্ধ মহারাষ্ট্রীয়গণ, নিজাম এবং ইংরাজগণের যুদ্ধ এবং পরে সন্ধি। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের প্রত্যাগমন এবং ওয়েলেস্‌লি সাহেবের আগমন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুসুলতানের সহিত সংহত মহারাষ্ট্রীয়গণ, নিজাম এবং ইংরাজের যুদ্ধ। টিপুর পরাজয় ও মৃত্যু। মহীসুরে হিন্দুরাজার সিংহাসনপ্রাপ্তি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণের নেতা নানা ফর্ণাভিসের মৃত্যু। নাগপুরাদি মধ্যভারতীয়স্থানে পণ্ডিত প্রবর কোলব্রুক্ সাহেবের দৌত্যকর্ম্মে অবস্থান।

১৮ খ্রীষ্টশতাব্দীর সাহিত্যিক বৃত্তান্ত।

বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ডে দাক্ষিণাত্যে প্রদীপোদ্দ্যোতের ছায়া প্রণয়ন করেন।

লক্ষ্মীদেবী মিতাক্ষরার বালম্ভট্টী এবং কালনির্ণয়াদির টীকা প্রণয়ন করেন।

বালম্ভট্ট বালম্ভট্টীর প্রচারযোগ্য সংস্করণ করেন।

বলদেব বিদ্যাভূষণ বৃন্দাবনে বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য প্রণয়ন করেন।

আনন্দবোধেন্দ্র সরস্বতী বশিষ্ঠমহারামায়ণ তাৎপর্য্য প্রণয়ন করেন।

গঙ্গাধর সরস্বতী বেদান্তসিদ্ধান্তসূক্তিমঞ্জরী প্রণয়ন করেন।

সদাশিবেন্দ্র সরস্বতী দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিকা ও যোগসুধাকর প্রণয়ন করেন।

নরহরিস্বামী কাশীতে বোধসার প্রণয়ন করেন।

সমাপ্ত
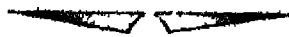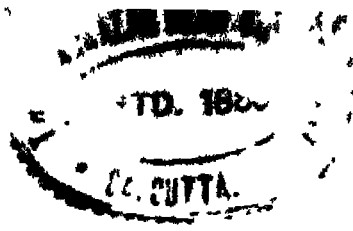
নামসূচী।

কারিকায়, কারিকাভাসে বা পরিশিষ্টভাগে যে সকল গ্রন্থকারের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের নামাদি এই সূচীতে সংগৃহীত হইল।

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং

নাম এবং পৃষ্ঠা ।

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং পৃষ্ঠা।

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

নাম এবং পৃষ্ঠা

শুদ্ধিপত্রম্।

গ্রন্থ মুদ্রিত হইবার পর যে সকল প্রমাদ দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তাহা হস্তে যথাসম্ভব সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু যে সকল শব্দে ঐরূপ সংশোধন সম্ভবপর হয় নাই তাহার শুদ্ধপাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অচিন্ত্যাভেদবাদিনঃ	অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিনঃ
অধৈর্য্যং	অধৈর্য্যং
অনুভাষ্য	অণুভাষ্য
অপ্পয়দীক্ষিত	অপ্পয়দীক্ষিত
অহ্লায়	অহ্নায
আচার্য্য	আচার্য্য
কহ্লণ	কল্হণ
কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ
ক্লিপ্ত	কৢপ্ত
গৃহ্লাতি, গৃহ্লন্তি, গৃহ্লীয়াৎ	গৃহ্ণাতি, গৃহ্ণন্তি, গৃহ্ণীয়াৎ
চিণ্ময়	চিন্ময়
জম্ম	জন্ম
তৎপদমন্বেষ্টব্যম্	তৎপদমন্বেষ্টব্যম্
ধীগুণাম্	ধীগুণান্
নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তি চ	নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি
নাশাস্তমনসো বাপি	নাশান্তমানসো বাপি
পিতৃযাণ	পিতৃযান (লৌকিক মতানুসারে, কিন্তু বৈদিকনিয়মানুসারে বৈকল্পিক)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
প্রযুক্ত	প্রযুক্ত
প্রযুপ্ত	প্রসুপ্ত
প্রাণ আয়ুংষি তাবিষৎ	প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ
বালভট্টি	বালভট্টী
ভর্ত্তৃবজ্ঞ	ভর্ত্তৃযজ্ঞ
মৃণ্ময়	মৃন্ময
লিচ্ছবি	নিচ্ছবি
লিচ্ছিবি	নিচ্ছিবি
শিহ্লণ	শিল্হণ
শিষ্যশিবষি	শিষ্যশিবসি
যজুঃ	যজুঃ
যদশ্মাসি	যদশ্মাসি
যথার্থকথনং	যথার্থকথনম্
যদি	যদি
যস্মাৎ	যস্মাৎ
যা	যা
যাইতে	যাইতে
যাগঃ	যাগঃ
যাজ্ঞবল্কা	যাজ্ঞবল্কা
যাহা	যাহা
যে	যে
যোগঃ	যোগঃ
যোগাত্তা	যোগাত্তা
যোঃস্থথা	যোঃস্থথা
সমীক্ষবে	সমীক্ষণেব
সর্ব্বজ্ঞ	সর্ব্বস্ব

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
সংযোগান্তং	সংযোগান্তং
সিদ্ধ্যেৎ	সিধ্যেৎ
সৃষ্টিকার্যা	সৃষ্টিকার্যা
সুসুপ্তি	সুষুপ্তি
সূর্যোর	সূর্য্যের
স্পৃস্বা	স্পৃষ্ট্বা
স্বসংবেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম	স্বসংবেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম
জাত্যান্ধো হি যথাঘটম্।	কুমারী স্ত্রীসুখং যথা।
অযোগী নৈব জানাতি	অযোগী নৈব জানাতি
কুমারী স্ত্রীসুখং যথা ॥	জাত্যান্ধো হি যথা ঘটম্ ॥
	[স্বসংবেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম কুমারী মৈথুনং যথা। ইত্যাদি (পাঠান্তর)]
১/২ + ১/৬ + ৮ + ১/৩ + ১/৮ = ১ (পৃঃ৪৪)	১/২ + ১/৬ + ১/৬ + ১/৮ + ১/৮ = ১
১৩০° ৩০″	২৯° ৩০″
৫১৫ ৬২৫ (পৃ ৪৮।)	°৫১৫ ৬২৫
৭৯০৫৫ (পৃ ৪৮৫)	৭৯০৫.৫